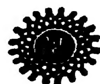
শিখ-ইতিহাস

[শিখ জাতির উৎপত্তি হইতে শতদ্রু নদীর তীরে যুদ্ধ পর্যন্ত]

দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত



নবপত্র প্রকাশন/কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭৬

মুদ্রাকর : মহামায়া রায়
সনেট প্রিন্টিং হাউস
১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট / কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

গ্রন্থকারের ভূমিকা

যথোপযুক্ত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম, অথচ কঠোর কর্মক্ষেত্রে সাধারণের সমক্ষে পরিশ্রমের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে উৎসুক সে ক্ষেত্রে পাঠকগণের নিকট দেখান কর্তব্য,—কিসূত্রে, কিউপায়ে সঠিক উপাদান প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে ন্যায় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ. ভাগে, লর্ড অকল্যাণ্ডের অযাচিত অনুগ্রহে, গ্রন্থকার, কর্ণেল ওয়েডের সহকারিত্ব পদ প্রাপ্ত হন। কর্ণেল ওয়েড লুধিয়ানায় 'পোলিটিকাল এজেন্টের' পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; পঞ্জাব এবং আফগানিস্থানের সামন্তবর্গের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ সংক্রান্ত সমস্ত কার্য নির্বাহের ভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল। ফিরোজপুর সহরের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য, তাঁহার একজন ইঞ্জিনিয়ারের আবশ্যক হয়। ফিরোজপুরের জায়গীরদারের কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না থাকায়, সেই ক্ষুদ্র সহর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; এক্ষণে সামরিক রীতি অনুসারে সেই সহরের দৃঢ়তা সম্পাদন আবশ্যক হইল। উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে কর্ণেল ওয়েডের অভিপ্রায়, তৎকালিন প্রধান সেনাপতি সার হেনরি ফেন অনুমোদন করেন। কিন্তু সামান্য প্রাচীর দ্বারা ঐ নগর বেষ্টন করা অপেক্ষা অপর কোন উপায় অবলম্বন শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। তবে এই সময়ে সা সুজাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে শিখ-গবর্ণমেণ্টের সহিত একমত হইবার জন্য, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ফিরোজপুরের দৃঢ়তা সম্পাদন কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখেন। এই হেতু ফিরোজপুর অনেক দিন পর্যন্ত সামান্য সেনানিবাস রূপেই পরিণত ছিল; এবং সেই সেনানিবাস অশ্বারোহী দস্যুদলের আক্রমণ হইতে যুদ্ধোপকরণাদি রক্ষা করিতে ক্বচিৎ সমর্থ হইত।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মহরোজ রণজিত সিংহের সহিত লর্ড অকল্যাণ্ডের যখন সাক্ষাৎ হয়, গ্রন্থকার তথায় উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহাজাদা তাইমুর এবং কর্ণেল ওয়েডের সহিত তিনি পেশোয়ারেও গমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা যখন জোর করিয়া খাইবার-পাশ গিরিসঙ্কট অতিক্রম পূর্বক কাবুলের পথে অগ্রসর হন, গ্রন্থকার সেই সময়ে তাঁহাদের সহিত বিদ্যমান ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের লুধিয়ানা জেলার শাসনভার গ্রন্থকারের হস্তে অর্পিত হয়। ঐ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সীমান্ত প্রদেশের নূতন এজেণ্ট মিষ্টার ক্লার্ক কর্তৃক মনোনীত হইয়া, কর্ণেল সেণ্টন এবং তাঁহার সাহায্যকারী সেনাদলের সহিত গ্রন্থকার পেশোয়ারে গমন করেন। কর্ণেল হুইলারের পরিচালিত, দোস্ত মহম্মদ

খাঁর শরীর রক্ষক সৈন্যদলের সহিত গ্রন্থকার পেশোয়ার হইতে ফিরিয়া আসেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থকার ফিরোজপুর জেলার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন; ঐ বৎসরের শেষ ভাগে পুনরায় তিনি মিঃ ক্লার্কের সুপারীশে তিব্বত গমন করেন। জাম্মুর অহঙ্কারী রাজা লাসার চীনদের যে রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন কিনা, এবং লুদাক প্রভৃতি স্থানে বৃটিশ-বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা তাহা পরিদর্শন করাই তাঁহার তিব্বৎ যাত্রার উদ্দেশ্য। এক বৎসর পরে গ্রন্থকার তিব্বত হইতে প্রত্যাগত হন। দোস্ত মহম্মদ যখন লুধিয়ানা সহরে লর্ড এলেনবরার সহিত সাক্ষাত করেন, গ্রন্থকার তথায় বর্তমান ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজপুর সহরে লর্ড অকল্যাণ্ডের সহিত শিখ-সামন্তগণের সাক্ষাৎকালেও গ্রন্থকার উপস্থিত ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থকার আম্বালা সহরে বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন; ঐ বৎসরের মধ্যভাগ হইতে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত, গ্রন্থকার কর্ণেল রিচমণ্ডের সাক্ষাৎ সহকারী (পার্সোনাল এসিষ্টাণ্ট) কর্মচারীর কার্য করিয়াছিলেন। রিচমণ্ড মিঃ ক্লার্কের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ঐ পদে মেজর ব্রডফুট যখন নির্বাচিত হন, সেই সময়ে এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অধিকাংশ কাল পলাতক সিদ্ধিয়ানদিগের সংক্রান্ত কার্যসূত্রে গ্রন্থকার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিকানীর ও যশল্মীরের রাজপুতগণের এবং দাউদপোত্রদিগের মধ্যে রাজ্যের সীমা লইয়া যে বিরোধ উপস্থিত হয় ঐ সময়ে তৎপরিদর্শনের ভারও গ্রন্থকারের উপর ন্যস্ত ছিল। শিখ-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সার চার্লস নেপিয়র গ্রন্থকারকে তাঁহার সৈন্যদলে যোগদানের জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরুসহরের যুদ্ধের পর গ্রন্থকার লর্ড গাফের প্রধান কার্যালয়ে আহুত হইয়াছিলেন। অবশেষে যখন লুধিয়ানার দিকে সৈন্যদল অগ্রসর হইতে থাকে তখন গ্রন্থকার সার হ্যারি স্মিতের সাহচর্যে আদিষ্ট হন; এই প্রকারে গ্রন্থকার বাদোয়ালের সংঘর্ষে এবং আলিওয়ালের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। সোব্রাওনের যুদ্ধে জয়লাভের অংশভাগী বলিয়াও গ্রন্থকার আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করেন। সেই যুদ্ধজয়ের প্রসিদ্ধ দিনে গ্রন্থকার গবর্ণর-জেনারেলের, এইডিকং-এর পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অবশেষে গ্রন্থকার প্রধান সেনাপতির প্রধান কার্যালয়ে কর্মভার প্রাপ্ত হন। অতঃপর লাহোর-সৈন্য বিদ্রোহী হইলে গ্রন্থকার লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত তাঁহার শিবিরে শিমলা পাহাড়ে গমন করেন। সেই স্থান হইতেই ভূপাল যাত্রার পথ প্রশস্ত হয়। গ্রন্থকারের প্রতি গবর্ণর জেনারেল সন্তুষ্ট হইয়া, ভূপাল রাজ্য এবং তদন্তর্বর্তী প্রদেশ সমূহের 'পোলিটিকাল এজেন্টের' পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি গ্রন্থকারের প্রতি আশাতীত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

গ্রন্থকার প্রায় আট বৎসর কাল শিখ জাতির মধ্যে বসবাস করিয়াছিলেন। তাহাদের

ইতিহাসে সেই সময়টি বিশেষ প্রসিদ্ধ। নানা অবস্থায় সকল সম্প্রদায়ের সহিত গ্রন্থকারের বিশেষ মেশামিশি হইয়াছিল। সে সময়ে সীমান্ত প্রদেশ সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র তিনি যথেচ্ছাভাবে দেখিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শতদ্রু নদীর পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ বিষয়ে এবং প্রধানতঃ পঞ্জাবের সামরিক শক্তি-সামর্থ সম্বন্ধে একটি বিবরণী লিখিবার ভার গ্রন্থকারের উপর অর্পিত হয়। সেই সময়ে এই ইতিহাস লিখিবার কল্পনা গ্রন্থকারের মনে উদয় হইয়াছিল; তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ঐ ইতিহাস রচনার উপাদান তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। গ্রন্থকার এক্ষণে সেই ইতিহাস সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন।

মালব দেশে গ্রন্থকারের অবস্থিতি অনেকাংশে গ্রন্থকারের পক্ষে শুভসূচক হইয়াছিল। এই সময়েই গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনার সুবিধা প্রাপ্ত হন; মধ্যভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল শিখ যোদ্ধজাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাঁহাদের প্রকৃতি ও পদ্ধতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষেও এই সময়েই গ্রন্থকারের অবসর হইয়াছিল।

সিহোর, ভূপাল।
১ই ডিসেম্বর, ১৮৪৮

শিখ-ইতিহাস প্রসঙ্গে

শিখ হলেন তাঁরা, যাঁরা গুরু নানকের (১৪৬৯-১৫৩৮) শিষ্য। লাহোরের ৫৬ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে তালওয়ান্দি গ্রামে গুরু নানকের জন্ম। এখন এই গ্রাম নানকানা নামে পরিচিত। বিদ্যালয়-শিক্ষার প্রতি বিরাগসম্পন্ন নানক ছোট থেকেই নির্জনতা ও সাধুসঙ্গ প্রার্থনা করতেন। মাত্র ৯ বছর বয়সেই তিনি উপবীত গ্রহণে অসম্মতি জানান। ফার্সীদক্ষ গুরু নানক কিছুকাল গুদামরক্ষকের কাজে নিযুক্ত থেকে বনবাসী হন এবং তীর্থভ্রমণে নানা দেশ ভ্রমণ করেন। ভ্রমণান্তে তিনি কর্তারপুরে এসে বসবাস করেন এবং ধর্মপ্রচার ও দীক্ষাদানে ব্যাপৃত হন। এখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। শিষ্য অঙ্গদকে পরবর্তী গুরু হিসাবে মনোনীত করে যান।

গুরু নানকের ধর্মের প্রধান শিক্ষা ছিল ঈশ্বর এক, গুরু নির্ভরতা এবং নামজপ। ঈশ্বর সত্য, স্রষ্টা, নির্ভীক, শত্রুহীন, অমর, স্বপ্রকাশ, মহান ও দাতা। শিষ্যগণকে নিরন্তর তাঁর নাম জপ করার আদেশ দিয়ে যান। গুরু হল সমুদ্র বিশেষ এবং গুরুর শিষ্য শিখগণ হলেন নদী—উভয়ের মিলনেই মহত্ত্বলাভ ঘটতে পারে। নামজপ শিখকে অক্ষয় স্বর্গবাসের অধিকারী করে। মূর্তি-পূজার প্রশ্রয় না দিলেও তিনি স্বর্গ-নরক, পাপ-পূণ্য ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। যে কোনো ধর্মের আচারপ্রিয়তা তাঁর কাছে নিন্দনীয় ছিল। হিন্দু মুসলমানের ধর্মগত ও সামাজিক মিলনপ্রয়াসী নানকের শিষ্যরা এসেছিলেন উভয় সম্প্রদায় থেকেই। বস্তুতপক্ষে নানকের মৃত্যুর (১৫৩৮) পর থেকেই শিখ-সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিই 'গুরু' নামে অভিহিত হতে থাকেন। অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২), অমরদাস (১৫৫২-৭৪), রামদাস (১৫৭৪-৮১), অর্জন (১৫৮১-১৬০৬), হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫), হর রাই (১৬৪৬-৬১), হর কিষাণ (১৬৬১-৮৪) এবং গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮) ক্রমে যে গুরু পরম্পরা তা শিখ সম্প্রদায়কে একটি বিশিষ্ট জাতিতে সংগঠিত করে। বস্তুতপক্ষে সন্তগুরু রামদাসকে (৪র্থ গুরু) সম্রাট আকবর পর্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর প্রদত্ত জমিতেই পরবর্তীকালে বিখ্যাত অমৃতসর মন্দির গড়ে ওঠে।

গুরু অঙ্গদ গুরুমুখী ভাষা ও লিপিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়ার পর নানকের স্মৃতিকথা সংকলনে উদ্যোগী হন। এ বিষয়ে নানকসঙ্গী বালা তাঁকে যথাযথ সহায়তা করেন। পঞ্জাবী ভাষায় প্রথম গদ্যকীর্তি হল গুরু অঙ্গদ-কৃত এই স্মৃতি-সংকলন। বিনামূল্যে আহার সরবরাহের জন্য লঙ্গরখানার প্রতিষ্ঠা গুরু অঙ্গদের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য কীর্তি; কারণ শিখদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনে এই উদ্যোগ সর্বাংশে উপযোগী হয়েছিল। শিখেরা এখন জানলেন যে একটা সাধারণ উদ্দেশ্য দান করা মহৎ কর্তব্যবিশেষ। এটাই সত্য ধর্মাচরণ তাও জানলেন। ফলে শিখ সম্প্রদায় প্রথম সুগঠিত হবার সুযোগ পেল।

গুরু অমরদাসকে যখন গুরু হিসাবে অঙ্গদ মনোনীত করে গেলেন তখন তিনি গুরু নানকের বাণী নিয়ে শিখদের মধ্যে পুনঃপ্রচারে ব্যাপৃত হলেন। তিনি অবশ্য শিখদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই সবিশেষ সচেষ্ট হলেন এবং তাঁর বিপক্ষদের পরাস্ত করলেন। বিপক্ষ উদাসী সম্প্রদায় তাঁর বশীভূত হল। শিখদের সংখ্যা বাড়তে থাকল। সুবিধার জন্য তিনি বাইশটি মঞ্জতে বিভক্ত করলেন। মঞ্জ হল গদি বিশেষ। প্রতিটি মঞ্জের প্রধান হলেন এক একজন ধর্মাত্মা শিখ।

কিন্তু গুরুদের প্রভাব বৃদ্ধি এবং শিখদের শক্তি বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি যত্নশীল হলেন প্রথম গুরু রামদাস। এজন্য তিনি কর্তারপুরে নানক প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা এবং অমরদাস প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দওয়ান গ্রাম প্রতিষ্ঠার চৌহদ্দীকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিলেন অমৃতসর শহর স্থাপন করে। আগেই বলেছি সম্রাট আকবর তাঁকে এক পুষ্করিনী সমেত পাঁচশো বিঘা জমি প্রদান করেছিলেন মাত্র সাতশো আকবরী মুদ্রার বিনিময়ে। আকবরের মিত্রতার সঙ্গে তিনি বহু পার্বত্য সামন্ত জমিগীদারদের সঙ্গেও মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। লাহোরের রাজ্যপাল মির্জা জাফর বেগ এবং তাঁর পুত্র তাহির বেগ তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। এই সব সখ্যতা গুরু রামদাসের জনপ্রিয়তার পরিধি বিস্তারে এবং শিখধর্মের প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করল।

শিখদের এই বিশিষ্ট পরিচিত শিখধর্মের তত্ত্বতঃ প্রতিষ্ঠা এনে দিল গুরু অর্জন-এর সংগঠনী শক্তির প্রভাবে। তিনিই প্রথম 'আদিগ্রন্থ' গ্রন্থসাহেব সংকলনে উদ্যোগী হন। দ্বিতীয় গুরুর সংকলিত নানক-স্মৃতিগ্রন্থ সংকলনের পর এটিই সারা শিখবিশ্বে সমাদৃত প্রধান গ্রন্থ। অর্জন দেবের জীবনের বৃহৎ অংশ এই মহৎ সংকলন কাজে ব্যয়িত হল। বেদ, বাইবেল বা কোরাণের সমতুল্য হল এই আদিগ্রন্থ।

শুধু তাই নয় অমৃতসর সহরকে শিখদের মক্কায় পরিণত করে দিলেন গুরু অর্জন। নির্মিত হল অনুপম হরমন্দির। অমৃতসর হল শিখদের প্রধান কর্মক্ষেত্র। তাঁর উদ্যোগেই মাঝার জাঠেরা শিখধর্ম গ্রহণে তৎপর হল। তরণ তারণ শহর নির্মিত হল। অর্জনদেব এবারে রাজস্ব-প্রদান নিয়ম গঠন করে একটা অঘোষিত শিখ সাম্রাজ্য গঠন করলেন। দানপ্রথা বিধিবদ্ধ হল। মসন্দ বা সমাহর্তারা নিযুক্ত হলেন এজন্যে। কুসংস্কারকে দূরীভূত করে শিখধর্মকে উদারভিত্তি প্রদান তাঁর আধ্যাত্মিক সংস্কার সমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল। তুর্কী থেকে ঘোড়া কিনে এনে শিখদের মধ্যে সামরিক শক্তি বর্ধন করার প্রসারেও তিনি তৎপর হন। বস্তুতঃ পক্ষে অর্জনদেবের নেতৃত্বে শিখ জাতি অনেকখানি এগিয়ে গেল।

এটাই আবার কালও হল। এই এগিয়ে যাওয়া আকবর পরবর্তী মোগল সম্রাটদের না-পসন্দ ছিল। যুবরাজ খুসরোর বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন অর্জন। সংগঠন থেকে শিখজাতিকে এবার সংঘর্ষের সংকটের অভিমুখে যাত্রা করতে হল। স্বয়ং গুরু অর্জনকেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর অকথ্য অত্যাচারের পর (১৬০৬)। সপ্তদশ শতকের সূচনা শিখদের পক্ষে শান্তির বাণী বহন করে আনল

না। যদিও অর্জন-তনয় হরগোবিন্দ অবশ্য তাঁর খেলোয়াড়ি মনোভাব আর মধুর ব্যক্তিত্ব দিয়ে জাহাঙ্গীরের প্রশংসা অর্জন করে নিলেন, তবুও তাঁকে আটক করে গোয়ালিয়ারে নির্বাসিত করলেন সম্রাট। এর পর থেকে নির্বাসন, হত্যা, বেআইনী শোষণ, নারকীয় অত্যাচারের অভিজ্ঞতা শিখজাতির পরবর্তী ভাগ্য নির্ধারণ করতে লাগল।

গুরু গোবিন্দ সিংহের পদতলে বসে থাকতেনযে ধার্মিক বৃদ্ধটি, সেই মান সিংহ হলেন শহীদ। একই ভাগ্য ছিল পঁচিশ বছরের তরতাজা যুবক তারু সিংহেরও। বালক হকীকৎ রাইকেও সেই পথেরই অনুগামী হতে হল। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

কিন্তু এর ফলেই ষষ্ঠ গুরু অর্জন-তনয় হরগোবিন্দকে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই হল। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তিনি কৃতসংকল্প হলেন। আর প্রতিজ্ঞা করলেন শিখজাতিকে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি দিতে। এজন্য তিন তিনবার তাঁকে মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হল। যুদ্ধে একাধিকবার জয়লাভ করলেও শেষ অবধি কিরাতপুরের পার্বত্য অঞ্চলে তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। এখানেই তাঁর মৃত্যু হল। প্রকৃতপক্ষে হরগোবিন্দই ছিলেন প্রথম শিখগুরু যাঁকে সামরিক জীবন যাপন করতে হয়েছিল।

হরগোবিন্দের পৌত্র হর রাই এবং তাঁর পুত্র হরকিষাণ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলেন না। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হরকিষাণের মৃত্যুর পর গুরু হরগোবিন্দের দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র শিখ সম্প্রদায়ের নবম গুরু তেগ বাহাদুর বাকালার ২২ জন সোধির গুরুত্বের দাবী নস্যাৎ করে মাখমচাঁদের সাহায্যে গুরুপদে আসীন হন। কিন্তু তাঁর না ছিল সামরিক বুদ্ধি না ছিল সাংগঠনিক শক্তি। তীর্থ ও প্রচারে তাঁর দিন কাটে। কিন্তু তবুও মোগল সম্রাটের রোষবহ্নি থেকে তিনি দূরে থাকতে পারে নি। তাঁকে ধরে ঔরঙ্গজীবের কাছে নিয়ে আসা হলে সম্রাট তাঁকে হয় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে না হয় অলৌকিক কিছু দেখাতে বলেন। তেগ বাহাদুর অস্বীকার করেন। অতএব নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করার পর তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়। তবে তাঁর আত্মোৎসর্গ শিখদের মধ্যে প্রতিরোধ গ্রহণের সংকল্প গড়ে তোলে।

তেগ বাহাদুরের একমাত্র পুত্র, দশম তথা অন্তিম শিখগুরু গুরু গোবিন্দ সিংহের সময় থেকেই গুরুদের প্রাধান্য হ্রাস, প্রতিনামা সম্প্রদায়সমূহের উদ্ভব এবং ঔরংজীবের ধর্মনীতি শিখজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল সংকটের সৃষ্টি করে। গুরু গোবিন্দকে তিনটি প্রত্যক্ষ বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হল। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ, ইস্‌লামি ধর্মে দীক্ষাদানের প্রবণতারোধ এবং সামরিক ছত্রছায়ায় শিখদের সংগঠন— তিনটি লক্ষ্য পূরণে তিনি ব্যাপৃত হন। ফলে 'খালসার' (পবিত্র) উদ্ভব ঘটে। তরবারিই তাঁর কাছে ঐশী শক্তির সমতুল হয়ে পড়ে। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশগড়ের সম্মেলনে তিনি তাঁর জন্য জীবনদানে প্রস্তুত—এমন 'পঞ্চ পিয়ারা'কে নিয়ে শিখধর্মের

মধ্যে নতুনত্বের সঞ্চার করেন। নানকের 'চরণ পাহুল' পরিবর্তিত হয় অমৃত পাহুলে। তাঁর দীক্ষিত সম্প্রদায় খালসা নামে পরিচিত হয়ে 'ওয়া গুরুজীকা খালসা, ওয়া গুরুজীকা ফতহ' নীতি ঘোষণা করে। বংশ জাতি নির্বিশেষে সকলেই 'সিংহ' হবেন (এই রীতি অদ্যাপি বহমান)। খালসাই গুরু, গুরুই খালসা—নীতির ফলে ব্যক্তিগুরুর মহিমা হ্রাস পেয়ে সম্প্রদায়গুরুর মহিমা বৃদ্ধি পেল। জীবনযাত্রার মধ্যে সংযম আনয়নের জন্যে তামাক সেবন নিষিদ্ধ হল। কেশ, কচ্ছ, কঙ্কণ, কৃপাণ ও কঙ্কতিকা (চিরুনী) আবশ্যিক হল। অন্যবৃত্তি ত্যাগ করে অসিবৃত্তি গ্রহণও আবশ্যিক হল। ধর্ম সম্প্রদায় পরিণত হল সামরিক সম্প্রদায়ে।

১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে তিনি জম্মু থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত অবস্থিত পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এক আফগানের হাতে মৃত্যুর (১৭০৮) পূর্বে তিনি বান্দাকে (মনে রাখতে হবে গুরুর পদ অবলুপ্ত হয়েছে) সামরিক নেতার পদে বৃত করেন। ধর্মের ভার দেন পঞ্চ শিখের উপর।

বান্দা গুরু গোবিন্দের কাছে পাঁচটি শিক্ষা পেয়েছিলেন নারী সঙ্গ না করে পবিত্র জীবন যাপন কর। সত্য-চিন্তা, সত্য-কথন ও সত্যকর্মে নিযুক্ত থাক, নিজেকে খালসার ভৃত্য মনে করে সেইমত কাজ কর। কোনো সম্প্রদায় গঠন করো না এবং জয়লাভ যেন তোমার মধ্যে রাজকীয় অহঙ্কার সৃষ্টি না করে। শিখগণ বান্দার নেতৃত্বে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হলেন। শিরহিন্দের মুঘল সেনাপতি গুরু গোবিন্দের শিশু-পুত্রগণকে যে নির্মমভাবে হত্যা করে বান্দার প্রাণে তার যন্ত্রণা জাগরূক ছিল। প্রতি-শোধস্পৃহ বান্দার আক্রমণে শিরহিন্দ ছারখার হয়ে যায়। বান্দার বিরুদ্ধে বাহাদুর শাহ্ এবং মুনইম্ খাঁ দুজনেই এগিয়ে গেলেন। লৌহগড় দুর্গে বান্দাকে অবরোধ করলেন তাঁরা, কিন্তু বান্দা চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন বান্দার মতই দেখতে এক অনুচরের সুকৌশল আত্মদানের সাহায্যে। এর মধ্যে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের বাহাদুর শাহের মৃত্যু হল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জাঁহাদার শাহের এগারো মাসের অপরিণত রাজ্য লাভের পর ফরুখসিয়র সিংহাসনে বসলে তাঁর সঙ্গেও বান্দার বিরোধিতার অবসান হল না। শেষ পর্যন্ত বান্দাকে পরাস্ত হতে হল। সাধারণ শিখদের উপর অত্যাচার চলতেই থাকল। খালসা অবশ্য তাতে দমে গেল না।

এর প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেল নাদির শাহ-এর আক্রমণের পর ইরাবতী নদীর তীরে দালিওয়াল-এ একটি দুর্গ নির্মাণ-এ। শিখরা আবার পুনঃসংগঠিত হলেন। এই সংগঠনের কাজ পূর্ণ হল আহমদ শাহ আবদালীর পুনঃপুনঃ আক্রমণ—বিশেষ করে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) পর পঞ্জাবে মোগল শাসনের অবসানে ও শিখ অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। নতুন আশা ও সাহসে শিখেরা উজ্জীবিত হলেন। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে তাঁরা আবদালীর পশ্চাদ্-ধাবন করলেন। দেশোদ্ধার হল বটে, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ শাসনব্যবস্থা সংগঠনের পূর্ণ শক্তি তখনও তাঁরা অর্জন

করেননি। ১২টি মিস্‌ল্‌-এ বিজিত ভূখণ্ডকে ভাগ করে নব শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হল আহ্‌লুওয়ালিয়া, ভাঙ্গী, ডালিওয়ালিয়া, ফয়জুল্লাপুরিয়া, কানহেয়া, করোয়া সিংঘিয়া, নাকাই, নিহাং, নিশানওয়ালা, ফুলকিয়া, রামঘরিয়া এবং সুকরচুকিয়াতে। এসময়ে রণজিৎ সিংহের মতো প্রবল ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে এসে এই বিভক্ত সাম্রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ পেল। পঞ্জাবের সুকরচুকিয়া মিস্‌ল্‌-এর এই নেতা মাত্র বারো বছরে মিস্‌লের নেতা হন।

কাবুলের জমানশাহ পঞ্জাব আক্রমণ করতে এসে রণজিৎ সিংহের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। সাহসী এই তরুণের শৌর্যে মুগ্ধ জমান শাহ তাঁকে বন্ধুত্বে বরণ করে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করলেন। রণজিৎ সিংহ এবার লাহোর দখল করলেন (১৭৯৯)। জম্মুর রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জয় করে নিলেন হৃত অমৃতসর। এবারে নিজে 'মহারাজ' উপাধি নিয়ে স্বনামে মুদ্রা প্রচার করলেন। শতদ্রু নদীর পূর্বদিকস্থ মিস্‌ল্‌গুলির অন্তর্কলহের সুযোগে সেখানে বিস্তার করে দিলেন স্বীয় আধিপত্য। ফলে শতদ্রু থেকে পেশোয়ার, কাশ্মীর থেকে মুলতান পর্যন্ত একটি স্বয়ং-শাসিত রাজ্য গড়ে উঠল। একাজ খুব সহজ হয়নি। ইংরেজের প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রণজিৎ সিংহ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করে নিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এটিকে নতুন করে পুনরনুমোদিত করে নেওয়া হয়। শতদ্রু নদী উভয়ের রাজ্য সীমা নির্ধারণ করতে থাকল। পঞ্জাব কেশরীর নেতৃত্বে এক বিরাট শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। অনভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের হাতে এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিখ সেনাপতিদের কলহে তা বিপর্যস্ত হল। অচিরে মাত্র চার বছরের ব্যবধানে দুটি শিখ যুদ্ধের আবির্ভাবে স্বনির্ভর শিখরাজ্যের চক্র যেন ভেঙ্গে পড়ল।

॥ ২ ॥

আমাদের এই বইটিতে পাঠক শিখ যুদ্ধের বিস্তারিত ইতিহাস দেখতে পাবেন। সেকারণে যথাসংক্ষেপেই এই যুদ্ধদ্বয়ের একটি বিবরণী আমরা এখানে পেশ করতে চাইছি।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে যথেষ্ট গোলমাল দেখা দিতে লাগল। জ্যেষ্ঠপুত্র শের সিংহ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হাতে নিহত হলে ৫ বছরের শিশুপুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে রাজমাতা জিন্দ কাউর (জিন্দন) অছিপদে নিযুক্ত হলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মহারাণীকে অছিপদ থেকে বিতাড়িত করে নতুন অছিপরিষদ নির্মাণ করে রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা করে। এর পূর্বেই ইংরেজদের সঙ্গে শিখেদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধই প্রথম শিখযুদ্ধ নামে পরিচিত। মাত্র তিনমাস স্থায়ী এই যুদ্ধের তীব্রতা কম ছিল না। মুড়কি (১৮ই ডিসেম্বর ১৮৪৫), ফিরোজশাহ (২১-২২শে ডিসেম্বর), আলিওয়াল (২৮শে জানুয়ারী

১৮৪৬) এবং সোব্রাওন (১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৬)-এর চারটি যুদ্ধে প্রধানত শিখসেনা-পতিদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শিখেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল। শেষ যুদ্ধে বিজয়ী ব্রিটিশদের অধিনায়কত্ব দেন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ। নতুন চুক্তি সম্পাদিত হল। এই লাহোর চুক্তির জন্য শতদ্রু নদীর তীরবর্তী সমস্ত রাজ্যকে ইংরেজের হাতে তুলে দিতে হল। দিতে হল শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী জলন্ধর দোয়াব অঞ্চলকেও। আরও দিতে হল পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা। জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য এককোটি টাকা চাওয়া হলে শিখদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হল না। ঐ পরিমণে টাকার বিনিময়ে তখন কাশ্মীর বিক্রি হয়ে গেল গোলাপ সিংহের (জম্মুর রাজ্যপাল) কাছে। শিখের সামরিক শক্তি মাত্র বিশ হাজার পদাতিক এবং বারো হাজার অশ্বারোহীতে হ্রাস ঘটানো হল। বছর না ঘুরতেই আবার ইংরেজ এই লাহোর চুক্তি সংশোধনে তৎপর হল যাতে আরও আট বছর ব্রিটিশ সৈন্য উপদ্রুত অঞ্চলে থাকতে পায়। রেসি-ডেণ্ট হেনরি লরেন্স council of Regency-এর সভাপতি হলেন। শিখ নেতারা এই চুক্তি খুবই অসম্মানজনক ভাবতে লাগলেন। মুলতানে বসানো হল দুজন নামকে ওয়াস্তে শিখ উত্তরাধিকারকে। দুজন ব্রিটিশ অফিসার গেলেন তাঁদের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু এপ্রিল ১৮৪৮-এ তাঁদের হত্যা করা হল। ইংরেজ ভাবলেন এটা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্বরূপ। অতএব তাঁরা মুলতানের অধিকার গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধও ছিল স্বল্পস্থায়ী। এই যুদ্ধে শিখেরা পুনশ্চ সংঘবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন ১৩ই জানুয়ারী ১৮৪৯ তারিখে। যুদ্ধ হল চিলিয়ানওয়ালা নামক একটি স্থানে। প্রচণ্ড যুদ্ধ করেও শিখেরা (আফগানদের সহায়তায়) ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্পূর্ণ পরাস্ত হল। এবার তাদের মেনে নিতে হল ব্রিটিশের সার্বভৌম প্রভুত্ব।

এদিকে দলীপ সিংহ ও রাজমাতা জিন্দ কাউর ব্রিটিশের বেতনভোগী মাত্র হয়ে পড়েছেন। দলীপকে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় ফত্তগড়ে জন লগিনের তত্ত্বাবধানে স্থানান্তরিত করা হল। দলীপ, কেন জানিনা, খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। মার্চ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকার পরের বছরে তাঁকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন। পুনশ্চ তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠল এবং পুনরায় রাজ্য ফিরে পাবার মানসে সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন জানালেন। আবেদন পূরণ হল না। হতাশ দলীপ সিং ক্ষোভে ইংল্যাণ্ড ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে মার্চ ১৮৮৬-তে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। কিন্তু এডেনে তাঁকে আটক করে বলা হল ভারতের পথে তাঁর যাওয়া নিষেধ। অতএব তিনি পারী নগরে গেলেন। খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করলেন এবং পুনর্বার শিখ-ধর্মকে বরণ করে নিলেন। রাজ্য প্রাপ্তির জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে তিনি ফরাসী সরকারের সহায়তা প্রার্থনা করে হতাশ হলেন। রাশিয়া অবশ্য তাঁর ইচ্ছা কতকাংশে সমর্থন করলেন। সংবাদপত্রে রচনার দ্বারা ভারতীয় জনমত সংগঠনের চেষ্টাও তিনি করলেন। কিন্তু সফলকাম না হয়ে পারীতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৮৯৩)।

॥ ৩ ॥

শিখজাতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস নিয়ে সমসাময়িক কালেই নানা ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজ এবং আরও পরে অন্যান্য জাতির ঐতিহাসিকগণও শিখ-ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। আদিগ্রন্থ, গুরুবিলাস, নানকের জনমসনী, বিচিত্র নাটক, বরণ প্রভৃতি গুরুমুখী ভাষায় রচিত বই ছাড়াও পারসী ভাষায় তারিখ-ই-ফরিস্তা, দবিস্তান-ই-মাজাহিব, ইবরত নামা, মুণ্টাখিব-উল-বাব, তারিখ-ই-মহম্মদ শাহী, মাসীর-অল্-উমর, সের-অল্-মুতাক্ষরীণ, রিসালা-ই-নানক প্রভৃতি পারসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে এই ইতিহাসের বিভিন্নমুখী বিবরণ আছে।

ইংরেজিতে রচিত অনেকগুলি বই গুরুমুখী বা পারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বিশেষ। প্রহ্লাদ বাই-এর 'রহত নামার' (১৬৯৫) অনুবাদ করেন সর্দার আতর সিংহ (১৮৭৬), সৈয়দ গুলাম হুসেন খানের তেগবাহাদুরের ভ্রমণকাহিনীর (১৭৮০) অনুবাদও তিনি করেন একই খ্রীষ্টাব্দে।

ইংরেজি রচিত অন্যান্য বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(ক) J. T. Wheeler-এর Early records of British India.

(খ) George Forster রচিত A journey from Bengal to England-এর দুটিখণ্ড (১৭৯৮)।

(গ) William Franklin রচিত Memoirs of George Thomas (১৮০৩)।

(ঘ) Jhon Malcolm রচিত A Sketch of the Sikhs (১৮০৫)। বইটি ভক্তমাল-রচিত খালসানামার উপর ভিত্তি করে রচিত।

(ঙ) H. T. Prinsep-এর Origin of the Skish Power (১৮৩৪).

(চ) Baron Charles Hugel-রচিত Travels in Kashmir and Punjab (১৮৩৬)।

(ছ) W. G. Osborn—Court and Camp of Ranjit Singh. লেখক লর্ড অকল্যাণ্ডের সামরিক সচিব ছিলেন এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাব পরিদর্শন করেন।

(জ) Steinbach রচনা করে The Punjub (১৮৪৫) তাঁর ৯ বছরব্যাপী শিখ চাকুরীর অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে। এতে পঞ্জাবে আদি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে মাত্র আলোচিত।

(ঝ) সে তুলনায় W. L, M'gregor-এর History of the sikhs (১৮৫৬) বিস্তারিত কিন্তু সর্বত্র নির্ভরযোগ্য নয়।

(ঞ) ইংরেজ রচিত শ্রেষ্ঠ বইটি হল J. D. Cunningnam-এর History of the Sikhs (পরে আরো আলোচনা করছি)।

(ট) লাহোরের রাজ-চিকিৎসক J. M. Honighbergher রচনা করেছিলেন Thirty-five years in the East (১৮৫২)।

(ঠ) ভারতীয় লেখকদের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় শ্রেষ্ঠ বই History of the Punjub রচনা করেছিলেন সৈয়দ মহম্মদ লতিফ (১৮৯১)।

(ড) শিখযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে Gough এবং A. Linner-রচিত The Sikhs and Sikh Wars (১৮৯৭) বইটিতে।

(ণ) খুব গভীর এবং বিস্তারিত না হলেও সুখপাঠ্যতার দিক দিয়ে ভাল বইটি রচনা করেন J. J, H. Gordon 'The Sikhs' নামে (১৯০৪)।

সম্প্রতিকালের ইংরেজি বইগুলির মধ্যে অধ্যাপক তেজা সিংহের বিভিন্ন বই এবং গোকুল চাঁদ নারাঙ্গের Glorious History of Sikhism শ্রেষ্ঠ।

॥ ৪ ॥

এর মধ্যে কানিংহামের বইটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ এ বই পড়েছিলেন যেমন, তেমনি বহু বাঙালী পাঠকের কাছে শিখ ইতিহাসের আকর গ্রন্থ হিসাবে ঐটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। আমাদের বর্তমান বইটির উৎসও কানিংহামের বইটি।

জেনারেল স্যার জোসেফ ডেভি কানিংহাম (Cunningham, Josheph Davey (১৮১২-৫১) ভারতে আসেন ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। এর এক বছর আগেই তাঁর ভাই স্যার আলেকজান্দার কানিংহাম (১৮১৪-৯৩) ভারতে আসেন একজন ক্যাডেট হিসাবে এবং বড়লাট লর্ড অক্ল্যাণ্ডের এডিকং নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এঞ্জিনিয়ারিং শাখার কর্মচারী হিসাবে প্রথম শিখযুদ্ধে যোগ দেন (১৮৪৬) ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার পদমর্যাদায়। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধেও (১৮৪৮-৪৯) তিনি অংশগ্রহণ করেন। প্রচীন ভারত সম্পর্কে তিনি বেশ কয়েকটি মূল্যবান বই লিখে গেছেন।

জোসেফ কানিংহাম ভারতে আসেন Bengal Engineers-এর একজন অধিকারিক হিসাবে। পঞ্জাবে তিনি বিভিন্ন পদমর্যাদায় চাকুরীরত থাকেন। রণজিৎ সিংহের সঙ্গে আমীর দোস্ত-এর সাক্ষাৎকারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ১৮৪৬-এর প্রথম শিখ যুদ্ধেও এবং আলিওয়াল ও সোব্রাওন এর যুদ্ধ সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন! ফলে পঞ্জাব ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। উদারমনা এই মানুষটির ইতিহাসবোধ ছিল পরিচ্ছন্ন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসবুদ্ধির ফসল হল তাঁর History of the Sikhs বইটি। এর ফল খুব একটা ভাল হয়নি তাঁর পক্ষে। কারণ প্রথম শিখযুদ্ধে দুজন শিখ সেনাপতিকে ইংরেজ সরকার কিনে নিয়েছিল ইত্যাকার সত্য মন্তব্য তাঁকে সরকারের বিরাগভাজন করে তুলেছিল। ফলে তাঁর পদাবনতি ঘটে চূড়ান্ত রকমের। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে অপরিণত বয়সে আম্বালায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

॥ ৫ ॥

শিখ ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরে বাংলা সাহিত্যেও আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত হয়েছে, তবে রাজপুতানার ইতিহাস যে পরিমাণে হয়েছে সে পরিমাণে আদৌ নয়। যতদূর অনুসন্ধান করতে পেরেছি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই এর সূচনা হয়। ১৭৭৩ শকের (১৮৫১ খ্রীঃ) ১ম পর্বের ১ম সংখ্যাতেই 'শিখ ইতিহাস' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরের বছর তৃতীয় পর্বের ২৯শ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় 'মহারাজা রঞ্জিত সিংহের জীবনবৃত্তান্ত' নামে একটি নিবন্ধ। পরবর্তীকালে অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় শিখ সম্প্রদায় নিয়ে নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে 'ভারতী' অন্যতম। দীনেন্দ্র কুমার রায় শিখ ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মনীতি নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনার পর পাঁচটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে 'শিখধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি' নামে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। 'শিখ সম্প্রদায়ের অধঃপতন' ও 'শিখ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা' প্রবন্ধদ্বয়ের দ্বারা তাঁর ১৩০১-২ বর্ষব্যাপী শিখচর্চার ফসল তিনি সম্পূর্ণ করেন। ব্রজসুন্দর সান্যালও তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে (১৩১৩ ব.) শিখ-স্বাধীনতার প্রায় ষাট পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণ রচনা করেন। এর বিশ বছর আগেই (১২৯৩ বঃ), শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন 'পঞ্জাব ভ্রমণ' ধারাবাহিকভাবে। এছাড়া এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত অনূদিত 'সুখমনী', দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের' শিখ পরিচয়', বরদাকান্ত মিত্রের 'শিখ যুদ্ধের ইতিহাস', বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুরু গোবিন্দ সিংহ', শরৎ কুমার রায়ের 'শিখগুরু ও শিখজাতি', যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'শিখের কথা', তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুরু গোবিন্দ সিংহ' প্রভৃতি বইয়ের সমালোচনাও পত্রস্থ হয়।

উল্লেখিত বইগুলি ছাড়াও কুমুদিনী মিত্রের 'শিখের বিপ্লব', মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ', মহেন্দ্রনাথ বসুর 'নানক প্রকাশ' অর্থাৎ গুরু নানকের জীবন চরিত্র ও শিখধর্মের ইতিবৃত্ত সার', গোকুল দাস অনূদিত 'সুখমনী' এবং দীনেশ-চন্দ্র বর্মন-এর 'শিখের আত্মাহুতি' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমুদিনী বসু (মিত্র)-এর আরও একটি বই, শিখের বলিদান'। এটির ৪র্থ সংস্করণ এবং 'শিখের বিপ্লব'-এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ আমরা দেখেছি। মহেন্দ্র গুপ্তের বইটির ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে। দীনেশচন্দ্র বর্মণের বইটি (১৯৩১) ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। এ ছাড়া শরৎ কুমার রায়ের 'শিখগুরু ও শিখজাতি'র ভূমিকা লিখে দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অনবদ্য সে ভূমিকা।

ছোটদের জন্য 'ছোটদের নানক' রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৯৩৪) এবং তার আগেই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'গুরু গোবিন্দ সিংহ' রচনা করেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সাম্প্রতিককালে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিমানবিহারী মজুমদারের 'শিখজাতি' এবং ন্যাশানাল বুক ট্রাষ্ট প্রকাশিত গোপাল সিং-এর (গুরুনেক সিং কর্তৃক অনূদিত 'গুরু গোবিন্দ সিংহ' (১৯৬৯) উল্লেখের দাবী রাখে।

পঞ্জাবের ভক্তি সাহিত্য দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। শিখ ভজন 'এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর। তেরো চরণপর সির নাবেঁ...' এবং 'বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ' থেকেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর। মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।' এবং 'বাজে বাজে রম্যবীনা বাজে'। দিনেন্দ্র-নাথ ঠাকুরও দ্বিতীয় ভজনটি অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেন। প্রবাসী পত্রিকার চৈত্র ১৩১৬ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহ' প্রবন্ধ। এ ছাড়া 'বীরগুরু' ও 'শিখ স্বাধীনতা নিয়ে দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন বালক পত্রিকাতেও। মানসী কাব্যের 'গুরু গোবিন্দ' ও 'নিষ্ফল উপহার' কবিতা, 'কথা' কাব্যের 'শেষ শিক্ষা' 'প্রার্থনাতীত দান' 'বন্দীবীর' প্রভৃতি কবিতাও রবীন্দ্রনাথ শিখ-চর্চার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

॥ ৬ ॥

অবশেষে আমরা দুর্গাদাস লাহিড়ীর প্রসঙ্গ আলোচনা করে আমাদের এই পরিচিতি অংশ শেষ করবো। ইতিহাস-মনস্ক এই প্রখ্যাত সাহিত্যিক নদীয়া জেলার নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ চকব্রাহ্মণ গড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সম্ভবত ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার পর বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর স্থাপিত মেট্রো-পলিটন কলেজে ভর্তি হন এবং বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। তাঁর প্রবর্তনা-তেই দুর্গাদাস সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। সে সময়ের সংবাদপত্র ও 'সোমপ্রকাশ', 'নববিভাকর', 'সুলভসমাচার' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। অবশেষে ১২৯৪ বঙ্গাব্দে তিনি নিজেই 'অনুসন্ধান' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে নিযুক্ত হন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদনা-কর্মেও। 'রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস' তাঁকে ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে লণ্ডনে আমন্ত্রণ করে পাঠালেও শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে যান নি। তাঁর সাহিত্যচর্চার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ যোগ্য বাংলা হরফে মূল অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ 'চতুর্বেদ' প্রকাশ। ৮ খণ্ডে রচিত 'পৃথিবীর ইতিহাস' এবং কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ সংগীত সংকলন 'বাঙালীর গান' (১৩১২) তাঁর অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

এ ছাড়া 'দ্বাদশনারী' 'নির্বাণ জীবন', 'ভারতে দুর্গোৎসব', 'চুরি জুয়াচুরি', 'জাল ও

খুন', 'স্বাধীনতার ইতিহাস', 'রাণী ভবানী', 'বৈষ্ণব পদলহরী', 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাণী ভবানীর' (১৩১৬) মাত্র পনের দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অপর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজা রামকৃষ্ণ' প্রকাশিত হয় ১৩১৭ সালে। তৃতীয় উপন্যাসটি ছিল 'লক্ষ্মণসেন',। আগের দুটি উপন্যাসের জনপ্রিয়তার জন্যে ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির চাহিদাও বেড়ে যায়। লেখক হিসাবে তাঁর এই খ্যাতি সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এর প্রমাণ জয়কুমার বর্ধন রায় তাঁকে তাঁর 'অদৃষ্টচক্র' উপন্যাসের একটি ভূমিকা লিখে দিতে বলেন ও তিনি লিখেও দেন।

তাঁর অন্যতম কীর্তি 'শিখ ইতিহাস' প্রণয়ণ। লেখকের মৃত্যুর (১৯৩২) ৫৫ বছর পরে। বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করে বর্তমান প্রকাশক প্রিয়ভাজন প্রসূন বসু সাম্প্রতিক জিজ্ঞাসার একটা চাহিদা পূরণ করলেন। শিখ ইতিহাস সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসার কথা জেনে তিনি আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করেন। সে কাজ আমি সবিনয়ে সম্পাদন করলাম এই ভরসাতেই যেমুল বইটিই নিজের যোগ্যতায় একালের পাঠকদের কাছে তার স্বমর্যাদায় উপস্থিত হবে।

বারিদবরণ ঘোষ

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশের বিবরণ এবং অধিবাসিগণ।

জাতি—স্থানীয় দেবতা ও প্রত্যাদিষ্ট দেবদেবী উপাসকগণ; জাতি ও ধর্মের স্বাভাবিক বিশেষত্ব ও ক্রিয়া, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম, বাহ্যিক,—আন্তরিক গুণ-বিশিষ্ট নহে—তথাপি নূতন ধর্মের প্রবর্তনায় বা সংস্কার সাধনে বাধা প্রদানে সক্ষম; কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও মুসলমানধর্ম বিশেষ উত্তেজক; প্রত্যেকেই আপনাপন ধর্মে সন্তুষ্ট, কেহই খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইতে কোন মতেই সম্মত নহে, শিখধর্ম জীবনী-শক্তি প্রদানক্ষম, সকর্মক এবং সর্ব-শাসনোপযোগী নীতি, পরিশ্রমী এবং সৎসাহসী জাঠগণ, রায়েন এবং অপরাপর কয়েকটি জাতি কৃষিজীবী হিসাবে জাঠদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে; কৃষিজীবী রাজপুতগণ, পশুপালক এবং লুণ্ঠাকারী বেলুচি জাতি; পরিশ্রমী এবং পরিমিতাচারী ক্ষত্রিয় ও উরোরা জাতি; শিল্পনিপুণ ভীরু এবং উদ্যমহীন কাশ্মিরী জাতি, অবিমিশ্র রাজপুত জাতি; মিতব্যায়ী ও কদাচারী তিব্বতীয়গণ; তাহাদের মধ্যে বহু পতিত্ব প্রথার আবশ্যকতা, পশুপালক এবং শান্তিপ্রিয় জুন ও কাথি জাতি, জাতি সমূহের আংশিক উপনিবেশ স্থাপন; উপনিবেশ স্থাপনের আবশ্যকতা; "বেলোচি" জাতির সিন্ধু নদের নিকটবর্তী প্রদেশ, এবং দাউদপোত্রদিগের শতদ্রু নদীর নিকটবর্তী প্রদেশ উপনিবেশ স্থাপন, 'ডোঘার' 'জাহিয়া' এবং 'মেটাম'গণের উপনিবেশ স্থাপন; ধর্মান্তর গ্রহণ; তিব্বতে ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি; প্রধানতঃ নগর এবং সহরসমূহে ইসলাম ধর্ম প্রচার, হিমালয়ের কোন কোন প্রদেশ লামাগণ প্রবর্তিত বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি; সমতল ক্ষেত্রের অরণ্য প্রদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তৃতি, কৃষককুল এবং শিল্পিগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পরিত্যাগ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতের ধর্মমত,—আধুনিক সংস্কার ও
পরিবর্তন,—নানক প্রচারিত ধর্ম,—
১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত,—

বিষয় ২১—৫২

ভারতবর্ষ এবং তাহার ক্রমিক শাসনকর্তৃগণ—বৌদ্ধগণ, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ, মুসলমানগণ এবং খ্রীষ্টিয়ানগণ, বৌদ্ধধর্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংঘর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি, ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয়ও বিশেষত্ব, বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিজয় লাভ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একতা ও প্রভাবের লোপ, বহু ঈশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের নিয়ম প্রণালী, ৮০০—১০০০। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের কার্যকারিতা, শঙ্করাচার্য কর্তৃক "ভিক্ষুক" সম্প্রদায় সংগঠন এবং তৎ-কর্তৃক শৈব ধর্মের প্রাধান্য বিস্তার, ১০০০—১২০০। রামানুজ কর্তৃক অন্যান্য সম্প্রদায় সংগঠন ; এবং তৎকর্তৃক বিষ্ণুই রক্ষাকর্তা ঈশ্বর বলিয়া প্রচার,, ধর্ম-শিক্ষকগণ বা সম্প্রদায় বিশেষের নেতৃগণ আপনাদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করেন ; নাস্তিকতা এবং নিরীশ্বরবাদের বিস্তৃতি, নৈতিক ক্রিয়াকলাপেও মায়ার প্রাধান্য, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পতন, আরবগণ কর্তৃক প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ ; কিন্তু তদ্বিষয়ে লোকের অনমুভূতি, তুর্কমানগণ কর্তৃক মুসলমান ধর্মে নবীন উদ্দীপনা আনয়ন, ১০০১।—মামুদ কর্তৃক ভারত আক্রমণ, ১২০৬।—ইবেক সম্প্রদায়ের অধীনে হিন্দুস্থান স্বতন্ত্র একটি মুসলমান রাজ্যে পরিণত হয়, ভারতীয় ভাবাপন্ন বিজয়ী মুসলমানগণ, মুসলমান ধর্মের প্রভাব এবং কার্যকারিতা, জনসাধারণের ধর্ম বিশ্বাস বিচলিত, ১৪০০ শতাব্দীর প্রাক্কাল—রামানন্দ কর্তৃক বারাণসী ধামে সর্বসামঞ্জস্যব্যঞ্জক এক সম্প্রদায় সংগঠন, রামানন্দ কর্তৃক বীরপুরুষদিগের মধ্যে স্থাপন, গোরক্ষনাথ কর্তৃক পঞ্জাবে এক ধর্ম স্থাপন, কঠোর উপাসনার প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার মত ; শিবকেই ঈশ্বরে স্বরূপ মনে করিয়া গ্রহণ করায় তৎকর্তৃক ধর্ম সম্প্রদায়ের পার্থক্য বিধান।

১৪৫০।—রামানন্দের শিষ্য কবির কর্তৃক বেদ এবং কোরাণের উপর আক্রমণ, তাঁহার মতে প্রত্যেক জাতির মাতৃভাষাই ঈশ্বর আরাধনার উপায়মাত্র স্বরূপ,

কিন্তু তৎকর্তৃক সন্ন্যাসাশ্রমের সমর্থন, ১৫৫০।—চৈতন্য কর্তৃক বঙ্গদেশে ধর্ম-সংস্কার; ভক্তির কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব; তৎকর্তৃক সাংসারাশ্রমের সমর্থন, ১৫০০-১৫৫০।—দাক্ষিণাত্যে বল্লভ কর্তৃক চৈতন্য ধর্মের বিস্তৃতি, তৎকর্তৃক রিবাহ সংস্কার রহিত করণের চেষ্টা, পূর্বস্মৃতি সংস্কারের পক্ষপাতিত্ব এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি; নানকের ধর্মমত সর্বসামঞ্জস্য-ব্যঞ্জক এবং গভীর চিন্তাপূর্ণ, ১৪৬৯-১৫৩৮।—নানকের জন্ম এবং বাল্য-জীবন, নানকের মানসিক উত্তেজনা, নানকের ধর্ম প্রচার, ৭০ বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু, নানকের ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠত্ব, ঈশ্বরত্ব, নানক কর্তৃক মুসলমান এবং হিন্দুগণকে সমভাবে সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনায় আহ্বান, বিশ্বাস, ভক্তি, বিনয় এবং সৎকার্যের আবশ্যকতা, কেবল সাধারণ জ্ঞানে কিংবা দৃষ্টান্তচ্ছলে নানক কর্তৃক ব্রহ্মণ্য-দর্শন গ্রহণ, মহম্মদের ধর্মপ্রচার এবং হিন্দু অবতারগণের ধর্ম প্রচার নানক কর্তৃক সমভাবে গ্রহণ, অস্বাভাবিক শক্তিতে নানকের অবিশ্বাস, নানক কর্তৃক সন্ন্যাস ধর্মের নিরুৎসাহিতা, নানক কর্তৃক মুসলমান এবং হিন্দুগণের মধ্যে সাম্যভাব স্থাপন, নানক কর্তৃক তাঁহার অনুচরগণের সম্পূর্ণরূপে ভ্রম নিরসন, প্রধানতঃ নীতি এবং ধর্ম বিষয়ে নানকের সংস্কার সাধন, শিখদিগকে কিংবা শিষ্যগণকে নানক ভিন্ন সম্প্রদায়ের ন্যায় নূতন সামাজিক-বন্ধনে আবদ্ধ করেন নাই, —বরং একটি সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে নানক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, নানক কর্তৃক অঙ্গদকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বা মানব জাতির উপদেষ্টা মনোনয়ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিখগুরু বা শিক্ষকগণ; গোবিন্দ কর্তৃক শিখধর্মের সংস্কার সাধন।

১৫২৯-১৭৭৬

অঙ্গদ কর্তৃক নানকের প্রশস্ত মত পরিপোষণ, ১৫৫২।—অঙ্গদের মৃত্যু, উমার দাসের উত্তরাধিকারিত্ব; উদাসী হইতে শিখগণকে বিভিন্ন করণ, সতীদাহ সম্বন্ধে তাঁহার মত, ১৫৭৪।—উমার দাসের মৃত্যু, রামদাসের উত্তরাধিকারিত্ব এবং তৎকর্তৃক অমৃতসর প্রতিষ্ঠা, ১৫৮১।—রামদাসের মৃত্যু, অর্জুনের

উত্তরাধিকারিত্ব এবং তৎকর্তৃক নানকের মতের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধিকরণ; তৎকর্তৃক অমৃতসর শিখদিগের পবিত্র সহর নামে পরিচিত হওন, "আদিগ্রন্থ" সঙ্কলন, প্রচলিত পূজোপকরণ সমূহ তৎকর্তৃক নিয়মিত কর বা "টাইথ" রূপে পরিণত হওন;—তৎকর্তৃক শিষ্যদিগকে ব্যবসাবাণিজ্যে নিয়োগ, অর্জুন কর্তৃক চণ্ডু সার শত্রুভাব বর্দ্ধন, খসরুর বিদ্রোহে অর্জুনের যোগদান, ১৬০৬।—অর্জুনের কারাদণ্ড ও মৃত্যু, শিখধর্মের বিস্তৃতি; গুরুদাসের বুলের রচনাবলী, নানকের ধর্মনীতি অনুসারে জনসাধারণের উত্তেজনা বৃদ্ধি,—তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস পৌরাণিক তত্ত্বমূলক উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে বহু বাদ-বিসম্বাদের পর, হরগোবিন্দের গুরু-পদ লাভ; চণ্ডু সার নিধন সাধন, হরগোবিন্দ শিখদিগকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া আপনি তাহাদের সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, শিখধর্মের ক্রম পরিবর্তন, হিন্দু-ধর্মত্যাগী ব্যক্তিদিগের সহিত শিখ-ধর্মের সম্পূর্ণ পার্থক্য-বিধান, হর গোবিন্দের প্রতি জাহাঙ্গীরের অসন্তোষ বৃদ্ধি, হর গোবিন্দের কারাদণ্ড, হর গোবিন্দের মুক্তি, ১৬২৮।—জাহাঙ্গীরের মৃত্যু, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে হর গোবিন্দের যোগদান, হরিয়ানায় হরগোবিন্দের নিভৃত বাস;—পঞ্জাবে প্রত্যাগমন; তাঁহার বন্ধু পায়েণ্ডা খাঁকে যুদ্ধে হত্যাকরণ, ১৬৪৫।—হর গোবিন্দের মৃত্যু; —তাঁহার চিতাশয্যায় শিষ্যগণের আত্মত্যাগ, সাম্রাজ্যের মধ্যে শিখ সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব. হর গোবিন্দর সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প, হর গোবিন্দের দার্শনিক মত, হর রায় কর্তৃক গুরুপদ লাভ, হর রায় কর্তৃক রাজনৈতিক পক্ষ গ্রহণ, ১৬৬১।—হর রায়ের মৃত্যু, হর কিষেণের উত্তরাধিকারিত্ব, ১৬৮৪।—হর কিষেণের মৃত্যু; নবম গুরু তেগ বাহাদুর, রাম রায় কর্তৃক গুরুপদের দাবী করণ, কিয়দ্দিনের জন্য তেগ বাহাদুরের বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ, তেগ বাহাদুরের পঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন, তেগ বাহাদুরের উচ্ছৃঙ্খল জীবন—দিল্লীতে উপস্থিত হইতে বাধ্য হওন, ১৬৭৫।—তেগ বাহাদুরের প্রাণ-সংহার, তাঁহার চরিত্র এবং প্রভাব, গুরুদিগের "সাচ্চা পাদসা" উপাধি, গোবিন্দের গুরুপদ প্রাপ্তি, কয়েক বৎসর গোবিন্দের নিভৃত বাস;—গোবিন্দের চরিত্রের পরিপুষ্টি, ১৬৯৫।—নানকের ধর্ম মতের সংস্কার সাধনের চেষ্টা, এবং মুসলমানদিগের ক্ষমতাপ্রভাবে মুসলমান শক্তি এবং মুসলমান ধর্মে বাধা প্রদান, গোবিন্দের মত ও উদ্দেশ্য, গোবিন্দের ধর্মপ্রচার পদ্ধতি, গোবিন্দ পৃথিবীর যাবতীর ধর্মকে কু-সংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া প্রচার করেন, এবং তৎকর্তৃক নূতন ধর্মের প্রবর্তন, গোবিন্দ কর্তৃক নানক প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়ের সংস্কার সাধন

সম্বন্ধে একটি গল্প, গোবিন্দ প্রবর্তিত ধর্ম-নীতি, "খালসা" সম্প্রদায়, ঈশ্বর প্রতিকৃতির উপাসনা বৃথা। ঈশ্বর অদ্বিতীয়। মনুষ্য মাত্রেই সমান; পৌত্তলিক ধর্মের উচ্ছেদ-সাধন আবশ্যক; মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে হইবে, 'পহাল' বা 'সিংহ' সম্প্রদায়ের শিখদিগের মন্ত্রদীক্ষা, 'শিখ' অথবা "সিংহ"দিগের বাহ্যিক স্বাতন্ত্র্যব্যঞ্জক নিদর্শন, জল দ্বারা পরিশুদ্ধি; নানকের প্রতি ভক্তি; এবং "গুরুর জয় হউক" শব্দে জয়ধ্বনি উচ্চারণ, মস্তক-মুণ্ডনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার; "সিংহ" উপাধি, অস্ত্রের প্রতি ভক্তি, গোবিন্দের আক্রমণ কালে মোগল সাম্রাজ্যের বিশেষত্ব এবং অবস্থা, আকবর, আওরঙ্গজেব, মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজী; গুরু গোবিন্দ, প্রকাশ্য বাধা প্রদানে গোবিন্দের মন্ত্রণা, —তাঁহার সামরিক আবাসস্থান; হিমালয়ের পাদদেশস্থ পার্বতীয় সামন্তগণের সহিত যোগদান; ধর্মোপদেষ্টারূপে গোবিন্দের প্রভুত্ব প্রভাব, নাহুন এবং নালাগড়ের রাজার সহিত গোবিন্দের কলহ, বাদসাহের সৈন্যের বিরুদ্ধে গোবিন্দ কর্তৃক কালুরের রাজা এবং অন্যান্য সামন্তগণকে সাহায্য প্রদান, ১৭০১।—গোবিন্দের কার্যকলাপে পার্বত্য সামন্তগণের সন্দেহ বৃদ্ধি, এবং তৎফলে সম্রাটের উদ্বেগ, আনন্দপুরে গোবিন্দের বিৎপাৎ; গোবিন্দের সন্তানগণের পলায়ন; কিন্তু পরিশেষে ধৃত ও নিহত হওন, —গোবিন্দের চুমকৌড় পলায়ন, চুমকৌড় হইতে গোবিন্দের প্রস্থান, মুক্তসরে অনুসরণকারিগণকে বাধা প্রদান এবং কৃতকার্যতা লাভ;—ভাতিন্দার সন্নিকটস্থ দমদম্মায় গোবিন্দের বিশ্রাম; গোবিন্দ কর্তৃক "বিচিত্র নাটুক" রচনা, —আওরঙ্গজেব গোবিন্দের সাক্ষাৎকার লাভে আহ্বান, —আওরঙ্গজেবের প্রতি গোবিন্দের ঘৃণাব্যঞ্জক উত্তর প্রদান, —আওরঙ্গজেবের মৃত্যু; বাহাদুর সাহের সিংহাসন প্রাপ্তি। গোবিন্দের দাক্ষিণাত্যে গমন, গোবিন্দের সম্রাটের কর্মচারী পদ লাভ, ১৭০৮।—নরহন্তার হস্তে গোবিন্দ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন, —গোবিন্দের মৃত্যু;—উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিষ্যগণের প্রতি গোবিন্দের উপদেশ; ঈশ্বরের হস্তে "খালসা" সমর্পণ, অকালে গোবিন্দের মৃত্যু হইল বটে; কিন্তু তাঁহার পরিশ্রম নিষ্ফল হয় নাই. ১৭০৮।—সংস্কার-প্রাপ্ত হিন্দুদিগের উপর নবভাবের প্রভাব-প্রসার বিস্তৃতি —ভারতবাসীর পক্ষে প্রকাশ্যরূপে হইলেও, তাহা বৈদেশিকগণের বোধগম্য নহে, কিছুকালের জন্য বান্দা কর্তৃক গোবিন্দের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ, বান্দার উত্তরপ্রদেশ গমন এবং সারহিন্দ অধিকার, লাহোর অভিমুখে বাদসাহের অভিযান, ইতিমধ্যে বান্দার জাম্মু অভিমুখে গমন,

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য

১৭১৬-১৭৬৪

আক্রমণ, ১৭৫২ খ্রীঃ এপ্রিল মাস।—আবদালীর লাহোর আক্রমণ, ১৭৫২।—আবদালীর কর্তৃক মীর মন্নুর পরাজয়; কিন্তু মীর মন্নুকে পঞ্জাবের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান: শিখদিগের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি, —আদিনা বেগের নিকট শিখদিগের পরাজয়; আদিনা বেগের সহিত শিখদিগের সন্ধি, সূত্রধর জাতীয় জুশা সিং, ১৭৫২ খ্রীঃ শেষভাগ।—মীর মন্নুর মৃত্যু; লাহোর পুনরায় দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইল, ১৭৫৬।—চতুর্থ বার আমেদ সার ভারত আক্রমণ; যুবরাজ তাইমুরের পঞ্জাবের শাসনকর্তৃত্ব, নাজিবুদ্দৌলার দিল্লী সৈন্যের সেনাপতিত্ব লাভ, অমৃতসর হইতে তাইমুর কর্তৃক শিখদিগের বিতাড়িত হওন, কিন্তু পরিশেষে আফগানগণের প্রস্থান; শিখদিগের লাহোর অধিকার এবং তাহাদের মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ, দিল্লীতে মহারাষ্ট্রীয়গণ, আফগানদিগের বিরুদ্ধে আদিনা বেগ কর্তৃক মারহাট্টাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা, লাহোরে রাঘবের আগমন এবং আদিনা বেগকে পঞ্জাবের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান, —আদিনা বেগের মৃত্যু, আমেদ সার পঞ্চম বার ভারত আক্রমণ, ১৭৬০।—আফগানগণ কর্তৃক দিল্লী অধিকার; মারহাট্টাগণ কর্তৃক দিল্লীর পুনরুদ্ধার, ১৭৬১ খ্রীঃ, ৭ই জানুয়ারী।—পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার; উত্তর ভারত হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণের পলায়ন, রাজ্যে শিখদিগের অপ্রতিহত গতি; ১৭৬২।—ছুরত সিং কর্তৃক গুজরানওয়ালার উদ্ধার সাধন এবং লাহোরে দুরাণীদিগের অবরুদ্ধ হওন, অমৃতসরে শিখদিগের সম্মিলন; এবং শতদ্রু নদীর উভয় তীরস্থিত প্রদেশ সমূহ লুণ্ঠন, ষষ্টবার আমেদ সার ভারত আক্রমণ, ১৭৬২ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী।—"ঘালু ঘর" বা লুধিয়ানার সন্নিকটে শিখদিগের সাংঘাতিক পরাজয়, পাতিয়ালার আলা সিং, লাহোরের শাসনকর্তা কাবুলী মল্ল, নানারূপ অত্যাচারের পর, আমেদ সা আবদালীর প্রস্থান, শিখদিগের দলপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি; কাশুর লুণ্ঠন, ১৭৬৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর।—সারহিন্দের সন্নিকটে আফগানদিগের পরাজয়, সারহিন্দ অধিকার এবং লুণ্ঠন; তৎপ্রদেশে শিখদিগের স্থায়ী অধিকার, ১৭৬৪।—দিল্লী কর্তৃক ভরতপুর অবরুদ্ধ হওয়ায় তদুদ্ধার সাধনে তত্রত্য "জাঠ"দিগকে শিখদিগের সাহায্য প্রদান, আমেদ সার সপ্তম বার ভারত আক্রমণ, এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার প্রস্থান; শিখদিগের লাহোর অধিকার, অমৃতসরে শিখদিগের সভাধিবেশন,—শিখদিগের শাসক সম্প্রদায়

সংগঠন, শিখদিগের রাজনৈতিক প্রথা বা সম্প্রদায়; শিখদিগের ঈশ্বর শাসনা-নুবর্ত্তী সন্ধিবদ্ধ জায়গীর প্রণালী, ১৭৬৫।—শিখদিগের "গুরুমাতা" বা প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সম্মিলন, শিখদিগের এই প্রথা কোন স্থায়ী নিয়ম-প্রণালী মতে প্রতিষ্ঠিত নহে; সুতরাং অসম্পূর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী, শিখদিগের "মিছিল" নামক সম্মিলন, "মিছিল" সমূহের নাম এবং উৎপত্তি বিবরণ, "মিছিল" বা মিত্র-সম্প্রদায় সমূহের আপেক্ষিক ক্ষমতা-প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ, "মিছিলের" আদিম অধিকার, শিখদিগের মোট সৈন্য সংখ্যা; এবং "মিছিল" সমূহের পরস্পর তুলনায় তাহাদের আপেক্ষিক শক্তি, "অকালি" সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিবরণ এবং কার্য প্রণালীর রীতি-পদ্ধতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিখ জাতির স্বাধীন রাজ্য স্থাপন হইতে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয় এবং ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন।

১৭৬৫-১৮০৮-৯

১৭৬৭।—আমেদ সার শেষ বার ভারত আগমনে শিখদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং তাহাদিগের উদ্যোগ, পাতিয়ালার উমার সিং, এবং কটোচের রাজপুত সামন্তের আবদালির অধীনে সেনাপতি পদ গ্রহণ, আমেদ সার প্রস্থান ১৭৬৯।—শিখগণ কর্ত্তৃক রোটাস বা রোহতক অধিকার, শিখগণ কর্ত্তৃক পঞ্জাবের নিম্নতর সমতলভূমি লুণ্ঠন;—ভাওয়ালপুরের সহিত শিখদিগের সন্ধি, কাশ্মীর আক্রমণে শিখদিগের উদ্যোগ, ১৭৭০।—যমুনা এবং গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানে শিখগণ কর্ত্তৃক নাজিবুদ্দৌলার বিপত্তি, "ভাঙ্গী" মিছিলের ঝান্দা সিংহের প্রতিষ্ঠা লাভ, কাশুর অধিকার, ১৭৭২।—মুলতান অধিকার, ১৭৭৪। —জয় সিং কাণিয়া কর্ত্তৃক ঝান্দা সিংহের প্রাণ সংহার, জয় সিং কাণিয়া এবং জুশা সিং কুলালের আক্রমণে সূত্রধর জাতীয় জুশা সিংহের পলায়ন, "কাণিয়া"

মিছিল কর্তৃক কাঙড়া অধিকার, ১৭৭৯।—কাবুলের তাইমুর সা কর্তৃক মূলতানের পুনরুদ্ধার সাধন, ১৭৯১।—তাইমুর সার মৃত্যু; তাঁহার মৃত্যুতে শিখগণ কর্তৃক আটক পর্যন্ত বিস্তৃত পঞ্জাবের উত্তর বিভাগ অধিকার, ১৭৬৮-৭৮।—হরিয়ানায় "ফুলকিয়া" সম্প্রদায়ের আধিপত্য, ১৭৭৯-৮০। "মালোয়া" শিখদিগের বিরুদ্ধে বাদসাহ সৈন্যের যুদ্ধাভিযান—আংশিক জয়লাভ, পাতিওয়ালার অমর সিংহের মৃত্যু, নাজিব উদ্দৌলার পুত্র জাতিবা খাঁ; তাঁহার মন্ত্রিত্ব লাভের মন্ত্রণায় শিখগণ কর্তৃক সাহায্য দান, ১৭৮৫।—বাঘেল সিং ক্রোড়া সিংঘিয়ার অধিনায়কত্বে রোহিলখণ্ড এবং দোয়াবে শিখদিগের অত্যাচার, ১৭৮৫।—মিরাটে শিখদিগের পরাজয়, হিমালয়ের পাদদেশস্থিত রাজপুত অধিকৃত রাজ্যগুলিকে করদরাজ্য মধ্যে পরিগণিত করণ, ১৭৮৫।—জয় সিংহ কাণিয়ার প্রতিষ্ঠা লাভ, মাহা সিং স্বারচাকিয়ার অভ্যুদয়, ১৭৮৬।—কাণিয়া সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব লোপ, সূত্রধর জুশা সিংহের রাজ্য প্রাপ্তি; কটোচের সংসার চাঁদকে কাঙড়া প্রত্যর্পণ, শিখজাতির মধ্যে মাহা সিংহের প্রতিষ্ঠা লাভ, মাহা সিংহের মৃত্যু, সা জামানের কাবুল-সিংহাসন প্রাপ্তি, অযোধ্যার উজীর এবং রোহিলাগণ কর্তৃক সা জামানকে ভারত আক্রমণের জন্য আহ্বান, ১৭৯৮।—সা জামানের লাহোর আগমন, সার দ্বিতীয় বার ভারত আক্রমণ, রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়, আফগান সম্রাটের নিকট হইতে রণজিৎ সিংহের লাহোর প্রাপ্তি, উত্তর ভারতের মহারাষ্ট্রীয়দিগের ক্ষমতা, শিখদিগের সহিত সিন্ধিয়ার সন্ধি স্থাপন, গোলাম কাদির কর্তৃক দিল্লী অধিকার এবং শিখদিগের ক্ষমতা হ্রাস, জেনারেল পেরণ কর্তৃক সিন্ধিয়ার প্রতিনিধিত্ব লাভ, সিন্ধিয়া এবং পেরণের অভিসন্ধি; হোলকার এবং জর্জ্জ টমাস কর্তৃক তাঁহাদের মন্ত্রণা ব্যর্থ, জর্জ্জ টমাস কর্তৃক হান্সি অধিকার, শিখদিগের সহিত টমাসের যুদ্ধ,লুধিয়ানা অভিমুখে টমাসের যাত্রা, সাহেব সিং বেদী কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত, হান্সিতে টমাসের প্রস্থান, পরিশেষে তৎকর্তৃক দিল্লীর সন্নিকটস্থ সাফিদন অধিকার, ১৮০১।—পেরণের প্রস্তাবে টমাসের উপেক্ষা প্রদর্শন, পরিশেষে তদ্বিরুদ্ধে টমাসের অস্ত্র ধারণ, ১৮০২।—পেরণের নিকট টমাসের আত্ম সমর্পণ, ১৮০২-৩।—পেরণের অধিনায়কত্বে সারহিন্দের শিখদিগের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, রণজিৎ সিংহের সহিত পেরণের সন্ধি, সিন্ধিয়ার আগমনে শান্তি ভঙ্গ, ১৮০৩।—ইংরাজদিগের নিকট পেরণের পলায়ন; ইংরাজগণের

সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের তাৎকালিক যুদ্ধ, শিখদিগের সহিত ইংরাজ জাতির প্রথম পরিচয়, বান্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার ফলে বাদসাহ ফেরোক-সার দরবারে ইংরাজ বণিকদিগের অবস্থিতি, ১৭৭৫।—ক্লাইব এবং উমিচাঁদ, শিখদিগের আক্রমণ হইতে অযোধ্যা রক্ষা কল্পে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের চেষ্টা, মহারাষ্ট্রীয়গণের বিরুদ্ধে শিখগণ কর্তৃক ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা, শিখদিগের সম্বন্ধে ইংরাজদিগের প্রথম ধারণা, কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন, পরিব্রাজক ফরষ্টার, দিল্লীতে শিখগণ কর্তৃক লর্ড লেকের বাধা প্রাপ্ত হওন, সারহিন্দের শিখগণ কর্তৃক ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার; ঝিন্দ এবং কাইথালের সর্দারগণ, মহারাষ্ট্রীয়দিগের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে সা আলমের মুক্তিলাভ, হোলকারের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ, ইংরাজ পক্ষে অধিকাংশ শিখের যোগদান, এবং রণনৈপুণ্য প্রদর্শন, শতদ্রু অভিমুখে হোলকারের প্রস্থান, পাতিওয়ালায় হোলকারের বিশ্রাম, অমৃতসরে তাঁহার অবস্থিতি; রণজিৎ সিংহের সহিত মিত্রতা স্থাপনে তাঁহার অক্ষমতা, ইংরাজদিগের সহিত হোলকারের মিত্রতা স্থাপন, এবং দাক্ষিণাত্য যাত্রা, সারহিন্দের শিখগণ কর্তৃক ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন, রণজিৎ সিং এবং ফতে সিং আলহুওয়ালিয়ার সহিত সরাসরি সন্ধি প্রস্তাব, কটোচের সংসার চাঁদের প্রস্তাবে ইংরাজদিগের সম্মতি জ্ঞাপন, সারহিন্দের শিখগণ সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের অধীন এবং ইংরাজদিগের আশ্রয়ে রক্ষিত,—লর্ড লেকের সেইরূপ ধারণা, —কিন্তু তাহাদের সহিত সম্বন্ধের সর্ত বিষয়ে ঘোষণা প্রচারিত হয় নাই, কিংবা প্রচলিত নিয়মে তাঁহারা ইংরাজদিগের অধীন, পাঠান সম্প্রদায়ের ক্ষমতা হ্রাস, রণজিৎ সিং কর্তৃক সংসার চাঁদের ক্ষমতা পার্বত্য প্রদেশ সীমাবদ্ধ হওন, গুর্খা-দিগের সহিত সংসার চাঁদের বিবাদ, —সা মামুদ কর্তৃক সা জামানের রাজ্যচ্যুতি এবং দুরাণী সাম্রাজ্যের বল হ্রাস, সেই সুযোগে পঞ্জাবে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে রণজিৎ সিংহের যাত্রা, হোলকারের আগমনে রণজিৎ সিংহের উত্তরাভিমুখে আগমন; শিখদিগের "গুরুমাতা" বা জাতীয় সমিতির অধিবেশনে, কিন্তু শিখদিগের সে প্রথাও জীবনীশক্তি বিহীন এবং ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া প্রতীয়মান হইল, অবশেষে রণজিৎ সিং তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন; সকলেই তাঁহারই আজ্ঞাধীন হইল, —সারহিন্দের শিখদিগের কার্যকলাপে রণজিৎ সিংহের বাধা প্রদান,

—রণজিৎ সিংহ কর্ত্তৃক লুধিয়ানা অধিকার; পাতিয়ালা হইতে রণজিৎ সিংহের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ, সংসার চাঁদ এবং গুর্খাগণ, সংসার চাঁদ এবং তাঁহার সাহায্যকারী নালাগড়ের সামন্তের শতদ্রুর উত্তরাভিমুখে পলায়ন—গুর্খাগণ কর্ত্তৃক কাঙড়া অধিকার, রণজিৎ সিংহ কর্ত্তৃক কাশুরের পাঠান শাসন-কর্তার সিংহাসনচ্যুতি, আংশিকরূপে মূলতান অধিকার, ১৮০৭।—রণজিৎ সিংহের অধীনে মোকুমা চাঁদের কার্য গ্রহণ, ১৮০৭।—রণজিৎ সিংহের দ্বিতীয় বার শতদ্রু অতিক্রম, —দালিওয়ালা সম্প্রদায়ের শাসনকর্তার রাজ্য আক্রমণের জন্য রণজিৎ সিংহের ভয়ে ভীত সারহিন্দের সামন্তগণ, ১৮০৮।—সারহিন্দের শিখগণ কর্ত্তৃক ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা, ইংরাজগণ স্পষ্টতঃ কোন সাহায্য প্রদানে স্বীকৃত হইলেন না;—তাহাতে সামন্তগণ রণজিৎ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ১৮০৮-৯। —ফরাসী আক্রমণের কাল্পনিক মন্ত্রণা উপলব্ধি হওয়ায় শিখদিগের সম্পর্কে ইংরাজজাতির সাম্যনীতি অবলম্বন, সারহিন্দে সামন্তগণকে ইংরাজ কর্ত্তৃক আশ্রয় প্রদান এবং রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরাজদিগের মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা, ইংরাজপ্রতিনিধি মেট্‌কাফের লাহোর আগমন, যাহাতে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয় সেরূপ কোন সন্ধি-সর্তে আবদ্ধ হইতে রণজিৎ সিংহের অসম্মতি জ্ঞাপন এবং শতদ্রুর পরপারে রাজ্যাধিকারে রণজিৎ সিংহের তৃতীয়বার উদ্যোগ, ১৮০৯ —শতদ্রুর অভিমুখে বৃটিশ সৈন্যের যাত্রা, ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য কতকাংশে সংযত হওন; শতদ্রু তীরস্থ উত্তরপ্রদেশ সমূহে রণজিৎ সিংহের আধিপত্য সম্বন্ধে ইংরাজদিগের নির্বন্ধাতিশয্য, সন্ধি প্রস্তাবে রণজিৎ সিংহের সম্মতি প্রদান —ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন, সারহিন্দে শিখরাজগণের অধীনতা স্বীকারে এবং সারহিন্দের ইংরাজদিগের প্রাধান্য বিষয়ে যে সন্ধি হয়, তাহার সর্ত্ত, ইংরাজদিগের আশ্রয়লাভে তাঁহারাই একমাত্র অধিকারী, সার ডেভিড অক্টারলোনি কর্ত্তৃক সেই বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন, আশ্রিত রাজগণের পরস্পর সম্বন্ধ, প্রাধান্য সংক্রান্ত সত্ত্ব বিষয়ে এবং ভিন্ন জাতি সংক্রান্ত নীতি সম্বন্ধে ইংরাজদিগের সংশয়, প্রথমে যে নীতি অনুসৃত হয়, সেই নীতির ভ্রমমূলক ভিত্তি সম্বন্ধে সার ডেভিড অক্টারলোনির সরল স্বীকারোক্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রণজিৎ সিংহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হইতে মূলতান, কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার।

১৮০৯—১৮২৩-২৪।

বিষয় ১৬৪—২০২

১৮০৯।—সন্ধি সত্ত্বেও রণজিৎ সিংহের প্রতি ইংরাজদিগের অবিশ্বাস, ইংরাজদিগের প্রতি রণজিৎ সিংহের সন্দেহ, রণজিৎ সিংহ এবং ইংরাজদিগের পরস্পর অবিশ্বাস ক্রমশঃ বিদূরিত হইল, রণজিৎ সিংহ কর্তৃক কাওড়া অধিকার, এবং তৎকর্তৃক শতদ্রুর পশ্চিম তীরে গুর্খাদিগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, পঞ্জাব অধিকার সম্বন্ধে গুর্খা এবং ইংরাজদিগের মিলনের জন্য, ইংরাজ প্রতিনিধির নিকট গুর্খা সেনাপতির প্রস্তাব উত্থাপন, ১৮১১।—নেপাল সেনাপতিকে বাধা প্রদানের জন্য রণজিৎ সিং শতদ্রু অতিক্রম করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে রণজিৎ সিংহের নিকট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় জ্ঞাপন, ১৮১৩।—শিখদিগের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগের সন্ধি স্থাপনের জন্য উমার সিং থাপ্পার প্রস্তাব উত্থাপন, ১৮১৪-১৫—ইংরাজ এবং গুর্খাদিগের যুদ্ধ, কটোচের সংসার চাঁদ, রণজিৎ সিং এবং ইংরাজগণ, ১৮০৯-১০।—আফগানিস্থান হইতে সা সুজার বহিষ্কার, রণজিৎ সিংহের অবিশ্বাস এবং মন্ত্রণা, ১৮১০।—সা সুজার সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ হইল বটে; কিন্তু কোন বন্দোবস্ত স্থির হইল না, রণজিৎ সিংহের মুলতান আক্রমণ এবং কৃতকার্যতা লাভে পরাম্মুখ, মুলতান আক্রমণের জন্য ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা, ১৮১০-১২।—সা সুজা কর্তৃক পেশোয়ার এবং মুলতান আক্রমণ এবং কাশ্মীরে তাঁহার কারাদণ্ড, ১৮১১।—সা মামুদের সহিত রণজিৎ সিংহের সাক্ষাৎ, অন্ধ সা জামানের লাহোরে ক্ষণকাল বিশ্রাম, ১৮১২।—সা সুজার পরিবারবর্গের লাহোরে প্রস্থান, সা সুজার নামে মহারাজের স্বার্থসাধন, কাবুলের উজীর ফতে খাঁর সহিত রণজিৎ সিংহের সাক্ষাৎ, —ফতে খাঁর সহায়তায় উজীরের কাশ্মীর আক্রমণ, ১৮১৩।—ফতে খাঁর কৌশলক্রমে শিখজাতি প্রতারিত; ফতে খাঁ কর্তৃক মেমুদ অধিকার, রণজিৎ সিংহের আটক অধিকার; রণজিৎ সিংহের সহিত সা সুজার সম্মিলন, মোকুম চাঁদের নিকট কাবুলের উজীরের পরাজয় স্বীকার, ১৮১৩-১৪।—রণজিৎ সিংহের "কোহিনুর"

হীরক লাভ, —সা সুজার সাহায্যের জন্য রণজিৎ সিংহের অঙ্গীকার, রণজিৎ সিংহের সিন্ধুনদ অভিমুখে গমন, সা সুজার ভাগ্য বিপর্যয়, ১৮১৪।—সা সুজার পরিবারবর্গের লাহোর হইতে লুধিয়ানায় পলায়ন, সা সুজার কিষ্টোয়ারে পলায়ন, ১৮১৫-১৬।—কাশ্মীর অধিকারে সা সুজার অক্ষমতা, এবং লুধিয়ানায় প্রস্থান, ১৮১৪।—কাশ্মীর অধিকারে রণজিৎ সিংহের চেষ্টা, কিন্তু তথায় পরাজিত হইয়া তাঁহার প্রত্যাবর্তন, ১৮১৫-১৬।—পার্বত্য প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন নরপতিগণের এবং সিন্ধুর সন্নিকটবর্তী বহু রাজ্যের রণজিৎ সিংহের নিকট অধীনতা স্বীকার, ১৮১৮।—রণজিৎ সিং কর্তৃক মুলতান অধিকার, কাবুলের আমীর ফতে খাঁর নিধন সাধন, মামুদ আজিম কর্তৃক সা আইবুরের সিংহাসন প্রাপ্তি ঘোষণা, রণজিৎ সিংহের পেশোয়ার আক্রমণ, —জেহান দাদ খাঁকে পেশোয়ার অর্পণ, রণজিৎ সিংহের কাশ্মীর আক্রমণের মন্ত্রণা, ১৮১৯।—ইংরাজদিগের সহিত তর্ক-বিতর্কে রণজিৎ সিংহের কাশ্মীর আক্রমণ কিছুকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ, রণজিৎ সিংহ কর্তৃক কাশ্মীর অধিকার, —এবং তাহা লাহোর রাজ্যভুক্ত করণ, ১৮১৯—২০।—রণজিৎ সিং কর্তৃক ডেরাজাত অধিকার এবং তাহা লাহোর রাজ্যে সংযোজন, ১৮১৮—২১।- মহম্মদ আজীম খাঁর পেশোয়ার অধিকারের অভিপ্রায়, ১৮২২।—রণজিৎ সিং কর্তৃক সেই স্থানের রাজস্ব দাবীকরণ এবং রাজস্ব গ্রহণ, —কিন্তু রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য সাধনে ইংরাজদিগের বাধা প্রদান; ওহাদানি নামক স্থানের স্বত্ব-স্বামিত্ব লইয়া শ্বশ্রূর সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ; এবং তাহাতে ইংরাজদিগের সহিত রণজিৎ সিংহের তর্ক বিতর্ক, ১৮২৩।—শিখদিগের পেশোয়ার আক্রমণ, নৌশেরার যুদ্ধ, পেশোয়ার অধিকার, —এবং ইয়ার মামুদ খাঁকে পেশোয়ার প্রদান, মহম্মদ আজীম খাঁর মৃত্যু, ১৮২৩—২৪।—রনজিৎ সিংহের সিন্ধুদেশে গমন, ১৮২৪। —কটোচের সংসার চাঁদের মৃত্যু, রণজিৎ সিংহের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা; অধিকাংশ রাজ্য বিজয়, ১৮:৮—২১।—বিবিধ কার্যাবলী। সা সুজা কর্তৃক শিকারপুর এবং পেশোয়ার আক্রমণ, ১৮২১।—সার সুজার লুধিয়ানায় আগমন, সা জমান কর্তৃক তৎপশ্চাদনুসরণ এবং লুধিয়ানায় সা জামানের অবস্থান, ১৮২০—২২।—নাগপুরের ভূতপূর্ব রাজা আপ্পা সাহেব, সা জামানের পুত্রের সহিত আপ্পা সাহেবের জল্পনা-কল্পনা, ১৮১৬—১৭।—নুর-পুরের ভূতপূর্ব সামন্ত কর্তৃক ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণে রণজিৎ সিংহের মান-সিক উদ্বেগ বৃদ্ধি, ১৮২০।—পঞ্জাবে পরিব্রাজক মুরক্রফট, রণজিৎ সিংহের

শাসন-ব্যবস্থা ; শিখদিগের অধিনায়ক হিসাবে তাঁহার শক্তি-সামর্থ, শিখ সৈন্য, ১৮২২।—লাহোরে ফরাসী কর্মচারী, সৈন্যদল হিসাবে শিখ সৈন্যের শ্রেষ্ঠত্ব, রাজপুত এবং পাঠানদিগের চরিত্রগত বিশেষত্ব, মারহাট্টা জাতির এবং গুর্খা-দিগের চরিত্রগত বিশেষত্ব, গুর্খাজাতি এবং মুসলমানগণ ব্যতীত, স্থায়ী ও নিয়মিত সৈন্যদল গঠনে ভারতীয় যোদ্ধজাতির বীতস্পৃহা, বন্দুকধারী শিখ অশ্বারোহী সৈন্য, ১৭৮৩।—ফরষ্টার কর্তৃক শিখ সৈন্যের বিশেষত্ব উপলব্ধি, ১৮০৫। -ম্যালকম কর্তৃক শিখ সৈন্যের বিশেষত্ব উপলব্ধি, ১৮১০।—সার ডেভিড অকটারলোনি কর্তৃক শিখ সৈন্যের বিশেষত্ব, ইংরাজ এবং অপরাপর জাতির জাতীয় অস্ত্র-শস্ত্র ; ইংরাজ জাতির বিজয় লাভের ফলে গোলোন্দাজ সৈন্যের বিশেষত্ব ভারতবাসী কর্তৃক উপলব্ধি, সৈন্যদলের মধ্যে সুনিয়ম এবং সুশৃঙ্খলা প্রবর্তনের জন্য রণজিৎ সিংহের পরিশ্রম, পরিশেষে রণজিৎ সিং সু-নিয়মবদ্ধ স্থায়ী পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠনে সমর্থ হন, ফরাসী কর্মচারিগণের আগমনের পূর্বে পঞ্জাবে ইউরোপীয় সামরিক রীতি-পদ্ধতি এবং সৈন্যদলের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং সুনিয়ম প্রবর্তন, ফরাসী কর্মচারিগণের কার্যপ্রণালী তথাপি রণজিৎ সিংহের পক্ষে সমূহ কার্যকরী এবং ফরাসী কর্মচারিগণের পক্ষে বিশেষ সম্মানজনক, রণজিৎ সিংহের বিবাহ এবং পারিবারিক সম্বন্ধ, রণজিৎ সিংহের পত্নী মেতাব কৌর এবং তাঁহার শ্বশ্রূ সদা কৌর, ১৮০৭।—মেতাব কৌরের পুত্র শের সিং তারা সিং ; কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে রণজিৎ সিংহের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া স্বীকার করে না, ১৮১০।—সদা কৌরের মনোমালিন্য এবং তাঁহার শত্রুতাচরণ, ১৮০২।—খুজানের গর্ভে রণজিৎ সিংহের পুত্র খড়্গ সিংহের জন্মগ্রহণ, ১৮২১।—খড়্গ সিংহের পুত্র নাও নিহাল সিং, রণজিৎ সিংহের ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতাচরণ এবং তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি। শিখ জাতির প্রতি এই ব্যক্তিগত দোষের আরোপ করা অবৈধ, রণজিৎ সিংহের অনুগ্রহ-ভাজন ব্যক্তিগণ, ব্রাহ্মণ বংশীয় খুশাল সিং, জাম্মুর রাজপুতগণ, রণজিৎ সিংহের বিশ্বাসী কর্মচারী, ফকীর উজীজউদ্দীন, দেওয়ান সোহান মল্ল ; হরি সিং নালোয়া, ফতে সিং আলহুওয়ালিয়া ; দেশা সিং মজিথিয়া।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মূলতান, কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার হইতে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু

১৮২৪—১৮৩৯

বিষয়। ২০৩—২৪৭

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ইংরাজদিগের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, ইংরাজদিগের সহিত শিখদিগের সম্বন্ধ পরিবর্তন, ১৮২৪—২৫।—বিবিধ কার্য, পেশোয়ার এবং নেপাল, সিন্ধুদেশ ভরতপুর, আলওয়াহুলিয়া সম্প্রদায়ের সামন্ত ফতে সিং, ১৮২৬।—রণজিৎ সিংহের পীড়া, এবং ইংরেজ ডাক্তার কর্তৃক তাঁহার চিকিৎসা, ১৮২৭।—গল্পমালা; গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য-কলাপ নির্বাহের জন্য লাহোরে ইংরাজ প্রতিনিধি কাপ্তেন ওয়েড, শতদ্রু নদীর দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের স্বত্ব-স্বামিত্ব বিষয়ে তর্ক-মীমাংসা, আনন্দপুর, ওহাদানি, ফিরোজপুর প্রভৃতি, ১৮২০—২৮।—ধীয়ান সিং, এবং, তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতৃগণের অভ্যুদয়, সংসার চাঁদের পরিবার মধ্যে হীরা সিংহের বিবাহ প্রস্তাব, সংসার চাঁদের বিধবা পত্নী এবং পুত্রের পলায়ন, ১৮২৯।—হীরা সিংহের বিবাহ, ১৮২৭।—সৈয়দ মহম্মদ সা গাজীর অধিনায়কত্বে পেশোয়ারে বিদ্রোহানল, সৈয়দ মহম্মদের জীবন বৃত্তান্ত, সৈয়দের ধর্মনীতি প্রচার, সৈয়দের তীর্থযাত্রা, রাজপুতনা এবং সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া কান্দাহার এবং পেশোয়ার পর্যন্ত সৈয়দের পরিভ্রমণ, ধর্মযুদ্ধে ইউসফজায়িগণকে আহ্বান, আকোরা নামক স্থানে শিখদিগের নিকট সৈয়দ আমেদের পরাজয় স্বীকার, ১৮২৯।—সৈয়দ মহম্মদের নিকট ইয়ার মামুদের পরাজয়; এই যুদ্ধে ইয়ার মামুদের প্রাণত্যাগ, ১৮৩০।—সৈয়দ আমেদ সার সিন্ধুনদ অতিক্রম, সৈয়দ আমেদ পলায়ন করিতে বাধ্য হন; কিন্তু মুলতানের মহম্মজ খাঁকে আক্রমণ করিয়া আমেদ তাঁহাকে পরাজিত করেন; আমেদ কর্তৃক পেশোয়ার অধিকার, সৈয়দের প্রভুত্ব-প্রভাব হ্রাস, সৈয়দের পেশোয়ার পরিত্যাগ, ১৮৩১।—পরিশেষে সৈয়দ আমেদের কাশ্মীর অভিমুখে গমন; শিখসৈন্য কর্তৃক আমেদের পরাজয় এবং আমেদের প্রাণসংহার, রণজিৎ সিংহের সহিত বিভিন্ন

দেশের রাজগণের মিত্রতা স্থাপন; বেলুচি জাতি, সা মামুদ, গোয়ালিয়রের বাইজী বাই, রুষ জাতি এবং ইংরাজ জাতি, সিমলায় গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব; বিভিন্ন কারণে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্মতি জ্ঞাপন, রূপারে গবর্ণর জেনারেল এবং রণজিৎ সিংহের পরস্পর সাক্ষাৎ. সিন্ধুদেশ সম্বন্ধে রণজিৎ সিংহের উদ্বেগ, বাণিজ্য ব্যপদেশে সিন্ধুনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনায় ইংরেজদিগের মন্ত্রণা, সিন্ধুদেশের আমীরগণের এবং শিখদিগের নিকট ইংরেজদিগের বাণিজ্য-বিষয়ক প্রস্তাব, রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য এবং সন্দেহ, পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ হইতে রণজিৎ সিংহ কর্ত্তৃক "দাউদ-পোত্র"গণের বহিষ্কার সাধন, শিকারপুরে তাঁহার অধিকার স্বত্বই প্রবল বলিয়া রণজিৎ সিংহের ঘোষণা প্রচার, ১৮৩২।—ইংরাজ-দিগের দাবীকৃত বিষয়ে রণজিৎ সিংহের সম্মতি জ্ঞাপন, কিন্তু রণজিৎ সিং প্রচার করিলেন, ইংরাজদিগের বাণিজ্য-নীতি তাঁহার রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার অন্তরায় স্বরূপ, ১৮৩৩—৩৫।—সা সুজা কর্ত্তৃক দ্বিতীয় বার আফগানিস্থান আক্রমণ, ১৮২৭।—ইংরাজদিগের নিকট সা সুজা কর্ত্তৃক প্রস্তাব উত্থাপন, ১৮৩১।—সিন্ধিয়ানদিগের সহিত সা সুজার সন্ধি প্রস্তাব, রণজিৎ সিংহের সহিত সা সুজার সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব, সোমনাথের সিংহ-দ্বার এবং গো-হত্যা, ১৮৩২।—শিখজাতি এবং সিন্ধিয়ানদিগের সহিত সা সুজার পুনরায় সন্ধি প্রস্তাব উত্থাপন, সা সুজার সিংহাসন পুনঃ-প্রাপ্তির চেষ্টায় ইংরাজদিগের সাহায্য প্রদানে সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া দোস্ত মহম্মদ খাঁ কর্ত্তৃক ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা, ১৮৩৩। -সিংহাসন অধিকারের জন্য সা সুজার যাত্রা, ১৮৩৩।—সা সুজার নিকট সিন্ধিয়ানদিগের পরাজয় স্বীকার, কান্দাহারে সা সুজার পরাজয় ১৮৩৫।—সা সুজার লুধিয়ানায় প্রত্যাবর্ত্তন, ১৮৩৪।—সা সুজার প্রতি রণজিৎ সিংহের অবিশ্বাস; পেশোয়ার, লাহোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া রণজিৎ সিংহের আপন ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ, ১৮৩২—৩৬।—রণজিৎ সিং কর্ত্তৃক হাজারা এবং ডেরাজাত অধিকার, ১৮৩৩।—সংসার চাঁদের পৌত্রের প্রত্যাবর্ত্তন, ১৮৩৪—৩৬।—রণজিৎ সিং কর্ত্তৃক কলিকাতায় প্রতিনিধি প্রেরণ, ১৮২১।—রণজিৎ সিং এবং লুদাক, ১৮৩৪—৩৫।—জাম্মুরাজগণ কর্ত্তৃক লুদাক অধিকার, ১৮৩৫—৩৬।—রণজিৎ সিং পুনরায় শিকারপুর দাবী করেন; সিন্ধু, বিজয়ে তাঁহার মন্ত্রণা, সন্ধি প্রস্তাব, রণজিৎ সিংহের উচ্চাভিলাষে ইংরাজ-দিগের অসন্তোষ বৃদ্ধি ইংরাজদিগের অসন্তোষ সত্বেও, রাজ্য অধিকারের

কল্পনা রণজিৎ সিং কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, ১৮৩১।—ইংরাজদিগের বাণিজ্য সংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক নীতি, রণজিৎ সিং এবং সিন্ধিয়ান দিগের মধ্যস্থতা অবলম্বনে ইংরাজদিগের দৃঢ় সংকল্প, রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা সীমা-বদ্ধ করিতে ইংরাজদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ, সিন্ধিয়ানগণ অধৈর্য হইয়া উঠিল; রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে সিন্ধিয়ানদিগের অস্ত্রধারণের উদ্যোগ, রণজিৎ সিংহও তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমভাবে প্রস্তুত হইলেন;—কিন্তু ইংরাজ প্রতিনিধির প্রার্থনায় রণজিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার, তথাপি কোন ভাবী উদ্দেশ্যে রণজিৎ সিং রোজানের অধিকার পরিত্যাগ করিলেন না, পূর্বস্মৃতি; ইংরাজ এবং বারুকজায়িগণ, ১৮২৯।—শিখদিগের আক্রমণের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সুলতান মহম্মদ খাঁ কর্তৃক ইংরাজদিগের বন্ধুত্ব এবং সাহায্য প্রার্থনা, ১৮৩২।—দোস্ত মহম্মদ কর্তৃক সুলতান খাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ, সা সুজার ভয়ে ভীত হইয়া, "বারুকজায়ী" সম্প্রদায় কর্তৃক পুনরায় ইংরাজ-দিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব, জব্বর খাঁ কর্তৃক পুত্রকে লুধিয়ানায় প্রেরণ, ১৮৩৪।—ইংরাজদিগের নিকট দোস্ত মহম্মদের অধীনতা স্বীকার; সা সুজাকে পরাজিত করিয়া দোস্ত মহম্মদ কর্তৃক ইংরাজদিগের সন্দেহ অপনোদন; দোস্ত মহম্মদের প্রতি ইংরাজদিগের বিশ্বাস স্থাপন, পেশোয়ার অধিকারের জন্য দোস্ত মহম্মদের চেষ্টা, ইংরাজগণ সে কার্যে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হন, ১৮৩৫।—পেশোয়ারে রণজিৎ সিং এবং দোস্ত মহম্মদ উভয়ই যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান, যুদ্ধ না করিয়া দোস্ত মহম্মদের প্রত্যাবর্তন, ১৮৩৬।—পারশ্য সম্রাটের নিকট দোস্ত মহম্মদের সাহায্য প্রার্থনা; কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা বন্ধন এবং তাঁহাদিগের সাহায্য প্রাপ্তি দোস্ত মহম্মদ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করণ, কান্দাহারের শাসনকর্তৃগণ কর্তৃক ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করণ, রণজিৎ সিং কর্তৃক আমীরকে অনুরঞ্জনের চেষ্টা, ১৮৩৭।—আমীর যুদ্ধ করাই শ্রেয় বলিয়া মনে করেন, ১৮৩৭।—জামরুদের যুদ্ধ,—এই যুদ্ধে শিখদিগের পরাজয় এবং হরি সিংহের মৃত্যু হয়; কিন্তু আফগানগণ প্রত্যাগমন করে, পেশোয়ার পুনরুদ্ধার কল্পে রণজিৎ সিংহের চেষ্টা, দোস্ত মহম্মদ এবং সা সুজার সহিত রণজিৎ সিংহের সন্ধি, শিখ এবং আফগানদিগের মধ্যস্থতা অবলম্বনে ইংরাজদিগের সংকল্প, প্রধানতঃ রুষিয়ার ভয়ে ভীত বলিয়া, তাঁহাদের এইরূপ প্রবৃত্তি, জেনারেল আলার্ডের কার্যকলাপে ইংরাজ দিগের অসন্তোষ বৃদ্ধি, নাও নিহাল সিংহের বিবাহ, সার হেনরি ফেণের লাহোর আগমন,

শিখদিগের মধ্যে সামরিক উপাধি-প্রথা প্রতিষ্ঠা (The Sikh Millitary Order of the Star), রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য ; মিত্র এবং অতিথিগণের মনস্তুষ্টি বিধান, তদ্বিষয়ের গল্পমালা, সিন্ধুনদে বাণিজ্য পোত পরিচালনাকল্পে ইংরাজদিগের অভিসন্ধি ; তাহাতে সা সুজাকে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সংকল্পে মন্ত্রণা, ১৮৩৭-৩৮।—সার আলেকজেণ্ডার বারণেসের কাবুল গমন, পারস্য এবং রুশিয়ার অভিসন্ধিতে দোস্ত মহম্মদ যোগদান করেন, ইংরাজদিগের ভ্রমমূলক রাজনীতি, যেরূপ অবস্থা উপস্থিত তাহাতে কাবুল অভিযান প্রকৃতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ১৮৩৮।—সা সুজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা সংকল্পে বিবিধ বন্ধুত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপ, রণজিৎ সিং তাহাতে প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ; কিন্তু পরিশেষে তাহাতে সম্মত হন, ১৮৩৯।—রণজিৎ সিংহের মহত্বের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ, রণজিৎ সিংহের মানসিক অশান্তি এবং স্বাস্থ্য-ভঙ্গ, রণজিৎ সিংহের মৃত্যু, রণজিৎ সিংহের প্রতিভাবলে শিখদিগের সংস্কার সাধনের ফলে শিখদিগের রাজনৈতিক অবস্থা, খড়্গা সিংহকে সিংহাসনে স্থাপনের জন্য ধীয়ান সিংহের কৌশল-জাল বিস্তার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইতে জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু

১৮৩৯—১৮৪৫

১৮৩৯।—শের সিংহ কর্তৃক লাহোর সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বে দাবী, কিন্তু নাও নিহাল সিং কর্তৃক রাজ্যের সমুদায় ক্ষমতা গ্রহণ, জাম্মুরাজগণের সহিত নাও নিহাল সিংহের স্বল্প কাল স্থায়ী সন্ধি স্থাপন, অনুগ্রহ ভাজন প্রিয়পাত্র চৈৎ সিংহের জীবন সংহার, ১৮৪০।—কাপ্তেন ওয়েডের প্রস্থান, মিঃ ক্লার্কের প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তি, কাবুলের ইংরাজ সৈন্যের সাহায্য, বাণিজ্য সম্পর্কে ইংরাজ-দিগের সন্ধি সংস্থাপন, জাম্মু-রাজগণের ধ্বংস সাধনে নাও নিহাল সিংহের

অভিসন্ধি, —আফগানিস্থান সম্বন্ধে ইংরাজদিগের সহিত তর্ক মীমাংসায় নাও নিহাল সিংহের বাধা প্রাপ্তি, মহারাজ খড়্গ সিংহের মৃত্যু, যুবরাজ নাও নিহাল সিংহের মৃত্যু, শের সিংহের সিংহাসন প্রাপ্তি, —কিন্তু খড়্গ সিংহের বিধবা পত্নী কর্ত্তৃক শাসন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ, এবং শের সিংহের পদত্যাগ, দলীপ সিংহের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং সিংহাসন লাভ সম্বন্ধে তাঁহার স্বত্ব-স্বামিত্ব, ইংরাজদিগের তাৎকালিক নিরপেক্ষতা, দোস্ত মহম্মদ কর্ত্তৃক কাবুল অধিকারের চেষ্টা ; কিন্তু ইংরাজদিগের নিকট তাঁহার আত্ম-সমর্পণ, ১৮৪১।—ধীয়ান সিংহের সহকারিতায় শের সিংহের সৈন্যদলের সাহায্য লাভ, শের সিংহ কর্ত্তৃক লাহোর আক্রমণ, চাঁদ কৌরের বশ্যতা স্বীকার ; শের সিংহের লাহোর সিংহাসন প্রাপ্তি, "সিন্ধানওয়ালা" পরিবার, সৈন্যগণের উচ্ছৃঙ্খলতা ; সন্যদল দমনে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের অক্ষমতা, শের সিংহর মনে ভীতি সঞ্চার, দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য ইংরাজ দিগের উদ্বেগ বৃদ্ধি, ইংরেজগণের সমক্ষে শিখদিগের নিকৃষ্টতা ; শিখজাতির প্রতি ইংরাজদিগের তাচ্ছিল্য প্রকাশ, অস্ত্র সাহায্যে শিখদিগকে বাধা প্রদানে ইংরেজদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সৈন্যগণের অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা ক্রমে বিদুরিত হইল ; কিন্তু ইংরেজদিগের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইল, পঞ্জাবের মধ্য দিয়া ম্যাজর ব্রডফুট কর্ত্তৃক বৃটিশ সৈন্যদল গমনাগমনের পথ নির্দেশ, —এই কার্যে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে শিখগণ আরও উত্তেজিত হইল, সৈন্য ও রাজ্যের পরস্পর অবস্থাপরিবর্তন সৈনিব দল এবং লাহোর গমর্ণমেণ্টের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্যুতি, সৈন্যগণের সামরিক বিধি-ব্যবস্থা প্রভাবে "খালসার" প্রতিনিধি সম্প্রদায় গঠন, স্থলপথে বাণিজ্যের জন্য ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন, জাম্মুরাজের প্রতিনিধি জোরওয়ার সিং কর্ত্তৃক ইসকার্দো অধিকার, জোরাওয়ার সিং বর্ত্তৃক চীন সম্রাটের রাজ্যে গারো নামক প্রদেশ অধিকার, — তৎপ্রতি ইংরাজদিগের হস্তক্ষেপ, লাসা হইতে প্রেরিত চীন সম্রাটের সৈন্যদলের নিকট শিখদিগের পরাজয়, ১৮৪২।— চীন সৈন্য কর্ত্তৃক গারো পুনরুদ্ধার, শিখজাতি এবং চীন দেশীয়দিগের মধ্যে পরস্পর সন্ধিস্থাপন, ১৮৪১।—সিন্ধুতীরস্থ প্রদেশ সমূহ অধিকারের জন্য জাম্মুরাজগণের দুরাকাঙ্ক্ষা, জাম্মুরাজগণের এই অভিলাষ ইংরজে-নীতির বিরোধী, কাবুলে বিদ্রোহ আরম্ভ (১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে।), শিখদিগের প্রতি ইংরাজদিগের অবিশ্বাস সত্বেও শিখদিগের নিকট ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা, ১৮৪২।—প্রতিশোধপরবশ সৈন্যদল, শান্তি স্থাপনার্থ গোলাপ সিংহকে তৎস্থানে প্রেরণ, কাবুলের উদ্ধার সাধন,

জেললাবাদ এবং শিখ-রাজ্যের সীমানা-সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদ, শিখ মন্ত্রী এবং লাহোর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর সহিত ফিরোজপুরে গবর্ণর জেনারেলের সাক্ষাৎ লাভ, ১৮৪৩।—কাবুলে দোস্ত মহম্মদের পুনরাগমন, শের সিংহের উদ্বেগ-অশান্তি, সিন্ধানওয়ালা সামন্তগণ এবং জাম্মুরাজগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন এবং সম্মিলন, অজিৎ সিং কর্ত্তৃক শের সিংহের প্রাণ সংহার, অজিত সিং কর্ত্তৃক ধীয়ান সিংহের জীবন সংহার; হীরা সিং কর্ত্তৃক পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ, মহারাজ দলীপ সিংহের সিংহসেন প্রাপ্তি, সৈন্যদলের ক্ষমতা বৃদ্ধি, রাজা গোলাপ সিং, সর্দার জোয়াহির সিং, ফতে সিং তোয়ানা, ১৮৪৪। —কাশ্মীরা সিং এবং পেশোয়ারা সিংহের বিদ্রোহ, জোয়াহির সিং, রাজা সুচেৎ সিংহ কর্ত্তৃক প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা, সর্দার উত্তার সিং এবং ভাই বীর সিংহের বিদ্রোহ, মুলতানের শাসনকর্তার বশ্যতা স্বীকার, ১৮৪৩।—গিলগিট অধিকার, ১৮৪৪।—হীরা সিং কর্ত্তৃক ইংরাজদিগের প্রতি অবিশ্বাস জনসাধারণের মনে দৃঢ়বদ্ধ হওন, সিন্ধুদেশ অভিমুখে গমনের জন্য আদিষ্ট বৃটিশ-সিপাহী সৈন্যের বিদ্রোহচারণ, মৌরান নামক পল্লী সম্বন্ধে ইংরাজদিগের সহিত বাদানুবাদ এবং তর্ক-মীমাংসা, সুচেৎ সিং যে অর্থ গুপ্তভাবে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তদধিকার সম্পর্কে ইংরাজদিগের সহিত বাদ-প্রতিবাদ, হীরা সিং কর্ত্তৃক, গুরু বা ধর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিত জালার পরামর্শ গ্রহণ, পণ্ডিত জালা এবং গোলাপ সিং, পণ্ডিত জালার উদ্দীপনায় শিখদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি হেতু রাণী মাতার অসন্তোষ বৃদ্ধি, হীরা সিং এবং পণ্ডিত জালার পলায়ন; কিন্তু শিখগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তাহাদের প্রাণ বিনাশ, জোয়াহির সিং এবং লাল সিংহের প্রভুত্ব ক্ষমতা লাভ, ১৮৪৫।—জাম্মু অভিমুখে শিখ-সৈন্যের গমন, গোলাপ সিংহের বশ্যতা স্বীকার এবং তাঁহার লাহোর আগমন, জোয়াহির সিংহের উজীর পদলাভ, ১৮৪৪। —মুলতানের সোহান মল্লের নিধন সাধন, সোহান মল্লের পুত্র মুলরাজের দেওয়ান পদ প্রাপ্তি, ১৮৪৫।—লাহোরের প্রস্তাবিত সর্তে বাধ্য হইতে মুলরাজের সম্মতি জ্ঞাপন, পেশোয়ারা সিংহের বিদ্রোহ, পেশোয়ারা সিংহের বশ্যতা স্বীকার, তাঁহার প্রাণ সংহার, শিখ-সৈন্যের অসন্তোষ এবং অবিশ্বাস বৃদ্ধি, জোয়াহির সিংহের হতবুদ্ধি, সৈন্যগণকর্ত্তৃক জোয়াহির সিংহের প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা প্রচার; এবং জোয়াহির সিংহের প্রাণদণ্ড, সৈন্য সম্প্রদায়ের একাধিপত্য লাভ, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনায় লাল সিংহের উজীর পদ লাভ এবং তেজ সিংহের সেনাপতি-পদ প্রাপ্তি।

নবম পরিচ্ছেদ

ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ। ১৮৪৪—৪৬।

বিষয়। ২৯৯—৩৫৮

১৮৪১।—শিখ এবং ইংরাজদিগের পরস্পর যুদ্ধ সংঘটনের বিষয় শুনিবার জন্য ভারতীয় জন-সাধারণের উৎকণ্ঠা, ইংরাজদিগের আতঙ্ক, শিখদিগের ভয়, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি-সর্তের বিরুদ্ধাচরণে শতদ্রু অভিমুখে ইংরাজদিগের সৈন্য প্রেরণ, পেশোয়ার সম্বন্ধে ইংরাজদিগের মতামত; ইংরাজগণ কর্তৃক শের সিংহকে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার,—শিখদিগের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের উত্তেজনা বৃদ্ধি, তাৎকালিক বৃটিশ এজেণ্ট কর্তৃক শিখদিগের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশে শিখদিগের আরও উত্তেজনা বৃদ্ধি, ম্যাজর ব্রডফুটের মতামত এবং উদ্দেশ্য; তৎকর্তৃক প্রকাশ্যভাবে শিখদিগের অসন্তোষমূলক কার্যকলাপ সম্পন্ন হওন, ম্যাজর ব্রডফুটের কার্যকলাপে শিখদিগের সহিত অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের পূর্বাভাষ জ্ঞাপন, সার চার্লস নেপিয়রের কার্যকলাপ, শিখগণ কর্তৃক অনিবার্য যুদ্ধের প্রকাশ্য প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ, লাহোরের সামন্তগণ বা প্রধান প্রধান ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক আপনাপন উদ্দেশ্য সাধনার্থ জনসাধারণকে নিযুক্ত করণ, শিখসৈন্যের নিধন-সাধন উদ্দেশ্যে লাহোর কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইংরাজের বিরুদ্ধে শিখদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি, শিখগণ কর্তৃক শতদ্রু অতিক্রম, —এতৎ সত্বেও এই যুদ্ধের জন্য ইংরাজগণই সম্পূর্ণ দোষী, এখনও ইংরাজগণ কর্তৃক শিখদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ, ইংরাজদিগের অসহায় অবস্থা, শিখদিগকে বাধা প্রদানের জন্য ইংরাজগণের আগমন, শিখদিগের সৈন্য সংখ্যা, শিখগণ কর্তৃক ফিরোজপুর আক্রমণের সম্ভাবনা; কিন্তু সেনাপতিগণের ষড়যন্ত্রে ফিরোজপুর পরিত্যাগ, লাল সিং এবং তেজ সিংহের উদ্দেশ্য, শিখদিগের যুদ্ধ-কৌশল, মুদ্‌কির যুদ্ধ, ফিরুসহরের যুদ্ধ এবং শিখদিগের প্রস্থান, ইংরেজদিগের আতঙ্ক ও বিপদাশঙ্কা, ১৮৪৬।—শিখগণ কর্তৃক শতদ্রু নদী পুনরতিক্রম, এবং তাহাদিগের লুধিয়ানা আক্রমণের উদ্যোগ, বাদোয়ালের খণ্ড যুদ্ধ, শিখদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং গোলাপ সিংহের লাহোর অভিমুখে গমনে বাধ্য হওন,

আলিওয়ালের যুদ্ধ, সন্ধিস্থাপনে শিখ-সামন্তগণের উৎকণ্ঠা; যুদ্ধ মিটাইবার জন্য ইংরেজদিগের অভিলাষ, —তখন বন্দোবস্ত হইল,—ইংরেজগণ শিখ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিবে এবং স্ব-জাতীয় এবং স্ব-দেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের ও লাহোর গবর্ণ-মেণ্টের নিকট তাহারা কোনই সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না, শিখদিগের আত্ম-রক্ষণোপযোগী সুরক্ষিত দুর্গ, ১৮৪৬।—শিখদিগকে আক্রমণের জন্য ইংরেজ-দিগের মন্ত্রণা, সুব্রাওনের যুদ্ধ, শতদ্রু নদী অবাধে অতিক্রমণের সর্ত বন্দোবস্ত, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজের অধীনতা স্বীকার; এবং ইংরাজগণ কর্তৃক লাহোর অধিকার, সন্ধি সংস্থাপন, গোলাপ সিং, লাল সিং, পঞ্জাব ব্যবচ্ছেদ এবং গোলাপ সিংহের স্বাধীনতা লাভ, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত; বৃটিশ গবরমেণ্টের সাবালক না হওয়া পর্যন্ত নাবালক দলীপ সিংহের অভিভাবকতা করিবেন শিখগণ তখনও নিরুৎসাহিত হয় নাই, উপসংহার; ভারতে ইংরেজদিগের পদ-সম্পদ।

উপসংহার।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের কারণ। ১৮৪৭—৪৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সূত্রপাত। ১৮৪৮।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মূলতান অধিকার। ১৮৪৮-১৮৫৯।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ।

১৮৪৮খ্রীঃ, অক্টোবর—১৮৪৯ খ্রীঃ, জানুয়ারী।

শিখ পক্ষের ঘোরসমর চিলিয়ানওয়ালায় ইংরাজ পক্ষের পরাজয়; ঐ যুদ্ধের জয়-পরাজয় সম্বন্ধে মত-পার্থক্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পঞ্জাবের পরিণাম।

১৮৪৯—মার্চ।

* পূর্ববর্তী সংস্করণে ষষ্ঠ, চতুর্বিংশ ও পঞ্চবিংশ পরিশিষ্টে যথাক্রমে শিখ গুরুগণের, লাহোর রাজপরিবারের ও জাম্মু পরিবারের বংশাবলী সংশ্লিষ্ট ছিল না। সুতরাং এই পুস্তকে পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যার পরিবর্তন হইয়াছে। অতএব পাদটীকায় উল্লেখিত পরিশিষ্ট সংখ্যার সহিত বিষয়বস্তু মিলাইয়া পড়িতে হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশের বিবরণ ও অধিবাসীগণ

[শিখ-অধিকৃত এবং তৎকর্তৃস্বাধীন শাসিত রাজ্যের ভৌগলিক সীমা—জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি —অধিবাসীগণ, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতি-বংশ ;—জনসাধারণের ধর্ম ;—জাতি ও ধর্মের বিশেষ লক্ষণ এবং পরিণাম;—ভিন্ন ভিন্ন জাতির আংশিক উপনিবেশ স্থাপন ;—বিভিন্ন জাতির স্বধর্ম-ত্যাগ ও ধর্মান্তর গ্রহণ]

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত শিখগুরু নানক এবং গোবিন্দ ধর্মসংস্কার ও সমাজস্বাধীনতা বিষয়ে স্ব স্ব মত প্রচার করিলে, লাহোর ও শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী কৃষিজীবী জাঠ অধিবাসীগণ সেই নবপ্রচারিত ধর্মমত অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। শিখ অর্থাৎ 'শিখ সম্প্রদায়' এক্ষণে একটি জাতিরূপে পরিণত। দিল্লী হইতে পেশোয়ার ও সিন্ধু হইতে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে তাহাদের অধিকার ও আধিপত্য বিস্তৃত। এরূপে শিখ জাতির অধিকৃত রাজ্য উত্তর অক্ষাংশের অষ্টাবিংশতি ও ত্রিংশৎ সমান্তরাল রেখার (28th and 30th parallel of north latitude) এবং পূর্ব দ্রাঘিমার একসপ্ততি ও সপ্তসপ্ততি সংখ্যক মাধ্যন্দিন রেখার (71st and 77th meridians of east longitude) মধ্যবর্তী। পাণিপথ হইতে 'খাইবার পাশ' পর্য্যন্ত সাড়ে চারি শত মাইল পরিমিত একটি ভূমি-রেখা টানিলে, তাহার উপর দুইটী সমবাহু ত্রিভূজ অঙ্কিত হইতে পারে ; রণজিৎ সিংহের বিজিত রাজ্য এবং শিখ-জাতির স্থায়ী উপনিবেশ সমূহ তাহারই অন্তর্গত।

শিখ-রাজ্য এইরূপে মধ্যবর্তী অক্ষাংশ সমূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার উত্তরবর্তী প্রদেশ-সমূহের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সমুদ্রের জলরেখা হইতে অনধিক উচ্চ প্রান্তর এবং দুই তিন মাইল উচ্চ পর্বতমালা সমাচ্ছন্ন থাকায় এই বিশাল শিখরাজ্যে প্রকৃতির আবর্তনে সর্বত্রই বিবিধ প্রকার জল-বায়ুর প্রভাব দৃষ্ট হয়, এবং স্বভাবজাত সর্ববিধ দ্রব্যই জন্মিয়া থাকে। লুদাকের শীত দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অসহনীয় ; বৎসরার্দ্ধ কাল স্থানটী তুষারাচ্ছন্ন থাকে; নিভৃত প্রান্তরের নিস্তব্ধতায় হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়, এবং কোন সজীব প্রাণী দৃষ্টিগোচর হয় না। এই পর্বতমালা-সমাচ্ছন্ন উচ্চ অনুর্বর প্রদেশ শাল-পশম-উৎপন্নকারী রোমবিশিষ্ট ছাগলের

জন্য প্রসিদ্ধ। এই প্রদেশস্থ স্বল্পপরিসর ভূমিখণ্ডে উৎকৃষ্ট গম এবং যব প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই উচ্চ প্রান্তর হইতে মধ্যাহ্নেও নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়; অধিকন্তু এ স্থানের মৃদু বাতাসে কচিৎ বজ্র-নির্ঘোষ-ধ্বনি শ্রুত কর্ণ বিদীর্ণ হয়।[১] তিব্বত দেশের শীত এবং বায়ুচালিত হিমানী অপেক্ষা, মুলতানের উত্তাপ ও ধূলিধ্বজ (dust storm) অধিকতর অসহনীয়। নগরটী নদীর তীরে রমণীয় স্থানে অবস্থিত বলিয়া রেশমজাত পণ্যাদি এবং গালিচার ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। অদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বর্তমান থাকায় এই স্থানে প্রচুর পরিমানে গম, নীল এবং কার্পাস জন্মিয়া থাকে।[২] হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশস্থ নিম্নভূমি সময়ে সময়ে বৃষ্টির জলে প্লাবিত হয়। কিন্তু

১। সিন্ধু নদের প্রধান শাখা এবং সাজুকের (Shejuk) মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ পতিত ভূমিখণ্ডে শালের উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট শাল-পশম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শতদ্রু নদীর উপত্যকা হইতে লুধিয়ানা ও দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে ১০০,০০০ টাকা, অথবা ১০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ঐরূপ পশম উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে (১৮৪৪ সালের বঙ্গদেশীয় 'এসিয়াটিক সোসাইটীর' সমাচার পত্র, ২১০ পৃঃ—'Journal, Asiatic Society of Bengal' for 1844. p. 210)। মুরক্রফ্‌ট গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একমাত্র কাশ্মীরেই প্রায় ৭৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের পশম আমদানী হইয়াছে। (ভ্রমণ বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় ভাগ, ১০৫ পৃঃ—'Travels', ii p. 105)। এইরূপে শতদ্রুর প্রান্তবর্তী দেশসমূহে শাল-পশমের ব্যবসায় সমগ্র দেশব্যাপী ব্যবসায়ের ন্যূনাধিক দশমাংশ মাত্র। মুরক্রফ্‌ট তিব্বত দেশের যব ও গমের চাষের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি তিব্বত দেশে যব শস্যের যে উৎকৃষ্ট জমি দেখিয়াছিলেন, সেরূপ অতুলনীয় শস্যক্ষেত্র কুত্রাপি তাঁহার নয়নপথে পতিত হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, একজন ইংরেজ কৃষক বহুদূর ভ্রমণ করিয়াও এরূপ নয়নতৃপ্তকর যব-গম-ক্ষেত্র কোথাও দেখিতে পায় কিনা সন্দেহস্থল। ('Travels', 269, 280 ;—'ভ্রমণ বৃত্তান্ত', ২৬৯, ২৮০ পৃঃ।)

তিব্বতের উত্তরবর্তী অনুর্বর ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও উপলখণ্ড এবং বালুকারাশির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়; কিন্তু হ্রদ সমূহে যে ব্যবসায়োপযোগী কাঁচা সোহাগা পাওয়া যায়, তাহার মূল্য, বহুমূল্য ধাতু অপেক্ষাও অত্যন্ত অধিক।

ইয়ারখন্দে 'চরস' নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়; ভারতবর্ষে ইহার প্রচুর কাটতি। তখন অহিফেন হিমালয়ের পর পারেও রপ্তানি হইত, এবং হিন্দু ও চীন দেশীয় ব্যবসায়িগণ এই দুই বিষতুল্য পণ্যের পরস্পর বিনিময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত।

তিব্বতের মধ্য দিয়া কাশ্মীর এবং কাবুল পর্যন্ত, চা-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল; তখন তত্রত্য স্থানেই ইহার উপযোগিতা উপলব্ধি হইত। আট পাউণ্ড ওজনের 'চায়' বাণ্ডিল (block) গুণানুসারে ১২ ও ১৬ শিলিং হইতে ৩৬ ও ৪৮ শিলিং মূল্যে বিক্রীত হইত (Moorcroft 'Travels', 350 and 351 ।—মুরক্রফ্‌টের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ৩৫০ ও ৩৫১ পৃঃ।)

২। মুলতানের 'গম' শীষশূন্য; ইহার শস্য (শাঁস) দীর্ঘ ও গুরুভার। এই শস্য রাজপুতানায় এবং ব্রিটিশ অধিকারের সময় হইতে সিন্ধুদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। মুলতানের শিল্পজাত কার্পেটের বার্ষিক মূল্য সম্ভবতঃ ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক নহে। রেশমজাত দ্রব্যাদির মূল্য কার্পেটের পাঁচগুণ অধিক; অথবা, ভাওয়ালপুরের শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য সমেত সর্বশুদ্ধ ৪০০,০০০ চারি লক্ষ টাকা। কিন্তু সিন্ধুদেশের একটী রাজবংশ বিতাড়িত হওয়ার সময় হইতে, শিল্পজাত বস্ত্রাদির আমদানী যে প্রচুর পরিমাণে কমিয়াছে—তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বঙ্গদেশজাত রেশম অপেক্ষা শক্ত, উজ্জ্বল এবং চাকচিক্যশালী বলিয়া, তৎপরিবর্তে আজকাল, বোখারার ঊর্ণা-তন্তু (অপরিষ্কৃত রেশম) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তুষারাবৃত প্রদেশ-সমূহে প্রায়শঃই বৃষ্টি হইতে দেখা যায় না, এবং মুলতান ও সিন্ধুনদের তীরবর্তী স্থান সমূহে ইহার কঠোরতা আদৌ অনুভূত হয় না। মধ্যপঞ্জাব বনজঙ্গলাবৃত, কিংবা পশুচারণ-যোগ্য অনুর্বর প্রান্তর-সমাচ্ছন্ন। বহু সংখক নদনদীর প্রাচুর্য-হেতু এই প্রদেশটী মরুভূমিতে পরিণত হয় নাই; কিন্তু অনাবৃষ্টি এবং গ্রীষ্মাতিশয্য বিধায় স্থানটি হিংস্র জন্তুর বাসের অনুপযোগী, এবং গো-মেষাদি গৃহ-পালিত পশু এই দেশের মুখ্য সম্পদ। পর্বতমাল-সমাচ্ছন্ন সীমাবদ্ধ বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া সিন্ধুনদ এবং শাখানদীসমূহ প্রবহমান থাকায়, এ প্রদেশটী ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিকতর উর্বর। জনাকীর্ণ সহরগুলি কার্পাস, রেশম ও পশম বয়নকারী সুনিপুণ শিল্পিগণে পরিপূর্ণ; এই প্রদেশে চর্ম, পশম এবং লৌহব্যবসায়ী বহুসংখ্যক সুদক্ষ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর উপবিভাগের অতি সন্নিকটেই জল দৃষ্ট হয়, জল-সেচন প্রভৃতি কার্যে সাধারণতঃ পারস্য-দেশীয় যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে শর্করা জন্মে। আর্য্যাবর্তের মধ্যে অমৃতসহরই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল; এখানকার সওদাগরগণ এই মূল্যবান পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশ কাবুল ও সিন্ধুদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করে।[৩] কাশ্মীরের শিল্পীগণ, এবং তত্রত্য উপত্যকার কুঙ্কুম, জাফ্রাণ, প্রভৃতি বিবিধ পণ্য দ্রব্য সর্বত্রই প্রসিদ্ধ, কাশ্মীরের শাল, দেশ-বিখ্যাত এবং উল্লেখযোগ্য।[৪] আটক ও পেশোয়ারের সমতল ক্ষেত্রে গণ্ডার প্রভৃতি আদৌ

বিলাতী বস্ত্রাদির এবং বয়নোপযোগী কার্পাস সূত্রের ব্যবহার (ন্যূনাধিক পরিমাণে) ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু কেবলমাত্র পৃথিবীর ধনী ব্যক্তিরাই এই সমস্ত বিদেশী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ভাওয়ালপুরের তন্তুবায়গণ কেবলমাত্র আঠার 'টন' কাপাস সূত্রের কাপড় প্রস্তুত করে, কিন্তু সেই জেলায় অন্ততঃ তিনশত 'টন' পরিষ্কৃত কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। তত্রত্য অধিবাসিগণ কতক পরিমাণে ঐ কার্পাস সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং অবশিষ্টগুলি বিক্রয়ার্থ রাজপুতানায় প্রেরণ করে।

পঞ্জাবের নিম্নভূমিসমূহে এবং ভাওয়ালপুরে যথাক্রমে ৭৫০ এবং ১৫০ 'টন' নীল জন্মে। তত্রত্য স্থানে প্রতি পাউণ্ডের মূল্য ৯ হইতে ১৮ পেন্স মাত্র। উহা প্রধানতঃ খোরাসানেই অধিক পরিমাণে রপ্তানি হয়; হয় ত, ভারতজাত নীল কতক পরিমাণে পারস্য উপসাগরের পথে ঐ দেশে প্রেরিত হয় বলিয়া, তত্রত্য স্থানসমূহে নীলের ব্যবসায় অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। শিখজাতি এবং সিন্ধুনদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানগণ নীলবর্ণের পোষাক পরিচ্ছদ বিশেষ পছন্দ করে বলিয়া, ঐ অঞ্চলে নীলের ব্যবসায় প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

৩। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব প্রদেশের আমদানী-রপ্তানী দ্রব্যাদির ও আবগারীর শুল্ক সর্বশুদ্ধ ২৪০,০০০ কি ২৫০,০০০ পাউণ্ড আদায় হয়। এই শুল্কের পরিমাণ রণজিৎ সিংহের সমগ্র আয়ের অর্থাৎ ৩,২৫০,০০০ পাউণ্ডের ত্রয়োদশাংশ।

৪। মিঃ মুরক্রফ্ট (Travels, II. 194,—ভ্রমণ বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১৯৪) গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কাশ্মীরজাত শালের বাৎসরিক মূল্য ৩,০০,০০০ পাউণ্ড; কেবল মাত্র অপরিষ্কৃত বস্তুর মূল্যই যদি ৭৫,০০০ পাউণ্ড হয়, তাহার তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ কম বলিয়া বোধ হইতেছে (Travels; ii. 165, &c), অর্থাৎ সহস্র অশ্বের প্রত্যেকটীর বহনোপযোগী তিন শত পাউণ্ড ওজনের (প্রতি পাউণ্ড অর্ধসের) প্রত্যেক পাউণ্ডের মূল্য পাঁচ শিলিং (প্রতি শিলিং এক্ষণে বার আনা)।

দেখিতে পাওয়া যায় না। বাবর অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন ; তাঁহার আগমনের সময় হইতেই এই প্রদেশে হিংস্র জন্তুর প্রভাব লোপ পাইয়াছে। অধুনা সেই সকল সুদীর্ঘ প্রান্তর-ভূমি ধান্য, যব, গম, প্রভৃতি বহুমূল্য শস্যক্ষেত্র পরিশোভিত। পর্বতমালা হইতেও বহুবিধ ঔষধ, রঙ্গ এবং ফল সংগৃহীত হইতেছে। এই সমস্ত অতুচ্চ পর্বত পার্শ্বে সুদীর্ঘ দেবদারু-বন এবং তাম্র-খনি দেখিতে পাওয়া যায়। সৈন্ধব লবণ এবং অপরিষ্কৃত লৌহের বিস্তৃত খনি এই বিশাল পর্বত-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সিন্ধুনদ ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকাগুলি অতি মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর ; এই জন্যই মনে হয়, আসিয়াখণ্ডে এই প্রদেশ অতুলনীয় ; সাময়িক আবহাওয়া ইউরোপীয়দিগের উপযোগী। এখানে বর্ষাকালের কঠোরতা আদৌ অনুভূত হয় না ; বরং তৎপরিবর্ত্তে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের রমণীয় বসন্তবারি প্রাণ মন মোহিত করে।

শিখ অধিকৃত রাজ্যখণ্ডে নানা জাতীয় লোক বাস করিত। তাহাদের ভাষা, বংশ এবং ধর্ম পরস্পর বিভিন্ন ছিল। পুরাকালে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়,—এই দুই জাতিই প্রকৃত সভ্য জাতি বলিয়া অবিহিত হইত। তাহাদের আবাসভূমি—সেই আর্য্যাবর্ত্তের বিস্তৃত প্রান্তর,—দরিয়াস ও আলেকজন্দারের সময় হইতে বাবর এবং নাদের সা'র সময় পর্য্যন্ত,—সময়ে সময়ে 'পারসী' এবং 'সিদিক' প্রভৃতি অসভ্য জাতি কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিভিন্ন আক্রমণকারীর অনেক নিদর্শন এখনও হয়ত দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমান জাতির প্রাদুর্ভাব এবং উত্তর এসিয়া-খণ্ড হইতে ভারতভূমিতে জাঠ জাতির উপনিবেশ স্থাপন,—এই দুইটাই প্রধান উল্লেখযোগ্য। 'গ্রীক'দিগের 'গীতি' (Getae) এবং চীনদেশীয়দিগের 'ইউইচি' (Yuechi) প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প প্রসঙ্গে 'জাঠ' কিম্বা 'চন্দ্র'বংশসম্ভূত 'যদুর' বংশ-পর্য্যায় আলোচনা করিয়া, চীন কৃষিজীবী ও গ্রীকদিগের সহিত তাহাদের স্বতঃপ্রমাণিত সাদৃশ্য বিচারের আবশ্যক নাই ; অথবা রণজিৎ সিংহ 'খাদকিশ' বংশ-সম্ভূত কিনা,—তাহাও আলোচনা করিতে চাহি না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রথম যুগে আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুধর্ম্ম এবং সভ্যতার প্রাবল্য হেতু হিংস্র অসভ্য অক্রমণকারিগণও ক্রমে সুসভ্য হইয়াছিল ; প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যেই 'জাঠ' জাতি ব্রাহ্মণদিগের ভাষা এবং ধর্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার-ব্যবহার ও ধর্মাচরণ আরম্ভ করিয়াছিল। সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরস্থ 'জাঠ' অধিবাসিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ; এবং উত্তর খণ্ডের জাঠজাতি বহুদিন ধরিয়া প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্মের উপাসক ছিল। সম্প্রতি এই শেষোক্ত সম্প্রদায় এক নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে ; এক্ষণে তাহারা ঈশ্বরের স্বরূপত্ব এবং মানবের একত্ব ও সমত্ব প্রচার করিতেছে ; এবং বহুদিন হিন্দু ও মুসলমান নরপতির অধীন থাকিয়া এক্ষনে তাহারা এক অসীম প্রবল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে।[৫] বৌদ্ধধর্ম

৫। অভিধান অনুসারে 'জ্যাঠ' (Jat) শব্দে একটী 'জাতি', 'বংশ' অথবা 'বিশেষ কোন একটী জাতি' বুঝায় ; কিন্তু 'জাঠ' (Jut) শব্দে 'রীতি,' 'জাতি' এবং 'কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ' বুঝা যায়। সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে ইহার অর্থ 'ভেড়ার লোম' অথবা কেশরাশি। সিন্ধু দেশের উত্তরাংশে 'জাঠ' (Jut) শব্দে অধুনা 'উষ্ট্র ও গো-মহিষাদি পালনকারী' অথবা 'মেষ-পালক' বুঝিতে হইবে ; এ অঞ্চলের কৃষকশ্রেণী এই

লোপের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা,—সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে; তাহাতে জনসাধারণের ভাষাও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মহম্মদের নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত হওয়ায় সমগ্র ভারতীয় সমাজ-বন্ধনও ক্রমে শিথিল হইয়া অসিতেছে। কিন্তু ভিন্নজাতীয় সমাজ বিজেতৃবৃন্দের নব-প্রচারিত ধর্ম্মমত অপেক্ষা তাহাদের অসদ্ব্যবহারে, পরাজিত জাতি অধিকতর ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। এখনও 'জাঠ' এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে, প্রজাপীড়কগণ 'তুর্ক' নামে অবিহিত হয়; 'তুর্ক' এবং 'পীড়নকারী'—একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গর্বিত রাজপুতজাতি কেবল-মাত্র মুসলমানদিগের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। তাহারা দাসত্বের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তুরস্ক-দেশীয় মুদ্রার অপর নাম—রাজকরদ্যোতক 'তুর্কানা' (অথবা তুর্কদেশীয় মুদ্রা) শব্দ আপন জাতীয় ভাষায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

জাতির অন্তর্গত নহে। পঞ্জাবে 'জাঠ' (Jut) বলিলে এখনও সাধারণতঃ 'গ্রামবাসী' অসভ্য বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণ হইতে তাহাদের রীতি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র; তাহাদের সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক। প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে 'দেবীস্থান' রচয়িতা এই কথা বলিয়া গিয়াছেন (Dabistan, ii. 252—দেবীস্থান, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৫২ পৃঃ)। কিন্তু লাহোরের 'জাঠ' জাতি (Jut) এবং যমুনার পার্শ্ববর্তী 'জ্যাঠ' (Jat) সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায়, ঐ শব্দের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে সচরাচর ঐ শব্দে উহার কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়কেই বুঝায়। 'জাঠ'গণ এক দিকে রাজপুতদিগের সহিত এবং অন্যদিকে আফগানদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'জাঠ' জাতির শাখা-সম্প্রদায়গুলি পূর্ব অঞ্চলের 'রাজপুত' এবং পশ্চিমাঞ্চলে 'আফগান' ও 'বেলুচি' বলিয়াই অভিহিত হয়। অন্যান্য অসভ্য জাতির বংশাবলী আলোচনা করিলে নিসংশয়রূপে প্রমাণিত হয় যে, তাহারাও 'আফগান' কিংবা 'রাজপুত' অথবা 'জাঠ' জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই 'জাঠ' বংশ রাজপুতানার ছত্রিশটি বিভিন্ন স্বেচ্ছাচারী রাজবংশের মধ্যে একটী প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশ;—অনেক ইতিহাস-লেখক এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন (Tod's Rajastan, 1. 106;—টডের 'রাজস্থান' প্রথম খণ্ড, ১০৬ পৃঃ); অধিকন্তু এই 'জাঠ' জাতি 'চন্দ্রবংশসম্ভূত' এবং 'ভুটিয়া'দিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। পাতিয়ালার মহারাজও ঐরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ভারতবাসী নানা সম্প্রদায়ের অসংখ্য অধিবাসীগণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ; ইহার প্রমাণ এই যে, টড সাহেব 'বারক' (অথবা 'ভীরক্'—Virks) নামক বিখ্যাত জাতিকে, 'চালুক্য' বংশীয় জাঠ জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (i, 100,—প্রথম খণ্ড, ১০০ পৃঃ)। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 'কুকার' এবং 'কাকুর' সম্প্রদায়ের জাঠ এবং 'কুকার-কোকুর' ও 'কাকুর' নামক আফগান জাতিও এই বংশসম্ভূত; কিন্তু 'গুক্কার' জাতি এই তিন জাতির অন্তর্ভুক্ত নহে। উমার কোটের রাজপরিবার 'প্রামর' বা 'শক্তি' বংশ সম্ভূত (Rajastan I. 92. 93.,—'রাজস্থান' প্রথম খণ্ড, ৯২, ৯৩ পৃঃ.); কিন্তু হুমায়ুনের জীবনীলেখক, প্রমারের রাজ ও তাঁহার অনুচরবর্গকে 'জাঠ' বলিয়া পরিচয় দিয়েছেন (Memoirs of Humayoon' P. 45)। ভৌগোলিক সমিতির সমাচারপত্র-সম্পাদকগণ (Editor of the Journal of the 'Geographical Society,' XIV, 207, note) বলেন,—প্রাচীন ও আদিম সংস্কৃত শব্দ 'জিরেসৃতা' শব্দ হইতে 'জাঠ' (Jut) শব্দ নিষ্পন্ন, এবং ইহাতে 'আদিম অধিবাসী' বুঝায়। এইরূপ শব্দ-সাধনে স্বভাবতঃ 'গীতি' এবং 'ইউইচি' দিগের উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে প্রমাণিত বিষয়েও বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না; মধ্য এশিয়ায় 'জেঠিয়া (Jetehs) জাতির সহিত তৈমুরলঙ্গের যুদ্ধাদি-বিষয়ে যে ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে,—তাহাও অপ্রীতিকর প্রতীয়মান হয়।

'জাঠ' দিগের কতকগুলি প্রসিদ্ধ শাখা পঞ্জাবে সিন্ধু, চীনে, ভুরাইচ, চাথে, সিধু, কুড়িয়াল ও গণ্ডাল প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

লদাক এবং ক্ষুদ্র তিব্বত নামক সিন্ধুনদের উচ্চতর উপত্যকা ভূমিখণ্ডে 'ভুটি' বংশই প্রধান এবং আদিম অধিবাসী। ইহারা প্রবল পরাক্রান্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 'তাতার' জাতির শাখা বিশেষ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই সিন্ধুনদের অধঃপ্রদেশে অথবা গিলগিট ও চুলাস নামক স্থানে, 'দার্দুশ' (Durdoos) এবং 'দাঙ্ঘার্স' (Dunghers) নামক ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান রহিয়াছে। ইসকারডো এবং গিলগিট উভয় স্থানেই এক মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহারা 'পামের' এবং 'কাশকর' প্রভৃতি বন্যপ্রদেশস্থ অসভ্য 'টুর্কম্যান' সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। কাশ্মীরের অধিবাসিগণ সময়ে সময়ে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে প্রত্যাগত ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভাষা হিন্দুস্থানী ; এবং তাহারা মুসলমান-ধর্মাবলম্বী। 'তাতার' জাতির সহিত নিকট সম্বন্ধ হেতু আদিম 'কুশ' অথবা 'কচ' জাতির আচার-ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। কাশ্মীর হইতে সিন্ধুনদের পশ্চিম দিকস্থ পার্বত্য প্রদেশে 'কাক্কা' এবং 'বুম্বা' জাতি বাস করে ; তাহাদের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সিন্ধুর নিকটবর্তী স্থান সমূহে 'ইউসফজাই' (Eusofzaees) এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক আফগান জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নির্জন উপত্যকাসমূহেও বহুসংখ্যক 'গুজার' জাতি বসবাস করে। এই 'গুজার' জাতির ঐতিহাসিক তথ্য এখনও নির্ণীত হয় নাই ; ইহারা আরব দেশীয় 'সৈয়দ'দিগের অথবা 'আফগান' এবং 'টুর্কমান' জাতীয় রাজাদিগের প্রজা বিশেষ।

কাশ্মীরের দক্ষিণ বিতস্তা নদীর পশ্চিম হইতে সিন্ধুতীরস্থ আটক ও কালবাগ পর্য্যন্ত পার্বত্য প্রদেশে 'গুক্কার', 'গুজের', 'খাটির', 'আওয়ান' এবং 'জাঞ্জু' প্রভৃতি বহু জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়-সমষ্টি সময়ে সময়ে হিন্দুজাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের ভাষা, ভাব ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার 'জুঞ্জু'—প্রধানতঃ গুকার জাতি, তত্রত্য স্থানে বিশেষ সম্ভ্রমশালী। পেশোয়ার এবং তৎপার্শ্ববর্তী চতুর্দিকস্থ পার্বত্য প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আফগান জাতি বাস করে ; ইহাদের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশস্থ 'ইউসফজাই' ও 'মুমাণ্ডগণ,' মধ্যপ্রদেশস্থ 'কুলিল' ও অপরাপর সম্প্রদায়, এবং দক্ষিণ ও পূর্বদেশস্থ 'আফ্রিদি' 'খুটুক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কোহাটের দক্ষিণবর্তী পর্বত সমূহে এবং টাঙ্ক ও বান্নুপ্রদেশে অবিমিশ্র অসংখ্য আফগান জাতি বাস করে ; পশুপালক 'ভুজিরি' প্রভৃতি তন্মধ্যে প্রধান। এই প্রদেশে আর এক শ্রেণীর কৃষক জাতি দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহারা এই আফগান জাতির বংশধর বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ সিন্ধু নদের উভয় পার্শ্বস্থিত পর্বতমালার এক একটী উপত্যকায় এক একটী স্বতন্ত্র জাতি বাস করে ; তাহাদের কার্য্যকলাপ, ভাষা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার—সকলই পরস্পর বিভিন্ন। সাধারণত দেখা যায়, পূর্ববর্ণিত নিস্তেজ আদিম 'দাদু' জাতি, একদিকে আফগান ও অন্যদিকে তুর্কমান কর্তৃক প্রায়শঃই উৎপীড়িত হইত।

কালাবাগের দক্ষিণ সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বস্থ স্থানসমূহে এবং মুলতানের চতুর্দিকস্থ অধিবাসী, কতক 'বেলচ' এবং কতক 'জ্যাঠ' সম্প্রদায়ভুক্ত ; ইহারা আবার 'উরোরা' এবং 'রায়েন' জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। 'সুলেমান' পর্বতশ্রেণীর নিকট স্থানসমূহে 'আফগান' জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধুদেশ এবং শতদ্রুর মধ্যবর্তী পতিত ক্ষেত্র সমূহে 'জুন', 'ভুটিন', 'শিয়াল', 'কুরুল', এবং 'কাথি' প্রভৃতি বহু সংখক বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসিগণ বাস করে ; পশুপালন এবং দস্যু-বৃত্তি ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। এই জাতিসমষ্টি, এবং শতদ্রু ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী কাশ্মীরের দক্ষিণস্থ স্থানসমূহের 'চিব' ও 'বুহাও' জাতি এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। বিজেতা হিন্দু ও মুসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করিলেও ইহাদের আচার-পদ্ধতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। চন্দ্রবংশসম্ভূত বলিয়া গর্বান্বিত 'ভুটিজাতি' এবং আরও দুই একটি জাতিকে প্রাচীনকালের বিজেতৃবৃন্দ অথবা ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে ; পরে ইহারা অধিকতর ক্ষমতাশালী কোন-না-কোন জাতির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। বস্তুত, এক সময়ে 'ভুটি' বা 'ভাটী' জাতি যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমভাগে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল,–তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই জাতি এক্ষণে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু যশল্মীরের বালুকাকীর্ণ প্রান্তর সমূহে এখনও ইহাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শতদ্রুর পর্শ্ববর্তী 'পাকপট্টনের' চতুর্দ্দিকে 'উট্টু' এবং 'যোহিয়া' সম্প্রদায়ের রাজপুতজাতির[৬] বাসস্থান। শতদ্রুর অধঃপ্রদেশসমূহে 'লুঙ্গা' জাতীয় কতকগুলি অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহারা এক সময়ে মুলতান এবং 'উচ্চ' প্রদেশে রাজত্ব করিত।

কাশ্মীর এবং. শতদ্রুর মধ্যবর্তী পার্বত্য প্রদেশগুলি রাজপুতদিগের অধিকৃত। মুসলমান আক্রমণের সময় হইতে রণকুশল ভারতবাসিগণ একদিকে রাজপুতনায় ও বুন্দেলখণ্ডের পর্বত সমূহে এবং অন্যদিকে হিমালয় গহ্বরে বিতাড়িত হইয়াছে। জাম্মুর চতুর্দিকস্থ স্থান সমূহে এবং পূর্বদিকে গঙ্গা ও যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের লোকসংখ্যার অধিকাংশই এক প্রকার মিশ্রিত জাতি ; ইহারা 'ডোগ্রা' নামে অভিহিত ও রাজপুত বংশ বলিয়া গর্বিত। এখানে আরও কতকগুলি মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'গাধি' নামক জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া এবং 'কোলি' জাতি আদিম অধিবাসী বলিয়া পরিচিত। মধ্যভারতের অসভ্য পার্বত্য জাতির সহিত ইহাদের

৬। টড বলেন,—এই 'যোহিয়া' বংশ এক্ষণে লোপ পাইয়াছে (Rajastan, I. 118—রাজস্থান, প্রথম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)। কুশুর এবং ভাওয়ালপুরের মধ্যবর্তী শতদ্রুর উভয় তীরস্থ স্থান সমূহে ঐশ্বর্য্যশালী কৃষিজীবী জোহিয়াগণ এখনও বাস করিতেছে ; কিন্তু অধুনা তাহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। টড, উল্লিখিত 'ডহিয়া' (I, P114.) জাতি শতদ্রুর নিম্নতর ভূমিসমূহের অধিবাসী। ইহারা মুসলমান ও কৃষিজীবী ; ইহারা তত্রত্য স্থানে 'ডেহে' বা 'ডাহোর' এবং 'ডাহার' নামে অভিহিত হয়। ইহারা এবং অন্যান্য কতকগুলি জাতি কতকাংশে রাঠোরবংশীয় রাজপুতদিগের এবং কতকাংশে 'বেলোচি' দিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

আচার পদ্ধতি, এমন কি ভাষারও বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তুষারাচ্ছন্ন স্থান সমূহে 'ভূটি' নামক এক মিশ্রিত জাতি বাস করে; কাশ্মীরের নিকটবর্তী স্থানে ও সহরগুলিতে, তত্রত্য উপত্যকায় অন্য প্রকার মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

বিতস্তা (Jhelum) হইতে হান্‌সি, হিসার ও পাণিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তর-সমূহের কেন্দ্রস্থলে এবং খুশাব ও প্রাচীন দিপালপুরের উত্তরদিকবর্তী সমতলক্ষেত্রে 'জাঠ' অধিবাসীই প্রধান। কিন্তু লাহোর ও অমৃতসরের চতুর্দিকে, গুজরাট হইতে শতদ্রুর উত্তর, এবং দক্ষিণদিকস্থ ভাতিন্দা নগর ও সুনাম পর্যন্ত শিখ-রাজ্য বিস্তৃত। পূর্বোক্ত অংশটী 'মাঞ্ঝা' অথবা মধ্যদেশ নামে এবং অপরটী মালয় নামে অভিহিত। মধ্য-ভারতের মালব দেশের সহিত উর্বরতা ও সজীবতার কল্পিত সাদৃশ্য হেতু, ইহা 'মালব' নামে প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ এবং পশ্চিমের 'ভূটি' ও 'ডোঘার' এবং পূর্বদিকের 'রায়েন', 'রড়' এবং অন্যান্য জাতীয় বহুসংখক অধিবাসী পরস্পর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। 'গুজার' এবং 'ভূটি' ভিন্ন অন্যান্য রাজপুত জাতি সর্বত্রই বহুল পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে। কোনও কোনও নগর ও গ্রামে 'পাঠান' নামক অপর এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠানদিগের মধ্যে 'কুশুর' নামক স্থানের অসংখ অধিবাসিগণ বহুকাল পর্যন্ত অসীম ক্ষমতাশালী ছিল, এবং রাহুণের রাজপুতগণ তত্রত্য স্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই মধ্য প্রদেশস্থ সমগ্র কৃষিজীবি অধিবাসিগণকে সমান দশ ভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যায় যে, 'জাঠ'গণের সংখ্যাই সেই ভাগ-সমষ্টির চারি ভাগেরও অধিক; গুজারদিগের সংখ্যা একভাগ; ন্যূনাধিক অবিমিশ্র রাজপুতদিগের সংখ্যা—এই দশ ভাগের দুই ভাগ মাত্র। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন-স্থান-প্রত্যাগত মুসলমান-দিগের সংখ্যা এক ভাগেরও কম। বস্তুত সমগ্র লোক সমষ্টির তৃতীয়াংশ অধিবাসী, মুসলমান ধর্মাবলম্বী বলিয়া অনুমিত হয়।[৭]

৭। শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ১০৩০ খানি গ্রামসমষ্টিতে সর্বশুদ্ধ ৪১টী বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষিজীবী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানগুলি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। বিভিন্ন কৃষিজীবী সম্প্রদায় নিম্নলিখিত অনুপাত অনুসারে বিভিন্ন গ্রামসমূহে বাস করিত। যেখানে কোন এক সম্প্রদায় সমগ্র গ্রাম্য সম্প্রদায়ের এক অংশরূপে গৃহীত হয়, সেই ভগ্নাংশ সমূহও এই তালিকাভুক্ত হইল।

জাতি বা বংশ			গ্রাম সমষ্টি।
জাঠ	...	...	৪৪১
রাজপুত	...	...	১৯৪
গুজার	...	...	১০৯
সৈয়দ	...	...	১৭
শেখ	...	...	২৫
পাঠান	...	...	৪৮
মোগল	...	...	৫

অধিকন্তু প্রতি নগর ও প্রতি সহরে ধর্মপ্রচারক, সৈনিক, ব্যবসায়ী অথবা কারিকর সম্প্রদায় বাস করিত ; এইরূপ প্রাদেশিক রাজধানীর সমগ্র বিভাগ-সমূহে পবিত্র ব্রাহ্মণ[৮]

ব্রাহ্মণ	...	...	২৮
ক্ষত্রিয়	...	...	৬
রায়েন (অথবা আরায়েন)	...	...	৪৭
কুম্বো	...	...	১৯
মালি	...	...	১২
রড়	...	...	৩৩
ডোথার (মুসলমান কিন্তু ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়)		...	২৮
কুলাল	...	...	৫
গোসাঞি ধর্ম প্রচারকগণ	...	...	৩
বৈরাগী	...	...	২
অন্যান্য ২৪ শ্রেণীর বিভিন্ন সম্প্রদায় ৪৬ খানি গ্রামে বাস করে।	...	...	৪৬
		মোট	১০৩০

এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসমূহ, আপনাপন বাসস্থান, বংশ এবং ধর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয় নাই ; সমগ্র দেশের ইতিহাস সহজভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এরূপ শ্রেণীবিভাগ সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। গঙ্গার তীরবর্তী স্থানসমূহের রাজস্ব-জরিপের তালিকায় কতকগুলি বংশের বিষয় উল্লিখিত আছে ; উহাতে অন্ততঃ প্রত্যেক গ্রামের প্রবল জাতিগুলির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই তালিকা সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত হইয়া অনুসন্ধানের এবং পুনরায় সংশোধনের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল।

পঞ্জাব এবং তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের শিখদিগের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ৫০০,০০০ নিরূপিত হইয়াছে। (**Compare Burnes, Travels, i. 289. and Elphinstone, History of India, i, 295, note**) ; কিন্তু এরূপ গণনায় ইহাদের সংখ্যা, নিরূপিত সংখ্যার তৃতীয়াংশ কি অর্দ্ধেকাংশের কম বলিয়া অনুমিত হয়। এ সম্বন্ধে কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না ; সুতরাং সে বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করাও উচিত নহে। তবে শিখ সৈনিকগণের সংখ্যা কখনও ৭০,০০০ এর কম দেখা যায় নাই ; সময়ে সময়ে তাহাদের সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও অধিক বলিয়া বর্ণিত আছে। পরন্তু চন্দ্রভাগা যমুনার মধ্যবর্তী শিখ-সম্প্রদায় যে স্বধর্মাবলম্বী লোকসমূহের পূর্বোক্ত সংখ্যার অর্দ্ধেক পরিমাণ লোক সংগ্রহ ও একত্রিত করিতে পারিত,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে কৃষিজীবী শিখ জাতির কোন কোন সম্প্রদায় যে আদৌ অস্ত্রগ্রহণ করিত না, এবং অন্যান্য পরিবারের অন্ততঃ একজন বয়প্রাপ্ত ব্যক্তি যে জমি-জমা চাষ-আবাদের জন্য যুদ্ধে যাইত না,—তাহা নিশ্চিত। এই হেতু সমগ্র শিখ জাতির লোক সংখ্যা,—স্ত্রীপুরুষ এবং পুত্র-কন্যা সহিত সর্বশুদ্ধ ১২ লক্ষ ৫০ হাজার কিম্বা ১৫ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা সম্বন্ধে সাধারণতঃ অনেক মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। বাদশাহ জাহাঙ্গীর বলেন, (**Memoirs, P 29,**) হিন্দু ও মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা যথাক্রমে ৫ ও ১ ; কিন্তু গঙ্গার উপত্যকার অধিবাসিগণের বর্তমান আনুপাতিক সংখ্যা অপেক্ষা ইহা অনেক পরিমাণে অল্প। এলফিনষ্টোনের (**History of India, ii. 238 and notes**) মতে, সমগ্র দেশের লোক সংখ্যার পরস্পর আপেক্ষিক অনুপাত যথাক্রমে ৮ ও ১ মাত্র।

৮। পঞ্জাব ও গঙ্গার তীরবর্তী স্থান সমূহের ব্রাহ্মণগণ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ন্যায় পণ্ডিত না হইলেও, সাধারণত 'মিশ্র', 'মিত্র' অথবা 'মিথরা' নামে অভিহিত। এইরূপ কিংবদন্তী আছে এবং বহুদর্শী

অথবা প্রকৃত সৈয়দ বংশ, আফগান অথবা বুন্দেলা সৈন্যগণ, ক্ষত্রিয়, উরোরা এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বেণিয়াগণ, কাশ্মীরের বস্ত্রশিল্পিগণ, অথবা হিন্দুস্থানের যন্ত্রবিদ্যাবিশারদগণ এবং হীন জাতীয় বহুসংখ্যক নীচ ব্যবসায়িগণ বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই সমস্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়ই বিশেষ ক্ষমতাশালী কিংবা একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় নাই; ইহাদের সংখ্যাও এত অধিক ছিল না যে, পারিপার্শ্বিক অসভ্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে। কিন্তু জাঠদিগের অবনতির পর, ক্ষত্রিয়গণই এই প্রদেশে বিশেষ ক্ষমতাশালী এবং অধ্যবসায়শীল বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।[৯]

ইতিহাসজ্ঞ অনেক ভারতবাসী অনুমান করেন যে, পুরাকালে মুসলমান আক্রমণকারিগণ এদেশে এই উপাধি প্রথম প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সম্ভবতঃ বুঝা যায়, একেশ্বরবাদী প্রতিমাভঙ্গকারিগণ, ব্রাহ্মণগণকে সূর্য্যোপাসক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন।

৯। পঞ্জাবের ক্ষত্রিয়গণ বংশমর্য্যাদা এবং জাতীয় পবিত্রতা এখনও রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে,—যে যোদ্ধ্-জাতি পরশুরামকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল, ইহারা তাঁহাদেরই বংশধর। পঞ্জাবের উত্তর ভাগ এবং দিল্লী ও হরিদ্বারের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে ইহাদের সংখ্যা অনেক অধিক। কাশী এবং পাটনা পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরস্থ সহর সমূহে ক্ষত্রিয় জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গদেশে, মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প; এই স্থানসমূহে সূর্য ও চন্দ্রবংশসম্ভূত দুই একটী রাজপরিবার ভিন্ন আর কোন ক্ষত্রিয় জাতি দৃষ্টিগোচর হয় না। পঞ্জাবের মধ্যে প্রাচীন দীপালপুর ক্ষত্রিয়দিগের রাজধানী ছিল। ক্ষত্রিয়গণ প্রধানতঃ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত;—(১) 'চার জাতি' অথবা চারিটী বংশ; (২) 'বার জাতি' অথবা বারটী বংশ; এবং (৩) 'বায়ান্ন জাতি' বা বায়ান্নটী বংশ। (ক) শেঠ, (খ) মারোটা, (গ) খুন্না, এবং (ঘ) কাপুর প্রভৃতি চারিটী সম্প্রদায়ের চারি জাতি নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে আবার প্রথমটী দুইটি এবং অবশিষ্ট তিনটি প্রত্যেকে তিন তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বার জাতির শাখাগুলির মধ্যে চোপরা, টালোয়ার, টুন্নান, সাইগাল, কুকার, মাইতা প্রভৃতি প্রধান। 'বায়ান্ন জাতির' মধ্যে বুন্দারি, গাইন্দ্রাও, শেটি, সুরি, সানি, উন্নাদ, রাসিন, শোদি, বেদি, টিহান এবং বুলি প্রভৃতি কতকগুলি জাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'উরোরা' জাতি ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যানী বা শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—এইরূপ দাবী করিয়া থাকে। দিল্লী হইতে ক্ষত্রিয়গণ বিতাড়িত হইয়া যখন প্রথমতঃ টাট্টা ও সিন্ধুদেশের অন্যান্য প্রদেশে এবং পরিশেষে মুলতানে উপনিবেশ স্থাপন করে, সেই সময়ে ইহারাও বহুল পরিমাণে 'উচ' নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকে। তাৎকালিক যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণ উরোরাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায়, উরোরাগণ সাহায্য করিতে অস্বীকার করে। এই কারণে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগের প্ররোচনায় উরোরাদিগের সমস্ত ধর্মকর্ম বন্ধ করিতে বাধ্য হন। এইরূপে উরোরাগণ ৩০০ তিন শত বৎসর কাল সমাজচ্যুত ছিল। তৎপরে দীপালপুরের 'সিদ্ধভোজা' ও 'সিদ্ধ সীয়াম' ইহাদিগকে পুনরায় হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া লন। শিকারপুরের হিন্দু-কুঠিওয়ালাগণ উরোরা সম্প্রদায়ভুক্ত, এবং বোখারা ও খোরাসনের হিন্দু ব্যবসায়িগণও এই উরোরা বংশসম্ভূত,—পঞ্জাবীগণ ইহাই অনুমান করেন। উরোরাগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) 'উত্রাদি' অথবা উত্তরাংশের অধিবাসী, এবং (২) 'দক্ষিণী' অথবা দাক্ষিণাংশের অধিবাসী। এই 'দক্ষিণী'র আবার 'দুহানি' নামে একটি প্রধান শাখা দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্ন পঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশীয় সমগ্র হিন্দু ব্যবসায়িগণ মুসলমান কর্তৃক 'কেরার' নামে অভিহিত হয়; উত্তর পঞ্জাবে 'কেরার' শব্দ 'ভীরু' অথবা 'নীচ' ও 'ঘৃণিত' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মুলতানে এই

গৃহশূন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী অন্যান্য জাতির মধ্যে 'চাঙ্গার'গণের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক, এবং ইহারা সর্বত্র সুপরিচিত। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা কর্তব্য। তুরস্ক দেশীয় 'চিঙ্গানি', রুষ-জাতীয় 'টাইজান' জর্মণীয় 'জিগুয়েনার', ইটালির 'জিঙ্গারস্', স্পেন দেশীয় 'নিটানো' এবং ইংরেজদিগের 'জিপ্‌সি' প্রভৃতি জাতি এবং এই 'চাঙ্গারগণ' একই জাতীয় বলিয়া অনুমিত হয়। দিল্লীর চতুঃপার্শ্ববর্তী অধিবাসীগণ 'কাঞ্জার' নামে অভিহিত। কুলটা নর্তকী বালিকাগণ পাঞ্জাব প্রদেশে "কাঞ্জার" বলিয়া পরিচিত।

এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির বংশ এবং ধর্ম বিভিন্ন; নচেৎ, পৃথক দুইটি জাতিকে সাধারণতঃ এক জাতি বলিয়া মনে হইত। লুদাকের অধিবাসীগণ ও অধীনস্থ রাজবংশ 'লামা' প্রচারিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী; অধুনা বৌদ্ধধর্ম মধ্যভারতের সর্বত্রই বহুল পরিমাণে প্রচারিত। কিন্তু ইসকারদোর তিব্বতীয় জাতি, গিলগিটের 'দার্দু', এবং বন্ধুর পার্বত্য প্রদেশের 'কাক্কা' এবং 'বাম্বা' গণ 'সিয়া' সম্প্রদায়ের মুসলমান। কাশ্মীর, কিস্‌টোয়ার, ভিম্বর, পাখলি এবং সিন্ধুনদ ও সাতপুরা পর্বত শ্রেণীর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকবর্তী পর্বত-সমূহে 'সুন্নি' সম্প্রদায়ের মুসলমান বাস করে। পেশোয়ার, সিন্ধুনদের দক্ষিণবর্তী নিম্নভূমি, মুলতান এবং পিণ্ডদান-খাঁ, চুনিয়ট ও দিপালপুর পর্য্যন্ত উত্তর দেশীয় অধিবাসীগণ মুসলমানধর্মাবলম্বী। কিসটোয়ার ও ভিম্বারের পূর্বের হিমালয়ের অধিবাসীগণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মানুরাগী হিন্দুজাতি। উত্তর দিকে বৌদ্ধমতাবলম্বী কতকগুলি ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে কতকগুলি মুসলমান জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। মাঞ্জা এবং মালবের অধিকাংশ 'জাঠ' অধিবাসী 'শিখ' ধর্মাবলম্বী; কিন্তু বিতস্তা এবং যমুনার মধ্যবর্তী সমগ্র লোকসংখ্যার আনুমানিক তৃতীয়াংশ নানক ও গোবিন্দ-প্রচারিত নূতন ধর্ম গ্রহণ করে নাই। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের কতকগুলি মুসলমান এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ্য-ধর্মানুরাগী।

'লে' সহর ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক সহরে, পেশোয়ার ও কাশ্মীরের অন্তর্গত মুসলমান অধিকৃত জেলার গ্রামসমূহে, এবং মাঞ্জা ও মালোয়ার অন্তর্গত শিখ-অধিকৃত জেলা-সমূহের

শব্দ 'হিন্দু ও ব্যবসায়ী' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ঘৃণা-ব্যঞ্জক। মধ্যভারতে 'কেরার' নামে এক জাতি বাস করিত; যদিও প্রায় এক শতাব্দী পরে এই কেরারদিগের একটি ভিন্ন জাতি গঠিত হইয়াছিল, তথাপি সেই সময়ে মধ্যভারতে 'কেরার' শব্দে চলিত কথায় 'পার্বত্য' অথবা 'বন্য' বুঝাইত। অধ্যাপক উইলসন বলেন, প্রাচীন আদিম 'কিরাদি' ও 'কেরার',—একই জাতীয়। বস্তুতঃ, হিন্দুদিগের পাঁচটি 'প্রস্থে'র অথবা 'প্রদেশ'-সমূহের মধ্যে 'কেরার' অন্যতম। শেই পাঁচটি 'প্রস্থ' যথাক্রমে,—'চীন প্রস্থ', 'যবন প্রস্থ', 'ইন্দ্রপ্রস্থ', 'দাখুন প্রস্থ' এবং 'কিরাত প্রস্থ' নামে অভিহিত হয়। এই 'কিরাত প্রস্থ'কে উজ্জয়িনী এবং উড়িষ্যার অন্তবর্তী প্রদেশ বলিয়া ভারতবাসীরা অনুমান করেন। (Compare Wilson, 'Visnoo Pooran', p, 175, note for the Keratas of that book) নারবুদার ব্রাহ্মণ্য-মতানুরাগী গণ্ডগণ 'রাজগণ্ড' নামে এবং অহিন্দুগণ্ডগণ 'কিরিয়া গণ্ড' নামে পরিচিত। এই শব্দে ইহাদের অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধ বুঝা যায়।

গ্রামসমষ্টিতে, প্রচুর পরিমাণে হিন্দুব্যবসায়ী ও হিন্দু-দোকানী দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকের সহরগুলিতে ক্ষত্রিয় জাতি এবং মূলতানে বহুসংখ্যক 'উরোরা' জাতি প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণ, মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণের এবং বাঙ্গালী বাবুদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অনেকেই সরকারী কর্মচারী; কিন্তু ক্ষত্রিয় ও উরোরাগণ সামান্য মুহুরী এবং করদাতা কৃষিজীবী। কেবলমাত্র মালব দেশে অর্থাৎ ভাতিন্দা এবং সুনামের চতুর্দিকে অবিমিশ্র শিখ জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার লোকসমূহের কি পুরোহিত, কি সৈনিক, কি শিল্পী, কি দোকানী, কি কৃষক, সকলেই শিখ-সম্প্রদায়ভুক্ত,—এইরূপ জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে।

পঞ্জাবে এবং ভারতের সর্বত্র কতকগুলি নীচ জাতি বাস করে; ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন না, কিম্বা মুসলমানগণ কখনও তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণ করাইতে উদ্যোগী হন নাই। তাহারা গ্রাম্য অথবা বনদেবতা কিম্বা বংশের আদিপুরুষের উপাসনা করে; অথবা, কোন প্রস্তরমূর্তি মনুষ্য জাতির সৃষ্টিকর্তার প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া, সেই প্রস্তরমূর্তিই পূজা করিয়া থাকে। এক্ষণে তাহাদের কতকগুলি সম্প্রদায়, আধুনিক হিন্দুসংস্কারকগণের উপদেশসমূহ অবগত হইয়া, আপনাদিগকে অন্যান্য শিখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক একটী অপকৃষ্ট সম্প্রদায় বলিয়া অনুমান করে। হিমালয়ের যে সকল দূরবর্তী প্রদেশে মোল্লা, লামা কি ব্রাহ্মণগণ, কেহই বসতি স্থাপন করেন নাই,—সেই সমস্ত সুদূর উপত্যকার অধিবাসিগণের কোন শিক্ষিত ধর্মোপদেশক ছিল না; কিম্বা তাহারা কোন বিশেষ ধর্মমতও বিশ্বাস করিত না। তাহারা প্রত্যেক উচ্চ গিরিশৃঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীর উপাসনা করিত, এবং তুষারাচ্ছন্ন প্রতি পর্বতচূড়ায় অধিষ্ঠাত্রী উপাস্য দেব-দেবীর মন্দির নির্মাণ করিত। ঈশ্বরের অনুগত ও আজ্ঞাবাহী ব্যক্তি, সময়ে সময়ে যে প্রহেলিকাময় বাক্যসমূহে ঈশ্বরের আজ্ঞা বিজ্ঞাপনার্থ আদিষ্ট হয়,—তাহারা তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। তাহাদের ধারণা এই যে, পর্বাদি-উপলক্ষে সমারোহ-যাত্রাকালে 'দৈত্য' কিবা 'টিটানের' প্রতিমূর্তি বহনসময়ে, দক্ষিণ ও বামস্কন্ধে প্রতিমার আপেক্ষিক গুরুত্ব,—সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য এবং সুখ-দুঃখের পরিচায়ক।[১০]

১০। পঞ্জাবে হিমালয়ের পাদদেশে 'গুগা' বা 'গোগা'র অনেকগুলি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নীচ জাতীয় দরিদ্র ব্যক্তিগণই প্রাচীন বীর-পুরুষের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ এই মন্দিরগুলিকে বিশেষ সম্মান করে। সেই বীর-পুরুষের জন্মবৃত্তান্ত এবং স্বাভাবিক আকৃতি নানারূপে বর্ণিত হয়। একটি গল্পে লিখিত আছে,—'সেই বীর-পুরুষ গজনীর অধিপতি ছিলেন; অর্জুন এবং সুরজান নামক তাঁহার দুই সহোদরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটি পর্বত বিভক্ত হইল, এবং গুগা পুনরায় যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া পর্বত হইতে অশ্বপৃষ্ঠে বহির্গত হইলেন।' আর একটি গল্পে বর্ণিত আছে,—'গুগা রাজ্ঞাওয়ারার মরুময় প্রদেশের ভার্ড-ডুরেরা নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন।' এই বীর পুরুষের সম্বন্ধে টড্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত এই বৃত্তান্তের অনেক বিষয়ে ঐক্যমত দৃষ্ট হয় (Rajasthan, ii. 447)। টড্ বলেন, এই বীর মেহুদসৈনিকদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হন।

দৈবপ্রাপ্ত পদমর্যাদা ও সমসাময়িক ধী-শক্তির সাফল্যলাভ অপেক্ষা, জাতি ও ধর্মের বিশেষত্ব,—সর্বত্র বহুল পরিমাণে প্রয়োজনীয়। কিন্তু উৎপত্তি, বংশমর্যাদা, আচার-পদ্ধতি ও ধর্মসংস্কার প্রভৃতির প্রভাবের বিষয়, বিশেষরূপে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। বুদ্ধ, ব্রহ্মা এবং মহম্মদ প্রচারিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত এসিয়ার সর্বত্রই বিস্তৃতভাবে প্রচলিত ছিল; এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসে, সহস্র সহস্র লোকের প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই সকল ধর্মমতে উপাসকগণকে উন্মত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই; তাহাদের ধর্ম এক্ষণে জীবনীশক্তিহীন। এখন এই ধর্মমতগুলিকে সামাজিক প্রথা ব্যতীত অপরিবর্তনীয় ধর্মরীতি বলিয়া আর কেহই বিশ্বাস করে না। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এই ধর্মমতগুলি, বহু শতাব্দী হইতে অভ্যস্ত রীতিসমূহের প্রতি স্বাভাবিক ও বদ্ধমূল সম্মান প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সময়ে তিব্বতীয়গণের এবং হিন্দুজাতির মধ্যে তাহাদের চিরন্তন পৌত্তলিক ধর্মই প্রচলিত ছিল। জগদীশ্বর মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এবং চক্রগতিতে প্রার্থিত বিষয় পূরণ করেন,—অসভ্য তিব্বতীয়গণ নিঃসংশয়চিত্তে তখনও এই ভ্রমবিষয়ে বিশ্বাস করিত। এদিকে আবার হিন্দুগণ, ঈশ্বর মৃত্তিকা বা প্রস্তরমূর্তিতে আংশিকরূপে থাকিতে ভালবাসেন,—এইরূপ পুণ্যজনক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং তিব্বত ও হিন্দু উভয় জাতিই বিদেশীয়গণের অস্বাভাবিক নূতন ধর্মমত প্রচারে বাধা জন্মাইতে লাগিল। কিন্তু যে শক্তিবলে গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে শীতমণ্ডল পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বক্তা শাক্যের মন্দির নির্মিত হইয়াছে; যে শক্তিতে ব্রাহ্মণগণ ভারতীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে অশেষ পারদর্শী; যে শক্তিবলে তাঁহারা বিজয়শ্রী লাভ করিয়াছিলেন;—ব্রাহ্মণগণের এবং বৌদ্ধদিগের সেই প্রাচ্য সরল ও সতেজ দৈবশক্তি এক্ষণে আর নাই। স্ব স্ব অমরত্ব লাভের আশ্বাসে বৌদ্ধ মতাবলম্বী এবং বেদ-ধর্মানুরাগী উভয়েই পরম সুখী; সুতরাং জন-সাধারণের এই ধর্ম-গ্রহণসম্বন্ধে তাঁহারা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা যেমন নিজ নিজ ধর্মবিষয়ে অন্যের অনধিকার-চর্চা সহ্য করিতে অনিচ্ছুক, তেমনই অন্যের বা বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও একান্ত নিস্পৃহ। এমন কি, যে মুসলমানগণ কোন প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-মূর্তি কল্পনা করিয়া দেব-দেবীর উপাসনা করিত না, তাহারাও মনে করে যে,—মৃত ব্যক্তি ঐশ্বরিক শক্তির আধার, এবং তাঁহাদের কবরস্থান তীর্থস্থান স্বরূপ। সুতরাং যে শক্তিবলে অসভ্য আরবজাতি এবং কষ্টসহিষ্ণু স্বধর্মত্যাগী 'তুর্কমান'-সম্প্রদায় পৃথিবীর পুরাতনার্ধ-ভাগের পরপারে রাজত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—সেই শক্তি বুঝাইবার জন্য একটী সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশ করা বড়ই কঠিন; তদ্বিষয়ে বৃথা অন্বেষণও অনাবশ্যক। বস্তুতঃ, মুসলমান-প্রধান স্থান-সমূহে, এখনও এমন স্বধর্মানুরাগী মুসলমান এবং অনেক পার্বত্য জাতি ও পশুপালক-সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং ধর্মযুদ্ধে ধীরভাবে প্রাণ বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তুর্কী, পারসী এবং পাঠান জাতি কর্তব্যানুরোধে মুসলমানধর্ম রক্ষা হেতু মহম্মদের নামে ধর্মযুদ্ধে যত শীঘ্র

একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়,—কি রুশ, কি সুইড, কি স্পেনিয়ার্ড, কেহই তত শীঘ্র ধর্মযুদ্ধে এক সাধারণ 'ল্যাবেরমে' বা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না,—এ কথা কে না স্বীকার করিবেন? মুক্তির উপায় করায়ত্ত করিয়াছে বলিয়া মুসলমানগণ অভিমান করিয়া থাকে। তাহারা যাহাদিগকে অসভ্য জাতি বলিয়া ঘৃণা করে, সেই ঘৃণিত ও নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে তাহারা কখনও অগ্রসর হয় না। তাহারা মুসলমান ধর্ম প্রচার করিয়া প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ সুযশ অর্জন করিতে অত্যন্ত অভিলাষী; তাহারা হিন্দু এবং বৌদ্ধদিগের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিতে ভাল বাসে না। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য এবং মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই এক একটী ধর্মজ্ঞ প্রচারক-সম্প্রদায় আছে; প্রত্যেকেই স্বতঃপ্রমাণিত ধর্মসংহিতা অথবা দৈবনিয়ম সমূহে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এইরূপে স্ব স্ব ধর্মে বিশেষ অনুরাগী হওয়ায়, তাহারা আপনাপন বিচারশক্তি এবং মুক্তির আশায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে। এই কারণেই আধুনিক সভ্য ধর্মপ্রচারকগণ ইহাদিগকে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করা এত দুরূহ বলিয়া মনে করেন, এবং তাঁহাদের উদ্ভাবিত উপায়ও কার্য্যকরী হয় না। স্বধর্মানুরাগী খৃষ্টীয়ান ধর্মপ্রচারকগণ বিজ্ঞানের এবং সমালোচনার অসার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াই নিরস্ত থাকেন; তাঁহারা লোকের অন্তরাত্মা উত্তেজিত করিতে কিংবা কল্পনা-শক্তির উন্মেষ করিতে প্রয়াস পান না, অথবা শ্রোতৃবর্গের আশাতীত কোন তত্ত্ব নির্ণয় করিতেও সমর্থ হন না। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ উপবাসী হইয়া মরুভূমে যাইতে, কিংবা ধর্মোপাসনা হেতু নিভৃত পর্বত-কন্দরে বাস করিতে অসমর্থ। তাঁহারা সাধারণের বহু-যত্ন-পোষিত মানসিক আশা পূরণ বিষয়ে ভবিষ্যৎ বলিতে অপারক। কোন নূতন ধর্মের প্রচারকালে, অস্ত্র-সাহায্যে ধর্ম-প্রচারে সিদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা এবং এ সম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ রহিয়াছে,—প্রভৃতি সন্দেহমূলক বিষয় প্রচার করিতে তাঁহারা অসমর্থ। ধর্ম বিষয়ে পবিত্রতার কোনপ্রকার কঠোর বিধানেই লোকের মানসিক ধারণা বদ্ধমূল হয় না। কারণ পণ্ডিত ও মোল্লাগণ—কি তর্কশাস্ত্র, কি নীতিতত্ত্ব, এমন কি ঈশ্বরবাণী প্রভৃতি বিষয়েও পরস্পর বিরোধী। ধর্মানুরাগী খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ, খৃষ্টানদিগের মধ্যেই হয় ত, ঈশ্বরোপাসক ইন্দ্রিয়-সুখাশক্ত, বৈরাগ্যযুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিতে পারেন; হয় ত, তাঁহারা পিতৃ-মাতৃহীন পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী বালক-বালিকাদিগের শিক্ষাদান ও প্রতিপালন সম্বন্ধে নানারূপ প্রশংসনীয় কার্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারেন; হয় ত, তাঁহাদের প্ররোচনায় অনেক অজ্ঞানী এবং দরিদ্র ব্যক্তি, এমন কি কতকগুলি জ্ঞানী এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু ভারতীয় বিভিন্ন জাতি এবং মুসলমানদিগকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা এখনও তাঁহাদের আশাতীত বলিয়া বোধ হয়।[১১]

১১। শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কদ্বারা কিংবা প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষিত লোক কর্তৃক কোন বিষয়ের অসারত্ব প্রমাণিত হইলে, লোকে সেই বিষয়ের অসারত্ব অতি সহজেই বুঝিতে পারে। যুক্তিতর্ক দ্বারা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কোন বিষয় বুঝাইতে যাওয়া নিষ্ফল, ডাক্তার 'লি' কর্তৃক অনুদিত 'মার্টিণে'র 'পারসিয়ান

প্রাচীন ধর্মানুরাগী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সরল ধর্মমত অনুসরণ করিয়া থাকেন; তাহাতেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত; অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু শিখগণ আর এক নূতন ধর্মে দীক্ষিত;—এই নূতন ধর্মে ব্রহ্মা এবং মহম্মদ প্রচারিত দ্বিবিধ ঐশ্বরিক মত বর্তমান রহিয়াছে। এক্ষণে তাহারা এই নূতন ধর্মের নূতন ভাবে বিভোর;—এই ধর্ম-বিশ্বাস প্রভাবে তাহারা এক অভিনব উৎসাহে উৎসাহিত। জগদীশ্বর তাহাদের সঙ্গী, তাহাদের সমস্ত কার্য্যে তিনি সাহায্যকারী, এবং অতি শীঘ্রই তাহাদের শত্রু বিধ্বস্ত করিয়া তিনি নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন;—অধুনা তাহারা এইরূপ ধর্ম-শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। সভ্য ইংরেজ জাতির সভ্যতা এবং শাসন-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব এতদুভয় কারণেই শিখদিগের এই অভিনব ধর্মনীতি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করা উচিত। গুরু গোবিন্দের শিষ্যগণ যখন স্বজাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্যফল আলোচনা করিতে থাকে, তখন উৎসাহে তাহাদের চক্ষু আরক্তিম হয়,—উত্তেজনায় মাংসপেশী কম্পিত হইতে থাকে। যাঁহারা গুরু গোবিন্দের কোন শিষ্যের এইরূপ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন;—তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি শক্তিবলে অসভ্য আরবজাতি রোম এবং পারস্যদেশীয় বর্মধারী অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইয়াছিল;—তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি শক্তিবলে ইংরেজদিগের সাহসী ধর্মানুরত পূর্বপুরুষগণ এসিয়ার প্রান্তসীমায় ধর্ম-যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন। শিখজাতি ভিন্ন ভিন্ন বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত নহে। তাহারা ধর্মানুরাগী এবং রণনিপুণ; তাহাদের সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলেও, তাহাদের একতা, ধর্মানুরাগ এবং রণনৈপুণ্য অনুসারেই তাহাদের সৈন্যবল স্থির করা কর্তব্য। 'খালসা' বা 'সাধারণ-তন্ত্র' রক্ষা হেতু তাহারা বহুকষ্ট সহ্য করিত,—এমন কি, জীবন বিসর্জন করিতেও কৃতসংকল্প ছিল। তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও নিরুৎসাহ হয় না; বরং নানক ও গোবিন্দ প্রচারিত দ্বিবিধ ধর্মমত প্রচার করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে ভারতীয় অন্যান্য জাতিকে,—আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে,—এই নূতন ধর্মে দীক্ষিত করিতে যত্নবান হয়।

ধর্মের বিশেষত্ব অপেক্ষা জাতিগত বিশেষত্বই চিরস্থায়ী এবং অধিকতর বদ্ধমূল সংস্কার বলিয়া মনে হয়। কোন সম্প্রদায়ের ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইলে, তাহাদের উৎপত্তি ও গঠন, এবং তাহাদের বংশ ও ধর্ম প্রভৃতি একযোগে উল্লেখ করা কর্তব্য। ভারতবর্ষের উত্তর এবং পশ্চিম খণ্ডে 'জাঠ বা জ্যাঠ' জাতি পরিশ্রমী এবং উন্নতিশীল কৃষক সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত; পরন্তু তাহারা সৈনিক-সম্প্রদায়ের ন্যায় যুদ্ধকালে যুদ্ধ করিতে এবং

কণ্ট্রাভারসি'ই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এলাহাবাদের খৃষ্টান মিসনরিগণ এবং লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমান মোল্লা-দিগের পরস্পর বাদানুবাদেও এ সম্বন্ধে অনেক বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের 'আস্তিকতা এবং বেদ' বিষয়ক গ্রন্থে এবং কলিকাতার 'তত্ত্ব-বোধিনী সভার' চিঠিপত্রে এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 'মুরক্রফ্টের ভ্রমণবৃত্তান্ত' গ্রন্থের যে অংশে কতকগুলি উদাসী সন্ন্যাসী, মুরক্রফ্টকে তাহাদের ন্যায় এক ঈশ্বর মান্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন, নিজ নিজ সন্তোষের জন্য হিন্দুগণ, সেই অংশ পাঠ করিয়া দেখিবেন। (Moorcroft 'Travels,' I 118)

যুদ্ধান্তে কৃষিকার্য্য করিতে সমভাবে অভ্যস্ত। তাহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য কৃষকশ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। যমুনাতীরবর্তী স্থান-সমূহে তাহাদের প্রাধান্য সহজেই উপলব্ধি হয়; ভরতপুর তাহাদের ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শতদ্রুর তীরবর্তী প্রদেশ সমূহে ধর্ম-সংস্কার ও রাজনৈতিক উন্নতির ফলে, এক অভিনব শক্তির সাহায্যে তাহারা নূতন বলে বলীয়ান; :তাহাদের কার্য্যশীলতা এবং ক্ষিপ্রকারিতা বহুল পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে তাহারা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দ্বিগুণ সাহসে সাহসী।[১২] যদিও 'রাইনি', 'মালি', এবং অন্যান্য কয়েকটী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ জাঠগণের ন্যায় সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নহে, তথাপি পরিমিতাচার এবং পরিশ্রম প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে, তাহারা 'জাঠ' জাতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। রাজপুত জাতি সাধারণতঃ সাহসী বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত। একই সম্প্রদায়ের রাজপুতগণ বহুল পরিমাণে একত্র বাস করে। কি হিন্দু, কি মুসলমান,—উভয় ধর্মাবলম্বী 'গুজার' জাতিই কৃষিকার্য্য অপেক্ষা পশুপালন কার্য্যই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে করে, এবং 'গুজার'গণ সর্বত্রই পশুপালক সম্প্রদায়ভুক্ত। 'বেলুচি'গণ বহুদিনের অধিকৃত স্থানসমূহেও যত্নপূর্বক চাষ আবাদ করে না। পার্বতীয়গণ স্বভাবতঃই কলহপ্রিয় এবং দস্যুস্বভাবাপন্ন। তাহারা উষ্ট্র প্রতিপালন করিয়া প্রধানতঃ জীবনাতিবাহিত করে, এবং উষ্ট্রদল পরিচালক-রূপে ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর-খণ্ডে পরিভ্রমণ করত জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। আফগানজাতিও এক্ষণে কৃষিকার্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। যদবধি তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া নির্বিঘ্নে শান্তি স্থাপন করিয়া বাস করিতে সমর্থ হইয়াছে, অথবা যে সময় হইতে তাহারা স্বদেশে নিরাপদে বাস করিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই তাহারা কৃষিকার্যে বিশেষ উন্নতিশীল। কিন্তু তাহারা 'বেলুচি' অপেক্ষাও অধিকতর কলহপ্রিয়; এই কারণে সর্বত্রই বেতনভোগী আফগান সৈন্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত এই উভয় জাতিই আপন আপন দেশে দস্যুদল হইতে কতকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। বিধর্মীর প্রতি তাহাদের অত্যাচার প্রধানতঃ ধর্মের নামেই সমহিত হয়; ধর্মের নামেই তাহারা অন্যের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ অথবা শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে; এবং সমধর্মাবলম্বী সকলেই একত্রিত হইয়া পরস্পরের সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। নগর ও সহরের 'ক্ষত্রিয়' ও 'উরোরা'গণ বণিকদিগের ন্যায় অধ্যবসায়শীল এবং ব্যবসায়ীর ন্যায় মিতাচারী; তাহারাই দেশের প্রধান রাজস্বসচিব এবং ধনাধ্যক্ষ। ক্ষত্রিয়গণ এক সময়ে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এখনও তাহাদের অন্তরে সময়ে সময়ে সেই বীরোচিত পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠে, এবং তাহারা দক্ষতার সহিত

১২। তালুকদার (জায়গীরদার), কি পূর্বতন খরিদদার, রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হইলে, মালেকী স্বত্ব বিক্রয়ের যে ইংরাজী প্রথা প্রচলিত আছে, সেই প্রথানুসারে উত্তর ভারতের জাঠজাতি ক্রমশঃ অধিকাংশ জমি দখল করিতেছে,—এ কথা আমি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট মঃ টমসনের নিকট অবগত হইয়াছি। সাধারণতঃ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন জাঠ ৫০ টাকা জমাইতে পারিলে, তাহা বিবাহাদি বৃথা আমোদ-প্রমোদে ব্যয় না করিয়া ঐ টাকা দ্বারা একটি কূপ খনন কিংবা একজোড়া বলদ ক্রয় করিয়া থাকে।

রাজ্য শাসন এবং সৈন্য পরিচালনা করিয়া থাকে।[১৩] বলিষ্ঠ কাশ্মীরীগণ প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। কার্যদক্ষতা এবং শিল্পনৈপুণ্যের জন্য একপক্ষে তাহারা যেমন বিখ্যাত, অন্যপক্ষে তাহারা আবার তেমনি দরিদ্র, ভীরু এবং চরিত্রহীন বলিয়া পরিচিত। কাশ্মীরের দক্ষিণ ও পূর্ববর্তী পার্বত্য জাতিসমূহের জাতি-ধর্মগত কোন বদ্ধমূল প্রকৃত বিশেষত্ব দেখা যায় না। তবে এইটুকু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জাতিগৌরব এবং সাহসিকতার জন্য কয়েকটী অবিমিশ্র রাজপুত-জাতি অন্যান্য স্থানে আদরণীয়, এখনও কোন কোন স্থলে, কতকগুলি অবিমিশ্র রাজপুত-জাতি সেই জাতি-গৌরব এবং সাহসিকতার আদর করিয়া থাকে। 'গুকার'গণ বাবরের বিরুদ্ধে এক সময়ে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং পরে হুমায়ুনের রাজত্বলাভে সাহায্য করিয়াছিল ;—সেই স্মৃতি এখনও তাহাদের হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। তিব্বতীয়গণ মিতাচারী ; তাহারা তাহাদের শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলি চাষ আবাদ করিয়া জীবনতিবাহিত করে। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত ভীরু। তাহাদের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহারা কোন কালে স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এমন কি, নৃশংসরূপে উৎপীড়িত হইলেও, তাহারা তাহাতে বাধা প্রদানে অক্ষম। স্ত্রীলোকের বহু স্বামী ও বহু বিবাহের প্রথা তিব্বতীয়দিগের মধ্যে রুচি ও ধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হয় না ; বরঞ্চ ইহা একটী চিরন্তন অনিবার্য নীতি—এইরূপ কথিত হয়। পর্বতমধ্যস্থিত কৃষি-কার্যোপ-যোগী প্রত্যেক ভূমিখণ্ডেই বহুকাল হইতে চাষ আবাদ হইতেছে। লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রচুর পরিমাণ জমি বর্তমান থাকায়, সাধারণে সমভাবে প্রতিপালিত হইয়া

১৩। রণজিৎ সিংহের সেনাপতিগণ-মধ্যে হরি সিং নামক একজন শিখই সর্বশ্রেষ্ঠ : এই শিখ বীর-পুরুষ জাতিতে ক্ষত্রিয়। রণজিৎ সিংহের অধীনস্থ অন্যান্য শাসনকর্তাদিগের মধ্যে মুকুমচাঁদ ও সোয়ানা-লাল একই শিখ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'আলুওয়ালীয়া সম্প্রদায়ের শিখ শাসনকর্তার অনুচর 'খুন্না' সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব বুলু মল্ল বহু বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন, এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তাঁহার বিশেষ আদর ছিল। জলন্ধর দোয়াব এবং লাহোরের ব্রাহ্মণগণ বুলুমল্লের এই অদ্ভুত শিক্ষার জন্য কতকটা তাঁহাকে হিংসা করিত। যে চণ্ডুমল এতকাল হায়দ্রবাদের নিজামের রাজকার্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই চণ্ডুমলও আংজাতির ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত ছিলেন, এবং নিজাম রাজ্যের বেতন-ভোগী শিখ সৈন্যদিগকে আরব এবং আফগানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সৈনিক এবং রাজপুরুষ হইতে মহাজন ও দোকানী অবস্থায় ক্ষত্রিয়দিগের অধঃপতন হইয়াছে। ইতিহাসে ইহুদীদিগের অবনতি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণিত আছে, তৎসঙ্গে ক্ষত্রিয় জাতির এই অবনতির অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। পরিশ্রমী এবং কার্যকুশল ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ব্যবসায় নিজেরাই অনুসন্ধান করিয়া লন। বিজেতা রোমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া এবং বর্তমান সময়ে তুর্ক নরপতিগণের অধীনে থাকিয়া গ্রীকগণের যেরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল,—তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেও এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমরা আরও জানিতে পারি যে, মধ্যযুগের স্পেনিয়ার্ডগণের অন্যান্য প্রজার মধ্যে পরাজিত 'মুরগণই' অধিকতর পরিশ্রমী ছিল। আজকাল ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের মোগলজাতি ক্রমশঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতেছে। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সাক্সন্ অধিকৃত 'ইংলণ্ডের', ফরাসী-বিজিত 'গাল'র এবং 'গথ' রাজ্যভুক্ত ইতালীর, ব্যবসায়ী এবং ধর্মযাজক সম্প্রদায় প্রধানতঃ রোমান বংশসম্ভূত।

আসিতেছে। প্রত্যেক পরিবারের মালেকী স্বত্ব এবং বন্দোবস্তের ক্ষমতা একই পুত্রবান ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকায় এই অনুপাত পূর্ব হইতেই একইভাবে বর্তমান রহিয়াছে। পশ্চিম প্রদেশে মুসলমান ধর্ম প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের বিচারশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। মুসলমান ধর্মের প্রভাবে চিরস্থায়ী প্রথার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এমন কি, লামা-তিব্বতীয়গণ কেহ কোন সময়ে ব্যবসা বা অন্য উপায়ে সামান্য ধনের অধিকারী হইলেই, প্রত্যেক পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকে।[১৪] 'চিব' ও 'বুহো' প্রভৃতি পার্বতীয় অসভ্য জাতি, এবং সমতল খণ্ডের 'জুন', 'কাথি', 'ঘোবার' এবং 'ভুটি' প্রভৃতি জাতির বিষয় বিস্তারিত বর্ণনার আবশ্যক নাই। ইহাদের কতকগুলি জাতি অলস ও দস্যুপ্রকৃতি; কতকগুলি পশুপালক, ইহারা সৎ ও শান্ত প্রকৃতি। অবস্থা এবং স্বভাবগত বিশেষত্ব ভিন্ন আর অন্য কারণ কি হইতে পারে? দীর্ঘকায়, সুপুরুষ দীর্ঘজীবী 'জুন' ও 'কাথি', উষ্ট্র, গো-মেষাদি পশুপাল প্রতিপালন করিয়া থাকে। ইহাদের দুগ্ধের নবনীত পূর্বদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া সহরে আমদানি হয়, এবং এতৎ স্থানীয় অধিবাসিগণ এই দুগ্ধ পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া থাকেন।[১৫]

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, জাতি-ধর্মগত বিশেষত্ব চিরস্থায়ী নহে। অধুনা ভারতের সর্বত্রই কৃষক-সম্প্রদায় একস্থান হইতে অন্যস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। রাজনৈতিক অত্যাচার, জলকষ্ট ও বন্যা প্রভৃতি কারণেও কোন জেলা বা গ্রামের অধিবাসীগণ অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে যাইয়া বাস করে। অধিকন্তু রাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ,

১৪। লুদাকে স্ত্রীলোকের বহু স্বামী। বহু বিবাহ সম্বন্ধে মুরক্রফ্‌ট (Travels ii, 321, 322,) এবং এসিয়াটিক-সোসাইটির ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের জরনাল' (P. 202 &c) দ্রষ্টব্য। ফলতঃ এইরূপ প্রথার প্রচলনে বহুসংখ্যক জারজ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। শতদ্রু এবং পিটি (বা স্পিতি) নদীদ্বয়ের সঙ্গম স্থানে 'হাঙ্‌গ্রাঙ্‌' নামক ক্ষুদ্র স্থানের ৭৬০টি পরিবারের মধ্যে ২৬টি জারজ সম্প্রদায় লক্ষিত হয়: এবং প্রতি ২৯টির মধ্যে একটি করিয়া জারজ সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিই নিজ নিজ জন্ম-বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিয়া থাকে বলিয়া, এই হিসাবে জারজ সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরও অধিক হইতে পারে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের গণনায় ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা সর্বশুদ্ধ ১৪,৭৫০,০০০ স্থির হয়। ইহার মধ্যে (নূতন Poor law প্রচলিত হওয়ার পূর্বে) ৬৫,৪৭৫টি জারজ সন্তানকে সমাজভুক্ত করা হয়। তখন প্রতি ২২৬টির মধ্যে একটির অনুপাতে জারজ সন্তান দেখা গিয়াছিল। (Wade's 'British History', pp 1041—1055)। এমন কি, স্ত্রীলোকের চরিত্র কলুষিত হয় বলিয়া, জারজ ব্যক্তির সংখ্যা, জানিত সংখ্যার দ্বিগুণ হইলেও, স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রথা প্রমাণিত হয় না।

১৫। 'On milk sustained, and blest with length of days.
The Hippomolgi, peaceful, just, and wise.'
"Iliad, xiii, Cowper's Translation."

'হিপমল্‌গী শান্তিপর, জ্ঞানী, ন্যায়বান.
পুষ্টকায়, দীর্ঘজীবী, করি দুগ্ধপান।'
'ইলিয়দ', ১৩শ খণ্ড, কাউপারের অনুবাদ।—'

পরিশ্রমী ঔপনিবেশিকদিগকে অল্পহারে জমি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই কারণে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যেরও অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক পরস্পর পৃথক থাকিতে এবং বংশ-মর্যাদা ও জাতিগত পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে ভালবাসে; তজ্জন্য তাহারা বিশেষরূপ যত্নবান হয়। ইহার ফলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশের সংখ্যা একরূপ অসীম হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল হইল, সিন্ধুনদের উত্তরখণ্ডের শিখরাজ্যে 'বেলুচি'গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; বিগত একশত বৎসরের মধ্যে 'সিন্ধিয়ান' জাতির 'দাউদপুত্র সম্প্রদায়' শতদ্রুর নিম্নভূমিগুলি অধিকার করে। দিল্লী হইতে ফিরোজপুরে 'ডোঘার' জাতি এবং মিবার হইতে শতদ্রু তীরবর্তী পাকপট্টম নামক স্থানে 'জোহিয়া'গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এতদুভয় জাতির স্থানান্তর-গমন জনশ্রুতিমূলক বলিয়া বোধ হয় না;—ইতিহাসেও ইহা বর্ণিত আছে। পরিশ্রমী হিন্দু 'মেটাম'গণ ক্রমশঃ রাভী ও চন্দ্রভাগা হইতে পূর্বদিকে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অগ্রসর হইয়া, অধিকতর সাহসী অথচ অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমী সম্প্রদায়-সমূহের সহিত ধীরে ধীরে মিলিত হইতেছে।

যদিও বর্তমান সময়ে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ এবং মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ উপস্থিত হয় না; যদিও অন্ততঃ বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদিগের ধর্মবন্ধন কতক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে;—তথাপি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও মুসলমান সকলেই অপরাপর সকল জাতিকেই নিজ নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিতে সর্বদা যত্নবান। মুসলমান ধর্ম এখনও জীবনী শক্তি প্রদান করিতে পারে বলিয়া,—এখনও মুসলমান ধর্মের নামে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি হয় বলিয়া, মুসলমানগণ বহুদিন পর্যন্ত অসভ্য জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণকে তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইবে। ইস্‌লাম ধর্ম ইসকার্দো হইতে লে পর্যন্ত সিন্ধুনদের উত্তরাংশে প্রচারিত হইতেছে এবং ক্রমে বৌদ্ধদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেছে। পেশোয়ারের সীমান্তবর্তী পৌত্তলিক 'কাফের'দিগের রাজ্যের সীমাও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কাশ্মীরের দক্ষিণে ও পূর্বে সম্প্রতি মুসলমান-ধর্মই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক জনাকীর্ণ সহরে এবং মুসলমান অধিকৃত প্রদেশ সমূহে মুসলমান ধর্ম যে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেছে,—তাহা কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিষ্টোয়ারের পূর্বদিকে হিমালয়ের নিম্নতর উপত্যকা-সমূহের পরপারে বিজেতা রাজপুতগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচার করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু অধিকতর বন্য গহ্বরসমূহে,—যে স্থানের অজ্ঞান অধিবাসীগণ গ্রাম্য ও স্থানীয় দেবতা পূজা করিয়া থাকে,—সম্প্রতি বৌদ্ধগণ সেই দুর্গম স্থানসমূহেও অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল দুর্গম স্থানে এক পুরুষ পূর্বে কেহই যাইতে সাহসী হয় নাই, সেখানে 'লোহিত' ও 'পীত' সম্প্রদায়ের লামাগণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ভারতীয় বন্য জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। কি 'ভীল', কি 'গণ্ড', কি 'কোল',—প্রত্যেকই একটু ক্ষমতাশালী কিংবা ধনবান্ হইলেই 'ম্লেচ্ছ' অপেক্ষা বরং হিন্দু নামে অভিহিত হইতে

আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।[১৬] কিন্তু অন্য পক্ষে আবার সাধারণ হিন্দুগণ কয়েক বৎসর হইতে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদিও হিন্দুগণের সংখ্যা এখনও হ্রাস হয় নাই, তথাপি শাস্ত্রজ্ঞান-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের সে প্রভাব আর নাই। 'গোসাঞি' ও গার্হস্থ্য-ধর্মাবলম্বী সাধুগণ, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অনেকাংশে অধিকার করিয়াছে। শিখ-জাতি এখন প্রধানতঃ তাহাদের অধিকৃত স্থানসমূহে তত্রত্য অধিবাসীদিগকে শিখধর্মে দীক্ষিত করিতেছে; কারণ, প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, শিখগণ পূর্বদিকে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই, এবং তজ্জন্যই যমুনা ও গঙ্গার নিকটবর্তী 'জাঠ'গণ পুরাতন পৌত্তলিক ধর্মেরই উপাসনা করিতেছে।

১৬। গণ্ডদিগের রাজ্য অপহরণ করিয়া মধ্য ভারতের 'ভূপাল' রাজ্যের অর্ধাংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গণ্ডগণ বলপ্রয়োগ দ্বারা পশ্চিমদিকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। আরঙ্গজেবের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইহারা হোসঙ্গাবাদের পার্শ্ববর্তী নর্মদা তীরস্থ স্থানসমূহে আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। তথায় বহুকাল রাজত্ব করিবার পর, একজন আফগান জাতীয় আক্রমণ-কারী, রাজ্যধ্বংসের সূচনা পাইয়া, তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। সেই আফগান, পরাজিত জাতির কতকগুলিকে বলপ্রয়োগ দ্বারা অথবা জায়গীর প্রদান করিয়া স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ আবার সুনাম ও চিত্তপ্রসন্নতা হেতু আফগান-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে নর্মদার উভয় পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীতে কতকগুলি মুসলমান ধর্মাবলম্বী 'গণ্ড' পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মাবলম্বী গণ্ডগণ অপেক্ষা ইহারা জাতীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারতের ধর্মমত,—আধুনিক সংস্কার ও পরিবর্তন,—নানক প্রচারিত ধর্ম,—১৫২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

[বৌদ্ধগণ ;—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি ;—বিজয়ী ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়া ;—প্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রতীতির সীমা ;—শঙ্করাচার্য ও শৈব ধর্ম ;—ভিক্ষু সম্প্রদায় ;—রামানুজ ও বৈষ্ণব ধর্ম ;—'মায়া' সূত্র (যোগ) ;—মুসলমান অধিকার ;—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও মুসলমান ধর্মের পারস্পরিক ক্রিয়া ;—রামানন্দ, গোরক্ষনাথ, কবির, চৈতন্য এবং বল্লভ কর্তৃক নূতন ধর্মপ্রচার ;—নানক প্রচারিত সংস্কার।]

রোম রাজ্যের অধঃপতন এবং খৃষ্টীয় ধর্মের প্রবর্তন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প-কৌতূহলপ্রদ হইলেও, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের অবস্থা,—জগতের ইতিহাসে একটী আশ্চর্য উপাখ্যানবিশেষ। 'ককেশীয়' সম্প্রদায়ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন যোদ্ধজাতি দক্ষিণঘাট হইতে হিমালয় পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এশিয়ার এই উপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। তাহারা প্রাচীন 'মেদিক' ও 'পারস্য' ভাষার ন্যায় একটী স্বতন্ত্র ভাষায় কথাবার্তা কহিত, এবং সুবৃহৎ নদী ও সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাস করিত। তাহারা ব্যবিলন ও মিশরে প্রচলিত ধর্মমতের অনুরূপ স্বতন্ত্র একটী ধর্মের উপাসক ছিল ;—তাহাদের সেই ধর্মমত এখনও বহুসংখ্যক মানবের মনে শক্তি প্রদান করিতেছে। ধার্মিক ও সৎ ব্যক্তিবর্গের বসতি স্থান—দিল্লী, লাহোর, গুজরাট এবং বঙ্গদেশ—আর্যাবর্তের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে, এক নূতন শক্তিতে অনুপ্রাণিত হওয়ায়, গঙ্গাতীরবর্তী উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের অধিবাসিগণের লুক্কায়িত তেজই প্রথম প্রকটিত হয়। ইহার ফলে. ব্রাহ্মণদিগের এক নূতন সভ্যতা প্রচারিত হয়, এবং আকোসিয়া হইতে 'সুবর্ণ' কার্শেনিজ পর্যন্ত কতকগুলি যোদ্ধপরিবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দরিয়াসের বীরত্ব, সেকন্দর সাহের মহত্ত্ব, গ্রীসের দর্শন শাস্ত্র এবং চীনের ধর্মশিক্ষা,—সকলই ভারতবর্ষে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে। যে সময়ে রোমীয়গণ, 'জর্মাণ' এবং 'কিম্‌ব্রী'দিগের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদে রত ছিল, এবং ক্রমশঃ 'গথ' ও 'হুন'দিগের অধীনতা স্বীকার করিতেছিল, হিন্দুগণ সেই সময়ে অসংখ্য অসভ্য, 'সিদিক' জাতিকে অনায়াসেই স্বদলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের প্রভাবে (Sacae)[১] 'শাকী' জাতি দেশ হইতে বিতাড়িত হয় ; তাঁহারা (Getae) 'গিতি' জাতিকে

১। Sacæ (Sakæ) শাকীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিক্রমজিৎ যে অদ্ভুত কার্য সাধন করেন, তজ্জন্য তিনি 'শাকরি' (Sakaree) উপাধি প্রাপ্ত হন। ইয়রকন্দ এবং মানসরোবর হ্রদের মধ্যবর্তী তাতারের বন্য প্রদেশে এই জাতির অনেক বিশুদ্ধ সম্প্রদায় এখনও সম্ভবতঃ বর্তমান আছে। সেখানকার 'শকপো' জাতি মুসলমান কর্তৃক 'কেলমাক' (Kelmaks) নামে অভিহিত হয়। তিব্বতের অধিবাসিগণ ইহাদিগকে সময় সময় ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে।

আপনাদিগের এক প্রসিদ্ধ জাতির অন্তর্ভূত করিয়া লন ;[২] এবং অন্যান্য বীর জাতিকে আপনাদিগের রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।[৩] অতঃপর ভারতবর্ষ-বিজয়-লিপ্সু মুসলমানগণ ধর্মের গতি প্রতিরোধ করিয়াছিল বটে ; কিন্তু রাষ্ট্রচর 'তুর্কমান' দিগের ধর্মোন্মত্ততায় সম্পূর্ণরূপে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। ভারতবর্ষও মুসলমান সাম্রাজ্যের একটী শ্রেষ্ঠ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এবং আরব দেশীয় সেই ধর্ম-প্রচারকের প্রতিভা-শক্তিতে হিন্দুদিগের মানসিক অবস্থার একটী স্থায়ী পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল। এক্ষণে লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী ও পরিশ্রমী ভারতবাসীর মঙ্গলামঙ্গল পশ্চিম খণ্ডের এক প্রধান জাতির অদৃষ্টের সহিত গ্রথিত। খৃষ্টীয় ধর্মমত এবং রোমদেশীয় রাজ্যশাসন-নীতি-সমূহের আদর্শের সহিত, ধর্মানুগত ব্রাহ্মণগণের, শাসনশক্তিসম্পন্ন মোল্লাগণের এবং দৃঢ়বিশ্বাসী শিখগণের বহুদিন পর্যন্ত মতবিরোধ চলিবে।

ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রাচীন ধর্মমত লইয়া বহুকাল ব্রাহ্মণ ও পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়-দিগের বাদ-প্রতিবাদ চলিয়াছিল ; পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সেই মত পরিবর্তিত হইয়া প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয়।[৪] খৃষ্ট জন্মের পর নয় শত বৎসর পূর্বে যখন মনু ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ণ

২। Getae (গিতি) জাতি এবং আদিম চীনদেশীয় ইউইচি (Yuechi) এবং আধুনিক 'জাঠ' বা 'জ্যাঠ' (Juts or Jats)—একই জাতি বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু তর্ক-যুক্তি-সমালোচনায় তাহাদের স্বরূপতা নির্ণীত না হইলেও ন্যায়তঃ তাহা বুঝিতে পারা যায়।

৩। ক্ষত্রিয় অথবা রাজপুতদিগের চারিটী 'অগ্নিকুল' জাতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। যথা,— 'চৌহান', 'সোলাঙ্কি', 'পাওয়ার' (অথবা প্রামর) এবং 'পুরিহার'। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাদের আদিপুরুষগণ এদেশ আক্রমণ করেন। ব্রাহ্মণদিগের সহিত ক্ষত্রিয়দিগের ও বর্দ্ধিষ্ণু ধর্মত্যাগি-গণের এবং গ্রীস ও ব্যাকট্রিয়া-দেশস্থ আক্রমণকারিগণের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখন ইহারা ব্রাহ্মণ-দিগের পক্ষ অবলম্বন করে। ইহাদের যোদ্ধ প্রকৃতি ও প্রতিভা, সময়োপযোগী সাহায্য ও পশ্চাদ্বর্ত্তী সাদৃশ্য প্রভৃতি কারণে, সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ হইতে স্বতন্ত্র নামে ইহারা "অগ্নিবংশ" বলিয়া অভিহিত। উজ্জয়িনী হইতে রেওয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাশীর নিকটবর্তী স্থানে প্রধানতঃ "অগ্নিকুল" ক্ষত্রিয় দৃষ্ট হয়, এবং 'আবু' পর্বত তাহাদের অলৌকিক জন্ম বা আবির্ভাব স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রতিপোষক বিক্রমজিত এই 'পাওয়ার' বংশ সম্ভূত বলিয়া সাধারণতঃ কথিত হয়।

৪। পরস্পর তুলনায় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের আপেক্ষিক অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্য বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে বহুতর তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ-বিসম্বাদ হইতেছিল। এক সময়ে যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরবর্তী সময়ে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল,—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয় ধর্মের মূল বিভিন্ন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উভয়ই যে এক সময়ে সম-সাময়িকরূপে বহুকাল বিদ্যমান ছিল,—তাহা সত্য বলিয়া অনুমান হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অযোধ্যা ও ত্রিহুতের নিকটবর্তী স্থান সমূহে প্রচলিত ছিল। এম. বারনুক বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত এবং ভারতবর্ষেই ইহার উৎপত্তি ; কিন্তু এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ('Introduction a I' Histoire du Buddhisme Indien, Avertissement, I) ; তথাপি অনুমান হয়, এই 'বৌদ্ধ' শব্দ সংস্কৃত 'বুদি' অর্থাৎ 'বুদ্ধি' শব্দ হইতে উৎপন্ন ; অথবা 'বো' বা 'বোদি' অর্থাৎ পিপুলগাছ (the ficus religiosa) হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের অসাধারণ ব্রাহ্মণ্য শক্তি ক্রমে ক্রমে স্ফুরিত ও উন্নত হয়, এবং এই ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা বলে হিন্দুমন্ত্রেই ভারতবর্ষের সর্বত্র অত্যুচ্চ

করেন; তৎপরে সেকেন্দর সাহ যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, এমন কি, যিশুখৃষ্টের জন্মের সাত শত বৎসর পরেও, যখন অজ্ঞাত-কুলশীল অসভ্য 'ঘেহিয়ান' জাতি সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া জ্ঞানার্জন করিত ;—তখনও কতকগুলি রাজ্য, প্রাচীন 'আর্য'জাতি ভিন্ন অন্যান্য জাতির শাসনাধীন ছিল। প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর-স্বারূপ্য অস্পষ্ট-ভাবে বর্তমান; তথাপি একেশ্বরবাদী বেদধর্মের অপেক্ষা এই বৌদ্ধধর্মের উপাসক সংখ্যা অধিক। বেদধর্মাবলম্বীগণ প্রখর সূর্য, বায়ু কিংবা অগ্নি ভিন্ন অন্য কোন সাদৃশ্য কার করিত না।* এই যুগে হিন্দুগণের প্রতিভাশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত

পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণবের এই শ্রেষ্ঠ ধর্মশিক্ষা এবং শাস্ত্রজ্ঞান হইতে শত্রুগণ অনেক সাহায্য পাইয়াছিল। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত গৌতম, ব্রাহ্মণদিগের এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় অধিকতর বিশুদ্ধ জ্ঞানিক রীতি অনুসারে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার কার্য সংসাধন করিয়া পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক এবং ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে শৈবধর্মেই বেদোক্ত উপাসনার পদ্ধতি লক্ষিত হয় (Compare Wilson 'As. Res' XVII. 170 &c, and 'Vishnoo Pooran' Preface. XIV.)। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের বেশ-ভূষা বিষয়ক বিশ্বাস-দ্বয়ের সংমিশ্রণে যথাক্রমে বৈষ্ণব ও জৈন ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছে। শাক্ত ধর্মে সমগ্র লোকের প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস অধিকতর স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়; শক্তি-উপাসকগণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মৃত্যু-বিধায়ত্রী ভয়ঙ্করী দেবীর সমক্ষে ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া থাকে। অধুনা মধ্যভারতের অন্তর্গত ভিলসার নিকটবর্তী বৌদ্ধধর্মের 'টোপি' বা অর্দ্ধগোলাকার যে স্মৃতিস্তম্ভ বর্তমান রহিয়াছে, বোধ হয়, সেইটি সর্বশ্রেষ্ঠ। এক পুরুষ পূর্বে ইংরেজগণ প্রাচীন কীর্তি-কাহিনী পরিপূর্ণ এই স্তম্ভ-মধ্যস্থিত কাল্পনিক কোটর বা পাত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য স্তম্ভটীর কিয়দংশ ধ্বংস করিয়া ইংরেজ নাম কলঙ্কিত করিয়াছেন। এক্ষণে ইংরাজগণ কেবলমাত্র তাহার একটী নক্সা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। উহা জ্ঞানীদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই অদ্বিতীয় প্রস্তর-প্রাকারের বহুসংখ্যক ভাস্কর্য ('bas-reliefs',) অশোকের রাজত্বকালীন ভারতবর্ষের ধর্ম ও আচার পদ্ধতিসমূহের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত ভাস্কর্য দেখিলে বুঝা যায় যে, তাৎকালিক অধিবাসিগণ, বৃক্ষ, সূর্য, স্তূপ (অথবা টোপি) গুলিকেই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত পর্বত বা মেরুর প্রত্যক্ষ নিদর্শন এবং বুদ্ধকে জগদীশ্বরের সাকার স্বরূপ মনে করিয়া, যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও উপাসনা করিত। তৎকালে এতদ্দেশবাসিগণের মধ্যে কোন কোন জাতি উচ্চ 'টুপি' এবং ছোট জামা ব্যবহৃত করিত। তাহাদের বেশ-ভূষা হিন্দুদিগের প্রচলিত বেশভূষা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিল।

*। এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব উইল্‌সনের 'অক্‌সফোর্ডের' বক্তৃতা এবং বিষ্ণুপুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন (History I. 13),—'অর্চনীয় দেবতার কোন প্রতিমূর্তি বা প্রত্যক্ষ নিদর্শন আছে বলিয়া মনে হয় না।' অথচ নূতন ও পুরাতন উভয় খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থেই (Old and New Testaments) অগ্নিই ঈশ্বরের প্রধান নিদর্শন,—এইরূপ বর্ণিত আছে (Strauss Life of Jesus, 361)। বেদে ঐশ্বরিক তেজ (শক্তি) এবং গুণের মনুষ্যরূপ বর্ণিত আছে। ইহুদীগণের অন্যান্য দেবদেবীর বর্ণনায় 'জেহোবার' অদ্বিতীয় শক্তিমত্তার হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্তা শিব, এবং অন্যান্য দেবদেবীর অবতারণায় একেশ্বর প্রথার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। যদিও বৈদিক প্রথা সম্বন্ধে 'কোলব্রুকের' ও অন্যান্য গ্রন্থকর্তার এবং রামমোহন রায়ের প্রয়োজনীয় টীকা এবং অনুক্রমণিকা বর্তমান আছে, তথাপি বেদ ও বেদান্ত ধর্ম সম্বন্ধে এখনও অনেক বিষয়ে শিক্ষার অভাব রহিয়াছে। ('Asiatic Researches, VIII; 'Transactions, Royal Asiatic Society', i and ii, and 'Ram Mohan Roy on the Veds') এ সম্বন্ধে (Ward's Hindu's ii, 175, ওয়ার্ডের 'হিন্দু' নামক গ্রন্থের 'বেদান্ত সার' নামক অনুদিত অংশ এবং ডাক্তার রোয়ারের পরিশোধিত ও

হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ, মহত্ত্বে এবং বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বে গ্রীকদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। বীররসপূর্ণ প্রাচীন কবিতাগুলি অলৌকিক কল্পনা ও বর্ণনাশক্তির পরিচায়ক। রামায়ণ ও মহাভারতের কবিতাগুলিতে এখনও মনোভাব উত্তেজিত হয়; লোকচরিত্রে তৎপ্রভাব বিস্তৃত হইয়া থাকে। গণিত-শাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র এতদূর নির্ভুল ও সম্পূর্ণ ছিল যে, সূর্য্য ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ নিঃসন্দেহে নিশ্চিতরূপে পরিমাপ করা যাইত।[৬] কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু জনসাধারণ পরমার্থ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিত। প্রথমতঃ উভয় দলের দর্শন-জ্ঞান ও পরমার্থ-জ্ঞান দৃঢ়তররূপে নিকট-সমন্ধীয় এবং অভিন্ন ছিল। ব্রাহ্মণগণ, ঈশ্বরের একত্ব, পৃথিবীর সৃষ্টি, আত্মার অমরত্ব এবং মানব জাতির দায়িত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ধর্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গঙ্গার তীরবর্তী প্রাচীন অধিবাসিগণ পারত্রিক (ভবিষ্যৎ) জীবন এবং ঈশ্বরের একত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা প্রচার করিত, কিন্তু এই সম্বন্ধে মোজেস (Moses) কোন মতই প্রকাশ করেন নাই; এ বিষয়ে তিনি নির্বাক কিংবা অনভিজ্ঞ।[৭] বহুদেববাদী গ্রীক ও রোমানগণ[৮], এবং দ্বৈতবাদী 'মিথরেইক' জাতীয় বিধিবিধায়কগণ,

পরিবর্ধিত অনুবাদ দ্রষ্টব্য (Journals, Asiatic Society of Bengal, Feb. 1845, No 108)। যদি অনুবাদকারিগণ আধুনিক প্রথা অনুসারে সংস্কৃত শব্দগুলির ইংরাজী প্রতিবাক্য না দিয়া, প্রত্যেক শব্দ বিশদরূপে ইংরাজী ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা হইলে, আদিম বিচারকর্তাদিগের প্রকৃত ধর্মমত বুঝিবার পক্ষে বিশেষরূপ সুবিধা হইত।

৬। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ 'সৌর' বৎসরই (solar year) প্রচলিত আছে। এইরূপ বৎসর গণনায় সম-দিবা-রাত্রির স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবৃত হয় নাই, কিন্তু নাক্ষত্রিক বৎসর হিসাবে এইরূপ গণনা অনেকাংশে সমীচীন। সূর্যের ভ্রমণ-পথ এবং বিষুব-রেখার পরস্পর মিলন-বিন্দুসমষ্টির আবর্তন হিন্দুগণ বহুকাল পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন। এইরূপ প্রপঞ্চ আবর্তনের নির্দিষ্ট সময় হইতে হিন্দুদিগের কতকগুলি যুগ গণনা করা হইয়া থাকে; (Compare Mr. Davis's paper in the As. Res.' Vol ii and Bentley's Astronomy of the Hindus, P. 2—6. 88)।

৭। জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মোজেসকে,—ষ্ট্রাবো নাস্তিক এবং মিসরীয় দিগের ধর্মযাজক বলিয়া মনে করিতেন। (as quoted in Volney's Ruins, Ch. xxii, Sec. 9, note) কিন্তু মোসেজ যে আত্মার নশ্বরত্বে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন—এ কথা স্বীকার না করিলেও, ইহুদীগণ যে জেহোবাকেই তাহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা বা অন্তিম রক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করিত—এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। হেরোডোটাস (Herodotus, Euterpe, cxxiii) যদিও বলিয়াছেন, যে, মিসরীয়গণই প্রথম আত্মার অমরত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে, তথাপি তার্কিক 'সাদুকী'গণ তাহাদের ধর্মগুরুকে ঐরূপ ভাবেই অভিহিত করিয়া থাকে। সক্রেটিস্ এবং প্লেটো সম্পূর্ণ স্পৃহাপরবশ হইলেও, উভয়েই বলিয়াছেন যে, আত্মার অপরাপর অবস্থা অপেক্ষা অমরত্ব ভাবই অধিক। ('Phoedo', Sydiaham and Taylor's Translation. iv, 324)

৮। এথেন্সবাসীদের (Athenians) অজ্ঞাত দেবতা অদৃষ্ট (fate)। প্রতিহিংসা-পরবশ 'নেমিসিস (Nemisis) এবং 'জিয়স' বা জুপিটারের ক্ষমতা বহির্ভূত অন্যান্য দেবশক্তির বর্ণনায় বুঝা যায় যে, প্রাচীন ব্যক্তিগণ প্রচলিত পৌরাণিকতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক; আধুনিক সমালোচনায় যদি কৃত্রিম বা অসত্য বর্ণনা প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে, হোমারের সাময়িক 'থিয়োজ' ('theos')

ঈশ্বরের একত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত নহেন। মন্দ কার্য করিলে ঈশ্বর গুরুতর শাস্তি বিধান করেন, ব্যাস এই মত প্রচার করেন। ব্যাস-প্রবর্তিত এই মতে জনসাধারণে মন্দ কার্য্য করিতে অধিকতর ভীত হইত। এবিষয়ে ব্যাস প্লেটোকেও পরাজিত করিয়া ছিলেন।[৯] প্রকৃত পক্ষে, আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং মৃত্যুর পর দেহান্তর গ্রহণ, এই দুই মত পরস্পর জড়িত হইয়াছিল; কার্য্যকরী গুণ (কর্ম) অপেক্ষা দৈহিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং মানসিক ঔদাসীন্য অধিকতর প্রশংসনীয় হইত।[১০] মানবগন পরস্পর সমান নহে,

অর্থাৎ কাল্পনিক বর্ণনা সম্বন্ধে যে বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়াছেন, (Odyssey, XIV, Cowpers note, P. 48. vol ii. Edition of 1802) হয় ত বিশপ থারওয়াল (History of Greece i. 192 &c) এবং মি. গ্রোট উভয়েই তাহা অবিশ্বাস করিতেন (History of Greece, 1, 3. and XVI Part i generally.)

৯। প্লেটো, কর্তব্য জ্ঞান এবং বাধ্যতা স্বীকার করিতেন না; কিংবা তিনি কর্তব্য ও বাধ্যতার নিয়ম দৃঢ়রূপে অনুসরণ করিতেন না। সক্রেটিস প্রবর্তিত প্রথানুসারে এই নিয়ম বাঁধাবাঁধিরূপে পালন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই,—এই হেতুবাদে রিটার তাঁহাকে এই দোষ হইতে মুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন (Ancient Philosophy, ii. 387) প্লেটো মনে করেন যে, এইরূপ কঠোরতায় নৈতিক দর্শনের উপযোগিতা অল্প বলিয়া বোধ হয় এবং ইহাই তাঁহার আপত্তির প্রধান কারণ। বেকন অতি হেয়রূপে প্লেটোর এই মত স্পষ্টতঃ অবলম্বন করিয়াছেন (Compare 'Hallam's 'Literature of Europe, iii, 191, and Macaulay, Edinburgh Review, July, 1837, P 84.)। যদিও ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ কর্তব্যজ্ঞান অমানুষিক, এবং নাস্তিকদিগের দর্শন-শাস্ত্রের প্রথায় ইহা অনাবশ্যক, সামাজিক মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ কঠোর কর্তব্য জ্ঞান সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। সভ্য গ্রীস দেশে এবং আধুনিক ইউরোপ ব্যতীত সমগ্র এসিয়াখণ্ডে 'দর্শনশাস্ত্র' এবং 'তত্ত্বশাস্ত্র' পরস্পর নিকট সম্পর্কীয় এবং একত্র জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। প্লেটো বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মার বিচার আরম্ভ হয়; বিচারানুসারে দুষ্ট ব্যক্তির আত্মা শাস্তিপ্রাপ্ত ও উৎপীড়িত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। (উদাহরণ-স্বরূপ 'Gorgias,' Sydenham and Taylor's Translation, IV. 451) ফলতঃ, এইরূপ নিয়মই সাধারণের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রদ। কিন্তু গ্রীকদিগের শাস্ত্রানুসারে অবিনশ্বর মানুষী আত্মার পরিতৃপ্তি ও উপভোগ এবং ঈশ্বরের প্রতি ন্যায়পরতাই পুণ্যজনক বলিয়া কথিত হয়।) Compare Schleiermacher's Introduction to Plato's Dialogues- P. 181, &c, and Ritter's Ancient Philosophy, ii. 374) ব্যাসদেব যে কৃতজ্ঞতা ও ন্যায়পরতা-মূলক ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন, এক্ষণে লোকে তাহাই কর্তব্য জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করে। তাহাই যে তাহাদের কর্তব্য কার্য এবং তাহাতেই যে তাহারা বাধ্যতা ;—তাহাও স্পষ্টরূপে বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ, ভারতবাসীর পক্ষে বিবেকশাস্ত্রের উপদেশক হওয়ার পরিবর্তে তত্ত্ব শাস্ত্রোপদেশক হওয়াই অধিকতর সহজ হইতে পারে।

১০। ঈর্ষাপর খৃষ্টান গ্রন্থকারগণ, হিন্দু-তত্ত্বশাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আত্মার দেহান্তর গ্রহণ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এই নীতি অবলম্বন করিলে মানবের ইচ্ছা-বৃত্তির স্বাধীনতার অনেকটা লাঘব হয়; পূর্বজন্মসমূহের দোষযুক্ত আত্মা পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করায়, পূর্ব আত্মা অপেক্ষা পর-আত্মা অনেকটা পৃথক বলিয়া অনুভূত হয়। শুনা যায়, এইরূপে মনুষ্য গ্রীক ও রোমানদিগের ভাগ্য-দেবীর বশবর্তী হইয়া থাকে। (Compare 'Ward on the Hindoos' ii, Introductory Remarks, xxviii, &c). নীতিশাস্ত্রানুসারে আত্মা পূর্ব জন্মের পাপ ভারাক্রান্ত হইলেও, পূর্ব ও পরবর্তী আত্মার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; আদমের (Adam) পাপ-সমূহে আত্মা কলুষিত হইলেও, বর্তমান জীবনের আচার-ব্যবহারে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। দর্শনশাস্ত্র

এবং একই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ পুরুষানুক্রমে ধর্মোপদেষ্টা থাকিতে পারিবেন—এইরূপ মত প্রচারিত হওয়ায়, ব্রাহ্মণদিগের নীতিশাস্ত্র তৎসহ গুরুতর রূপে জড়িত হইয়া যায়।[১১]

ব্রাহ্মণগণ ভারত উপদ্বীপ হইতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, খৃষ্ট জন্মের নয় শত বৎসর পরে, যখন শঙ্করাচার্য ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় মত প্রচলনের চেষ্টা করিতে ছিলেন, তখন কয়েকটি শিক্ষিত পণ্ডিত এবং নিরীহ অর্দ্ধবিশ্বাসী

মতে, আত্মা দেহান্তর-গ্রহণ করে না। কেবলমাত্র বর্তমান জীবনে পাপ সমূহের অবস্থিতির এবং মনুষ্যের উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃতির পরিমাণ-নির্ণয়ার্থ একটী প্রকৃষ্ট পন্থা ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে।

১১। জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়; মিসর এবং পারস্যেও এক সময়ে এই প্রথার প্রভাব ছিল এবং প্রাচীন কোন জাতি বিভিন্ন ধর্মকার্য এবং পুরুষানুক্রমিক আচার অনুষ্ঠান করিত। মধ্যযুগে এবং বর্তমান সময়ে ইউরোপে এই প্রথা কতকাংশে যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তৎসমুদায় একত্র করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করা যাইতে পারে। যাঁহারা বিদ্বান বলিয়া খ্যাত, যাঁহারা বহুদর্শী, জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে তাঁহাদের ঐরূপ একটী প্রবন্ধ রচনা করা উচিত; প্রাচীন সভ্যতা ক্রমে ক্রমে পরবর্তী সময়ে যেরূপ বিষময় উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহারই ফলে এই জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হইয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দি হইতে এই প্রথা যেরূপ ভাবে অনুসৃত হইতেছে, পুরাকালের আদিম অধিবাসিগণ ইহা সেরূপ কঠোরতার সহিত মানিয়া চলিত না। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্যশক্তি লাভ তাহার একটী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিক্রমজিতও ঐ শক্তি লাভের জন্য বিশেষরূপ ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাহাতে তিনি কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব এই প্রকারে এক শূদ্রকে পুরোহিত শ্রেণীতে উন্নীত করেন; তাহার বংশধরগণ অপেক্ষাকৃত নীচ জাতীয় হইলেও, তাহারা ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হয়। (Ward on the Hindoos, i. 85 and see Munoo's Institutes, chap. x. 42-72 &c.) এস্থলে মনু স্বীকার করিয়াছেন যে, একমাত্র যোগ্যতা অনুসারেই জাতি বিশেষের মর্যাদা ও শ্রেণী বিভক্ত হয়, এবং সেই গুণে যে কোন জাতি উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে।) এমন কি বর্তমান সময়েও সিন্ধানওয়ালা সম্প্রদায়ের কতকগুলি জাঠ-শিখ পরিবার (ইহারা রণজিৎ সিংহের সম্পর্কীয়), রাজপুতদিগের সামাজিক সংস্কার ও আচার ব্যবহারে যোগদান করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল এবং এক সমাজভুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। যদি বিজয়ী মোগল ও পাঠান জাতি প্রকৃত ধর্মে বিশ্বাস না করিত, এবং তাহাদের প্রচলিত ধর্মযাজক সম্প্রদায় না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা বেদ-ধর্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় অথবা রাজপুরুষের মধ্যে পরিগণিত হইত,—তাহাতে কোন সংশয় নাই।

তন্তুবায় কবির, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের স্বরূপ জানিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ধর্মসংস্কারক রামানন্দের মুখে এই কথা প্রকাশ হওয়ায়, পুরোহিত সম্প্রদায়ের আদিম নীতি প্রচারিত হয়। (The Dabistan ii. 188.)

হিন্দুদিগের ন্যায় ভারতীয় মুসলমান জাতিও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান। সকলেই মহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটী জাতি মহম্মদের জাতীয়, এবং মহম্মদের জামাতা 'আলির' বংশধর বলিয়া ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্ততঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সকলেরই এই বিশ্বাস যে, হিন্দুধর্মত্যাগকারী ক্ষত্রিয় এবং স্বধর্মবর্জিত শিখ, 'শেখ' নামে অভিহিত হয়, এবং অন্যান্য নীচ জাতীয় স্বধর্মবর্জনকারী 'মোগল ও পাঠান' জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন ব্রাহ্মণ স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ 'সৈয়দ' শ্রেণীভুক্ত হয়,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

জৈন[১২] ব্যতীত ভারত উপদ্বীপে আর কোন জাতি দেখা যায় নাই। তখন কেবল-মাত্র এই 'জৈন'গণই 'ম্লেচ্ছ' জাতি বলিয়া অভিহিত হইত। ইহারাই হিন্দুদিগের মধ্যে অসভ্য ছিল এবং পৌত্তলিক ধর্মের উপাসনা করিত। ক্ষত্রিয়গণ এই সময়ে রাজ্য বিস্তার করেন। সাকারবাদী অসভ্য রাজগণ কেহ কেহ তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল; কেহ কেহ বা তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ ধর্ম-প্রচার কার্য উপেক্ষা করিয়া অসিতেছিলেন। তাঁহারা প্রচারকরূপে ধর্ম-প্রচার করা ভালবাসিতেন না। তদপেক্ষা ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষও ধর্মের প্রণয়নকর্তা বলিয়া পরিচিত হওয়াই বরং শ্লাঘনীয় মনে করিতেন। এই জন্য বিদেশে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছিল। কোনও রাজা তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান না করিলে, কিংবা কোন উচ্চাভিলাষী যোদ্ধা তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হইলে, দূরদেশস্থ কেহই তাঁহাদিগকে আদর করিত না। হিন্দু ধর্ম উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল; এই জন্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অবনতি ও ধ্বংসের বীজ অঙ্কুরিত হয়। ভিন্ন দেশের আগন্তুক-দিগের সহিত মিলিত হওয়ায়, তাহাদের আচার-পদ্ধতি কতকাংশে হিন্দু-ধর্মের সহিত মিশিয়া যায়। সহানুভূতি প্রকাশের ইচ্ছা প্রবল হইলে, মানব সহজেই আত্মোপযোগী কোনও উপাস্য দেবতা অনুসন্ধান করিয়া লয়; তখন আর নিরাকার ও নির্বিকার দেব-তায় বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।[১৩] ইন্দ্রিয় জ্ঞানের কর্তৃবোধে সামান্য একটি কালো

১২। আধুনিক জৈনগণ, বৌদ্ধধর্মের সহিত তাহাদের স্বধর্মের নিকট সম্বন্ধ অকপটভাবে স্বীকার করিয়া থাকে। ফলতঃ, পূর্ব মালবের জৈন সওদাগরগণ, 'ভিলসা'র 'টোপিকে' জৈনদিগের ধর্মমন্দির বলিয়া মনে করে। কোন্ সময়ে 'জৈনগণ' জনসাধরণের নিকট একটী ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল,—তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,-'কোষ' বা অমরসিংহের অভিধানে যদিও জড় জগতের প্রতিনিধি দেবী, বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমের মাতা, 'মায়াদেবীর' নামাবলীর মধ্যে 'জিন' শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে 'জৈন' শব্দের আদৌ কোন নিদর্শন নাই। 'ভাগবতে' লিখিত আছে যে, বুদ্ধ 'জিনের' পুত্র; তিনি 'কিকুত দেশ' বা বিহারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৩। এলফিন্‌ষ্টোন্ বলেন, (History of India, i. 189) রাম এবং কৃষ্ণ মনুষ্যোচিত ভাব এবং কার্য্য দ্বারা অধিক সংখ্যক উপাসকের প্রাণ মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন; অপরিস্ফুট শৈবধর্মে তত লোক আকৃষ্ট হয় নাই। আমার মনে হয়, 'এডিনবরো রিভিউ' পত্রে দেখিয়াছি যে, এই তত্ত্ব বিশেষ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তাহাতে জানা যায়, যীশুখৃষ্ট যেরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃতই খৃষ্টধর্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; ক্রুশাবদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য অনেকেই খৃষ্টধম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ষাঁড়গুলি ধার্মিক হইলে, তাহাদের দেবতা গো-মহিষাদির আকার ধারণ করিত'—জেনোফনের এই তীব্র মন্তব্য সত্য বলিয়া মনে হয়; কেননা, তখন লোকে সাধারণতঃ দেবতা-গুলিকে মনুষ্যের আকৃতিতে সাকার কল্পনা করিতে ভালবাসিত। (Grote, History of Greece, iv. 523, and Thirwall, History, ii 136).

প্রস্তর-লিঙ্গ পূজা করিয়া তখন আর কাহারও মনঃপ্রাণ তৃপ্ত হইত না।[১৪] যিনি ধর্মতত্ত্বের মীমাংসায় জড়বাদী বৌদ্ধগণকে নীরব করিয়াছিলেন, যিনি নাস্তিক চার্বাকদিগের[১৫] ধর্ম বিষয়ক ঘোর নাস্তিক্য মত খণ্ডন করিয়াছিলেন, এই সময়ে সেই শঙ্করাচার্যও গুণ এবং শক্তিসমূহের উপাসনা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এমন কি, শঙ্করাচার্য-প্রচারিত ধর্মেও প্রতিমা অর্চনা হইত, এবং দেব মন্দিরে মৃত্তিকা বা প্রস্তরের দেব-মূর্তি অথবা মূর্তি-বিহীন নিদর্শন (শিবলিঙ্গ) স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। যিনি আত্মস্বরূপ, তাঁহাকে আর কেহই উপাসনা করিত না। প্রকৃত ধর্মোপাসকগণ, পালনকর্তা 'বিষ্ণু', সংহারকর্তা 'শিব', সূর্যের প্রতিনিধি দেবতা, এবং সিদ্ধি-বিধায়ক গণেশ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিত; অথবা, প্রকৃতির পুনরুৎপাদিকা শক্তিকেই দেবীরূপ কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা করিত। তাহারা মনে করিত যে, জগদীশ্বর নিশ্চয়ই তাহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং পূজা গ্রহণ করেন।[১৬]

পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ গুহাশ্রমে অথবা নির্জনে ধর্মোপাসনা করিতেন। বৌদ্ধগণের ধর্মোপাসনা সাধারণ স্থানে অথবা ধর্মসভায় হইত। ব্রাহ্মণ-জাতীয় তপস্বিগণ জনসমাগম

১৪। হিন্দুদিগের শৈবধর্ম অথবা 'লিঙ্গ' উপাসনার প্রথা জ্ঞানময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটী পরিবর্তনের নিদর্শন। যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিশেষ প্রাধান্য লাভে জনসাধারণের ভ্রম-সংস্কার বিদূরিত করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন এই পরিবর্তন সংসাধিত হয়। একাল পর্যন্তও ভারতের সাধারণ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেক বস্তুতেই ঈশ্বরের বিদ্যমানতার নিদর্শন দেখিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ পৌত্তলিকদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন যে. উপাসনা সময়ে কাল প্রস্তরটীকে নিরাকার বিশ্বনিয়ন্তা বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাঁহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মূর্তিউপাসকগণকেও ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। লিঙ্গই পুনরুৎপাদিকা শক্তির প্রতিরূপ,– এইরূপ জ্ঞান আধুনিক বলিয়া মনে হয়। এইরূপ ঈশ্বর জ্ঞান, অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই প্রচলিত। ইহারা দেবদেবীর সাধারণ স্বরূপ মূর্তির মধ্যে অতর্কিত ভাবে এবং উচ্ছৃঙ্খলরূপে গুপ্ত-শক্তির আবির্ভাব দেখিয়া থাকে। (Compare Wilson, 'Vishnoo Pooran' Preface lxiv).

১৫। অধ্যাপক উইল্‌সন্ ('Asiatic Researches', xvi. 18.) চার্বাক নামক কোন যোগী বা মুনির নাম হইতে এই 'চার্বাক' সম্প্রদায়ের উপাধি নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ. (অন্ততঃ মালবের ব্রাহ্মণগণ), এই সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায়ের গুরু,—এতদুভয়ের এই বিশেষ নাম, 'চারু' (প্রবৃত্তি জনক, অত্যুত্তম) এবং 'বাক' (বাক্য, বক্তৃতা) শব্দদ্বয় হইতে নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। এইরূপে নিষ্পাদিত হইলে, এই সম্প্রদায়টী তার্কিক, ভাষাবিদ কিংবা প্রতারক বলিয়া বর্ণিত হয়। বস্তুত, পরিশেষে সম্প্রদায়টী এই নামেই পরিচিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের সকলেই ঘোর জড়বাদী; তাহারা শারীরিক উপাদান সমূহের নির্দিষ্ট কোন অবস্থা অথবা অবস্থা-সমূহের একত্রীকরণের নিয়ম হইতে বিবেক-শক্তির উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকে। মনে হয়, এ সম্বন্ধে তাহারা প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার লরেন্সের মত অনুভব করিয়াছিল। ডাক্তার লরেন্সের ধারণা এই যে, যকৃত যেমন পিত্তের আধার, তেমনি মস্তিষ্কও চিন্তা শক্তির আধার। (Compare Wilson,-'As. Res.' xvii. 303 and Troyer's 'Dabistan', ii 198. note.)

১৬। যে পাঁচটি জাতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

হইতে পৃথক থাকিতেন; কিন্তু বৌদ্ধ সন্নাসিগণ, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কিংবা উপাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হইতেন। সন্ন্যাসী হওয়ার পূর্বে ব্রাহ্মণগণ গৃহ-ধর্ম আচরণ করিতেন; কিন্তু বৌদ্ধগণ অবিবাহিত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন, এবং অধিকাংশ ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ করিতেন। বিজিত জাতি সমূহের এইরূপ আচার ব্যবহারের প্রভাব বিজেতৃগণের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য বিশুদ্ধ ধর্মভাব দৃঢ় করিবার চেষ্টায়, 'সেণ্ট বেসিল' ও 'পোপ হনোরিয়াসের' দ্বিবিধ মতের একত্র সমাবেশ করিলেন।[১৭] তিনি ব্রাহ্মণ-সন্নাসীদের নিমিত্ত একটী 'মঠ' স্থাপন করেন; তিনি দণ্ডকমণ্ডলুধারী অসভ্য নির্জনবাসী 'দণ্ডী'দিগকে স্বতন্ত্র একটী সম্প্রদায়ে পরিণত করেন; তখন সেই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় 'মঠবাসী' বা 'ভিক্ষুক' বলিয়া পরিগণিত হইল; তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল এবং পবিত্রতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল।[১৮] শঙ্করাচার্যের এই সংস্কৃত ধর্ম পুনরায় পরিবর্তিত হইল। এই 'দণ্ডিগণ' শিবকেই একমাত্র উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করায়, আরও অধিকতর পৃথক হইয়া গেল। ঈশ্বরের প্রকৃতস্বরূপ কল্পনা করিয়া এখন হইতে তাহারা 'শিবকেই' উপাসনা করিতে লাগিল; এবং শীঘ্রই অন্যান্য সকলেও তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 'রামানুজ' নিজ নামানুসারে ব্রাহ্মণদিগের একটী ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার সম্পর্কীয় কতকগুলি পরিমার্জিত নিয়ম তাহাদের মধ্যে প্রবর্তিত হইল। তাহারা বিষ্ণুকেই

১৭। অধ্যাপক উইল্‌সন, 'এসিয়াটিক রিসার্চের' ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে হিন্দুজাতির যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যেক বিদ্যানুরাগী ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাঁহার নিকট ঋণী। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকগুলি ভারতবাসী বহু লোকের গৃহে বিদ্যমান; বিশেষতঃ, 'ভগ্‌গাৎমালা' বা সন্ন্যাসীদিগের ইতিহাস এবং তাহার সার-সংগ্রহ সকলের নিকটই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের অবস্থাজ্ঞ কোন পণ্ডিতের টীকার সহিত মিলাইয়া এই গভীর রহস্যপূর্ণ বিষয় পাঠ করাই অধিকতর সুবিধাজনক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধ্যাপক উইল্‌সন সম্প্রদায় সমূহের ধর্মমত এবং সংস্কার বিষয়ক উন্নতির বিষয় বর্ণনা করিতে চেষ্টা করেন নাই। হিন্দুদিগের সম্বন্ধে মিঃ ওয়ার্ড যে, বিস্তৃত বহুমূল্য কয়েকখণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও এই সকল বিষয়ের উল্লেখ নাই। 'দেবীস্থান' লেখক মোসাণ ফাণীর পুস্তকেও ঘটনাবলীর সামঞ্জস্যের এবং স্যায়সঙ্গত বর্ণনার অভাব। ফাণী একটু প্রগল্‌ভ এবং সরল বিশ্বাসী হইলেও, এই প্রতিভাশালী মুসলমান লেখকের মত এবং বর্ণনাগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইনি প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কাপ্তেন টেলার তাঁহার এই 'দেবীস্থান' অনুবাদ করিয়াছেন; এইজন্যই একটু অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক ইংরেজই এই মহামূল্য গ্রন্থ পাইতে পারেন।

১৮। শঙ্করাচার্য দক্ষিণ ভারতের একজন ব্রাহ্মণ। অধ্যাপক উইল্‌সনের মতানুসারে ('As. Res.' xvii. 180) শঙ্করাচার্য অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। কিন্তু এরূপ গণনাও সন্দেহমূলক। যেহেতু সাধারণত কথিত হয় যে, রামানুজ শঙ্করাচার্যের শিষ্য এবং ভাগিনেয় ছিলেন; সুতরাং তাঁহার জন্মের তারিখ উইল্‌সনের গণনার এক শতাব্দী কিংবা দেড় শত বৎসর পর হওয়াই সম্ভব। তিনি চারিটি 'মঠ' (সন্ন্যাসীদিগের মন্দির অথবা চারিটি ধর্মসম্প্রদায়) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার দশ জন শিক্ষিত শিষ্যের মধ্যে যে চারি জন তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত দৃঢ়তররূপে অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারাই সেই চারিটি 'মঠের' প্রধান পাণ্ডা ও রক্ষক রূপে নিযুক্ত হয়। শঙ্করাচার্যের এই চারিটি শিষ্যের অনুচরগণ 'দণ্ডী' নামে অভিহিত হইত। অথবা, ইহাদের সহিত ছয়টি নাস্তিক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ মিশিয়া সকলে একত্র 'দশনাম' নামে পরিচিত হইয়াছে। (Compare, Wilson, 'As. Res,' xvii. 169 &c.)

প্রকৃত ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করিত; সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ও গুণ কল্পনা করিয়া সাধারণের নিকট তাহারা ঈশ্বরের মর্যাদা হানি করিয়াছিল।[১৯] প্রবর্তিত সংস্কৃত নিয়ম প্রতিপালন এবং ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের আবশ্যকতা উপলব্ধির জন্যই এই নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল; ব্রাহ্মণের শরীর সর্বসময়েই পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। সকলেই বিশ্বাস করিত, ধার্মিক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ইচ্ছা করিলে, ইহজন্মেই আত্মাকে দেহমুক্ত করিয়া ঈশ্বরের লীন হইতে পারেন। যখন শঙ্করাচার্য, কতকগুলি প্রিয় শিষ্যকে অবাধ্য এবং স্বধর্মে বিচলিত দেখিয়া সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত করিলেন, তখন রামানুজ দেখিলেন যে, এক্ষণে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি লোকে আর তত আস্থাবান নহে; সুতরাং তিনি তাঁহার শিষ্যদিগের গুরুভক্তির প্রবৃত্তি, কোনও মানবের প্রতি ন্যস্ত করিতে উপদেশ দিলেন। কিছুকাল পরে, সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, 'গুরুর' জন্য সকল জিনিষই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, এবং 'তনু, মন, ধন' (শরীর, আত্মা এবং পার্থিব ঐশ্বর্য্য),—সকলই গুরুর নামে উৎসর্গ করিতে হইবে।[২০] ধর্মগুরুর সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিলে, ধর্মোক্ত দেবতা সম্বন্ধে জীবন্ত ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকে। যে সকল অসভ্য জাতি নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতঃ অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদের অন্তরে ঈশ্বর-প্রতীতি অসম্ভব; ধর্মকার্যে দৃঢ় মনোযোগী না হইলে, ধর্মজ্ঞান লাভ দুর্লভ। এই মত পরিবর্তনের হেতু-স্বরূপ প্রতিপন্ন রামানুজ করিয়াছেন যে, ঐহিক ধর্মকার্যের কতকগুলি উপকরণ আবশ্যক।[২১] শান্তিপ্রিয় শিক্ষিত সম্প্রদায়সমূহের দৃঢ়বিশ্বাসীদিগের ধর্মমত পরীক্ষা

১৯। রামানুজের আবির্ভাব সম্বন্ধে নানামত প্রচলিত আছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের মধ্যে কোন এক সময়ে রামানুজ বিদ্যমান ছিলেন (Wilson, 'As. Res.' xvi. 28, note). মধ্যভারতে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, রামানুজ তাঁহার পিতৃব্যকে (শঙ্করাচার্যকে) বলিয়াছিলেন,—'তিনি (শঙ্করাচার্য) যে পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃষ্ট পথ নহে। সুতরাং রামানুজ গুরুত্যাগ করিয়া 'মঠ' অথবা শিক্ষক শ্রেণীর প্রতিবোধক চারিটি 'সম্প্রদায়' বা ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় হইতে সম্প্রদায়ের উপযোগী বোধে তিনি বিষ্ণুকেই একমাত্র উপাস্য দেবতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রামানুজ নিজ ধর্ম-সম্প্রদায়কে 'শ্রী' বা 'লক্ষ্মী' নামে অভিহিত করেন। তৎপরে আরও তিনটি সম্প্রদায় স্থাপিত হয়; প্রথমটি মাধব কর্তৃক; দ্বিতীয়টি বিষ্ণু স্বামী এবং তাঁহার পরিচিত শিষ্য বল্লভ কর্তৃক; এবং তৃতীয়টি 'নিম্বারক বা নিম্বাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহারা যদিও সকলেই বৈষ্ণব, তথাপি ইহাদের প্রত্যেকের ধর্ম-সম্প্রদায় যথাক্রমে ব্রহ্মা, শিব এবং ব্রহ্মার পুত্র শনকাদিগের নাম অনুসারে পরিচিত ছিল। (Compare Wilson, 'As Res', xvi. 27 &c.)

২০। Compare Wilson, Asiatic Researches, xxi. 90.

২১। ক্লভিজ একটি যুদ্ধ জয়ের পর যীশুর ঈশ্বর বিশ্বাস এবং মৃত্যুকাহিনী শুনিয়া কিরূপ শোক ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—পাঠকগণের হয় ত স্মরণ থাকিতে পারে। ক্লভিজ তাঁহার স্ত্রীর ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'রীমসের' প্রাচীন ধর্মোপদেশকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—'যদি আমি আমার সাহসী ফরাসী সৈন্যদলের সহিত উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে যীশুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতাম।' (Gibbon, 'Decline and Fall of the Roman Empire.' vi. 302.) মুসলমানগণও আলির পুত্র হোসেন এবং তাইমুরের সম্বন্ধে ঠিক একইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে। বিজয়ী তৈমুর বলিয়াছিলেন,—'সত্যপর ইমামের প্রাণরক্ষা করিতে কিংবা তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে সুদূর ভারতবর্ষ হইতে আমি অনতিবিলম্বে যাত্রা করিতাম।'

করিলেই, তাহাদের সরলতা এবং দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এই কারণে ভারতীয় ধর্মসংস্কারকগণ মুক্তিপ্রার্থীদিগের নিকট হইতে অন্ধবিশ্বাস এবং আশার এইরূপ প্রমাণোক্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ধর্মাচরণেরও যেমন ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রচলিত হইতে লাগিল, দর্শনশাস্ত্রীয় জ্ঞান ও সিদ্ধান্তও তৎসঙ্গে সমভাবে পরিবর্তিত হইল। বিদ্যা, অর্থ এবং লোকের সহিত অধিক পরিমাণে মিলনের দরুণ নাস্তিকতার প্রতি সাধারণতঃ সকলেরই আসক্তি জন্মিল। ছয়টী নাস্তিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদী ছয়টী দৃঢ় ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তিত হইল। মানসিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি তর্কশাস্ত্র সাহায্যে আলোচনা করিয়া, ঈশ্বর-জ্ঞান মীমাংসার চেষ্টা হইতে লাগিল।[২২] পরমাণুর সত্তা ও অবিনশ্বরত্ব, এবং জ্ঞান ও বিবেক প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইল। জীবন ও আত্মা উভয়ই পরস্পর পৃথক,—আবার আত্মা ও জীবন উভয়ই এক এবং ঈশ্বরের সহিত তুল্য,—এই সমস্ত বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতে

২২। তাহাদের ছয়টি শ্রেণীই, যুক্তি তর্ক এবং স্বভাব (শরীর) বিষয়ে গ্রীকদিগের তিনটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের অনুরূপ। অথবা চলিত কথায় 'দেববাণী' (বা নীতি), হেতু এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এই শ্রেণী বা সম্প্রদায় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জৈমিনীর 'পূর্ব মীমাংসা' এবং ব্যাসের 'উত্তর মীমাংসা' বা বেদান্ত, বেদের অবলম্বনে লিখিত। 'পীথাগোরাসের' নৈতিক মতের সহিত উহাদের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। গৌতমকৃত 'ন্যায় বা তার্কিক' মত জেনোফেলদিগের তর্কশাস্ত্রের সমতুল্য। কপিলের সাংখ্যদর্শন, এবং পাতঞ্জলের পরিবর্তিত সাংখ্য-দর্শন বা 'যোগ', উভয়ই নাস্তিকতার ভাবে পরিপূর্ণ। উহা থেলের জড়-জাগতিক 'আইওনিক' মতের সদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কণদের 'বৈশেষিক মীমাংসার' তার্কিক মত এবং ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় মত উভয়েই বিদ্যমান। যদিও বৈশেষিক মতটি 'এ্যাটোমিক' এই বিশেষ নামে সাংখ্য বা নাস্তিক মতের সহিত একই জাতীয় গণনা করা যায়; কিন্তু উহা পূর্ববর্তী মতের নিকটসম্পর্কীয় অথবা গৌতমের ন্যায়শাস্ত্রের তুল্য বলিয়া মনে হয়। মিঃ ওয়ার্ড (On the Hindoos' ii. 113) প্রত্যেক শাস্ত্রকারের পরস্পর তুলনা করিয়া তাহাদের সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, এ পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বা গ্রীকদিগের ধর্মমতের প্রকৃত গুরুত্ব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ; সুতরাং এইরূপ সামঞ্জস্যের সত্যতা এবং কার্যকারিতা নিষ্পন্ন করাও দুরূহ। এই দুই সম্প্রদায়ের বিশেষ সমতা সম্বন্ধে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন যে কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য। (History of India, i, 234,)

আধুনিক ছয়টি নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—'সৌত্রান্তিক, মাদেওমিক, যোগাচার এবং ঐবসিক'। দুইটি জৈন সম্প্রদায়ও ইহার অন্তর্ভূক্ত,—যথা, 'দিগম্বর' এবং 'শ্বেতাম্বর'। 'দিগম্বর' সম্প্রদায় মনে করে, স্ত্রীজাতি মুক্তি লাভে অসমর্থ এবং তাহাদের আত্মাও অমর নহে। যদি ভিন্ন ভিন্ন জৈন সম্প্রদায়কে এক বৃহৎ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা যায়, তাহা হইলে, 'চার্বাক' বা 'বার্হস্পত্য' সম্প্রদায় উপরোক্ত ছয়টির ষষ্ঠটি বলা যাইতে পারে। ইহারা ঘোর নাস্তিক; প্রচলিত ধর্মমতের কোনটিই ইহারা অনুসরণ করে না। হিন্দুগণ মনে করেন, 'জুপিটার' গ্রহের প্রতিনিধি বৃহস্পতি—নাস্তিকতার আদি দেবতা। কারণ সাধারণ লোকে ঈশ্বর-ন্যস্ত ক্ষমতাকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে, এবং নির্বন্ধাতিশয়ে তাহারই উপাসনা করিয়া থাকে। ঈশ্বর চিন্তা এবং সৎপথে থাকিয়া তাহারা এইরূপ ধর্মাচরণ করতঃ ধর্মের অধিকারী হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই বৃহস্পতি নানারূপ ভ্রমাত্মক বিষয়ের অবতারণা করেন; সেইজন্ত জনসাধারণের বিচার-শক্তির হ্রাস হইল এবং তাহারা কর্তব্য নির্ণয় করিতে পারিল না।

লাগিল। এইরূপ বিচার-মীমাংসার ফলে, কেহ কেহ নাস্তিক হইয়া উঠিল, কেহ বা সাকার উপাসনা করিতে লাগিল ; পরন্তু অধিকাংশ লোকেই 'মায়া-সূত্র' অবলম্বন করিল। এই মায়াসূত্রানুসারে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানই ইহজীবনের একমাত্র পরিচালক হইয়া দাঁড়াইল। মায়াসূত্রাবলম্বিগণ বাহ্য জগতের কোন বস্তুই সত্য এবং দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া স্বীকার করিত না। এই সূত্র পরবর্তী সংস্কারকগণ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া নীতি ও ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।[২৩]

খৃষ্ট জন্মের সহস্র বৎসর পরেও হিন্দুধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ক্রমিক জাতি-বিচার ও জাতিবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণের প্রাচীন ধর্মগ্রহণের উপযোগিতাও বিশেষরূপে হ্রাস হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণগণ সৈনিক এবং কৃষক-সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেন। ঈশ্বরের বহুত্ব প্রচার করিয়া এবং সমাজে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে ধার্মিক গার্হস্থ্য সম্প্রদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থান অর্পণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের প্রাধান্য নষ্ট করিয়াছিলেন। এই কারণে, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের দেবদেবীগণ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া প্রতীত হইলেন, এবং উপাসকদলের মধ্যেও ঘোরতর শত্রুতা আরম্ভ হইল। দৃপ্ত বীর ক্ষত্রিয়-জাতি নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিজ্ঞ ও সুনিপুণ নায়ক পদে অভিষিক্ত হইলেন, এবং এক ধর্মশাসন হইতে অপরটী ও এক ঈশ্বর হইতে অন্য ঈশ্বর শ্রেষ্ঠতর মনে করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রকৃত ধর্মারাধনার প্রসার-প্রতিপত্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল ; অধিকাংশ লোকে ধর্মযাজক ও প্রচারকগণের যোগ্যতা, সরলতা ও ধর্মনিষ্ঠার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। পরন্তু এই উপদেষ্টা-সম্প্রদায়ের মধ্যেও পরস্পর মতানৈক্য জন্মিল।

এই সময়ে একদল নূতন জাতির আবির্ভাব হইল ; এবং এক নূতন ধর্মমত প্রবর্তিত হওয়ায়, ভ্রষ্ট হিন্দুধর্ম ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল। 'হিজিরী'র প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে প্রাচীন আরব জাতির আক্রমণ এবং লুণ্ঠন-যাতনা তত অনুভূত হয় নাই। যখন আবাসাইদগণ 'কালিফ' পদে উন্নীত হইলেন, তখন হইতেই তাঁহারা বহুদূর বিস্তৃত রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন। স্পেন পৃথক হওয়ায়, তাঁহাদের রাজ্য অনেকটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল ; সুতরাং পরবর্তী সময়ে তাঁহারা আর

২৩। হিন্দুদিগের 'মায়া-সূত্র', নীতি, কাব্য ও দর্শন এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 'নীতিশাস্ত্রানুসারে'—মায়া সলোমনের গর্ব (Ecclesiastes, i and ii.) অথবা জগতের অসারত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইজন্য কবিরা বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপতঃ মায়া ইন্দ্রজালের ন্যায় ভ্রমাত্মক ও অনিষ্টকর, অথবা নৈতিক ভ্রমপূর্ণ। (Asiatic Researches, xvi, 161.) মিঃ মিলম্যান্ বিজ্ঞতার সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ধর্ম-প্রবর্তক সেন্ট জন, প্লেটোর 'লগোজের' (ঈশ্বর-বাক্য, যীশু) যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; ভারতীয় 'মায়াসূত্র' সেইভাবেই পরিগৃহীত হইয়াছে। (Note in 'Gibbon's History, iii, 312.) হিন্দুগণ পাপপূর্ণ জাগতিক চিন্তা বিষয়ে 'মায়াসূত্র' গ্রহণ করিয়াছেন। সেন্ট জন, গ্রীক এবং রোমানদিগকে জগদীশ্বরের সহিত যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধের প্রকৃতি বুঝাইয়া দিয়াছেন ; তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতঃ বলিয়াছিলেন যে, যীশুখৃষ্ট হইতেই ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যক্ত হইবে।

দূরদেশে রাজ্য-বিস্তারে বলক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না; তাঁহারা মনে করিলেন, বিদ্রোহে সে রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। অধিকন্তু আরব জাতির আর সে একতা, উৎসাহ ও বীরত্ব ছিল না; তাঁহাদের প্রতিনিধি আরবগণ ঘোর স্বার্থপর এবং বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধর্ম-প্রবর্তক মহম্মদ দেশবাসীদিগকে প্রথমে যে শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা আপনাদের রাজ্য-বিস্তারের ক্ষমতা অনুভব করিতে পরিয়াছিল। এক্ষণে দিল্লীর হিন্দুদিগের এবং কনস্তান্তিনোপলের খৃষ্টানদিগের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য মুসলমান-ধর্মে সাহসিকতার আর এক নূতন বিশ্বাস উদ্রেকের আবশ্যক হইয়াছিল। সেই উত্তেজনা-শক্তি মুসলমানগণ 'খুর্দ' নামক পার্বত্য জাতির এবং প্রধানতঃ পশুপালক 'তুর্কমান' জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই 'খুর্দ' ও 'তুর্কমান'গণ কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ আর একবার উর্বর এবং ধনধান্যপূর্ণ দক্ষিণ

'কাব্যা' শাস্ত্রানুসারে,— মায়া' ঈশ্বর, এবং ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন বীরগণের দৃষ্টিশক্তি-প্রতিরোধকারী সূক্ষ্ম আবরণ বিশেষ;—ইহাতে তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি অথবা ইন্দ্রিয়জ্ঞান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। (Heereen's Asiatic Nations, iii, 203.) প্যালাস তদ্রূপ ডাইওমেডের চক্ষের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া ঈশ্বরের স্বর্গীয় মূর্তি নশ্বর মানব-চক্ষের গোচর করিয়া রাখিয়াছেন (Iliad, v)। কিন্তু জন-সাধারণের মনের বিশ্বাস এই যে,—স্বতঃসিদ্ধ অপূর্ণ শক্তি হেতু মানব নৈসর্গিক জগতের বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে অক্ষম।

'দর্শন'শাস্ত্র মতে,—বেদান্ত দর্শনে 'মায়া-সূত্র' যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বার্কেলির মনস্তত্ত্বের তুল্য। (এই বেদান্ত-সূত্র, সাংখ্য-সূত্রের 'প্রকৃতি'। জেনোফেনের সৃষ্টি-বিবরণের সহিত কতকাংশে ইহার সমতা দৃষ্ট হয়। এবং হীরাক্লিটাসের অসীম শক্তিসম্পন্ন অনন্ত ঈশ্বরলীলার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে।) বেকনের 'আইডোলা' সূত্র এবং মায়া সূত্র,- উভয়েরই উৎপত্তি স্থল এক; এইরূপ ইন্দ্রজাল অথবা ভ্রম-মূর্তির ন্যায় মায়া প্লেটোর 'Idea' বা 'সত্য' মতের বিপরীত। সাধারণতঃ মায়া বলিলে প্রকৃত বস্তুর বিরুদ্ধ-ধর্মাক্রান্ত অনুমেয় বা অনুভবনীয় বস্তুই বুঝা যায়,—দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সাধারণতঃ রজ্জুকে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ,—এতদুভয় স্থানেই বার্কেলির স্বপ্ন-বিষয়ক কল্পনা এবং ব্রাহ্মণদিগের ঐন্দ্রজালিক মত একই অসার যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে। একটি উত্তেজিত হস্তী কর্তৃক শঙ্করাচার্য বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য নিজদেহ এবং অন্যান্য মানবদেহ অসার বলিয়া মনে করিতেন। যখন পায়ে প্রস্তরখণ্ডের আঘাত লাগায় তিনি পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহার এই মত বিধ্বস্ত হইয়াছিল,—ডাক্তার জন্সন্ তাহাই মনে করেন। বিশপের অনুচরগণের বুদ্ধিশক্তি অপেক্ষা শঙ্করাচার্যের বুদ্ধিশক্তি প্রখরা ছিল। যখনই শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধবাদিগণ ক্ষুদ্র প্রাণী হত্যাশঙ্কায় মন্দপদবিক্ষেপের জন্য তাঁহাকে ঠাট্টা করিত, তখনই তিনি ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেন যে, এ সকলই ইন্দ্রজাল। তিনি বলিতেন, প্রকৃতপক্ষে শঙ্করও নাই, হস্তীও নাই, পলায়নও নাই,—এ সকলই ইন্দ্রজাল। (Debistan, ii. 103)।

চতুর্থতঃ, মায়া রাজনৈতিক হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'উত্র শাস্ত্র' অথবা চতুর্থ 'উপবেদের' নীতি বা 'সাহিত' অংশে এইরূপ বর্ণিত আছে। ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শাসনকর্তৃগণের কর্তব্য বিষয়েও বহু মীমাংসা রহিয়াছে; ইহা ঈপ্সিত বস্তু পাইবার উপায়স্বরূপ বলিয়াও কথিত হয়। বক্ষ্যমাণ বিজ্ঞান শাস্ত্রানুসারে, 'মায়া' অর্থে গোপন ভাব, ছলনা কিংবা রাজনৈতিক কৌশল বুঝায়। ইহাতে সম্পূর্ণ প্রতারণা বুঝা যায় না; কারণ মিথ্যা এবং প্রতারণা ইহাতে নিষিদ্ধ। কথিত হয় যে, মায়াবশে শত্রু শত্রুতা ভুলিয়া যায়; মনুষ্যজাতিও বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে।

দেশসমূহ আক্রমণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এই যুদ্ধপ্রিয় পশুপালক জাতি সিন্ধু-নদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্তী স্থানসমূহে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। পুরাকালে 'গথ' ও 'ভ্যাণ্ডাল' জাতি এবং তাহাদের আদিপুরুষগণ 'অগাষ্টস' এবং 'ট্রেজানের' রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া যেভাবে শত্রুহস্ত হইতে রাজ্য অধিকার করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ মহম্মদের সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া শাসন-সংরক্ষণ বিস্তার করিয়াছিল। তুগ্রল বেগ ও সালাদিন,—ষ্টিলিকো ও থিয়োডোরিকর অন্যতর শাখা-বিশেষ। বাগদাদের মোল্লা এবং সৈয়দগণ, গ্রীক এবং লাটিন ধর্মমন্দির সম্প্রদায়ের 'বিশপ' এবং 'ডিকন'দিগের ন্যায় 'কাফের'দিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিতে উৎসুক হইয়াছিল। ভিন্ন দেশবাসী যে সকল অসভ্য জাতি সময়ে সময়ে ইউরোপ আক্রমণ করিত তাহারাও খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। যাহারা এসিয়া আক্রমণ করিত, তাহারাও তাহাদের উপযোগীবোধে স্বেচ্ছা-ক্রমে এবং অনুরাগবশতঃ 'ইসলাম ধর্ম' গ্রহণ করিয়াছিল। শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে, তাহাদের অনিশ্চিত এবং ভিত্তিহীন বিশ্বাস-গুলি দূর হইল; এবং তাহারা সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিল। এক্ষণে তাহারা ধর্ম বলে পরিচালিত; রাজ্য বিস্তার তাহাদের উদ্দেশ্য। এই ধর্ম এবং রাজ্য বিস্তার 'লালসায় পরিচালিত হইয়া, 'তুর্ক' জাতি বাইজান-টাইন সিজারদিগের' ধ্বংসপ্রায় রাজ্য এবং ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল।

১০০১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন। ইহার কিছুকাল পূর্বে শঙ্করাচার্য, বিধর্মীদিগের উন্নতিতে বাধা দিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যে বিবিধ ধর্মমত প্রচলিত থাকায়, দেশবাসী জনসাধারণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, তিনি সেই সকল বিভিন্ন মতের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পঞ্জাব চিরদিনের জন্য মুসলমানদিগের অধিকৃত হয় এবং সুলতানের মৃত্যুর পূর্বেই মুসলমানগণ কনৌজ ও গুজরাট লুণ্ঠন করে। ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে 'ঘোরী'গণ, 'গজনবী'দিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে। তৎপরে তাহাদের কর্তৃক বাঙ্গালা দেশ অধিকৃত হয়। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে যখন 'ইবেক' তুর্কগণ ছলপূর্বক তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লয়, তখন হিন্দুস্থান মুসলমান রাজ্যের একটি স্বতন্ত্র অংশরূপে পরিণত হয়। পরে প্রায় দেড় শত বৎসরের মধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানগণ আধিপত্য স্থাপন করে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলগণ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে আফগান জাতি বহুল পরিমাণে ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল। তাহাদের আগমনে পরবর্তী শাসন-কর্তাদিগের ক্ষমতা দৃঢ়তর হইল; পরাজিত জাতির ভাষা ও ভাবে ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। খিলজী, তোগলক এবং লোদীগণ এত অসভ্য ছিল যে, তাহারা আপনদের গোঁড়ামির কারণ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে চাহিত না। তাহারা রাজস্ব আদায় বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করিত বটে; কিন্তু প্রচলিত আইন উল্লঙ্ঘন করিত না। ধর্মে দীক্ষিত করা এবং অধিক পরিমাণে কর আদায় করা,—এই দুইটির মধ্যে শেষোক্তটি প্রশংসনীয় বিবেচনা না করিলেও, তাহারা তাহাই অধিকতর লাভজনক বলিয়া মনে করিত।

তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক মসজিদ তাহাদের ধর্মনিষ্ঠার এবং বদান্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহারা অননুসরণীয় 'চান্দ্র' বৎসরের পরিবর্তে 'সৌর' বৎসর গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের এই ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা প্রাত্যহিক কর্তব্য বিষয়ে অবহেলা করিতে না বটে, কিন্তু কৃষিকার্যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।[২৪] মুসলমানগণ রীতি-প্রকৃতিতে ভারতবাসীর ন্যায় হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর উভয় মতের উপাদান-সমষ্টি একত্র করিয়া জাতীয় শাসন-প্রণালী বা রাজতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবন করেন। রাজনৈতিক বশ্যতা-স্বীকারে সকল সময়ে সামাজিক একতা সাধিত হয় না; মুসলমানদিগের মনে ইহারই প্রতিঘাত উপস্থিত হয়। আরঙ্গজেব অধৈর্য হইয়া পড়েন। আরঙ্গজেবের চাঞ্চল্যের ফলে, মোঘলবংশ শীঘ্রই লোপ প্রাপ্ত হয়।

আর এক নূতন সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব, ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যক্তির মানসক্ষেত্রে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহারা ক্ষত্রিয়দিগের সমকক্ষ; পরন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহারা ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর সাহসী। শঙ্করাচার্য বৈদিক মতের যে সরল অংশটুকু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারা সেই অংশ পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নূতন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদিগকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিত; প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা একেশ্বরত্ব প্রচার করিত, এবং মূর্তি-পূজায় ঈশ্বরের ঘৃণার বিষয় প্রকাশ করিত। কিন্তু তাহাদের এই প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়াছিল। কারণ তখনও লোকের বিশ্বাস ছিল, জাতি ও বংশানুক্রমে তাহারা যে সকল দেবদেবীর আরাধনা করে, সেই সকল দেবদেবী বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও শক্তির আধার। কয়েক পুরুষ পূর্বে মনুর আইন-প্রকরণ প্রচারিত হয়। এক্ষনে মানবের চিন্তা ও আচার-ব্যবহার তদনুসারে পরিচালিত হইতে লাগিল। তখন, অসভ্য বিজেতৃবৃন্দও ব্রাহ্মণদিগের জাতি-ভেদমূলক গৌরবে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। শেখ এবং

২৪। বস্তুতঃ সৌর অথবা নাক্ষত্রিক বৎসর, 'সাবুর সুয',—অথবা আরও ইতর ভাষায় 'শূর সূর্য'.—নামে অভিহিত হয়। আরবী মাসের বৎসরেরও এই নাম। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা ১৩৪১ ও ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, তোগলক সাহ দাক্ষিণাত্যে এই 'সৌর' বৎসর প্রথম প্রচলন করেন। এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয়গণ বিশেষ আবশ্যকীয় দলিল পত্রেও এই বৎসরের উল্লেখ করিয়া থাকেন। হিন্দী (মারহাট্টা) অক্ষরে আরবী কথায় ইহা লিখিত হয়। (Compare Princep's useful Tables, ii. 30. Who refers to a Report, by Lieut-Col Jervis on Weights and Measures,) ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যে সকল 'ফসলী' বা 'খন্দ' (শস্য) বৎসর প্রচলিত আছে, তাহা আকবর এবং সাজাহানের রাজ্যকালে প্রবর্তিত হয়। এখনও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, ইংরেজগণও রাজস্ব-হিসাব-বহিতে এইরূপ বৎসর (ফসলী) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রত্যেক বৎসর গণনা, খৃষ্টীয় শকের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হয়; মুসলমানগণ হিজরী এবং হিন্দুগণ 'শাক' (শক) ও 'সম্বৎ' প্রভৃতি নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা একতা এবং সরলতার নিদর্শন আর কি হইতে পারে? তখন ইংরেজদিগের সর্বব্যাপী প্রাধান্যহেতু এই উপযোগী মত সহজেই প্রচলিত হইয়াছিল।

সৈয়দগণ আপনাদের জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করিতেছিল ; কিন্তু মোগল ও পাঠানগণ রাজপুতজাতির স্বাতন্ত্র্য-নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। নূতন নূতন কুসংস্কারে প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসসমূহ বিদূরিত হইতে লাগিল। 'পীর' এবং 'সুহিদগণ' 'যোগী' এবং 'সন্ন্যাসীগণ' অলৌকিক কার্য-সম্পাদনে কৃষ্ণ এবং ভৈরবের স্থান অধিকার করিল। মুসলমানগণ অভীষ্ট সাধনোপযোগী দেবতার উপাসনা করায়, তাঁহাদের একেশ্বরবাদিতা বিলুপ্ত হইল। এইরূপে আচার-পদ্ধতি এবং ধর্মমতসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধাভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। অল্পসংখ্যক কতকগুলি লোক কোরাণ এবং বেদ প্রভৃতি ঈশ্বর বাক্যসমূহ যথারীতি পালন করিতে লাগিল ; কিন্তু অধিকাংশ লোক মানসিক উত্তেজনা বশে ব্রাহ্মণ, মোল্লা, মহাদেব, মহম্মদ প্রভৃতির প্রতি আস্থাহীন হইল।[২৫]

২৫। গীবন (History, ii, 356) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, গ্রীক ও রোমান্‌দিগের নাস্তিকতায় খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। 'কোয়াটার্লি রিভিউয়ের' (for June, 1846, P. 116) একজন লেখকও তদনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেকেন্দর সাহের আক্রমণকালে এবং রোমরাজ্যের প্রাধান্য সময়ে, এসিয়া এবং ইউরোপের কুসংস্কারগুলির পরস্পর মিশ্রণ সংসাধন হইয়াছিল বলিয়াই যে, আধুনিক নাস্তিকতার সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা কেহই সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন না।

মুসলমানদিগের সভ্যতা এবং শিক্ষা-প্রভাবে ইউরোপীয়দিগের মানসক্ষেত্র গঠিত হইয়াছিল, অধুনা তাহা সকলেই অস্বীকার করেন। কিন্তু শারীরিক এবং মানসিক বিজ্ঞান-সম্বন্ধে আমাদের বাধ্যবাধকতা 'হ্যালাম' স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (Literature of Europe. i. 90, 91, 149, 150, 157, 158, 189, 190.) অক্সফোর্ড কলেজের প্রতিনিধি, সমালোচক এবং স্বভাব-কবি উইলিয়ম গ্রে (Sketch of English Prose Literature. P. 22, 37) কেবল এসিয়ার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিয়াই বিরত হন নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, 'গথ' জাতির প্রতিভার উপর সেই কল্পনাশক্তির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহারাও সেই জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিল, এবং তাহা সর্বত্র বিস্তার করিয়াছিল। ইহা প্রথমে ভারতবর্ষে মিশরে ইহার উৎপত্তি হয় ; গ্রীক এবং রোমীয়গণ উহার পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইদানীং এই বিজ্ঞান শাস্ত্র আধুনিক ইউরোপীয়গণ কর্তৃক বহুলভাবে এক নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়াছে। খৃষ্টানদিগের বিবেক-শক্তি অপেক্ষা মুসলমানদিগের বিবেক-শক্তি অধিকতর প্রখর এবং শ্রেষ্ঠ ছিল ; দার্শনিকদিগের বিবেক-শাস্ত্রই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বর্তমান সময়েও, স্পেনের রাজ্যশাসন নীতিতে, চিকিৎসা এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চলিত ভাষায়, ইউরোপের করদরাজ্য সমূহের প্রচলিত 'গান' সমূহে, তাহার প্রমাণ লক্ষিত হয়। এই 'গান'গুলি আরব দেশীয় ধর্ম-প্রচারকের, এবং তুর্ক কিংবা সারাসেনদিগের উদ্দেশে গীত হয় ; অথবা ইহাতে মুসলমান পদবীযুক্ত খৃষ্টান বীর-পুরুষ 'কীডের' কার্যাবলী ও বর্ণিত ও কীর্তিত হইয়া থাকে।

'হুয়েওয়েল' (History of Inductive Sciences i, 22, 276) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আরব-জাতি প্রকৃত বিজ্ঞানশাস্ত্র,—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কি দর্শন-বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যদি কিছু করিয়া থাকুক, তবে তাহার পরিমাণ অতি অল্প। আরবজাতির বৈজ্ঞানিক উন্নতির বিষয়, হুয়েওয়েল একটি চাকরের গল্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন।—তিনি বলিয়াছেন যে, চাকরটির শক্তি ছিল বটে ; কিন্তু তদ্দ্বারা কোনই কার্য সাধিত হয় নাই। যাহা হউক, নিম্নলিখিত হেতুবাদে হুয়েওয়েল তাহাদের দোষ অপনোদনও করিতে পারিতেন ;—আরব জাতির সমস্ত প্রতিভা-শক্তি ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হইয়াছিল ; তাহাদের চেষ্টায় পারস্যের দুষ্ট-নীতি সংপথে আনীত হইয়াছিল ; ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদিতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ; এবং আজ পর্যন্তও ইউরোপীয়গণ আফ্রিকার যে সকল স্থান দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই, আরবজাতি প্রতিভাবলে তথাকার ঘোর পৌত্তলিক ধর্মেরও উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল।

এইরূপে পরস্পর মতবিরোধ আরম্ভ হইল। ইহার ফলে, প্রথমতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রামানুজের মতানুবর্তী রামানন্দ, কাশীতে এক ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এক ধর্ম—এক বিশ্বাস পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে বিদেশী বিজেতৃবৃন্দ রাজ্য অধিকার করায় ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মযাজকদিগের মধ্যে কার্য-প্রণালীও বিভিন্ন হইয়া পড়িল; জ্ঞানার্জনের আগ্রহ কমিয়া আসিল; পুরাণ বা প্রাচীন ইতিবৃত্তে কবির কল্পনা এবং বংশকাহিনী সংযোজিত হইতে লাগিল; বেদের আধিপত্য হ্রাস হইয়া আসিল।[২৬] উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (মধ্যগঙ্গার উপকূল-প্রদেশের) এই নূতন সম্প্রদায় মহাবীর রামচন্দ্রকে উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিল। মুসলমানদিগের প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের বংশানুগত শ্রেষ্ঠত্বের নীতি লোপ পাইল। সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ প্রচার করিলেন,—'ঈশ্বরের সমক্ষে সকল ব্যক্তিই সমান।' রামানন্দ, উপাসনার ভেদনীতি প্রবর্তিত করেন নাই। তিনি সকল শ্রেণীর লোককেই সমভাবে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিতেন যে, প্রকৃত উপাসক সমাজ-প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থানে উন্নীত হয়, এবং স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভ করে।[২৭] এই

২৬। পুরাণ বহুকাল পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে,—আধুনিক সমালোচকগণ একথা স্বীকার করেন না। ফলতঃ, 'রাজপুত', 'ভাট' বা 'কবি' এবং 'চাঁদ' প্রভৃতির অসম্বন্ধ বিবরণের প্রচলিত সংখ্যায়, পৃথ্বিরাজ এবং মামুদের পরবর্তী বংশাবলী এবং তাঁহাদের কার্যকলাপ সমূহের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল পুরাণে যে সেইরূপ অসংখ্য এবং আধুনিক অসম্বন্ধ বিবরণ সন্নিবেশিত রহিয়াছে,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুরাতন বিষয়গুলি হইতে নূতন বিষয় পৃথক করা কঠিন; সমালোচিত এবং স্বল্প-দুষ্ট রামায়ণ এবং মহাভারতই যে পুরাণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ,-সমালোচক এবং প্রতিবাদকারিগণ সকলেই হয়ত তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পরবর্তী তোষামদকারিগণ আধুনিক বংশ-পরম্পরার প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—এই একমাত্র কারণে তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত অষ্টাদশ পুরাণের অসীম ক্ষমতার এবং সারবত্তার অবমাননা করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাই হউক, পুরাণ সমূহকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা না ভাবিয়া চিন্তাস্রোতের গতি নির্দেশক মনে করাই বাঞ্ছনীয়।

২৭। Compare 'Dabistan' ii. 179, and Wilson, 'As. Res'. xvi. 36 &c.) অধ্যাপক উইলসন্ বলেন যে (idem. P. 44, and also xvii, 183), কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণই শঙ্করাচার্য এবং রামানুজের প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। বস্তুত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণই এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানন্দের অনুচর বৈষ্ণবগণ বহুকাল পর্যন্ত শৈবদিগের সহিত বাদানুবাদ করিতেছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারা কোনমতেই নর্মদা নদী পার হইয়া যাইত না। তাহারা মনে করিত, ঐ নদী 'মহাদেব বা মহেশের' নিকট বিশেষরূপ পবিত্র; পরন্তু দেশ ভ্রমণ কালে তাহারা ঐ নদীর চারিদিক ঘুরিয়া যাইত।

মধ্যভারতের সকলেই মনে করেন যে, একদিন না একদিন নর্মদা গঙ্গার স্থান অধিকার করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র নদীমধ্যে পরিগণিত হইবে। কিন্তু এইরূপ ধারণার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই নদী যে শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। মহেশ্বরে একটি ঘূর্ণাবর্ত আছে। পতিত প্রস্তরখণ্ডসমূহ ইহাতে গোলাকৃতি এবং পরিষ্কৃত হইয়া কতকটা 'লিঙ্গের' আকৃতি ধারণ করে; উহা ধর্মযাজকদিগের আয়ের প্রকৃষ্ট উপায়। হিমালয়ের বিশেষ কোন অংশের নারায়ণ-চক্রেও বৈষ্ণবদিগের এইরূপ লাভ হইয়া থাকে। এই ঘূর্ণাবর্তের সলিলকণা পার্বত্য নদীর

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অধ্যবসায়শীল পণ্ডিত গোরক্ষনাথ পঞ্জাব প্রদেশে 'যোগধর্ম বা সূত্র' প্রচার করেন এবং তথাকার সকলেই অগ্রহ-সহকারে তাহা গ্রহণ করে। এই 'যোগ সূত্র' প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধ ধর্মের একটি সাধন বা কল্পনা প্রসূত। কিন্তু দার্শনিক মত বলিয়া ব্যাস এবং শাক্য উভয়ের শিষ্যগণই এই সূত্র সমভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। যাহা হউক, তখন লোকের ধারণা ছিল যে, এই কলিযুগে পাপী ব্যক্তি এরূপ মহৎ এবং ভয়াবহ প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমর্থ নহে এবং সম্পূর্ণ মোক্ষ লাভেও অক্ষম। কিন্তু গোরক্ষনাথ এই উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন যে, কঠোর মানসিক ঔদাসীন্য এবং উপাসনায়, অতি অধম পাপীর শরীরও পবিত্র স্বর্গীয় দেবত্ব লাভ করে, এবং তাহার আত্মা ক্রমে ক্রমে সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের আত্মার সহিত মিলিত হয়। তিনি শিবকেই শিষ্যগণের একমাত্র উপাস্য দেবতা মনোনীত করিয়া অতঃপর প্রচার করিলেন যে, এই উপাস্য দেবতা শিবই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কঠোর অধ্যবসায়ের এবং উপাসনার পুরস্কার বিধান করিবেন। তিনি তখন শিষ্যগণের সম্প্রদায় ও ধর্ম-বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ ললটস্থ সামান্য চিহ্নে পরিতৃপ্ত হইলেন না। অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিবার জন্য তিনি তাহাদের কর্ণ-বেধের ব্যবস্থা করিলেন। তদবধি তাহার শিষ্য-সম্প্রদায় 'কাণকাটা' (কাণফুটা) বা ছিদ্রকর্ণ যোগী সম্প্রদায় নামে পরিচিত।[২৮]

এইরূপে ধর্মসংস্কারের প্রথম স্তর গঠিত হইল। জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায়, ধনী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অভিমান এবং গর্ব দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ধর্মে

চতুর্দিকের প্রস্তরগুলির পবিত্রতা বিধান করে। দেশীয় ভাষায় কথিত হয়,—'রেওয়া কি কঙ্কর সব শঙ্কর সমান,' অর্থাৎ 'নর্মদার (রেওয়ার) প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন এবং শিবতুল্য।' মহেশ্বর, 'সুহেসর বাউ' বা সহস্র-বাহু নামক এক ক্ষত্রির রাজার রাজধানী ছিল ; হিন্দিয়ার পর-পারে অবস্থিত 'নিমাউর' নগরের অনতিদূরে পরশুরামের হস্তে সেই রাজা নিহত হন। এই ঘটনাই, যুদ্ধপ্রিয় প্রাচীন ব্রাহ্মণ বীর-বংশের ধ্বংসের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

২৮। (Compare Wilson, As. Res, xvii. 183, &c.) and the Dabistan (Troyer's Translation, i, 123 &c,) শেষোক্ত গ্রন্থে, দেবীস্থানে. মোসান ফাণী দেখাইয়াছেন যে, যোগী এবং মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যোগ সম্বন্ধে বলিতে গেলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে দেখা যায় যে, যোগ এবং ঔদাসীন্য বা আত্মজ্ঞান (বিবেক) উভয়ই এক। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে, আত্মা অমরত্ব লাভ করে এবং ভাগ্যচক্রের অধীন হয় না। ইহাতে সত্য বিষয়ে জ্ঞান জন্মে এবং প্লেটোর 'বিবেক' ('Idea') অথবা পৃথিবীর আদিম গঠন উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আরও দেখা যায় যে, কি ভারতবাসী, কি গ্রীকগণ কেহই স্বীকার করেন নাই যে, মনুষ্যগণ এই অসম্পূর্ণ অবস্থায় ঈশ্বরে লীন হইতে এবং সত্য বিষয়ে এরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। (Compare Ritter, 'Ancient Philosophy, Morrison's Translation.' ii, 207, 334-336, and Wilson, 'As. Res,' xvii. 185) আরও বিশেষ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইত যে, মূল সূত্রের কপিল এবং পাতঞ্জলের সমবেত মতের সহিত প্লেটোর মত, অনেকাংশে তুল্য। যথা,—ঈশ্বর এবং প্রকৃতি উভয়ই অমর—চিরস্থায়ী ; 'মাহাৎ' অথবা বিবেক অথবা জাগতিক বিবেকশক্তি এবং নোয়জ (Nous) অথবা লগোজ (Logos) সকলই এক। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বাস এবং জীবনের সুখস্বচ্ছন্দ বিসর্জন, —সেই জাতিভেদ ধ্বংসের উপায় মধ্যে পরিগণিত হইল। পরবর্তী যুগে, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে, অজ্ঞাত তন্তুবায় সম্প্রদায়ভুক্ত 'কবির' নামক রামানন্দের একজন শিষ্য পৌত্তলিক ধর্ম বা মূর্তি উপাসনা প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। তাঁহার প্রভাবে কোরাণ এবং শাস্ত্রের প্রভুত্ব ও কার্য্যকারিতা, এবং শিক্ষিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকে সমভাবে শিক্ষা দান করিতেন; তিনি তাহাদিগকে কল্পিত কবিরের উপাসনা করিতে বলিতেন, এবং আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা-লাভে সর্বদা যত্নবান হইতে উপদেশ দিতেন। সমগ্র সৃষ্টি বা জগতকে, তিনি 'মায়া' বা প্রতারণা ও ইন্দ্রজাল-পরিপূর্ণ স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিতেন। এইরূপে তিনি মানবের দুর্বলতা এবং পাপকার্য্যে আসক্তি সম্বন্ধে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে কবির ঈশ্বরের বাহ্য সাদৃশ্য স্বীকার করিতেন; তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, রাম অথবা বিষ্ণুই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ প্রতিকৃতি। পূর্ববর্ত্তী সংস্কারকগণের ন্যায় তিনিও ভ্রমবশঃত জগদীশ্বরকে নানা আকৃতি প্রদান এবং বহুগুণে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন ,—গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করা বিধেয়; 'সাধু' অথবা পবিত্র, নিষ্পাপ বা বিশুদ্ধ ব্যক্তি, সহিষ্ণু, ধীর বা নিরীহ উপাসকই ইহজীবনে সবশক্তিমানের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ কিন্তু এইরূপ মত প্রচারে তাঁহার ধর্ম-সংস্কার-নীতি সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। যাহা হউক, কবিরের এই সংস্কৃত মত স্পষ্টরূপে প্রচারিত ও লিপিবদ্ধ হয় নাই; কিংবা কেহ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম ও করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি যে আচার-পদ্ধতি প্রচলন করিতে পারিয়াছিলেন, এবং যে কথিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থসমূহ ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিশেষ আদরণীয় এবং বহুল প্রচারিত হইয়াছিল।[২৯]

২৯। Compare the Debistan, ii, 184 &c., Wilson 'As, Researches,' xvi, 53 and Ward's 'Hindus,' iii, 406. কবির একটি আরবী শব্দ; ইহার অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ। অধ্যাপক উইল্সন বলেন, কবির নামে কোন ব্যক্তি ছিল কি না সন্দেহস্থল; মোসান ফাণী যে কবিরের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কাল্পনিক পুরুষ বলিয়া মনে হয়। হয়ত, ছদ্মবেশধারী কোন ব্রহ্মজ্ঞানী হিন্দু এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও কবির নাম বিশেষ সংজ্ঞানির্দেশক, কিন্তু আজকাল ইহার বহুল প্রচার। কবির পিতৃমাতৃহীন অসহায় অবস্থায় একজন তন্তুবায় কর্তৃক প্রতিপালিত হন, এবং পরিশেষে রামানন্দ তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন,—এইরূপ সাধারণ গল্প প্রচলিত আছে, এবং ইহাই কবিরের পরিচয় প্রদানে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া অনুমিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই তাঁহার শরীর আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মোসান ফাণী বলিয়াছেন, অনেক মুসলমান, বৈরাগী বা আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যোগী হইয়াছিল। রামানন্দ এবং কবিরের শিষ্যগণই এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি প্রধান শাখা বিশেষ (Debistan ii 193)। তখন চিন্তাস্রোতের এবং ধর্মমতের পরস্পর যে মিল ছিল, এবং অধুনা তাহার যে উন্নতি সাধন হইতেছে,—তাহার আরও দৃষ্টান্তস্বরূপ, মক্কার 'কাবা' রক্ষকদিগের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানী হিন্দু অকমনাথের উপদেশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। অকমনাথ প্রথমে তাহাদিগকে গৃহস্বামীর অবস্থিতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের নিন্দা করেন; পরে, কেন প্রতিমা নষ্ট করা হইয়াছে, তাহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। রক্ষকগণ বলে

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, চৈতন্য নামক নদীয়ার একজন ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশে রামানন্দের ধর্মসংস্কার প্রবর্তন করেন। কতকগুলি মুসলমান তাঁহার এই ধর্মে দীক্ষিত হয়। চৈতন্য সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল ধর্মের লোককেই তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত করিতেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেন,—একমাত্র 'ভক্তি' বা 'বিশ্বাস' বলেই অপবিত্রের পবিত্রতা সাধিত হয়। তিনি বিবাহ এবং গার্হস্থ্য-ধর্ম অনুমোদন করিতেন; তাঁহার শিষ্যগণ কিন্তু গুরুভক্তির সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ বলিত, ঈশ্বরের সমক্ষে গুরুরও উপাসনা করা কর্তব্য।[৩০] এই শতব্দীতেই, বল্লভ স্বামী নামক তেলিঙ্গনার একজন ব্রাহ্মণ, প্রচলিত উন্নতিশীল সংস্কৃত ধর্মে পুনরায় এক নবশক্তি প্রদান করেন। তিনি বলিতেন, —কেবলমাত্র বিবাহিত ধর্ম-গুরুই যে জ্ঞানোপদেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহা নহে; গৃহস্বামী মাত্রেই ধর্মগুরু পদে বরণীয়, এবং গুরু ও শিষ্য উভয়েই সমভাবে সংসারসুখ ভোগে অধিকারী। শান্তিপ্রিয় ব্যবসায়ী (বণিক) সম্প্রদায় এই নীতি (ধর্মোপদেশ) আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিল। গোঁসাঞিগণ পারিবারিক ধর্মাধিকরণের একমাত্র উপদেষ্টা নির্দিষ্ট হওয়ায়, তাঁহারা দেশ-বাসী যাবতীয় পরিশ্রমী শান্তি-পিপাসুদিগের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ঈশ্বর-স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহারা 'বাল গোপাল' অর্থাৎ শিশু-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নূতন একটি ঈশ্বরমূর্তির উপাসনা প্রবর্তিত হওয়ায়, প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মের সংখ্যা পুনরায় বর্দ্ধিত হইল।[৩১]

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এইরূপে হিন্দুদিগের মন উন্নতির পথে ধাবিত হইল। মুসলমান প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের মনেও এক নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। হিন্দুদিগের ধর্ম নবোন্নতিলাভের জন্য পরিবর্তিত হইয়া এক সজীব ভাব ধারণ করিল। রামানন্দ এবং গোরক্ষ ধর্মের সমতা প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্য সেই সমধর্মাক্রান্ত সম্প্রদায়ের পুনঃসংস্কার সাধন করিলেন। পৌত্তলিক ধর্মের উচ্ছেদ-সাধন-কল্পে কবির দেশ-প্রচলিত ভাষায় জন-সাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন। বল্লভ জগতের সাধারণ কর্তব্য কার্য্যের সহিত সকাম উপাসনার সম্বন্ধ-বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমুদায় সদাচারী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ ইহজীবনের নশ্বরত্বে এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন যে, মানবের সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধনে বিশেষ কোন উপকার হইতে

যে, মনুষ্য-হস্ত-নির্মিত মূর্তি আর তাহাদের উপাস্য নহে। তাহাদের এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, —'এই মন্দিরও ত মনুষ্য-হস্ত-নির্মিত; সুতরাং মন্দিরটির প্রতিও ত সম্মান প্রদর্শন করা উচিত নহে!' (Dabistan ii, 117)

৩০। চৈতন্য এবং তাঁহার পার্শ্বচরগণের বিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য :—যথা, Wilson, 'Asiatic Researches' xvi. 109 &c, and Ward on the Hindoos, iii, 467 &c.; অধিকন্তু ভক্তি বা বিশ্বাস সম্বন্ধে কতকগুলি প্রকৃত মন্তব্যের জন্য, Wilson, 'As. Res. xvii, 312 দ্রষ্টব্য।

৩১। See Wilson 'Asiatic Researches' xvi, 85 &c; মাধবের একমতাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের—যে সম্প্রদায় এক্ষণে শৈবদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে চেষ্টা পাইতেছে,—বিবরণের জন্যও Wilson, As. Res. xvi, 100 দ্রষ্টব্য।

পারে বলিয়া মনে করেন নাই। বহু দেবার্চনা, ঘোর পৌত্তলিকতা এবং পৌরহিত্য-কার্য হইতে মুক্তিলাভ হয়,—ইহাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা সন্তুষ্ট শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পবিত্র সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবী সুখের আশায় ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহারা স্বজাতি-বর্গকে সমাজ এবং ধর্মবন্ধন পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই; কিংবা প্রাচীনকালের ঘৃণিত কুরীতি হইতে তহাদিগকে মুক্ত করিয়া উন্নত করিবার চেষ্টা পান নাই। তাঁহারা জাতিগঠনের বীজ বপন না করিয়া, আপনাপন বিভিন্ন ধর্মমতের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়গুলি এখনও সেই উপদেশ অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে। সমাজও ধর্মের এই অবস্থায় নানক ধর্ম-সংস্কারের প্রকৃত উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানকের প্রতিষ্ঠিত সেই দৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তদনুবর্তী গোবিন্দ স্বদেশবাসীদিগের মনে জাতীয়তার এক নূতন বহ্নি প্রজ্বলিত করেন। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করেন,—কি জাতি, কি বংশ, কি রাজনৈতিক অধিকার, কি ধর্মমত, সর্ব বিষয়েই উচ্চ ও নীচ সকলেই সমান।

১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের নিকটবর্ত্তী স্থানে নানক জন্মগ্রহণ করেন।[৩২] তাঁহার পিতা কালু জাতিতে হিন্দু ছিলেন। কথিত হয়, তিনি প্রাচীন যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয় জাতির 'বেদী' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নানকের পিতা স্বজাতীয় অধিকাংশ ব্যক্তির ন্যায় নিজ গ্রামে একজন সামান্য ব্যবসায়ী ছিলেন।[৩৩] নানক শৈশবকাল হইতেই স্বভাবতঃ ধার্মিক

৩২। কথিত হয়, লাহোরের উত্তর ইরাবতী (Ravee) নদীতীরে তালোয়ান্দী গ্রামে নানক জন্মগ্রহণ করেন। 'ভুটি' জাতীয় 'রাই-ভুইয়া' বংশ তখন এখানে রাজত্ব করিত। (Compare Malcolm, 'Sketch of the Sikhs,' p 78. and Forster, 'Travels' i. 292-3)। কিন্তু একখানি হস্তলিখিত পুস্তকে বর্ণিত আছে যে নানকের পিতা তালোয়ান্দী গ্রামে বাস করিতেন বটে; কিন্তু ধর্মগুরু নানক, লাহোরের ১৫ মাইল দক্ষিণ 'কানাকচ' গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ, পাঞ্জাব অঞ্চলে স্ত্রীলোকগণ অন্তঃসত্বা সময়ে, বিশেষতঃ প্রথম সন্তান প্রসবকালীন, যে পিত্রালয়ই উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিত,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপে সন্তানগণ মাতার পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করিত বলিয়া সচরাচর 'নানক' (স্ত্রীলিঙ্গে 'ননাকী',—'ননকে' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন,—মাতার পিত্রালয়) নামে অভিহিত হইত। দরিদ্র এবং শ্রমশীল হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই 'নানক' একটি সাধারণ প্রচলিত নাম বিশেষ। নানকের জন্ম বৎসর সম্বন্ধে মতানৈক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কোন মাসের কোন দিন তাঁহার জন্ম হয়, এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে দেখা যায়, নানকের জন্মদিন, ১৫২৬ বিক্রমজিৎ বৎসরের ১৩ই কার্তিক; কোথাও বা দেখা যায়, ঐ বৎসরের ১৮ই কার্তিক নানক জন্মগ্রহণ করেন। ১৫২৬ বিক্রমজিৎ, খৃষ্টীয় ১৪৬৯ অব্দের শেষভাগের সমসাময়িক।

৩৩। 'সৈর-উল-মুতাক্ষরীণে' ('Brigg's Translation i. 110) বর্ণিত আছে, নানকের পিতা শস্য-ব্যবসায়ী ছিলেন। দেবীস্থানে (ii. 247) দেখিতে পাওয়া যায়, নানক নিজেই শস্যের গোলাদার ছিলেন। শিখদিগের বিবরণে নানকের পিতার সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই। কিন্তু নানকের এক ভগ্নীর সহিত যে একজন শস্য-ব্যবসায়ীর বিবাহ হইয়াছিল, তাহা শিখদিগের ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে।

এবং চিন্তাশীল ছিলেন। অনেক স্থলে প্রমান পাওয়া যায় যে, তিনি যৌবনকালেই হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির প্রচলিত ধর্মমত শিক্ষা করেন ; এবং কোরাণ ও ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রে সাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।[৩৪] সুবুদ্ধি এবং স্বাভাবিক ব্যগ্রতা হেতু ধর্মমতের নীচ কুসংস্কারগুলিতে তাঁহার বিরক্তিজন্মে। তিনি শিক্ষিত ও পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যে অসন্তুষ্ট ছিলেন ; দর্শনশাস্ত্রের আপাতঃমধুর গূঢ় তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণে তিনি তৃপ্তি বোধ করিতেন না। কবির এবং গোরক্ষনাথের ধর্মোপদেশ যে তাঁহার ধারণশীল ধী-শক্তির উপর সহজেই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও অসম্ভব নহে।[৩৫] যে মুহূর্তে তাঁহার চিত্তোন্মত্ততা জন্মিল, সেই মুহূর্তেই নানক গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। অনুতাপ, চিন্তা, অধ্যয়ন, মানব জাতির সহিত বহুল পরিমাণে এবং বিস্তৃত রূপে আলাপ পরিচয় এবং আচার ব্যবহার দ্বারা বিবেক বা জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।[৩৬] সম্ভবতঃ নানক ভারতবর্ষের সীমার পরপার পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

এই ইতিহাসে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানক নিজে তাঁহার ভগ্নীপতির নিকট ব্যবসায় শিক্ষা করিতেন, কিংবা তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৩৪। পারস্য ভাষায় একখানি হস্তলিখিত পুথিতে দেখা যায়,—একজন মুসলমান নানকের প্রথম গুরু ছিলেন। 'সৈর-উল-মুতাক্ষরীণ' পাঠে জানা যায় (i. 110) যে, নানক সৈয়দ হুসেন নামক এক ব্যক্তির নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি নানকের পিতার প্রতিবেশী ছিলেন. নানকের পিতাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন ; তিনি নিঃসন্তান এবং ধনবান ছিলেন। এই পুস্তকে আরও বর্ণিত আছে যে নানক মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। ম্যাল্‌কমের মতে (Sketch, P, 14), মুসলমানগণ বলিত যে খিজির বা ভবিষ্যদ্বক্তা ইলিয়াসের নিকট নানক সর্বপ্রকার নৈসর্গিক বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। মুসলমানদিগের প্রচলিত বিবরণ পাঠে জানা যায়, নানক অতি শৈশবকালে বর্ণমালার প্রথম বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ক গূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে অত্যন্ত চমৎকৃত করিয়াছিলেন। আরবী এবং পারস্য ভাষার বর্ণমালায় এই বর্ণ একটি ক্ষুদ্র সরল রেখা বা দাগ মাত্র ; ইতর ভাষায় ইহা ঈশ্বরের একতা প্রতিপন্ন করে। যীশুখৃষ্ট দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, বর্ণমালা সমূহের গূঢ় মর্ম বুঝাইয়া দিয়া শিক্ষককে কত চমৎকৃত করিয়াছিলেন,—প্রমাণসিদ্ধ বাইবেলে যেরূপ বর্ণিত রহিয়াছে, পাঠকগণের হয়ত তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। (**Strauss, Life of Jesus, i. 272**)

৩৫। কবিরের গ্রন্থ হইতে কোন কোন স্থানের মর্ম অথবা সারসংগ্রহ 'আদি গ্রন্থের' অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। আদি গ্রন্থের সর্বত্রই - কোন স্থানে গোরক্ষের এবং অধিকাংশ স্থলেই কবিরের মত উল্লিখিত বা উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩৬। কতকগুলি ফকিরের সহিত সময়ে সময়ে সাক্ষাৎকার (Malcolm Sketch, P, 8, 13) লাভ করায় এবং একজন দরবেশের (Debistan, ii. 247) নিকট আরও নিয়মিতরূপে উপদেশপ্রাপ্ত হওয়ায় নানকের মন অভিভূত হইয়াছিল। এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় নানক তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ গতি নির্দেশ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। ম্যাল্‌কমের বিবরণে লোকপ্রীতিকর আরও গল্প দেখা যায় যে, নানক কখনও কখনও ঈশ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভগ্নীপতির গোলার সমস্ত শস্য বিতরণ করিতেন ; তথাপি সেই শস্য-গোলা সর্বদাই শস্যে পরিপূর্ণ থাকিত। নানকের ভগ্নীপতির মনিব, দৌলত খাঁ লোদি, যখন জানিতেন সকল শস্য বিতরিত হইয়াছে ; জমাখরচের হিসাব মিলাইয়া দেখিতে পাইতেন, আয়-ব্যয় সমস্তই ঠিক রহিয়াছে।

তিনি নির্জনে উপাসনা করিতেন, এবং বেদ ও মহম্মদের উদ্দেশ্য বিষয়ে চিন্তারত থাকিতেন। তিনি সম্যক্ ব্যগ্রতার সহিত পণ্ডিত, ধর্মযাজক এবং সরল ধর্মানুরাগীদিগের সহিত, ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং সুখের উপায়—এই দুইটি বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন।[৩৭] প্লেটো, বেকন, ডে'কারটে এবং আল্‌ঘাজালি সকলেই জগতের প্রচলিত দার্শনিক মতগুলি আলোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু চিন্তাশক্তির কার্য্যকারিতা বিষয়ে কেহই সত্যের প্রকৃত ভিত্তি নির্দেশ করিতে পারেন নাই। ধর্মাত্মা নানকের অন্তঃকরণও একটি বিশ্রাম বা বিরাম স্থানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি সে বিরাম স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশ হইলেন। পরিশেষে মানবের পরস্পর-বিরোধী বংশ এবং জাতি পরম্পরা এবং তাহাদের আচার-পদ্ধতি তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিল। নানক বলিতেন,—সকলই ভ্রান্তি। তিনি কোরাণ ও পুরাণ দুইই পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোথাও ঈশ্বরকে

শিখদিগের ইতিহাসে বর্ণিত আছে বাদসাহ বাবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানক কথাবার্ত্তা এবং আচার ব্যবহার দ্বারা সেই দুঃসাহসিক বাদসাহকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তিনি বাদশাহকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উভয়েই বাদসাহ; উভয়েই দশজনের বংশ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সমস্ত কথা শুনিয়া বাবর অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আমি কেবলমাত্র দুইটি উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; তন্মধ্যে একটি স্পষ্টতঃ 'আদিগ্রন্থের' 'আশারাগ' এবং 'তৈলঙ্গ' অংশ হইতে উদ্ধৃত। এই দুইটি স্থলেই সাধারণতঃ একটি গ্রাম ধ্বংসের বিবরণ এবং বাদসাহবেশে তাঁহার রাজ্য আক্রমণের বিষয় লিখিত আছে; মোসান ফাণী (Debistan. ii, 249) এক অমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, নানক আফগানদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া মোগলদিগকে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন।

৩৭। সাধারণতঃ সকলে বলিয়া থাকে, নানক সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি পারস্যে গমন করেন; তৎপর মক্কা দর্শন করিয়াছিলেন। (Compare Malcolm, Sketch, p. 16, and Forster, 'Travels,' i. 295-6)। কিন্তু তিনি কত বৎসর ধরিয়া এইরূপ দেশ পর্যটন করেন, এবং কোন দিন স্বদেশে ফিরিয়া আসেন,—তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চিত বিবরণ জানা যায় না। তাঁহার কতকগুলি সঙ্গী ছিল; তাহাদের মধ্যে 'রুবাবি' বা বীণাবাদক (অথবা সাধারণ ভাষায় গায়ক, অথবা বেহালার ন্যায় তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র-বাদক) মারদানা, তাঁহার অনুবর্ত্তী লেহনা, 'বালা' নামক সিন্ধুদেশীয় একজন জাঠ; এবং বুদ্ধ বা প্রাচীন নামে অভিহিত, রামদাস প্রভৃতির কথাই সচরাচর উক্ত হইয়া থাকে। চিত্রিত ছবিগুলিতেও মারদানা এবং নানক,—উভয়কেই একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত গল্পে জানা যায়, যখন মক্কায় গমন করিয়া নানক তথাকার একটি মন্দিরের দিকে পা দু'খানি ছড়াইয়া ঘুমাইতেছিলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে,—'তুমি কোন সাহসে ঈশ্বরের মন্দিরের প্রতি অবমাননা প্রকাশ করিলে?' নানক উত্তর করিলেন,—'এমন কি কোন স্থান আছে, যেখানে ঈশ্বর মন্দির নাই, এবং সেইদিকে তিনি পা দিবেন?' (Malcolm, Sketch of the Sikhs, p. 159) অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য, নানক মুসলমান দরবেশের বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মুলতানে একদল মুসলমান দরবেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নানক তাঁহাদের দলে গমন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, গঙ্গার স্রোতের ন্যায় তিনি পবিত্রতা সাগরে প্রবেশ করিতেছেন। (Compare Malcolm, Sketch, p. 21, and the Seir ool Mutakhereen' i. 311.)।

দেখিতে পান নাই।[৩৮] নানক স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন ; কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম পরিত্যাগ করিলেন ; সংসারে প্রবেশ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অবশিষ্ট অংশ ধর্ম প্রচারে অতিবাহিত হইল। তিনি সকলকে একই নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ জগদীশ্বরের উপাসনা করিতে; সৎপথে থাকিয়া ধর্মার্জন ও জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে, এবং ক্ষমা ও সহ্যগুণ শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। নানকের সদ্ব্যবহার, একাগ্র ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং প্রবৃত্তিজনক সদ্বক্তৃতা—সকলই প্রশংসার বিষয়। নানক বহুসংখক উৎসাহী, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং দৃঢ়বিশ্বাসী শিষ্য রাখিয়া, ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।[৩৯]

নানক পূর্ববর্তী ধর্মসংস্কারকদিগের প্রচারিত মতের সর্বশ্রেষ্ঠ সার অংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের গুরুতর ভ্রমগুলি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রামানন্দ এবং কবির প্রবর্তিত নরাকৃতি এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতাবিশিষ্ট ঈশ্বর উপাসনার পরিবর্তে, নানক গর্বসহকারে প্রচার করিলেন যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরবচ্ছিন্ন এবং সময়াতীত সত্ত্বা বিশেষ। তিনি সৃষ্টিকর্তা ; তিনি স্বয়ম্ভূ ; তিনি জ্ঞানাতীত ; তিনি অবিনশ্বর। তিনি বলিতেন,—সত্য এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর—উভয়ই এক। সত্য, সৃষ্টির পূর্ব হইতে বর্তমান। আমরা চতুর্দিকে

৩৮। নানকের উদ্দেশে একটি কবিতা প্রচলিত আছে। তাহার মর্ম এই ;—

'বহু শাস্ত্র. ধর্মগ্রন্থ করি অধ্যয়ন।
নাহি পান ঈশ্বরের কোন নিদর্শন॥
পুরাণ, কোরাণ আদি যত শাস্ত্র আর।
কিছুতে প্রত্যয় নাহি হইল তাঁহার॥'

আদি গ্রন্থে এই মর্মের আরও কবিতা আছে। অধিকন্তু 'রত্নমালা' নামক ক্রোড়পত্রাংশে নানক বলিয়াছেন,—'বেদ ও কোরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া মনুষ্য ক্ষণিক স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে পারে ; কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভ দুরূহ।'

৩৯। নানকের মৃত্যুকাল নির্ণয়ে সকল গ্রন্থেই একরূপ বর্ণনা দেখা যায় ; সকল গ্রন্থেই ১৫৯৬ বিক্রমজিৎ বৎসর বা ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ, নানকের মৃত্যু বৎসর বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। একখানি 'গুরমুখি' সারগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে. নানক সাত বৎসর, ৫ মাস এবং ৭ দিন ধর্মগুরু পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং হিন্দুদিগের 'অশোক' মাসের ১০ই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফরষ্টার ('Travels' i. 295) বলেন, নানক ১৫ বৎসর কাল দেশ পর্যটন করেন। লাহোর হইতে চব্বিশ মাইল দূরে ইরাবতী (Ravee) নদীতীরে 'কার্তারপুর' গ্রামে ইঁহার মৃত্যু হয়। তথায় তাঁহার পবিত্র নামে এক ধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহার দুইটি পুত্র সন্তান ছিল। জ্যেষ্ঠ 'শ্রীচান্দ'—একজন সন্ন্যাসী ছিলেন ; 'উদাসী' নামক একটি হিন্দু-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। কনিষ্ঠ 'লক্ষ্মীদাস' সর্বদা সুখসম্ভোগরত ছিলেন ; তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। নানকের বংশধর নানকপুত্রগণ 'সাহেবজাদা' কিংবা প্রভুপুত্র নামে পরিচিত। শিখজাতি তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান করে। বণিক সম্প্রদায়ের 'নানকপুত্র'গণ দেশের রাজার নিকট বিশেষ সত্ব বা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মোসন ফানী ('Debistan' ii, 253) প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, নানকের প্রতিনিধিগণ 'কারতারী' নামে অভিহিত। তাহারা কেবল কারতারপুরের অধিবাসী বলিয়াই ঐ নামে অভিহিত হয় না ; পরন্তু তাহারা ঈশ্বরের কার্যে বিশ্বাসী কিংবা বিশেষ পবিত্র বলিয়া ঐ 'কারতারী' নামে পরিচিত।

যাহা দেখিতে পাই ও জানিতে পারি, তাহার অন্তিম জ্ঞান ও কারণস্বরূপ সত্য বা ঈশ্বর চিরকাল বর্তমান থাকিবে।[৪০] মোল্লা, পণ্ডিত, দরবেশ এবং সন্ন্যাসী,—সকলকেই নানক সমভাবে শিক্ষা দিতেন। যিনি, অসংখ্য মহম্মদ, বিষ্ণু ও শিবের অবতার গ্রহণ এবং লয়প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, নানক সেই সর্ব-শক্তিমান, অনন্তকালস্থায়ী, অক্ষয়, অব্যয় ঈশ্বরের ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।[৪১] নানক বলিতেন, 'পুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, বীরোচিত কার্যকলাপ এবং জ্ঞানার্জন সকলই অমূলক। যে জ্ঞান অনন্তব্যাপী এবং অনন্তকালস্থায়ী,—তাহাই একমাত্র ঈশ্বরজ্ঞান।"[৪২]

৪০। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'আদিগ্রন্থের' 'গৌরী' রাগ নামক অংশ, এবং 'জপ' নামক মুখবন্ধ (সূচনা) অথবা 'অনুযোগ ও স্মৃতি' বিষয়ে প্রার্থনার অংশ দ্রষ্টব্য। Compare also Wilkins, Asiatic Researches, i. 285, &c.

'অকলপুরীক' বা সময়াতীত সত্তা, শিখদিগের ঈশ্বর নামের একটি সাধারণ সংজ্ঞা। ইংরাজী ভাষার প্রচলিত 'অলমাইটি' (Almighty,—সর্বশক্তিমান) শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। তথাপি গোবিন্দ দ্বিতীয় গ্রন্থের 'হুজারা শাব্দ' অংশে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, 'সময়ই' একমাত্র প্রকৃত এবং সত্য ঈশ্বর; জগদীশ্বর প্রথমেও বর্তমান ছিলেন, প্রলয়কাল পর্যন্তও বিদ্যমান থাকিবেন; ঈশ্বর অসীম অনন্ত ইত্যাদি।

মিল্‌টন 'সময়ের' সাময়িক এবং পরিমিত প্রয়োগ নির্দেশ করিয়াছেন। সেক্ষপিয়রও সময়ের একটি সীমা স্থির করিয়া দিয়াছেন:—

'কালগতি অনন্তের পথে প্রধাবিত।
পার্থিব স্থায়িত্বে তার সীমা নিরূপিত॥
বর্তমান, ভবিষ্যত, ভূত কালত্রয়।
সান্তভাবে অনন্তের সীমা নিরূপয়॥'
'Milton, 'Paradise Lost.' v.'

'চিন্তাশক্তি জীবনের হয় ক্রীতদাস।
জীবন কালের করে পুতলী ক্রীড়ার॥
কালের জগৎ-গতি নির্ণয়ে প্রয়াস।
একদিন অবশ্যই অবসান তার॥'
'Shakespeare, 'Henry iv. Part First' v. 4.'

ভারতবর্ষের আধুনিক দর্শন-শাস্ত্রাধ্যায়ী ধর্ম-সম্প্রদায়ের 'সাংখ্য, 'পৌরাণিক' এবং 'শৈব' নামক তিনটি শাখা আছে; তাহাদের মতে, 'কাল' বা সময়, মানসিক এবং ভৌতিক জগতের যথাক্রমে ২৭, ৩০ বা ৩৬টি সার-সমষ্টি বা প্রপঞ্চ সমূহের একটি। এইরূপে সময়ের পৃথক কার্য অথবা স্বতন্ত্র সত্তা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

৪১। আদি-গ্রন্থের পরিশিষ্টে নানকের নিম্নলিখিত কবিতাটি পাওয়া যায়। কতকগুলি ধর্ম-প্রবর্তক, গুরু-সন্ন্যাসি দলের বিবরণের পর এই কবিতাটি লিখিত আছে;—

'ঈশ্বরের ঈশ্বর যিনি, তিনিই ঈশ্বর।
সর্বশক্তিমান্ তিনি, তিনি পরাৎপর॥
হে নানক! ইহা তুমি জানিও নিশ্চয়।
অনন্ত গুণের কভু ধারণা না হয়॥

৪২। আদি-গ্রন্থের 'আশা' (Assa) নামক অংশের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

যে সকল গর্বিত ব্যক্তি স্বীয় কার্যে বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাসেই যাহারা অনন্ত জীবন বা মুক্তি লাভে প্রয়াসী হয়,—তাহাদিগকে তিরস্কার করিবার অভিপ্রায়েই যেন নানক বলিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র ঈশ্বরানুরাগৃহীত ব্যক্তিই তাহাদের একমাত্র ঈশ্বর।[৪৩] পরন্তু ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের এবং মানসিক বৃত্তিসমূহের সদ্ব্যবহারের সহিত ঈশ্বরানুগ্রহ বিজড়িত। এইসকল মানসিক এবং ইচ্ছাশক্তি যে যেমন পরিচালনা করিবে, সে সেই পরিমাণ ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে। নানক বলিতেন, —'বিবিধ পুণ্য কার্য, সততা, সাধুতা এবং সদাচার দ্বারা মুক্ত বা ঈশ্বরে লীন হওয়া যায়। মৃত্যুর পর জগদীশ্বর মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করেন, – কি কার্য্য করিয়াছ?'[৪৪] অধিকন্তু ধর্মগুরু মনুষ্যের কার্যের জন্য যথাযোগ্য অনুতাপ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন,—'যদি পাপী ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং আপনাকে পতিত মনে না করে, তাহা হইলে, সে কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হয়।'[৪৫]

নানক স্বদেশবাসিদিগের প্রচলিত দার্শনিক মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—জন্মান্তর এবং দেহান্তরগ্রহণে আত্মা শাস্তিপ্রাপ্ত এবং পাপমুক্ত হয়। ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিলে, আত্মা দেহান্তর গ্রহণে বিরত হইয়া থাকে। তিনি পরম সুখকেই আত্মা এবং ঈশ্বরের আবাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। তাঁহার মতে জীবন উড্ডীয়মান পক্ষীর প্রতিবিম্বস্বরূপ; কিন্তু মানবের আত্মা কুকালচক্রের ন্যায় দণ্ডের চতুর্দিকে অনবরত আবর্তন করিতেছে।[৪৬] অন্যান্য বিষয়েও প্রচলিত ভাষা এবং সাময়িক জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া, নানক একইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—'যে অন্ধকারেও (Unjan—অঞ্জন) উজ্জ্বল ও আলোক প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রজাল এবং প্রতারণায়ও (Maya—মায়া) যে বিচলিত ও মুগ্ধ হয় না; যে প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও বিশুদ্ধ এবং অকলঙ্কিত;—সেই ব্যক্তিই সুখের অধিকারী।'[৪৭] কিন্তু প্লেটো ও ব্যাসের রীতি অনুসারে নানক ভৌতিক জগৎ এবং সত্ত্বা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন—এরূপ অনুমান

৪৩। আদি-গ্রন্থের 'আশা রাগ' (Assa Rag) অংশের শেষ ভাগ এবং 'রত্নমালা' (Ruttun Mala) নামক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪৪। The Adee Grunt'h, Purbhatee Raginee. Compare Malcolm (Sketch, p. 161 &c.) and Wilkins, (As. Res. i. 289 &c.)

৪৫। 'নাসিউত নামে' (Nusseeut Nameh) বা 'ক্যারোন' নামক এক কল্পিত রাজার প্রতি নানকের তিরস্কারমূলক অংশ দ্রষ্টব্য। গ্রন্থে কিন্তু এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। হয়ত এই ব্যক্তিগত কিংবা নির্দিষ্ট প্রয়োগ, গ্রন্থের সাধারণ ভাবের উপযুক্ত নহে বলিয়া ইহার বিবরণ উল্লিখিত হয় নাই। ফলতঃ, যদিও ইহাতে নানকের মানসিক ভাব বর্তমান আছে, তথাপি নিশ্চিতরূপে ইহা নানকের রচিত বলিয়া মনে করা যায় না।

৪৬। 'Adee Grunt'h', end of the 'Assa Reg'.

৪৭। 'Adee Grunt'h',in the 'Sohee' and 'Ramkullee' portions. (আদি গ্রন্থের 'সোহি' এবং 'রামকালি' অংশ দ্রষ্টব্য)।

করা অবিধেয়।[৪৮] মানবদেহ পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয় এবং আত্মা চিরকালব্যাপী পাপ ও নরকাগ্নির যন্ত্রণাভোগ করে,—নানক এইরূপ ধর্মশিক্ষা দিতেন না। পুণ্যকার্য দ্বারা ঘোর নারকী, পাপা সক্ত আত্মারও পবিত্রতা জন্মে এবং আত্মা পর্যায়ক্রমে নূতন দেহ ধারণ করে,—এবম্প্রকার ধর্মোপদেশ প্রদান করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়া

৪৮। অধ্যাপক উইলসন, ('As. Res', xvii 233 and Continuation of 'Mill's History of India', vii. 101, 102) নানকের ধর্মজ্ঞান এবং মতগুলিকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেন; যেহেতু উহা বেদান্তদর্শন এবং জড়-জাগতিক ঔদাসীন্যের আদর্শ বোধক সূক্ষ্মতর উপলব্ধি। জগদীশ্বরের সর্ব-শক্তিমত্তা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বড়ই সুকঠিন। এরূপ হইলে কোন না কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দোষে কলুষিত হইতেই হইবে। রাজনৈতিক কবি মিল্টন যখন ভাবিতেন,—'শরীর আত্মার দিকে ধাবমান', তখন হয় ত কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল (Paradise Lost, v); কিন্তু ধর্মগুরু প্রেমোন্মত্ত সেন্ট পল যখন বলিয়াছেন, 'ভৌতিক দেহ রোপিত হইয়াছে এবং স্বর্গীয় দেহে উন্নীত হইবে; (Corinthians, xv. 44) তখন কি তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত? অথবা তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করিতে হইবে? 'জগদীশ্বর কি স্বর্গ এবং পৃথিবীকে পূর্ণ করেন নাই? বা জগদীশ্বর পৃথিবী ও স্বর্গে বিরাজমান নহেন,' (Jeremiah xxviii. 24); যে জগদীশ্বরে আমরা বাস করি, গমনাগমন করি এবং যাঁহাতে আমাদের জীবন অধিষ্ঠিত' (Acts, xvii, 24); 'যাঁহা হইতে, যাঁহার জন্য এবং যাহার কর্তৃত্বে আমরা সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হই (Romans xi. 36); এই সকল বাক্যাবলী পাঠ করিয়া কি বলিতে হইবে যে, ঈশ্বরপ্রেরিত দূত এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ নাস্তিক ও দেহাত্মবাদী ছিলেন? যাহা হউক, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জেরিমিয়া, পল এবং নানকের, দার্শনিক মত প্রচার ভিন্ন আরও অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা লোকের মনে ঈশ্বরের মহত্ব এবং সততা বদ্ধমূল করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে ভাষা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং যে ভাষা কখনও কাহাকেও বিপথগামী করিবে না তাঁহারা সেই চলিত ভাষার সাধারণ প্রয়োগই এ কার্য সাধনের বিশেষ উপযোগী মনে করিয়াছিলেন।

শিখ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম,—এতদুভয়ের মধ্যে যথাক্রমে যে সাদৃশ্য এবং মতদ্বৈধ প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে অধ্যাপক উইল্‌সন ('As. Res.' xvii 233, 237, 238) সহিত মোসান ফাণার (Debistan. ii. 269, 270, 285, 286) তুলনা করা উচিত। ইঁহাদের উভয়ের সহিত আবার 'সৈর-উল মুতাক্ষরীণ' (i. 110) মিলাইয়া দেখা কর্তব্য। ইঁহাদের প্রত্যেকের বর্ণনাই সত্য। তাঁহাদের একজন শিখ-দিগের—প্রধানতঃ গঙ্গার নিকটবর্তী প্রদেশের শিখদিগের - অসম্পূর্ণ এবং কুরীতিমূলক ধর্মবিশ্বাস বিস্তৃত-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন; অপর জন নানক প্রবর্তিত যে ধর্মশিক্ষা পণ্ডিতগণ সচরাচর প্রচার করিয়া থাকেন, সেই প্রচলিত ধর্মের প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত যে নানক এবং গোবিন্দ প্রবর্তিত শিক্ষা, মহম্মদ প্রভৃতি প্রচারিত ঈশ্বর-ভক্তির সমাধি ও সমাপ্তি মাত্র:—শিখদিগের ইহাই বিশ্বাস। মোজেস, এব্রাহাম, মাইকেল ও গেব্রিল প্রভৃতি স্বর্গীয় দূতের প্রতি খৃষ্টানগণ যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা শিখদিগের ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং অন্যান্য স্বর্গীয় দেবতার উপাসনা,- অধিকতর অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। মধ্যযুগের খৃষ্টধর্মপ্রচারকগণ, খৃষ্টধর্মের সার নিয়ম পরিত্যাগ করতঃ, কেবলমাত্র ভাষার উপর নির্ভর করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন বহু দেবার্চনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শিখদিগের ঈশ্বরোপাসনা, খৃষ্ট-প্রচারকদিগের একেশ্বরবাদিতা অপেক্ষা অধিকতর উপেক্ষণীয়।—Hallam, 'Middle ages.' iii. 346.

নানকের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত নহে।[৪৯] নানক আরবদেশীয় ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদ এবং হিন্দুদিগের ঈশ্বরাবতার-সমূহেরও উল্লেখ করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রতারক অথবা কুরীতি-প্রবর্তক বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, এই সকল মহাত্মা সত্য সত্যই ঈশ্বর-প্রেরিত। তবে তাঁহাদিগের এত চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও পাপের প্রাধান্য বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন। নানকের মতাবলম্বিগণ নানককেই অবতার বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, পতিত পাপীগণের উদ্ধারকল্পে—স্বদেশ এবং স্বজাতিবর্গের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য—তিনি যেন স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে, নানকও আপনাকে সেইরূপ মনে করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।—নানক কোন বিশেষ দেবতার উপাসনার প্রথা ও শিক্ষা দেন নাই। সর্বত্র সকল সময়ে তাঁহার ধর্মমত সকলেই গ্রহণ করিতে পারিত। নানক বলিতেন,—তিনি ঈশ্বরের একজন ক্রীতদাস এবং সর্বশক্তিমানের একজন আজ্ঞাবাহী দূত মাত্র। নানক সর্ববাদিসম্মত সত্য ধর্মই আপন দৌত্য-কার্যের একমাত্র অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ছিলেন।[৫০] তাঁহার গ্রন্থসমূহ বিবেক

নানক পৌরাণিক বার্তাগুলির নৈতিক ব্যবহার করিতেন। এ সম্বন্ধে ওয়ার্ডের 'হিন্দু' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য (Ward on the Hindoos, iii. 465)। বস্তুতঃ নানক সর্বদাই হিন্দুদিগের ধর্মজ্ঞানের উল্লেখ করিতেন; কিন্তু তিনি পৌত্তলিক ছিলেন না। আর একটি বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সেণ্ট জন গ্রীকদিগের দর্শন-শাস্ত্র হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতেন; সেণ্ট পলও গ্রীক কবিগণের কাব্যের উপযুক্ত প্রয়োগ করিতে পারিতেন। বহুকাল হইল, মিল্‌টন ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন (Speech for the Liberty of Unlicensed Printing). প্রাচীনকালে 'ডাইনি' বৃক্ষের পত্র যীশুখৃষ্টের দৌত্যের ভবিষ্যব্যঞ্জক বলিয়া উক্ত হইত। এক্ষণে এই সকল বাক্যের কৃত্রিমতা উপলব্ধি হইয়াছে; খৃষ্টধর্মপ্রচারকগণ এক্ষণে আর বহু-দেবার্চনা-দোষে দূষিত নহেন। এখন আর তাঁহারা এমালথিয়া বা জুপিটারের ধাত্রীকে কুমারী 'মেরীর' প্রকৃত প্রতিকৃতি মনে করিয়া কলুষিত নহেন।

৪৯। 'আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ' সম্বন্ধে সাধারণতঃ মুসলমানগণ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, ইহজন্মের দুষ্ট আত্মা পরজন্মে তাহার পূর্বাবস্থা এবং গত শাস্তির কথা স্মরণ করে না; সুতরাং পরজন্মে পবিত্রতাসম্বন্ধে আত্মার স্বাভাবিক কোনও উত্তেজনা-শক্তি থাকে না। আদমের পাপ-জ্ঞান এবং তাহার ফলস্বরূপ আদমের বংশধরগণের পাপাসক্তির বিষয় মুসলমানগণ কখনও স্বীকার করে না। ইন্দ্রিয়সমূহের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি হইতে আত্মা পরিশেষে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে,—ব্রাহ্মণদিগের ইহাই নীতি। মিশর দেশীয় প্রচারকগণের মত এই যে,—বিচারের দিন নশ্বর এবং পাপ দেহ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়। নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, এ বিষয়ে মিশরীয়দিগের মত অপেক্ষা ব্রাহ্মণদিগের মতই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন। মোজেস যদিও এ বিষয়ে উদাসীন, তথাপি 'ইজরাইল'দিগের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। ইহাতে অন্যান্য ধর্মমত প্রচারে বহুদিন পর্যন্ত বাধা জন্মিয়াছিল; অলৌকিক কার্যসমূহে লোকের বিশ্বাস হওয়ায়, সাধারণের মনে এই বিশ্বাসও প্রবলরূপে পুনর্জীবিত হইয়াছিল। (See also note, P, 33-34).

৫০। নানকের উপদেশের মর্ম এই;—জগদীশ্বরই সর্বেসর্বা; মানসিক পবিত্রতাই প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রার্থনীয় এবং সাধনীয় বস্তু। নানক সকলকে আত্মোৎসর্গ এবং আরাধনা শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, পূর্ববর্তী প্রবর্তকগণের প্রচারিত ধর্ম ও ঈশ্বর-নীতি সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। তিনি কখনও আপনাকে অপরাপর সকল প্রবর্তকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অসাধারণ গুণ ও শক্তিশালী

এবং আত্মোৎসর্গ বিষয়ক উপদেশে পরিপূর্ণ।[৫১] তিনি তাহার রচনাবলিকে ঈশ্বর-বাক্যের প্রকৃত অনুলিপি মনে করিয়া, তাহার কোনও অভিনব যোগ্যতা বা গুণ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হন নাই; অথবা তিনি কখনও স্বীয় ধর্মের প্রচার করিতে অলৌকিক কার্যের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই; কিংবা অলৌকিক কার্যকলাপেই যে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের সত্যতা উপলব্ধি হইবে,—নানক সে কথাও কখনও প্রকাশ করেন নাই।[৫২] তিনি বলিতেন,—'এক ঈশ্বর বাক্য ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র-সাহায্যে যুদ্ধ করিও না; ধর্ম-নীতির পবিত্রতা ভিন্ন, নিষ্ঠাবান্ ধর্মগুরুর অন্য কোন উপায় বা অস্ত্র নাই।'[৫৩] নানক বলিতেন,—'পৃথিবীতে পুণ্যকার্যরত ধার্মিক যোগীর পক্ষে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ অথবা সংসার-ধর্ম পরিত্যাগ করা অকর্তব্য। সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের নিকট সাধু ও গৃহী সমভাবে প্রিয় এবং আদরণীয়।' যদিও তাঁহার নিজ দৃষ্টান্তে বুঝা যাইত যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বীয় স্বভাবজাত ধর্ম-কর্ম-সাধন কর্তব্য; তথাপি, তিনি, তাঁহার সমসাময়িক বল্লভের ন্যায় বিবাহিত গুরুর প্রতি কোনরূপ ঘৃণার ভাব প্রকাশ করেন

মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, অন্যান্য সকলের ন্যায় জনসাধারণের মধ্যে তিনিও একটি ক্ষুদ্র প্রাণী-বিশেষ। তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে পবিত্র জীবন যাপন করিতে তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন। (Compare the Dabistan, ii. 249, 250, 253 ; and see Wilson, As. Res. xvii. 234, for the expresion 'Nanuk thy slave is a free-will offering unto thee.'—অর্থাৎ 'হে পরমপিতা? নানক আপনারই ভৃত্য। আপনি তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন; আপনাকে আরাধনা করিতেছি।')

৫১। মুসলমান গ্রন্থকর্তৃগণ নানকের পুস্তকগুলি এবং উপদেশসমূহ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। (Compare the 'Seir-ool-Mutakhereen', p. 110, 111 and the 'Dabistan', ii. 251, 252.)

এসিয়াবাসীদিগের এই সকল প্রশান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ নীতির সহিত ইউরোপের 'ব্যারণ হ্যাজেলের' মত মিলাইয়া দেখিলে, অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যারণ হ্যাজেল (Travels, p, 283) বলেন, গুপ্ত, অনির্দিষ্ট, অসার এবং মিথ্যা তত্ত্বের মিশ্রণে গ্রন্থ (Grunt'h) পরিপূর্ণ। তিনি স্বীকার করেন যে, শিখগণ একই ঈশ্বর উপাসনা করে; পৌত্তলিকতায় ঘৃণা করে; এবং অন্ততঃ কাল্পনিক জাতিভেদ অবমাননা করিয়া থাকে।

৫২। আদি গ্রন্থের ('Adee Grunt'h) শ্রীরাগ ('Sirree Rag') অধ্যায় বিশেষরূপ দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের 'মাজভর' (Majhvar) অংশে বর্ণিত আছে যে, নানক অলৌকিক কার্য সম্পাদনে পারদর্শী একজন প্রতারককে বলিয়াছিলেন,—'তুমি অগ্নি মধ্যে অক্ষত দেহে বাস কর; চির তুষারাচ্ছন্ন স্থানে অক্ষত শরীরে কালযাপন কর; প্রস্তর খণ্ড তোমার খাদ্য হউক; তুমি পদ সঞ্চালনে বৃহৎ মৃত্তিকা রাশি দূরে নিক্ষেপ কর; এবং তুলাদণ্ডে স্বর্গ পরিমাপ কর। তারপর তুমি জিজ্ঞাসা করিও, নানক কি অস্বাভাবিক কার্য সম্পন্ন করিতে পারে?'

ষ্ট্রস (Strauss, 'Life of Jesus', ii. 237) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যীশুখৃষ্টও অলৌকিক কার্য সাধনের উপায় অনুসন্ধান বিষয়ে বিশেষ ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন (John, iv. 48); ষ্ট্রস বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরাদিষ্ট দূতগণ কখন বাক্যে কিংবা লেখনীমুখে কোন অস্বাভাবিক কার্যের উল্লেখ করেন নাই।

৫৩। Malcom, 'Sketch', p. 20, 21, 165.

নাই।[৫৪] হিন্দুগণ গো-জাতির পুজা করেন এবং মুসলমানগণ শূকরের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন। দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধভাবাক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার সময়ে নানক বিজ্ঞতার ও সমদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে হয় ত নানক শিক্ষাজনিত কুসংস্কার ও স্বাভাবিক নম্রতার কতকটা প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—'বিধর্মীদিগের দুইটি অধিকার। এক শ্রেণীর—গোজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন; অন্য শ্রেণীর—শূকর জাতির প্রতি জাত-ক্রোধ। কিন্তু যাহারা কোন জীবন্ত প্রাণীর প্রাণহাণি করে না, গুরু এবং পণ্ডিতগণ তাহাদিগকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন।'[৫৫]

এইরূপ নানক, বহুকাল-প্রচলিত পুঞ্জীকৃত কুসংস্কার এবং কুরীতি হইতে তাঁহার শিষ্যদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন। চিত্তের একাগ্রতা এবং স্বাভাবিক আচার-ব্যবহারের উৎকর্ষ-সাধনই শ্রেষ্ঠ ও প্রথম কর্তব্য রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগকে সাহস এবং স্বাধীনতা প্রদান করেন; তাহাদিগের মনের সন্দেহ ভঞ্জন হয়। পরন্তু নানক কোন নির্দিষ্ট নিয়ম প্রবর্তিত করিয়া শিষ্যদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই। এইরূপে সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হওয়ায়, দৃঢ়বিশ্বাসী উপাসকের দল ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে; একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত হয়; নানকের সংস্কার-নীতির সাক্ষাৎ-ফলস্বরূপ ধর্মবিষয়ক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। ধর্মবিশ্বাসীগণ, 'শিখ' অথবা শিষ্য নামে অভিহিত হইত;

৫৪। 'Adee Grunt'h' particularly the 'Assa Ragince' and 'Ramkullee' Raginee (Compare the Dabistan, ii. 271):—'আদি-গ্রন্থের' অশ্ব রাগিণী এবং রামকালী রাগিণী বিশেষরূপ দ্রষ্টব্য।

৫৫। আদিগ্রন্থ, 'মাঝ' অধ্যায় (Adee Grunt'h, Majh chapter)। ম্যাল্‌কমের সারসংগ্রহ, ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য (note and Page 137) এস্থলে বর্ণিত আছে যে, নানক শূকরের মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে হিন্দুদিগের পক্ষে গৃহপালিত শূকর-ছানার মাংস সকল সময়েই জাতিধর্ম-নাশক। (Munnoo's Institutes', v. 19) 'দেবীস্থানে' (Dabistan. ii. 24) লিখিত আছে, নানক মাদক দ্রব্য (মদ্য) এবং শূকরের মাংস খাইতে নিষেধ করেন। বস্তুতঃ, খাদ্য নির্দেশ সম্বন্ধে বিপরীত মতব্যঞ্জক অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। ওয়ার্ড (Ward 'On the Hindoos', iii. 466) সপ্রমাণ করিয়াছেন, যাহারা মাংস ভক্ষণ করে, নানক তাহাদিগকে নির্দোষী বলিয়াছেন। নানক আরও বলিয়াছেন, যে শিশু মাতৃস্তন্য পান করে, সে শিশু কাজে কাজেই মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। 'গুর রত্নাবলীগ্রন্থ' ('Goor Ratnaolee') রচয়িতাও সেই মত কিয়ৎ-পরিমাণ অনুসরণ করিয়াছিলেন,—'মনুষ্য স্ত্রীলোক বিবাহ করে না কি? ধর্মপুস্তক পশু-চর্মে বন্ধন হয় না কি!'

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ সময়ে সময়ে নানকের সাধারণ নিয়মগুলির অযথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ ব্যাখ্যায় ব্যবহারিকভাবে পশু-জীবনরক্ষার বিষয় বুঝা যায়। (Wilson, As. Res,, xvii. 233) কিন্তু শিখদিগের এইরূপ কোন মনোভাব বুঝা যায় না। জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ মাছি ও পিপীলিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে এত অধিক সাবধান যে, এইরূপ প্রথা দৃঢ়রূপে অবলম্বন করায় তাহাদিগকে সকলেই উপহাস করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের কতকগুলি 'রোমান ক্যাথেলিক' খৃষ্টান সম্প্রদায়ও এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ভুপালের 'ক্যাথলিক' সম্প্রদায়গুলি, 'লেণ্টের' সময় (চল্লিশ দিনের উপবাস-পর্ব) নিত্য-ব্যবহার্য অপরিস্কৃত শর্করা ব্যবহার করেন না; কেননা, চিনি প্রস্তুত হওয়ার সময় বহু প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে।

তাহাদিগকে কেহই অধীনস্থ প্রজা বলিয়া মনে করিত না। সমাজ-সংস্কার এবং রাজনৈতিক উন্নতি-বিধানে নানক কোনও সহজবোধ্য ধীর-গম্ভীর মতের অধিকারী ছিলেন,—এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব ও অনাবশ্যক। সময় স্রোতে শিষ্যদিগের উন্নতি-বিধান ন্যস্ত করিয়া, তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ধর্মসম্প্রদায় সঙ্কীর্ণ, এবং সমাজের অবস্থা অনুপযোগী মনে করিয়া, তিনি আপনাকে ধর্মবিধি-প্রণয়নকর্তা বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন নাই। মনুর বিধি-বিধান ধ্বংস-করণ, কিম্বা জাতি ও বংশ-পরম্পরার স্মরণাতীত রীতি-নীতির পরিবর্তন-সাধন,—তিনি সম্ভবপর বলিয়া মনে করেননাই; তাঁহার পক্ষে সে বিষয় সহজসাধ্যও ছিল না।[৫৬] যাহাতে তাঁহার শিষ্যগণ কোন একটি সম্প্রদায়-বিশেষ গঠন করিতে না পারে, এবং যাহাতে তাঁহার সর্ব-সামঞ্জস্য-ব্যঞ্জক ধর্মনীতিসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম-মতের ন্যায় পৃথক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত না হয়,—সেই সম্বন্ধে তিনি অসাধারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার চিন্তাশীল নিষ্ঠাবান্ সন্ন্যাসী পুত্রকে ধর্মাধিকরণের উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত করিয়া, তিনি আপন উদ্দেশ্য-সাধন-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত হয়, নানকের মৃত্যুকাল উপনীত হইলে, তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণকে ডাকিয়া তাহাদের যোগ্যতা এবং আনুগত্যের পরীক্ষা করেন; পরিশেষে সরল ও অনুরাগী লেহনাকে 'শ্রেষ্ঠ'-পদে বরণ করিয়া যান। সশিষ্য নানক যখন পদব্রজে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পথিঃপার্শ্বে একটি মনুষ্যের মৃতদেহ দৃষ্টগোচর হয়। তাহা দেখিয়া নানক বলিলেন,— 'যদি আমাতে তোমাদের ভক্তি থাকে, তাহা হইলে এই খাদ্য (মৃতদেহ) ভক্ষণ কর।' লেহনা ব্যতীত আর সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। লেহনা, হাঁটুর উপর ভর দিয়া উপবেশন করিয়া, মৃতদেহের আবরণ উন্মোচন করিল, এবং মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া নরমাংস ভক্ষণের

৫৬। ম্যাল্‌কম ('Sketch' pp. 44, 147) বলেন,—নানক হিন্দুদিগের সামাজিক নিয়মের কিছুই পরিবর্তন সাধন করেন নাই। ওয়ার্ড (Hindoos, iii. 463) বলেন, শিখদিগের আদালত কিম্বা ফৌজদারী সম্বন্ধীয় কোন আইন ছিল না। প্রাচীন খৃষ্টানদিগের সংহিতা বা আইনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ নিন্দা বা প্রশংসা করা যাইতে পারে। আমরা জানি, শিষ্যগণের সন্দেহ ও কুসংস্কারের জন্য এবং প্রমাণ-সিদ্ধ কোন নীতির অভাবে খৃষ্টধর্ম-প্রচারকগণকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল (Acts. xv. 20, 28, 29, and other passages)। ইংলণ্ডের ধর্মমন্দির-বিষয়ক সপ্তম সংখ্যক নিয়মাবলী, এবং 'স্কট'দিগের ধর্ম-স্বীকারের (Scottish Confession of Faith), উনবিংশ অধ্যায় পাঠে, ধর্মপ্রচারে আধুনিক ধর্মাচার্যদিগের বর্তমান বিরক্তির ভাব জানা যায়। ইহুদীদিগের আইনের জন্য খৃষ্টানগণ কিরূপ দায়ী এবং শিখগণের জাতি-ব্যবহার ও মনুপ্রবর্তিত নিয়মসমূহ শিখদিগের অগ্রাহ্য করা কর্তব্য কিনা,—এ সম্বন্ধে যে বহুকাল ধরিয়া বাদানুবাদ চলিবে,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্বে 'জুডা' জাতীয় এক খৃষ্ট-সম্প্রদায় ছিল; এক্ষণে ব্রাহ্মণ জাতীয় শিখ বর্তমান। তাহাদের এক সম্প্রদায় শূকর স্পর্শ করে না; অপর সম্প্রদায়ের মতে গো-জাতি পবিত্র। একই বংশ ও একই জাতীয় পরিবারের মধ্যে পরস্পর বিবাহ কার্য নির্বাহ হইতে পারে,—এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল থাকায়, জাতিভেদ রহিত হওয়া অসম্ভব। (Compare 'Ward on the Hindoos', iii. 459; Malcolm, 'Sketch', p. 157 note; and 'Forster's Travels', i. 293, 295, 308)

উপক্রম করিতেই সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিল, সেখানকার মৃতদেহ অন্তর্ধান হইয়াছে এবং তাহার স্থানে নানক পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন গুরু তাঁহার বিশ্বাসী শিষ্যকে আলিঙ্গন করিলেন; বলিলেন—তাঁহাতে ও শিষ্যতে কোনই প্রভেদ নাই; তাঁহার আত্মা সর্বদা শিষ্য-দেহে বিরাজমান থাকিবে।[৫৭] তখন নানক লেহনার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'আঙ্গ-ই-খুদ' অথবা 'অঙ্গদ' (নিজ দেহ) এই নাম রাখিলেন।[৫৮] এইরূপ গল্পের ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, শব্দ-সাধন সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক,—শিখদের কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, পরবর্ত্তী প্রত্যেক গুরুর দেহে নানকের আত্মা অবতাররূপে আবির্ভূত হইতেন।[৫৯] 'অঙ্গদ' শিখদিগের গুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নানক যে ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র শ্রীচাঁদ[৬০] কার্য্যতঃ তাহাই করিয়া বসিলেন; তিনি 'উদাসী' (পার্থিব চিন্তায় সম্পূর্ণ উদাসীন) নামক হিন্দু-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার গুরু-পদে বরিত হইলেন।

৫৭। অনেক পঞ্জাবী গ্রন্থকার এই গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডাক্তার ম্যাক্গ্রীগরও তাঁহার শিখ-ইতিহাসে (i. 41) প্রকারান্তরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পর্যায়ক্রমে চারি যুগেই গাভী, ঘোটক, হস্তী ও নরবলীর প্রথা প্রচলিত ছিল,—দেবীস্থানে ('Dabistan', ii. 268, 269) এইরূপ গল্প বর্ণিত আছে। তাহাতে জানা যায়, নরমাংসাশী পুণ্যাত্মাগণ মুক্তিলাভ করিত এবং হত ব্যক্তি পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইত।

৫৮। Compare Malcolm, 'Sketch of the Sikhs', p. 24, note.

৫৯। এই বিশ্বাস শিখ-ধর্মের একটি নীতি বিশেষ। Compare the 'Dabistan (ii. 253, 281)—দেবীস্থান দ্রষ্টব্য। 'দেবীস্থান'-রচয়িতা মোসান ফাণীর নিকট গুরু হরগোবিন্দ 'নানক' নাম দস্তখত করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন।

৬০। উদাসীনদিগের কতক বিবরণের জন্য উইল্সনের 'এসিয়াটিক রিসার্চ', সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Wilson, 'Asiatic Researches. xvii. 232) এই সম্প্রদায় এক্ষণে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সভ্যগণ শিখদিগের সহিত ঘনিষ্টতার জন্য বিশেষ অভিমানী; ইহারা সকলেই নানকের 'গ্রন্থ' ব্যবহার করে এবং তৎপ্রতি ভক্তি করিয়া থাকে।

টীপ্পনী—নানকের সম্বন্ধে আরও গল্প জানিবার ইচ্ছা হইলে, উৎসুক পাঠকগণ ম্যাল্কমের 'সার-সংগ্রহ' ('Maleolm's 'Sketch') 'দেবীস্থানের' দ্বিতীয় পুস্তক (Second volume of the 'Dabistan') এবং ডাক্তার ম্যাক্গ্রীগরের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, নব-সংস্করণ (Dr. Macgregor's History, first volume) আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন। মূলগ্রন্থে কিংবা 'নোটে' ইহা সন্নিবিষ্ট করা আবশ্যক মনে হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ; গোবিন্দকর্তৃক শিখ-ধর্মের সংস্কার-সাধন।

১৫২৯—১৭১৬।

[গুরু 'অঙ্গদ' ;—গুরু অমর-দাস এবং 'উদাসী' সম্প্রদায় ;—গুরু রামদাস ;—গুরু অর্জুন ;—'প্রথম গ্রন্থ' এবং শিখদিগের সমাজ-গঠন ;—গুরু হরগোবিন্দ এবং শিখদিগের সৈনিক-সম্প্রদায় ; —গুরু হরগোবিন্দ রায় ;—গুরু হরকিষেন ;—গুরু তেগ বাহাদুর ;—গুরু গোবিন্দ এবং শিখ-দিগের রাজ-নৈতিক ব্যবস্থা ; —গোবিন্দের অনুবর্তী বান্দা বৈরাগী ;—শিখদিগের প্রসার বৃদ্ধি।]

১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে নানক পরলোক গমন করেন। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য অঙ্গদ শিখ-দিগের গুরু-পদে অভিষিক্ত হন। অঙ্গদ ক্ষত্রিয় জাতির 'তিহুন' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বিপাশা নদীর তীরবর্তী গেণ্ডালের নিকট কাডুর নামক স্থানে ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অঙ্গদের ধর্মাধিকরণ-কালের বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে তিনি নানকের পুরাতন সহচর বালা-সিন্ধুর নিকট নানকের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়া ছিলেন, নানকের অর্চনা বা সেবার সময় যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং নানকের প্রকৃতি-সম্বন্ধে নিজে যাহা অনুধাবন করিয়াছিলেন,—কেবলমাত্র সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তীকালে সেইগুলি একত্রিত হইয়া 'গ্রন্থে' সন্নিবেশিত হয়। মহাত্মা নানক তাঁহাকে যে শিক্ষা—যে নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, অঙ্গদ আজীবন তাহাতেই দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন, এবং তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। অঙ্গদ তাঁহার দুইটি পুত্রের কাহাকেও ধর্মাধি-করণের বা আপন উত্তরাধিকারিত্বের উপযুক্ত মনে করেন নাই। সেই জন্যই 'উমারদাস' নামক একজন পরিশ্রমী ও ধর্মনিষ্ঠ অনুচরকে প্রচার কার্যে ও ধর্মাধিকরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন।[১]

উমারদাসও গুরুর ন্যায় ক্ষত্রিয় বংশ-সম্ভূত ; কিন্তু তিনি 'ভালে' শাখার অন্তর্ভুক্ত। বহু ব্যক্তিকে স্বধর্মে শিষ্যরূপে দীক্ষিত করিয়া, উমারদাস ধর্মপ্রচারে বিশেষ কৃতকার্য

১। অনেকে বলেন, অঙ্গদ ১৫৬১ সম্বৎ বা ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেহ বলেন,—১৫৬৭ সম্বৎ অথবা ১৫০০ খৃষ্টাব্দে অঙ্গদ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। সাধারণতঃ সকলেই ১৬০৯ সম্বৎ (১৫৫২ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার মৃত্যুকাল নির্দেশ করেন। কখন কখন বা তাঁহার মৃত্যুবৎসর কিছুকাল পূর্বে নির্ধারিত হয়। শিখদিগের বিবরণে, মাস ও দিনের কথা উল্লিখিত আছে ; কিন্তু তাহা বিশ্বাস করা যায় না। ফরষ্টার (Forster, 'Travels', i, 296) ১৫৪২ সম্বৎ অঙ্গদের মৃত্যু তারিখ নির্দেশ করিয়াছিলেন। হয়ত, ভ্রমবশতঃ ১৫৫২ সম্বৎ স্থলে ১৫৪২ সম্বৎ মুদ্রিত হইয়াছে।

হইয়াছিলেন। কথিত হয়, – সহিষ্ণু আকবরও মনোযোগ সহকারে তাঁহার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। অঙ্গদের শিষ্যমণ্ডলীর ন্যায় নানকের পুত্র শ্রীচাঁদের অনুচরগণও 'প্রথম গুরুর' শিষ্য বলিয়া মনে হইত। উমারদাস ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, সংসারত্যাগী 'উদাসিগণ' কর্মকুশল সংসারাসক্ত 'শিখ'-সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই ঘোষণা প্রচারে বহু সম্প্রদায়ের আধিপত্য-হেতু শিখধর্ম কলুষিত বা বিলুপ্ত না হয়, উমারদাস তাহার উপায়-বিধান করিলেন।[২] উমারদাসও নানকের ন্যায় গর্বের সহিত বলিতেন,— 'অগ্নিতে যাহার বিনাশ নাই, কিন্তু অনুতাপানলে যিনি দগ্ধীভূত, তিনিই প্রকৃত সতী। অনুতপ্ত দীন ব্যক্তিই ঈশ্বরোপাসনায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে। উমারদাস ধীরে ধীরে কু-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিলেন; কঠোর বিধি-বিধান প্রবর্তিত না করিয়া প্রাণের ভিতর বিশ্বাসের বীজ বপন করিলেন; জনসাধারণকে সদ্ব্যবহারে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে দোষ-সংশোধনের পথ প্রদর্শন করিলেন।[৩] উমারদাস প্রায় সাড়ে বাইশ বৎসর গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার একটি পুত্র এবং একটি কন্যা ছিল।[৪] কন্যার অকৃত্রিম পিতৃভক্তিতে এবং সেবাব্রতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন; কথিত আছে, তজ্জন্য অপরাপর শিষ্যগণ অপেক্ষা স্বীয় জামাতাকে তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন এবং পরিশেষে তাহাকেই 'বারকাত' বা গুরুর ন্যায় গুণসম্পন্ন বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও কথিত আছে, তাঁহার সেই উচ্চাভিলাষিণী কন্যার নিকট গুরু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন,—কন্যার সন্তান-সন্ততিই পর্যায়ক্রমে গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইবে।

উমারদাসের জামাতা রামদাস ক্ষত্রিয় বংশের 'সোধি' শাখার অন্তর্ভুক্ত। স্ত্রীর ভালবাসার এবং গুরুর মনোনয়নের তিনি উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। বাদসাহ আকবর রামদাসকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; রামদাসকে তিনি কিছু ভূ-সম্পত্তিও প্রদান করিয়া-

২। ম্যাল্‌কম (Malcolm, 'Sketch', p. 27) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, উমার দাস এই পার্থক্য বিধান করেন। দেবীস্থানে (Dabistan, ii, 571) বর্ণিত আছে, সাধারণতঃ শিখদিগের গুরুগণই এই স্বাতন্ত্র্য প্রবর্তন করেন। ইদানীং কতকগুলি শিক্ষিত শিখ মনে করে যে, উদাসী এবং নানকের প্রকৃত শিষ্যগণের মধ্যে এই পার্থক্য অর্জুনই প্রথমতঃ প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

৩। 'আদি-গ্রন্থের' ('Adee Grunt'h, 'Soohee' Chapter) 'সুহি' অধ্যায়ের যে অংশ উমার দাস রচিত,—তাহাই দ্রষ্টব্য। ফরষ্টার (Forster, 'Travels' i, 309) বলেন,—নানক সতীদাহ নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং বিধবাবিবাহ অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন নাই। প্রথমতঃ আকবর ও জাহাঙ্গীর (Memoirs of Jehangheer), এবং পরবর্তীকালে ইংরেজগণ, এই কু-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা এইরূপ আত্মোৎসর্গ নিবারণের কোন চেষ্টা হয় নাই।

৪। উমারদাসের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে সকল স্থলেই একরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই সকল বর্ণনানুসারে উমারদাস ১৫৬৬ সম্বৎ বা ১৫০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল, ১৬৩১ সম্বৎ (১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে) স্থির নির্দিষ্ট হইয়াছে। একস্থলে এই বিবরণে ব্যতিক্রম দেখা যায়; তাহাতে দেখা যায়, ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ছিলেন। সেই ভূমি-খণ্ডে রামদাস একটি পুষ্করিণী খনন করেন, সেই পুষ্করিণীই 'অমৃতসর',—বা 'অমরত্বের আধার' বলিয়া বিখ্যাত। রামদাসের প্রতিষ্ঠিত ধর্মমন্দির তৎচতুষ্পার্শ্ববর্তী পর্ণ-কুটীর-সমূহ, তাঁহারই নামানুসারে, 'রামদাসপুর' নামে অভিহিত হইয়াছিল।[৫] রামদাস, শিখ গুরুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন। সাধারণের গ্রহণোপযোগী কোনও 'সূত্র' বা নীতি তিনি প্রচার করেন নাই; কোনরূপ কার্যকরী নিয়মও তিনি বিধিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তিনি সাত বৎসর গুরু-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নানকের পরবর্তী শিখ-গুরুগণ, বিয়াল্লিশ বৎসরের চেষ্টাতেও, দ্বিগুণের অধিক শিষ্যসংখ্যা বাড়াইতে পারেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, নানক-প্রবর্তিত ধর্ম কিরূপে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।[৬]

১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে রামদাসের পুত্র অর্জুন শিখদিগের গুরুপদে বরিত হন। এইরূপে তাঁহার মাতার (উমার দাসের কন্যার) মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়[৭] অর্জুনই সর্ব-প্রথম নানক-প্রদত্ত ধর্মোপদেশ সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করেন। সেই সমুদয় নীতি, জীবন ও সমাজের কোন্ অবস্থায় কিরূপভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে,—তিনিই তাহা সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন। অমৃতসরে তাঁহার শিষ্যগণের প্রধান ধর্মাধিকরণের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পার্থিব ভোগলালসায় আকৃষ্ট হইয়া, এই পবিত্র স্থানে তাহারা একতা-সূত্রে

৫। Malcom Sketch p 29, Forster, Travels I 297 the Dabistan II 275 শিখগণ বর্ণনা করিয়া থাকে যে একজন বৈরাগী আকবর প্রদত্ত এই দানের দখল লইয়া বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বৈরাগীর বিশ্বাস এই যে, ঐ স্থানের প্রাচীন পুষ্করিণী তাহাদের সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক দেবতা রামের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।—ইহা বলিয়াই সে বিবাদ করিত। কিন্তু শিখগুরু স্পর্ধাসহকারে বলিয়াছিলেন, তিনিই সেই বীরের প্রকৃত প্রতিকৃতি। বৈরাগী কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিল না, রামদাস মৃত্তিকার গভীরতম তলদেশ খনন করাইয়া তাঁহার অনুচরদিগকে তাহার কথিত দেবতার কীর্তি প্রদর্শন করিলেন।

৬। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ভাই কাণ সিং একখানি হস্তলিখিত পুঁথির উদ্ধার সাধন করেন। তাহাতে দেখা যায় তিনি (নানক) তাঁহার ৮৪ জন শিষ্যের সহিত ধর্ম বিষয়ক কথাবার্তা কহিতেন। উপরোক্ত প্রসঙ্গের তাহাই মর্ম।

রামদাস ১৫৮১ সম্বতে (৫২৪ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে তাহার বিবাহ হয়। ৫৭৭ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর (অমৃত সরোবর) প্রতিষ্ঠা করিয়া, তিনি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

৭। রামদাসের দুইটি কি তিনটি পুত্র ছিল,—তাহা সন্দেহস্থল। পৃথ্বীচাঁদ (বনাম ভারতমল বা ধীরমল), অর্জুন এবং মহাদেও তাঁহার এই তিন পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্জুন ও পৃথ্বীচাঁদের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, কে কনিষ্ঠ ছিলেন,—তাহাতেও সংশয় জন্মে। তবে ইহা স্থির নিশ্চয় যে, যদিও পৃথ্বীচাঁদ পিতার মৃত্যুর পর ধর্মাধিকরণের দাবী করেন নাই, কিন্তু ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারিত্বের জন্য জিদ করিয়াছিলেন। অর্জুনকে বিষ প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করে। (Compare Malcolm, 'Sketch,' p. 30 and "Dabistan', ii. 273) শতদ্রুর নিকটবর্তী স্থানে, বিশেষতঃ ফিরোজপুরের দক্ষিণে 'কোটগুরুহরসাই' নামক স্থানে পৃথ্বীচাঁদের বংশধরগণ অদ্যাপি বসবাস করিতেছে।

আবদ্ধ হইত। যে স্থানে এক সময়ে রামদাসের নির্জন পর্ণকুটীর ও পুষ্করিণী বিদ্যমান ছিল, সেই স্থান এক্ষণে বহুজনাকীর্ণ সহরে পরিণত ;—উহা শিখদিগের একটি মহৎ তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত।[৮] পূর্ববর্তী গুরুগণের সূত্র বা নীতি সংগ্রহ করিয়া, অর্জুন একত্র বিন্যাস করেন।[৯] তাহাতে কয়েক শতাব্দী পূর্বের ধর্ম সংস্কারকদিগের সবিশেষ পরিচিত ও উপযোগী গ্রন্থসমূহ সংযোজিত হয়। পরিশেষে তৎসহ স্ব-হস্ত-লিখিত ঈশ্বরোপাসনার বিধি ও সদুপদেশ সমূহ গ্রথিত করিয়া, অর্জুন ঘোষণা করেন, সেই সঙ্কলনই সর্বশ্রেষ্ঠ 'গ্রন্থ' বা ধর্মশাস্ত্র। শিষ্যগণের নৈতিক এবং ধর্ম-সংক্রান্ত আচার-পদ্ধতি পরিচালনার জন্য অর্জুন কয়েকটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। সেই নিয়ম প্রবর্তনকালে, তিনি বলেন,—সাধারণ লোক, এমন কি ধর্মাচার্য ব্রাহ্মণগণও, বেদাধ্যয়নে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন; এক্ষণে তাহাতে আর এক তিল পরিমাণ বিশ্বাস স্থাপন করাও কর্তব্য নহে।[১০] ইতিপূর্বে শিষ্যগণ যে সকল পূজোপহার (প্রণামী) প্রদান করিত, এক্ষণে তাহা রীতিমত কররূপে পরিণত হইল। অর্জুনের প্রাধান্য-সময়ে তাঁহার শিষ্য ও সহচরগণ, প্রত্যেক সহরে ও প্রদেশে বসবাস বিস্তার করিয়াছিল। ধর্মোপদেষ্টা গুরুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে এবং তাঁহাদিগের পূজা ও প্রণামী প্রদানে, শিখগণ স্বতঃই আকৃষ্ট হইত। সামাজিক রীতি এবং স্বাভাবিক গুরুভক্তি বশতঃ বাৎসরিক ধর্মসভায় উপস্থিত হইয়া গুরুর পাদপদ্মে শিখগণ যে প্রণামী প্রদান করিত, ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য অর্জুনের প্রতিনিধিগণ দেশের সর্বত্রই পরিভ্রমণ করিতেন। সমসাময়িক মোসান ফাণী বলিয়াছেন—এইরূপ প্রথা প্রবর্তিত হওয়ায়, শিখগণ রীতিমত রাজ্যশাসন-তন্ত্রে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।[১১] অর্থ-সংগ্রহ এবং প্রাধান্য-বিস্তৃতির অন্যান্য উপায় উদ্ভাবন করিতেও অর্জুন অমনোযোগী ছিলেন না। শিষ্যগণকে অর্জুন বিদেশে প্রেরণ করিতেন। শিষ্যগণ

৮। শিখদিগের সাধারণ বিবরণে দেখা যায়,—অর্জুন অমৃতসরেই বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুকাল 'তারাণ-তরাণ' ('Turun Tarun') নামক স্থানে বাস করেন; এই স্থান অমৃতসর এবং শতদ্রু বিপাশা নদীদ্বয়ের মিলন স্থানের মধ্যে অবস্থিত। Compare the 'Dabistan,' ii. 275)

৯। Malcolm, 'Sketch,' p. 30, সাধারণ জনশ্রুতি ও অনেকানেক গ্রন্থকারের বিবরণ পাঠে জানা যায়, অর্জুনই 'প্রথম-গ্রন্থ' (Frist Grunt'h) সঙ্কলন করেন; কিন্তু নানকের অনেক ধর্মোপদেশ অঙ্গদ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফরষ্টার (Forster, Travels, i. 297) বলেন, রামদাস প্রথমে তাঁহার পূর্ববর্তী গুরুদিগের ইতিহাস এবং মূল-সূত্র সঙ্কলন করিয়া তাহাতে টিকা সন্নিবেশ করেন। সেই গ্রন্থকর্তা (Forster, Travels, i, 297 note) প্রতিবাদসূচক বাক্যে আরও নির্দেশ করিয়াছেন যে, অঙ্গদই ইহার সঙ্কলন-কর্তা।

১০। 'Adee Grunt'h' in that portion of the 'Soohee' Chapter written by Arjoon. (আদি গ্রন্থের 'সুহি' অধ্যায়ের যে অংশ অর্জুন লিখিয়াছেন,—তাহাই দ্রষ্টব্য।) 'আদি অথবা প্রথম গ্রন্থের' কতক বিবরণ জানিতে হইলে, পরিশিষ্টের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (See Appendix i, 'Adee' or 'First Grunt'h.')

১১। The 'Dabistan,' ii. 270 &c. Compare Malcolm, 'Sketch,' p. 30.

ধর্মে যেমন বিশ্বাসী ও অনুরাগী ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যেও সেইরূপ প্রখর প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যগণ তুর্কীস্থান হইতে ঘোড়া ক্রয় করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিত; সওদাগরী ব্যবসায়েও তাহারা বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।[১২]

ধর্মনিষ্ঠ তপস্বীদিগের মধ্যে অর্জুন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত লেখকগণ বলেন, বহুসংখক যোগী ও ধার্মিক ব্যক্তি তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ধনী এবং সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণেরও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। অর্জুন, লাহোর প্রদেশের রাজস্ব-সচিব চাণ্ডু সাহের কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত[১৩] রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অনেকে অনেক সময়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত। জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু যখন রাজদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কিছুকাল পঞ্জাব অধিকার করেন, তখন অর্জুন ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। বাদসাহ একসময়ে গুরুকে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য আহ্বান করেন; কথিত হয়, প্রধানতঃ চাণ্ডু সাহের প্ররোচনায় বাদসাহ তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জুন চাণ্ডুসাহের সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকার হওয়ায়, অবসর বুঝিয়া, বাদসাহের নিকট চাণ্ডু সা জ্ঞাপন করেন,—অর্জুন একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি; উহার দ্বারা ভবিষ্যতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে।'[১৪] ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্জুনের মৃত্যু হয়।

১২। শিখদিগের সাধারণ বিবরণে এইরূপ লিখিত আছে। Compare the 'Dabistan,' ii. 271.

১৩। Compare Forster, 'Travels' i. 298 (ফরষ্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', প্রথম পুস্তকের ২৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) শিখদিগের বিবরণ পাঠে জানা যায়, অর্জ্জুনের পুত্রই চাণ্ডু-কন্যা-বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিলেন।' চাণ্ডু ঘৃণিতভাবে এ প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন,- 'যদিও অর্জ্জুন একজন বিখ্যাত এবং ধনী ব্যক্তি, তথাপি সে একজন ভিক্ষুক মাত্র।' এই কথা শুনিয়া, উপহাসের জন্য অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রোধের শান্তিহেতু এবং পুনরায় তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপনের জন্য, চাণ্ডু নিজে অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন সে বিবাহে কিছুতেই সম্মত হন নাই।

নামের শেষে 'সা' (সাহ) শব্দের যোগ,—ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপাধি মাত্র। ইহা পারস্য ভাষার শব্দ; ইহার অর্থ 'রাজা'। কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন 'মহারাজা' উপাধি প্রচলিত, মুসলমান ফকিরদিগের মধ্যেও তেমনই 'সা বা সাহ' উপাধি প্রযুক্ত হয়। ইহাতে একজন প্রধান সওদাগর বুঝায়; অথবা 'সাহ' বা 'সাহুকর' শব্দের অপভ্রংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এই শব্দ 'সা' অথবা 'সুহাই' শব্দের অপভ্রংশরূপে 'নাম' অথবা 'পদবী'স্বরূপ প্রযুক্ত হয়। মুসলমানধর্মে দীক্ষিত নর্মদার তীরবর্তী 'গণ্ডগণ' সকলেই নামের সঙ্গে 'সাহ' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে।

১৪। 'Dabistan', ii, 272, 273. শিখদিগের সকল বিবরণগুলিই গুরুর ভর্ৎসনা এবং বিচার সম্বন্ধে এক মত; কোথাও তাঁহার রাজদ্রোহিতার বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। তাহারা সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছে যে, বাদশাহ গুরুর ধর্মনিষ্ঠতা এবং নির্দোষিতায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; অথচ তাহারা বলে, চণ্ডুর ঈর্ষাবশতঃ এবং আজ্ঞা অবহেলা করায়, গুরু পুনঃপুনঃ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। (Compare, Malcolm, 'Sketch,' p. 32) মোসান ফাণীও বলিয়াছেন, খসরুর মঙ্গল প্রার্থনা করায়, থানেশ্বরের একজন মুসলমান সন্ন্যাসীও জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্বাসিত হইয়াছিলেন (Dabistan. ii. 273) বাদসাহ জাহাঙ্গীর ('Memoirs,' p. 84) নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যখন তিনি লাহোরের

কারাগারের অসহ্য যন্ত্রণাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ,—ইহা অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের দৃঢ় বিশ্বাস,—বাদসাহেব অনুমতিক্রমে গুরু একদিন ইরাবতী নদী-তে স্নান করিতে গিয়াছিলেন; প্রহরিগণকে ভীত এবং চমৎকৃত করিয়া, সেই স্বল্প-সলিলা স্রোতস্বিনীর মধ্যে তিনি অন্তর্নিহিত হন।'[১৫]

অর্জুনের ধর্মাধিকরণ কালে, তাঁহার শিষ্যগণের মনে নানকের নীতিসমূহ দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছিল।[১৬] গুরদাস নামক তাঁহার একজন শিষ্য এরূপ উদার মত প্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহাতে গুরুর উদ্দেশ্য সহজেই উপলব্ধি হইয়াছিল। গুরদাস আপন গুরুকে ব্যাস বা মহম্মদের স্থলাভিসিক্ত বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে,—নানক ঈশ্বর-প্রেরিত; বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা; পৃথিবীর বর্দ্ধমান পাপভার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুর আচার ব্যবহার দূর করিবার জন্যই নানকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি মুসলমানদিগের অন্ধ-ধর্ম-বিশ্বাস এবং তাহাদিগের উদ্ধত প্রকৃতির বিরুদ্ধবাদী ছিলেন:—হিন্দুদিগের সন্ন্যাস-ধর্মে ঘৃণা করিতেন। তিনি পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্মপথে থাকিয়া জীবনযাপন করিতে আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। নানক যে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের বিষয় প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর উপাসনা করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই ধর্মনিষ্ঠ শিষ্যের কঠোর অথচ অনুরাগপূর্ণ বিধানগুলি 'আদি-গ্রন্থে' সন্নিবিষ্ট করিতে অর্জুন অস্বীকার করেন হয়তো তিনি মনে করিয়াছিলেন, নানক যে নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি তাঁহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের অনুপযোগী; কেননা, নানকের নীতিসমূহ কখনও কাহারও প্রতি ঘৃণা বা ভয় প্রদর্শন করেনা। বস্তুতঃ গুরদাসের হস্তলিখিত গ্রন্থগুলি ব্যবহারিক কার্য্যক-লাপের রূপক বর্ণনা বিশেষ; সে গুলিকে ঈশ্বরের গুণানুবাদমূলক সরল স্তোত্র বলা যাইতে পারে না। তাঁহার উদ্ভাবিত নীতিসমূহে নানকের উদ্দেশ্য বরং স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নানকের প্রধান উদ্দেশ্য,—হিন্দু-মুসলমান সকলকেই তৎপ্রবর্তিত অভিনব ধর্ম-মত গ্রহণ করিয়া, নূতন ভাবে বিমোহিত হইবে। গুরদাস যে নীতি প্রবর্তন করিয়া-ছিলেন,—তাহাতেও নানকের উদ্দেশ্য বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। নানকের গূঢ় কল্পনাপ্রসূত দিব্যজ্ঞান পরিবর্তিতভাবে এই সময়ে লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল; সকলেই

সাত শত বিদ্রোহীকে বিধ্বস্ত করিয়া সহরে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি থানেশ্বরের শেখ নিজাম নামক এক ব্যক্তিকে একটি উপহার প্রদান করেন (Memoirs p. 81)। হয়ত, তদপর তাহার বিদ্রোহিতাচরণের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন।

১৫। Compare Malcolm 'Sketch,' p. 33 ; Dabistan.' ii. 272-3 ; and Forster, 'Travels' i. 298.

একটি বিবরণানুসারে জানা যায়,—১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে অর্জুনের জন্ম হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার জন্ম-বৎসর ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ হওয়াই অধিক সম্ভবপর। ১৬৬৩ সম্বৎ, ১০১৫ হিজিরা, অথবা ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৬। মোসান ফানী (Mohsun Fanee, 'Dabistan,' ii, 270), অনুধাবন করিয়া বলিয়াছেন, অর্জুনের সময়ে শিখধর্ম দেশের সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সেই নীতি অবলম্বন করিয়া নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে গুরুদাসের হস্তলিখিত নীতিসমূহ উপেক্ষনীয় নহে। নানক কখনও ছলনা বা প্রতারণা করিতেন না; তিনি মানবের পাপাসক্তির জন্য সর্বদাই আক্ষেপ করিতেন; তিনি স্বদেশ-বাসীদিগকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। গুরুদাস প্রমুখ সমগ্র শিখজাতি নানককে স্বর্গীয় শক্তি বলিয়া মনে করিত; তাঁহাকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া ভক্তি করিত; জগতের পাপভার মোচনের জন্য ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁহার আবির্ভাব,—ইহাই বিশ্বাস করিত। ভারতীয় বিভিন্ন জাতির ভবিষ্যৎ আশা ও চিন্তার বিষয় আলোচনা করিলে, নানকের প্রচারিত নীতি-সমূহের শুভ উদ্দেশ্যের উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৭]

অর্জুনের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিত্বের নিয়মানুসারে তাঁহার একমাত্র পুত্র গুরুপদে অভিষিক্ত হইবার অধিকারী হইলেন। কিন্তু তিনি তখন শিশু; সুতরাং অর্জুনের ভ্রাতা পৃথ্বীচাঁদ সেই গুরু-পদ প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্জুনের বিরুদ্ধেও তিনি কয়েকবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বাসে শিখগন অবিলম্বে অর্জুনের পুত্রকেই আপনাদিগের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইতিমধ্যে পৃথ্বীচাঁদও কতকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহারা পৃথ্বীচাঁদের নিয়মাবলী অনুসরণ করিল। এইরূপে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের বীজ অঙ্কুরিত হইল;—বিবাদ এবং বিবর্তনের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। পরিশেষে সম্প্রদায় ও ধর্মমত যতই বাড়িতে লাগিল বিবাদ ও দলাদলি ততই বাড়িয়া উঠিল।[১৮] অর্জুনের মৃত্যুকালে, পুত্র হরগোবিন্দের বয়স এগার বৎসরের অধিক ছিল না। কিন্তু শিষ্যগণের নিকট চাণ্ডু সাহের শত্রুতার বিষয় অবগত হইয়া, তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি নানা উপায়ে চাণ্ডু সাহের বিরুদ্ধে বাদসাহকে উত্তেজিত করিলেন; বাদ-সাহ কর্তৃক চাণ্ডু সাহের দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হইল। এরূপও কথিত হয়, বাদসাহের নিকট

১৭। ভাই গুরুদাস বল্লভের ঐ নামযুক্ত অথবা "জ্ঞান-রত্নাবলী" নামক গ্রন্থ শিখগণ অতি সমাদরে পাঠ করিত। (Malcolm, Sketch. p. 30, note) এই পুস্তকখানি চল্লিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং বিভিন্নরূপ কবিতায় রচিত। ইহার কতকগুলি অংশ পরিশিষ্টের তৃতীয় ভাগে উদ্ধৃত হইয়াছে। ম্যাল্‌কম-কৃত "সার-সংগ্রহের" ১৫২ পৃষ্ঠায়ও ইহা দৃষ্ট হয়। (Appendix iii and in Malcolm, 'Sketch', p. 152 & c) গুরুদাস, অর্জুনের কেরাণী ছিলেন; তিনি অভিমান ও গর্বের জন্য গুরুর বিরাগভাজন হন, এবং সেইজন্য গুরু তাঁহার নীতিসমূহ 'গ্রন্থে' সন্নিবিশিষ্ট করিতে অস্বীকার করেন। সময় এবং চিন্তার আবর্তনে, শিখগণ আর একটি অলৌকিক কার্য্যের বিষয় বলিয়া থাকে,—গুরুদাস নিজের দোষ এবং নীচতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। শিষ্যের অনুতাপ বুঝিতে পারিয়া অর্জুন বলিলেন, তাঁহার হস্তলিপি 'গ্রন্থে' সন্নিবিষ্ট হইবে। কিন্তু গুরুদাস শেষকালে এত ধীর ও নম্র হইয়াছিলেন যে, তিনি গুরুর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নীতিসমূহ 'গ্রন্থে' সন্নিবিষ্ট হইবার উপযুক্ত নহে। অতঃপর গুরু এই নিয়ম প্রচার করিলেন যে, যাহাই হউক না কেন, শিখজাতি এ নীতিসমূহ অবশ্য পাঠ করিবে। তিনি বলেন, (Malcolm, 'Sketch,' p, 30, note) পিতৃ-অভিষেক বা প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে অর্জুন গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা এই গুরুর অসাধারণ অনুজ্ঞাসূচক ক্ষমতার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(Malcolm, 'Sketch,' p. 30.) ম্যাল্‌কম বলেন,—চাণ্ড শা (বা পৃথ্বীচাঁদ) এবং গুরুদাস একই ব্যক্তি; যাহা হউক, এস্থলে তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

কোনরূপ আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়া, হরগোবিন্দ নিজেই চাণ্ডু সাহের নিধন-সাধন করেন।[১৮] চাণ্ডুর মৃত্যু এবং হরগোবিন্দের গুরুপদ-প্রাপ্তির প্রথম সময়ের বিবরণ যেরূপই হউক না কেন,—হরগোবিন্দ যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিখদিগের ধর্ম'গুরু এবং নেতৃপদ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নানক গার্হস্থ্য-ধর্মে'র নীতিসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন ; নানকের অনুজ্ঞা ও সেই নীতি-সমূহ অর্জুন কর্তৃক ব্যবহারোপযোগী হইয়া আসিয়াছিল। এক্ষনে হরগোবিন্দ যে নবশক্তি প্রদান করিলেন, তাহাতে তৎসম্‌দায় ঝটিতি বহু-বিস্তৃত এবং সর্ববাদি-সম্মতরূপে পরিগৃহীত হইল। অবস্থাবশে এবং স্বাভাবিক প্রতিভাবলে হরগোবিন্দ যেনূতন প্রথা প্রবর্তন করিলেন,তাহতে প্রচলিত রীতি-নীতি,আচার-পদ্ধতি ও ধর্ম-কর্ম অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়া আসিল। পিতার অপমৃত্যুতে তাঁহার মানসিক বৃত্তি বিচলিত হইয়াছিল , তিনি পিতৃ-প্রদর্শিত নীতি অতিক্রম করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। হিন্দু-ধর্ম'শাস্ত্র অতি নীচ ব্যক্তিকেও আত্মরক্ষার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে ; হরগোবিন্দ মনুর উপদেশ জ্ঞাত ছিলেন। হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রের সেই প্রভাব তাঁহার মনোমধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল ; তিনিও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।[২০] কূট-রাজনৈতিক নিয়মানুসারে, অর্জুন সওদাগরের ন্যায় বাণিজ্য করিতেন ; ধর্মকার্য সময়ে যাজকত্ব করিতেন। কিন্তু হরগোবিন্দ এক্ষণে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন ; বিশ্বাসী এবং ধর্মনিষ্ঠ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে হরগোবিন্দ সম্রাটের সৈনগণের সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিতেন ; হরগবিন্দ অসীম সাহসে সৈন্য পরিচালনা করিয়া আপন শত্রু অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিতেন। নানক নিজে মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; জ্ঞানবান্ অর্জুন সেইরূপ পরিমিতাচার অবলম্বন করিয়া যোগিজনোচিত জ্ঞান ও ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃসাহসিক হরগোবিন্দ পশু শীকার করিতে ভালবাসিতেন এবং মাংসাহার করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণও গুরুপ্রদর্শিত রীতি অনুকরণ করয়াছিল।[২১] সৈন্যদিগের নেতৃত্বে, শত্রুর অনুসরণে এবং যুদ্ধের বিপদাশঙ্কায় এই যুদ্ধপ্রিয় ধর্মগুরু সর্বদাই আনন্দ উপভোগ করিতেন। পিতার শোক, ধর্মনেতার কর্তব্য এবং মনের উচ্চাভিলাষ—এতৎসংশ্রিণে ধর্মনেতা হরগোবিন্দের মন সংগঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তদনুসারেই তিনি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আকবর

১৮। Malcolm, 'Sketch,' p. 30. and 'Dabistan' ii. 273. এই সম্প্রদায়ের ধর্মাবলম্বীগণ 'মিনা' (Meena) নামে অভিহিত। মোসান ফাণী বলেন, পঞ্জাবে এই শব্দ 'ঘৃণা বা অখ্যাতিসূচক' অর্থে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়। মতবিশেষের প্রতি আদিম খৃষ্টানদিগের শ্রদ্ধা অনুভব করিয়া, 'পল' তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। (I Corinthians, i. 10-13)।

১৯। Compare Forster, 'Travels,' ii. 298.

২০। এই শেষোক্ত অনুমিত বিষয়ে ম্যালকম-কৃত 'সারসংগ্রহের' ৪৪ ও ১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (See Malcolm's, 'Sketch', pp. 44, 189,) অনুমান হয়,—মুসলমান-রাজত্ব সময়ে, এ সম্বন্ধে মনুর নীতিসমূহ অনেক দিন হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ অনুমানে ন্যায্য বিষয়ে যুক্তি-তর্ক সম্বন্ধে অনেকটা সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

২১। The 'Dabistan', ii. 243 and Malcolm, 'Sketch' p. 38.

-পুত্রের রাজ্য-শাসন সময়ে শিখগণ আংশিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেও হরগোবিন্দের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। পলাতক এবং অপরাধিগণকে হরগোবিন্দ সমভাবে শিষ্যরূপে দলভুক্ত করিতেন। যদিও তাহারা অনেক সময়ে আপনাদিগের রীতি-প্রকৃতি সংশোধন করিতে পারিত না, তথাপি কাহারও সহিত শত্রুতা উপস্থিত হইলে তাহারা হরগোবিন্দের পক্ষ হইয়া প্রাণপণে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিত। ফলতঃ, তাহাদের বিশ্বাস ছিল —ধর্মনিষ্ঠ শিখগণই স্বর্গে গমন করিবে।[২২] একটি আস্তাবলে হরগোবিন্দের আটশত ঘোড়া ছিল। তিন শত অশ্বারহী শিখ সর্বদা তাঁহার আজ্ঞাবাহী থাকিত। যদি হর-গোবিন্দ কখনও নিহত হওয়ার বিষয় মনে করিয়া ভীত হইতেন, তাহা হইলে ষাটজন বন্দুকধারী প্রহরী তাঁহার শরীর রক্ষক নিযুক্ত হইত।[২৩] হরগোবিন্দ শিখদিগকে এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন যে,তাহারা সেই শক্তি ও উত্তেজনা বলে সমগ্র হিন্দু-জাতি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়াছিল। হরগোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ পূর্বের রীতি আর অনুসরণ করিল না; সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকদিগের সীমাবদ্ধ পথ অবলম্বন করা তাহারা বিপজ্জনক মনে করিল।[২৪]

২২। The "Dabistan', ii. 284, 286.

২৩। The 'Dabistan' ii, 277.

২৪। ম্যাল্‌কম (Sketch, p. 34. 35) এবং ফরষ্টার (Travels, p, 298, 299) উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ধর্মবিষয়ক বৈরিতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়ায়, হরগোবিন্দ কতক পরিমাণে এই পরিবর্তন সাধন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হরগোবিন্দের পিতৃ-মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়; তিনি শিখদিগকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করেন; প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় সৈন্য পরিচালনা করিয়া শত্রু-বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। শিখগুরু হরগোবিন্দ যে কারণে এরূপ যুদ্ধ-সজ্জা করিয়াছিলেন মোসান ফাণী তাহা আশ্চর্যজনক এবং অস্বাভাবিক মনে করেন নাই; সুতরাং 'দেবীস্থান' নামক তাঁহার গ্রন্থে এ বিষয়ের কোন কারণ নির্দেশ করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। নানকের প্রবর্তিত ধর্মমতের সংস্কার সম্বন্ধে শিখগণ নিজেরাই বলে যে, মিথিলা দেশের পৌরাণিক 'জনকের' দ্ব্যর্থ-ভাষিক নীতির সহিত উহার মিল আছে। নানকের শরীরে এই মহাত্মার মুক্তাত্মা প্রবিষ্ট হওয়ায়, নানক তৎশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ('Dabistan,' ii. 268)। ব্যক্তিগত পৌরাণিক বার্তার মিশ্রণে তাহারা তাহাদিগের শাসনকর্তার আদর্শ ভারগ্রস্থ করিয়াছে।—অর্জুনের স্ত্রীর পুত্র-সন্তান ছিল না; তিনি ইহজীবনে পুত্রের মাতা হইতে পারিলেন না বলিয়া হতাশ হইতে লাগিলেন। তিনি নানকের একমাত্র পুরাতন বন্ধু 'ভাই বুধার' নিকট তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে গমন করেন। কিন্তু ভাই বুধা তাঁহার অবস্থা ও বহুমূল্য পুজোপহার দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। অতঃপর তিনি নগ্নপদে গরীব প্রজার উপযুক্ত যৎসামান্য খাদ্য মস্তকে লইয়া একাকী মহাত্মার সান্নিধ্যে গমন করেন। ভাই বুধা তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া হাসিয়া বলিলেন,—তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হইবে, এবং সেই পুত্র 'দেগ' ও 'তেগ' ('Deg and Tegh') উভয়ে আধিপত্য করিবে। অর্থাৎ সরলভাষায়—সাধারণতঃ খাদ্য এবং তরবারি ভাণ্ডারের (অস্ত্র-শস্ত্র), কিন্তু সার-কথায়, ঈশ্বর-প্রসাদ এবং রাজশক্তির,

হরগোবিন্দ বাদসাহ জাহাঙ্গীরের একজন অনুচর হইয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে তিনি অসমসাহসিক যোদ্ধপুরুষ এবং উন্মত্ত ধর্ম-বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হন; তাঁহার স্বাভাবিক গুণ সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সম্রাটের সৈন্যের সহিত তিনি কাশ্মীরে গিয়াছিলেন; তিনি এক সময়ে মোগলদিগের ধর্মোপদেষ্টা মোল্লাদিগের সহিত পবিত্র ধর্মবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন। সৈন্যদিগকে যে বেতন দিতে হইবে, সেই বেতনের টাকা আপনার নিকট রাখিবার জন্য এক সময়ে সম্রাটের সহিত হরগোবিন্দের মতান্তর ঘটিয়াছিল। হরগোবিন্দের বহুসংখক শিষ্য ও অনুচর ছিল। পশুশিকারে তিনি একান্ত আসক্ত ছিলেন; মানবের ধর্মগুরুরূপে তিনি স্বাধীনতার চিন্তায় বিভোর হইয়াছিলেন। বন এবং শিকার সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করায়, বাদশাহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অধিকন্তু অর্জুনের প্রতি যে অর্থদণ্ড হইয়াছিল, অর্জুন তাহা কখনও পরিশোধ করেন নাই। এইসকল কারণে, বাদসাহ ক্রুদ্ধ হইয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে হরগোবিন্দকে কারারুদ্ধ করেন। সেখানে তাঁহার জন্য অতি সামান্য মাত্র আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বিশ্বাসী শিখগণ, ইহাতেও কিন্তু তাহাদের নেতাকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রকৃত গুণশালী বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা সকলে গোয়ালিয়রের দুর্গ-প্রাকারের নিকট সমবেত হইল; যে দুর্গে উৎপীড়িত গুরু আবদ্ধ ছিলেন, সেই দুর্গ-প্রাচীর সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিল। গুরুর কারামুক্তি পর্যন্ত তাহারা এইরূপ করিয়াছিল। অবশেষে

অধিকারী হইবে। জনকের 'রাজ' এবং 'যোগ' ★শব্দদ্বয়ের সহিত ভারতীয় মুসলমানদিগের 'পিরি' ও 'মিরি' শব্দদ্বয়ের সহিত, য়িহুদীদিগের ভাবী যীশুখৃষ্ট (Messiah) এবং 'মেলসিছেদেক'দিগের পৌরহিত্য ও রাজত-বিষয়ক জ্ঞানের সহিত "তেগ ও দেগ" শব্দ তুল্যার্থব্যঞ্জক। কথিত হয়,—এইরূপে হরগোবিন্দ দুইখানি (তরবারি) অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন;—একখানি তাঁহার পারমার্থিক শক্তি, এবং অপরখানি তাঁহার শাসন-কর্তৃত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তিনি সময়ে সময়ে এইরূপ ঘোষণা করিতে ভালবাসিতেন যে. একখানি তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনায় এবং অপরখানি মুসলমান-ধর্মের উচ্ছেদ-সাধন.কল্পে ধারণ করিয়াছিলেন। (See Malcolm, Sketch,' p. 35).

যাহা হউক, অর্জুনের মৃত্যু এবং তাঁহার পুত্রের যোদ্ধ.প্রকৃতি, এই উভয় কারণেই শিখজাতি অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই পরিবর্তন কিরূপে সাধিত হইল, তাহা স্পষ্টরূপে অনুমিত হয় না; অথবা সে বিষয়ের অনুসরণ করিয়া, প্রকৃত ঘটনা খুঁজিয়া বাহির করিবারও কোন উপাদান পাওয়া যায় না। প্রাচীন খৃষ্টানদিগের ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বন্ধেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সিজারের সময় যাহারা যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন কার্যে ঘৃণা করিত, তাহারা যে পরিবর্তন ও উন্নতিবলে 'ডাইওক্লিসিয়ানের' রাজত্ব সময়ে সৈন্য-দলভুক্ত হইয়া সৈন্যসংখ্যায় রাজ্য পূর্ণ করিয়াছিল; এবং পরিশেষে 'কনস্টান্টাইন' নামক এক ব্যক্তিকে ইউরোপীয় সৈন্যদলের অধিপতি মনোনীত করিয়াছিল;—সেই পরিবর্তন ও উন্নতি কিরূপে সংসাধিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আমরা বিশেষ অনভিজ্ঞ।

★ রাজ মেন যোগ কুমাইও ('Raj men jog koomaio') অবিনশ্বর পুণ্য ও ধর্ম অর্জন করিতে, অথবা পৃথিবীতে ঐহিক রাজশক্তি পরিচালনা-কালে, সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে এবং ঈশ্বর-কৃপা পাইতে অভিলাষী হইলে, 'রাজ ও যোগ' আচরণ করিও—এইরূপ বাক্যই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; 'আদি গ্রন্থেও' ইহা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কতকগুলি ভাট-কবি 'সিউউইয়াস' (Suweias) মধ্যেও ইহা ব্যবহার করে। এইজন্য 'বিকা' (Beeka) নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, "রামদাস, (চতুর্থ গুরু) উমার দাসের নিকট 'রাজ ও যোগ' সম্বন্ধে তক্ত (Tukht) বা সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাদসাহ দয়াপরবশ হইয়া অথবা কুসংস্কার প্রণোদিত হইয়া, গুরুকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।[২৫]

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর হরগোবিন্দ মুসলমান বাদসাহের অধীনেই কার্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি পঞ্জাবের রাজকীয় মুসলমান কর্মচারিগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার একজন শিষ্য তুর্কদেশ হইতে কয়েকটি বহুমূল্য ঘোটক আনয়ন করিয়াছিল। কথিত হয়, সেই ঘোড়াগুলি বাদসাহের সম্পত্তি বলিয়া অবরুদ্ধ হয়; একটি ঘোটক পুরস্কার স্বরূপ লাহোরের কাজী (বিচার কর্তা) প্রাপ্ত হন। গুরু সেই ঘোটক খরিদ করিবার ছল করিয়া তাহার পুনরুদ্ধার করেন। এইরূপে প্রতারিত হওয়ায়, বিচারকর্তা কাজী হরগোবিন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। আর একট কারণে তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল। শিখগণ বলেন, কাজীর কন্যা, এবং মুসলমানগণ বলেন কাজীর উপপত্নী, গুরুর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল; এবং গুরু তাহাকে অপহরণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য কারণেও হরগোবিন্দ মুসলমানদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যদলকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য মুসলমানগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। মুকৃসিল খাঁ নামক একজন সেনাপতি তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু অমৃতসরের নিকটবর্তী স্থানে বাদসাহের সমগ্র সৈন্য শিখদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। কথিত আছে,—এই যুদ্ধে তাঁহার পাচ হাজার সৈন্যের নিকট রাজকীয় সাত হাজার সৈন্য পরাজিত হয়। অতঃপর শিখধর্মাবলম্বী একজন দস্যু লাহোর হইতে বাদসাহের দুইটি শ্রেষ্ঠ ঘোটক চুরি করিয়াছিল; তজ্জন্য প্রাদেশিক সৈন্যগণ কর্তৃক গুরু পুনরায় আক্রান্ত হন। কিন্তু যুদ্ধে সেই সমুদায় সৈন্য বিধ্বস্ত এবং সেনাপতিগণ নিহত হইয়াছিল। তখন হরগোবিন্দ মনে করিলেন যে, শতদ্রুর দক্ষিণ ভাতিন্দা নামক নির্জন বন্য-প্রদেশে যাইয়া কিছুকাল বাস করাই বিধেয়;— ভাবিলেন, সেই স্থানে তিনি নিরাপদে বাস করিবেন; রাজকীয় সৈন্যগণ সেরূপ দুর্গম স্থানে যাইয়া তাঁহাকে পুনরায় আক্রমণ করা নিষ্প্রয়োজন বা বিপদসঙ্কুল মনে করিবে। তিনি সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সুযোগ আর আসিল না। নূতন বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার জন্যই যেন, পুনরায় তিনি পঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পায়েণ্ডা খাঁ নামক এক ব্যক্তির মাতা হরগোবিন্দের ধাত্রী ছিল। এই স্ত্রীলোক এক সময়ে বিশেষ

২৫। Compare the 'Dabistan', ii. 273, 274 and Forester, "Travels," i. ?90 299। দেশীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া কাশ্মীর-ভ্রমণ এবং মুসলমান মোল্লাদিগের সহিত ধর্মালাপের বৃত্তান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। মোসান ফাণীর মতে হরগোবিন্দ দ্বাদশ বৎসরকাল কারারুদ্ধ ছিলেন। ফরষ্টার বলেন, প্রথমে একজন মুসলমান নেতা হরগোবিন্দকে বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। এই নেতার মধ্যস্থতায় তাঁহার কারামুক্তি হয়।

বাদসাহ জাহাঙ্গীর তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে. যোগী ও ঐন্দ্রজালিকদিগের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান-সম্বন্ধে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তের ১২৯ প্রভৃতি পৃষ্ঠা বিশেষরূপ দ্রষ্টব্য। সেস্থলে একজন ঐন্দ্রজালিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের বিষয় বর্ণিত আছে।

প্রাধান্য লাভ করে। হরগোবিন্দ তাঁহার সেই ধাত্রী-পুত্রের প্রতি এতদিন বিশেষ দয়া-পরবশ ছিলেন, এবং তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিতেন। কোন সময়ে ঘটনাবশতঃ গুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটি বহুমূল্য বাজ পক্ষী উড়িয়া পায়েণ্ডা খাঁর বাড়ীতে যায়। পায়েণ্ডা সেই বাজ-পক্ষীটি নিজে রাখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া পক্ষীটাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে। সেই পক্ষীটি আবদ্ধ করার জন্য পায়েণ্ডা খাঁ একটু অপদস্ত হইয়াছিল; পায়েণ্ডা গুরুকে ছলনা করিল, এবং ক্রমশঃ গুরুর প্রকাশ্য শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্জাবে হরগোবিন্দের উপস্থিতিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি হওয়ায়, তাঁহার ক্ষমতা লোপ করিতে, এবং শত্রু-দমন ব্যপদেশে, পায়েণ্ডা খাঁ বাদসাহের সেনাপতি নির্দিষ্ট হইল। পায়েণ্ডা খাঁ গুরুকে আক্রমণ করিল। কিন্তু যুদ্ধ-কুশল ধর্মগুরু তাঁহার যৌবনের বন্ধুকে স্বহস্তে নিধন করিয়া পুনরায় যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে একজন সৈনিক-পুরুষ উন্মত্তের ন্যায় গুরুকে আক্রমণ করিয়াছিল; গুরু তাহার অস্ত্রাঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, তাহাকে নিহত ও পদতলে পাতিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বলেন,—'তুমি যেরূপ উন্মত্তের ন্যায় আমাকে আক্রমণ করিয়াছিলে, তরবারি সেরূপে ব্যবহৃত হয় না। আমি তোমাকে যেরূপে নিপাতিত করিয়াছি, সেইরূপে শত্রু-ধ্বংসের জন্যই তরবারি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' গুরুর এই উপদেশ-পূর্ণ বাক্য অবলম্বন করিয়া, 'দেবীস্থান' রচয়িতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, যে, 'হরগোবিন্দ ক্রোধ পরবশ হইয়া কাহাকেও অস্ত্রাঘাত করিতেন না; তিনি নিহত ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য বিশেষ বিবেচনার সহিত তাহার মর্মে আঘাত করিতেন; কারণ, শিক্ষাবিধান করাই গুরুর একমাত্র কার্য্য'।[২৬]

বোধ হয়, ইহা ভিন্ন হরগোবিন্দকে আরও অনেকানেক বিপদসঙ্কুল ও দুঃসাহসিক কার্য সম্পন্ন করিতে হইত। এই কারণে তিনি সময় সময় ঘোর বিপজ্জালে জড়িত হইতেন; কিন্তু তাঁহার অনুচর শিখগণ সর্বদাই সুসজ্জিত থাকিত। ধর্মবিষয়ে তাঁহার সুখ্যাতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পারস্য দেশীয় একজন প্রাচীন ও বিখ্যাত ধার্মিক যোগিপুরুষ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।[২৭] ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শতদ্রুর তীরবর্তী কীরিতপুর নামক স্থানে হরগোবিন্দ সুখ-শান্তিতে ইহধাম পরিত্যাগ করেন। কালুর নামক স্থানের পার্বত্য রাজা হরগোবিন্দকে এই স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর গুরু-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ শিষ্যগণ আত্মত্যাগের ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করিল। হরগোবিন্দের একজন রাজপুত শিষ্য গুরুর চিতাগ্নির মধ্যে ঝম্প প্রদান করতঃ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গুরুর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করে। 'জাঠ' জাতীয় একজন শিষ্যও ঐরূপ ভয়াবহ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিল। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রণোদিত

২৬। See the 'Dabistan', ii. 275; (দেবীস্থানের দ্বিতীয় পুস্তক, ২৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রধানতঃ ঘটনাবলীর পর্যায় বর্ণনা কল্পেই এদেশবাসী মুসলমান এবং শিখদিগের দেশীয় বিবরণ অনুসৃত হইয়াছে। যাহা হউক, গুরুর একজন শিষ্যের যোটকসমূহের অবরোধ সম্বন্ধে 'দেবীস্থানের' দ্বিতীয় পুস্তক —২৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Dabistan, ii. 284).

২৭। The 'Dabistan', ii. 280.

হইয়া অন্যান্য শিষ্যগণ ঐরূপ কার্য অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল ; কিন্তু পরবর্তী গুরু, হর রায়, তাহাদের এইরূপ আত্মোৎসর্গে বাধা প্রদান করিলেন।[২৮]

হরগোবিন্দের সময়ে শিখদিগের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। অর্জুনের রাজস্ব-বিষয়ক নীতির ফলে এবং তৎপুত্রের অস্ত্রধারণ ব্যপদেশে, বৃহৎ সাম্রাজ্য মধ্যে শিখদিগের স্বতন্ত্র একটি রাজ্য গঠিত হইল। যখন গুরু তাঁহার সরল-বিশ্বাসী মুসলমান বন্ধুর সহিত কৌতুক করিতেন, কিংবা অভিমানের জন্য বন্ধুকে তিরস্কার করিতেন, তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুপ্ত শক্তি প্রকাশ পাইত। একদিন তাঁহার বন্ধু বলিয়াছিলেন,— 'উত্তর দেশের এই রাজা, দিল্লীর বিষয় এবং তত্রত্য রাজার নাম ও তাঁহার বংশ-বিবরণ অবগত হইবার জন্য একজন দূত প্রেরণ করিয়াছেন ; আমি বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইতেছি যে তিনি ধার্মিক-প্রবর নরপতি-শ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরের নাম অবগত নহেন'।[২৯] কিন্তু হরগোবিন্দ তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনে প্রকৃত কার্য বিস্মৃত হন নাই। শিখগণের দৃঢ় বিশ্বাস,—নানকের আত্মা পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত প্রত্যেক গুরুর আত্মা-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অনুপ্রাণিত এবং নূতন শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।[৩০] নিজ শিষ্যগণের এই বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, হরগোবিন্দ সাধারণতঃ আপনাকে নানক নামেই অভিহিত করিতেন। হরগোবিন্দ দর্শন-বিজ্ঞান যতদূর জানিতেন, এবং যে পরিমাণ জ্ঞান

২৮। 'দেবীস্থানের' বর্ণনা অনুসারে এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ('Dabistan', ii, 280, 281) 'দেবীস্থানের' মুল অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে যে,—৩য় মহরম, ১০৫৫ হিজিরী অথবা ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারিতে হরগোবিন্দের মৃত্যু হইয়াছে। ম্যাল্‌কমের 'সারসংগ্রহ' (Malcolm 'Sketch', P. 37) এবং ফরষ্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' (Forster, Travels', i. 299)—উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত আছে যে, ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দের মৃত্যু হয়। এই বিবরণই প্রকৃত এবং সম্ভবপর। এইরূপ গণনায় হয়ত তাঁহারা স্পষ্টই মনে করিয়াছেন যে, ১৭০১ সম্বৎ, ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের সহিত সর্বাংশে তুল্য। কিন্তু কেবল যে ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম নয় মাসের সহিত ১৭০১ সম্বতের শেষ ভাগের মিল,—এ বিষয় তাঁহারা ভাবেন নাই। বর্তমান ইতিহাসের আরও অনেকগুলি তারিখ গণনা সম্বন্ধেও এই ভ্রম দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুঁথি আলোচনা করিলে দেখা যায়, হরগোবিন্দের মৃত্যু-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট আছে ;- দেখা যায়, তাঁহার মৃত্যুকাল যথাক্রমে, ১৬৩৭, ১৬৩৮ এবং ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে যেরূপ বর্ণনাই থাকুক না কেন,—সকলেই একটি মাঝামাঝি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মোসান ফাণী বলেন,—তিনি ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দকে জীবিত দেখিয়াছিলেন ; ('Dabistan', ii. 281) কিন্তু ঐ সকল বিবরণে, তাঁহার মৃত্যুকাল কিছু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশবাসীদিগের গণনায়, হরগোবিন্দের জন্মকাল ১৬৫২ সম্বতের প্রথমভাগে নির্দিষ্ট হয় ; ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের সহিত ইহা এক।

২৯। See the 'Dabistan' ii. 276, 277. ('দেবীস্থান', দ্বিতীয় পুস্তক, ২৭৬, ২৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) মোসান ফাণী নিজেই এই প্রসঙ্গের মুসলমান বন্ধু। এই গল্পে জানা যায়, শিখগণ মুসলমান-বন্ধুকে সত্য সত্যই আড়ম্বর-প্রিয় বলিয়া মনে করিত। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন সাজেহান বাদসাহ ছিলেন। 'দেবীস্থানের' অনুদিত খণ্ডে বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশে জাহাঙ্গীরের পরিবর্তে সাজেহানের বিষয়ই বর্ণিত রহিয়াছে। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। হরগোবিন্দের সহিত মোসান ফাণীর পরিচয় গুরুর জীবনের শেষভাগে অথবা ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের পর হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

৩০। Compare the 'Dabistan', ii. 281.

লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সেই সময়ের প্রচলিত মতগুলিই গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে, - ঈশ্বর অদ্বিতীয়, বিশ্বসংসার ইন্দ্রজালময় ;—সার-সত্ত্বাহীন বাহ্যাকৃতি মাত্র। এইরূপে তিনি অধিকতর নাস্তিক-মত গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; এবং এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকেই ঈশ্বরের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তবে এইরূপ চিন্তা তাঁহার মনে অধিক দিন স্থান পায় নাই, অথবা তাঁহার অন্তর তাহাতে মগ্ন হয় নাই। একদিন একটি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন যে,—যদি বিশ্ব-সংসার এবং ঈশ্বর একই, তাহা হইলে, অদূরে যে গর্দ্দভ চরিয়া বেড়াইতেছে, গুরু হইয়াও তিনি ঐ গাধার তুল্য।' ব্রাহ্মণের এই ভৎ'সনাবাক্যে ধীর সহিষ্ণু হরগোবিন্দ কেবল একটু হাসিয়াছিলেন।[৩১] তিনি ভাবিতেন,—বিবেক বুদ্ধি আমাদের একমাত্র পরিচালক। একব্যক্তি প্রচার করে যে,—ভ্রাতার সহিত ভগ্নীর বিবাহ ঈশ্বর-নিষিদ্ধ। তৎসম্বন্ধে গুরুর যাহা মত, সেই ব্যক্তির প্রতি গুরুর উত্তর হইতেই তাহা উপলব্ধ হইতে পারে। তিনি বলেন, —যদি পরমেশ্বর কর্তৃক ইহা নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই গর্হিত কার্য সম্পন্ন করা মানবের পক্ষে সুকঠিন।[৩২] হরগোবিন্দ পৌত্তলিক ধর্মে ঘৃণা করিতেন ;—সময়ে সময়ে তিনি নানক প্রবর্তিত প্রীতিপ্রদ উপদেশসমূহও পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার এই প্রকার ব্যবহার, নিম্নলিখিত আখ্যান হইতে বিচার করা যাইতে পারে ;—একদা তাঁহার একজন শিষ্য একটি প্রতিমার নাসিকা ভগ্ন করিয়াছিল। নিকটবর্তী শাসন-কর্তৃগণ গুরুর নিকট সেই শিষ্যের নামে অভিযোগ করেন। শিখ-শিষ্য গুরু-সমীপে আহূত হয়। গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া, অপরাধী দোষ অস্বীকার করে ; ব্যজস্তুতি সহকারে বলে, —'যদি ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন, তাহা হইলে, সে স্বেচ্ছায় প্রাণদান করিতে প্রস্তুত আছে।' রাজা বলিলেন,—'রে নির্বোধ। ঈশ্বর কিরূপে কথা বলিবেন ?' রাজার এই কথায় শিখ উত্তর করিল,—'এক্ষনে স্পষ্টই বুঝা গেল, কে নির্বোধ। ঈশ্বর যদি নিজে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে কিরূপে তিনি তোমার উপকার করিবেন,—কিরূপে তিনি তোমাকে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবেন ?'[৩৩]

হরগোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরদত্ত, বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দুইটি পুত্র ছিল ; তন্মধ্যে একজন শিখদের গুরুপদে বরিত হইয়াছিলেন।[৩৪] এই নবাভিষিক্ত গুরু, হর রায়, কিছুকাল কীরিতপুরেই বাস করেন। তিনি যখন কালুরের রাজাকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ

৩১। Compare the 'Dabistan', ii. 277, 279, 280.

৩২। The 'Dabistan', ii 280.

৩৩। The 'Dabistan,' ii. 276.

৩৪। গুরুদত্ত বা গুরুদিত্ত সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 'দেবীস্থানে' বর্ণিত রহিয়াছে (See, 'Dabistan' ii. 281, 282) তাঁহার স্মৃতি এখনও অতি স্নেহ-সহকারে রক্ষিত হয়। তাঁহার শারীরিক সামর্থ্য ও নৈপুণ্য বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। শতদ্রু-তীরে কীরিতপুর নামক স্থানে তাঁহার

করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করেন, পূর্ব-বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাভিমুখে সীরমুর জেলায় বাস করাই তখন শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।[৩৫] শেষোক্ত স্থানে তিনি কিছুকাল শান্তিতে বাস করেন। এই সময়ে ভারত-সাম্রাজ্য লইয়া দারা -সেকো এবং তাঁহার ভ্রাতাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। দারার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই বিবাদে যোগদান করায়, গুরু হর রায়ের শান্তি ভঙ্গ হইল। কেন যে তিনি দারার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার কোন স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। যুদ্ধে দারা পরাস্ত হইলেন;—তাঁহার সাহায্যকারী সৈনগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল; হর রায়, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জামীন-স্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। হর রায়ের পুত্র বাদসাহের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে শীঘ্রই মুক্তিদান করেন। শুনা যায়, কূট-নীতিজ্ঞ আওরঙ্গজেবের এইরূপ অনুগ্রহে হর রায়ের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইয়াছিল।[৩৬] হর রায়ের জীবন-লীলা শীঘ্রই ফুরাইয়া আসিল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।[৩৭] তাঁহার ধর্ম-শাসন অতিশয় ধীর এবং গম্ভীর ছিল; যদিও তিনি কঠোরতা অবলম্বন করেন নাই, তথাপি তিনি সাধারণের বিশেষ

সমাধিক্ষেত্র, -এক্ষণে উহা শিখদিগের একটি তীর্থস্থান। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি গল্প আছে: এই গল্পে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, শিখ-গুরুগণ অলৌকিক ক্ষমতার ভাণ করিয়া সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে ঘৃণা বোধ করিতেন। গুরুদিত্ত একটি দরিদ্র ব্যক্তির স্তব-স্তুতিতে বিচলিত হইয়া, সেই ব্যক্তির একটি মৃত গাভীর প্রাণদান করেন। এইরূপ কার্যে লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া, গুরুদিত্তের পিতা কুপিত হইয়াছিলেন। গুরুদিত্ত তাহাতে বলিয়াছিলেন, 'একটি জীবন ঈশ্বরের আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি যখন সেই জীবনটি রক্ষা করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার নিজের জীবন প্রদান করিবেন।' এই কথা বলিয়া, গুরদিত্ত ভূমিতে শয়ন করিয়া জীবন পরিত্যাগ করেন। হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র অতুল রায় সম্বন্ধেও ঐরূপ একটা গল্প প্রচলিত আছে। শুনা যায়, তিনি জনৈক শোকাতুরা বিধবার মৃত-পুত্রের জীবনদান করেন। তাঁহার পিতাও তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, –গুরুগণ পুণ্য ও পবিত্রতার ক্ষমতা প্রকাশ করিবে। সেই যুবাকে কেহ কেহ শিশু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গুরদিত্ত যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা বলিয়াই ঐ যুবক প্রাণত্যাগ করেন। অমৃতসরে তাঁহার সমাধি হয়; সেই স্থান এক্ষণে শিখদিগের একটি পবিত্র তীর্থ স্থান।

গুরদিত্তের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ধীরমল। জলন্ধর দোয়াবের কারতারপুর নামক স্থানে ধীরমলের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছে।

৩৫। See 'Dabistan', ii. 282, যে স্থানের আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার নাম 'টাকশাল' বা 'টাংশাল' হইতে পারে। আম্বালার উত্তর ইংরাজদিগের বর্তমান প্রধান আড্ডা কাশৌলীর নিকট উহা অবস্থিত।

মোসান ফাণীর বিখ্যাত গ্রন্থে শিখ-ইতিহাসের এই অংশ পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

৩৬। কেবল দেশীয় বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই, দারার প্রতি গুরুর এই পক্ষপাতিতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। দারার ব্যক্তিগত স্বভাব ও ধর্মনীতি আলোচনা করিয়া দেখিলে, উহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

৩৭। প্রসিদ্ধ লেখকগণ সকলেই হর রায়ের মৃত্যুকাল-সম্বন্ধে এক-মতাবলম্বী। কিন্তু একটি বিবরণে তাহার মৃত্যু-বৎসর ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন, গুরু ১৬১২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; কেহ বলেন,—১৬২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

শ্রদ্ধার ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। গুরুর অনুগৃহীত সঙ্গীদিগের বংশধর 'ভাই' অথবা ভাতৃসম্প্রদায়ের অনেকেই হর রায়ের কোন না কোন প্রিয় ও খ্যাতনামা শিষ্যের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত।[৩৮] শিখদিগের অন্যান্য যে শাখা সম্প্রদায়গুলি প্রচলিত আচার-পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর শুদ্ধ নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া থাকে, সেই সম্প্রদায়-গুলিও গুরুর এই শান্তিপূর্ণ ধর্মশাসন ও প্রাধান্য-সময়ে গঠিত হইয়াছিল।[৩৯]

হর রায়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম রায়; কনিষ্ঠের নাম হরকিষণ। হর রায়ের মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স, ১৫ বৎসর; কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স, ছয় বৎসর মাত্র। রাম রায় দাসী-গর্ভজাত ছিলেন; সুতরাং হর রায় মৃত্যুকালে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকেই শিখদিগের গুরু পদে নির্বাচন করিয়া যান। ফলে, দুই পুত্রের মধ্যে গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, বাদসাহের উপর সে বিষয়ের মীমাংসার ভার অর্পিত হয়। কোনও কোনও বিবরণে বর্ণিত আছে, অওরঙ্গজেব শিখদিগের গুরু মনোনীত করিবার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু প্রচলিত গল্পে উল্লিখিত হইয়াছে, একইরূপে একই ধরণের পরিচ্ছদে সজ্জিত কতকগুলি রমণীর মধ্য হইতে এই শিশু যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা-সহকারে বাদসাহের বেগমকে বাছিয়া বাহির করিয়াছিল, তাহাতে বাদসাহ অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন; তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন,—গুরুপদে হরকিষণের স্বত্বই অবধারিত। তদনুসারে হরকিষণই শিখদিগের নেতা এবং গুরু-পদে বরিত হন। কিন্তু এই শিশু ধর্মগুরু দিল্লী পরিত্যাগ করিবার পূর্বে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ঐ নগরেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন।[৪০]

৩৮। ইহাদের মধ্যে লর্ড লেকের দলভুক্ত কাইথাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'ভাই ভাগটু' বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ওয়ারিশ-অবর্তমানে সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়ার ইংরাজ-প্রবর্তিত প্রথার কার্যকরণে এই বংশের কিছু গৌরব-হানি হইয়াছে। শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী 'বাগ্রীয়ান' নামক স্থানের সম্ভ্রান্ত 'ভাই'গণের পূর্বপুরুষ ধরম সিং হর রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন।

পূর্বপুরুষ গুরুর অনুচর বা সহচর হউন আর না হউন, আজকাল বিশেষ পুণ্যবান শিখ যোগিমাত্রেই সচরাচর 'ভাই' উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন। অন্য পক্ষে 'বেদী' ও 'সোধী'গণ তাহাদের জাতীয় নামেই সন্তুষ্ট; এই নামেই তাহারা অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আছে। 'বেদী'গণ—'বাবা' বা 'পিতা' নামে উক্ত হয়। অন্যত্র 'সোধী'গণ গোবিন্দ এবং রামদাসের প্রতিনিধিরূপে পরিচিত হইয়া অন্যায়পূর্বক গুরু-উপাধি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে।

৩৯। এই সম্প্রদায়-সমষ্টির মধ্যে 'সুট-শ্রী' অথবা 'সুথরা-সাহী'গণই বিশেষ প্রসিদ্ধ ও উল্লেখ-যোগ্য। 'সুচ্চা' নামক একজন ব্রাহ্মণ তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা। লাহোরের দুর্গ প্রাচীরের নিম্নে তাহাদের একটি 'স্থান-ডেরা' বা আবাস-স্থান আছে। (Compare Wilson, 'As. Res', xvii. 836) তাহাদের নাম অথবা নির্বাচন সাধারণতঃ পবিত্রতা-ব্যঞ্জক। ফাতু নামক হর রায়ের আর একজন শিষ্য, ক্ষত্রিয়-জাতীয় পণ্য-ব্যবসায়ী; ফাতু নিজে 'ভাই পির' নাম গ্রহণ করিয়াছিল, অথবা উপাধি-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এই ব্যক্তি 'উদাসী'দিগের প্রকৃত স্থাপনকর্তা।

৪০। Compare Malcolm, 'Sketch' p. 38, and Forster', 'Travels,' i. 299 :— (ম্যালকমের 'সার-সংগ্রহ' ৩৮ পৃঃ এবং ফরষ্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' প্রথম পুস্তকের ২৯৯ পৃষ্ঠা মিলাইয়া দেখ)।

শুনা যায়, হরকিষণের জীবন-দীপ যখন নির্বাপিত হইয়া আসিতেছিল, তখন তিনি ইঙ্গিত-সহকারে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পরবর্ত্তী শিখ-গুরু বিপাশা নদী-তীরে গণ্ডোয়ালের নিকটবর্ত্তী 'বাকলা' গ্রামে দৃষ্ট হইবে। এই গ্রামে হরগোবিন্দের বহু আত্মীয়-স্বজন বাস করিত। তাঁহার পুত্র, তেগ বাহাদুর, বহুকাল দেশ পর্যটনের পর গঙ্গার তীরবর্ত্তী পাটনায় কিছুকাল বাস করেন। এই সময় তিনি 'বাকলা' গ্রামে বাস করিতেছিলেন। রাম রায় গুরু-পদের দাবী করিতেছিলেন; কিন্তু তখনও তিনি বৃহৎ দল সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সুতরাং তেগ বাহাদুরই সর্বসম্মতিক্রমে শিখদিগের গুরু-পদে বরিত হইলেন; মহা সমারোহে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। শুনা যায়, তিনি পিতৃ-তরবারি ধারণে অনুপযুক্ত ছিলেন; তাঁহার কার্যকলাপেও তাঁহার প্রতি অনেকের সন্দেহ হয়; সুতরাং রাম রায়ের ধূর্ত্ততা ও প্রতারণায় অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার জীবন ও প্রভুত্ব বিপদজালে জড়িত হইল।[৪১] প্রতারক এবং শান্তি-ভঙ্গকারী, প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, তিনি দিল্লীতে আহুত হইলেন। জয়পুরের রাজা তাঁহার প্রতিবাদ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। এই রাজপুত তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বাদানুবাদ করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—এইরূপ যোগিপুরুষগণের পক্ষে রাজত্বপদের অভিলাষ অপেক্ষা তীর্থ-পর্যটনই বরং শ্রেয়স্কর; ভাবী বঙ্গদেশ আক্রমণ কালে রাজা গুরুকে সঙ্গে লইবেন।[৪২]

একটি দেশীয় বিবরণে হর কিষণের মৃত্যু ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দই তাঁহার সর্ব-সম্মত প্রশস্ত মৃত্যুকাল। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে তাহার জন্ম হয়।

৪১। Compare Malcolm, 'Sketch', P. 38, and Forster, 'Travels'. i, 299, and Browne's 'India Tracts' ii. 3, 4, দেশীয় হস্তলিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই, তেগ বাহাদুরের পিতৃ-তরবারি-গ্রহণে অসম্মতির বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই বিবরণে আরও একটি গল্প আছে যে, তিনি এইরূপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার পূর্বে যে একটি বিশেষ কার্য সম্পন্ন করেন, তাহারই ফলে তিনি গুরুপদে বরিত হন। মুকুন সা নামক একজন শিষ্য 'বাকালা' গ্রামের মধ্য দিয়া গমনকালে ধর্মগুরুকে কিছু পূজোপহার প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি উপহার দাবী করায় মুকুন সা একরূপ হতবুদ্ধি হইয়া যান। তাঁহার উপহারের মূল্য সর্বশুদ্ধ ৫২৫ টাকা। কেবল মুকুনই ঐ উপহারের মূল্য অবগত ছিলেন। মুকুন সাহ তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক টাকা করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিলেন;—মনে করিলেন, যে ব্যক্তি সর্বশেষ উপহার গ্রহণ করিবে, তাঁহাকেই আশু-উপলব্ধি দ্বারা গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তেগ বাহাদুর অবশিষ্টগুলি দাবী করায়. তিনি গুরুপদে বরিত হইয়াছিলেন,—ইত্যাদি।

৪২। ফরষ্টার এবং ম্যাল্‌কম উভয়েই এতদ্দেশীয় বিবরণ অনুসরণ করিয়াছেন। যে রাজা তেগ বাহাদুরের আনুকূল্য করিয়াছিলেন, এবং তেগ বাহাদুর যাঁহার সহিত বঙ্গদেশে যুদ্ধার্থ গমন করেন;—তাঁহাকে জয়সিং নামে অভিহিত করিয়াছেন। একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে দেখা যায়,—বীরসিং—এই কৃপালু রাজা। টড ('Rajastan', ii. 355) বলেন. জয়সিংহের পুত্র রামসিং প্রথম আসামে গমন করেন; কিন্তু তাঁহার কার্যের কোন বিবরণ তিনি প্রদান করেন নাই। আজকাল যেমন শিখগণ রণজিৎ সিংহের সৈন্য বলিয়া পরিচয় দেয়; সেইরূপ বহুপূর্বে মৃত একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির বর্ত্তমানকালে জীবিত থাকার পরিচয় প্রদান করা—ভারতবর্ষে আশ্চর্যের বিষয় নহে। পিতা 'মির্জা রাজার' সুখ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হওয়ায়, রামসিংহের নাম যে কতটা লোপ হইয়াছিল,—তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে সমসাময়িক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ সুহাই জয়সিং, এবং পণ্ডিতগণের প্রতিপালক রাজা জয়সিং,—এই দুইটি নাম পরস্পর মিশাইয়া, শিখ ঐতিহাসিকগণ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ বিষয়ে

তেগ বাহাদুর রাজার সহিত পূর্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় কিছুকাল পাটনাতে বাস করেন। ইতিহাসজ্ঞ জনৈক পণ্ডিত বলেন, অতঃপর আসামের শাসনকর্তাদিগের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-সজ্জা হয়, তাহাতে জয়লাভ করিবার অভিলাষী হইয়া তেগবাহাদুর পুনরায় শিখ-সৈন্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে ধ্যানমগ্ন হন। শুনা যায়, কামরূপের রাজার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া, তেগ বাহাদুর রাজাকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।[৪৩]

কিয়ৎকাল পরে তেগ বাহাদুর পুনরায় পঞ্জাবে ফিরিয়া আসেন; শতদ্রু-নদী-তীরে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। এই স্থান এক্ষণে 'মাখোয়াল' নামে অভিহিত; তাঁহার পিতার অতি-প্রিয় মনোরম বাসস্থান কীরিতপুরের সন্নিকটে ইহা অবস্থিত। এখানে আসিয়াও কিন্তু তিনি রাম রায়ের বৈরিতা ও প্রভুত্বের হাত এড়াইতে পারিলেন না। শিখদিগের প্রচলিত, বর্ণনায় জানা যায়,—এই ধার্মিক-প্রবর নির্দোষ ধর্মোপদেষ্টাকে আর একবার বাদসাহ-সমীপে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। তেগবাহাদুর যে পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিছুকাল পরে তেগবাহাদুর শতদ্রু এবং হাম্বীর মধ্যবর্ত্তী বন্য-প্রদেশে আপন গুপ্ত বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন। সে সময় লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা শিষ্যদিগের ও আপনার জীবিকা নির্বাহ করিতেন।[৪৪] কাজে কাজেই এক হিসাবে তিনি লোকের নিকট পরিচিত হইয়া পড়েন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়, আদম হাফিজ নামক একজন মুসলমান ধর্মানুরাগীর সহিত তেগ বাহাদুর মিত্রতা স্থাপন করেন। তাঁহার ঐ মুসলমান বন্ধু, ধনী মুসলমানদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন; তেগবাহাদুরও এক্ষণে অবস্থাপন্ন হিন্দুদিগের উপর কর ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। উঁহারা উভয়েই পলাতক অপরাধীদিগকে আগ্রহ-সহকারে আশ্রয় প্রদান করিতেন। কিছুকাল মধ্যেই তাঁহাদের প্রতাপ ও আধিপত্য বিস্তৃত হইল; দেশের উন্নতি-পক্ষে উঁহারা বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর উঁহাদের বিরুদ্ধে বাদসাহ একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। যুদ্ধে তেগবাহাদুর ও তাঁহার মুসলমান-বন্ধু পরাজিত এবং বন্দী হইলেন। বাদসাহ সেই মুসলমান ফকিরকে নির্বাসিত করেন; কিন্তু শিখ গুরু তেগ বাহাদুরকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

দিল্লীতে যাইবার সময় তেগবাহাদুর তাঁহার পুত্রকে আহ্বান করেন। হরগোবিন্দের

ম্যাল্কম (Malcolm, 'Sketch', p. 37.) সম্ভবতঃ ফরষ্টারের ('Travels', i, 299, 300) অনুকরণ করিয়াছেন। ম্যাল্কম বলেন,—এই সময়ে তেগ বাহাদুর দুই বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

৪৩। হস্তলিখিত 'গুরুমুখী' নামক সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুসারে, তেগ বাহাদুরের জীবনীর শেষোক্ত ব্যাখ্যাংশটুকুইটি লিখিত হইয়াছে।

৪৪। সৈর-উল-মুতাক্ষেরীণের লেখক (Seir-ool-Mutakhereen, i 112, 113) তেগ বাহাদুরের এই দস্যু বৃত্তি-এবং বিদ্রোহ-সূচক কার্য কলাপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। হস্তলিখিত সাধারণ পুথিগুলিতেও এইরূপ অভিযোগের বিষয় বর্ণিত আছে; কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। কাহ্লুরের রাজাকে মাখোয়ালের মূল্যস্বরূপ গুরু ৫০০ পাঁচশত টাকা প্রদান করেন।

তরবারি দ্বারা পুত্রকে ভূষিত করিয়া, তাঁহাকেই শিখদিগের গুরু-পদে অভিষিক্ত করিয়া যান। যাত্রাকালে তিনি তাঁহার পুত্রকে কহিলেন,—বিপক্ষগণ তাঁহাকে বধ করিতে লইয়া যাইতেছে ; তাঁহার মৃতদেহ যেন কুকুরের ভক্ষণীয় না হয়। পরিশেষে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার উপযোগিতা বুঝাইয়া, পুত্রের প্রতি তিনি আদেশ করিলেন,—'প্রতিশোধ এবং প্রতিহিংসাই পুত্রের একমাত্র কর্তব্য কার্য।' এই প্রসঙ্গে আরও বর্ণিত আছে যে, —তেগবাহাদুর বাদসাহের নিকট উপনীত হইলে, কতকটা অবমাননা ও অবিশ্বাসের সহিত বাদসাহ তাঁহার ধর্মের ঐশ্বরিকত্ব প্রমান-কল্পে-অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তেগবাহদুর উত্তর দেন,—'ঈশ্বরের উপাসনাই একমাত্র কার্য'। তথাপি তিনি আর একটি কার্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি একটি মন্ত্র লিখিয়া দিলেন ; জানাইলেন,—যাহার গলার চতুর্দিকে ঐ মন্ত্র বাঁধা থাকিবে, তরবারির আঘাতে তাহার গলা বিচ্ছিন্ন হইবে না। অতঃপর তিনি আপনার গলার চতুর্দিকে উহা বাঁধিয়া হত্যাকারীর সমক্ষে মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু তরবারির একই আঘাতে মস্তক ছিন্ন হইল ; কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিচারপতি এবং দর্শকবৃন্দ সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। পরিশেষে দেখা গেল,—কাগজে এই কথাগুলি লিখিত রহিয়াছে—'শির দিয়া, সার নেই দিয়া' ; আমার মস্তক দিয়াছি ; কিন্তু গূঢ়তত্ত্ব কিছুই প্রদান করিনাই। ফলতঃ, তাঁহার জীবন নষ্ট হইল ; কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত নবশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান সংসারে বিদ্যমান রহিল। অসভ্য এবং ইন্দ্রজাল-প্রিয় জাতির উপাখ্যান এইরূপ। তবে তেগবাহাদুর যে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে জল্লাদ-হস্তে নিহত হন, এবং ক্রুর-প্রকৃতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন আওরঙ্গজেব যে দিল্লীর রাজপথে সর্বসমক্ষে তাঁহার মৃতদেহের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করেন,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[৪৫]

তেগবাহাদুর তাঁহার পিতার ন্যায় নম্র অথবা পুত্রের ন্যায় উন্নতমনা ছিলেন না। তিনি কষ্টসহিষ্ণু ও রূঢ়-প্রকৃতি ছিলেন। যাহাহউক, তাঁহার দৃষ্টান্তে, নানকের শিষ্যগণ সাহসী, রণকুশল ও ধর্মনিষ্ঠ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিল। পিতার তরবারির প্রতি তিনি অপরিসীম ভক্তি প্রদর্শন করিতেন ; শিষ্যগণকে তিনি অস্ত্রধারী প্রতিনিধির আদেশ প্রতি পালন করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এবংবিধ ব্যবহারে সপ্রমাণিত হয়, তিনি ধর্মযাজকের শক্তি অপেক্ষা রাজশক্তি শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেন। বস্তুতঃ, এই সময় হইতেই শিখ-গুরুগণ তাঁহাদের শক্তির পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, অনুচরগণও গুরুদিগকেই 'সাচ্চা পাদসাহ'—অর্থাৎ 'যথার্থ রাজা', বলিয়া তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তী হইতে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ, শিষ্যগণ বুঝিয়াছিল, গুরুগণই যথার্থ রাজা ; কারণ, তাঁহারা

৪৫। তেগ বাহাদুর যে অতি নৃশংসরূপে ও নীচভাবে নিহত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সকল বিবরণই একমতাবলম্বী। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, (কেহ কেহ বলেন, মাগসের মাসে) তাঁহার মৃত্যু হয়। এই গণনাই অধিক সত্য বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহার জন্ম বৎসর কোথাও ১৬১২ এবং কোথাও ১৬২১ খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অস্ত্রসাহায্যে রাজ্যশাসন করেন না; তাঁহারা ন্যায় শক্তিতে শাসন দণ্ড পরিচালনা করেন; তাঁহারা ধর্মপথ-প্রদর্শক এবং মুক্তিদাতা। অপরাপর রাজগণ কেবলমাত্র সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপ তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। শিষ্যদিগের এইরূপ বাক্য সকল অবস্থাতেই উপযোগী। এই বাক্যের গূঢ় কার্যকারিতায় মোগল-বাদসাহগণ হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন; তাঁহাদের মানসিক শক্তি অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। একজন বিচক্ষণ মুসলমান গ্রন্থকার উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তেগ বাহাদুর বহু সহস্র সৈনের নায়ক হইয়া রাজশক্তি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন।[৪৬]

তেগ বাহাদুর যখন রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুত্র গোবিন্দের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। সত্য ও কর্তব্যানুরোধে প্রাণদাতা গুরুর শেষ উপদেশ ও ভয়াবহ মৃত্যু, গোবিন্দের মনে গভীর ও স্থায়ীরূপে অভিমত হইয়া রহিল। পিতার প্রাণদণ্ড এবং স্বদেশের শোচনীয় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, তিনি মুসলমানদিগের চিরন্তন শত্রু হইয়া উঠিলেন; বিধ্বস্ত হিন্দুদিগকে একটি অভিনব বিজীগিষু জাতিতে পরিণত করিবার মহৎ কল্পনায় অনুপ্রাণিত হইলেন। গোবিন্দের তখন অতি শৈশবাবস্থা; অধিকন্তু তাঁহার অনুচরদিগের প্রতি বাদসাহ সন্দেহ করিতেন; শিখদিগের মধ্যেও এমন অনেক দল ছিল; তাহারা তেগ বাহাদুরের পুত্রের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কয়েকটি অনুরক্ত শিষ্যের ঐকান্তিকতায় মৃত গুরুর ছিন্ন দেহ পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ায়, গোবিন্দ পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন; এইরূপে মৃত-আত্মার সদ্গতি এবং তাঁহার আত্মীয়গণের মাঙ্গলিক কার্য সমাহিত হয়।[৪৭] গোবিন্দ কিছুকাল যমুনার উভয় পার্শ্ববর্তী নিম্ন-পার্বত্য-প্রদেশে যাইয়া নিভৃতে বাস করেন। সেখানে কয়েক বৎসর কেবল ব্যাঘ্র ও বন্য-শূকর শিকারে ব্যাপৃত হন। তিনি পারস্য-ভাষা

৪৬। যাঁহার কথা বলা হইয়াছে. তিনি শৈর উল-মুতাক্ষেরীণের (Scirool Mutakhereen, i. 112) গ্রন্থকর্তা সৈয়দ গোলাম হোসেন।

ব্রাউন, তাঁহার 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট' (Browne, India Tracts ii, 2, 3) নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—তেগ বাহাদুরের 'যথার্থ রাজ উপাধি' ধারণ করেন; পরন্তু তাঁহার বংশ-মর্যাদা এবং গরীমা-সূচক 'বাহাদুর' পদবী গ্রহণে বাদসাহ ক্রুদ্ধ হন। তাঁহাকে হত্যা করার জন্য আওরঙ্গজেবের দৃঢ়-সঙ্কল্পের এই সকলই কারণ। বক্ষ্যমাণ বর্ণনানুসারে, গুরু অলৌকিক শক্তি বড় ঘৃণা করিতেন। 'সাচ্চা পাদসাহ' শব্দ সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের শেষ অংশ দ্রষ্টব্য।

পিতৃ তরবারি গ্রহণে তেগ বাহাদুরের অসম্মতি, এবং আপন ধনুঃশর পূজা বিষয়ে তাঁহার আদেশ প্রচার, অর্থাৎ তাঁহার ধনুঃশর-ধারীর আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার অনুজ্ঞা.—এই সমস্ত বিষয় দেশ-প্রচলিত বিবরণের সত্যতার উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে।

৪৭। অপবিত্র ঘৃণিত মেথর জাতীয় কতকগুলি ব্যক্তি. তেগ বাহাদুরের বিক্ষিপ্ত দেহ দিল্লী হইতে আনয়নের জন্য প্রেরিত হয়। মুকুন সা নামক যে ব্যক্তি মৃত গুরুকে গুরু বলিয়া প্রথম সম্বোধন করিয়াছিল, কতটা তাহারই চেষ্টায়, শিষ্যগণ গুরুর মৃত-দেহ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

শিক্ষা করেন, এবং যে সকল গ্রন্থে জাতীয় মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তৎসমুদায় মনোভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া রাখেন।[৪৮]

প্রায় বিশ বৎসর কাল গোবিন্দ এই অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন।[৪৯] যৌবন-কালেই তাঁহার ভাবী মহত্ত্বের লক্ষণ দর্শন করিয়া নানকের শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার সহিত যোগদান করিল। তিনি এক্ষণে শিখদের গুরু ও নেতৃপদে বরিত হইলেন। রাম রায়ের শিষ্যগণ তাহাদের গুরুকে উপেক্ষা করিয়া, এক বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী সম্প্রদায়ে পরিণত হওয়ায়, রাম রায়ের ক্ষমতা হ্রাস হইল। চতুঃপার্শ্ববর্তী নরপতিগণ গুরুর প্রাধান্য উপলব্ধি করিতে লাগিলেন; তাঁহারা বুঝিলেন,—গুরুর কোন উচ্চাভিলাষ নাই; তৎসম্বন্ধে তাঁহারা আশঙ্কারও কোন কারণ দেখিলেন না। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় এবং আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুর ব্যবহার, গোবিন্দের মনে চির-দিন জাগরূক ছিল। বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নে ও ঈশ্বর-চিন্তায় গোবিন্দের মানসিক বৃত্তিগুলি সমুন্নত হইয়াছিল; বহুদর্শিতায় তাঁহার বিচারশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল। গোবিন্দ এক্ষণে পিতার অপমৃত্যুর ও স্বদেশের অনিষ্টের জন্য প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। নবশক্তি বলে তাঁহার উত্তেজনা বৃদ্ধি হইল; আপন শিষ্যদিগের পুনরায় এক নূতন প্রাণ সঞ্চারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। নানক-প্রবর্তিত সর্ব-সম্মত ধর্মশিক্ষার নূতন সংস্কার-সাধন করিয়া, তাহাতে অধিকতর সঠিক ও উদ্দেশ্য-সাধনোপযোগী শক্তি-সঞ্চার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রবল-শক্তি-সম্পন্ন সাম্রাজ্য-মধ্যে বাস করিয়াও তিনি সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। সামাজিক অবনতি ও ধর্মবিষয়ক কুসংস্কার প্রভৃতির মধ্যেও তিনি আচার-পদ্ধতির সরলতা, উদ্দেশ্যের অভিন্নতা এবং দুর্দমনীয় চিত্তোন্মত্ততা সৃষ্টি করিলেন।[৫০]

৪৮। গোবিন্দের প্রথম বয়সে নির্জন-বাস এবং কার্য-কলাপ সম্বন্ধে সকল স্থলেই একরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ফরষ্টারের (Forster, 'Travels'. i 301) 'গুরমুখীর' বর্ণনা পাঠে জানা যায় প্রথমত গোবিন্দ পাটনায় নীত হন; সেখানে কিছুকাল বাস করিয়া পরে তিনি শ্রীনগরের পার্বত্য-প্রদেশে প্রস্থান করেন।

৪৯। ইংরেজ অথবা ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ কেহই প্রকৃত সময় নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। তারিখ ও ঘটনাবলী তুলনা করিলে দেখা যায়—১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে অথবা পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ক্রম না হওয়া পর্যন্ত. গোবিন্দ ধর্মগুরু-রূপে নূতন কার্য গ্রহণ করেন নাই। (Malcolm, 'Sketch', p. 186 note) এই শিখ গ্রন্থকারের গণনায় ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দের ধর্মসংস্কার আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সকল মত খণ্ডনকল্পে, গোবিন্দের কতকগুলি বাক্য অথবা তাঁহার হস্তলিপি উদ্ধৃত করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গোবিন্দ যখন ভারতবর্ষের দক্ষিণ-প্রদেশে গমন করেন, তখন হইতে তাঁহার ধর্ম-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে।

৫০। প্রচলিত বিবরণে গোবিন্দের পিতামহের সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, গোবিন্দের বিষয়েও সেইরূপ জানা যায়, পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনায়ই তিনি প্রধানতঃ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ অন্যান্য কারণেও এইরূপ দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হন। সে কারণাবলী যে ন্যায়সঙ্গত, তাহা অস্বীকার করা কোন মতেই উচিত নহে। তিনি উৎকট জীঘাংসা-পরবশ হইয়া তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করিতে যত্নপর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, অথবা

গোবিন্দ, বলবীর্যে অদ্বিতীয়, শারীরিক গঠনে অতুলনীয় এবং উৎসাহে অটল ছিলেন। তাঁহাকে অবিবেচক উদ্দেশ্যবিহীন, প্রতারক অথবা আত্মপ্রবঞ্চক মনে করা ভ্রম-মূলক। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, মানবের মানসিক বৃত্তিসমূহ কোন মহৎ কার্যসাধনোপযোগী করিয়া গঠন করা যাইতে পারে। বহুকালসঞ্জাত কু-সংস্কার ও কু-রীতিসমূহ দেখিয়া তিনি দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইলেন; যে অত্যাচার অবিচারে তাঁহার জীবন বিপদ-জালে জড়িত হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষনে তাঁহার বিশ্বাস হইল, মানবের স্বাভাবিক ইচ্ছা-শক্তি উদ্‌বুদ্ধ করিতে, অন্য এক গুরুর আর্বিভাব আবশ্যক। প্রাচীন কালের বীর-পুরুষদিগের বীরোচিত কার্যকলাপের স্মৃতি, গোবিন্দের মনোমধ্যে জাগরুক ছিল। স্বীয় কল্পনাশক্তি-প্রভাবে সংসারে উপদেশ দিবার জন্য, গোবিন্দ পর্যায়ক্রমে ঐশ্বরিক বিধি ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনা করিলেন। ভাগ্যচক্র সম্বন্ধে তাঁহারও কু-সংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাস ছিল। একখানি প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, পৌরাণিক রাজবংশ হইতে গোবিন্দ আপন বংশ গণনা করিয়াছেন।[৫১] তিনি তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণের ধর্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুগত্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিতেন,—তাঁহাদের এই পুণ্য অনুষ্ঠানের জন্যই জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'তাঁহার বিমুক্ত আত্মা ঈশ্বর-সন্নিধানে পরম সুখ উপভোগ করিতেছিলেন,—তিনি ঈশ্বর চিন্তায় মগ্নছিলেন। তাঁহার আত্মা একদা অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—ঈশ্বরের প্রিয় দূতরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন; তিনি নানকের স্থলাভিষিক্ত হইবেন;—একটি প্রদীপ যেমন অন্যটিতে তাহার তেজ বা শিখা প্রদান করে, সেইরূপে নানকের আত্মা ও তেজের শুভ্র আলোক মালায় গোবিন্দের

উৎপীড়িত হইলে, এইরূপ মনোভাব সকলেরই জন্মিয়া থাকে। পূর্বে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যেমন প্রতিহংসা-বৃত্তি প্রবল ছিল; এক্ষণে ভারতবর্ষেও সেই ভাব সর্ব-সাধারণের মনে জাগরুক। এমনকি, একজন প্রকৃষ্ট-খৃষ্টধর্মানুরাগী, 'হেডসের' ছায়ার প্রতিহিংসা-বৃত্তির চরিতার্থ হেতু কোন ভর্ৎসনা না করিয়া, এই-ভাবেই তাহার নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন। নশ্বর মানবরূপে এ বিষয়ে তাঁহার নিজের সহানুভূতি এখনও সংসারে বর্তমান,—

প্রিয়, পথ প্রদর্শক! তুমি ধ্রুবতারা!
তাই কহি, প্রতিশোধ নাহি কি জগতে?
নৃশংস ভীষণ হত্যা শিহরে হৃদয়!
সে লাঞ্ছনা, অপমান, সহিল সে জন,
প্রতিশোধ নাহি কি তাহার? দণ্ড নাই,—
কলঙ্ক-কলুষ পূর্ণ ঘোর পাপাচারে?
মরিল সে, নীরবে চলিয়া গেল হায়!
স্মরিলে অদৃষ্ট তার বিদরে পরাণ!

'Dante, 'Hell' xxix, – Cary's Translation',

৫১। 'বিচিত্র নাটক' অথবা 'বৈচিত্র্যময় গল্প'—'দশম পাদসাকা গ্রন্থ' অর্থাৎ 'দশম রাজার গ্রন্থ' নামক পুস্তকের একটি অংশ মাত্র। এস্থলে তাহারই বিষয় বলা হইল।

আত্মাও আলোকিত হইবে; গোবিন্দ নানকের তেজোবার্য্যের অধিকারী হইবেন।[৫১] মনুষ্যের দুর্ব্যবহারের প্রতিফল দিবার জন্য কিরূপে দৈত্যগণ প্রেরিত হয়;—কিরূপে পরবর্ত্তী দেবতাগণ,—শিব-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মূর্তি ধারণ করিয়া আপনাদের প্রাধান্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন;—সে সকলই তিনি বিবৃত করিয়াছেন। সিদ্ধগণ কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন;—কিরূপে গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মনীতি প্রবর্তন করেন; —আপন ধর্ম-প্রচারকালে মহম্মদ কিরূপে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন;—তাহা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রসঙ্গত গোবিন্দ আরও বলেন,—তাঁহারা সকলেই আপনাপন কু-সংস্কার প্রবর্তিত করিয়া পৃথিবীকে পাপভারাক্রান্ত করিয়াছেন;—জনসাধারণ তাহারই অনুসরণ করিয়া বিপথগামী হইয়াছে। সেই সমুদায় কু-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম স্থাপনের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন;—পুণ্য প্রচার করিয়া পাপ -ধ্বংসের নিমিত্তই মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন। গোবিন্দ বলিলেন,—যদিও তিনি শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি অপরের ন্যায় তিনিও একজন সামান্য মানব;—ঈশ্বরের একজন আজ্ঞাবাহী ভৃত্য;—সৃষ্টি-কৌশলের অত্যাশ্চর্য কার্যবলীর একজন পরিদর্শক মাত্র। যে কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর-স্বরূপ কল্পনা করিয়া অর্চনা করিবে, সেই ব্যক্তি আবহ-

৫২। রোমের 'দিগ্বিজয়ী বাদসাহের' ছায়া সম্বন্ধে 'ভারজিল' যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহার সহিত ভারতবর্ষের এই ধর্ম সংস্কারকের ধর্মবিষয়ক প্রশ্নের তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য :—

প্রবল প্রতাপশালী সেই সে 'সিজার'।
মরণের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত এখন।
পৃথিবীর যে যাতনা—নাহি সহে আর।
শক্তির মন্দিরে স্পৃহা মৃত্যু আলিঙ্গন।
—Ænied, vi.

পাঠকগণ এই বিষয়ে মিল্টনের অভিব্যক্তিও স্মরণ করিবেন। ধর্মনিষ্ঠ গোবিন্দ মিল্টনের সেই ভাবের বিশেষ উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন;—

'অপূর্ব প্রার্থনা তার,
নীরব বীণার তার,
স্বরগ মন্দির এবে নীরবতাময়।
নাহিক সহায় তেঁহ,
না আছে মধ্যস্থ কেহ,
আপন বলিতে তথা কেহ নাহি রয়।'
আপনা আপনি যেন,
যীশুখৃষ্ট কহিলেন,—
'বিশ্বাস আমার প্রতি করহ স্থাপন।
আমি সে তাহার তরে,
আত্মদেহ ত্যাগ ক'রে,
করিব আত্মার প্রেম গৌরব-বর্ধন।'
'Paradise Lost', iii.

মানকাল নরকের চিরাগ্নিতে দগ্ধ হইবে। তিনি প্রচার করিলেন,—হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির শিক্ষা, রীতি-নীতি,—সকলই তাঁহার পক্ষে অনুপযোগী; কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা নিষ্প্রয়োজন; দেবমূর্ত্তি-সেবক অথবা মৃত-ব্যক্তির উপাসক, কেহই কখন পরম স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে পারে না। 'ধর্মগ্রন্থ' পাঠে, ঈশ্বর-প্রতিকৃতি উপাসনায়, কিংবা সামাজিক আচার-পদ্ধতির কঠোর অনুসরণে ঈশ্বরের-সান্নিধ্য লাভ হয় না;—বিনয়ী ও অকপট হইলেই ঈশ্বরত্ব ও মুক্তি উভয়ই লাভ করা যায়।[৫৩]

গোবিন্দ ধর্ম-প্রচারের এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দের শিষ্যগণ তাহা হইতে তাঁহার ধর্ম-মতে বহুরূপকের সৃষ্ট করিয়াছিল; তাঁহার স্বর্গীয় কল্পনার সহিত নানারূপ পার্থিব চিন্তার সমাবেশ করিয়াছিল। কথিত হয়,—গোবিন্দ 'নাইনা' নামক পর্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে গমন করিয়া তথাকার দেবী-মন্দিরে কঠোর তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—পুরাকালে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন একটি বাণ দ্বারা কি উপায়ে সমবেত লোকসমষ্টি ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তরে গোবিন্দ জানিতে পারেন যে, একমাত্র আরাধনা ও আত্মোৎসর্গ দ্বারাই সেই ক্ষমতা লাভ করা যায়। গোবিন্দ বারাণসী হইতে জনৈক ধর্ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেন। শুনা যায়,—পর জগতের কার্যেও ঐ ব্রাহ্মণের অশেষ ক্ষমতা ছিল। গোবিন্দ সেই ব্রাহ্মণের নিকট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বেদাধ্যয়ন করেন। এক্ষণে গোবিন্দ এক ভয়াবহ উৎসব-কার্য সম্পাদনে প্রস্তুত হইলেন; গোবিন্দ শিষ্যমণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন; সকলকেই সেই দুঃসাহসিক কার্যে যোগদান করিতে বলিলেন। তিনি সর্ব-সমক্ষে সেই ঐন্দ্রজালিক সমস্ত গুণ একে একে পরীক্ষা করিলেন। বহু পরিশ্রম সহকারে 'হোমের' জন্য এক প্রকাণ্ড 'বেদী' নির্মিত হইল। ব্রাহ্মণ গোবিন্দকে বলিলেন, অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দেবী ছায়ারূপে গোবিন্দকে দর্শন দিবেন; গোবিন্দ নির্ভয়ে অটল অচল ভাবে ও ভক্তি সহকারে দেবীকে অর্চনা করিবেন;—এবং দেবীর নিকট বর-প্রার্থী হইবেন। কিন্তু, গুরু ভয়ে অভিভূত হইলেন; আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তরবারি বাড়াইয়া ধরিলেন;—বোধ হইল, গুরু যেন তদ্দ্বারা সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিকে অভিবাদন করিলেন। সেই দেবী-মূর্ত্তি তাঁহাকে অভিবাদন-গ্রহণ ব্যাপদেশে, তরবারি স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অগ্নি-শিখা মধ্যে একখানি স্বর্গীয় অস্ত্র,—একখানি লৌহ কুঠার—দৃষ্ট হইল। তখন প্রচারিত হইল,—দেবীর প্রসন্নতার ও আনুকূল্যের ইহাই নিদর্শন। কিন্তু গুরু সন্ত্রস্ত ও ভীত হওয়ায়, যজ্ঞ পণ্ড হইয়াছে। এক্ষণে ধর্ম-প্রচারে জয়লাভ করিতে হইলে, হয়,—গোবিন্দ নিজে প্রাণদান করিবেন; না হয়,—তাঁহার প্রিয়তম কোন ব্যক্তির জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। তখন গুরু বিশেষ দুঃখিত হইলেন; ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—এই পৃথিবীতে এখনও অনেক কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে;

৫৩। 'বিচিত্র নাটক' হইতে ম্যালকম একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Malcolm, 'Sketch,' p. 173 &c)

এখনও তিনি পিতার সন্তপ্ত আত্মার তুষ্টি-বিধান করিতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি সন্তানগণের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু মাতৃ-স্নেহ প্রবল হওয়ায়, গোবিন্দের স্ত্রী সন্তানগণকে লইয়া পলায়ন করিলেন; গোবিন্দের বাসনা পূর্ণ হইল না। তখন তাঁহার পচিশ জন প্রিয়-শিষ্য অগ্রসর হইয়া প্রাণদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল; তাহাদের মধ্য হইতে গোবিন্দ একজনকে মনোনীত করিলেন; অতঃপর ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হইলেন।[৫৪]

অতঃপর গেবিন্দ পুনরায় শিষ্যদিগকে একত্রিত করিলেন। সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আপন দেহ-পরিগ্রহের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন; এক নূতন ধর্ম প্রচারিত হইল। গেবিন্দ বলিলেন,—অতঃপর একমাত্র 'খালসা' বা মুক্ত ব্যক্তিগণই[৫৫] আধিপত্য করিবে। একাগ্র-চিত্তে ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইবে; কিন্তু কেহই সর্বশক্তিমানের কোন প্রস্তর বা মৃৎমূর্তির উপাসনা করিবে না; তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা হয়। একমাত্র বিশ্বাস ও ভক্তিতেই জগদীশ্বর 'খালসা'র (সম্প্রদায়-ভুক্ত শিখদিগের) নিকট প্রকট হইবেন। গোবিন্দ প্রচার করিলেন,—সকলেই সমান; উচ্চ-নীচ সকলেই তুল্য; জাতিভেদ ভুলিতে হইবে; পৃথিবীতে ছোটবড় কিছুই নাই।[৫৬] শিষ্যগণ সকলেই তাঁহার নিকট 'পহাল' বা মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নূতন ধর্মে

৫৪। এই উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নরূপে বর্ণিত আছে; ম্যালকমের বর্ণনা একরূপ (Malcolm, 'Sketch,' p. 53, note); আবার ম্যাকগ্রীগরের শিখ-ইতিহাসের বর্ণনা অন্যরূপ। ('Macgregor's History of the Sikhs', i. 71) কথিত হয়, গোবিন্দ এক সময়ে বিশেষ নিদ্রাভিভূত হন; নিদ্রাবস্থায় তিনি ষড়ৈশ্বর্যশালিনী দেবী-মূর্তি বিষয়ক একটি স্বপ্ন দেখিতে পান। সম্ভবতঃ গোবিন্দের সেই স্বপ্ন-বিষয়ক গল্পেই বর্তমান ঘটনার যথার্থ বিবরণ জানিতে পারা যায়; সেই ঘটনাই, বোধ হয়, এই উপাখ্যানের ভিত্তিস্বরূপ। শুনা যায়,—১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। (Melcolm, 'Sketch' p. 86)

৫৫। 'খালসা' বা 'খালিসা' শব্দ আরবী শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ,—পবিত্র, বিশেষ, মুক্ত ইত্যাদি। এই শব্দে সাধারণতঃ করদ ও মিত্ররাজ্য হইতে পৃথক-সংজ্ঞক স্বাধীন রাজা অথবা রাজ্য বুঝায়। 'খালসা' শব্দে গোবিন্দের রাজ্য নির্দেশিত হয়;—অথবা, শিখজাতি ঈশ্বরানুগৃহীত,—ইহাই বুঝায়।

৫৬। 'রাহেত নামে', অর্থাৎ গোবিন্দের জীবনীতে এই বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে; উহা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। গুরু বলিয়াছিলেন,—'যে ব্যক্তি গুরুকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সে 'খালসাতেই' তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। কেহ কেহ বলেন, বোধ হয় গুরুই এ কথা বলিয়াছিলেন।

অনেকে এই তুলনায় আপত্তি করেন। পবিত্রতা লাভের এইরূপ চেষ্টা সম্বন্ধে অনেকের মত-বিরোধ দেখা যায়। কিন্তু এ স্থলে, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা কর্তব্য যে—আবিলার্ড ত্রয়াত্মক ঈশ্বরকে প্রোটিবাদের তিনটী শব্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ওয়ালিস আবার স্বতঃসিদ্ধ বর্ণমালা সাহায্যে গণিতশাস্ত্রের একটা ঘন-পরিমাণ ত্রিভুজের সহিত ঈশ্বরত্বের তুলনা করিয়াছেন। 'Boyle's Dictionary', art 'Abelard')

দীক্ষিত হইবে।[৫৭] চারি জাতি একত্র মিলিত হইবে, এবং একই ভোজনপাত্রে আহার করিবে। 'তুর্ক'দিগকে বিনাশ করিতে হইবে। সিদ্ধ-পুরুষদিগের কবর পদদলিত করিবে। হিন্দুদিগের আচার-পদ্ধতি পরিহার্য; তাঁহাদিগের পবিত্র দেব-মন্দির এবং নদনদীসমুহ পরিত্যক্ত হইবে। ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিতে হইবে; একমাত্র 'খালসার' আশ্রয় গ্রহণ করিলেই মুক্তিলাভ হইবে। ধর্ম ও গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। 'কীরিত নাশ' 'কুলনাশ', 'ধর্মনাশ', 'কর্মনাশ',—জাতিব্যবসায় ও সংসার-ত্যাগ, বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি পরিত্যাগ;—ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র হইবে। গোবিন্দ বলিলেন,—'এইরূপে কার্য্যকর; তোমারা সমগ্র জগতের অধীশ্বর হইবে।[৫৮] বহুসংখক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ ইহাতে আপত্তি করিল . কিন্তু নীচ জাতীয় শিষ্যবর্গ বিশেষ আনন্দিত হইল। তাহারা গোবিন্দকে তাহাদের আত্মোৎসর্গ ও সেবার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিল। পবিত্র সলিলা জলাশয়ে স্নান করিতে এবং অমৃতসরের মন্দিরে ঈশ্বরোপাসনা করিতে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিন্তু তদ্বিষয়ে দ্বি-জাতী ঘোর আপত্তি করিলেন; অনেকেই গুরু ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু গোবিন্দ স্পর্দ্ধাসহকারে কহিলেন, —অতঃপর নীচ ব্যক্তিগণ উন্নীত হইবে, এবং তাঁহার পরবর্তী স্থান অধিকার করিবে।[৫৯]

৫৭। 'পাহুল' ('পাওয়েল',—এরূপও উচ্চারিত হয়) অর্থে সাধুভাষায় সিংহদ্বার, ক্ষুদ্র-দরজা; উহা হইতেই 'দীক্ষা বা মন্ত্রগ্রহণ' বুঝায়। এই শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দের উৎপত্তির তুল্য।

৫৮। মূল গ্রন্থে কেবল ভাবটুকু দেওয়া আছে। সাধারণতঃ, কোন কোন স্থলে আবার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মূল, কথায় কথায় মিলাইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। (Compare also 'Malcolm, 'Sketch' p. 148. 151)

৫৯। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে 'চুড়া' বা 'মেথর জাতীয় কতকগুলি লোক দিল্লী হইতে তেগ বাহাদুরের মৃতদেহ আনয়ন করিয়াছিল। (See ante P. 72) পঞ্জাবের সেই ঘৃণিত জাতির অনেকেই শিখ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা সাধারণতঃ 'রাংগ্রেথহা' শিখ নামে অভিহিত হয়। দিল্লীর চারিদিকে যে সকল রাজপুত মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল,—'রাংগুর' শব্দ তাহাদের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়। 'মালবের রাজপুত দস্যুগণ'ও ঐ নামে পরিচিত। 'রাণা' শব্দে সদ্বংশজাত বুঝায়। সম্ভবতঃ এই উপাধি 'রাঙ্ক' (অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তি) শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। 'রাংগ্রেথহা' শব্দ 'রাঙ্গুর' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সাধারণতঃ যেরূপ বুঝা যায়, তদনুসারে ইহা 'রঙ্গ' (বর্ণ) শব্দ হইতে নিষ্পন্ন নহে। 'রাঙগ্রেথহা' শিখগণ কখন কখন 'মাঝাবি' অথবা মুসলমান-ধর্মাবলম্বী বলিয়া অভিহিত হয়। ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত মুসলমানগণ এই নামে পরিচিত; ভারতবর্ষের মেথরজাতীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণ তখন মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

হিন্দুদিগকে নূতন ধর্মে দীক্ষিত করিবার কল্পনা প্রসঙ্গে কথিত আছে,—গোবিন্দ বলিয়াছিলেন, কি করিয়া গৃধ্রকে পদদলিত করিতে হয়, চড়ুই পক্ষীকে তাহা তিনি শিক্ষা দিবেন। [এস্থলে ম্যালকমের 'সারসংগ্রহ', ৭৪ পৃষ্ঠা (Malcolm : 'Sketch', p. 74) দ্রষ্টব্য; ম্যালকম্ বলিয়াছেন,—আওরঙ্গজেবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ এ কথা বলিয়াছিলেন। এস্থলে আবার মত-বিরোধ দেখা যায়। বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গোবিন্দই এই বাক্য প্রয়োগ করেন; কিন্তু কাহার উদ্দেশে গোবিন্দ এ কথা বলিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কেহই সঠিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। সকলেই এ বিষয়ে স্বতন্ত্র মতাবলম্বী।

অনন্তর গোবিন্দ একটি পাত্রে জল ঢালিয়া যজ্ঞ-কুঠার অথবা দেবী সংস্পর্শ-পবিত্র তরবারি দ্বারা সেই জল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সেই সময় সহসা তাঁহার স্ত্রী পঞ্চবিধ মিষ্টান্ন-পূর্ণ-পাত্র হস্তে লইয়া সেই স্থান দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন গোবিন্দ সানন্দে বলিলেন,—ইহাই শুভ লক্ষণ। এই সময়ে স্ত্রীলোকের আগমন শুভলক্ষণ-জ্ঞাপক। ইহাতে 'খালসার' বহুসংখক সন্তান-সন্ততি বৃক্ষপত্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা। তখন এই জলের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া গোবিন্দ তাহার কতকাংশ পাঁচজন ধর্ম-বিশ্বাসী শিষ্যের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন। শিষ্যগণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় এবং তিনজন শূদ্র ছিল। তিনি তাহাদিগকে 'সিং বা সিংহ' নামে সম্ভাষণ করিলেন; তাহারা 'খালসা' নামে অভিহিত হইল। গোবিন্দ নিজে শিষ্যগণের নিকট 'পাহুল' গ্রহণ করিয়া গোবিন্দ সিং বা সিংহ নামে পরিচিত হইলেন। তখন গোবিন্দ বলিলেন—অতঃপর যখনই পাঁচজন শিখ এক স্থানে হইবে, তখনই তিনি তথায় উপনীত হইবেন।[৬০]

গোবিন্দ এইরূপে জাতি-ভেদ লোপ করিলেন।[৬১] শিষ্যগণের কুসংস্কার ও

৬০। কথিত হয়,—এই নব-দীক্ষিত ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যের একজন অধিবাসী। ক্ষত্রিয়টী—পঞ্জাবের। শূদ্রের মধ্যে প্রথমটী 'জিওয়ার' (কুহার) জাতীয়; জগন্নাথ তাঁহার বাসস্থান। দ্বিতীয়টী হস্তিনাপুরের একজন জাঠ; এবং তৃতীয়টী একজন 'চিপা' অর্থাৎ বস্ত্ররঞ্জক; তাঁহার বাসস্থান গুজরাটের দ্বারকা নগরে।

গোবিন্দ প্রচার করেন,- পাঁচ জন শিখ মিলিত হইলে একটি ধর্মসমাজ গঠিত হইবে; অথবা পাঁচজন শিখ সমবেত হইলে, সেখানে নিশ্চয়ই গুরু উপস্থিত থাকিবেন; সে সমাজে গুরু-কৃপা বর্ত্তমান থাকিবে;—সত্যতা নির্ণয়ার্থ মালকমের সার-সংগ্রহের ১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Malcolm 'Sketch,' p. 186),

বস্তুতঃ 'গোবিন্দ' শব্দ 'রায়' শব্দের একটী কৌলিক উপাধি অথবা কল্পিত নাম মাত্র। এই উপাধি হিন্দুগণ সচরাচর গ্রহণ করিয়া থাকেন। রণকুশল মারহাট্টাগণের মধ্যে 'রাও' উপাধি প্রচলিত; রাও' শব্দ,—এই 'রায়' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। সর্বসামঞ্জস্য-ব্যঞ্জক সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, গুরু এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী 'সিং বা সিংহ' উপাধি গ্রহণ করেন; এইরূপে অপরাপর সম্প্রদায় হইতে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইল। সাধারণ কথায় 'সিংহ' শব্দে 'সিংহ' বুঝায়। কিন্তু আলঙ্কারিক ব্যবহারে ইহার অর্থ—'যোদ্ধা' বা 'শূর'। রাজপুতদিগের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-ব্যঞ্জক ও গুণবাচক নাম সচরাচর বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একণে ইহা গোবিন্দের শিষ্যগণের অপরিহার্য উপাধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। মুসলমানদিগের 'খাঁ' উপাধিতে সদ্বংশজাত বুঝা যায়। শিখদিগের এই 'সিং' উপাধিও শ্রেষ্ঠত্ব-ব্যঞ্জক। শিখগণ সাধারণতঃ যেমন তাহাদিগের পূর্ববর্ত্তী নেতৃবৃন্দকে বিশেষ নামে অভিহিত করে; শিখরাজগণও সেইরূপ রণজিৎ সিংহের বিষয় বলিবার সময় 'সিং সাহেব' উপাধি প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই শব্দ ইংরাজি 'স্যার কিং' (রাজা মহাশয়) অথবা 'স্যার নাইট' (নাইট মহাশয়) উপাধির ন্যায় প্রায় তুল্যার্থব্যঞ্জক। কোন শিখকে সম্মান-সূচক নামে ডাকিতে হইলে, অপরিচিত ব্যক্তিগণও 'সিংজী' শব্দ প্রয়োগ করে।

৬১। হরগোবিন্দ প্রকৃত পক্ষে কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রণয়ন করেন নাই; তিনি সমন্বয়-ভাবে জাতিভেদ রহিত করিয়াছিলেন। শিখজাতি এখনও যে বংশ-স্বতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া আছে;—এ বিষয়েও ন্যায্য আপত্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। শিখগুরুগণ কেহই বলেন নাই, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র পরস্পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। প্রত্যহ এক সূত্রে বসিয়া একই বস্তু আহার করিবে,—গুরুগণ তাহাও কখনও বলেন নাই। ফলতঃ, তাঁহারাই যে এই জাতিভেদ নাশের বীজ বপন করিয়াছিলেন, এবং সেই বীজই যে পরিশেষে

ভ্রম-বিশ্বাস দূর হইল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন,—অধুনা লোকের অন্তর আকৃষ্ট করা এবং তাহাদের জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করা আবশ্যক ; শিখদিগকে একতা-সূত্রে বন্ধন করা প্রয়োজন। এই একতার ফলে, যাহাতে দুর্বল ব্যক্তিও নবজীবনের নব-প্রভাত উপলব্ধি করিতে পারে, এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণও দ্বিগুণ উৎসাহে উপাসনায় রত হয়,—তাহার উপায়-বিধান করাই তাঁহার প্রথম কর্তব্য। গোবিন্দ বলিলেন,—তাঁহার শিষ্যগণ একই মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে ; পাঁচজন প্রধান শিষ্য হোমজল প্রক্ষেপ দ্বারা এই দীক্ষা-কার্য সম্পন্ন

অঙ্কুরিত হইয়া পত্র-পুষ্প-ফল পরিশোভিত মহা-বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা স্পষ্টই সপ্রমাণিত হইবে। এস্থলে মনে রাখা উচিত,—শিখগুরুগণ একমাত্র ধর্মবিষয়ক একতা-বন্ধন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতাই অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন ;—

'জাতিভেদ চিন্তা মনে স্থান দিও না ; বিনয়ী ও নম্র হও, মুক্তিলাভ করিবে'—নানক, সারঙ্গ রাগ।

'ঈশ্বর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন না, তুমি কোন বংশসম্ভূত, অথবা তুমি কোন জাতীয় ?' তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করিবেন,—'কি কাজ করিয়াছ ?'—নানক,—প্রভাতী রাগিণী।

উচ্চবংশজাত যদি হয় নীচাশয়।
তাহার আদেশ কভু পালনীয় নয় ॥
ঘৃণিত অস্পৃশ্য যদি পুণ্যবান হয়।
পাদপীঠ হয়ে তার নানক সেবয় ॥
'নানক, মল্লার রাগ।'

ব্রহ্মা হ'তে সমুৎপন্ন হয় যেই জন।
ধরা-মাঝে বরণীয় সেই সে ব্রাহ্মণ ॥
কহয়ে ব্রাহ্মণ সবে আছে চারি জাতি।
সবে কিন্তু হয় এক ব্রহ্মার সন্ততি ॥
'উমার দাস,—ভৈরব।'

'যে ব্যক্তি সর্বদা একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ভাবিয়া থাকে, যে সর্বদা তন্ময় হইয়া তাঁহার উপাসনা করে—সে ক্ষত্রিয়ই হউক, আর ব্রাহ্মণই হউক, শূদ্রই হউক, আর বৈশ্যই হউক,—নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে।'—রামদাস, খিলাওয়াল।

চারি জাতি এক জাতি হইবে নিশ্চয়।
ভেটিব সকলে গুরু আছয়ে যথায় ॥
'গোবিন্দ, রহিত নামে' (গ্রন্থ মধ্যে দ্রষ্টব্য নহে)

Compare Malcolm, Sketch, p. 45 note (মাল্যালকমের সার-সংগ্রহ, ৪৫ পৃষ্ঠার নোট দ্রষ্টব্য)। এস্থলে গোবিন্দের সম্বন্ধে একটি বিষয় বর্ণিত আছে। গোবিন্দ বলিয়াছিলেন,—হিন্দুদিগের 'পানসুপারির' চারিটি উপাদান সুচারুরূপে চর্বিত হইলে, যেমন একটি বর্ণ ফুটিয়া বাহির হয় ; সেইরূপ যখন চারিটি জাতি সুচারুরূপে মিশিয়া যাইবে, তখন একটি জাতি গঠিত হইবে।

বস্তুতঃ শিখগণ সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে প্রসাদ (ইতর ভাষায়,—পরসাদ), অথবা উৎসর্গীকৃত খাদ্য, ভোজন করিয়া থাকে ; ময়দা, মোটা চিনি এবং ক্ষীর এক সঙ্গে মিশাইয়া এই প্রসাদ প্রস্তুত হয়। এখনও হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। (See Wilson, 'Asiatic Researches', xvi. 83, note, and xvii. 239, note.)

করিবে।[৬২] অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বর তাহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা; নানক ও তাঁহার পরবর্তী গুরুগণের স্মৃতি শিখগণ অতি ভক্তিসহকারে রক্ষা করিবে।[৬৩] 'গুরুর জয় হউক!'—ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র।[৬৪] কিন্তু ধর্মপুস্তক 'গ্রন্থ' ব্যতীত অন্য কোন দৃশ্য বস্তুর প্রতি তাহারা ভক্তি প্রদর্শন করিবে না। তৎপ্রতি অভিবাদন করাও উচিৎ

৬২। বিচার শক্তি পরিস্ফুট ও স্মৃতি-শক্তির বিকাশ না হইলে, শিখগণ দীক্ষা প্রাপ্ত হইত না। যতদিন তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত না হইত, ততদিন গুরু তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতেন না। সাত বৎসর বয়সের পূর্বে, কখন কখন বা সাবালক না হইলে, গুরু তাহাদিগকে দীক্ষিত করিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ে বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম নাই। অথবা যে প্রথানুসারে এই দীক্ষা-কার্য সম্পন্ন হইবে, তাহার প্রমাণ-সিদ্ধ কোন বাহ্য-প্রক্রিয়া বিশেষরূপে বিবৃত হয় নাই। বিশেষ আবশ্যকীয় কার্যাবলীর মধ্যে দেখা যায়, —অন্ততঃ পাঁচজন শিখও একত্র সমবেত হইবে। সময় সময় আর একটি ব্যবস্থা হইয়া থাকে: তাহাদের একজনও অন্ততঃ ধর্ম-বিষয়ে খ্যাতনামা হওয়া আবশ্যক। যে কোন পাত্রে শর্করা ও জল মিশ্রিত করা হয়; শাণিত ছোরা দ্বারা তাহা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। লৌহনির্মিত যে কোন অস্ত্র দ্বারা এই কার্য সিদ্ধ হইতে পারে। যে ব্যক্তি মন্ত্রগ্রহণ করিবে, সেই ব্যক্তি যুক্ত করে নম্রভাবে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। গুরু যে মন্ত্র—যে ধর্মনীতি, উচ্চারণ করেন, দীক্ষিত ব্যক্তি পর পর তাহারই পুনরাবৃত্তি করে। পরে সেই পবিত্র জলের কতকাংশ তাহার মুখমণ্ডল ও গাত্রে প্রক্ষিপ্ত হয়; অবশিষ্ট জল সে পান করিয়া গুরুকে সাদরে অভিবাদন করে। তখন গুরুর জয় হউক, -এই ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। অতঃপর সেই ব্যক্তি সর্বসময়ে ঈশ্বরের নিকট সততা প্রকাশ করিবে, এবং শিখরূপে তাহার কর্তব্য পালন করিবে,—তাহাকে এইরূপ অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইলে, এই প্রক্রিয়া শেষ হয়। দীক্ষার বিশেষ নিয়ম প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য:—Forster 'Travel's i 307; Malcolm 'Sketch' p. 182 and Princep's edition of Murray's Life of Runjeet Singh (p. 217) শেষোক্ত গ্রন্থে একজন ভারতীয় সঙ্কলনকর্তার কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে একজন শিখের পাদোদক ব্যবহারের নিয়ম ছিল। কিন্তু শীঘ্রই সে প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পদাঙ্গুলি দ্বারা জলস্পর্শ করার যে নিয়ম পরে প্রবর্তিত হয়, সে প্রথাও এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। প্রথমোক্ত প্রথা, সম্ভবতঃ শিখদিগের নম্রতা ও আনুগত্যের পরিচায়ক। যে জলে ব্রাহ্মণের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধৌত হইয়াছে, হিন্দুদিগের নিকট সেই জলই পবিত্র। সম্ভবতঃ এই ধারণাই—প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়ম উৎপত্তির কারণ। পদ ও পদাঙ্গুলির পরিবর্তে গোবিন্দ তরবারি প্রবর্তিত করিয়া, তাঁহার চিহ্ন-বিশিষ্ট দেবদত্ত লৌহ-খণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব বিধান করিয়াছেন।

সাধারণতঃ স্ত্রীলোকগণ যথারীতি শিখধর্মে দীক্ষিত হয় না। কিন্তু কখন কখন তাহারা এইরূপ নিয়মের বশবর্তী হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের দীক্ষা সময়ে, জল ও চিনি মিশ্রিত হয়; শাণিত তরবারির এক পার্শ্ব দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

৬৩। 'Transanimate' (উত্তরকালের জীবিত ব্যক্তিগণ) শব্দের প্রয়োগ সম্ভবতঃ আপত্তিজনক হইবে না। শিখদিগের বিশ্বাস,—পরবর্তী প্রত্যেক শিষ্যের দেহে নানকের আত্মা অবতার গ্রহণ করেন। 'বিচিত্র নাটকে' (Vichitr Natuk) গোবিন্দ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দ বলিয়াছেন,—এক প্রদীপ যেমন অন্য প্রদীপে রশ্মি বিকারণ করে, সেইরূপ নানকের আত্মা দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৬৪। শিখ-জাতির ধর্ম-সম্প্রদায়ের মূল সূত্র সরল ভাষায়, 'ওয়া গুরু'। অর্থাৎ 'হে গুরো'। অথবা 'গুরুর জয় হউক'। কিন্তু বিশদভাবে, তাহাদিগের মূল সূত্র, 'ওয়া! গুরু কি ফাতে'! এবং ওয়া! 'গুরু কা খালসা'!—(গুরুর ধর্ম ও শক্তির জয় হউক; গুরুর ও বিজয়ের মঙ্গল হউক!- গুরুর ধর্মাধিকরণ বা

নহে।[৬৫] সময়ে সময়ে অমৃতসরের জলাশয়ে অবগাহন করা কর্তব্য ; শিষ্যদিগের মস্তক -মুণ্ডন নিষিদ্ধ। তাহারা সকলেই 'সিং' অর্থাৎ সৈন্য-সম্প্রদায় বলিয়া পরস্পরকে সম্বোধন করিবে। জড় পদার্থসমূহের মধ্যে কেবল অস্ত্রের প্রতি তাহারা সম্পূর্ণরূপ অনুরক্ত থাকিবে।[৬৬] অস্ত্রশস্ত্রে তাহাদের দেহ সর্বদা ভূষিত থাকিবে ; তাহারা সর্বদা যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিবে। সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া যে ব্যক্তি শত্রু নিধন করিতে পারিবে,—তাহারই জীবন সার্থক ; পরাজিত হইয়াও যে হতাশ হইবে না,—সেও ধন্য ; তাহাদের মহিমাই অতুলনীয়। তিনি স্বধর্ম-বিরোধী তিনটি সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। যাহারা অর্জুনের ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, সেই ধীরমলী সম্প্রদায়কে ;—তাঁহার পিতার নিধনকল্পে যাহারা সাহায্য করিয়াছিল, সেই রামরায়ের দলকে ;—এবং যাহারা তাঁহার নিজ ক্ষমতা বিস্তারের অন্তরায় হইয়াছিল,—সেই মুসান্দীদিগকে, গোবিন্দ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সমস্ত মুণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে অথবা হিন্দু-মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন। তৎকালে কতকগুলি অধার্মিক লোক কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া শিশু-কন্যা হত্যা করিত ; গোবিন্দ সেই নৃশংসদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন্

রাজ্যের কুশল হউক।)—ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ নহে। কিন্তু পূর্ব বর্ণিত বাক্যটি সচরাচর ব্যবহৃত হওয়ায়, উহা শিখদিগের অভ্যস্ত হইয়াছে। 'দেগ' ও 'তেগ' শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, গোবিন্দ তাহারই ব্যুৎপত্তি প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। এই শব্দদ্বয় শিষ্যদিগের অভিবাদনের সূত্ররূপে নির্দিষ্ট না হইলেও, গোবিন্দ যে নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এই অভিবাদনের সৃষ্টি হইয়াছে।

'আদিগ্রন্থ' বহু খণ্ড ও অধ্যায়ে বিভক্ত। সেই খণ্ড ও অধ্যায়গুলির অধিকাংশ সংখ্যার প্রথমেই 'একো উনকর, সাথ গুরু-প্রসাদ' প্রভৃতি বাক্য লিখিত আছে। 'অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ও পরম সুখী গুরুর কৃপা—' সেই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ। 'দশম পাদসা কা গ্রন্থের' অর্থাৎ 'পরমেশ্বর অদ্বিতীয় এবং গুরুর ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতা',—এই সকল লিখিত আছে!

'গুরু রত্নাবলীর' শিখ-গ্রন্থকার 'ওয়া গুরু'! প্রভৃতি সম্বোধনের সার্থকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে মূলীভূত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়,—

'ওয়াসদেও (বাসুদেব), প্রথম যুগ বা সত্যযুগের সম্বোধন
হর হর, দ্বিতীয় বা ত্রেতাযুগের সম্বোধন ;
গোবিন্দ গোবিন্দ, তৃতীয় বা দ্বাপর যুগের সম্বোধন,
রাম রাম, চতুর্থ যুগ বা কলি যুগের সম্বোধন ;

ইহা হইতেই এই পঞ্চম যুগ বা নব-বিধানের 'ওয়া (বাহবা) গু রু' (Wah Goo Roo) নিষ্পন্ন হইয়াছে।

৬৫। 'রিহিত নামে' অথবা গোবিন্দ-জীবনের নিয়মাবলীতে একমাত্র 'গ্রন্থের' প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের বিষয়ই আদিষ্ট হইয়াছে। শিষ্যগণের অনেকেই গোবিন্দকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিত। তাহাদের এই কার্যের জন্য গুরু তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। এইরূপে গোবিন্দ শিষ্যগণের পৌত্তলিকতা ধ্বংস করিয়াছিলেন।

৬৬। শিখ-জাতি লৌহের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিত। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। যথা—, Malcolm, 'Sketch', i. 48, p. 1:7 note, and p. 182, note.

নীতি অবলম্বন করিয়া গোবিন্দ এই প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মগ্রন্থে তাহার কোন নিদর্শন নাই।৬৭

গোবিন্দ এক বিষয়ে জয়লাভ করিয়া ছিলেন; তিনি ধর্ম প্রচারে শিষ্যগণের প্রভু হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহার একটি গুরুতর শ্রমসাধ্য কার্য অবশিষ্ট আছে। সে কার্য,—অবিশ্বাসী প্রজাপীড়নকারী বিধর্মিগণের রাজ্যের ধ্বংস-সাধন। মুসলমানদিগের বিভ্রমের এবং হিন্দুদিগের কুসংস্কারের মধ্যেও তিনি 'খালসার', বা 'সিং'দিগের ধর্মরাজ্যের

মূল পুস্তকে এই নিয়মের যে ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—সেই ব্যাখ্যাই প্রকৃত। ভারতবর্ষের সর্বত্রই সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের, (হাতিয়ার পাত্রের) পূজা হয়। পশ্চিম-অঞ্চলের প্রচলিত সাধু-ভাষায় বলিতে গেলে, এ সকলই পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ঈশ্বরের নামে সকলেই তাহা উৎসর্গ করিত। প্রধানতঃ ব্যবসায়ী সওদাগরদিগের মধ্যেই এই প্রথার বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা প্রতি বৎসর একস্থানে স্বর্ণ স্তূপীকৃত করিয়া তৎসমক্ষে ধর্মকার্যের উৎসবাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। যাহারা পুরুষানুক্রমে কেরাণীগিরি অথবা নকলনবিসী করে, তাহারাও সেইরূপে মসীপাত্র পূজা করে। সৈনিকবিভাগেও এ প্রথার অভাব দেখা যায় না; সৈন্যাধ্যক্ষগণ দশহরার উৎসবের দিন পতাকা ও রাশিকৃত অস্ত্রশস্ত্র ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে। গোবিন্দের শিক্ষাগুণে তাঁহার শিষ্যগণ জাতি-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের পূর্বপুরুষগণ হলাকর্ষণ, বস্ত্র-বয়ন, কেরাণীগিরি প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এক্ষণে শিখ-জাতি পূর্বপুরুষদিগের সেই সকল ব্যবসায় পরিত্যাগ করিল। গোবিন্দের শিক্ষা-প্রভাবে তাহারা বুঝিল,—এই পৃথিবীতে তরবারিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। যদ্বারা ক্ষমতা-প্রভুত্ব লাভ হয়; যাহার সাহায্যে নিরাপদে নিরুপদ্রবে কালযাপন করা যায়; যাহাতে প্রাত্যহিক খাদ্যের সংস্থান হয়;—তৎপ্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জ্ঞান সর্বদেশেই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের (ইংরাজদের) স্বদেশে কোন নাবিক নৌ বিভাগের কর্মচারী বলিয়া পরিচিত হওয়া সম্মানার্হ বলিয়া মনে করেন। অন্য বিভাগের কার্য অপেক্ষা নৌ-বিভাগের কার্য তাঁহাদের নিকট শ্লাঘনীয়। ভারতবর্ষে পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় প্রথা প্রচলিত থাকায়, এই ভাব উচ্চ-স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। দর্শন-শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে ইহা আত্মার পুনর্জন্মলাভ সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট নীতি-বিশেষ। কিন্তু বিবেক-শক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায়, মনুষ্যের প্রাত্যাহিক ক্রিয়া-কলাপ সুচারুরূপে পরিচালিত করিতেই এই নীতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে; এবং পরম সুখ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত এই নীতি অনুসৃত হইবে। যে ব্যক্তি সর্বদা যুদ্ধ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকে; যে ব্যক্তি তরবারিই একমাত্র অবলম্বনীয় মনে করে,—তাহার আত্মাই নিকৃষ্ট আত্মা। মুক্ত আত্মা সর্বদাই ঈশ্বর-চিন্তায় রত থাকে।

'সাচ্চা পাদসা' বা প্রকৃতরাজা,—এই শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা সুকঠিন। এই শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি একই রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ধর্মরাজ বা গুরু অবিনশ্বর আত্মার উপর আধিপত্য করেন; তিনি মুক্তির পথ-প্রদর্শক। কিন্তু ঐহিক রাজা, ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালনার পথ-প্রদর্শক। তিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগ-লালসা ও প্রবল বাসনার পরিমিত ব্যবহারের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগেরও তাহাই বিশ্বাস। এবং তাহাদের মধ্যে একতাব্যঞ্জক হাকিকি শব্দ প্রচলিত আছে।

৬৭। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে গোবিন্দের 'রেহেত' ও 'টাখ্যা নামে' নামক গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে এই সমুদায় এবং অন্যান্য আরও অনেক ভেদ-ব্যঞ্জক প্রথা দৃষ্ট হইবে।

প্রকৃত ধার্মিকের স্বাভাবিক প্রভেদ-ব্যঞ্জক অমুণ্ডিত কেশদাম ও নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধানের প্রথা গোবিন্দের কোন গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন আদেশ ছিল বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় প্রধানতঃ আচার পদ্ধতি ও ব্যবহারিক নীতি হইতে তাহারা বিশেষ একটি নিদর্শন স্বরূপ

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পীর ও মোল্লা, সাধু ও পণ্ডিত,—সকলকেই তিনি চমকিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এখনও একটি কার্য অবশিষ্ট আছে। সে কার্য,—প্রবল-প্রতাপ মুসলমান সম্রাটের সৈন্যগণের নিধনসাধন এবং অসংখ্য ঘৃণিত ধর্মাবলম্বীদিগের উচ্ছেদ-বিধান। যাঁহারা প্রাচীন রোমের দৃঢ় শাসন ও কূট-রাজনীতি আলোচনা করিয়া থাকেন; যাঁহারা আধুনিক ইউরোপের প্রভুত্ব-ক্ষমতা ও রাজ্যশাসন-নীতির সুবন্দোবস্ত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন,—তাঁহাদের নিকট হয়ত গোবিন্দের এই কল্পনা ও বিধি-ব্যবস্থা অসভ্যতা ও প্রলাপের পরিচায়ক বলিয়া অনুমিত হইবে। কিন্তু এসিয়ায় বিস্তৃত রাজ্য-সমষ্টি, ইউরোপের অর্দ্ধ-অসভ্য জাতির অধিকৃত রাজ্যের ন্যায়, অসংখ্য লোকসমষ্টির গভীর বিশ্বাসভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; তাহারা একই জাতীয় বিভিন্ন রাজবংশে বিভক্ত। সামরিক শক্তির ক্রমবিকাশে, এবং দলপতিগণের প্রতিভা শক্তিতে তাহারা বিজয়োল্লাসে মত্ত হইয়াছিল। এক বংশের পর অপর বংশ পর্যায়ক্রমে প্রাধান্য লাভ করিত। সাইরাস

এই প্রভেদ-ব্যঞ্জক রীতি গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে এই নীলবর্ণ পরিচ্ছদ-পরিধান একরূপ নিয়মাধীন ছিল; এক্ষণে তাহারা আর সে প্রথা অনিবার্য বলিয়া মনে করে না। সম্ভবতঃ হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপতাচরণের ফলেই এতদুভয় প্রথার সৃষ্টি হয়। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণ যত্ন সহকারে মস্তক মুণ্ডন করেন; ধর্মকার্যে, প্রথম দীক্ষাকালে এবং নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যুতে হিন্দু জাতি মস্তক-মুণ্ডন করিয়া থাকে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেক ধার্মিক ব্যক্তি এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দু-গণ এখনও নীলবর্ণ ঘৃণা করেন। আজিও রাজপুত কৃষকগণ জমিতে নীল বপন করে না; তাহারা এ কার্য লজ্জাস্কর বলিয়া মনে করে। অন্যপক্ষে, মুসলমানগণ নীলপোষাক বিশেষ পছন্দ করে। হয়ত, মুসলমান-রাজত্বের সময় হইতেই নীলবর্ণের প্রতি হিন্দুদিগের বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছে। অন্যান্য বর্ণনার মধ্যে কৃষ্ণের নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধানের বিষয়ও উল্লিখিত আছে। যাহা হউক, নানকের বিষয় উল্লেখকালে, 'ভাই গুরুদাস' নামক একজন শিখ গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—'যখন আমরা মক্কায় গিয়াছিলাম, তখন নানকের পরিধানে কৃষ্ণের ন্যায় নীলবর্ণের পোষাক ছিল। সেইরূপ শিখদিগের কেহই 'সুহি' রঙ্গের অথবা কুঙ্কুমজাতীয় পুষ্প-রঙ্গে রঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিধান করে না। বহুদিন পর্যন্ত হিন্দুগণ এই রঙ্ বিশেষ ভালবাসিত। কিন্তু আজকাল এই রঙ ক্রমে ক্রমে ফকিরদিগের বিশেষ আদরনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

শিখজাতি ধূমপান করে না; অথবা অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবন করে না। নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে প্রথমতঃ তামাকের নস্যই নিষিদ্ধ হইয়াছিল। নস্য নিষিদ্ধ দ্রব্য; কাজেই তামাকও কেহ ব্যবহার করিত না। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথমে তামাকের আমদানি হয়। (M'Culloch's Commercial Dictionary, 'art-Tobacoo') আমার বোধ হয়, আকবরের কোন বংশধর একবার তামাক বহিষ্কারের বৃথা চেষ্টা করেন; কিন্তু আজকাল ভারতীয় মুসলমানগণ সকলেই ধূমপান করিয়া থাকেন; তামাক ব্যবহার করেন।

পার্থক্যের আর একটি চিহ্ন লক্ষিত হয়;—শিখগণ একপ্রকার পা-জামা পরিধান করে। কিন্তু হিন্দুগণ যেরূপে গাত্র আবরণ করিয়া থাকে, শিখগণ সকলেই তদ্বিপরীতভাবে পেন্টুলান পরিধান করিয়া থাকে। রোমীয় যুবকের পক্ষে 'টগা ভিরিলিস' দ্বারা ধর্মাধিকার প্রদান করা যেরূপ অত্যাবশ্যকীয়; শিখ বালকেরও তেমনই 'কুচ' বা 'পায়জামা' গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

হিন্দু রমণীগণ একই রকমের পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। কিন্তু শিখ রমণীগণ বহু প্রকারের পোষাক পরিধান করিয়া থাকে। প্রধানতঃ তাহাদের উচ্চ খোঁপা বিশেষ পার্থক্য-পরিচায়ক।

পারস্য সৈন্য সাহায্যে, এবং সার্লিমেন অল্পসংখ্যক ফরাসী সৈন্য সমভিব্যহারে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। বাবর রাজ্য-স্থাপনের সূত্রপাত করিয়া যান; মুষ্টিমেয় তাতার সৈন্য সাহায্যে আকবর সেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। 'একিমিনিডিস' এবং 'কারলোভিজিয়ান' দিগের ন্যায়, মোগলদিগের রাজ্যে তেমন সুশাসন ছিল না; বাবরের স্বজাতীয়গণের সংখ্যাও অধিক নহে,—এবং তাঁহার পুত্র সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আকবর বিশেষ রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কৃপালু ও উদার-প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার দক্ষতা ও সৎসাহসিকতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার অনুচরগণ সাহসী ও উদ্যমশীল ছিল। আকবর নিজেও কূটরাজনীতিজ্ঞ এবং অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। এই সকল কারণে আকবর সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তৎকালে আকবর লোকের অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অসাধারণ পরিচালনা শক্তি বলে, তিনি হিন্দু-মুসলমানদিগের, রাজপুত,তুর্ক ও পাঠানদিগের পরস্পর-বিরোধী সংস্কার ও ধর্মমতগুলির সমতা বিধান করেন। পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর আকবর তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের ভোগের জন্য একটি বহু বিস্তৃত এবং সুশাসিত রাজ্য রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের এক পুত্র রাজ্য লালসায় পিতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। পরে, সাজাহান যখন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তখন প্রথমে তাঁহার পুত্রগণ রাজ্যলাভের আশায় পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; এবং পরিশেষে এই যোদ্ধগণের একজন দক্ষ ও লব্ধ -প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি কর্ত্তৃক, সাহাজান কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব চিরকাল ভয় করিতেন,—পাছে বা তাঁহারই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া অন্য কেহ আধিপত্য স্থাপন করে। আওরঙ্গজেব নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে সন্দেহ করিতেন। তাঁহার গোঁড়ামিতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়নে হিন্দু-প্রজাগণও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল; সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে আওরঙ্গজেব কেবল অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রাণে শান্তি ছিল না। কোন বীর জাতিই তাঁহার সহিত যোগদান করিত না; রাজ-সভায় প্রায়ই বিশ্বস্ত ব্যক্তি দেখা যাইত না। অসাধারণ বুদ্ধিবলে আওরঙ্গজেব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; সেই বুদ্ধিবলেই তিনি এতকাল তাঁহার অন্তরের অসারত্ব লুকাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন; জীবিতকালে তাঁহার অসারত্ব কেহই বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহার প্রকৃত স্বভাব ও অসারত্ব সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। মোগল রাজত্বে রাজনৈতিক একতার অভাব ছিল। সিংহাসন লইয়া সর্বদাই বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইত; তাহাতেই রাজ্য-শাসন-নীতি ও আধিপত্যের সুশৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছিল।[৬৮] মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

৬৮। মোগল রাজ্যে এ দোষ চিরদিন বর্তমান ছিল; আকবর পরগণে 'চৌধ্রি' এবং পরগণা 'কানুনগো' নামক দুইটি পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই দুইটি পদবী, বংশানুক্রমিক 'সেরিফ' এবং জমি-জমা ও ধনসম্পত্তির সিরেস্তাদারের ন্যায় তুল্যার্থব্যঞ্জক। সেইরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ইংরেজদের পক্ষে এখনও প্রভূত আয়াস-সাপেক্ষ। বংশের মধ্যে যে ব্যক্তি সুদক্ষ ও

রাজ্য ছিল। সেই সকল রাজারা অতি অনিচ্ছা-সত্ত্বে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। আবার মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি জায়গীরদারও ছিল। সেই সকল রাজবংশ এবং বিত্তভোগী জায়গীরদারগণ সম্রাটের শাসন কার্যে বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য সর্বদাই চেষ্টা করিত; তাঁহারা পূর্বেও বিশ্বাস করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন যে—বাদসাহ কেবল নিজ স্বার্থের জন্যই রাজকার্য নির্বাহ করেন; দেশের জনসাধারণের মঙ্গল-বিধান-কল্পে তিনি কোন কার্যই করেন না। সাধারণের মনে এই বিশ্বাস অনেকটা বদ্ধমূল ছিল; সুশাসিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের শত চেষ্টায়ও তাহা দূর হয় নাই। তখন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি প্রভুত্ব লাভে সমর্থ হইলে, তাহারই প্রশংসা-ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ হইত। রাজা এবং প্রজার মধ্যে এই বৈরিভাব দূর করিবার জন্য আকবর অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি এবিষয়ে কতকটা কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান ছিলেন না। দেশে স্বাধীনতার ভাব পূর্বেই জাগিয়া উঠিয়াছিল; ধর্মবিষয়ক অসন্তোষ নিবন্ধন সেই ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ অধিকৃত হয়; তখন আওরঙ্গজেব রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না; তিনি সেই দূরদেশে প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে বৃথা চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। মোগলগণ কাশ্মীর ব্যতীত হিমালয়ের অন্য কোন প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই; সেই সকল বন্য গিরি-সংকটেই সহসা বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই সময়ে শিবাজি মহারাষ্ট্রীয় জাতির নিদ্রিত শক্তি জাগরিত করিলেন। তিনি কষ্টসহিষ্ণু পশুপালকদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া একদল সুনিপুণ সৈন্য গঠন করিলেন; বাদসাহের অধিকারের অনতিদূরে তাঁহার এক প্রাদেশিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। বীরোচিত স্বভাবে গোবিন্দ ধর্মানুরাগ উদ্দীপ্ত করেন। আওরঙ্গজেবের লুপ্ত গৌরবের উপর তিনি এক নূতন জাঠ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেন; তাঁহারা সে কল্পনা প্রলাপ-জনক বা অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না।

পরন্তু গোবিন্দের কার্য-প্রণালীর শৃঙ্খলা-সাধন সহজসাধ্য নহে; তাঁহার কার্যাবলীর গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করাও অসম্ভব। একজন বিশ্বাসযোগ্য মুসলমান গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন, —গোবিন্দ তাঁহার শিষ্যগণের ভিন্ন ভিন্ন দল এবং ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই তাঁহার বিশ্বস্ত শিষ্যগণের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইত।[৬৯] তিনি একদল পাঠান সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—তাহারা সর্বত্রই বিজয়-শ্রী লাভ করিত।[৭০] গোবিন্দ

সত্যবাদী তাহাকেই সিংহাসন দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং বংশানুক্রমে পুত্র পৌত্রাদি পর্যায়ে উত্তরাধিকারিত্বের আপত্তিজনক নিয়ম সংশোধিত হইয়াছে।

৬৯। Sier ool Mutakhereen, i, 113.

৭০। মারহাট্টাদিগের ঐতিহাসিক বিবরণে দেখা যায়, শিবজীও এইরূপ বহু সংখ্যক বেতনভুক পাঠান সৈন্য নিযুক্ত করেন; তাহারা বিজাপুর রাজ্যে কার্য করিত; এক্ষণে ঐ রাজ্য ধ্বংস হওয়ায় তাহারা কর্মচ্যুত হইয়াছে। (Grant Duff, 'History of the Mahrattas, i. 105.)

শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে দুইটি কি তিনটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। নাহুনের নিকটবর্তী 'কিরদা' উপত্যকায় 'পাওনটা' নামক স্থানেও তাঁহার একটি আড্ডা ছিল ;—বহুকাল পরে, এই স্থানে ইংরেজ ও গুর্খাদিগের বিষম যুদ্ধ হয়। আনন্দপুর-মাখোয়ালও তাঁহার একটি আশ্রয় স্থান ; তাঁহার পিতা সেই আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন।[৭১] চামকৌরে গোবিন্দের আর একটি আশ্রয়স্থান ছিল ;—এই স্থানটি শতদ্রু নদীর নিম্ন-প্রদেশস্থ উপত্যকায় অবস্থিত। তখন এই স্থানটি তেগ বাহাদুরের অতি প্রিয় ছিল। এইরূপে কতকগুলি সুরক্ষিত দুর্গের অধিপতি হইয়া গোবিন্দ পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অধিবাসিগণের আক্রমণ হইতে নির্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর গোবিন্দ এই সকল অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজগণের রাজকার্য পরিচালনায় যোগদান করিতে প্রয়াসী হন, এবং এইরূপে সেই সকল অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজগণের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। তিনি মনে মনে বুঝিলেন,—দুর্গম-পর্বত-শ্রেণী মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে আধিপত্য স্থাপিত হইবে, তাহাতেই মোগলরাজ্যের উচ্ছেদ-সাধন অবশ্যম্ভাবী। ধর্মগুরুরূপে গোবিন্দ বহু উপঢৌকন প্রাপ্ত হইতেন ; ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতেই শিষ্য সংগৃহীত হইয়াছিল ; গোবিন্দ সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা অনুভব করিয়াছিলেন। বিদ্রোহীদিগের ন্যায় নিরাপদ স্থানে পলায়নের আবশ্যকতা বুঝিতেও তিনি অক্ষম ছিলেন না।

প্রধান নেতৃরূপে অথবা অন্য রাজার সাহায্যকল্পে গোবিন্দ যে সকল যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎসমুদায় তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন।[৭২] তাঁহার বর্ণনাগুলি তাঁহার কার্যকলাপের জীবন্ত প্রতিকৃতি ; ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবে সেগুলি মূল্যবান এবং অন্যান্য বর্ণনা অপেক্ষা গেবিন্দের সেই বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। পুরাতন বন্ধু নাহুনের রাজার সহিত গোবিন্দের প্রথম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিন্দুদের রাজা নাহুনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুনা যায় সেই রাজা একবার গোবিন্দ কর্তৃক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ হইয়াছিলেন। গোবিন্দের বেতনভোগী কতকগুলি পাঠানসৈন্যও নাহুনের সহিত যোগদান করিয়াছিল। গোবিন্দের নিকট তাহাদের বেতন পাওনা ছিল বলিয়া

৭১। মাখোয়ালের অতি সন্নিকটে আনন্দপুর অবস্থিত। মাখোয়ালের নিজ বাসস্থানটিকে গোবিন্দ প্রথমতঃ এই 'আনন্দপুর' নামে অভিহিত করেন। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহার বাসভূমি তৎপিতৃ-বাসভূমি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং তাহার অর্থ,—সুখস্থান। এখানে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর একটি 'চৌকী' আছে। কথিত হয়, গোবিন্দ এই স্থান হইতে সওয়া ক্রোশ দুরবর্তী স্থানে শর নিক্ষেপ করিতেন ;—ইংরাজী গণনায় এই দুরত্বের পরিমাণ প্রায় দুই মাইল ; কারণ পঞ্জাবীদিগের ক্রোশের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

৭২। দ্বিতীয় গ্রন্থের একটি অংশরূপে এই অংশ—'বিচিত্র নাটক'—পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। শুখা সিংহের 'গুরবিলাসে' গোবিন্দের এই বিবরণ সম্পূর্ণ সমর্থন করা হইয়াছে। ইহাতে বহু বিস্তৃত বিবরণও দৃষ্ট হয়। এই সময়ের বিবরণ-সম্বলিত 'বিচিত্র নাটকের' কতকগুলি অংশের ম্যাল্‌কম অনুবাদ (Malcolm, 'Sketch', p. 58,) করিয়াছেন ; তাহা মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে। কিন্তু ম্যালকমের সাধারণ বিবরণ এই ঘটনাবলীর বিপরীত ও তাহা ভ্রমমূলক।

তাহারা দাবী করিত। তাহারা মনে করিয়াছিল—গোবিন্দের ধ্বংস সাধনে এবং তাঁহার অবাসস্থান লুণ্ঠনে তাহাদের সমুদায় দাবী পূরণ হইবে ;—তাহাদের সমুদায় ক্ষোভ দূর হইবে। কিন্তু গোবিন্দ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন ; কতকগুলি পাঠান সৈন্যাধক্ষ্য যুদ্ধে নিহত হয়, এবং গোবিন্দ স্বহস্তে নালাগড়ের যুবক যোদ্ধা হরিচাঁদকে নিহত করেন। অনন্তর গুরু শতদ্রু অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এই সময়ে কোট-কাঙরার রাজকীয় কর্মচারিদিগের সহিত কালুরের ভীমচাঁদের যুদ্ধ চলিতেছিল ; সেই সুযোগে, আনন্দপুর সুরক্ষিত করিয়া ভীমচাঁদের বন্ধুরূপে গোবিন্দ সেই যুদ্ধে যোগদান করেন। বহুসংখ্যক পার্বত্য রাজা মুসলমানদলপতির সহিত যোগদান করে ; কিন্তু এই যুদ্ধে মুসলমান সেনানায়ক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হন। যুদ্ধে ভীমচাঁদ জয়লাভ করেন ; বিদ্রোহের স্বার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর কিছুকাল বিশ্রামে অতিবাহিত হইল। গোবিন্দ বলেন,—এই সময়ে তিনি তাঁহার অমনোযোগী ও উচ্ছৃঙ্খল অনুচরবর্গের শাস্তি-বিধান করিয়াছিলেন। কালুরের রাজাকে গোবিন্দ যে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, মুসলমানগণ তাহা কখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তৎপ্রতিবিধানার্থ এই সময়ে একদল মুসলমান সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করে ; কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য হয়। অতঃপর একজন দক্ষ সেনাপতির অধীনে বাদসাহের আর একদল সৈন্য গোবিন্দকে দমন করিতে আগমন করে। যে সকল পার্বত্য রাজগণ ভীমচাঁদের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া কর প্রদানে অস্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের ক্ষমতা হ্রাস করাও এই সেনাপতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। উভয় দলে কিছুদিন যুদ্ধ চলিল ; পার্বত্য রাজগণ সন্ধি সংস্থাপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা বিফল হইল। যাহা হউক, পরিশেষে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল।

গোবিন্দ এইরূপে পুনঃপুন যুদ্ধে জয়লাভ করায়, মুসলমানদিগের মনে উদ্বেগের সঞ্চার হইল। তাঁহার কার্য-কলাপে পার্বত্য-রাজগণের মনে প্রথমেই ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। যিনি প্রকৃত রাজা নামে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ধ্বংস-সাধনকল্পে তাহারা বাদসাহের সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিল। আওরঙ্গজেব লাহোর ও সারহিন্দের শাসনকর্তাদিগকে গুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন ; তাহাদিগের সাহায্যার্থ বাদসাহপুত্র বাহাদুর সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এইরূপ জনরব উঠে।[৭৩] যাহা হউক,

৭৩। ম্যালকম বলেন, (Malcolm, 'Sketch', p. 60, note)—ইহাতে বুঝা যায়, এই যুদ্ধ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে হয়। এই সময়ে বাহাদুর সা দক্ষিণাপথ হইতে কাবুলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, শিখদিগের কতকগুলি বিবরণে জানা যায়, গোবিন্দ বাহাদুর সাহের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; অথবা তাহাদের মতে, বাহাদুর সাহের প্রতিই গোবিন্দ দয়া প্রকাশ করেন। 'বিচিত্র নাটকে' গোবিন্দ নিজেই বলিয়াছেন—বিদ্রোহ দমনের জন্য বাদসাহের এক পুত্র প্রেরিত হইয়াছিল। গোবিন্দ কিন্তু তাঁহার কোন নাম উল্লেখ করেন নাই। এল্‌ফিনষ্টোনও (Elphinstone, 'History', ii. 545) বাহাদুর সাহের নাম নির্দেশ করিয়া বলেন নাই। বস্তুতঃ, বোধ হয়, তিনি অনুমান করিয়াই বলিয়াছেন, রাজবংশের একজন রাজপুত্র মুলতানের নিকটে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন,—তিনি সারহিন্দের শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত হন।

বাদসাহের সৈন্যগণ আনন্দপুরে গোবিন্দকে পরিবেষ্টন করে। সর্বপ্রকার বিপৎপাতে গোবিন্দ সমরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অটল ছিলেন; এই সময় তাঁহার অনুচরগণ অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে অভিশাপ করিলেন; যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে দ্বিধা-ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি স্ব-ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং ঘৃণা ও অপমান সহকারে তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু তাঁহার বিপদ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অবশেষে তিনি দেখিলেন,—কেবলমাত্র অতি অল্পসংখ্যক শিষ্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই; চল্লিশটি মাত্র অনুরক্ত শিষ্য তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী রহিয়াছে। তাঁহার মাতা, তাঁহার পত্নীদ্বয় এবং দুইটি সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান—সকলেই সারহিন্দে পলাইয়া গিয়াছিল। পরিশেষে তাঁহার পুত্রদ্বয় মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিল; মুসলমানগণ তাহাদিগকে নিহত করিয়া ফেলে।[৭৪] এই চল্লিশ জন অনুরক্ত শিষ্য বলিল,—তাহারা রাজা ও গুরু গোবিন্দের সহিত মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছে। তাহাদের দুর্বল-হৃদয়-ভ্রাতৃবৃন্দের অভিশাপ মোচনের জন্য তাহারা প্রার্থনা করিল; তাহাদিগকে মুক্তির আশা প্রদান করিতে অনুরোধ করিল। গোবিন্দ বলিলেন,—তাঁহার ক্রোধ অধিককাল স্থায়ী হইবে না। গোবিন্দ নিজ অদৃষ্টের উপরেই নির্ভর করিয়া রহিলেন। চামকৌরের দুর্গ তাঁহার অধীনেই ছিল, রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়া গোবিন্দ নির্বিঘ্নে সে স্থানে পৌছিলেন।

এই চামকৌর দুর্গে গোবিন্দ পুনরায় অবরুদ্ধ হইলেন।[৭৫] বিপক্ষগণ তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে বলিল, এবং স্বধর্মত্যাগ করিতে আদেশ করিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র অজিৎ সিং ক্রোধপ্রকাশে সংবাদবাহী দূতকে নিরুত্তর করিলেন। তাহাতে বিপক্ষ সৈন্য চারিদিক হইতে শিখদিগকে বিপর্যস্ত করিতে লাগিল। গুরু সর্বস্থানেই উপস্থিত ছিলেন; অবশিষ্ট দুইটি পুত্রও তাঁহার চক্ষের সমক্ষে নিহত হইল; তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্যও প্রায় ধ্বংস হইল। অবশেষে তিনি পলায়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তমসাচ্ছন্ন রজনীর গাঢ় অন্ধকারে গোবিন্দ শিবিরের বহির্ভাগে গমন করিলেন; কিন্তু দুই জন পাঠান সৈন্য তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। কথিত হয়,—এই পাঠানদ্বয় পূর্বে কোন সময়ে গুরুর নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে পাঠান সৈন্যদ্বয়ের সহায়তায়

৭৪। গোবিন্দের সন্তানগণের হত্যাবিষয়ক বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ ব্রাউনের 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্‌টে' সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ('Browne's India Tract ii. 6, 7)

৭৫। চুমকৌরের ইষ্টক-নির্মিত ক্ষুদ্র দুর্গের চুড়ায় একটি বিখ্যাত যোদ্ধার কবর এখনও বিদ্যমান আছে। এই যোদ্ধা 'মেথর' জাতীয় একজন শিখ;—তাহার নাম,—জিউয়ান সিং। এই যুদ্ধে সেই ব্যক্তি নিহত হয়। বপ্রটি সেই মহাপুরুষের কীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়, অজিৎ সিং ও যুজার সিং যে স্থানে নিহত হন, সেখানে একটি ধর্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

শিখদিগের বিবরণানুসারে গোবিন্দের পরাজয় ও পলায়নের কাল ১৭০৫ ও ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে নির্দেশিত হইয়াছে।

তিনি বেলোলপুর সহরে পৌছিলেন। এখানে আসিয়া গুরু ইসলাম ধর্মের তৃতীয় প্রচারক পীর মহম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কথিত হয়,—গুরু এক সময়ে পীর মহম্মদের নিকট কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন। এই স্থানে গোবিন্দ মুসলমানদিগের অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন;—আপৎকালে মুসলমানের অন্ন গ্রহণ দুষণীয় নহে বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। অতঃপর নীল বর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ মুসলমান দরবেশের ন্যায় গোবিন্দ ছদ্মবেশে ভাতিন্দার পার্বত্য উপত্যকায় পৌছিলেন। শিষ্যগণ পুনরায় তাঁহার নিকট সমবেত হইল; তাহাদের সাহায্যে অনুসরণকারিগণকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইলেন। তদবধি সেই স্থান 'মুক-তসর' অর্থাৎ 'মুক্তি-সরোবর' নামে অভিহিত। গোবিন্দ পলায়ন করিয়া হান্সি ও ফিরোজপুরের মধ্য-পথবর্তী দামদাম্মা বা 'বিশ্রাম স্থান' পর্যন্ত গিয়াছিলেন। তখন বাদসাহের কর্মচারিগণ মনে করিলেন,—গোবিন্দের সৈন্য এবং ক্ষমতা যথেষ্টরূপে হ্রাস হইয়াছে। সেই বিশ্বাসে তাঁহারা বন্ধুর মরুময় প্রদেশে আর অধিক দুর গেবিন্দের অনু-সরণ করিলেন না।

গোবিন্দ দমদম্মায় কিছুকাল অবস্থান করিলেন; এই স্থানে শিষ্যগণের শক্তির পুনরুদ্দীপন এবং ধর্মানুরক্ত শিষ্যদিগের মুক্তির আশা প্রদানের জন্য 'দশম-রাজার-গ্রন্থ' নামক 'গ্রন্থের' ক্রোড়পত্র প্রণয়নে ব্যাপৃত হন। 'বিচিত্র নাটক' বা 'অত্যাশ্চর্য গল্পসমূহ' ইহারই অন্তর্নিবিষ্ট। 'বিচিত্র নাটক' উভয় গ্রন্থেরই ঐতিহাসিক অংশ। যে জগদীশ্বর পূর্বাপর তাঁহার সহায়তা করিয়াছেন, সেই সর্বশক্তিমানের স্তোত্রে এই গ্রন্থের উপসংহার হইয়াছে। গোবিন্দ বলিয়াছেন,—তিনি যে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবে। তিনি যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা, এবং পূর্বজন্ম সম্বন্ধে তাহার স্মৃতি ও কল্পনা সকলই তাহাতে যোজিত হইবে। তিনি বলিলেন,—'তিনি যে সকল কার্য করিয়াছেন', সে সকলই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছে;—'লো' বা লৌহ তরবারি ঐশ্বরিক ক্ষমতাতেই তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। যখন গোবিন্দ এইরূপে নির্জনে বাস করিতেছিলেন, তখন জনৈক দূত আসিয়া তাঁহাকে বাদসাহের নিকটে উপস্থিত হওয়ার অদেশ জ্ঞাপন করে। কিন্তু তিনি রাজার প্রতি ভৎর্সনা-সূচক কতকগুলি গল্পে আরঙ্গজেবের আদেশের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। এই সকল গল্পে ও তাঁহার প্রেরিত পত্রে, বাদসাহের নিকট বিনীত না হইয়া বরং তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বাদসাহের কোপ শান্তির চেষ্টা করেন নাই; বরং বাদসাহের প্রতি ঈশ্বর কুপিত,—ইহাই বলিয়া বাদসাহকে ভয় প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। তিনি সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—বাদসাহের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই; 'খালসা' এখনও বাদসাহের কু-কার্যের প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত আছে। তিনি নানক-প্রবর্তিত ধর্ম-রীতির বিষয় উত্থাপন করেন; অর্জুন ও তেগ বাহাদুরের মৃত্যু-কাহিনীও সংক্ষেপে স্মরণ করাইয়া দেন। তাঁহার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে,

এবং তাহার পুত্রগণকে নিহত করিয়া তাহাকে যে অপুত্রক করা হইয়াছে,—সে সকল কথাও তিনি বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি আরও বলিলেন,—এ সংসারে তাঁহার সংসার-বন্ধন কিছুই নাই; তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; বাদসাহের বাদসাহ অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী জগদীশ্বর ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও ভয় করেন না। তিনি বলিলেন,—দরিদ্রের প্রার্থনাও নিষ্ফল হয় না; শেষ বিচারের দিন দেখা যাইবে,—বাদসাহ কি উত্তর দেন; তাঁহার অসংখ্য নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া কিরূপে নির্দোষ সাব্যস্ত হন? ইহার পর আর একবার আওরঙ্গজেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য গুরু আহুত হইয়াছিলেন। গুরু নিজেই তাঁহার নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। শুনা যায়,—সেই উদ্দেশ্যে বাদসাহের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে গোবিন্দ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।[৭৬]

১৭০৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর সা সিংহাসন অধিকারার্থ কাবুল হইতে আগমন করিলেন। তিনি আগরার নিকট এক ভ্রাতাকে পরাজিত ও নিহত করেন; এবং দক্ষিণমুখে যাত্রা করিয়া দ্বিতীয় ভ্রাতা কামবক্স-কে পরাজিত করিলেন। কামবক্স গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। যখন বাহাদুর সা এই যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময় গোবিন্দকে তাঁহার শিবিরে আহ্বান করিয়াছিলেন। গুরু তথায় গমন করিলেন, বাহাদুর সা তাঁহাকে সম্মান পুরঃসর গ্রহণ করিয়া বিশেষ সদ্ব্যবহার করিলেন; গুরু গোদাবরীর উপত্যকায় সৈন্যাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাদসাহ হয়ত মনে করিয়াছিলেন,—রাজদ্রোহী মারহাট্টাগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 'জাঠ'গণের নেতার নিয়োগ বিশেষ ফলবতী হইবে। তখন গোবিন্দ দেখিলেন, বাদসাহের অধীনে কার্য গ্রহণই, বাদসাহের সন্দেহ নিরসনের এবং আপন সৈনদল গঠনের প্রকৃষ্ট উপায়।[৭৭] দমদম্মায় অবস্থান কালে,গুরু শিষ্যগণকে ভয় দেখাইলেন, এখন হইতে যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহার সমূহ অনিষ্ট সম্ভবনা। তিনি সাহসী বীর বান্দাকে দক্ষিণ প্রদেশের অস্ত্রস্বরূপ নিয়োগ করিলেন। শতদ্রুর উভয় পার্শ্বে

৭৬। গোবিন্দের বীরপুরুষোচিত কার্যাবলীর এই বিবরণে, শুকাসিংহ বিরচিত 'গুরু বিলাসের' অন্তর্গত 'বিচিত্র নাটকের', এবং 'গুরমুখী' ও পারস্য-ভাষায় সঙ্কলিত প্রচলিত গ্রন্থ-সমূহের উল্লেখ আছে। এই সকল গ্রন্থের অসম্পূর্ণ প্রতিলিপির শেষোক্তখানি ডাক্তার ম্যাক্গ্রীগর কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। ('History of the Sikhs. pp, 79-99).

৭৭। গুরু দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হন,—শিখ গ্রন্থকারগণ সকলেই একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক মুসলমান লেখকগণ বলেন,—পাটনায় গোবিন্দের মৃত্যু হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাফি খাঁ, বাহাদুর সার উদার-ব্যবহারের বিষয় সমর্থন করিয়াছেন। কাফি খাঁ বলেন, মোগল সৈন্যগণের মধ্যে তিনি একটি বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হন। (See Elphinstone, 'History of India', ii. 566. note); গোদাবরী নদী-তীরে গুরুর মৃত্যু হয়,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকিলেও, তাঁহারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। লোক-পরম্পরাগত যে সকল বিবরণ আছে, তাহাতে দেখা যায়, ১৭৬৫ সম্বতের কার্তিক মাসে অথবা ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে 'নাদের' নামক স্থানে গুরু আগমণ করেন।

বহুসংখ্যক শিখগণ পুনরায় সমবেত হইল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই এ সংসারে গোবিন্দের কার্যের অবসান হইয়া আসিয়াছিল। গোবিন্দ নিজে আর বেশী কিছু লাভ করেন,—তাঁহার অদৃষ্টে তাহা ছিল না। এই সময়ে একজন অর্দ্ধ-ব্যবসায়ী ও অর্দ্ধ-যোদ্ধা আফগান সামরিক বিভাগের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; গোবিন্দ তাঁহার নিকট হইতে বহুসংখ্যক অশ্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[৭৮] এই সওদাগর বা ভৃত্য গুরুকে আপন অভাবের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া, প্রাপ্য টাকা পাইবার দাবী করিতে লাগিল। দাবী অনেক টাকার ; সুতরাং টাকা প্রদানে বিলম্ব হইতে লাগিল ; সেই হেতু অধৈর্য হইয়া, সেই আফগান ব্যবসায়ী গুরুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিল। পরিশেষে তাহার অসংযত বাক্যে উত্তেজিত হইয়া, তরবারির এক আঘাতে গোবিন্দ তাহাকে নিহত করেন। হত পাঠানের মৃতদেহ স্থানান্তরিত এবং কবরিত হইল। তাহার পবিারবর্গ সকলেই অধিনায়কের মৃত্যুতে গোবিন্দের নিকট বশ্যতার ভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহার পুত্রগণ মনে মনে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনা পোষণ করিতে লাগিল, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ অন্বেষণে ব্যপৃত রহিল। একদিন তাহারা গুপ্তভাবে গুরুর নিভৃত বাসে গমন করিল ; গুরু তখন নিদ্রিত ছিলেন ; তাঁহার রক্ষকগণ কেহই তথায় ছিল না। সেই অবস্থায় তাহারা তাঁহার প্রতি সাংঘাতিক অস্ত্রাঘাত করিল। গোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; হত্যাকারিগণ ধৃত হইল। কিন্তু তাহাদের মুখভঙ্গীতে অস্বাভাবিক বিকট হাস্যচ্ছটা বিকাশ পাইল, তাহারা আপনাদিগের দোষ-স্খালনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল ,—কৃত কার্যের সার্থকতা সম্পাদনে যুক্তিজাল বিস্তার করিল ; নানা তর্কের অবতারণা করিল। গুরু সকলই শুনিলেন ; তাহাদের পিতার অদৃষ্টের কথা স্মরণ করিলেন ; আপন পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া বাকী রহিয়াছে,—তাহাও তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি যুবকদ্বয়কে বলিলেন,– তাহারা উপযুক্ত কার্যই করিয়াছে। তখন গুরু আজ্ঞা করিলেন,—তাহাদের কোনরূপ শাস্তি বিধান না করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করা হউক।[৭৯] মুমূর্ষু

৭৮। পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের আফগান ও তুর্কম্যান সেনানায়কগণ ঘোটক বিক্রয় করিয়া দৈনিক ব্যয়ভার সঙ্কুলান করিত। তাহাদের আক্রমণকালের মাঝামাঝি সময়ে, ভারতবর্ষের কতদূরে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার অনুসরণ করা বড়ই আমোদজনক। লোকপরম্পরায় শুনা যায়,—মানিকালানগর ধ্বংসকারী এবং হরিয়ানার অন্তর্গত ভাতনির প্রতিষ্ঠাতা,—সকলেই ভিন্ন-দেশবাসী ছিলেন। পরে তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অবস্থানুসারে ঘোটকাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। বর্তমান সময়ের ভারতীয় যোদ্ধা, আমীর খাঁও খাদ্যের জন্য সেইরূপে অশ্ব-বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ('Memoirs of Ameer Khan', p 16)

৭৯। মূল গ্রন্থে গোবিন্দের মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, অন্যান্য বিবরণেই সেইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় একটু আধটু পার্থক্য দেখা যায়। আবার কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, হত পাঠানের বিধবা স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য পুত্রদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতেন। আরও অনেক বর্ণনায়, বিশেষতঃ মুসলমানদিগের বিবরণে, দেখা যায়, – গোবিন্দের মানসিক বিকার জন্মিয়াছিল। কতকগুলি শিখ গ্রন্থকারও এই বিশ্বাসের সমর্থন করেন। তাঁহারা

গুরু অপুত্রক ছিলেন ; সমবেত শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুকালে অতি দুঃখিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—কে তাহাদের সত্য-ধর্মের জ্ঞান প্রদান করিবে ? তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, কে তাহাদিগকে বিজয়-পথে পরিচালিত করিবে ? তখন গুরু সকলকে আনন্দ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি ভাবিলেন,—নির্দিষ্ট দশ জন গুরু তাঁহাদিগের কর্তব্য পালন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে ঈশ্বর বা অমর গুরুর নিকট 'খালসা' সমর্পণ করিয়া যাইতেছেন। গোবিন্দ বলিলেন,—'যে গুরু-সাক্ষাৎকার লাভে ইচ্ছুক, সে যেন নানকের 'গ্রন্থ' অনুসন্ধান করিয়া দেখে। গুরু সর্বদা 'খালসার' সহিত বাস করিবেন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও বিশ্বাসী হও ; যেখানেই পাঁচজন শিখ একত্র সমবেত হইবে, সেখানে আমিও উপস্থিত থাকিব।'৮০

১৭০৮ খৃষ্টাব্দে গোদাবরী নদী-তীরে 'নাদের' নামক স্থানে গোবিন্দ নিহত হন।*

বলেন, গুরু যে যুবকদ্বয়ের পিতৃ-হত্যা করেন, তাহাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে সুযোগমত প্রতিশোধের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতেন ; তাহাতে বোধ হইত, যেন তিনি নিজে তাঁহার জীবন ভারাক্রান্ত বোধ করিয়াছেন, এবং তাহাদের হস্তে নিহত হইবার জন্য প্রস্তুত আছেন। শৈর-উল-মুতাক্ষরীণে জানা যায় (i. 114), গোবিন্দ পুত্রশোকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। Compare Malcolm, 'Sketch', p. 70 note, and Elphinstone, 'History' ii 564). নাদেরের ধর্ম-মন্দিরের পুরোহিতগণ আর এক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—হর গোবিন্দ পয়েণ্ডা খাঁর হত্যা বিধান করেন ; পয়েণ্ডা খাঁর পৌত্রই গোবিন্দকে নিহত করিয়াছিল ; গোবিন্দের সহিত তাহাদের বিবাদের আর কোন কারণ ছিল কি না—তাহা এ বিবরণে জানা যায় না।

৮০। মৃত্যুকালে গুরু যে আদেশ প্রচার করেন, তৎসম্বন্ধে এই বিবরণই প্রচলিত আছে। অনেকের বিশ্বাস,—গোবিন্দ নানক প্রবর্তিত ধর্মের উদ্দেশ্য পূরণ করিয়াছিলেন ; উহা লোকের উদ্দেশ্যোপযোগী হইয়াছিল ; আজকাল উহা শৈব-ধর্মের একটি প্রধান নীতি। গোবিন্দের মাতা ও স্ত্রী, গোবিন্দের মৃত্যুর পরও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, সাধারণ 'খালসা'দিগের মধ্যেই গুরু অবস্থিত ; কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি গুরু হইবার উপযুক্ত নহে। এই কারণে শিখদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধার্মিক ব্যক্তিও সম্মানজনক 'গুরু' নামে অভিহিত হন না। 'ভাই' শব্দ তাহাদের সর্বোচ্চ ধর্মোপাধি। চলিত কথায় ইহার অর্থ,—'ভ্রাতা' ; কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ইংরাজী 'বয়োজ্যেষ্ঠ' (elder) শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

★ কথিত হয়,—গোবিন্দ ১৭১৮ সম্বতের 'পো' মাসে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অথবা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু যে ১৭৬৫ সম্বৎ অথবা ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে হয়, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয় না।

নাদেরে একটি বৃহৎ ধর্ম-মন্দির আছে। কতকাংশে স্থাবর সম্পত্তির আয়ে, কতকাংশে চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা, আবার কতকাংশে বা অর্জুন-প্রবর্তিত নিয়মানুসারে বাৎসরিক করাদায়ে উহার ব্যয় সঙ্কুলান হইত। জমাখরচ এই ধর্মাধিকরণের অধিপতি দেখাইবার জন্য প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তির নিকট লোক প্রেরণ করিয়া থাকেন ; তাঁহারা সকলে নিজ নিজ অবস্থানুসারে অর্থ প্রদান করেন। এইরূপে ভূপালের রাজার সাধারণ অশ্বপালকগণ প্রতি বৎসর এক টাকা চারি আনা এবং তাহা ব্যতীত তীর্থযাত্রা-কালে অন্যান্য উপহারও প্রদান করিয়া থাকে।

রণজিৎ সিংও নাদেরে বহু অর্থ প্রেরণ করিতেন। কিন্তু তৎপ্রদত্ত অর্থে যে ইমারত আরম্ভ হয়, তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

তখন গোবিন্দের বয়স ৪৮ বৎসর। যদি কেহ মনে করেন, গোবিন্দের এই রহস্যময় অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সমগ্র জীবনের আশা-ভরসা সকলই মিথ্যা হইয়াছিল,—তাহা হইলে তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে,—

কল্পনার ক্রীতদাস মানব নিশ্চয়।
ইঙ্গিতে চালিত তার দৃঢ় শক্তিচয়॥
কল্পনার মোহময় পথ সে ভীষণ।
উৎসাহে ধাইছে তাহে মূঢ় অনুক্ষণ॥[৮১]

যখন মহম্মদ মক্কা হইতে পলায়ন করেন, তখন হয়ত 'একজন আরবের বরশার আঘাতে সমগ্র জগতের ইতিহাস পরিবর্তিত হইত';[৮২] পদ্যে বর্ণিত সত্যের প্রতিমূর্তি বিখ্যাত একিলেস, (Achilles) ট্রয় নগর অধিকার না করিয়াই পলায়ন করিতেন। 'মারমিডন' দিগের অধিপতি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও. তিনি চিরকীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। 'সিময়' ও 'স্কামাণ্ডার'দিগের সহিত যুদ্ধ সময়ে তিনি যে হেয় মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে সেইরূপ নৃশংস ও হেয় মৃত্যুই সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্ব ও পশ্চিম ভূ-খণ্ডে যাহার অক্ষয় কীর্তি বিরাজমান; যাঁহার যশোরশ্মিতে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত; যিনি সর্বান্তঃকরণে জেরুসালেম উদ্ধারের জন্য স্বর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন;—ঈশ্বরের পবিত্র নগর বিধর্মীর করতলগত রহিল বলিয়া এবং তাহার উদ্ধার-সাধন করিতে না পারিয়া, সেই বীরশ্রেষ্ঠ রিচার্ডও, লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হইয়াছিলেন; তিনি আর মুখ দেখাইলেন না। তিনি যে পুণ্যভূমির উদ্ধার সাধনে অক্ষম হইলেন, সে পুণ্যভূমির দিকে আর ফিরিয়া চাহিলেন না। তিনি পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন; পরিশেষে অকাল মৃত্যুতে তাঁহার আশা ভরসা সকলই ফুরাইল।[৮৩] যাহা হউক, কার্যসিদ্ধি দ্বারা সকল সময়ে মহত্ত্বের পরিমাপ হয় না। শিখদিগের শেষ গুরু গোবিন্দ জীবিত কালে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু তিনি একটি পরাজিত ও অধঃপতিত জাতির বিলুপ্তপ্রায় অস্তিত্ব ও সুপ্ত বৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত ও কার্যক্ষম করিয়া যান। নানক-প্রবর্তিত ধর্মসূত্র-বলে, সমাজ-স্বাধীনতা ও জাতীয় প্রাধান্যের অভিনব সুখ লালসায় তাহারা সকলেই উন্নত হইয়া উঠে; তাহাদের মন সেই স্বাধীনতা-সুখ লাভের

নাদেরের আর এক নাম,—'উপচাল্লা' নগর। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে ইহা ভক্তিসূচক 'গুরুদাওয়ারা' অর্থাৎ 'গুরু-গৃহ' নামে অভিহিত।

৮১। Sir Marmaduke Maxwell, a dramatic poem, act iv. scene 6.

৮২। Gibbon. 'Decline and Fall of the Roman Empire,'. ix. 2-5.

৮৩। সিংহতুল্য রাজার বিষয় জানিতে হইলে, গিবনের রোম-রাজ্যের অবনতি ও অধঃপতন (Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire xi. 143.) দ্রষ্টব্য। টার্নার কৃত একিলিস ও রিচার্ডের পরস্পর তুলনা দেখা উচিত। (Turner's History of England, p. 300) কিড ও ইংরাজ-বীরের পরস্পর আপেক্ষিক তুলনায় শ্রেষ্ঠ ন্যায়পরতা সম্বন্ধে হ্যালামের সম্মতি দ্রষ্টব্য। (Hallam, Middle Ages, iii. 482.)

উৎকট ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হয়। তখনও যাহা জীবন্ত গোবিন্দ তাহারই মধ্যে স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চালিত করিলেন, হৃদয়ে উদ্দীপনার অনলস্রোত প্রবাহিত হইল। সমগ্র শিখজাতি একই জীবন্তআত্মার অধিকারী। গোবিন্দ প্রচারিত ধর্ম ও উপদেশসমূহ কেবল তাহাদের মানসিক শক্তি উন্নত ও পরিবর্তিত করিয়াছিল; তাহাদের শরীর সুগঠিত ও ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। তাহাতে তাহারা অশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এইরূপে শিখ-জাতির স্বাভাবিক প্রকৃতি ও বাহ্য আকৃতির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। একজন শিখ-রাজাকে তাঁহার প্রতাপশালী দেহ এবং স্বাধীন ও বীরোচিত আকৃতি দেখিয়া সুন্দররূপে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু শিখ ধর্মের একজন গুরুকে ততোধিক সহজে চিনিতে পারা যায়; কারণ তাঁহার আত্মা ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যগ্র;—তাঁহার আত্মা সর্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন। তাঁহার সেই সমুদায় লক্ষণ দেহে প্রকটিত হয় এবং তাহাতেই গুরুকে সহজে চিনিতে পারা যায়।[৮৪] যাহা হউক, এই সকল পরিবর্তন সত্ত্বেও, অধিকাংশ শিখই হিন্দুবংশজাত। ফলতঃ তাহাদের দৈনিক রীতি পদ্ধতি এবং চলিত ভাষা যে সকলই হিন্দুদিগের ন্যায়—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজনৈতিক প্রথা ও কঠোর বিধি-বিধান প্রবর্তিত করিয়া গোবিন্দ শিষ্যদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই। তথাপি, তাহারা ধর্ম-বিশ্বাস এবং সাংসারিক কামনায় অন্যান্য ভারতীয় জাতি অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তাহারা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইত; সকলেই একই ভাব—একই চিন্তা, মনোমধ্যে পোষণ করিত। এই অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনেই তাহারা একতা-সূত্রে একই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের এ উদ্দেশ্য - এ ভাব আর কাহারও মনে স্থান পায় নাই। এক সময়ে একটি সম্প্রদায় খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়; গ্রীস ও রোম দেশের পণ্ডিতগণ এই নব জীবন প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রকৃত শক্তি ও তেজ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সুতরাং শিখদিগের প্রকৃতশক্তি বুঝিতে না পারিয়া, তদ্বিষয়ে যে সকল ভ্রমাত্মক ঘটনার অবতারণা দেখা যায়, তাহাতে জনসাধারণের চমৎকৃত হইবার কোন কারণ নাই. অথবা ইংরাজ গ্রন্থকারদিগের

৮৪। এইরূপ বাহ্যিক পরিবর্তন প্রথমে স্যার আলেক্‌জান্দার বারণেস লক্ষ্য করিয়াছেন। (Travels i 285, and ii 39.) এল্‌ফিনষ্টোন (History of India, ii, 594.) এবং ম্যাল্‌কমও (Sketch. p. 129) তাহা সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দু পরিবারের কতকগুলি বংশধর এক কিংবা দুই শতাব্দী পূর্বে মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদিগের ব্যক্তিগত আকৃতির সহিত মালব এবং উত্তর ভারতবর্ষের নানা স্থানের ব্রাহ্মণ-ধর্মাবলম্বী অধিবাসিগণের প্রতিকৃতির বিশেষরূপে তুলনা করা যাইতে পারে;—তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি ও পরিচ্ছদেও একইরূপ পরিবর্তন দৃষ্ট হইতে পারে। প্রিচার্ডও (Physical History of Mankind, i. 183 and i. 191.) খৃষ্টধর্ম-দীক্ষিত 'হটেনটট' ও 'এস্‌কুইম্যাক্স'দিগের স্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্তু তিনি তাহাদের স্বাভাবিক মুখ-শ্রীর কোন পরিবর্তন দেখেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়,—অনুসন্ধিৎসু ইংরাজগণ প্রকৃত বিষয়ের কোন তথ্য নিরূপণ করেন না; অথবা পূর্ব-বর্ণিত অসভ্য জাতিগণ স্বল্প ব্যগ্রতা ও ঔৎসুক্যের সহিত এই নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন,—তদ্বিষয়েও তাঁহারা কোন বিবরণ প্রদান করেন নাই।

প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করারও আবশ্যক নাই।[৮৫] টাসিটস এবং সুইটোনিয়স মনে করিতেন, প্রাচীন খৃষ্টানগণ ইহুদী জাতীয় একটি সম্প্রদায় বিশেষ। তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের মৌলিক পার্থক্য ভেদ করিতে অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। এই ধর্মের যে গুপ্ত শক্তি ও প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব প্রভাবে আধুনিক সভ্যতা দিন দিন উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছিল; যাহাতে সেই সভ্যতার ক্ষীণ রশ্মির নির্মল জ্যোৎস্নালোকে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত হইতে লাগিল,—তাঁহারা তাহার প্রকৃত তথ্য বা প্রাণভূত শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই।[৮৬]

৮৫। গ্রন্থকর্তা প্রধানতঃ অধ্যাপক এইচ, এইচ, উইলসনের বিষয় বলিতেছেন। তাঁহার শিক্ষা ও পরিশ্রমে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এইরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। (See 'Asiatic Researches' xvi, 237, 238, and 'Continuation of Mill's History', vii, 101, 102.) ম্যাল্‌কমও এক স্থলে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন (Malcolm, 'Sketch', p. 144, 148; 150); কিন্তু অন্যস্থলে আবার এই মতের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ('Sketch' p, 43) যাহা হউক, এই সকল মতের সহিত এলফিনষ্টোনের অধিকতর বিশুদ্ধ মত তুলনা করা যাইতে পারে। (Elphinstone, 'History of India, ii. 562, 564) এবং স্যার আলেকজান্দার বারণেস (Sir. Alex. Burnes, 'Travels' i. 214, 28) ও ম্যাজর ব্রাউনের মন্তব্যও (Major Browne's, 'India Tracts' ii, 4) ইহার সহিত তুলনীয়। ম্যাজর ব্রাউন প্রতিপন্ন করিয়াছেন, প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমিয়দিগের মধ্যে যে একতা, শিখ ও হিন্দু-দিগের ধর্মমতেও পরস্পর সেইরূপ সমতা দৃষ্ট হয়।

৮৬। See the 'Annals of Tacitus,' 'Murphy's Tanslation' (book xv. Sect 44, note 15) ট্যাসিটস বলেন,—খৃষ্টানধর্ম একটি ভয়াবহ কু-সংস্কার। তিনি মনে করেন,– খৃষ্ট-প্রচারকগণ 'সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি ঘৃণায় ও অপ্রসন্নতায় প্রণোদিত'।—এই সময়ে তাহাই জুডাইকের স্বাভাবিক ধর্ম। সুইটোনিয়স বলেন,— ক্লডিয়সের রাজত্ব সময়ে 'ক্রেস্‌টাস' নামক এক ব্যক্তির উত্তেজনায় জিউগণ বিদ্রোহের সূত্রপাত করিয়াছিল। এইরূপে সকল বিষয়েই তিনি স্পষ্টতঃ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

আবার, ভোপিসকাস নামক একজন অপরিচিত ঐতিহাসিক বাদসাহ হাড্রিয়ান লিখিত একখানি 'পত্রের' বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়,—'সিরাপির' ভক্তবৃন্দের সহিত খৃষ্টানগণের তুলনা করা হইয়াছে; তাহাতে আরও সন্দেহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশপগণ প্রধানতঃ সেই অস্বাভাবিক দেবতার ঘোর পক্ষপাতী এবং উপাসক; এই দেবতার উপাসনা 'পলেমি' জাতি কর্তৃক মিশরে প্রথম প্রবর্তিত হয়। (Waddington, 'History of a Church'. p. 37.) ইউসিবিয়াসও নিজে, খৃষ্টান এবং এসেনিক্‌ থিরাপিউটি (Essenic Therapeutae) এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পান নাই। (Strauss, 'Life of Jesus', i. 294) কিন্তু শেষোক্তটি একটি সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষ;—ইহারা বৈরাগ্যের ও বুদ্ধির অগোচর প্রহেলিকার ভাণ করিত।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, মিঃ নিউম্যানও ট্যাসিটাসের এই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়,—এ বর্ণনা প্রকৃত পক্ষে ইহুদীগণের পরিবর্তে খৃষ্টানদিগকেই নির্দেশ করে। (On the Development of Christian Doctrine, p. 205, &c) হয়ত, এই বিষয়ে তাঁহার বর্ণনাই যথার্থ। কিন্তু পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের মতের সহিত তাঁহার মত-বিরোধের কোন কারণ, তিনি উল্লেখ করেন নাই।

গোবিন্দের প্রিয় শিষ্য বান্দা দক্ষিন ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন; তিনি 'বৈরাগী' সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত।[৮৭] গুরুর মৃত্যুর পর, তাঁহার শিষ্যগণের কার্য-প্রণালীর বর্ণনা হইতে মৃত গুরুর সাজসজ্জা, সৈন্যপরিমাণ, এবং তাহার ধনৈশ্বর্যের বিষয় উত্তমরূপে বুঝা যাইবে। যখন বান্দা উত্তর-পশ্চিম দিকে পৌছিলেন, তখন বিজয় কেতন স্বরূপ গোবিন্দের শব বহন করিয়া বহুসংখ্যক শিখ তাঁহার নিকট সমবেত হইল। বান্দার আগমনে সারহিন্দের নিকটবর্তী মোগল কর্মচারিগণ পলায়ন করিলেন; তখন তিনি সেই প্রদেশের শাসনকর্তাকে পরাজিত করিলেন; সে ব্যক্তি যুদ্ধে নিহত হইল। সারহিন্দ লুণ্ঠিত হইল: গোবিন্দের সন্তানগণকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপকারী হিন্দুগণ এবং তাহাদিগের নিধনকারী মুসলমানগণ সকলেই প্রতিশোধ-পরবশ শিখগণ কর্তৃক নিহত হইল।[৮৮] অতঃপর বান্দা সারমুর পর্বতের পাদদেশে একটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন;[৮৯] শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ড তৎকর্তৃক অধিকৃত হইল; তখন তিনি সাহারাণপুর জেলা ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন।[৯০]

এই সময়ে বাদসাহ বাহাদুর সা, তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতা কামবক্সকে পরাজিত করিলেন। মারহাট্টাদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি স্থাপিত হইল। এক্ষণে তিনি রাজপুতনার রাজাগণকে অধীনতা পাসে আবদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন যে,—অজ্ঞাতকুলশীল বান্দা কর্তৃক রাজকীয় সৈন্য পরাজিত হইয়াছে এবং বিপক্ষ দল নগর লুণ্ঠন করিয়াছে।[৯১] তিনি অতি শীঘ্রতর পঞ্জাবে গমন করিলেন। দক্ষিণাপথে বিজয়লাভ করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিবার জন্য তিনি সেখানে একটুও বিলম্ব করিলেন

৮৭। কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বান্দা উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিলেন। ম্যাজর ব্রাউন যে গ্রন্থকারের অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি বলেন যে, জলন্ধর দোয়াবে বান্দার জন্ম হয়। ('India Tracts', ii. 9)

'বান্দা' শব্দে 'ক্রীতদাস' বুঝায়। 'গুর রত্নাবলী' রচয়িতা স্বরূপ চাঁদ বলেন, এই বৈরাগী যখন দক্ষিণ দিকে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন তিনি এই নাম বা উপাধি গ্রহণ করেন। এখানে তিনি দেখিলেন যে, গুরু-সান্নিধ্যে তাঁহার রক্ষক দেবতা বিষ্ণুর ক্ষমতা নিষ্ফল। তখন হইতেই বান্দা বলিলেন—তিনি গুরুর ক্রীতদাস হইবেন।

৮৮। সারহিন্দ অবরোধ সম্বন্ধে কতকগুলি বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য :—Browne, 'India Tracts,' ii, . 9, 10; Elphinstone, 'History of India' ii. 565, 566- ম্যালকম বলিয়াছেন, এ প্রদেশের শাসনকর্তার নাম—ফৌজদার খাঁ। (Malcolm. 'Sketch' p. 77, 78) বস্তুতঃ, তাঁহার নাম ভুজির খাঁ,—ফৌজদার খাঁ নহে। প্রকৃত পক্ষে ভুজির খাঁ এই প্রদেশের 'ফৌজদার' অর্থাৎ সেনানায়ক ছিলেন বটে; কিন্তু এক্ষণে এই শব্দ নামস্বরূপ প্রযুক্ত হয়, এবং কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বুঝায়।

৮৯। সাদোয়ারা আম্বালার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। মুখলিসপুর তাহারই সন্নিকটে অবস্থিত। ইহাই বোধ হয়, শৈর-উল-মুতাক্ষেরীণের 'লো-গড়' বা লৌহদুর্গ। (Seir ool Mutakhereen, i. 115)

৯০। Forster. 'Travels' i. 304.

৯১। নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য :—Elphinstone, 'History of India', ii, 561 and Forster, 'Travels, i. 304, ১৭০৯-১০ খৃষ্টাব্দে ইহা সংঘটিত হয়।

না। ইতিমধ্যে তাঁহার সেনাপতিগণ পাণিপথের সন্নিকটে একদল শিখ সৈন্য পরাস্ত করিলেন; বান্দা তাঁহার দুর্গে পুনরায় বিপক্ষ সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবরুদ্ধ হইলেন। কিন্তু এই অবরোধ সময়ে শিখধর্মে দীক্ষিত একজন ধর্মানুরাগী স্বেচ্ছায় নায়কের বেশ ধরিয়া ছদ্মবেশে যখন বহির্গমন করিতেছিল, তখন শত্রু কর্তৃক ধৃত হয়, এবং বান্দা তাঁহার সকল অনুচরবর্গের সহিত সেখান হইতে পলায়ন করেন।[৯২] অতঃপর কতকগুলি সামান্য সামান্য যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, লাহোরের উত্তরবর্তী পর্বতমালামধ্যে জাম্মুর সন্নিকটে বান্দা স্বীয় আবাস স্থান স্থাপিত করিলেন, এবং পঞ্জাবের অত্যুত্তম ভূমিখণ্ড বিতরণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বাহাদুর সা স্বয়ং লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।[৯৩]

বাদসাহের মৃত্যু হওয়ায়, সিংহাসন লইয়া পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হইল। বাদসাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, জাগান্দার সা প্রায় এক বৎসর নিজ ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফেরোকসের তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। মোগল দিগের এই সমুদয় অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্দ্রোহে শিখদিগের বিশেষ সুবিধা হইল; তাহারা পুনরায় একত্রিত হওয়ায় অজেয় হইয়া উঠিল, এবং বিপাশা ও ইরাবতীর মধ্যবর্তী স্থানে 'গুরদাসপুর' নামে একটি বৃহৎ দুর্গ নির্মান করিল[৯৪] লাহোরের শাসন-কর্তা বান্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন; কিন্তু একটি খণ্ড যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন। তখন শিখগণ সারহিন্দ অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করিল, তথাকার শাসন কর্তা বাইজিদ খাঁ তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। একটি ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি মৃদু-পদ-বিক্ষেপে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে গুরুতররূপে অস্ত্রাঘাত করে; সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অধিনায়কের মৃত্যুতে মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়; অনুমান হয়, এই নগর দ্বিতীয় বার আর বিজয়োন্মত্ত শিখদিগের হস্তে পতিত হয় নাই।[৯৫] এক্ষণে কাশ্মীরের শাসনকর্তা আবদুল সামাদ খাঁ নামক 'ভুরাণি' বংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সুচতুর সেনানায়ককে পঞ্জাবের সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতে বাদসাহ অনুমতি করিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ পূর্ব দিক

৯২। নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য :—Elphinstone, 'History of India, ii. 66 and Forster. 'Travles', i. 305 ঐ শিষ্যের একান্ত আনুরক্তি দেখিয়া, বাদসাহ তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন: কিন্তু তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন নাই।

৯৩। শৈর-উল-মুতাক্ষেরীন, প্রথম খণ্ড, ১০৯ ও ১১২ পৃ. দ্রষ্টব্য। (Compare 'Seir ool Mutakhcreen' i. 109 and 112)

৯৪। গুরুদাসপুর কুলানৌরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত; এখানে আকবর বাদসাহ পদে অভিষিক্ত হন। ফরষ্টার, ম্যালকম এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ যে সাধারণ বিবরণ অনুসরণ করিয়াছেন, এই স্থানেই, বর্ণিত 'লৌগড়' অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। যে সকল সারস্বত ব্রাহ্মণগণ শিখদিগের আচার-পদ্ধতি ও ধর্মনীতি অধিকাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, এখানে আজকাল তাহাদের একটি ধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

৯৫। তথাপি কতকগুলি বিবরণে দেখা যায় যে, বান্দা পুনরায় সারহিন্দ অধিকার করিয়াছিলেন।

হইতে কতকগুলি সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরিত হইল। আবদুল সামাদ খাঁ নিজেও কয়েক সহস্র সুশিক্ষিত ও রণকুশল স্বদেশবাসী সৈন্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধাস্ত্র ও গোলন্দাজ সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া লাহোর পরিত্যাগ করতঃ শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বান্দার প্রচণ্ড বাধা ও যুদ্ধ সত্ত্বেও এই যুদ্ধে শিখসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুসলমানগণ শিখ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিল; বান্দা বিজয়ী মুসলমান সেনানায়কের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার (আবদুল সামাদ খাঁর) সৈন্যর গুরুতর ক্ষতি করিয়া, একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি নিজে গুরুদাসপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতি সঙ্কীর্ণভাবে দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। দুর্গের বহির্ভাগ হইতে মধ্যভাগে কোন জিনিস সরবরাহ করিবার সুবিধা ছিল না; সমুদায় খাদ্য ফুরাইয়া যাওয়ায়, ঘোড়া, গাধা, এমনকি অখাদ্য গোমাংস ভক্ষণ করিয়া, পরিশেষে বান্দা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।[৯৬] অধিকাংশ শিখ নিহত হইল। যখন তাহারা অসভ্য অথবা অর্দ্ধ-সভ্য এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিজয়িগণের স্বভাবজঃ অবমাননা সূচক ও লজ্জাস্কর প্রথানুসারে দিল্লি অভিমুখে গমন করিতে ছিল, তখন তাহারা শিখদিগের ছিন্ন মস্তক—বান্দা এবং অপরাপরের সমক্ষে ভল্লে বিদ্ধ করিয়া বহন করিতে লাগিল।[৯৭] শিখদিগের সকলেই ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইল। তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধিল,—কে আগে মরিবে! সকলেই এ কার্যে অগ্রণী হইতে লাগিল; সুতরাং তাহাদের মধ্যেও বিবাদ উপস্থিত হইল। পরস্পর বিবাদ হেতু প্রত্যহ এক শত শিখ নিহত হইতে লাগিল। অবশেষে অষ্টম দিনে বান্দা নিজেই বিচারকদিগের সমক্ষে অভিযুক্ত হইলেন। বিচারে ত্াঁহার দোষ সাব্যস্ত হওয়ায়, একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ত্াঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'একজন বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি হইয়া, তিনি কিরূপে পাপকার্য করিলেন; সেই পাপ কার্যে তিনি নরকে নিক্ষিপ্ত হইবেন, জানিয়াও কেন তিনি সেই পাপে লিপ্ত হইলেন? বান্দা উত্তর করিলেন যে,—দুষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান বা দণ্ড বিধান করিতে তিনিই ঈশ্বরের একমাত্র অস্ত্র-স্বরূপ; এবং এক্ষণে জগদীশ্বরের

৯৬। নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ দ্রষ্টব্য : —Malcolm 'Sketch', p. 79, 80; Forster, 'Travels', i. 306 and note: and the 'Seir ool Mutakhereen', i. 116, 117. প্রচলিত সাধারণ বিবরণে শিখ সৈন্যের সংখ্যা ৩৫,০০০ প্রদত্ত হইয়াছে (ফরষ্টার বলেন, ২০,০০০); তাঁহারা বলেন,—যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পুর্বে আবদুল সামাদ এক বৎসর লাহোরে ছিলেন; সেই বিবরণানুসারে জানা যায়,—সমুদায় পার্বত্য রাজগণ তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন; এতদুভয় ঘটনাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

৯৭। সমসাময়িক কাফি খাঁর বিবরণ উল্লেখ করিয়া শৈর-উল-মুতাক্ষেরীণ লেখক ('Seir ool Mutakhereen,' i. 118, 120) এবং এলফিনষ্টোন (Elphinstone 'History', ii. 574, 576) উভয়েই বলিয়াছেন,—শিখ-কয়েদীর সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ৭৪০ জন। বাইজিদ খাঁর বৃদ্ধা মাতা কিরূপে তাহার পুত্রহন্তাকে নিহত করিয়াছিল, তাহা শৈর-উল-মুতাক্ষেরীণে বর্ণিত আছে। যখন তিনি ও অন্যান্য কয়েদিগণ লাহোরের পথ দিয়া পরিচালিত হইতেছিলেন, তখন বাইজিদ খাঁর মাতা মস্তকোপরি একখানা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া পুত্রহন্তাকে নিহত করে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করায়, তিনি যে পাপ করিয়াছেন,—এক্ষণে কেবল তাহারই শাস্তি ভোগ করিতেছেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার সমক্ষে জানু পাতিয়া উপবেশন করিল,—তাঁহার হস্তে একখানি ছুরিকা প্রদত্ত হইল ; বান্দা আপন পুত্রের প্রাণ সংহার করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি অবিচলিতভাবে এবং নিঃশব্দে তাহাই করিলেন। পুত্রের প্রাণ সংহার করিতে বান্দা অনুমাত্র বিচলিত হইলেন না। অতঃপর তাঁহার নিজ শরীরের মাংস অগ্নিবৎ তপ্ত সাঁড়াশী দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল ; বান্দা অসহ্য যন্ত্রণা-ভোগ করিতে করিতে ভবলীলা সংবরণ করিলেন। মুসলমানগণ বলেন, বান্দার পাপময় আত্মা ঘৃণিত নরকে নিক্ষিপ্ত হইল।[৯৮]

শিখগণ বান্দার স্মৃতির প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করে না। বান্দা স্বভাবতঃ অপ্রসন্ন-চিত্ত ছিলেন। একজন উৎসাহী, অধ্যবসায়শীল এবং সাহসী সেনাপতি বলিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তবে তাঁহার অনুচরবর্গের কেহই তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই। নানক ও গোবিন্দ যে ধর্ম-সংস্কার প্রচার করিয়াছিলেন, বান্দা সেই সংস্কার-নীতির গূঢ় উদ্দেশ্য অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই ; সম্প্রদায়-বিশেষের নীতি তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। নানক এবং গুরু গোবিন্দ যে ধর্মনীতি,- যে আচার-পদ্ধতি প্রচার করিয়াছিলেন, বান্দা তাহারই সংস্কার-সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন ; আপন সন্ন্যাসধর্মের রীতি ও হিন্দুদিগের ধর্মনীতি তাহাতে সংযোজিত করিয়া, তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্মানুরাগী শিখগণ তাঁহার সেই বিধি-বিরুদ্ধ সংস্কার -সাধনে বাধা প্রদান করিয়াছিল। হয়ত, বান্দার এই অবৈধ ও অযাচিত বিধিপ্রবর্তনের চেষ্টা হেতু, শিখগণ তাঁহার ন্যায় একজন দক্ষ ও অধ্যবসায়শীল নায়কের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।[৯৯]

বান্দার মৃত্যুর পর, শিখদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার-উৎপীড়ন চলিতে লাগিল।

৯৮। এস্থলে ম্যাল্‌কম ('Malcolm, 'Sketch,, p. 82) শৈর-উল মুতাক্ষেরীণ হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শৈর-উল-মুতাক্ষেরীণ (Seir-ool Mutakhereen, i. 109), অরম (Orme 'History,' ii. 22) এবং এলফিনষ্টোন (Elphinstone, History, ii. 564) স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন যে, ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে বান্দা পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু ফরষ্টার ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বান্দার মৃত্যুকাল নির্দেশ করিয়াছেন। (Forster, 'Travels', i. 306 note).

৯৯। Compare Malcolm 'Sketch', p. 83. 84, শৈর-উল-মুতাক্ষেরীণে জানা যায়,—বান্দা সময়ে সময়ে ভারতীয়গণ কর্তৃক 'গুরু' নামে অভিহিত হইতেন। (Seir ool Mutakhereen, i. 114) বর্তমান সময়েও কতকগুলি অর্দ্ধ-বিশ্বাসী শিখ দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহারা বান্দাকেই তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সমাদর করে। কথিত হয়, বান্দা স্বতন্ত্র একটি ধর্ম-সম্প্রদায় স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু গোবিন্দের শিখ-সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম-সম্প্রদায় অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। বান্দা আরও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি অভিবাদন ও আরাধনার পরিবর্তন সাধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। 'ওয়া গুরু কি ফাতে',—গোবিন্দের আদিষ্ট বা তৎকর্তৃক প্রযুক্ত এই সম্বোধন পরিবর্তিত করিয়া 'ফাতে ধরম' ও 'ফাতে দর্শন' (ধর্মের জয়। সম্প্রদায়ের জয়!) প্রবর্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন। Compare Malcolm, 'Sketch', p. 83, 84.

যুদ্ধে তাহাদের বহু সৈন্যবল ক্ষয় হইয়াছিল। যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহারাও হয় নিহত, না হয় বাধ্য হইয়া স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল। বস্তুতঃ, যে যত শিখসৈন্য নিহত করিবে, সে সেই হিসাবে পুরস্কৃত হইবে,—এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ায় বিপক্ষগণ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। শিখদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতে লাগিল। পরিশেষে অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়নে শিখদিগের অনেকেই বাধ্য হইয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিল; অপরাপর সকলে ধর্মের বাহ্যিক নিদর্শন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ধর্মানুরাগী শিখগণ নিভৃতে পর্বত কন্দরে পলায়ন করিল; কেহ কেহ আবার শতদ্রুর দক্ষিণ-তীরবর্তী নির্জন আরণ্য প্রদেশে পলাইয়া গেল। ইহার পর প্রায় এক-পুরুষ কাল শিখদিগের আর কোন বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।[১০০]

এইরূপে দুই শত বৎসরের পর শিখ-ধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইল। সেই ধর্ম-নীতি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল; শিখ-ধর্মের প্রভাবে সকলেই পরিচালিত হইতে লাগিল। এই ধর্ম-নীতি মানবের মনে বদ্ধমূল হওয়ায়, শিখধর্ম দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। প্রথমতঃ নানক একটি ক্ষুদ্র ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন করেন। সম্প্রদায় বিশেষের প্রভাবে তাঁহার শিষ্যগণ যাহাতে কু-পথে পরিচালিত না হয়, নানক তাহার উপায়-বিধান করিয়া যান। আপন উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে নানক, পৌত্তলিক হিন্দু-সম্প্রদায় এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সম্প্রদায় হইতে আপনার শিষ্যগণকে পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে অপরাপর সম্প্রদায় হইতে শিখদিগের স্বাতন্ত্র্য পরিরক্ষিত হয়। শিখসম্প্রদায় যাহাতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে পরিণত না হয়, উমার দাস তাহার উপায় বিধান করেন। অর্জুন শিখদিগের সমাজ গঠনের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া যান, এবং উন্নতিশীল শিখসম্প্রদায়ের ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদনের ও চরিত্র গঠনের নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। হরগোবিন্দ কর্তৃক অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহারের নিয়ম ও যুদ্ধ-প্রথা প্রবর্তিত হয়। পরিশেষে গোবিন্দ সিংহের শিক্ষা প্রভাবে শিখগণের প্রাণে স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক ভাব উদ্দীপ্ত হয়। গোবিন্দ তাহাদিগকে সামাজিক মুক্তি প্রদান করেন; তাহাতে তাহাদের কঠোর সমাজ-বন্ধন দূর হয়;—জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎকট আশায় তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে। অতঃপর আর কোন ব্যবস্থা-প্রকরণ বা শাসন-নীতির আবশ্যক হয় নাই। কেবল গুরুগণের অদ্ভুত শিক্ষা প্রভাবে শিখদিগের মনে এক অদম্য প্রবৃত্তি বিস্তৃত ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পূর্বে তাহাদের মনে অনিশ্চিত ভাবের উদয় হইত; এক্ষণে তাহাদের সেই অনিশ্চিত ভাব উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী হইয়া গঠিত হইয়াছে। শিখ ধর্মের এই প্রক্রিয়া এক্ষণে স্বতঃসিদ্ধ। বর্তমান সময়ে এই ধর্ম উন্নতির পথে প্রধাবিত; অতঃপর এই ধর্ম প্রভাবে কি ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা পূর্বে অনুভব করা বড়ই সুকঠিন। পূর্বেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের

১০০। Comgare Forster ('Travels', i. 312, 313), and Browne ('India Tract', ii. 13) and also Malcolm ('Sketch', p. 85, 86)

অধঃপতন হইয়াছিল; ব্রাহ্মণগণ আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।[১০১] তখন মুসলমান ধর্মের ক্রমোন্নতি হইতেছিল। সুতরাং শক্তিসঞ্চারক মুসলমান ধর্মের প্রবল প্রভাবে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূলোচ্ছেদ সাধিত হইল, তখন হইতেই শিখ-ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। এক্ষণে এই শিখ-ধর্ম পাশ্চাত্য সভ্যতা-ফলে ও খৃষ্ট-ধর্মের সংস্পর্শে ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বহুকাল পরে ইহার ফল প্রকটিত হইবে;—পরবর্ত্তী বংশধরগণ তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

১০১। শিখ ধর্মের মধ্যেও পরিবর্তনের বিষয় দেখা হয়। কিন্তু ধর্ম পরিত্যাগে সময় সময় শক্তির আধিক্য সূচিত হয় বটে; কিন্তু স্বধর্ম পরিত্যাগ সর্ব সময়েই দুর্বলতার পরিচয় প্রদান করে; সম্প্রদায় ধ্বংসেরও ইহাই কারণ। শিখ সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক অধিক। কিন্তু গুরু গোবিন্দ প্রবর্তিত মতের উন্নতিতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে শিখগণের মধ্যে নানকের 'খালাসা' এবং গোবিন্দের 'খালসা' নামক যে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিষয় ফরষ্টার বর্ণনা করিয়াছেন, (Forster, 'Travels', i, 309) তাহা আর এক্ষণে সমধিক বলশালী নহে। বস্তুতঃ, পূর্বোক্ত 'খালাসা' শব্দ আজকাল একরূপ অজ্ঞাত; কিন্তু সকলেই 'খালসা' সম্প্রদায়ের সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে প্রয়াসী। প্রথম গুরুর শান্তি-প্রিয় শিষ্য শিখগণ ভারতবর্ষের সর্বত্রই দৃষ্ট হয়; কিন্তু দশম রাজার যুদ্ধপ্রিয় 'সিং'গণ সচরাচর পঞ্জাবে দৃষ্ট হয়; সৈনিক ব্যবসায়ে তাহারা কাবুল হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

'টীপ্পনী'—পাঠকগণ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিশিষ্ট দেখিবেন। শিখদিগের গ্রন্থে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।. গুরুগণ তাহাদের ধর্মনীতি ও আচার-পদ্ধতির বর্ণনা করিয়াছেন; নানক ও গোবিন্দ কতকগুলি চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সার-সংগ্রহ এবং শিখদিগের জীবন ও ধর্মনীতির বিস্তারিত বর্ণনা সকলই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কতকগুলি শিখ সম্প্রদায় এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন 'পদবী' পঞ্চম পরিশিষ্টের তালিকায় সংযোজিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য

১৭১৬—১৭৬৪

[মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ; —শিখদিগের পুনরাবির্ভাব ; —মীর মন্নু কর্তৃক শিখদিগের নির্যাতন, এবং আমেদসার পুত্র তৈমুরের উৎপীড়ন ; —'খালসা' সৈন্যের ও 'খালসা' রাজ্যের-স্থায়ী শক্তির বিকাশ ;—আদিনা বেগ খাঁ এবং বাঘবের নেতৃত্বাধীনে মারহাট্টাগণ ; —আমেদ সার আক্রমণ ও বিজয়লাভ ;—সারহিন্দ ও লাহোর প্রদেশে শিখদিগের রাজ্য স্থাপন; —জায়গীরদাররূপে শিখদিগের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ; —'আকালি' সম্প্রদায়।]

বাদসাহ আরঙ্গজেবের সঙ্গে সঙ্গে তৈমুরলঙ্গবংশের শৌর্য-বীর্য-প্রতিভার অবসান হইল। আরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ দুর্বলচেতা ছিলেন ; স্বার্থপর অবিশ্বাসী মন্ত্রীগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করায়, রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বৃহৎ সাম্রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন ; অধীনস্থ বিদ্রোহী প্রজাগণ দমন করিয়া রাজ্যশাসন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দুঃসাহসিক মুসলমানগণ, বঙ্গদেশ, লক্ষ্ণৌ এবং হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া সহসা রাজধানীর সম্মুখে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়া, ভারতবর্ষের মুসলমানগণকে চমকাইয়া দিলেন।[১] এদিকে দুর্দ্ধর্ষ নাদির সা রক্তরঞ্জিত রাজধানীর মধ্যে দূর-সম্পর্কিত তুর্ক ভ্রাতা মহম্মদ সাকে অবজ্ঞার সহিত অলিঙ্গন করিলেন।[২] এই সময় রোহিলখণ্ডের আফগান ঔপনিবেশিকগণ, এবং ভরতপুরের হিন্দু 'জাঠগণ' বিশেষ শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।[৩] যখন লুণ্ঠনকারী বিজেতা নাদির সা লুণ্ঠিত দ্রব্য সমভিব্যাহারে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন, তখন বাদসাহ হীনবল ; সমাজ বিশৃঙ্খল ;—এমন কি যখন, নিরাশ্রয় বাবর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বংশ-সামর্থের উপযুক্ত সিংহাসন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তখনও বোধ হয়, এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

১। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া বাজীরাও আগরা হইতে দিল্লী অভিমুখে গমন করেন! (See Elphninstone 'History', ii. 609, and Grant Duff's History of the Mahrattas, i. 533, 534).

২। ভারত আক্রমণে কৃতকার্য হইয়া, নাদির সা তাঁহারা পুত্রের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। ('Asiatic Researches, x, 545, 546)

৩। রোহিলাদিগের সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় বিবরণ. ফরষ্টারের 'ভ্রমণ বৃত্তান্তে' দ্রষ্টব্য (Forster. 'Travels', i. 115 &c) একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ নেতা হাফিজ রহমত খাঁর জীবনী, 'লণ্ডন ওরিয়েন্টাল ট্রানশ্লেসন কমিটির' একখানি পুস্তকে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

ভরতপুর এবং ঢোলপুর, হাতরাস এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের জাঠদিগের স্বতন্ত্র ইতিহাস আবশ্যক।

মোগল সাম্রাজ্যের এই অন্তর্বিপ্লব, সেই ভগ্নপ্রাণ শিখজাতির পুনরাভ্যুদয়ের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। আবদুল সামাদ লাহোরে কঠোর শাসন-নীতি প্রবর্তন করেন; তাঁহার এবং তাঁহার দুর্বল বংশধরগণের[৪] শাসনাধীনে, শিখগণ প্রজার ন্যায় শান্তভাব প্রদর্শন করিত। কখন কখন তাহারা দস্যুবৃত্তি-দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত; বন্য-প্রদেশে ও গিরি-গুহায় শিকার অন্বেষণে লুকাইয়া থাকিত।[৫] যাহা হউক, নানক ও গোবিন্দের ধর্ম-নীতিসমূহ লোকের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছিল। সামান্য গৃহী ও শিল্পী সকলেই এই ধর্ম অন্তরে অন্তরে পোষণ করিত। অধিকতর অনুরাগী ব্যক্তিগণ প্রতিশোধ ও বিজয় লাভের আশায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। মৃত গুরু বলিয়াছিলেন, তিনিই শিখদিগের শেষ গুরু। সুতরাং ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের ঐহিক কোন পরিচালক ছিল না; কিন্তু যাহারা ধর্মগুরুকেই ঈশ্বর জ্ঞানে সম্মান করিত, সেই রূঢ় ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আপনাপন উন্নতিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ব্যতিত শিখদিগের আর কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম বা অন্য কোন একতা-বন্ধন ছিল না। এই নূতন ধর্মের শ্রী-বৃদ্ধি, এবং এই ধর্মাবলম্বিগণের উন্নতির প্রধান কারণ,—এই ধর্মকে লোকে সত্য ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং ভারতবাসীর মন এই ধর্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সর্বসামঞ্জস্যমূলক এইরূপ একটি সরল নীতি যে এত শীঘ্র সকলে গ্রহণ করিবে,—তাহা অনেক সময় অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ ধীর ও অনিয়মিত ভাবে এই ধর্মের গতি প্রবাহিত হইয়াছিল। গোবিন্দের মৃত্যুকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিখদিগের ইতিহাস আলোচনা কালে এই বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য।

নাদির সাহের আক্রমণ কালে শিখগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে একত্র সমবেত হইয়াছিল। প্রত্যাগত পারস্য দেশীয় সৈন্যদলের ধন-সম্পত্তি সকলই তাঁহারা লুণ্ঠন করিয়াছিল। নাদির সার আগমনে যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, এবং পরে দিল্লীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইলে যাহারা পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, শিখগণ তাহাদের যৎসামান্য সম্বল লুণ্ঠন করিয়া লইল।[৬] এই সকল অবৈধ কার্যের জন্য দণ্ড না হওয়ায়, তাহারা অধিকতর দুঃসাহসিক কার্য সাধনের প্রশ্রয় পাইল। শিখগণ প্রকাশ্যভাবে অমৃতসরে

৪। তিনিও বান্দা-বিজেতার পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম,—জাকারিয়া খাঁ। এবং তাঁহার উপাধি —খাঁ বাহাদুর।

৫। Compare Forster's,' 'Travels,' i. 313, and Browne's 'India Tracts,' ii. 13.

৬। Browne, 'India Tracts', ii. 15, 14. মোগল বাদসাহের নিকট নাদির, সিন্ধুদেশ ও কাবুল এবং বিতস্তার নিকটবর্তী লাহোরের চারিটি প্রদেশ প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে আবদুল সামাদের পুত্র, জাকারিয়া খাঁ, লাহোরের শাসনকর্তা ছিলেন।

দিল্লীর বাদসাহের পরাজয়, এবং রাজধানীতে নাদিরের প্রবেশ, যথাক্রমে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসের প্রারম্ভে ঘটিয়াছিল। কিন্তু তখন তিন পুরুষ পূর্বে সংবাদাদি জ্ঞাপনের পদ্ধতি এত নিকৃষ্ট এবং ইংরেজদিগের নিকট দিল্লী নগরী এত কম আদরনীয় ছিল যে, অক্টোবর মাস পর্যন্ত লণ্ডন নগরীতে এ সংবাদ পৌঁছে নাই। (Wade's Chronological British History, p. 417).

আগমন করিতে লাগিল। এক্ষণে আর তাহাদের সে ছদ্মবেশ রহিল না। একজন মুসলমান গ্রন্থকার বলিয়াছেন, নানা দিগ্দেশ হইতে অশ্বারোহী শিখ সৈন্য আসিয়া এই পবিত্র ধর্মমন্দিরে ঈশ্বরোপাসনা করিত। তাহাদের অধিকাংশই নিহত হইয়াছিল, অবশিষ্ট কয়েকজন মাত্র বন্দী হইয়াছিল। কিন্তু এই পবিত্র স্থানে গমন কালে, নিগৃহীত হইলেও, তাহাদের কেহই স্ব-ধর্ম পরিত্যাগ করে নাই।[৭] পরে কতকগুলি শিখ ইরাবতী তীরে দালিওয়াল নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করে। এ পর্যন্ত কেহই তাহাদের বিষয় অবগত ছিল না। অতঃপর তাহারা এমিনাবাদ ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে সমবেত হইল; তাহাদের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; তত্রত্য অধিবাসিগণের নিকট হইতে তাহারা কর আদায় করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহাদের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হইল;—সকলেই সন্ত্রস্ত হইলেন। তৎপূর্বে কেহই তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিতেন না। এক্ষণে লুণ্ঠনকারিগণ আক্রান্ত হইল; যুদ্ধে সৈন্যগণ বিতাড়িত এবং তাহাদের সেনাপতি নিহত হইল। পুনরায় অধিকতর সৈন্য প্রেরিত হয়। এবার শিখগণ পরাজিত এবং তাহাদের অনেকে বন্দী হইল। বহুসংখ্যক অপরাধী লাহোরে আনীত হয়; তাহাদের হত্যা বা বধ্যভূমি এক্ষণে 'সুহিদগঞ্জ'—বা হত ধর্মপ্রিয় গণের স্থান—নামে অভিহিত।[৮] এই স্থানটির প্রসিদ্ধির আর একটি কারণ আছে; এখানে ভাই তারু সিংহের কবর স্থাপিত। ইনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু গুরু গোবিন্দের পূর্ব বন্ধু কখনও স্বীয় বিবেক অথবা স্বীয় ধর্ম প্রকৃতির অবমাননা করেন নাই;—অপরের অধীনতাও স্বীকার করেন নাই। সুতরাং বর্তমানকাল পর্যন্তও তাঁহার প্রত্যুত্তরের বিষয় সকলে স্মরণ করিয়া থাকে। কেহ বলেন তাঁহার উত্তর প্রকৃত; কেহ বলেন তাহা ছলনাপূর্ণ। তিনি বলিতেন,—মস্তকের চুল, ত্বক ও মস্তকাবরণ,—সকলই পরস্পর একসূত্রে আবদ্ধ। মনুষ্যের মস্তক ও জীবনের পরস্পর নিকটসম্বন্ধ, এবং তিনি সানন্দে প্রাণদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

এই সময়ে লাহোরের শাসনকর্তৃত্ব লইয়া, জাকারিয়া খাঁর দুই পুত্রের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। জাকারিয়া খাঁ, আবদুল সামাদের বংশধর ছিলেন; সেই আবদুল সামাদই বান্দাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জাকারিয়া খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সা নেওয়াজ খাঁ তাঁহার জ্যেষ্ঠকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। রাজ্যে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সা নেওয়াজ, আমেদ সা আবদালির সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টিত হন; সেই উদ্দেশ্যে তিনি আমেদ সার সহিত পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নাদির সাহকে নিহত করিয়া আমেদ সা

৭। ম্যালকম এস্থলে গ্রন্থকারের লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি গ্রন্থকারের কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই। (Malcolm, 'Sketch' .p. 8১).

৮। এ বিষয়ের সম্যক বিবৃতির জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য:—Browne, 'India Tracts, ii. 15. ; Malcolm, 'Sketch' p. 86, and 'Murray's Runjeet Singn by Princep, p. 4, এই সময় জাকারিয়া খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জেহাইয়া খাঁ পঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন।

আবদালি আফগানিস্থানের প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর মধ্য এশিয়ার কতকগুলি দুর্দ্ধর্ষ জাতি দুরাণী রাজার সহিত যোগদান করিল। ঐ সকল জাতি দূর দেশে যাইয়া লুট-তরাজ করিতে ভালবাসিত ;—তাহারা লুণ্ঠনকার্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল। ঐ সকল জাতির সহায়তা পাইয়া দুরাণী রাজা মনে করিলেন, ভারতবর্ষই তাঁহার বিজয়ের বা লুণ্ঠনের উপযুক্ত স্থান। তদ্দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে,—তিনি বিশেষ লাভবান হইবেন। দুই প্রকার ছলনা করিয়া তিনি গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, লাহোরের শাসনকর্তা তাঁহার প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ; দ্বিতীয়ত:, তাঁহার শত্রু, নাদির সার অধীনস্থ কাবুলের সেই পলাতক শাসনকর্তা, দিল্লীতে গিয়া বাদসাহের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;—এই দুই হেতুবাদে তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।[৯] যাহা হউক, আমেদ সা সিন্ধু নদ অতিক্রম করিলেন ; লাহোরের শাসনকর্তা রাজদ্রোহিতা অপরাধে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইলেন। তখন কু-অভিসন্ধি অপেক্ষা সদাশয়তাই প্রবল হইয়া উঠিল। আফগানগণ যাহাতে অধিকদূর অগ্রসর হইতে না পারে তজ্জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না; আমেদ সা আবদালি পঞ্জাব অধিকার করিয়া বসিলেন। আমেদ সা সারহিন্দ পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এই স্থানে পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের উজীরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। কতকগুলি খণ্ডযুদ্ধ এবং একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হইল। এই সকল যুদ্ধের ফল আক্রমণকারীর পক্ষে এত প্রতিকূল হইয়াছিল যে, তিনি পুনরায় পঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সতর্ক শিখগণ এই সময় আবদালি-সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ অক্রমণ করিল ; তাহারা আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস করিবার আর এক প্রমাণ পাইল। একটি সামান্য যুদ্ধে দিল্লীর মন্ত্রী গোলার অঘাতে নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার পুত্র মীর মন্নু বিশেষ বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং পিতার মৃত্যুতে 'মইন-উল মুল্‌ক্' উপাধি গ্রহণ করিয়া, তিনি লাহোর এবং মুলতানের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।[১০]

এই নূতন শাসনকর্তা, বীর্যবান এবং সুচতুর ছিলেন। বাদসাহের মঙ্গল কামনা করা অপেক্ষা নিজ স্বার্থ-সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শাসনকার্যে তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। নিজের বুদ্ধি অনুসারেই তিনি সকল কার্য সম্পন্ন করিতেন। কাওরা মল্ল এবং আদিনা বেগ খাঁ নাম বহুদর্শী ব্যক্তিদ্বয়কে নিজ কার্যে নিযুক্ত রাখিয়া

৯। Compare 'Murray's Runjeet Singh', by Princep p, 9, and Browne, 'India Tracts' ii. তাৎকালিক শাসনকর্তা নাছির খাঁ, ভিন্ন-জাতীয় আমেদ সার সহিত কন্যা বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। তিনি তাহাকে রাজা বলিয়াও স্বীকার করেন না; পরন্তু তাঁহাকে উপেক্ষা করেন। যাহা হউক, এস্থলে এলফিনষ্টোনের কাবুলের বিবরণ দ্রষ্টব্য। (Elphinstone, 'Account of Caubul, ii, 285) এ সম্বন্ধে তিনি এই সকল বিশেষ বিবরণের কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

১০। Compare Elphinstone, 'Caubul,' ii. 285, 286 and Murry's 'Ranjeet Singh', p. 6-8.

তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া ছিলেন; কাওরা মল্ল তাঁহার প্রতিনিধি হইলেন, এবং আদিনা বেগ জলন্ধর দোয়াবের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে বিদ্রোহী শিখগণ শাসন-কার্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং শীঘ্রই তাহাদিগের প্রতি রাজদ্রোহী শাসন কর্তাদিগের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। তাঁহারা বিশেষ দক্ষতার সহিত শিখ বিদ্রোহ দমন করিলেন।[১১] আমেদ সার আক্রমণ কালে তাহারা অমৃতসরের নিকটবর্তী 'রাম রাওণি' নামক একটি দুর্গ ধ্বংস করিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে মদ্য-বিক্রেতা যুশা সিং কুল্লাল নামক একজন সুদক্ষ সেনানায়ক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সাহস ও বীরত্বের সহিত শিখ-সাম্রাজ্যে একটি নবশক্তির সঞ্চার করেন। ইহাই 'খালসা'র 'ডাল' অথবা 'সিংহ'-উপাধি-যুক্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৈন্যদল।[১২] মীর মন্নু আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিয়াই, বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। বিদ্রোহী শিখদিগের দুর্গ অবরুদ্ধ হইল; সৈন্যগণ বিধ্বস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল। তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন।[১৩] ইতিমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন,—আফগানগণ দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে, এই জনরবে তাঁহার সকল কল্পনাই বিফল হইল। এই বিপদ নিবারণ কল্পে তিনি বিতস্তা নদীতীরে সৈন্য-সমাবেশ করিলেন। দুরাণীর শিবিরে দূত প্রেরিত হইল; এই বিপদ দূর করিবার জন্য তাঁহাকে নানা প্রকার সুবিধা প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। আমেদ সার নিজ রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সারাহিন্দে যে যুবক তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল, তিনি তাহার দক্ষতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন; সা তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। আবদালি নাদির সার উত্তরাধিকারী ছিলেন; সেই স্বত্বেই তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তৎকালে নাদীর

১১। কাওরা মল্ল গোবিন্দের নীতি অবলম্বন করেন নাই; কিন্তু তিনি নিজে নানকের শিষ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। (Forster, Travels', i 314) জাকারিয়া খাঁ, আদিনা বেগ খাকে জলন্ধর দোয়াবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আদিনা বেগ নাদির সার প্রত্যাবর্তনের পর, এখানে শিখদিগের ক্ষমতা লোপ করিতে আদিষ্ট হন। (Browne India Tracts, ii. 14.)

১২। Compare Browne, India Tracts, ii. 16. তিনি বলিয়াছেন, চেরশা সিং, টোকা সিং এবং কিরওয়ার সিং, –সকলেই যুশা কুল্লালের সহিত একতা-সূত্রে আবদ্ধ হন।

১৩। কাওর মল্ল এবং আদিনা বেগ উভয়েই শিখদিগের সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিতে মীর মন্নুকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন। কাওরা মল্লের পূর্ব হইতেই শিখদিগের প্রতি অনুরাগ ছিল; এবং আদিনা বেগ রাজনৈতিক গূঢ় উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে তাহাদের প্রতি আক্রমণে অমত করিয়াছিলেন। (Compare Browne, 'Tracts'. ii, 16, and Forster, 'Travels,' i. 314, 315, 327-28.) ফষ্টার বলেন, শিখদিগের অপরিণত সম্প্রদায়কে দমন করা অপেক্ষা মন্নুর আরও গুরুতর উদ্দেশ্য মনে হইয়াছিল; স্বার্থ অধিকতর আবশ্যকীয় মনে করিয়া, তিনি এই দুর্বল ধর্ম-সম্প্রদায় ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন নাই।

সাহ চারিটি প্রদেশের কর প্রাপ্ত হইতেন। আমেদকেও তাহা প্রদানের অঙ্গীকার করায়, তিনি সিন্ধুনদের পরপারে প্রত্যাবর্তন করিলেন।[১৪]

মীর মন্নু যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায়, দিল্লীতে তিনি বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি অবগত হইয়া, উজীর সাফদার জঙ্গ বিশেষ ভীত হইলেন। তিনি অযোধ্যার বিষয়ে মনে মনে এক কল্পনা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন তখন আর আত্মীয়-পুত্র বলিয়া মীর মন্নুর মুখ চাহিলেন না। তিনি এক প্রস্তাব করিলেন সা নাওয়াজ খাঁকে মুলতানের শাসন-কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া মীর মন্নুর ক্ষমতা হ্রাস করা কর্তব্য। মীর মন্নু কৌশলে সেই সা নাওয়াজকে লাহোরের সিংহাসন-লাভে বঞ্চিত করিয়াছিলেন।[১৫] মন্নু বাদসাহের ক্ষমতা ও সৈন্যবল সকলই বিশদরূপে অবগত ছিলেন; আপন অর্থ-সামর্থও বুঝিতে তাঁহার বাকী ছিল না। মন্নু আপন প্রতিনিধি কাওরা মল্লকে নূতন শাসন-কর্তার গতিরোধ করিতে আদেশ করিলেন। সা নাওয়াজ খাঁ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাহাতে বিজোন্মত্ত শাসনকর্তা তাঁহার কৃতকর্মা অনুচরকে 'মহারাজ' উপাধি প্রদান করেন।[১৬] তিনি বাদসাহের অধীনতা-পাশ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। শিখদিগের বিদ্রোহ দমিত হইল। পর পর কৃতকার্যতা লাভে উৎসাহিত হইয়া, মন্নু আপন গূঢ় অভিসন্ধি কার্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। আমেদ সাহকে তিনি যে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজস্ব আদায়ের ছলনা করা হইল; মন্নুও সমস্ত বাকী রাজস্ব প্রদানের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু উভয় পক্ষের কেহই কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তখন সৈন্য সহ আফগান রাজ লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মন্নু সীমান্ত প্রদেশেই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ভাণ করিলেন; কিন্তু অবশেষে নগর-প্রাকারের মধ্যস্থিত একটি সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মন্নু যদি শত্রুকে বাধা দিয়া আত্মরক্ষা করিতে যত্নপর হইতেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ আবদালির সমুদায় চেষ্টা বিফল হইত। কিন্তু মন্নু তদ্বিষয়ে

১৪। আফগানগণের বিবরণ অনুসারে জানা যায়, পঞ্জাবের শাসনকর্তা মীর মন্নু, আমেদ সার করদ রাজা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই আক্রমণকারীকে দূরে রাখিবার জন্য এবং তাঁহার আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিবার অভিপ্রায়ে আবদালির নিকট তিনি কোন না কোন সর্তে আবদ্ধ হন। (Compare Elphinstone, 'Caubul' ii 286, Murray, 'Runjeet' Singh', p.9-10).

১৫। মুলতানের স্থানীয় বিবরণে জানা যায় যে, ১৭৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে যখন নাদির সা সিন্ধুদেশে প্রবেশ করেন, তখন জাকারিয়া খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হিয়াএতুল্যা খাঁ মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। নাদির সার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়া, তথায় রাজা স্থাপন করিবেন। তখন হিয়াএতুল্যা খাঁ, সেই পারস্য দেশীয় বিজেতার অধীনতা স্বীকার করেন। হিয়াএতুল্যা নাদির সার নিকট 'সা নেওয়াজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৬। Compare Murray's 'Ranjeet Singh,' p 10

নিশ্চেষ্ট রহিলেন। তিনি দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন। চারি মাস কাল এই অবস্থায় কালযাপন করিয়া, পরিশেষে আবদালী সৈন্যের সহিত তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে কাওরা মল্ল নিহত হইলেন; আদিনা বেগ যুদ্ধে যোগদান করিলেন না। তখন মন্নু দেখিলেন,—যুদ্ধ অধিক দিন স্থায়ী হইলে, বিশেষ ক্ষতির সম্ভবনা; সুতরাং তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিজেতার প্রতি তাঁহার আনুগত্যের অশেষ পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। আমেদ সা বহু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন; লাহোর ও মুলতান আফগান-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। আমেদ সা, মন্নুর অসাধারণ সৈন্য-পরিচালন-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিলেন ;- তাঁহার শাসন ক্ষমতায় মোহিত হইলেন। এই সমস্ত কারণে আমেদ সা মন্নুকেই নব-বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর কাশ্মীর অধিকারের জন্য আমেদ সা নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে হইল।[১৭]

এইরূপে বিদেশীয়গণ কর্তৃক লাহোর দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হওয়ায়, তৎপ্রদেশের শাসন -শৃঙ্খলা ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িল। চির-স্বাধীনতালোলুপ শিখগণ পুনরায় মস্তকোত্তলন করিল, এবং নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল। আদিনা বেগ লাহোরের যুদ্ধে যোগদান করেন নাই; স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে তিনি বিদ্রোহী প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তৎকালে সকলের মনে সেই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়াছিল। এক্ষণে আদিনাবেগ মনে করিলেন,—তাঁহার প্রতি সেই সন্দেহের মূলোচ্ছেদ করাই যুক্তিসঙ্গত। শিখগণ ইতিমধ্যে অমৃতসর এবং পার্বত্য প্রদেশের মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহ অধিকার করিয়াছিল। আদিনা বেগ ভাবিলেন,—শিখদিগকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করাই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য। মাখোয়ালে এক উৎসবের দিনে তিনি তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিলেন; যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপ পরাজিত হইল। শিখগণ তাঁহাকে মিত্র বলিয়া মনে করে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় হইল। তিনি শিখদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন; তাহারা নামমাত্র যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান করিবে—ইহাই ধার্য হইল। এবং তাহাদের অধীনস্থ লোকের নিকট হইতে তাহারা পরিমিত পরিমাণে অথবা নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করিতে পারিবে স্থির হইল। বহুসংখ্যক শিখদিগকে বেতন প্রদানে তিনি আপনার কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে সূত্রধর জাতীয় যুশা সিং নামক এক ব্যক্তি পরিশেষে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।[১৮]

নূতন প্রভুর অধীনে আপনার ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার কয়েক মাস পরেই মির মন্নুর

১৭। Compare Elphinstone, 'Caubul', ii. 288, and Murray's 'Runjeet Singh', p, 10. 13.

১৮। Compare Browne, 'India Tracts', ii, 17, and Malcolm, 'Sketch', p. 82.

মৃত্যু হয়।[১৯] তাঁহার বিধবা পত্নী নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন; লাহোরের শাসন-কর্তৃত্বের জন্য পুত্রের পক্ষ হইতে কৌশলক্রমে বাদসাহের স্বীকারপত্র সংগ্রহ করিলেন। বাদসাহ এবং দুরাণী-রাজ উভয়ের সহিত তিনি সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—তিনি উভয়ের অধীনতা স্বীকারের ভাব প্রকাশ করিলেন। দক্ষিণা-পথের প্রথম নিজামের পৌত্র গাজী উদ্দিনের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়। নিজাম এক সময়ে পতনোন্মুখ ভারত সাম্রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন; সেই সময় তৎকর্তৃক অযোধ্যার রাজপ্রতিনিধি কৌশলক্রমে পদচ্যুত হন।[২০] তখন উজীর আপন প্রভুর জন্য একটি প্রদেশ অধিকার করিতে চেষ্টা করেন। নিজেও পুনরায় বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়া একটি উপযুক্ত পাত্রী অন্বেষণ করিতে থাকেন। এক্ষণে তিনি লাহোরে গমন করিয়া তাঁহার ক্রোধ-পরায়ণ শ্বশ্রূকে স্থানান্তরিত করিলেন; কিছুকালের জন্য সমগ্র পঞ্জাব আদিনাবেগ খাঁর নামমাত্র শাসনাধীনে রহিল। পরিশেষে আমেদ সা পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিলেন। ১৭৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দের শীতকালে দুরাণী-রাজ লাহোরের মধ্য দিয়া গমন করিলেন; তাঁহার পুত্র তাইমুর জেহান খাঁ নামক এক ব্যক্তির অভিভাবকতায় তৎপ্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। সারহিন্দ আমেদ সার রাজ্য-ভুক্ত হইল। গাজী উদ্দিনের সমস্ত অপরাধ আমেদ সা ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু দিল্লী ও মথুরা লুণ্ঠন না করিয়া তিনি কান্দাহারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। সম্রাট উজীরের একজন ক্রীড়-পুত্তলি ছিলেন; তদ্দর্শনে আমেদ সা, নাজিবুদ্দৌলা নামক একজন রোহিলা বংশীয় সেনানায়ককে দিল্লী-সাম্রাজ্যের নামমাত্র সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সে ব্যক্তি আবদালীর স্বার্থ-সাধনের জন্য সর্বদা চেষ্টিত রহিল।[২১]

যুবরাজ তাইমুরের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য,—বিদ্রোহী

১৯। ফরষ্টার ('Travels', i. 315) এবং ম্যাল্‌কম ('Sketch,' p. 92) বলেন, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে মীর মন্নূর মৃত্যু হয়। ব্রাউন ('Travels,' ii. 18) বলেন, হিজীরা বৎসর ১১৬৫। ইহা ইংরাজী ১৭৫১ ও ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের সহিত এক। মারে ('Runjeet Singh,' p. 13) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অধীনতা স্বীকারের পর মন্নূ আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। কিন্তু এলফিনষ্টোন বলিয়াছেন,—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধির মৃত্যু হয়।

২০। গজীউদ্দীনের প্রথম নাম সাহাবুদ্দিন। মারহাট্টাগণ কর্তৃক অপভ্রংশে চলিত কথায় সাহুদ্দিন এবং সাওদিন নামে অভিহিত হয়।

২১। নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য:—Forster, 'Travels,' i. 316-17; Browne, 'Tracts,' ii. 48; Malcolm, 'Sketch', p. 92, 94; Elphinstone, 'Caubul, ii. 2৯৮, 2৯9; and Murray, 'Runjeet Singh.' p. 14, 15.

মীর মন্নূর বিধবা স্ত্রীর নাম-মাত্র শাসন সময়ে, তাঁহার প্রতিনিধি বিকারী খাঁ নামক এক ব্যক্তি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পরিশেষে তিনি বিকারী খাঁকে নিহত করেন; কারণ- বিকারী খাঁ তাঁহার ক্ষমতা প্রতিহত করিতে সংকল্প করিয়াছিল। যাহা হউক, বিকারী সম্ভবতঃ তাঁহার উপপতি ছিল বলিয়া বোধ হয়। (Compare Browne; ii. 18 and Murray, p. 14) বিকারী খাঁ লাহোরের সুবর্ণ-মসজীদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

শিখদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য,—আদিনা বেগ খাঁর দণ্ড বিধান করা। লাহোর পুনরুদ্ধার কালে আদিনাবেগ মন্ত্রীকে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন,—ইহাই তাঁহার অপরাধ। এই সময় সূত্রধরজাতীয় যুশা অমৃতসরের রাম-রাওণী পুনরুদ্ধার করেন। সুতরাং সেই স্থান আক্রান্ত হইল; বিপক্ষগণ দুর্গটি ধূলিসাৎ করিল; ঘর বাড়ী চূর্ণ হইল; পবিত্র সরোবর এই সকল ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। আদিনা বেগ যুবরাজকে বিশ্বাস করিতেন না; সুতরাং তিনি পার্বত্য প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। আদিনা বেগ তথায় অতি সংগোপনে প্রতিহিংসা-পরবশ শিখদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাহারা দলে দলে একত্র মিলিত হইতে লাগিল। গোবিন্দ-প্রবর্তিত ধর্ম সেই দুর্দ্ধর্ষ দৃঢ়মনা গ্রামবাসিদের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। কর্মাসক্ত সহরবাসীদিগের ন্যায় পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ চিন্তায় শিখজাতি প্রকৃত ধর্ম বিসর্জন দিয়া কৃত্রিম সমাজের নির্ধারিত নিয়মের বশবর্তী হয় নাই। তাহারা বাহ্য লোকাচারে বিশ্বাস স্থাপন করে না। এই সময়ে লাহোর ও তৎচতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে বহু-সংখ্যক অশ্বারোহী শিখ দলে দলে ভ্রমণ করিত; দস্যু বৃত্তি দ্বারা তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত। যুবরাজ এবং তাঁহার অভিভাবক তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; তাঁহারা বহু আয়াস স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল। সুতরাং পলায়ন করাই তাঁহারা অধিকতর নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। বিজয়োন্মত্ত শিখগণ কিছুকাল লাহোর অধিকার করিয়া রহিল। যুশা সিং প্রথমে ঘোষণা করিয়াছিলেন, —'খালসা' একটি রাজ্যরূপে পরিণত হইবে, এবং তদধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত থাকিবে। তিনিই এক্ষণে তাহাতে আর একটি স্থায়ী ক্ষমতার নিদর্শন প্রদান করিলেন। তিনি টাকা প্রস্তুতের জন্য মোগলদিগের টাকশাল ব্যবহার করিতেন। তাহাতে যে টাকা প্রস্তুত হইত, তাহাতে মুদ্রিত থাকিত,—'যুশা কুল্লাল বিজিত আমেদের রাজ্য মধ্যে 'খালসার' অনুগ্রহে এই টাকা প্রস্তুত হইল'।[২২]

এই সময় দিল্লীর মন্ত্রী, নাজিব উদ্দৌলাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আপন উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে মন্ত্রীবর মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নাজিবুদ্দৌলা, আমেদ সা আবদালির প্রতিনিধি ছিলেন। এই সময় নিজ ক্ষমতা ও নিপুণতা প্রভাবে তিনি রাজদরবারে বিশেষ ক্ষমতা-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গাজি-উদ্দিন পেশোয়ার ভ্রাতা রাঘবকে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন। রাঘবও দ্বিধামত না করিয়া সহজেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। মারহাট্টাগণ দিল্লী

২২। নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য:—Browne, 'Tracts,' ii. 19; Malcolm, 'Sketch,' p. 93 &c; Elphinstone, 'Caubul,' ii. 289; and Murray's 'Runjeet Singh,' p. 15.

আফগানদিগের বিবরণ অবলম্বন করিয়া, এলফিনষ্টোন বলেন যে, তাইমুরের একদল সৈন্য আদিনা বেগের নিকট পরাজিত হয়। পঞ্জাবের মুসলমানদিগের বর্ণনা অনুসরণ করিয়াই হয়ত মারে শিখদিগের লাহোর অধিকার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

অধিকার করিল, এবং নাজিবুদ্দৌলা অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। আদিনা বেগ দেখিলেন, শিখগণ অযথা বিলম্ব করিতেছে, পরন্তু তাহারা এত অধিক পরাক্রান্ত ও বলশালী নহে যে, আদিনা বেগ অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে পাঞ্জাব শাসন করিতে সমর্থ হন। সুতরাং সিন্ধু নদ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তারের জন্য তিনি মহারাট্টাদিগকে আহ্বান করিলেন। সারহিন্দে আমেদ সার একজন প্রতিনিধি-শাসন-কর্তা ছিলেন। সমবেত আক্রমণে তিনি বিতাড়িত হইলেন। এদিকে শিখগণ আদিনা বেগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিল। এক্ষণে তাহারা মনে করিল,—দুই পুরুষ ধরিয়া যে সহর তাহারা ক্রমাগত লুণ্ঠন করিয়াছে, যাহাতে তাহাদের স্বত্বাধিকার অক্ষুণ্ণ, এবং যাহা তাহাদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ, আজ মারহাট্টাগণ সেই সহর লুণ্ঠন করিবে। সুতরাং শিখগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না; তাহাদের অসংযত ব্যবহারে মারহাট্টাগণ কুপিত হইল। শিখগণ লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কয়েকটি সুরক্ষিত দুর্গ ফেলিয়া আফগান সৈন্যগণ প্রস্থান করিল; মহারাষ্ট্রীয়গণ এক্ষণে মুলতান, আটক এবং রাজধানী অধিকার করিলেন। আদিনা বেগ পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের যে সুখ-আশা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, অকালে কালকবলে পতিত হওয়ায়, তাঁহার সে আশা নির্মূল হইল; —প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই, তিনি কবর-শায়িত হইলেন।[২৩] মারহাট্টাগণ দেখিলেন,—সমগ্র ভারতবর্ষই তখন তাঁহাদের পদানত। এক্ষণে অযোধ্যা অধিকার করিয়া রোহিলাদিগকে বিতাড়িত করিতে হইবে,—এই মর্মে গাজীউদ্দিনের নিকট মারহাট্টাগণ এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন; —উভয় পক্ষের প্রীতিকর এক ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।[২৪] ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে পঞ্জাব অধিকারচ্যুত হওয়ায়, আমেদ সা দ্বিতীয়বার যমুনা তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন; তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মারহাট্টা প্রাধান্যের স্বপ্নটুকু পর্যন্ত চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইল।[২৫]

দুরাণী-রাজ বেলুচিস্থান হইতে সিন্ধু নদের তীর দিয়া উত্তরাভিমুখে পেশোয়ারে পৌঁছিলেন। সেখান হইতে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া পাঞ্জাবে উপনীত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে মারহাট্টাগণ মুলতান ও লাহোর পরিত্যাগ করিল; আমেদ সার আগমনে গাজী উদ্দিন বাদসাহের জীবন সংহার করিতে চেষ্টিত হইলেন। তখন যুবরাজ রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। বঙ্গদেশের নবাবিপতি ইংরাজদিগের সাহায্যে তিনি

২৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Browne, 'India Tracts,' ii. 19, 20; Forster, 'Travels' i. 317, 318; Elphinstone, 'Caubul' ii 290; এবং Grant Duff's 'History of the Marhatta's, ii 132 ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই আদিনাবেগের মৃত্যু হয়।

২৪। Compare Elphinstone, History of India, ii. 669-670.

২৫। যখন নাজিবুদ্দৌলা এবং রোহিলাগণ দেখিল যে, মারহাট্টাগণ তাহাদের গ্রামসমূহে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছে, তখন তাহারা আমেদ সাহকে প্রস্থান করিতে বিশেষ জিদ করিয়াছিল। Elphinstone, 'India,' ii. 670, এবং Browne, 'Tracts,' ii. 20.

আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং পরে সা আলম উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর বাদসাহ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে মারহাট্টা-অধিনায়ক সিন্ধিয়া এবং হোলকার পরাজিত হইলেন। অতঃপর আফগান-রাজ দিল্লী অধিকার করিয়া গঙ্গা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে মারহাট্টাগণ মুসলমান রাজত্ব চিরদিনের তরে লোপ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অযোধ্যার সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, সমবেত আক্রমণে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদিগের ক্ষমতা হ্রাস করাই আমেদ সার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় একজন সেনানায়ক পুনা হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। উত্তর ভারতবর্ষের সমুদায় যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে পেশোয়ার বংশধর এবং খ্যাতনামা মারহাট্টা রাজগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। আপন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই নবাভিষিক্ত সেনাপতি দিল্লীর অতি সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। সদাসিউরাও কর্তৃক আফগানদিগের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইল। মারহাট্টাগণ আফগানদিগের প্রধান সৈন্যাংশ দোয়াবের দুর্গে অবরোধ করিলেন। এক্ষণে তিনি বিশ্বাস রাওকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পাণিপথের যুদ্ধে আমেদ সা জয়লাভ করিলেন। মারহাট্টাগণ পরাজিত হইলেন। আপন প্রজাপুঞ্জের উপর পেশোয়ার আধিপত্য-প্রভাব ধ্বংস হইল, এবং হিন্দুস্থানে মারহাট্টাদিগের ক্ষমতা চিরতরে বিলুপ্ত হইল। অতঃপর মারহাট্টাগণ আর আপনাদের পূর্ব-গৌরব ফিরিয়া পান নাই;—কিংবা পূর্ব ক্ষমতা পুনঃ-প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহাদের পতনের পর, বিদেশীয়গণের ক্ষমতা বিস্তারে বিশেষ সুবিধা হইল; সাধারণের অজ্ঞাতসারে বিদেশীয়গণ প্রকারান্তরে মারহাট্টাগণের কল্পনা কার্যে পরিণত করিলেন।[২৬]

অতঃপর যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সারহিন্দ ও লাহোরে দুই জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া আফগান সম্রাট কাবুলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।[২৭] শিখগণ এই যুদ্ধ সময়েই অবতীর্ণ হয়; তাহারা দলবদ্ধ হইয়া দুরাণী সৈন্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিত; এবং সুযোগ মত তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। রীতিমত কোন শাসন-নীতি প্রবর্তিত না থাকায়, তাহারা অধিক শক্তি লাভ করিয়াছিল। আপনাপন পল্লীতে তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত

২৬। ব্রাউনের 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট' দ্বিতীয় খণ্ড, ২০, ২১ পৃঃ; এলফিন্‌ষ্টোন কৃত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস,' দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৭০ পৃষ্ঠা ইত্যাদি; এবং মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং,' ১৭ ও ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এলফিন্‌ষ্টোন বলেন, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বিলম্ব করিতে লাগিলেন; বিশ্বাসকে হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য, যে পর্যন্ত 'দুরাণিগণ' সিন্ধুনদের পরপারে বিতাড়িত না হয়, ততদিন তাঁহার পক্ষে নীরব থাকাই কর্তব্য।

২৭। ব্রাউনের (Browne, 'India Tracts' ii 21, 23) মতানুসারে সেই দুই ব্যক্তির নাম—লাহোরের বুলন্দ খাঁ এবং সারহিন্দের জিন খাঁ।

হইয়াছিল ; বিদেশীয় সম্প্রদায়সমূহকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ইতিপূর্বেই দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক কি অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রণজিৎ সিংহের পিতামহ ছুরত সিং তাঁহার স্ত্রীর বাসস্থান গুজারাওলি (বা গুজরাণওয়ালা) নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মান করিয়াছিলেন ; দুর্গটি লাহোরের উত্তরে অবস্থিত। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে দুরাণী-রাজ বা তাঁহার প্রতিনিধি খাজা ওবেইদ, সেই দুর্গ ধ্বংস করিতে আগমন করেন।[২৮] শিখগণ দলবদ্ধ হইয়া দুর্গ রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। যুদ্ধে আফগানগণ পরাজিত হয় ; সমুদয় সম্বল পরিত্যাগ করিয়া, খাজা ওবেইদ লাহোরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[২৯] শিখগণ সে সমুদয় দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লয়। মালের কোটলার হিংঘাণ খাঁ নামক একজন দেশ-প্রসিদ্ধ ও সুচতুর সেনানায়কের সাহায্যে সারহিন্দের শাসন-কর্তা অতি সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। শিখগণ এই পাঠানের শত্রুতাচরণে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল। এক সময়ে তাহারা জিন্দিয়ালার একজন হিন্দুর প্রতি এইরূপে কুপিত হয়। সেই ব্যক্তি শিখ ধর্ম গ্রহণ করিয়াও আমেদ সার অনুরক্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল,—ইহাই তাহার অপরাধ। যাহা হউক, 'খালসা সৈন্য' অমৃতসরে সমবেত হইল ; প্রগাঢ় ধর্ম-বিশ্বাসিগণ পুণ্যতোয়া সরোবরে ঈশ্বরোপাসনা সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষেই শিখদিগের 'গুরুমাতা' অথবা 'রাজসভা' বা মহতী সৈনিক-সভার প্রথম অধিবেশন হয়। তাহারা হিংঘান খাঁর অধিকৃত সমুদয় রাজ্য লুণ্ঠন করিল। অধিকতর লাভজনক অথচ বিপদ-সঙ্কুল কার্যের প্রথম অনুষ্ঠান স্বরূপ তাহারা জিন্দিয়ালাকে পত্র-পুষ্প-সুশোভিত ও অন্যান্য ভূষণে ভূষিত করিল।[৩০]

কিন্তু চঞ্চলমতি আমেদ সা পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। আমেদ সা, আফগান বীরগণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি কষ্ট-সহিষ্ণু, অধ্যবসায়শীল এবং অদ্বিতীয় বীর-পুরুষ বলিয়া পরিচিত। কিন্তু রাজ্যাধিকারে তিনি অসীম প্রতিভাশালী হইলেও, তাঁহার সাম্রাজ্যগঠনের ক্ষমতা ছিল না। এই জন্যই বোধ হয়, রাজ্যের পর রাজ্য হারাইয়া পুনরায় তাহার উদ্ধার-সাধনে তিনি আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে আমেদ সা লাহোরে পৌছিলেন ; তাঁহার আগমনে শিখগণ শতদ্রুর দক্ষিণে প্রস্থান করিল।

২৮। মারের (Murry, 'Runjeet Singh', p. 21) মতে খাজা ওবেইদই এই প্রদেশের শাসন কর্তা। তিনি হয়ত বুলন্দ খাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন ; কিংবা তাঁহার প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—সময় সময় বুলন্দ খাঁ রোটাসে (রোহতকে) বাস করিতেন। যে গ্রাম আক্রান্ত হয়, তাহার আধুনিক নাম, গুজরাণওয়ালা। আধুনিক নাম হইলেও, ঐ স্থান গুজরাণওয়ালা নামে অভিহিত। রণজিৎ সিং এখানে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে, ইহার আয়তনও কম নহে, এবং সহরটীও উন্নতিশীল। (Compare 'Moonshi Shahamut Alee's Shikhs and Afghan's,' p. 51)

২৯। Murray's 'Runjeet Singh,' p. 22, 23.

৩০। Compare Browne, 'India Tracts', ii. 22, 23 and Murray's 'Runjeet Singh', p. 23.

তাহারা মনে করিয়াছিল, আমেদ সার সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বেই, সারহিন্দের শিখ-ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হওয়া আবশ্যক ; এবং সমবেত অক্রমণে তত্রত্য শাসনকর্তা জিন খাঁকে পরাভূত করা তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কিন্তু লুধিয়ানার পথ অবলম্বন করিয়া লাহোর হইতে বহু দূরবর্তী স্থানে সৈন্য পরিচালনার আবশ্যক হওয়ায়, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আমেদ সার প্রতিনিধির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই স্বয়ং আমেদ সা তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। মুসলমানগণ যেরূপ দক্ষতার সহিত শিখদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিকতর নিপুণতা সহকারে তাহারা শিখদিগের অনুসরণ করিল। অনেকে বলেন,—বার হইতে পনের হাজার শিখ এই যুদ্ধে নিহত হয়। শিখদিগের এই পরাজয় আজিও 'ঘালুঘর' (Ghulo.ɔ Ghara) বা 'ঘোর সঙ্কট' নামে অভিহিত।[৩১] বন্দিগণের মধ্যে বর্তমান পাতিয়ালা বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলা সিং ছিলেন ;'তাঁহার সৎসাহসিকতায় বীরশ্রেষ্ঠ দুরাণি-রাজ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। 'মালোয়া' এবং 'মানঝা' 'সিং'-দিগের মধ্যে অধিকতর পার্থক্য বিধানের উপযোগিতা বিজেতা আমেদ সা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমেদ সা তাঁহাকে একটি রাজ্যের রাজ -পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। অতঃপর সারহিন্দে গমন করিয়া, সা আপন মিত্র অথবা অধীনস্থ শাসনকর্তা নাজীবুদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে কান্দাহারে এক বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। সুতরাং কাবুলী মল্ল নামক একজন হিন্দুকে লাহোরের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই দূরদেশের বিদ্রোহ দমনকল্পে আবদালী কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় যাইবার পূর্বে প্রথমতঃ তিনি তাঁহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিলেন ; তাঁহার অসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুচরবর্গের অভীষ্টও সিদ্ধ হইল ; অমৃতসরের নবসংস্কৃত ধর্মমন্দির তাহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল ; মন্দিরাভ্যন্তরে তাহারা গো-হত্যা করিল এবং সেই নিহত গাভীগুলিকে পবিত্র সরোবরে নিক্ষেপ করিল ; গাভীদেহে সরোবর পরিপূর্ণ হইল। বহু সংখ্যক ত্রিকোণাকৃতি স্তম্ভ হত শিখদিগের ছিন্নমুণ্ডমালায় ভূষিত হইল ; এবং বিধর্মী শত্রুদিগের রক্তে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য মস্‌জিদ সমূহের প্রাচীর পরিষ্কৃত ও রঞ্জিত হইল।[৩২]

শিখ জাতি তখনও নিরুৎসাহিত হয় নাই। তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; জাতীয়তার এক অভিনব উদ্দীপনা তাহাদের মনোমধ্যে জাগরূক হইয়াছিল ;

৩১। লুধিয়ানা হইতে ২০ মাইল দক্ষিণে গুজিরওয়ালা ও বারনালার মধ্যে এই যুদ্ধ হয়। অনুমান হয়,—মালের কোটলার হিংঘাণ খাঁর উপদেশ অনুসারে সা পরিচালিত হইয়াছিলেন। ব্রাউনের 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট', দ্বিতীয় খণ্ড ২৩ পৃষ্ঠা ; ফরষ্টারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড ৩১৯ পৃষ্ঠা ; এবং মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং,' ২৩ ও ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই যুদ্ধ হয়।

৩২। Compare, Forster, 'Travels' i. 320 ; and 'Murray's 'Ranjeet Singh,' p. 25.

সকলেই এক্ষণে প্রতিহিংসাপরবশ এবং প্রতিফল প্রদানে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের সেনানায়ক ও নেতৃবৃন্দ সকলেই যশঃপ্রার্থী এবং রাজ্য সংস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। প্রথমতঃ তাহারা কাশুরের পাঠান উপনিবেশ আক্রমণ করে; ঐ প্রদেশ তাহাদের অধিকৃত হয়, এবং তাহারা তাহা লুণ্ঠন করিয়া ফেলে। অতঃপর তাহারা পূর্ব-শক্র মালের কোটলার হিংঘাণ খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। যুদ্ধে হিংঘাণ খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলেন। পরিশেষে সারহিন্দ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া শিখগণ সারহিন্দ আক্রমণ করিল। তৎকালে দিল্লীর বাদসাহ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং মুসলমান ধর্ম রক্ষার্থ তিনি শিখদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিলেন না। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চল্লিশ হাজার শিখ সৈন্যের সহিত তত্রত্য আফগান শাসনকর্তা জিন খাঁর যুদ্ধ হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে জিন খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী সারহিন্দের বিস্তৃত উপত্যকা শিখগণ অধিকার করিয়া লইল,—কেহই আর তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। শুনা যায়,—যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শিখগণ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। প্রত্যেক শিখ-অশ্বারোহী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিয়া, সম্পূর্ণ নগ্ন না হওয়া পর্যন্ত, পর্যায়ক্রমে আপনাপন কটিবন্ধ, অসি-কোষ, পরিচ্ছদ-সামগ্রী এবং বর্ম নিক্ষেপ করিতে লাগিল; এইরূপে তাহারা সেই সকল গ্রাম ও জনপদ আপনাদিগের অধিকারভুক্ত বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইল। সারহিন্দ সহরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল। গোবিন্দ সিংহের মাতা এবং সন্তানগণ যে স্থানে নিহত হইয়াছিলেন, সেই পবিত্র স্থানের ইষ্টক বহন করিয়া লওয়া পুণ্যজনক ও প্রশংসার্হ বলিয়া শিখগণ এখনও বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই যুদ্ধ-জয়ে উৎসাহিত হইয়া বহুসংখ্যক শিখ যমুনা অতিক্রম করিল। এই সময়ে নাজিবুদ্দৌল্লা 'জাঠ'-দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যপৃত ছিলেন। সূর্য্য মল শিখদিগের সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ইতিমধ্যে শিখগণ সাহারাণপুরে উপনীত হইল। আপন রাজ্য রক্ষার্থ নাজিবুদ্দৌল্লা সে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। নাজিবুদ্দৌল্লা ভাবিলেন,—সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে; আক্রমণকারিগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কিংবা কতকাংশে বলপ্রয়োগ দ্বারা আক্রমণকারীদিগকে বিদূরিত করাই বিধি-সঙ্গত।[৩৩]

নাজিবুদ্দৌল্লা জাঠদিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন। সে যুদ্ধে সূর্য মল্ল নিহত হন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মৃত সর্দারের পুত্র উজীর—রাজপ্রতিনিধিকে দিল্লিতে অবরোধ করিলেন। এদিকে বহুসংখ্যক শিখ সৈন্য ভরতপুরের ভাবী রাজার সহিত মিলিত হইল।

৩৩। Compare Browne; 'India Tracts', ii. 24, and Murray's 'Runjeet Singh' p. 26-27. কোন কোন বিবরণে দেখা যায়, শিখগণ এই সময়ে লাহোরও কিছুকালের নিমিত্ত অধিকার, করিয়াছিল।

মারহাট্টাগণও রাজকীয় শক্তি উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল।[৩৪] সারহিন্দ অধিকারচ্যুত হওয়ায়, আমেদ সা সপ্তমবার সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন; নাজিবুদ্দৌল্লা বিবিধ বিপদ-জালে জড়িত হইয়া যমুনার নিকটবর্তী স্থানে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে দিল্লীর অবরোধ পরিত্যক্ত হইল; মারহাট্টা শাসনকর্তা হোলকারের মধ্যস্থতায় কিংবা তাঁহার অসম্পূর্ণতায় মারহাট্টাগণ দিল্লী পরিত্যাগ করিল। এদিকে আমেদ সার স্বদেশে, নিজরাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সুতরাং তিনি সারহিন্দ পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করিলেন না; সহসা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি নিজে পাতিয়ালার আলা সিংহকেই তৎপ্রদেশের শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই সময় সেই রাজা সময় বুঝিয়া গুরুর একজন পূর্ববন্ধুর বংশধরের নিকট বিনিময়ে সহরটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; শিখ-সম্প্রদায় এই স্থানটি বন্ধুকে প্রদান করিয়াছিল। যাহা হউক, শিখদিগের ইতিহাসে দেখা যায়, অমেদ সা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া, নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। অমৃতসরের নিকট উভয়পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী ঘোরতর একটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোনপক্ষেই জয়লাভ করিতে সক্ষম হয় না; পরন্তু এই যুদ্ধের ফলে, আফগানগণ ত্বরায় ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শিখ সৈন্য অনায়াসে লাহোরের শাসনকর্তা কাবুলি মল্লের উচ্ছেদ সাধন করিল। ইরাবতী হইতে শতদ্রু পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্য শিখদিগের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইল। শিখগণ পূর্ববৎসর সারহিন্দ বিভাগ করিয়া লইয়াছিল; এইবার শিখ-রাজগণ এবং তাঁহাদের অনুচরবর্গ এই বিশাল রাজ্য পরস্পর বিভাগ করিয়া লইলেন। বহুসংখ্যক মস্‌জিদ ধ্বংস হইল; বন্দী আফগানগণ শূকরের রক্তে মসজিদের ভিত্তি-ভূমি প্রক্ষালন করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর শিখ সর্দারগণ অমৃতসরে সমবেত হইলেন; মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইল; এইরূপে তাঁহারা আপনাপন প্রভুত্ব এবং শিখধর্মের প্রাধান্য ঘোষণা করিলেন। গুরু গোবিন্দ নানকের নিকট যে 'দেগ, তেগ ও ফাতে'—ঈশ্বরানুগ্রহ, প্রভুত্বশক্তি, এবং জয়লাভে ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—মুদ্রার উপরিভাগে তাহাই খোদিত হইল।[৩৫]

৩৪। Compare Browne, 'Tracts' ii. 24. এই উপলক্ষে যে সকল রাজন্য-বৃন্দ দিল্লীর শাকসবজীর বাজার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, শিখদিগের প্রচলিত উপাখ্যানে এখনও তাঁহাদিগের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

৩৫। ব্রাউনের 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট', দ্বিতীয় খণ্ড, ২৫ ও ২৭ পৃষ্ঠা; ফরষ্টার, 'ভ্রমণবৃত্তান্ত,' প্রথম খণ্ড, ৩২১, ৩২৩ পৃঃ; এলফিনষ্টোন, 'কাবুল,' দ্বিতীয় পুস্তক, ২৯৬-২৯৭ পৃঃ; এবং মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিংহ' ২৬, ২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মুদ্রিত টাকা 'গোবিন্দসাহী' নামে অভিহিত; বাদসাহের নাম ব্যবহারে সকলেই আপত্তি করিয়াছিল। (ব্রাউন কৃত 'ট্রাক্ট', দ্বিতীয় পুস্তক ২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। আজকাল যে সকল মুদ্রা প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণ ঐ সকল মুদ্রা প্রচলন করেন। রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে, এক প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল; তাহার উপরিভাগে লেখা থাকিত;—'দেগ, ওয়া তেগ, ওয়া ফাতে, ওয়া নছরত বি দিরাং ইয়াফ্‌ৎ, আজ নানক গুরু-গোবিন্দ সিং'। স্থূলতঃ ইহাতে বুঝা যাইত, ঈশ্বরানুগ্রহ, ক্ষমতা ও বিজয়লাভ—জয়লাভে ক্ষিপ্রকারিতা—গুরুগোবিন্দ সিং নানকের নিকট

প্রায় দুই বৎসরকাল শিখদিগের কার্য-কলাপে কেহই হস্তক্ষেপ করে নাই। এই অল্পমাত্র অবসরের সময় তাহারা অধিকৃত রাজ্যগুলির সীমানির্দেশে ব্যাপৃত ছিল ; তাহাদের স্বাধীনতা ও প্রভুত্বের অনভ্যস্ত অবস্থায় পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শিখধর্মাবলম্বী প্রত্যেকেই স্বাধীন ;—প্রত্যেকেই সাধারণতন্ত্রের এক একজন প্রকৃত সদস্য। কিন্তু তাহাদের পরস্পরের সংস্থান শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং মান-সম্ভ্রম একরূপ নহে। এখন সকলেই বুঝিতে পারিল, —প্রত্যেকেরই সমানরূপ শক্তি-সামর্থ নাই ; তাহাদিগের মধ্যে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধও বর্তমান আছে। সুতরাং প্রকারান্তরে তাহারা জায়গীর-প্রথার প্রবর্তন করিল। রাজা, প্রজা ও সর্দারগণ পর্যায়ক্রমে পরস্পর ঈশ্বরের নামে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইল। অর্দ্ধ-সভ্য সমাজে রাজা, জমীদার ও প্রজাদের মধ্যে যেরূপ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ থাকে, শিখগণের তিন শ্রেণীর মধ্যেও সেইরূপ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইল। তাহারা জানিত,—ঈশ্বর তাহাদের একমাত্র আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারী ; তিনিই তাহাদের একমাত্র বিচারক। তাহারা একই ধর্মে বিশ্বাস করিত, এবং সাধারণের মঙ্গলকামনাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই নীতি অবলম্বন করিয়াই তাহারা সকল কার্যে উদ্বুদ্ধ হইত এবং যুদ্ধাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকিত। গোবিন্দের লৌহ তরবারির প্রতি তাহারা অপরিসীম ভক্তি প্রদর্শন করিত ; সেই তরবারিই ইহজগতে তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। প্রতিবৎসর সাময়িক বৃষ্টিপাতের বিরাম হইলে, যখন সেনানিবেশ স্থাপনে আর কোন বিপদাশঙ্কা থাকিত না, তখন পৌরাণিক বীর রামচন্দ্রের উৎসব উপলক্ষে, 'সারবাত খালসা',—বা সমগ্র শিখ-জাতি, অন্ততঃ একবার মাত্র অমৃতসরে সমবেত হইত। হয়ত, তাহারা মনে করিত, —পুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে ধর্মানুষ্ঠান করিলে, পাপকার্য সম্পাদনে মনে ভয়ের সঞ্চার হয় : তাহাতে সমুদয় স্বার্থ বিদূরিত হইয়া সাধারণের শুভজনক কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং অধিনায়কদিগের সভা 'গুরুমাতা' নামে অভিহিত। ইহাতে বুঝা যায়,—গোবিন্দের উপদেশ ও আদেশানুসারে তাহারা সকলেই তাহাদের গুরু ও ধর্ম পুস্তক হইতে জ্ঞান-শিক্ষা করিত এবং একমতাবলম্বী হইতে যত্নবান হইত।[৩৬] যে সকল

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের ১১৯-১২১ পৃষ্ঠায় টীকায় তেগ. দেগ ও ফাতে' সম্বন্ধে কতকগুলি দৃষ্ট হইবে। ব্রাউন. ('ট্রাক্ট', দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা ৭ম পৃষ্ঠা) 'দেগ' শব্দের কোনরূপ মন্তব্য ব্যুৎপত্তি নিষ্পন্ন করেন নাই। সুতরাং তিনি ঐ শব্দ অর্থহীন অবস্থায়ই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তিনি 'কর্ণেল ষ্লিমান' অপেক্ষা বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 'কর্ণেল ষ্লিমান' বলিয়াছেন,— 'তরবারি, পট (pot) বিজয়, এবং যুদ্ধে জয়লাভ সহজেই প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছিল।' ইত্যাদি, ইত্যাদি। (See 'Rambles of an Indian Official', ii. 235 note).

৩৬। 'মাত' শব্দে 'জ্ঞান-শক্তি' এবং 'মাতা' শব্দে 'পরামর্শ বা বিবেক' বুঝায়। অতএব 'গুরুমাতা' শব্দের প্রকৃত অর্থ,—'গুরুর উপদেশ।'

ম্যাল্কম ('Sketch'. p. 52) এবং ব্রাউন (Tracts, ii. vii) প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—গোবিন্দ এই 'গুরুমাতা' মিলনের আদেশ করেন। গোবিন্দ কোন বিশেষ প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন,—তাহা

অধিনায়ক এই সম্প্রদায়ে সমবেত হইতেন, তাঁহারা কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না, তাঁহাদিগের অনুচর বর্গের অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাদিগকে অকপটে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত না, কিংবা তাঁহাদের আদেশ পালন করিত না। তাহারা পরস্পরের অধীনে জায়গীর ভোগ করিত, এবং জায়গীর-প্রণালী অনুসারে পরস্পরের অধীনে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইত। সুতরাং শিখগণ সামরিক রীতি অনুসারে এক্ষণে অধিনায়কগণের অধীনতা স্বীকার করিল। বিধিবদ্ধ বিধানজ্ঞানে তাহারা এই সামরিক নীতি আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিতে লাগিল। শিখ-রাজগণ পরস্পর মিলিত হইয়া কোন রাজ্য অধিকার করিলে, তাঁহারা সেই বিজিত রাজ্য তুল্যাংশে পরস্পর ভাগ করিয়া লইতেন। তাঁহারা আপনাপন অংশ সমান-ভাগে বিভক্ত করিয়া অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদলের অধিনায়কদিগকে প্রদান করিতেন। এই দলপতিগণ আবার আপনাপন অংশ বণ্টন করিয়া কোর্ফা-প্রজাই-সত্ত্বের নিয়মানুসারে অধীনস্থ সৈন্যগণের মধ্যে বিলি করিয়া দিতেন।[৩৭] কিন্তু এই নিয়ম সকল অবস্থায় সর্ব সময়ে উপযোগী হইত না। কারণ, শিখগণ অধিকৃত রাজ্যের কিয়দংশ 'জন্মসত্ত্বে' ভোগদখল করিত এবং তাহাতে তাহারা স্বভাবতঃই অধিকারী ছিল। শিখদিগের অনেকে

কোন বিবরণে দেখা যায় না। তদ্বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোন বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়াও কঠিন। তবে তিনি যে নীতি প্রবর্তন করিয়া যান, সেই নীতির সাধারণ উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং তাৎকালিক রাজনৈতিক অবস্থানুসারে সেই সকল রাজসভা এবং সৈন্য-সমিতি অধিবেশনের বিধি বিধান বদ্ধমূল হইয়াছিল। সর্বত্রই মানবজাতি এই নিয়মের বশবর্তী হইয়া থাকে এবং সর্বত্রই এইরূপ সভাসমিতির অধিবেশন হয়। কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ সভা-সমিতি অধিবেশনের বদ্ধমূল প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই সময়ে শিখদিগের রাজ্যশাসন অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই; তাৎকালিক অধিবাসিগণও অধিকতর কষ্ট সহিষ্ণু ছিল। তাহাদের স্বভাবজাত এই সমুদয় গুণবিষয়ক বিবরণ এবং শিখদিগের শাসন-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য ফরষ্টারের 'ভ্রমণবৃত্তান্তে' সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। (Compare Forster, 'Travels', i. 328 &c) 'গুরুমাতা' গঠন সম্বন্ধে ম্যালকমের 'সারসংগ্রহ দ্রষ্টব্য। (Malcolm. 'Sketch.' p 120)

৩৭। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং' নামক গ্রন্থের ৩৩-৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শিখগণ কতকগুলি রাজ্য অধিকার করিয়াছিল; তাহারা তাহা আপনাদের শাসনাধীনে রাখে নাই। সেই সমুদয় রাজ্য হইতে তাহারা 'রাখী বা সংরক্ষণী রাজস্ব' (আশ্রয় প্রদানহেতু যে রাজস্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়) রীতিমত আদায় করিত। এই 'রাখীর' পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ ছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ হইতে পঞ্চমাংশ পর্যন্ত এই রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণের যেমন '.চৌথ' অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের চতুর্থাংশ; শিখদিগেরও তেমনি 'রাখী' বা অর্ধাংশ হইতে পঞ্চমাংশ। উভয় শব্দের অর্থ ই এক ;– অর্থাৎ 'অত্যাচার নিবারণার্থ দস্যুদিগের বৃত্তিস্বরূপ বার্ষিক দেয় টাকা'। কিন্তু সাধু-ভাষায় ইহার অর্থ—'কর বা রাজস্ব'। Compare Browne, 'India Tracts' ii. viii and Murray's 'Runjeet Singh,' p. 32. কখনও কখনও সম্পত্তিগুলি এত ক্ষুদ্রতমাংশে বিভক্ত হইত যে, দুই, তিন, এমন কি দশজন শিখ একই গ্রামের রাজস্বের অংশীদার হইত, কিংবা সহরের একই রাস্তার বাড়ীভাড়ার অংশ পাইত। ফলতঃ, কোন নির্দিষ্ট সীমান্তবর্তী স্থানের স্বত্ব-নির্দেশে অধিকতর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল।

আবার এরূপ সর্তে রাজ্যভোগ করিত যে, প্রধান রাজশক্তি প্রত্যাহৃত হইলেই, তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিত। ফলতঃ, এই সমস্ত শিখ কাহারও প্রজা নহে; কিংবা কোন জায়গীরদারের অধীনতা স্বীকার করিত না। তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে যে কোন ব্যক্তির অধীনে কার্য গ্রহণ করিত; তাহারা নিজেরাই সৈন্যদল পরিচালনা করিত; 'খাল্সা' অথবা সাধারণ-তন্ত্রের নামে নূতন নূতন রাজ্য অধিকার করিয়া নিজেরাই তাহা ভোগদখল করিত। শিখগণ কখনও কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির অধীনতা পাশে চিরকাল আবদ্ধ থাকিত না;—কিংবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত পূর্বাপর একতা সূত্রে আবদ্ধ হইত না। সুতরাং তাহাদের এই চির-পরিবর্তনশীল বিধি-ব্যবস্থা, 'রাজনৈতিক শাসনপ্রণালী' নামে অভিহিত হইতে পারে না। কোন রীতি-পদ্ধতির রেখামাত্র কল্পনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ স্বাধীন শিখদিগের বিষয় উল্লেখ করা কর্তব্য। আমাদের প্রকৃতিগত নিয়মাবলী প্রণিধান পূর্বক বিচার করিয়া দেখিলেও তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। পরন্তু তৎসম্বন্ধে সভাসমিতির বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী কিংবা তাহাদের ধর্মগুরুদিগের উপদেশসমূহ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া অপরের শ্রদ্ধাভাজন হইতে অভিলাষী হইয়া উঠিলেন। পশুবলে আপনাপন ক্ষমতা প্রয়োগে যাহা আয়ত্ত করা যাইতে পারে, তাঁহারা তৎসমুদায় অধিকার করিতে উৎকট প্রয়াসী হইলেন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশ পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেও পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। যাহা হউক, ঈশ্বরানুগ্রহের কঠোর অনুশাসন প্রত্যেক শিখের মনেই জাগরুক ছিল। শিখধর্মাবলম্বী প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট 'খালসার' প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিত। কিন্তু প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাসে নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়া, সেই ধর্মোন্মত্ত জনসাধারণকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিতে হইলে, অসীম প্রতিভা ও অবস্থা বিশেষের প্রক্রিয়া একমাত্র আবশ্যক।

অতঃপর শিখগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। এই সমুদায় সম্প্রদায়ের সংখ্যা সর্বশুদ্ধ বারটি। প্রত্যেক সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায় 'মিছিল' নামে অভিহিত হইত। 'মিছিল' —একটি আরবী শব্দ; ইহার অর্থ,— তুল্য বা সমান-পদস্থ।[৩৮] প্রত্যেক মিছিল' এক একটি 'সর্দারের' আজ্ঞানুসারে পরিচালিত হইত; সচরাচর একজন রাজা বা সেনাপতি এই 'সর্দার' পদে বরিত হইতেন। কিন্তু এই উপাধি তখন অতি সাধারণ ভাবে প্রযুক্ত হইত। সামান্য একটি দলের নেতা হইতে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত তুল্য-সত্বাধিকারী 'সিং'দিগের

৩৮। 'মিছিল' শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। তথাপি মনে রাখা উচিত যে, আরবী শব্দ 'মাছলাহাট' ('misl' শব্দের যেরূপ উচ্চারণ প্রচলিত আছে, তদ্ব্যতীত এই শব্দের উচ্চারণ কালে আর একটি 's' যোগ করিতে হয়) অস্ত্র অর্থে প্রযুক্ত হয়। ইহার অর্থ,—'অস্ত্র-শস্ত্র-সুসজ্জিত ব্যক্তি অথবা 'রণকুশল জাতি'। ভারতবর্ষে 'মিছিল' শব্দের অর্থ অন্যরূপ; ইহাতে সাধারণতঃ কাগজপত্রের ফাইল অথবা সজ্জিত বস্তু বা সাজান জিনিষ বুঝায়।

দলপতি পর্যন্ত'—ছোট বড় সকল দলের অধিনায়ক বা সেনাপতি সকলেই এই উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। এই সমুদায় সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের সকলগুলিই একই সময়ে সমভাবে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই ; পরন্তু একটি 'মিছিল' হইতে অপরটি উৎপন্ন হইত। এই সমুদায় সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর সংযোগনীতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যে কোন ক্ষমতালিপ্সু দলপতি তাৎকালিক সমাজ বা দল পরিত্যাগ করিয়া, বৃহৎ একটি দল গঠন করিতেন। প্রথম অথবা প্রসিদ্ধ অধিনায়কের নাম, ধাম, জেলা অথবা কোন পূর্বপুরুষের নাম অনুসারে প্রত্যেক'মিছিল' স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইত। কখনও বা এক একটি মিছিল সামাজিক রীতি-পদ্ধতি অথবা অধিনায়কের কোন গুণবিশেষ অনুসারে পরিচিত হইত। এইরূপ বারটি সম্প্রদায়ের নাম ও পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।—(১) 'ভাঙ্গী' সম্প্রদায় ; এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ 'ভাঙ্' নামক এক প্রকার মাদক দ্রব্য পান করিতে ভালবাসিত, এবং তজ্জন্যই তাহারা 'ভাঙ্গী' নামে পরিচিত।[৩৯] (২) 'নিশানিয়া' সম্প্রদায় ; এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যুক্ত-সৈন্যের বিজয়কেতন-বাহীদিগের অনুবর্তী বলিয়া ঐ নামে অভিহিত হয়। (৩) 'সাহিদ' এবং 'নিহাঙ্' সম্প্রদায় ; যাঁহারা ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতেন, তাঁহাদের বংশধরগণ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধিনায়ক। (৪) 'রামগড়িয়া' সম্প্রদায় ; অমৃতসরের 'রামরাওণি' অথবা 'ঈশ্বরাধিষ্ঠিত দুর্গবহির্ভাগস্থ ক্ষুদ্র-রক্ষণীর' নাম অনুসারে এই সম্প্রদায় 'রামগড়িয়া' নামে অভিহিত। সূত্রধর বংশজাত যুশা সিং কর্তৃক এই স্থানটি 'রামগড়' বা ঈশ্বরাধিষ্ঠিত দুর্গ নামে অভিহিত হয়। (৫) 'নাকিয়া' সম্প্রদায় ; লাহোরের দক্ষিণে 'নাকিয়া' নামক একটি জনপদ ছিল ; তৎপ্রদেশেই এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। (৬) 'আলহুওয়ালিয়া' সম্প্রদায় ; যুশা সিং প্রথমতঃ যে গ্রামে আরক চুয়ান কার্যে আপন পিতার সহায়তা করেন, সেই গ্রামের নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়। এই যুশা সিং প্রথমে 'খালসার' সৈন্য সম্প্রদায় গঠন করেন। (৭) 'ঘাণিয়া বা কাণিয়া' সম্প্রদায়। (৮) 'ফৈজুলাপুরিয়া' বা 'সিংপুরিয়া' সম্প্রদায়। (৯) 'সুকারচাকিয়া' সম্প্রদায়। (১০) 'ডালেওয়ালা' সম্প্রদায় ; এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সম্ভবতঃ তাহাদের অধিনায়কের বাসভূমি বা গ্রামের নাম হইতে এই নামে অভিহিত হইয়াছে। (১১) 'ক্রোড়া সিংঘিয়া' সম্প্রদায় ; তৃতীয় অধিনায়কের নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের বর্তমান আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কখন কখন এই সম্প্রদায়টি 'পাঞ্জগরিয়া' সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়। প্রথম অধিনায়কের স্ব-গ্রামের নাম অনুসারে ঐ সম্প্রদায়টি 'পাঞ্জগরিয়া' সম্প্রদায় নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। (১২) 'ফুলকিয়া'

৩৯। 'মঙ্গা' গাছ হইতে ভাঙ্ উৎপন্ন হয়। রাজপুতগণ যেমন অহিফেন সেবন করিতে ভালবাসে, ইউরোপীয়গণ যেমন উন্মাদকারী মদ্যপান করিতে তৎপর, শিখগণও তেমনি 'ভাঙ্' খাইতে অভ্যস্ত। স্বাস্থ্যনাশ এবং বুদ্ধিভ্রংশ হয় বলিয়া, এই মাদকদ্রব্য সর্বত্রই নিন্দনীয়।

সম্প্রদায়, আলা সিং এবং তাঁহার পরিবারের অন্যান্য সর্দারদিগের একজন পূর্বপুরুষের নামানুসারে এই সম্প্রদায় 'ফুলকিয়া' সম্প্রদায় নামে অভিহিত।৪০

এই সমুদায় 'মিছিলের' মধ্যে 'ফুলকিয়া' ব্যতীত অবশিষ্ট সকলগুলিই শতদ্রুর উত্তর পঞ্জাব প্রদেশে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহারা সকলেই 'মাঞ্ঝা' সিং নামে পরিচিত। লাহোরের চতুঃপার্শ্ববর্তী বিশাল ভূ-খণ্ড মাঞ্ঝা নামে অভিহিত বলিয়া দেশের নামানুসারে তাহারা ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মাঞ্ঝা নামে পরিচিত হইয়া 'মালোয়া' সিং দিগের সহিত তাহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। সারহিন্দ এবং শীর্ষার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশসমূহ সাধারণতঃ 'মালোয়া' নামে অভিহিত, এবং তত্রত্য অধিবাসিগণ 'মালোয়া' সিং নামে পরিচিত। মাঞ্ঝায় প্রথমে 'ফৈজুলাপুরিয়া', 'আলুওয়ালিয়া' এবং 'রামগড়িয়া' সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়; কিন্তু তাহাদের সে প্রাধান্য অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। এই সময় 'ভাঙ্গী' সম্প্রদায় প্রাধান্য স্থাপন করে, এবং কিছুকাল তাহাদের ক্ষমতাই অক্ষুন্ন থাকে। অতঃপর 'ফৈজুলাপুরিয়া'দিগের 'কাণিয়া' নামক একটি শাখা সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানে, 'ভাঙ্গী' সম্প্রদায়ের প্রাধান্য কিয়ৎপরিমাণে ধ্বংস হয়। অতঃপর রণজিৎ সিংহের অভ্যুত্থানে এবং 'সুকারচাকিয়া' সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায়, 'কাণিয়া' দিগের প্রাধান্যই নষ্ট হয়। মালবের 'ফুলকিয়া' সম্প্রদায়, পাতিয়ালা -শাখা-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিত। আলা সিংহকে উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়া, আমেদ সাও পাতিয়ালার আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। তবে সম্প্রদায়সমষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলিতে গেলে, একমাত্র 'ভাঙ্গী' সম্প্রদায়ের নিকটই 'পাতিয়ালা' শাখা সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ছিল। 'নিশানিয়া' এবং 'সাহিদ' সম্প্রদায় কদাচিৎ প্রকৃত 'মিছিল' গঠনে সমর্থ হইত। তাহাদের বিশেষ বিশেষ শাখাগুলি স্বতন্ত্র থাকিত, এবং বিশেষ কারণ বশতঃ সকলেই তাহাদিগকে সম্মান করিত।৪১ 'নাকিয়া' সম্প্রদায় কখনও খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং প্রাধান্য লাভে সমর্থ হয় নাই; 'ডালিওয়ালা'

৪০। কাপ্তেন মারে ('রণজিৎ সিং,' ২৯ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।- Captain Murray's Runjeet Singh,' p. 29 &c.) সর্বপ্রথমেই শিখদিগের এই 'মিছিল'-প্রথা বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ ফরষ্টার, ব্রাউন, অথবা ম্যাল্‌কম কেহই এই 'মিছিল গঠনের' বিষয় অথবা এই শব্দের উল্লেখ করেন নাই। স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলেন,—'মিছিল' শব্দে জাতি ও বংশ বুঝায়; ইহাতে সম্মিবদ্ধ দল বা সম্প্রদায় কিছুই নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং স্যার ডেভিড তাঁহার বিশ্বাসানুযায়ী কার্য করিয়াছিলেন। (Sir D. Ochterloney to the Government of India, 30th December, 1809)

৪১। 'নিশানিয়া' এবং 'সাহিদ' সম্প্রদায় স্বতন্ত্র দুইটি 'মিছিল' সংগঠন করিয়াছিল,– কাপ্তেন মারে তাহা বলিবার সম্পূর্ণ অধিকারী নহেন। অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতস্তার পশ্চিমদিকে যাহারা বাস করিত, তাহাদেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'মিছিল' বা একতা-সূত্রে-আবদ্ধ সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। শতদ্রু নদীর নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে তৎকালে সে সকল মতামত প্রচলিত ছিল, এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে কাপ্তেন মারে কেবল তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

এবং 'ক্রোড়া সিংঘিয়া' নামক 'ফৈজুলাপুরী' সম্প্রদায়ের দুইটি শাখা সারহিন্দ আক্রমণ করিয়া তাহাদের রাজ্যের অধিকাংশই অধিকার করিয়া লইয়াছিল। শেষোক্ত সম্প্রদায় বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিংবা সে সম্প্রদায়গুলি তাহাদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হয় নাই।

'ভাঙ্গী' সম্প্রদায়ের অধিকৃত দেশ বহুদূর বিস্তৃত। উত্তরে লাহোর ও অমৃতসর হইতে বিতস্তা নদী এবং তন্নিম্ন-প্রদেশ পর্যন্ত 'ভাঙ্গী' সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। অমৃতসর এবং পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে 'কাণিয়া' সম্প্রদায় বাস করিত। 'ভাঙ্গী'-রাজ্যের দক্ষিণ, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী প্রদেশে 'সুকারচাকিয়া' সম্প্রদায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। লাহোরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে ইরাবতী নদীর তীরে 'নাকিয়া' সম্প্রদায়ের বাস। শতদ্রু ও বিপাশার সঙ্গমস্থলের নিম্নপ্রদেশে 'ফৈজুলপুরিয়া' সম্প্রদায়, নদীর পশ্চিম তীরস্থ প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়াছিল। আবার বিপাশা নদীর পূর্বতীরে 'আলহুওয়ালিয়া' সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। 'ডালিওয়ালাগণ' শতদ্রুর উত্তর দিকের পশ্চিম তীরে বাস করিত, এবং 'রামগড়িয়া' সম্প্রদায় শেষোক্ত দুইটির অন্তর্গত পর্বতমালার পাদদেশের অধিবাসী ছিল। 'ক্রোড়া সিংঘিয়াগণ' জলন্ধর দোয়াবের কতকাংশ অধিকার করিয়াছিল। শতদ্রুর দক্ষিণস্থ সুনাম ও ভাতিন্দার চতুস্পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহে 'ফুলকিয়াগণ' বাস করিত। 'সাহিদ' এবং 'নিশানিয়া' সম্প্রদায়দ্বয় নানা দেশ অধিকার করিয়াছিল; তাহাদের অধিকৃত স্থানসমূহে তাহারা বাস করিত; তদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে তাহাদের সম্প্রদায় দৃষ্ট হইত না। এইরূপে এই দুইটি 'মিছিল' এবং মাঞ্ঝার কতকগুলি সম্প্রদায় (এই সম্প্রদায় সমষ্টি পূর্বে সারহিন্দ আক্রমণ করিয়াছিল) অর্থাৎ 'ভাঙ্গী', 'আলহুওয়ালিয়া' 'ডালিওয়ালিয়া', 'রামগড়িয়া' এবং 'ক্রোড়াসিংঘিয়া' সম্প্রদায়-সমষ্টি একত্র সমবেত হইয়া, ফিরোজপুর হইতে কর্ণাল পর্যন্ত বিস্তৃত শতদ্রুর দক্ষিণবর্তী পর্বত-পাদদেশস্থ বিশাল ভূ-খণ্ড পরস্পর বিভাগ করিয়া লইয়াছিল। এদিকে সারহিন্দ এবং দিল্লীর মধ্যবর্তী প্রদেশ সমূহে 'ফুলকিয়াগণ' আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল।[৪২] এই স্থান পূর্বোক্ত সম্প্রদায়-সমষ্টির অধিকৃত মালোয়ার সন্নিকটে অবস্থিত।

শিখদিগের বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। অনেকের অনুমান তাহাদের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ৭০ হাজার হইতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার পর্যন্ত হইতে পারে। তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সৈন্যসংখ্যা প্রকৃত পক্ষে কত ছিল, তাহা নির্ণয় করা

৪২। ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রীগর তাঁহার 'শিখ ইতিহাসে' ('History of the Sikhs,' i. 28 &c) কয়েকটি 'মিছিলের', সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

দুরূহ।[৪৩] তবে নিশ্চিত যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, 'ভাঙ্গী' সম্প্রদায় একসময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল; কিন্তু 'সুকারচাকিয়া' ও 'নাকিয়া' সম্প্রদায়ের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'ভাঙ্গী'গণের বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত রাজ্যে অন্যূন ২০ সহস্র সৈন্য সমবেত হইত; কিন্তু শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সৈন্য সংখ্যা উগার দশমাংশ মাত্র। সমগ্র শিখজাতির সৈন্য সংখ্যা গড়ে উক্ত সংখ্যার অধিক নহে; এই গণনাই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়। শিখদিগের প্রত্যেকেই অশ্বারোহী; পার্বত্য প্রদেশের অথবা সমতল ভূমির অর্দ্ধবর্বর অধিবাসিগণের মধ্যে কিংবা অশিক্ষিত সৈন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্বারোহী শিখ সৈন্য সর্বাপেক্ষা দুর্দমনীয়। শিখগণ অশ্বপৃষ্ঠে কৃতিত্বের সহিত বন্দুক চালনা করিতে পারিত বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহাদের পূর্ব-পুরুষগণ ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কথিত হয়, তাহারা এই যুদ্ধবিদ্যা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। কেবলমাত্র দুর্গরক্ষার্থ পদাতিক সৈন্য নিযুক্ত হইত। প্রত্যেকেই পদব্রজে 'মিছিলের' অনুগামী হইত, এবং যতদিন লুণ্ঠন দ্বারা অশ্ব সংগ্রহ করিতে না পারিত, কিংবা অশ্ব ক্রয় করিবার সম্বল না হইত, ততদিন তাহারা এই অনুষ্ঠানে 'মিছিলের' অনুবর্তী থাকিত। প্রাচীনকালে শিখগণ গোলাগুলি ব্যবহার করিত না। ক্রমে ক্রমে এই প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হয়। কারণ উহা অর্থ-সাপেক্ষ এবং উহাতে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্যের আবশ্যক হয়।[৪৪]

এই সমুদায় সম্প্রদায় ন্যূনাধিক পরিমাণে পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করিত। এতদ্ব্যতীত আর একটি সম্প্রদায় তৎকালে বর্তমান ছিল। তাহারা সর্বপ্রকার ঐহিক অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল;—তাহারা পৃথিবীতে কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিত না। তাহাদের মধ্যে শিখধর্মের প্রকৃত উপাদান বিদ্যমান ছিল। এই সম্প্রদায় 'আকালি' অর্থাৎ 'অবিনশ্বর' বা ঈশ্বর-নিযুক্ত সৈন্য সম্প্রদায় নামে অভিহিত। তাহারা নীল পরিচ্ছদ পরিধান করিত—তাহাদের হস্ত লৌহ-বলয় ভূষিত থাকিত; গোবিন্দ সিংহের আদি

৪৩। ফরষ্টার বলেন, ('Travels,' i. 333) ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে শিখসৈন্যের সংখ্যা ৩০০,০০০ তিন লক্ষ নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু শিখসৈন্যের পরিমাণ ২০০,০০০ দুই লক্ষও হইতে পারে। ব্রাউন সাহেব ('Tracts, Illustrative map') প্রতিপন্ন করেন,—এই সময়ে শিখদিগের ৭৩ হাজার অশ্বারোহী এবং ২৫ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে, কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন একখানি গ্রন্থে (Life of Shah Alam, note p. 75) উল্লেখ করিয়াছেন যে শিখগণ ২ লক্ষ ৪৮ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিত। তিনি আর একখানি পুস্তকে (Life of George Thomas, note, p. 68) বলিয়াছেন, যুদ্ধ সময়ে শিখগণ ৬৪ হাজারের অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিত না। জর্জ্জ টমাস নিজে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—তৎকালে শিখদিগের ৬০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। (Life, by Francklin, p. 274)

৪৪। জর্জ টমাস ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক সামরিক অবস্থার যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে জানা যায়, শিখদিগের ৪০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান ছিল। (Life, by Francklin, p, 274)

সমাজের অন্তর্গত বলিয়া, এই সম্প্রদায়ের শিখগণ স্পর্দ্ধা করিত। ধর্মের জন্য গুরু সকলকে ধন-মান, ঐশ্বর্য-সম্পদ, এমন কি, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে অনুমতি করিয়াছেন ;—ঘর-বাড়ী—সংসার—বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ-বৃত্তি গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। গুরু গোবিন্দ এবং তাঁহার পূর্ববর্তিগণ সকলেই একবাক্যে হিন্দুদিগের অসার সন্ন্যাস-ধর্মের নিন্দা করিয়াছেন। এইরূপে অসার ও অনুপযোগী সর্ববিধ উপকরণ পরিত্যক্ত হওয়ায়, ধর্মোন্মত্ত শিখদিগের মনে এক ভয়াবহ আবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল ;—তাহাদের মানসিক গতি অস্বাভাবিক কার্য সাধনে ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম আচরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার উৎকট অভিলাষ হওয়ায়, দুইটি বিরুদ্ধ-ধর্মাক্রান্ত অনুষ্ঠানের সংঘর্ষে 'আকালিগণ' একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। ধর্মভীরু বিনয়ী ব্যক্তিগণ ধর্মমন্দিরের অতি হেয় কার্য আগ্রহ ও অধ্যবসায় সহকারে সম্পন্ন করিত। কিন্তু অপরাপর ব্যক্তিগণ সময় সময় দুর্দমনীয় ধর্মোন্মত্ততা-বশে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অমৃতসরের প্রহরী নিযুক্ত হইত। কখনও বা কুসংস্কারবশে উত্তেজিত হইয়া যথেচ্ছা গমন করিত, এবং সময় সময় উত্তেজনা-বশে একাকী ভ্রমণ করিয়া তরবারি সাহায্যে জীবিকা অর্জন করিত।[৪৫] তাহারা সময় সময় পরিদর্শক এবং বিচারকের ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিত। তাহাদের কোন অধিনায়ক বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে 'খালসার' নিকট অভিযুক্ত হয় নাই। তাহাদের নামে সকলেরই মনে ভয়ের

৪৫। ম্যালকমের সার সংগ্রহ দ্রষ্টব্য। (Malcolm, 'Sketch', p. 116) গুরুগোবিন্দ এই 'আকালি' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন,- ম্যালকমও সেই মত সমর্থন করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে গুরু-গোবিন্দের কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। একমাত্র ধর্মানুরাগীদিগকেই গোবিন্দ শিখ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয় তাহাতে হয়ত জানা যাইত। সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও গঠন সম্বন্ধে মূলগ্রন্থে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত।

শিখদিগের ধর্ম প্রবৃত্তি এত প্রবল ছিল যে, প্রত্যেক শিখ কোন না কোন কার্যে নিযুক্ত থাকিত, অথবা কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিত। যে ব্যক্তি সংসার-বিরাগী এবং স্বভাবতঃ যুদ্ধ-প্রিয় নহে, সাধারণতন্ত্রের মঙ্গল সাধনার্থ তাহাকেও কোন না কোন কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইত। এক সময় গ্রন্থকার দেখিয়াছিলেন,—একজন 'আকালি' শতদ্রুর সমতল ভূমি হইতে ক্ষুদ্র কীরিতপুর সহর পর্যন্ত বিস্তৃত ঢালু অত্যুচ্চ পর্বতকন্দরের মধ্য দিয়া রাস্তা নির্মাণ করিতেছে। সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার সংসার বন্ধন পরিত্যাগ করিয়াছিল। সকলেই তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করিত। কোন নির্দিষ্ট স্থানে এই ব্যক্তির জন্য সর্বসাধারণে খাদ্য ও বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিত। তাহার এই অধ্যবসায়শীলতা ও একাগ্রতায় একজন মেষপালক হিন্দু বালকের মনে এক অভিনব প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই হিন্দু বালক আকালিদিগের ন্যায় পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্বদাই যেমন ঈশ্বরকে ভয় করিয়া থাকেন, সেই বালকও তদ্রূপ ভীতি সহকারে ধর্মালাপ করিত।

সঞ্চার হইত ;—সকলেই তাহাদিগকে সম্মান করিত। কোন ব্যক্তি তাহাদের বিরাগ-ভাজন হইলে, অথবা সাধারণ-তন্ত্রের কোন অনিষ্ট সাধন করিলে, তাহারা সময়ে সময়ে সেই ব্যক্তির যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। 'আকালি' সম্প্রদায় কিছুকাল বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের এই উন্মত্ততা বহুদিন বর্তমান ছিল। অতঃপর রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ে তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা ও আধিপত্য ধ্বংস হয়। এই উন্মত্ত সম্প্রদায়কে দমন করিয়া, জনসমাজে আপন অক্ষয় কীর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সেই সুদক্ষ ও অধ্যবসায়শীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নরপতির অর্থ ব্যয় এবং কালক্ষয় হইয়াছিল ;—তিনি যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিখজাতির স্বাধীন রাজ্য স্থাপন হইতে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয় এবং ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন।

১৭৬৫—১৮০৮-৯

[আমেদ সার শেষবার ভারত আক্রমণ;—শিখজাতির 'ভাঙ্গী' সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপন;—তাইমুর সার আক্রমণ;—হারিয়ানার 'ফুলকিয়া' শিখ-সম্প্রদায়;—জাবিতা খাঁ;—শিখ-জাতির মধ্যে 'কাণিয়া' সম্প্রদায়ের আধিপত্য স্থাপন;—মাহা সিং স্থকেরচাকিয়ার প্রতিষ্ঠা লাভ;—সা জামানের আক্রমণ এবং রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়;—সিন্ধিয়ার অধিনায়কত্বে উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্রীয়-গণের প্রাধান্য স্থাপন;—জেনারেল প্রেরণ এবং জর্জ টমাস;—শিখজাতি এবং মহারাষ্ট্রীয়গণের সন্ধি স্থাপন;—শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ,—সিন্ধিয়া এবং হোলকারের বিরুদ্ধে লর্ড লেকের যুদ্ধযাত্রা;—শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের প্রথম সন্ধি;—ফরাসীর ভারত আক্রমণের বাধা প্রদানের উদ্যোগ;—রণজিৎ সিংহের সহিত মৈত্রতা বন্ধন এবং শতদ্রুর পশ্চিম সীমান্তবর্তী শিখ-সর্দারগণের রক্ষার্থ সন্ধি স্থাপন।]

শিখজাতি কর্ণাল এবং হান্সি হইতে বিতস্তা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের একতাবন্ধন অধিক দিন স্থায়ী হইল না; দুর্দ্ধর্ষ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বতঃই রিপুর বশবর্ত্তী হইল; তাহারা সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা আত্ম-স্বার্থই প্রবল বলিয়া মনে করিল। কতকগুলি লোক প্রকৃত বা কাল্পনিক অনিষ্ট সম্ভাবনায় কার্য করিতে লাগিল। তখন তাহারা মনে করিল,—প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। অপর কতকগুলি ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুবর্তী হইয়া নিকটস্থ নগর ও জেলা সমূহ অধিকার করিতে উদ্বুদ্ধ হইল। ধর্মনিষ্ঠ শিখগণ ধর্ম বিস্তারের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া, অথবা কোন কোন রাজ্যে কর স্থাপন করিয়া তাহারা খালসার সাধারণ রাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। কিছুকাল বিশ্রামের পর, নবাবসাহে উৎসাহিত হইয়া এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রাণোদিত হইয়া, যখন শিখজাতির পুনরভ্যুদয় হইতে লাগিল, তখন আমেদ সা শেষবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার আক্রমণে ভীত হইয়া শিখজাতি পুনরায় একতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগতাপের আধিক্য হেতু আমেদ সার উৎসাহ, কার্য-নৈপুণ্য এবং ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছিল; তথাপি সেই আফগান নরপতি আপন রাজ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ উর্বরভূমি পঞ্জাব পুনরুদ্ধারের জন্য আর একবার চেষ্টা করিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তিনি শতদ্রু পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন; তিনি আর অধিক দূর গমন করিলেন না; সুতরাং লাহোর পরিত্যক্ত হইল। যখন তিনি বুঝিলেন, শিখদিগকে পরাভূত করা এক্ষণে তাঁহার ক্ষমতাতীত, তখন তিনি তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে রণকুশল উমার সিং পিতামহের উত্তরাধিকার সূত্রে পাতিয়ালার সিং বা মালোয়া শিখ-দিগের অধিনায়ক পদে বরিত হইলেন। আমেদ সা তাঁহাকেই মহারাজ উপাধি প্রদান

করিয়া, সারহিন্দের সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন আমেদ সা দেখিলেন, কটোচের রাজপুত সর্দারও তাঁহার সহিত মৈত্রতাস্থাপনে অভিলাষী। আমেদ সা তাঁহাকেও উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়া, জলন্ধরদোয়াব এবং তৎসংলগ্ন পার্বত্য প্রদেশের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সৈন্যদলের অব্যবস্থা হেতু তাঁহার সকল উদ্দেশ্য—সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাঁহার দ্বাদশ সহস্র সৈন্য কাবুল অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল; অগত্যা তিনিও তাহাদের অনুগমন করাই শ্রেয় বোধ করিলেন। কিন্তু প্রত্যাগমন কালে, আমেদ সা পুনরায় বিপর্যস্ত হইলেন। সিন্ধুনদ অতিক্রম করিবার পূর্বেই, রণজিৎ সিংহের পিতামহের অধিনায়কত্বে এবং পারিপার্শ্বিক 'ভাঙ্গী' সম্প্রদায়ের একটি সৈন্যদলের সাহায্যে 'সুকারচাকিয়াগণ' শের সার রোটাসের পার্বত্য দুর্গ অবরোধ করিল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অধিকৃত হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই 'ভাঙ্গী'গণ রাওলাপিণ্ডি এবং খানপুরের বিস্তৃত উপত্যকা পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করিল। 'গুকার' সম্প্রদায় আক্রমণকারী মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে যে সৎসাহস ও শ্রমশীলতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা আর সেরূপ সৎসাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম হইল না।[১]

অতঃপর হরি সিংহের অধিনায়কত্বে 'ভাঙ্গী'গণ মূলতান অভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু 'দাউদ-পোত্র' নামক এক মুসলমান সম্প্রদায়ের আক্রমণে তাহাদের গতি প্রতিহত হইল। নাদির সাহ দাউদ-পোত্র-দিগকে কাবুলে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; নাদির সাহের সেই উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, তাহারা সিন্ধু-দেশ পরিত্যাগ করিয়া, পঞ্জাবে এক উপনিবেশ স্থাপন করে। অধুনা সেই স্থান, 'ভাওয়ালপুর' নামে অভিহিত।[২] অতঃপর হরি সিংহের সহিত সর্দার মোবারক খাঁ সন্ধি স্থাপন করিলেন। দেশপ্রসিদ্ধ

১। ফরষ্টারের 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড, ৩২৩ পৃঃ; এলফিন্‌ষ্টোন, 'কাবুল,' দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯৭ পৃঃ, মারে বিরচিত রণজিৎ সিং' ২৭ পৃষ্ঠা; মুরক্রফ্‌টের ভ্রমণ বৃত্তান্ত' প্রথম খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গ্রন্থকার যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক আলোচনা করিয়াছেন, তাহারও আলোচনা আবশ্যক।

২। নাদির সা এক সময়ে সিন্ধুদেশে আপন ক্ষমতাবিস্তারের জন্য গমন করেন; তখন ভাওয়ালপুর বংশের পূর্বপুরুষ তাঁহার স্বদেশ শিকারপুরে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নাদির সা তাঁহাকে সেই প্রদেশের উত্তর-তৃতীয়াংশের শাসন-কর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু সমগ্র সম্প্রদায়ের প্রতি অবিশ্বাস বশতঃ নাদির সা তাহাদিগকে গজনীতে স্থানান্তরিত করিতে কৃতসংকল্প হন। তখন সেই রাজবংশ স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া শতদ্রুর উত্তরবর্তী প্রদেশ সমূহ বলপূর্বক অধিকার করিয়া লয়। দাউদ (ডেভিড) নামক সেই বংশের বিখ্যাত আদিপুরুষের নাম হইতে এই সম্প্রদায় 'দাউদপোত্র' নামে অভিহিত। তাহাদের বিশ্বাস তাহারা কালিফ আব্বাসের বংশধর। কিন্তু তাহারা সিন্ধুদেশীয় 'বেলুচি' জাতি; অথবা তাহারা আদিম বেলুচি জাতি,—সিন্ধুদেশে অধিক কাল বাস হেতু তাহাদের অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। শতদ্রু তীরে তাহারা আধিপত্য স্থাপন ও বাসস্থান নির্দেশ করায়, প্রাচীন 'লুঙ্গা' ও 'জোহিয়া' সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট জাতিগুলি লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সিন্ধুদেশীয় সেচ-প্রণালী দ্বারা জল-সেচন-প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিল। সেই নদীর উত্তর তীরেই পাকপট্টনের নিম্নদেশে তাহাদের প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের এবং কৃষিকার্যের জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত বর্তমান রহিয়াছে।

মুসলমান ফকির যে স্থানের অধিকারী, সেই নিরপেক্ষ পাকপট্টন সহরই উভয় পক্ষের সাধারণ সীমা নির্দ্ধারিত হইল। অনন্তর হরি সিং সিন্ধুনদ এবং ডেরাগাজিখাঁ অভিমুখে গমন করিয়া, বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করিতে লাগিলেন। যখন তিনি রাজ্য বিস্তারে ব্যপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার গুজরাটের প্রতিনিধি রাওলপিণ্ডি অধিকার করিয়া কাশ্মীর-প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সে উদ্যম ব্যর্থ হয়; প্রতিনিধি সে স্থান হইতে বিতাড়িত হন, এবং তাঁহার বহু সৈন্যবল নষ্ট হয়। বৃদ্ধ নাজীব-উদ্দৌলাকে জগাদ্রি পরগণা এবং পারিপার্শ্বিক নগর সমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শাসন কর্ত্তা মনে করিয়া, রায় সিং ভাঙ্গী তাঁহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিলেন। এক্ষণে যমুনা তীরে এবং সুবৃহৎ দোয়াবে রায় সিং ভাঙ্গী এবং বাঘেল সিং ক্রোড়াসিংঘিয়া নাজিবুদ্দৌলার প্রতি দারুণ উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের উৎপীড়ন অসহ্য হইয়া উঠিল; সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া, নাজিবুদ্দৌলা সেই সর্দারদ্বয়ের বিরুদ্ধে সমবেত আক্রমণের জন্য মারহাট্টাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সে কল্পনা,—অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল। তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্রের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল। বিপদ কালের মিত্র জ্ঞান করিয়া, তিনি শিখদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন।[৩]

এই সময়ে হরি সিং ভাঙ্গীর মৃত্যু হইল। ঝান্দা সিং তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। ঝান্দা সিংহের অধীনে 'মিছিলের' ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। জাম্মু করদ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। তৎকালে আফগানদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এবং শিখদিগের অবিচ্ছিন্ন রাজদ্রোহ ও লুণ্ঠনে, সমতল প্রদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য পার্বত্য প্রদেশের বক্র অথচ নিরাপদ পথে পরিচালিত হওয়ায়, জাম্মু প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য হইল। রাজপুত বংশীয় রাজা রণজিৎ দেও অতি সৎ-স্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন; ব্যবসায়ীগণ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আশ্রয়ার্থ তাঁহার রাজধানীতে সমবেত হইতে লাগিল। অতঃপর কাশুরের পাঠান রাজ্যসমূহ করদ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। পরিশেষে ঝান্দা সিং আপন প্রতিনিধি মাজ্জা সিংহকে মূলতান আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ভাওয়ালপুরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া, সন্ধিবদ্ধ আফগান-সর্দারগণের সমবেত সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল; তিনি পরাজিত হইলেন; যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইল। পর বৎসর, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সেই সহযোগী শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহাদের একজন ঝান্দা সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অবিবেচক সর্দার স্বয়ং দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। অতঃপর উত্তরাভিমুখে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি দেখিতে পাইলেন,—জাম্মু-সিংহাসনের আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ইতিমধ্যে ছুরত সিং সুকারচাকিয়া এবং 'কাণিয়া মিছিলের' উন্নতিশীল অধিনায়ক জয় সিংহের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু স্বহস্তস্থিত কামান বিদীর্ণ হইয়া সেই গুলির আঘাতে ছুরত সিং

৩। ভাওয়ালপুর পরিবারের ইতিবৃত্ত এবং হস্তলিখিত শিখ ইতিহাস দ্রষ্টব্য। (ফরষ্টারের 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত,' প্রথম খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা)।

মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অতঃপর জয় সিং বিবিধ হেয় উপায়ে ঝান্দা সিংহকে নিহত করিয়া আপন নীচাশয়তার পরিচয় প্রদান করিলেন। এইরূপে একটি পরাক্রান্ত নরপতিকে অপসারিত করিয়া, জয় সিং কাণিয়া অতি আনন্দ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু জাম্মুপ্রার্থী স্বত্ব-নির্দ্ধারণ এবং সংকল্প-সাধন-কল্পে একাকী বর্তমান রহিলেন, এবং তিনি তদ্বিষয়ে চেষ্টান্বিত হইলেন। তখন সূত্রধরজাতীয় যুশা সিংহকে বিতাড়িত করিবার মানসে 'কাণিয়া' সর্দার জয় সিং, যুশা সিং আলহুওয়ালিয়ার সহিত মিলিত হইয়া এক ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুশা সিং সূত্রধরের প্রভাবে আমেদ সার নামমাত্র প্রতিনিধি, কটোচের ঘামান্দ চাঁদ এবং পার্বত্য প্রদেশের রাজপুত সর্দারগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্যসমূহ যুশা সিং সূত্রধরের করদরাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যাহা হউক, পরিশেষে রামগড়িয়া যুশা সিং পরাজিত হইয়া হরিয়ানার মরু প্রদেশে পলায়ন করিলেন, এবং দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কাঙ্‌রার মুসলমান শাসনকর্তার মৃত্যু হইল। তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে অথবা দিল্লী কিংবা কাবুলের অধীনতা স্বীকার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু কটোচের অভ্যুত্থানশীল অধিপতি বহুকালাবধি তাঁহার দেশ-প্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকার করিতে লালায়িত ছিলেন। যাহা হউক, কটোচের নরপতি জয় সিং কাণিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; জয় সিংহও সাহায্য দান করিতে সম্মত হইলেন। সমবেত আক্রমণে সেই সুদৃঢ় দুর্গ অধিকৃত হইল। কিন্তু শিখ-সেনাপতি দুর্গটি নিজে অধিকার করিয়া বসিলেন। পারিপার্শ্বিক রাজা ও ঠাকুরদিগের উপর বহুকাল হইতে যুশা সিংহের একাধিপত্য ছিল। জয় সিংহ এক্ষণে রাজকীয় দুর্গ অধিকার করিয়া, যুশা সিংহের আধিপত্য অপহরণ করিতে লাগিলেন।[৪]

পঞ্জাবের দক্ষিণবর্তী প্রদেশসমূহে 'ভাঙ্গী' সম্প্রদায়ের শিখগণ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। মানকেরা এবং মুলতানের বৃহৎ দুইটি সুরক্ষিত দুর্গ শিখদিগের অধিকৃত ছিল এবং তাহারা কালাবা হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র নিম্ন-প্রদেশে বলপূর্বক কর আদায় করিত। মূলতান অধিকারচ্যুত হওয়ায়, আফগান-জাতি সুজাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। শিখগণ সেই স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তাইমুর সা পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি পরিশেষে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র ছিল; সিন্ধুদেশ, ভাওয়ালপুর এবং নিম্ন-পঞ্জাব-প্রদেশ অধিকার করিবার মনস্থ হওয়ায় তিনি লাহোর পুনরধিকারের কোন চেষ্টা করিলেন না। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে কাবুল

৪। ভাওয়ালপুরের রাজার ইতিবৃত্ত এবং শিখদিগের হস্তলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং' নামক পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠা এবং ফরষ্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত,' প্রথম খণ্ড, ২৮৩, ২৮৬, ৩৩৬ পৃষ্ঠা।
১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জাম্মুর রণজিৎ দেওর মৃত্যু হয়।
দৈব-ঘটনাক্রমে ছুরত সিং নিহত হন, এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ঝান্দা সিংহের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়।
পাতিয়ালার উমার সিংহের সহিত যুদ্ধে, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, হরি সিং ভাঙ্গী নিহত হন।

সৈন্যের দুইটি ক্ষুদ্র দল মুলতান হইতে শিখদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করে ; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে সা স্বয়ং সৈন্য-সমভিব্যহারে তদ্বিরুদ্ধে গমন করেন। 'ভাঙ্গী' দিগের নূতন অধিনায়ক গান্দা সিং এই সময়ে অন্যান্য শিখ-অধিনায়কগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন ; তাঁহার প্রতিনিধিগণ প্রতিরোধের ভাণ করিয়া রাজধানী সমর্পণ করিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাইমুর সা তথায় রাজত্ব করেন ; কিন্তু তিনি একয়েক বৎসর সিন্ধিয়া, কাশ্মীররাজ এবং উজবেকদিগের বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ছিলেন। এমন কি শিখজাতির রাওলপিণ্ডি অধিকারে তাইমুর কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই। তাহাদের দস্যু-ব্যবসায়ী অশ্বারোহী কচ্ছ হইতে আটকের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়াছিল ; তৎসমুদায় প্রদেশ শিখদিগের অধিকৃত হইয়াছিল।[৫]

ইতিমধ্যে উমার সিং ফুলকিয়া, হারিয়ানা এবং দিল্লীর সীমান্ত পর্যন্ত আপন প্রভুত্ব বদ্ধমূল করিয়া তুলিলেন। তিনি শিরিসা এবং ফতেহাবাদ অধিকার করিলেন ; তাঁহার রাজ্য বিকানির ও ভাওয়ালপুর রাজ্যের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। তাঁহারা অধীনস্থ ঝিন্দ এবং কাইথালের যোধগণ হান্সি এবং রোহতকের চতুর্দিকবর্তী সমগ্র প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এই সময় সারহিন্দ প্রদেশে প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে দিল্লীর বাদসাহ শেষবার চেষ্টা করিলেন। সুতরাং উমার সিং আপন রাজধানী পাতিয়ালায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক মন্ত্রী এবং সম্রাট পরিবারের ফারখুন্দ বখত নামক জনৈক সেনানীর অধীনে একদল সৈন্য যুদ্ধ-যাত্রা করিল। কর্ণাল পুনরধিকৃত হইল ; অনেকে রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিল এবং খ্যাতনামা ক্রোড়াসিংঘিয়া-অধিনায়ক বাঘেল সিং বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কাইথালের দেশু সিং বহু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অবশেষে রাজকীয় সৈন্য পাতিয়ালায় প্রবেশ করিল। উমার সিং বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। তখন বাঘেল সিং আপন উদ্দেশ্য সাধন কল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন। এমন সময়ে সংবাদ আসিল,—সুবৃহৎ একদল শিখ সৈন্য লাহোর হইতে যাত্রা করিয়াছে ; তৎক্ষণাৎ মোগল সৈন্য দ্রুতবেগে পাণিপথ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল। কিন্তু তাহাদের মনে এক সন্দেহ জন্মিল যে,—মন্ত্রীবর শিখদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধনলিপ্সা চরিতার্থ করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক প্রভুর স্বার্থ বিসর্জন দিয়া শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উমার সিং একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক উন্মাদগ্রস্ত পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার দুই বৎসর পরে, দুর্ভিক্ষের প্রকোপে হারিয়ানা জনশূন্য হয় ; তত্রত্য অধিবাসীগণ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং অনেকেই স্থানান্তরে গমন

৫। ভাওয়ালপুরের রাজার ইতিবৃত্ত এবং অন্যান্য হস্তলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। Compare Browne, 'India Tracts' ii'. 28, and Forster, 'Travels', i. 324 এলফিন্‌ষ্টোন ('Caubul', ii. 303) বলেন, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে শিখদিগের হস্ত হইতে মুলতান পুনরধিকৃত হয়। তিনি ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে স্বীকার করেন না।

করে। শিরসা মরুভূমিতে পরিণত হইল। তৎকালে একটি বহু বিস্তৃত প্রদেশ শিখদিগের হস্তস্খলিত হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করে। অতঃপর শিখগণ সেই প্রদেশ আর পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই।[৬]

গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যবর্তী নিম্নপ্রদেশের শিখগণ, নাজিব-উদ্দৌলার পুত্র জাবিতা খাঁকে বহু অর্থ প্রদানে বশীভূত করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। সেই শাসনকর্তা সাম্রাজ্যের নামমাত্র মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হন, এবং সেই মন্ত্রিত্ব লাভের জন্য তিনি নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে রাজকীয় সৈন্যের পরাজয়ে তিনি কতকাংশে কৃতকার্য হইলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী নগরী অবরোধ মানসে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু যুদ্ধ-কাল উপনীত হইলে, তাঁহার আপন ক্ষমতায় অবিশ্বাস জন্মিল। এদিকে বাদসাহও তাঁহাকে আর অধিক উত্তেজিত ও কুপিত করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। উভয় পক্ষের এক সন্ধি হইল। বাদসাহ জাবিতা খাঁকেই সাহরাণপুরের শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই উপলক্ষে একদল শিখ সৈন্য জাবিতা খাঁর সহায়তা করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে অনুরঞ্জিত করিবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায়,—জাবিতা খাঁ তাহাদিগের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 'পাহুল' বা দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণান্তর ধরম সিংহ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৭]

যুশা সিং রামগড়িয়া, 'আলহুয়ালিয়া' এবং 'কাণিয়া' সম্প্রদায় কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তখন হিসারের নিকটবর্তী প্রদেশে আপন আধিপত্য স্থাপন-কল্পে তিনি উমার সিং ফুলকিয়ার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি দিল্লীর সীমান্ত পর্যন্ত বাহুবলে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্য দোয়াবের নিম্নভূমি আক্রমণ করিল; কিন্তু বাদসাহের সেনাপতি মির্জা সাফি বেগের সহিত মিরাটে তাহাদের এক ঘোরতর যুদ্ধ হইল; সেই যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। ঝিন্দের গণপৎ সিংহ বন্দী হইলেন। তথাপি, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বাঘেল সিং এবং অন্যান্য সেনাপতিগণ বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু নদীর পরপারে অযোধ্যায় বাদসাহ-সৈন্যের সতর্কতা হেতু তাঁহাদের সে উদ্যম ব্যর্থ হয়; তাঁহারা গঙ্গা অতিক্রম করিতে অসমর্থ হন। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে—দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বহু লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যুশা সিং বাধ্য

৬। ভুটিয়ানার সীমা সম্বন্ধে মিঃ রস্ বেল ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এক কার্য-বৃত্তান্ত প্রদান করেন। এস্থলে সেই বিবরণ এবং হস্তলিখিত ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য। ফ্রাঙ্কলিন কৃত 'সা আলম' ৮৬ ও ৯০ পৃষ্ঠা এবং সা নাওয়াজ খাঁর 'মিরিট-ই-আফটাব মুমা' নামক ভারত-ইতিহাসের সারসংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

৭। ফরষ্টারের 'ভ্রমাণ-বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড ৩২৫ পৃষ্ঠা; ব্রাউনের 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট,' দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা; এবং ফ্রাঙ্কলিন কৃত 'সা আলম,' ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare, Forster, 'Travels' i. 325; Browne, 'India Tracts', ii, 29; and Francklin's 'Shah Alum', p. 72).'

হইয়া দোয়াবে গমন করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়-সমষ্টি রোহিলাখণ্ডে প্রবেশ করিয়া, বরেলি হইতে চল্লিশ মাইলের অনধিক দূরবর্তী চান্দোসি পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া ফেলে। এই সময়ে জাবিতা খাঁ ঘোষগড়ের দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ ছিলেন। ঘারওয়ালের পার্বত্য রাজা চন্দ্রভাগার পশ্চিমতীরবর্তী পর্বত-পাদদেশস্থ অন্যান্য রাজপুত্র-গণের ন্যায় করদ-রাজগণের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। তাঁহারই পূর্বপুরুষ বাদসাহ অওরঙ্গজেবের ক্ষমতা উপেক্ষা করিয়া, তৎপুত্র দারাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এক্ষণে সে পূর্ব-গৌরব রক্ষা করিতে পারিলেন না। অযোধ্যার সীমান্ত হইতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত সমগ্র দেশে শিখ জাতিই তৎকালে প্রবল ও প্রধান ছিল। পরিব্রাজক ফরষ্টার কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছেন,—দুর্গ প্রাচীর মধ্যে দুই জন্য অশ্বারোহী শিখ-সৈন্য দেখিয়া, সেই দুর্গাধিপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক সর্দার-বালকের এবং তাঁহার অনুচর ও প্রজাবর্গের মনে মহা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। ঘারোয়ালের স্থানীয় রাজকর্মচারিগণের নিকট সমসংখ্যক শিখ সৈন্য বিশেষ সম্মান-সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহারা শিখদিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। সাধারণ অভ্যর্থনা-স্থলে সমবেত পথিকবৃন্দের নিকট তাহারা যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল,—ফরষ্টার আরও মনোমুগ্ধকর ভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।[৮]

তখন পঞ্জাবে জয় সিং কাণিয়ার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল, ছুরত সিং সুকারচাকিয়ার পুত্র মাহা সিং এই সময়ে তাঁহার রক্ষণাধীনে ছিলেন। তৎকালে মুসলমানগণ চন্দ্রভাগা-তীরবর্তী রসুলনগর অধিকার করিয়াছিল। সেই নগরের উদ্ধার-সাধন-কল্পে জয় সিং সেই সর্দার-বালকের সহায়তা করেন। মাহা সিংহের প্রশংসা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে জয় সিংহের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া, ১৭৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বার্থ-সাধন-কল্পে স্বেচ্ছাক্রমে তিনি জাম্মুর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিলেন। শুনা যায়, জাম্মুর কার্যকলাপে বাধা প্রদান করায়, সেই স্থান লুণ্ঠিত হয়। সেই স্থান লুণ্ঠন করিয়া তিনি বহু ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হন, এবং পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। স্বেচ্ছাক্রমে জাম্মু লুণ্ঠনে এবং স্বাধীনতা অবলম্বনে জয় সিং তাঁহার প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। মাহা সিং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু জয় সিং তাঁহার সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে যুবরাজের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, এবং অস্ত্র সাহায্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা ও প্রতিকার করিতে তিনি কৃত-সংকল্প হইলেন। অতঃপর তিনি যুশা সিং রামগড়িয়ার নিকটে দূতপ্রেরণ করিলেন। সেই সেনাপতি লুপ্ত-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সুযোগ পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি মাহা সিংহের সহিত মিলিত হইলেন, এবং অতি সহজেই কটোচের ঘুমান্দ চাঁদের পৌত্র সংসার চাঁদের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। কাণিয়াগণ আক্রান্ত ও

৮। ফরষ্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড, ২২৮, ২২৯ ও ৩২৬ পৃষ্ঠা এবং টিকা। ফ্রাঙ্কলিনের 'সা আলম'. ৮৩ ও ৯৪ পৃষ্ঠা 'এবং মিরিত-ই-আফতাব মুমার' পারস্য ভাষার সারসংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

পরাজিত হইল। যুদ্ধে জয় সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুবক্‌স সিং নিহত হইলেন, এবং বৃদ্ধ জয়সিংহের শক্তি দ্বিবিধ দুঃখে যথেষ্ট হ্রাস হইল। যুশা সিং স্বীয় রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। সংসার চাঁদের পিতা ও পিতামহ যে দুর্গ অধিকার করিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংসার চাঁদ সেই 'কাঙড়া' দুর্গ লাভ করিলেন। এক্ষণে মাহা সিং পঞ্জাবে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র, রণজিৎ সিংহ, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রণজিৎ সিংহের সহিত আপন শিশু কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা উভয় পরিবারের একতা-বন্ধন দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিতে প্রয়াসী হইয়া, জয়সিংহের বিধবা পত্নী সাদা কৌর মাহা সিংহের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মাহা সিং তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর মাহা সিং গুজরাট আক্রমণ মানসে যাত্রা করিলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মিত্র তত্রত্য 'ভাঙ্গী' -রাজ গুজার সিংহের মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি নিজেও সেই নগর অবরোধ সময়ে, বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়েন, এবং পর বৎসরের প্রথমভাগে কেবলমাত্র সাতাইশ বৎসর বয়সে অকালে কালকবলে পতিত হন।[১]

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সা জামান কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ভারত-সাম্রাজ্য জয়ের এক অকিঞ্চিৎকর আশায় তাঁহার মন সর্বদা পরিপ্লুত থাকিত। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি হাসেন অবদাল পর্যন্ত গমন করিয়া, তথা হইতে একদল সৈন্য পূর্বাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। কথিত হয়, তাহারা রোটাসের দুর্গ পুনরধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পশ্চিমস্থ রাজ্যের অরক্ষিত অবস্থা হেতু, তিনি কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। পুনর্বার দুরাণি আক্রমণের এক জনরব উঠে। উত্তর ভারতের তাৎকালিক নরপতিগণ ইংরেজ এবং মারহাট্টাগণের অত্যাচারে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যে দুরাণি-আক্রমণের ভয়ে ভীত হন নাই,—তাহা সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয় না। রোহিলখণ্ডের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা, গোলাম মহম্মদ, ১৭৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাব অতিক্রম করিলেন। আপন কল্পনা কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সা জামানকে উত্তেজিত করাই তাঁহার বাসনা ছিল। তাঁহার এই দুঃসাহসিক দুরভিসন্ধি ব্যর্থ-করণ মানসে অযোধ্যার আসফউদ্দৌলার পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতিনিধিগণ গোলাম মহম্মদের অনুগমন করিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে নিস্তারকারী বলিয়া গ্রহণ

১। হস্তলিখিত ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত দ্রষ্টব্য। ফরষ্টারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রথম খণ্ড ২৮৮ পৃষ্ঠা; মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং' ৪২ এবং ৪৮ পৃষ্ঠা; মুরক্রফটের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা। (Compare Forster, 'Travels', i. 288, Murray's 'Ranjeet Singh', p. 42. 48. and Moorcroft's 'Travels', i. 127,) যুশা সিংহের স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং 'কুণিয়া'দিগের পরাজয়ের সময় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ধারিত না হইয়া,—১৭৮৫, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হওয়াই যুক্তিযুক্ত। মারেও সেই মত সমর্থন করিয়াছেন। ইহার কারণ, ফরষ্টারের বিবরণ অনুসারে ('Travels', 356 note) ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড অবরুদ্ধ হয়, এবং যে যুশা সিং সেই যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তিনি তৎকালে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

করিবে,—বাদসাহ সা জামানকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ত্রিশ সহস্র সৈন্য লইয়া সা লাহোরে উপনীত হইলেন। শিখদিগকে অনুরঞ্জিত করিয়া, স্বীয় কাল্পনিক আধিপত্য-ভার সকলের উপযোগীরূপে প্রকট করা,—তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য হইল। কতকগুলি রাজা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু শিখগণ বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা-স্বীকারে ইচ্ছুক হইলেও, স্বীয় ভ্রাতা মামুদের সন্দেহমূলক কার্য-প্রণালীতে তিনি স্বদেশে পুনরাহূত হইলেন; তজ্জন্য এতদ্দেশে তিনি কোনরূপ বিধি-বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। পরাজিত মারহাট্টাগণ এবং ইংরেজ অপেক্ষা শিখগণ অত্যল্প ভয় বিহ্বল হইয়াছিল। কারণ তৎকালে ইংরেজগণ তদ্বিষয়ে কোন সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই।

অযোধ্যার উজিরের সহিত সকলেই সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। শেষোক্ত সকলেই তাঁহার রাজ্যে বিপৎপাত-হেতু দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত দোয়াবের অন্তর্গত অনুপসহরে একটি সেনানিবেশ স্থাপন করিলেন। সকলে ভয়-বিহ্বল হওয়ায়, পারস্যের সাহকে আফগান রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে তেহেরাণে এক দূত প্রেরিত হইল। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সা জামান পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার পঞ্চ সহস্র সৈন্য বহুদূর অগ্রসর হইল; কিন্তু বিতস্তা নদী-তীরে বিপক্ষ সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিল। সা অবাধে লাহোরে প্রবেশ করিয়া কখনও বা শিখদিগকে অনুরঞ্জন করিতে লাগিলেন, কখনও বা তাহাদিগের প্রতি ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভয়-প্রদর্শন ও অনুরঞ্জনের দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, তিনি আপন উদ্দেশ্য সাধনে চেষ্টিত হইলেন। এই সময়ে নিজাম-উদ্দীন নামক একজন সুদক্ষ পাঠান কাশুরে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। সেই পাঠান সা জামানের পক্ষ অবলম্বন করিল; কিন্তু সা জামান তাহার মিত্রতায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, সা জামান তাহাকেই শিখদিগকে এবং বীর যুবক রণজিৎ সিংহকে দমন করিতে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা সা জামানের আত্ম-মর্যাদায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। এদিকে নিজামুদ্দীনও তাঁহার প্রভুত্বের স্থায়িত্বে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভয় হইল—সা জামানের প্রত্যাগমনের পর প্রতিবেশী শিখগণ তাঁহার উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের বীভৎস অভিনয় করিবে, সুতরাং নিজামুদ্দীন অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত শিখদিগের প্রতি অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে বিরত হইলেন। কয়েকটি অবিচ্ছিন্ন খণ্ডযুদ্ধ হইল; কিন্তু তাহাতে কোন সুফল ফলিল না। এই সময়ে মামুদের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা সফল হইল; তিনি পারস্যের সার সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং হতভাগ্য আফগান সম্রাট ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। সা জামানের দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণকালে, রণজিৎ সিংহের সৎ-স্বভাব এবং আধিপত্য-প্রতিপত্তির ক্ষমতা আফগান সম্রাট দুরাণী সা এবং শিখদিগের মানসপটে সমভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল; সকলেই রণজিৎ

সিংহের ভাবী মহত্ত্বের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লাহোর অধিকারের অভিলাষ প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ, ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই লাহোর অধিকারের আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে উদয় হয়। যাহা হউক, রাজা আপন গুরুভার যুদ্ধাস্ত্রসমূহ, জলপ্লাবিত প্রবল বেগবতী বিতস্তা নদীর পরপারে লইতে অসমর্থ হইয়া, রাজ্যাভিলাষী সর্দারগণের নিকট বিজ্ঞাপিত করিলেন,—এই সময় যুদ্ধোপকরণ সমূহ নদীর পর পারে স্থানান্তরিত করিয়া দিলে, মহৎ উপকার সাধিত হইবে, রাজা তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। অতএব যে কামানগুলি কৌশল ক্রমে উদ্ধার করা হইয়াছিল, সার গমনের অব্যবহিত পরেই তৎসমুদায় প্রেরিত হইল। রণজিৎ সিং আপন অভীপ্সিত বিষয় লাভ করিলেন,—পুরস্কার স্বরূপ রণজিৎ সিং পঞ্জাবের রাজধানী লাভের এক সনন্দ বা রাজকীয় অভিনন্দন-পত্র প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর মহারাজের ইতিহাসের সহিতই শিখদিগের ইতিহাস কেন্দ্রীভূত হইল। কিন্তু উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুত্থানে, এবং ভারত-রঙ্গভূমে ইংরেজদিগের আগমনে শিখদিগের শৌর্য-বীর্য অনেকটা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল।[১০]

মাধোজী সিন্ধিয়ার কার্য-নৈপুণ্যে উত্তর ভারতবর্ষে মারহাট্টাদিগের ক্ষমতার পুনরভ্যুদয় হইল। নিয়মাধীন সৈন্যদলের শিক্ষা-নৈপুণ্যে তাঁহার রাজ্য-শাসন-প্রণালী সুদৃঢ় এবং স্থায়ী ভিত্তিতে বদ্ধমূল হইল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আগরার অধিপতি হইলেন, দিল্লীর নাম-মাত্র বাদসাহ, সা আলম, তাহাকে নায়েব-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তিনি যুক্ত-শিখ-রাজগণের সহিত এক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, যুদ্ধের ফলে, স্থিরীকৃত হইল যে,—যমুনার উভয় পার্শ্বে তাহাদের সমবেত বিজিত রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ মাধোজী পাইবেন, এবং অবশিষ্টাংশ 'খালসার' অধিকারে থাকিবে।[১১] অনুমিত হয়,—তাঁহাদের এই মিত্রতা বন্ধন ও সন্ধি-স্থাপন অযোধ্যা জয়োদ্দেশ্যেই হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজগণ অযোধ্যা রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই মিত্রতার আর এক উদ্দেশ্য,—

১০। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন ('কাবুল' দ্বিতীয় খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা—Caubul, ii 308) বলেন দিল্লীর একজন আশ্রিত রাজপুত কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, সা জামান ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারত আক্রমণের ভার গ্রহণ করেন, টিপু সুলতানও এ সম্বন্ধে সা জামানকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ভাওয়ালপুর রাজপরিবারের ইতিবৃত্তের উপর নির্ভর করিয়া, পরাজিত রোহিলা সর্দার গোলাম মহম্মদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং অযোধ্যার উজীরের দৌত্যকার্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিবরণানুসারেই সা জামান এবং সিন্ধিয়ার মধ্যে প্রতিনিধি বিনিময়ের বিষয় উল্লিখিত হইল। অপরাপর ঘটনাবলীর সামঞ্জস্যে প্রতিনিধিগণ ভাওয়াল-পুরের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের আসফ-উদ্দৌলার সন্দেহমূলক যোগাযোগের বিষয় ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন নাই। উত্তর ভারত-আক্রমণকারিগণের হস্ত হইতে মিত্র রাজ্যের উদ্ধার সাধন কল্পে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন,—তাঁহারা তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি ভাওয়ালপুর ইতিবৃত্তের বর্ণনাগুলি সর্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া অনুমিত হয়।

১১। ব্রাউনের 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট,' দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা। (Compare Browne's 'India Tracts', ii. 29)

দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা প্রতিপন্ন ও দৃঢ় করা, কেননা, দিল্লীর ক্ষমতা অক্ষুন্ন ও দৃঢ় করিতে— তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু গোলাম কাদির নামক একজন রোহিলার উদ্যমে মারহট্টাদিগের এই সকল মন্ত্রণা কিছুকাল ব্যর্থ হইযাছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জাবিতা খাঁর পুত্র, গোলাম কাদির, পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ন্যূনাধিক এক বৎসর পরেই বাদসাহের শরীর-রক্ষক হইবার আশায়, তিনি এক দুঃসাহসিক উপায় উদ্ভাবন করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি নিষ্ঠুর হইতে নিষ্ঠুরতর উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, পরিশেষে এক অতি নৃশংস ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতার অভিনয় করিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তৎকর্তৃক হতভাগ্য বাদসাহের চক্ষুরুৎপাটিত হইল। কাল্পনিক ঐশ্বর্যলালসায় তিনি রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করিলেন, এবং একজন নগণ্য যুবককে আকবর ও আওরঙ্গজেবের সিংহাসনাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সমুদায় কার্যকলাপে সিন্ধিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু গোলাম কাদির এবং দুরাচার আফগানদিগের নিষ্ঠুরতার অবসানে দিল্লীতে সিন্ধিয়ার প্রাধান্য-স্থাপন অনাদরনীয় বা অশুভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইল না, সকলেই মহাসমাদরে তাঁহাকে দিল্লীতে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার বিধিসঙ্গত শাসন-নৈপুণ্যে লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী শিখগণ দমিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা দেখিল,—মিত্র-রাজগণ বলিয়া আর কেহই সর্দারদিগকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন। আজ্ঞাবাহী ভৃত্যরূপে তাহাদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ রাখিতে সকলেই ব্যগ্র হইযা পড়িয়াছিলেন। জাগধ্রীর কুলপতি সর্দার, রায় সিং, বছুবালের নিমিত্ত দোয়াবের কতকগুলি দেশের অধিপতি ছিলেন। দশ বৎসর মধ্যেই পাতিয়ালার এবং সারহিন্দের অন্যান্য প্রদেশসমূহ তিনবার আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইল। এই সময়ে মৃত উমার সিংহের হিন্দু দেওয়ান নান্থু মল্ল অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত পাতিয়ালার শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। ক্রোড়া সিংঘিয়াদিগের অধিনায়ক বাঘেল সিংহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহার সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও সামরিক শক্তিতে উমার সিংহের অপরিসীম আস্থা ছিল। তিনি বিবিধ উপায়ে একদল অশ্বারোহী সৈন্য পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। প্রথমতঃ বিরোধীয় বিষয়ের মীমাংসকরূপে তিনি কর সংগ্রহ করিতেন, দ্বিতীয়তঃ, পাতিয়ালার রাজাকে সাহায্য প্রদান করিয়া, ক্ষীণবল শিখদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিতেন। এইরূপে তিনি মোগল এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের দাবীকৃত বিষয় আদায় পক্ষে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই দাবী সহজে পরিশোধ হইত না, কিংবা তদ্বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করিতেও কেহ সাহসী হইত না।[১২]

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল পেরণ, দৌলত রাও সিন্ধিয়ার বৃহৎ ফৌজের সেনাপতি-পদে বরিত হইলেন। তাঁহার স্বদেশবাসী ডি. বয়েন এই সময়ে কার্য পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল পরে পেরণ উত্তর ভারতে মহারাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত

১২। হস্তলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ফ্রাঙ্কলিন কৃত 'সা আলম'—১৭৬-১৮৫ পৃষ্ঠা। (Compare Francklin's 'Shah Alum'. p. 176-185).

হন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা অপেক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা ও যশোলিপ্সাই অধিক ছিল। তথাপি ধারাবাহিকরূপে তিনি আপন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হোলকার কর্তৃক সিন্ধিয়ার প্রভুত্ব বিপর্যস্ত না হইলে, এবং দুঃসাহসিক জর্জ টমাসের কৃতকার্যতায় ও শত্রুভাচরণে পেরণের অভিসন্ধি ব্যর্থ না হইলে, পেরণ আপন ক্ষমতা বা মারহাট্টা-প্রভুত্ব লাহোর পর্যন্ত বিস্তার করিতে পারিতেন। এই ইংরাজ নৌ-বিভাগের কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু স্বভাবজ উগ্রতা এবং দুর্বিনীত সংস্কার-প্রিয়তা হেতু, ১৭৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজের একখানি যুদ্ধ জাহাজ হইতে কার্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিছুকাল তৎপ্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অধীনে সামরিক কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের উত্তর সীমা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিখ্যাত সামরু বেগম তাঁহাকে আপন কার্যে নিযুক্ত করেন। পেরণ বেগমের অনুগ্রহে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ছয় বৎসরের মধ্যেই বেগমের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি আপ্পা কান্দা রাওয়ের অধীনে কার্য গ্রহণ করিলেন। আপ্পা কান্দা রাও সিন্ধিয়ার একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার অধীনেই ডি. বয়েন প্রথম সৈন্যদল গঠন করেন। যখন মারহাট্টাদিগের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন টমাস কর্তৃক একদল শিখ-সৈন্য কর্ণালে পরাজিত হয়। তৎপর তিনি আরও অনেক কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের এইরূপ বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা উপলব্ধি করিয়া, টমাস স্বতন্ত্ররূপে আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা-কল্পে এক অতি সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন; তাঁহার সকল মন্ত্রণাই স্থির হইয়া যায়। অতঃপর তিনি অতীত গৌরব হান্সির ভগ্ন প্রাকার-সমূহের পুনঃ-সংস্কার করিয়া, স্বীয় অধিনায়কত্বে তথায় বহুসংখক সৈন্য সমবেত করিলেন; পরিশেষে দুর্গের চতুর্দিকে কামান সন্নিবেশ করিয়া, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার সহিত রাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। পেরণ তাঁহার প্রভুত্ব দর্শনে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। হোলকার টমাসকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, ফরাসী সেনাপতির চিরন্তন বৈরী এবং প্রোতিশোধ-লোলুপ লাকোয়া দাদা ও অন্যান্য মারহাট্টাগণ, টমাসের সহায়তা করিতেছেন,—তাহা ভাবিয়া পেরণ অধিকতর ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।[১৩]

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টমাস 'ফুলকিয়া' সম্প্রদায়ের ভাগ সিংহের অধিকৃত ঝিন্দ নগর অবরোধ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা বাঘেল সিং ক্রোড়া-সিংঘিয়া এবং পাতিয়ালার হীনবল রাজার সমরানুরাগিনী ভগ্নী একত্র সমবেত হইয়া, ঐ স্থান পুনরধিকার করিলেন। কিন্তু হান্সি প্রত্যাগমন কালে, টমাসকে আক্রমণ করায়, বিতাড়িত হইলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে টমাস ফতেহাবাদ অধিকার করিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ ফলে সেই প্রদেশ জন-শূন্য মরুপ্রায় হয়; পরবর্তী কালে হরিয়ানার লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী ভুট্টিগণ তাহা অধিকার করিয়া লয়। তাহাদের ক্ষমতা প্রতিহত করিতে পাতিয়ালার রাজা অশেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু

১৩। Francklin's Life of George Thomas. p. 1. 79, 107 and Major Smith's Sketch of Regular Corps in the Service of Indian Princes, p. 118 &c.

তাঁহার সকল চেষ্টা—সকল উদ্যম ব্যর্থ হয় ; ভুট্টিগণ তত্রত্য স্থানে বিশেষ খ্যাতি-প্রতি-পত্তি লাভ করিতে থাকে। যাহা হউক, অবশেষে পাতিয়ালার রাজা অনন্যোপায় হইয়া তাহাদিগকে নিজ প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং টমাসের সহিত যুদ্ধে তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করেন। অতঃপর পাতিয়ালা অধিকার করিতে টমাসের উৎকট লালসা জন্মিল ; টমাস তদনুসারে কার্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময় রাজার ভগ্নী অস্থায়ীরূপে সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন ; তাহাতে উৎসাহিত হইয়া, টমাস আপন উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু ডুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ তারা সিংহের প্রতিকূলতাচরণে কিছু বাধা প্রাপ্ত হইয়া, টমাস অতি সতর্কতার সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা হউক, তারা সিংহের পরাজয়ে তিনি কতকাংশে কৃতকার্য হইলেন ; মালের কোটলার পাঠানগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল, এবং রাইকোটের ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী মুসলমানগণ টমাসকে মুক্তি দাতা বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিল। তাহারা কিছুকাল লুধিয়ানায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, এবং সকলেই সমভাবে শিখদিগের প্রতি জিঘাংসা-পরবশ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে সাহেব সিং নামক নানক-বংশীয় একজন বেদী, স্বয়ং অভিনব ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন ; তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লুধিয়ানা অবরোধ করিলেন। মালের কোটলা তাঁহার পদানত হইল ; শিখদিগের ধর্ম-গুরুর প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইতে এবং তাঁহার আজ্ঞাধীন হইতে, তিনি ইংরেজ বীরের প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্তু সাহেব সিং অধিককাল স্বদেশবাসীদিগকেও আজ্ঞাধীন রাখিতে পারিলেন না ; পরিশেষে তাঁহাকে শতদ্রুর পরপারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। বেদীর অনুপস্থিতিতেও টমাসের বিশেষ কিছু উন্নতি হইল না। তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্বাপর সর্বত্রই ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল ; সকলেই একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি লুধিয়ানার নিকটবর্তী স্থান হইতে হান্সির দুর্গে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর পুনরায় তিনি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, ঝিন্দ-প্রদেশের শাসনকর্তার অধিকৃত 'সাফিদন' নামক এক প্রাচীন সহর আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল বটে ; কিন্তু নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায়, স্থানটি পরিত্যক্ত হইল। টমাস তাহা অধিকার করিলেন। কথিত হয়, এই সময়ে তাঁহার অধীনে দশটি পদাতিক সৈন্য-দল এবং ৬০টি কমান ছিল। তিনি যে রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তাহার বাৎসরিক রাজস্ব ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এই বিশাল রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ তিনি আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন ; অপর তৃতীয়াংশ তিনি মারহাট্টাদিগের জায়গীরদারস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি পেরণের সকল প্রস্তাবগুলি সন্দিগ্ধচিত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সুতরাং পেরণ তাঁহার ধ্বংস-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। এইরূপ অবস্থা-বিপর্যয়ে বাধ্য হইয়া টমাস শিখদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। পেরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যই যে তিনি শিখ-সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছেন,— এতদ্বারা তিনি তাহাই সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যে

ব্যক্তি তাহাদের ধ্বংস-সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, অথবা যিনি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পদানত করিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্যক্তির হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্যই তাহারা অধিকতর প্রয়াসী হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে পাতিয়ালার হর্ষাতিশয্য দর্শনে, ফরাসী সেনাপতি এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন;—হরিয়ানায় উমার সিংহের অধিকৃত সমুদায় রাজ্য প্রত্যার্পণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ক্রমাগত দুইবার উপর্যুপরি পেরণের সৈন্যসমষ্টি ৬০ মাইল দূরবর্তী স্থানে বিপর্যস্ত করিয়া, অবশেষে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে টমাস আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরেজাধিকৃত প্রদেশে পুনরাগমন করিলে, সেই বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হইল।[১৪]

এইরূপে পেরণ অধিকতর কৃতকার্য হইলেন। এক দিকে বুর-কুইন নামক তাঁহার একজন কর্মচারী, শতদ্রুর পূর্বদিকবর্তী প্রদেশ-সমূহে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া কর সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে সেনাপতি স্বয়ং আফগান রাজ্যের সীমান্তবর্তী পর্বত-শ্রেণী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের কল্পনা স্থির করিলেন;—সিন্ধিয়া যেমন পেশোয়ার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি সিন্ধিয়ার প্রভুত্ব-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।[১৫] সমবেত আক্রমণে সিন্ধু-প্রদেশ অধিকার করিয়া, লাহোরের দক্ষিণস্থিত সমগ্র দেশ সমভাগে বিভাগ করিয়া লওয়া হইবে,—এই অঙ্গীকারে, তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি-সূত্রে মিলিত হইলেন।[১৬] কিন্তু সেই সময়ে হোলকারের নিকট পরাজিত হওয়ায়, সিন্ধিয়ার ক্ষমতা অধিকতর হ্রাস হইল। মহারাজ পুনঃপুনঃ পেরণের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সে সাহায্য দান তাঁহার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হইলেও, নানা অজুহাতে প্রকারান্তে মহারাজের সে প্রার্থনায় পেরণ এতকাল উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। সিন্ধিয়া ইংরেজদিগের সহিত লিপ্ত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন, এবং স্বার্থ-সাধোনোদ্দেশ্য দ্বিধামতের দণ্ড স্বরূপ পেরণ পদচ্যুত হইলেন। তেজস্বীতার সহিত সৈন্য পরিচালনা দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন অভিনব সামরিক

১৪। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য:- ফ্রাঙ্কলিন কৃত 'টমাসের জীবন চরিত' গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠা প্রভৃতি; এবং ম্যাজর স্মিথ কৃত 'ভারতীয় স্থায়ী সৈন্যদলের সারসংগ্রহ' (Franklin's Life of Thomas p. 21 &c. and of Major Smith's Sketch of Regular Corps in Indian States.) পাতিয়ালা রাজার ভগ্নীর বহু দুঃসাহসিক কার্যের বিষয় শিখ ইতিহাসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে নাহনের পার্বত্য-রাজ্য আক্রমণই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই রাজ্য হইতেই পাতিয়ালার রাজা পিঞ্জোর উপত্যকা এবং তদন্তর্গত শূন্যোদ্যান বলপূর্বক অধিকার করেন। কিন্তু প্রেরণের প্রতিনিধি বুরকুইনের সাহায্য ব্যতীত তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

১৫। ম্যালকম (সার-সংগ্রহ, ১০৬ পৃষ্ঠা;—Sketch, p. 106) মনে করেন, পেরণ অতি সহজেই শিখদিগকে পরাভূত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিতে পারিতেন।

১৬। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই দিল্লীর 'রেসিডেণ্ট,' স্যার ডেভিড অক্টারলোনির নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। জানা যায়,—রেসিডেণ্টের নিকট প্রতিনিধি ও আবেদন প্রেরিত হয়। তদনুসারেই এই সন্ধির বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে।'

কৌশল প্রদর্শন করিয়া পেরণ আপন প্রভুত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন নাই ; কিম্বা সে সম্বন্ধে কখনও চেষ্টা করেন নাই। তিনি জানিতেন, তিনি নিজেই দোষী ; সুতরাং তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে মারহাট্টাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া, নিরাপদ এবং শান্তিময় ইংরাজ রাজ্যে গমন করিলেন। দিল্লী, লাশোয়ারি, আসাই এবং আরগাম প্রভৃতি স্থানে জয় লাভ করিয়া, তৎকালে ইংরাজগণ ধীরে ধীরে রাজ্য বিস্তারের সূচনা করিতেছিলেন।[১৭]

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বান্দার অধিনায়কত্বে শিখজাতি বিদ্রোহভাচরণ করে। তৎকালে ইংরাজ বণিক দলের নবীন উদ্যমের সময় তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ বাদসাহের দরবারে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; তাহাতে ইংরেজ বণিকগণের বিরক্তি জন্মে। বণিকসম্প্রদায়ের সদ্বিবেচক ব্যক্তিগণ বাণিজ্যের সুবিধা হেতু বিশেষ অধিকারের জন্য আবেদন করিতেছিলেন ; তাঁহারা হয়ত খালসা সৈন্যের স্ব-জাতীয় 'সিং' দিগের বীরোচিত মৃত্যু প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ যে প্রতিভা বলে শিখ জাতিকে নূতন শক্তি ও তেজে অনুপ্রাণিত৷ করিয়াছিলেন, তাহা কেহই তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। তাহাদের অধ্যবসায়, ধৈর্য, এবং কার্যকারিতার ফলে, যে বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি গঠিত হইতেছিল, তাহাও তাহাদের উপলব্ধি হয় নাই।[১৮] চল্লিশ বৎসর পর, যে বিদ্রোহের ফলে পলাশী ক্ষেত্রে বিজয় লাভ হয়, তাহাতে উমীচাঁদ নামক একজন ব্যবসায়ী বিশেষ গুণপণার পরিচয় দিয়াছিলেন ; নানকের সাংসারিক-সম্প্রদায় -ভুক্ত সেই 'শিখ' বাহ্য সাজ-সজ্জায়ও ধর্মের ভাব বিস্তার করিতেন ; তিনি ক্লাইবের ধৃষ্টতা এবং মিথ্যাবাদিতায় প্রতারিত হইয়াছিলেন। তিনি বিজয়ী ইংরেজের অবজ্ঞা ও

১৭। Compare Major Smith's Account of Regular Crops in Indian States, p. 31 &c.

১৮। অরম, 'ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা ইত্যাদি ; এবং উইলসন সঙ্কলিত 'মিল', তৃতীয় খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (See Orme, History, ii. 22 &c. and Mill, Wilson's edition, iii. 34 &c.) ১৭১৫, ১৭১৬, ১৭১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুই বৎসর কাল, এই বণিক দল উদ্দেশ্য-সাধনোদ্দেশ্যে দিল্লীতে বাস করেন। সেই আবেদনকারিগণের মধ্যে প্রধানতঃ ডাক্তার মিঃ হ্যামিণ্টনের অকৃত্রিম স্বদেশ-হিতৈষণার ফলে, বাদসাহ কলিকাতার নিকটবর্তী ৩৭টি গ্রামের এক দানপত্র তাঁহাকে প্রদান করেন। ইংরেজদিগের সেই অনুমতি-পত্রের ফলে, পণ্যদ্রব্যের শুল্ক রহিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত স্বত্বাধিকারের ফলে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজদিগের অভ্যুদয়ের সূচনা হইল। বাণিজ্য-শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, সহযোগী ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ কোন সুবিধা বা লাভ না হইলেও, ইংরাজ প্রজাদিগের প্রভুত্ব-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল।

গুরুগোবিন্দের গ্রন্থেও অন্ততঃ চারিটি স্থানে ইউরোপীয়দিগের বিষয় উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে শেষোক্তটি একজন ইংরাজের প্রতি নির্দেশিত। প্রথমতঃ, 'অকাল স্তুত' অংশে, ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটি জাতি- বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ ও তৃতীয়তঃ, ২৪ অবতারের 'কল্কী' অধ্যায়ে, স্পষ্টভাবে ইউরোপীয়দিগের আচার-পদ্ধতির প্রশংসা দেখা যায় ; এবং চতুর্থতঃ, পারস্য-দেশীয় 'হিকায়াতে' ইউরোপীয়দিগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে একজন ইউরোপীয় একটি রাজবালার সহিত বিবাহার্থে যুদ্ধার্থী ; কিন্তু সে ব্যক্তি উপন্যাসের বীরপুরুষের নিকট পরাজিত হয়।

ঈর্ষা হেতু ভগ্ন-মনোরথ এবং নিরাশ হইয়া পড়েন;—বিজয়ীর নীচাশয়তায় ও আপন ধনলিপ্সায় অনুতপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।[১৯] অকপট শিখগণ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল; এযাবৎ তাহাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি কাহারও দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় নাই। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তৎপ্রতি হেষ্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। তিনি ভাবিলেন, দিল্লীর রাজসভায় একজন ইংরাজ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলে, অযোধ্যার উজীরের প্রতি শিখ-জাতি উৎপীড়ন করিতে পারিবে না।[২০] কিন্তু কিরূপে অপরকে ভয় করিতে হয়, এবং কি উপায়ে অপরের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতে হয়,—শিখজাতি সে সকলই শিক্ষা করিয়াছিল। কিছুকাল পরে, শিখগণ ইংরাজ রেসিডেণ্টকে আহ্বান করিল; মারহাট্টা-দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য আত্মরক্ষণোদ্দেশে তাহারা ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিল। সিন্ধিয়ার গতিবিধি পর্যবেক্ষণোদ্দেশ্যে দিল্লীর সন্নিকটে যে ত্রিশ সহস্র শিখ-সৈন্য ছিল, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে তাহারা অনুরোধ করিল।[২১] তখন একটি অভিনব এবং দূরদেশবাসী জাতির সম্বন্ধে ইংরাজদিগের অল্পই জ্ঞান জন্মিয়াছিল। দুই পুরুষ পূর্বের একটি বিবরণ দেখিয়া লাহোরের অধিপতি ও রক্ষক-বৃন্দ হয়ত হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন্ বলিয়াছেন,—'শিখ জাতির দেহ উন্নত; তাহারা উগ্রমূর্তি; তাহাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও মর্মস্পর্শী। * * তাহারা ইউফ্রেতিজের নিকটবর্তী আরবজাতীর তুল্য; কিন্তু তাহারা সচরাচর আফগানদিগের চলিত ভাষায় কথাবার্তা বলে। * * তাহাদের সৈন্য-সমষ্টি ২ লক্ষ ৫০ হাজার;—দুর্দ্ধর্ষ হইলেও, একতার অভাব হেতু বিশেষ কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই।'[২২] তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ফরষ্টার শিখদিগের এই বিশাল যুদ্ধ-সজ্জা সম্বন্ধে সমরূপ বর্ণনা সমূহে কতকটা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থকার অপেক্ষা তিনি অধিকতর নিশ্চিন্তরূপে শিখদিগের সৈন্য-সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রতিপন্ন হয়,—একজন দক্ষ সেনানায়ক দুর্দ্ধর্ষ সাধারণতন্ত্রের

১৯। ফরষ্টারের বর্ণনানুসারে উমীচাঁদ শিখ বলিয়া বর্ণিত হইল। (Forster, 'Travels' i. 337) তিনি ভগ্ন-মনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন,—এ বিষয় উইলসন বিশ্বাস করিতে চাহেন না। (Mill's, 'India', iii. 192, note, edition 1840.)

২০। ব্রাউনের 'ইণ্ডিয়া ট্রাক্ট', দ্বিতীয় খণ্ড. ২৯, ৩০ পৃষ্ঠা; এবং ফ্রাঙ্কলিন কৃত 'সা আলম', ১১৫, ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Browne, 'India Tracts, ii, 29, 30 and 'Francklin's 'Shah Alum' p. 115, 116.)

২১। Auber's 'Rise and Progress of the British Power in India,' ii. 26, 27. যে রাজা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম—দুলচা সিং। যমুনা-তীরস্থিত রাদৌর নামক স্থানে তিনি বাস করিতেন; পরে তিনি সিন্ধিয়ার অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। ফ্রাঙ্কলিনের 'সা আলম', ৭৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। (Compare 'Franklin's 'Shah Alum', p. 78 note.)

২২। ফ্রাঙ্কলিনের 'সা আলম,' ৭৫, ৭৭, ৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Francklin's 'Shah Alum', p. 75, 77, 78.)

সমাধি-ক্ষেত্রে, সম্ভবতঃ একাধিপত্য লাভ করিবেন, এবং তাহাতে পরিপার্শ্বিক রাজগণের মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে। রণজিৎ সিংহের অভ্যুত্থানে তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছিল।[২৩]

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে এক যুদ্ধ হয়। পাচ সহস্র শিখ সেই যুদ্ধে যোগদান করে; কিন্তু সহসা আলিগড় অবরুদ্ধ হওয়ায়, সেই বিপুল সৈন্যদল আশ্চর্যান্বিত হইল।[২৪] মারহাট্টাগণ পরাজিত হইল, এবং শিখগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ইহার কিছুকাল পরে, শিখগণ ইংরাজ সেনানায়কের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। সময় সময় খ্যাতি-সম্পন্ন বহু রাজার সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইত; কখনও বা তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করা হইত। তাঁহাদের মধ্যে ভাই লাল সিং লর্ড লেকের কৃতিত্ব স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন; ঝিন্দের শাসনকর্তাকুলপতি ভাগসিংহের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরে তিনি থানেশ্বরের অসভ্য রাজা, ভাঙ্গা সিং নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।[২৫] অতঃপর দুই মাসের মধ্যে লাসোয়ারিতে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইল; সেই যুদ্ধের ফলে, উত্তর-ভারতবর্ষে মারহাট্টাদিগের প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। বৃদ্ধ, অন্ধ বাদসাহ—সা আলমের প্রতি বিজেতৃবৃন্দ আর একবার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন;—তিনি নামমাত্র রাজকীয় ক্ষমতা পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু বিজেতার আচরণে তাঁহার অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা প্রশমিত হইয়াছিল। তখনও মোগল নাম সম্ভ্রমব্যঞ্জক এবং ভীতিপ্রদায়ক বলিয়া অনুমিত হইত। সুতরাং একটি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াই, সেই স্বাধীন অথচ রাজভক্ত সেনাপতি সন্তুষ্ট হইলেন। একজন সদ্বংশজাত ইংরাজ সেই উপাধিতে ভূষিত হইলে বুঝা যায়, তিনি মহাবীর তৈমুরলঙ্গ-বিজিত 'রাজ্যের তরবারি' স্বরূপ।[২৬]

ইতিমধ্যে অধ্যবসায়শীল বীর যশোবন্ত রাও হোলকার উত্তর ভারতবর্ষ আক্রমণের সংকল্প করিলেন। কর্ণেল মনসনের প্রত্যাবর্তনে, বিজয়লিপ্সায় এবং রাজ্যলালসায় তাঁহার মন উৎফুল্ল হইল। তিনি দিল্লী অবরোধ করিলেন; তাঁহার সৈন্যে দোয়াব পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি অতিশয় দক্ষতার সহিত রাজধানী রক্ষা করিতেছিলেন, এবং তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। এক্ষনে 'দীঘ' নামক স্থানে পরাজিত হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি পুনরায় রাজপুতনায় বিতাড়িত হইলেন। এই সকল যুদ্ধ-কালে, কর্ণেল বরণের অধীনে ক্ষুদ্র একদল ইংরাজ সৈন্য সাহরাণপুরের নিকটস্থ সাম্‌লিতে

২৩। ফরষ্টার, 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা; এবং ৩২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Forster, 'Travels' ii. 340. See also p. 324)—এস্থলে ফরষ্টার বলিয়াছেন, শিখগণ পঞ্জাবে ধর্ম-বন্ধন দৃঢ় করিয়াছিল।

২৪। Major Smith's 'Account of Regular Corps in Indian States' p. 34.

২৫। Manuscript Memoranda of Personal Inquiries.

২৬। উইলসন সঙ্কলিত, মিলের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ৫১০ পৃষ্ঠা। (Mill's 'History of British India,' Wilson's Edition vi. 510).

গুরুতররূপে বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু কাইথালের লাল সিং এবং ঝিন্দের বাঘ সিং উভয়ে যথাসময়ে সাহায্য প্রদান করায়, পরিশেষে সেই স্থান শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হয়।[২৭] এই সময়ে এইকারাও নামক একজন মারহাট্টা সেনাপতি দিল্লী ও পাণিপথের মধ্যবর্তী রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। শিখরাজদ্বয় উভয়ে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। তাহাতে উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে, লর্ড লেক তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। কিন্তু অপরাপর সকলেই তাঁহাদের মিত্ররাজগণের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিতে অভিলাষী হন। কর্ণেল বরণের সহিত যুদ্ধে বুরিয়ার শের সিং নিহত হইলেন, এবং লাদোয়ার গুরদত্ত সিংহের ব্যবহারে এবং কার্যকলাপে বাধ্য হইয়া, ইংরাজ সেনাপতি দোয়ারের জনপদ সমূহ এবং কর্ণাল সহর হইতে তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।[২৮]

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে হোলকার এবং আমীর খাঁ উভয়ে পুনরায় উত্তর ভারতবর্ষ অভিমুখে গমন করিয়া প্রচার করিলেন,—শিখজাতি, এমন কি আফগানগণও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিবে। কিন্তু সহসা লর্ড লেকের উপস্থিতিতে তাঁহারা আর অগ্রসর না হইয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা কিছুকাল পাতিয়ালায় অবস্থান করেন। তত্রত্য হীনবল রাজার সহিত তাঁহার স্ত্রীর তখন যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহাতে যোগদান করিয়া অর্থ সংগ্রহেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই।[২৯] কিন্তু ইংরাজ সৈন্য যখন কর্ণালের সমীপবর্তী হইল, তখন হোলকার উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন; যেখানে সমর্থ হইলেন, সেই স্থান হইতেই সুবিধামত কর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শতদ্রুর পশ্চিম দিকে, কোন শিখ সর্দারই তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন না। কথিত হয়, তাঁহার উত্তেজনায় পঞ্জাবের কতকগুলি সর্দার তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। রণজিৎ সিং বহুদিন নীরব ছিলেন। পরিশেষে অমৃতসরে হোলকারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল; ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে মারহাট্টাগণকে কোন সাহায্য প্রদানের পূর্বেই, প্রথমতঃ কাশুরকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে সেই সুচতুর যুবকশাসনকর্তা মারহাট্টাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আমীর খাঁ প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন যে, নিরীহ মুসলমান-দিগের বিরুদ্ধে তিনি কোন ভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন না। কিংকর্তব্যবিমূঢ়

২৭। হস্তলিখিত স্মৃতিলিপি দ্রষ্টব্য। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের এই সাহায্য বিষয়ে এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে শিখদিগের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ইংরাজ গ্রন্থকারগণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ, সেই বিষয় উল্লেখের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। (Mill's History, vi, 503, 592, edition 1840),

২৮। লিখিত দলিল পত্রের হস্তলিখিত স্মৃতি-লিপি এবং নিজের অনুসন্ধান-পত্র দ্রষ্টব্য;

২৯। আমীর খাঁর জীবনীতে (Memoir's, 276) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, হোলকার রাজা এবং রাণীর এইরূপ হেয় বিবাদ দেখিয়া, আমীর খাঁকে মন্তব্য স্বরূপ বলিয়াছিলেন,—'নিশ্চয়ই জগদীশ্বর আমাদের জন্য এই দুইটি পারাবত প্রেরণ করিয়াছেন; তুমি এক জনের পক্ষ অবলম্বন কর, আর আমি আর এক জনকে সাহায্য করি'।

যশোবন্ত রাও পেশোয়ারে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব করিলেন। তখন লর্ড লেক সৈন্য-সমভিব্যাহারে বিপাশা নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন; ইংরেজ সেনাপতিও কোনরূপ অন্যায় দাবী করেন নাই। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর এক সন্ধি হইল; তাহাতে হোলকার নিরাপদে মধ্যভারতে প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।[৩০]

লর্ড লেক যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। লাল সিং ও বাঘ সিং নামক দুই জন নরপতি তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহাদের কার্যাবলী পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বলহীন এবং নিরাশ্রয় সাহেব সিং পাতিয়ালায় তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। লর্ড লেকের হস্তে দুর্গ-ভার অর্পিত হইল; ব্রিটিস-শাসনে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তাহা তিনি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিলেন। বাঘ সিং রণজিৎ সিংহের মাতুল ছিলেন। একদল শিক্ষিত পদাতিক এবং গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার-কল্পে সেই বিচক্ষণ সেনাপতির সাহায্য-গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক; এরূপ সাহায্য-গ্রহণ অপ্রশংসনীয় বলিয়া অনুমিত হইল না। কথিত হয়,—রণজিৎ সিং ছদ্মবেশে ইংরাজ-শিবির পরিদর্শন করেন। তৎকালে ইংরেজ সেনাপতি কর্তৃক পর্যায়ক্রমে সিন্ধিয়া ও হোলকারের ক্ষমতা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। রণজিৎ সিং হয়ত ইংরাজ সেনাপতির সামরিক সাজ-সজ্জা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন।[৩১] অধিকন্তু যে সকল রাজপুরুষ রাজ্যচ্যুত হইয়া তৎকালে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যের সহিত যাহাতে তাঁহার অদৃষ্ট-বন্ধন সংঘটিত না হয়, তদ্বিষয়ে চিরস্থায়ী কোন সুযোগ অনুধাবনেও রণজিৎ সিং বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। যুশা সিং কুল্লালের ভ্রাতৃপৌত্র এবং ভাবী মহারাজার প্রিয় সঙ্গী, ফতে সিং আলহুওয়ালিয়া, এই সন্ধি স্থাপনের মধ্যস্থ ছিলেন; অনতিবিলম্বে 'সর্দার' রণজিৎ সিং এবং 'সর্দার' ফতে সিংহ উভয়ের সহিত একটি সন্ধি স্থাপিত হইল। তাহাতে স্থিরীকৃত হইল, হোলকার অমৃতসর হইতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইবেন; এবং যতদিন সর্দারদ্বয় বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ থাকিবেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ততদিন তাঁহাদের রাজ্য অধিকারের জন্য কোন ষড়যন্ত্রে যোগদান করিবেন না।[৩২] এই সময়ে লর্ড লেক কটোচের সংসার চাঁদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিলেন; উভয়ের মধ্যে মিত্রতা-সূচক চিঠি-পত্র চলিতে লাগিল; তৎকালে সংসার চাঁদ পার্বত্য রাজগণকে বশীভূত করিয়া, রণজিৎ সিংহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত কোন সন্ধি হইল

৩০। আমীর খাঁর ইতিবৃত্ত, ২৭৫ পৃষ্ঠা; এবং মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং,' ৫৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। (Compare Ameer Khan's 'Memoirs', p. 275, and Murray's Runjeet Singh, p. 57, &c.)

৩১। মুরক্রফ্‌ট, 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা। (See Moorcroft, 'Travels'. i. 102,)

৩২। সপ্তম পরিশিষ্টে সন্ধি-সর্ত দ্রষ্টব্য।

না; ইংরাজ সেনাপতি আম্বালা ও কর্ণালের পথ অবলম্বন করিয়া অধিকৃত প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।[৩৩]

রাজকার্য ব্যপদেশে লর্ড লেক সারহিন্দের অনেক শিখ সর্দারগণের সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; সর্দারগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তাঁহাদের কতকগুলির সাহায্য সময়োচিত এবং বিশেষ কার্যকরী ও মূল্যবান হইয়াছিল। বাঘ সিং দিল্লীর সন্নিকটে যে জায়গীর ভোগ দখল করিতেছিলেন, দিল্লীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তাহাতেই তিনি পুনরধিষ্ঠিত হইলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে আর একটি রাজ্য তাঁহাকে এবং তাঁহার বন্ধু কাইথালের লাল সিংহকে একত্রে প্রদত্ত হইল। অতঃপর, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে, সেনাপতিদ্বয় পুনরায় আর একটি রাজ্য পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন; তাহার বার্ষিক রাজস্ব—১১ হাজার পাউণ্ড। স্থির হইল, তাঁহারা যতদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন সেই রাজ্য তাঁহারা ভোগদখল করিবেন। তাঁহাদের প্রতীতি হইল যে,—লর্ড লেক সেই সর্ত্তে তাঁহাদিগকে পুনরায় হান্সি ও হিসার প্রদান করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু সেই মরুসদৃশ প্রদেশদ্বয় লাভজনক বলিয়া অনুমিত না হওয়ায়, তাঁহারা তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলেন। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণও আপনাদের কার্যের উপযুক্ত পুরস্কার পাইলেন। ইংরাজদিগের বিরোধের পূর্বে যিনি যে রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহারা পূর্বের ন্যায় সেই সকল রাজ্য উপভোগ করিতে থাকিবেন,—সে জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে কোন রাজস্ব দাবী করা হইবে না,—এই মর্মে তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন। লর্ড ওয়েলেসলির কূট-রাজনীতির ফলে, যখন চারিদিকে ঘোর নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতেছিল, যখন তৎপ্রতি জনসাধারণ তীব্র ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিতেছিল, তখন এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। ইংরাজ-রাজত্বের সীমা যমুনা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হইল; জয়পুরের রাজার সহিত পূর্বে যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া এক্ষণে সে সন্ধি পরিত্যক্ত হইল; ভরতপুরের সহিত ভারত-গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক অনিশ্চিত রহিল। সারহিন্দের শিখরাজগণকে এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানান হইল না বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত তাহাদের সম্পর্ক বিচ্যুত হইল;—পরস্পরের উপকারার্থে পরস্পরের সাহায্য প্রদান রহিত হইল।[৩৪]

শিখদিগের মধ্যে এক্ষণে রণজিৎ সিংহের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; অতঃপর

৩৩। রাজকীয় কাগজ পত্রাদিতে দেখা যায়, কিছুকাল কটোচে একজন সংবাদ-লেখক নিযুক্ত হইয়াছিল। সেই সকল পত্রাদি পাঠে সংসার চাঁদের সম্বন্ধে এই ধারণা জন্মে যে, রণজিৎ সিং কখনও সেই রাজার বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বিস্মৃত হন নাই। তিনি লাহোর হইতে স্বাধীন ছিলেন,—ইংরাজগণও এ বিষয়ে কখনও ভিন্নমত অবলম্বন করেন নাই।

৩৪। ঝিন্দ, কাইথাল এবং অন্যান্য কতকগুলি রাজ্যের আদি দানপত্র এবং নিশ্চয়তার নিদর্শন-স্বরূপ অন্যান্য দলিলাদি কোন কোন রাজপরিবার অতি যত্নের সহিত একাল পর্যন্ত তুলিয়া রাখিয়াছেন। ইংরাজদিগের অনেকগুলি রাজকীয় কাগজ-পত্রাদি হইতে বুঝা যায় যে, ঝিন্দের ভাগ সিং লর্ড লেক, স্যার জন ম্যাল্কম্ এবং সার ডেভিড অক্‌টারলোনির বিশেষ দয়ার পাত্র ও শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন।

তাঁহারই বিবরণ পুনরুল্লেখ আবশ্যক। এই সময় 'ভাঙ্গী' সম্প্রদায়ের কতকগুলি অযোগ্য শাসনকর্তা লাহোরে আধিপত্য করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে লাহোর অধিকার করাই রণজিৎ সিংহের প্রথম ও প্রাধান উদ্দেশ্য ছিল। সা জামানের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই, রণজিৎ সিং বলে ও কৌশলে সা-জামান-প্রদত্ত ভূমি-সমূহ অধিকার করিলেন। লাহোর—রণজিৎ সিংহের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইল। 'কানিয়া' (গাণী) সম্প্রদায়ের সাহায্যে তিনি অতি সহজেই 'ভাঙ্গী'গণকে পরাজিত করিলেন। 'ভাঙ্গী' গণ কাশুরের নিজাম-উদ্দীন খাঁর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, তাহারা রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিল। ১৮০১-২ খ্রীষ্টাব্দে সেই পাঠান অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্গ অবরোধ ও ধ্বংস করা সুকঠিন হইলেও, পাঠান সেনাপতি জায়গীরদাররূপে রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিলেন; নবাধিপতির অধীনে স্বীয় সৈন্য পরিচালনা করাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইল। বিবিধ প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিয়া, রণজিৎ স্নানার্থ তারাণ-তরাণের পবিত্র সরোবরে গমন করিলেন। তথায় ফতে সিং আলহুওয়ালিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে,—তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষনে তাঁহারা উভয়ে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর শিরস্ত্রাণ বিনিময় করিলেন। ইহাই বন্ধুত্ব-পরিচায়ক লৌকিক আচারনীতি বিশেষ,—ইহাই বন্ধুত্বের বা ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন। দেশ-প্রসিদ্ধ শেষ 'ভাঙ্গী' সেনাপতির বিধবা স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়া, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধিবদ্ধ সর্দারগণ অমৃতসর অধিকার করিলেন। সমবেত অক্রমণে সমগ্র বিজিত রাজ্য বিজেতৃবৃন্দ বিভাগ করিয়া লইলেন। শিখরাজ্যের অন্যতর রাজধানীর অধিপতির অংশে অমৃতসর পড়িল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে কটোচের অধিপতি সংসার চাঁদ, স্বীয় কল্পনা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের আশা বলবতী হওয়ায়, তদুদ্দেশ্যে জলন্ধরের অন্তর্গত উর্বর দোয়াব ক্ষেত্রের কতকাংশ অধিকারার্থে তিনি উপর্যুপরি দুইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিং এবং তাঁহার মিত্ররাজগণের আক্রমণে সংসার চাঁদ বিতাড়িত হইলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সংসার চাঁদ পুনরায় পার্বত্য-প্রদেশ পরিত্যাগ করিলেন; হোসিয়ারপুর ও বিজোয়ারা অবরুদ্ধ হইল। কিন্তু রণজিৎ সিংহের উপস্থিতিতে তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই গুর্খাদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল; গুর্খাগণ একটি নূতন জাতি; তাহারা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সমগ্র হিমালয়-প্রদেশ জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছিল।[৩৫]

৩৫। মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৫১ এবং ৫৫ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's Runjeet Singh, p, 51, 55.)

আম্বালার রাজনৈতিক প্রতিনিধি, কাপ্তেন মারে, এবং লুধিয়ানার রাজনৈতিক প্রতিনিধি (Political Agent) কাপ্তেন ওয়েড প্রত্যেকেই রণজিৎ সিংহের এক একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন। মারের গ্রন্থখানিতে কতকগুলি নোট সংযোজনা করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী, থবী প্রিন্সেফ, সংশোধিত ও পরিবর্ধিতরূপে তাহার মুদ্রণ-কার্য সম্পাদন করেন। গ্রন্থকার কাপ্তেন

পঞ্জাব পরিত্যাগের পর এক বৎসরের মধ্যেই সা জামান, আপন ভ্রাতা মামুদ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলেন; মামুদ তাঁহার দুইটি চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ভ্রাতা, সা সুজা, মামুদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। এই সমুদায় অন্তর্দ্রোহে আমেদ সার বিদেশীয় বৃহৎ সাম্রাজ্যের শীঘ্রই অধঃপতন হইল। প্রদেশ ও নগরসমূহে দুরাণি শাসনকর্তৃগণ হীনবল হইয়া পড়িলেন। রণজিৎ সিং তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে স্বীয় অস্ত্রবল পরীক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না;—রণজিৎ সিংহের অবিচ্ছিন্ন আক্রমণে তাঁহারা বিধ্বস্ত হইতে লাগিলেন। ১৮০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন; ঝঙ্গ ও সাহিওয়ালের মুসলমান শাসনকর্তৃগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল; রণজিৎ সিং তাহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। মুলতানের মজঃফর খাঁ বহু মুল্য উপহার প্রদান করিলেন; রণজিৎ সিং তাঁহাকে আর আক্রমণ করিলেন না। উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হইয়া, রণজিৎ সিং সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি লাহোরে প্রত্যাগমন করিয়া, রাজধানীতে 'হোলি' উৎসব সম্পন্ন করিলেন। পরিশেষে গঙ্গাস্নানার্থ হরিদ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া পঞ্জাবের পূর্বদিকে কার্য-কলাপের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি আর একবার পশ্চিমদিক আক্রমণ করিলেন; এইবার ঝঙ্গ-অধিপতি দৃঢ়রূপে রণজিৎ -সিংহের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু হোলকার ও আমীর খাঁ সমীপবর্তী হওয়ায়, ফতে সি প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন; তদপর রণজিৎ সিং স্বয়ং শিখজাতির অধিকৃত নগরাভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন। তখন প্রতীত হইল,—আসন্ন বিপদ উপস্থিত। এক দিকে প্রবল মারহাট্টাদিগের জনৈক খ্যাতনামা সেনাপতি একজন আফগান সেনাপতিকে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াসী; অন্যদিকে একদল সুশিক্ষিত ইংরাজ

ওয়েডের কার্য-বৃত্তান্ত কিম্বা তাঁহার বর্ণনা দেখেন নাই। কিন্তু তিনি মনে করেন,—মারের সঙ্কলন অপেক্ষা তাঁহার গ্রন্থ অধিকতর সঠিক। ব্যক্তিগত স্মৃতি এবং বাচনিক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সেই গ্রন্থ বিরচিত,—সমসাময়িক ইংরাজদিগের দলিল-পত্রাদির অনুকরণে লিখিত নহে। কারণ সেই সমুদায় দলিলাদিতে কেবল সাময়িক মতামতের পরিচয়ই পাওয়া যাইত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই সাধারণতঃ সেই দলিলাদি প্রচুর পরিমাণে রক্ষিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ, ইংরাজ কর্মচারীদিগের অনুরোধ, সুচতুর ভারতবাসিগণের বর্ণনা সমূহ হইতে বক্ষমাণ বিবরণদ্বয় সংগৃহীত। তন্মধ্যে বুটা সা নামক একজন মুসলমানের এবং মোহনলাল নামক একজন হিন্দুর লিখিত ইতিবৃত্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সেই গ্রন্থসমূহ সর্বত্রই পাওয়া যাইতে পারে। কাপ্তেন ওয়েড বহু বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের কার্যাবলীর অবিচ্ছিন্ন বিবরণ সংগ্রহের জন্য জনসাধারণ সেই কর্মচারীদ্বয়ের নিকট বিশেষ ঋণী।

শিখদিগের সহিত ইংরেজের মিত্রতা সম্বন্ধে যে বিবরণ লক্ষিত হয়, বর্তমান অধ্যায়ের শেষ অংশ, এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়, সেই সমুদয় বিবরণের অনুকরণে রচিত। গ্রন্থকার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উহা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, স্বহস্ত লিখিত ও স্বরচিত বর্ণনাদি ন্যায়তঃ ব্যবহার করা যাইতে পারে—এবং সেরূপ ব্যবহার অনুচিত নহে।

সৈন্য অমৃতসরের সমীপবর্তী হইল।[৩৬] তাহাদের উদ্দেশ্য এবং শক্তি-সামর্থও কেহ অবগত ছিল না।

শিখদিগের একটি মন্ত্রণা সভার অধিবেশন হইল। কিন্তু তাহাদের নেতৃবর্গের কয়েকজন মাত্র সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। পূর্বে তাহারা সকলে একই উদ্দেশ্যে কার্যে প্রবৃত্ত হইত; তাহাদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল,—যাবতীয় কার্যে ঈশ্বর তাহাদের সহায়তা করেন; সেই বিশ্বাসেই শিল্পনিপুণ মেষ-পালক জাতি অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিফল প্রদান করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই, এবং সেই অভিনব শক্তি বলেই, তাহারা আমেদ সাকে পরাজিত করিয়া জয়োল্লাসে মত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদের প্রভুত্ব-ক্ষমতাপ্রিয় ঐশ্বর্যপ্রয়াসী বংশধরগণের মনে সে ধর্ম-বিশ্বাস সেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল না। দুর্দ্ধর্ষ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় সর্বপ্রকার নীতি-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহারা ইন্দ্রিয়সুখপরতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আপনাপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই সর্বদা ব্যস্ত থাকিত এবং সংসার-সুখভোগ-লালসায় সর্বদা চেষ্টান্বিত হইত। সুতরাং কৃষিজীবী অধিবাসিগণের মনে পুনরায় এক অভিনব ভাবে শিখধর্মের প্রকৃত শক্তি জাগাইবার আবশ্যক হইয়াছিল। তাহারা পরস্পর স্বাধীন ছিল; আবার পরস্পর মিত্রতা বন্ধনেও মিলিত হইয়াছিল। সুতরাং স্বাধীনতা ও মিত্রতার সেই কঠোর মিশ্রণ-নীতি বহু-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া দাঁড়াইল। বস্তুতঃ, তাহাতে একটি মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল;—ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর মিলিত ও মিশ্রিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে 'মিছিল' বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকাংশ লোকেই স্ব স্ব গ্রামে স্বাধীন-ভাবে বাস করিতে ভালবাসিত। গ্রাম্য প্রদেশে রাজস্ব আদায়ের কঠোর বিধি-বিধান ছিল না; অনেক স্থলেই কর সংগ্রহ হইত না;—কোন বিচারব্যবস্থা কিম্বা আইন-অদালত প্রচলিত ছিল না। সামান্য সামান্য সর্দারগণ এবং তাহাদের বিত্তভোগী অনুচর-বর্গ সকলেই যথেচ্ছ দস্যুবৃত্তি দ্বারা কালাতিপাত করিতে যত্নপর হইত, এবং সকলেই আপনাপন ঐহিক প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিত। সামাজিক প্রথার অনুবর্তী হইয়া, সেই সকল সর্দার ও অনুচরবর্গ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিত; কিন্তু পরস্পরের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকিতে কেহই ইচ্ছা করিত না। কেহ কেহ ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল; কেহ কেহ বা বিজয়ী মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত নিজ নিজ ভাগ্য-গ্রন্থনে উৎকট আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। কিন্তু তাহারা সকলেই রণজিৎ সিংহের প্রতি ঈর্ষা-পরবশ ছিল, এবং তাঁহার চিরন্তন শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র রণজিৎ সিংহই বিদেশীয় আক্রমণকারিগণকে বিদূরিত করিতে অভিলাষী ছিলেন। তিনি জানিতেন,—সামরিক প্রাধান্য স্থাপন-কল্পে তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন

৩৬। এলফিন্‌ষ্টোন প্রণীত 'কাবুল' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা; এবং মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৫৬, ৫৭ পৃষ্ঠা। (See Elphinstone,s 'Cabul', ii. 375. and Murray's 'Runjeet Singh', p. 56, 57.)

বিষয়ে সেই বিদ্রোহীগণই একমাত্র অন্তরায়। তাঁহার বিশ্বাস—সামরিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, সাম্রাজ্যের জনসাধারণ সমভাবে নিরাপদে এবং সুখ-স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ ঐশ্বর্য-সম্পত্তি ভোগদখল করিতে পারিবে। বস্তুতঃ, বিভিন্ন ভিন্নধর্মাক্রান্ত অণু এবং বিক্ষিপ্ত উপাদান সমূহের একতা-বিধান-কল্পে এবং সংহতি-প্রদানোদ্দেশ্যে, রণজিৎ সিং বিশেষ বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতা সহকারে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ যেমন স্বতন্ত্র-মতাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়সমষ্টিকে একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের একটি জাতি গঠন করিয়াছিলেন ; তিনি যেমন নানকের উপদেশ এবং শিক্ষার কার্যকারিতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন ;—রণজিৎ সিংহও তেমনি ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শিখজাতির একটি সুব্যস্থিত ও সুনিয়মবদ্ধ রাজ্য বা সাধারণ-তন্ত্র গঠন করিতে অশেষবিধ চেষ্টা কবিয়াছিলেন।[৩৭]

হোলকার প্রস্থান করিলেন। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে,—ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত রণজিৎ সিং মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ; কিন্তু সন্ধির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয়তা ছিল না। তৎকালে নাভার সর্দার এবং পাতিয়ালার রাজার মধ্যে পরস্পর বিবাদ চলিতেছিল। সেই বৎসরের শেষভাগে সেই বিবাদে যোগদান করিয়া পক্ষাবলম্বনের জন্য রণজিৎ সিং আহুত হইলেন। যমুনা অতিক্রম করিয়া তত্রত্য প্রদেশের অধিপতি-গণের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিহারের কঠোর আদেশ পুনঃপুনঃ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও, ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ প্রথমতঃ সেই বিবাদে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হইয়া, কর্তৃপক্ষীয়দিগের আদেশানুযায়ী কার্য করিয়াছিলেন কি না, এক্ষণে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া মনে হয়। রণজিৎ সিং শতদ্রু অতিক্রম করিলেন। পতনোন্মুখ মুসলমান পরিবারের অধিকৃত লুধিয়ানা তৎকর্তৃক অধিকৃত হইল। সেই মুসলমান-পরিবার ঐ সময়ে ইংরাজ বীর জর্জ টমাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব রণজিৎ সিংহের পিতৃব্য ঝিন্দের অধিপতি বাঘ সিংহ সেই স্থান প্রাপ্ত হন। নাভা এবং পাতিয়ালার এই বিবাদ-সূত্রে, রণজিৎ সিং নাভার সর্দার যশোবন্ত সিংহকে সাহায্য প্রদানের জন্য গমন করেন, এবং পাতিয়ালার রাজা সাহেব সিংহের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তথায় আহুত হন। কিন্তু যশোবন্ত সিং এবং সাহেব সিং উভয়েই মনে করিলেন,—রণজিৎ সিহের মধ্যস্থতা উভয়ের পক্ষেই সাংঘাতিক। সুতরাং উভয়েই তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। বহু ঐশ্বর্য এবং একটি কামান উপহার প্রাপ্ত হইয়া রণজিৎ সিং তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সে স্থান হইতে তিনি কাঙড়ার



৩৭। ম্যাল্‌কমের সার-সংগ্রহ', ১০৬, ১০৭ পৃষ্ঠা (Malcolm's 'Sketch', p. 106, 107) লর্ড লেকের আক্রমণ কালে, শিখদিগের মধ্যে একতার অভাব দেখিয়া, ম্যাল্‌কম্ এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। 'মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৫৭, ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 57, 58.)

পার্বত্য প্রদেশাভিমুখে গমন করিয়া জ্বালামুখীর স্বভাবজাত অগ্নিশিখায় স্বধর্মানুযায়ী উপাসনা সমাপন করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন।[৩৮]

এই সময়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া কটোচের সংসার চাঁদ অবিমৃষ্যকারিতা সহকারে 'গুর্খা'দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; তাহাতে তাঁহার ক্ষমতা অনেকাংশে লাঘব হয়। অধ্যবসায়শীল সুদক্ষ শিখ-সর্দার, প্রাচীন পার্বত্য রাজন্যবৃন্দের সকলকেই সেই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে করিতে পারিতেন। তৎকালে তাঁহারা সকলেই ঘাড়োয়াল হইতে কর সংগ্রহ করিতে-ছিলেন। কিন্তু প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার এক উৎকট লালসার অনুবর্তী হইয়া, সংসার চাঁদ কালুরের (বা বিলাসপুরের) সর্দারের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন; সেই হীনবল শিখ-সর্দার অনন্যোপায় হইয়া নেপাল-সেনাপতির আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। উমার সিং থাপা হৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হইলেন। শত্রুদিগের প্রতি এই প্রথম আক্রমণে, নালাগড়ের সর্দার-যুবক, সংসার চাঁদের সহায়তা করিলেন। গুর্খা সেনাপতির আগমনে, তিনি বীরোচিত তেজস্বিতার সহিত বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এত বীরত্ব এত বাধা সত্ত্বেও, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী বিশাল রাজ্যখণ্ডে গুর্খা-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই বৎসর উমার সিং শতদ্রু অতিক্রম করিয়া কাঙ্‌ড়া অবরোধ করিলেন। জ্বালামুখী পরিদর্শন কালে, সংসার চাঁদ রণজিৎ সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেই সুদৃঢ় দুর্গাধিকারে বহু ধন-প্রাণ নাশের আশঙ্কায়, সংসার চাঁদ তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন না; সংসার চাঁদ স্বীয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং বিদেশীয় শত্রুগণকে বিতাড়িত করিবার কোনই ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত হইল না।[৩৯]

৩৮। মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৫৯, ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Murray's Runjeet Singh', p. 59, 60) ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন, সার চার্লস মেট্‌কাফ গবর্ণমেণ্টের বরাবর এক পত্র লেখেন। তাহাতে জানা যায়– তৎকালে, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে, রণজিৎ সিং এত শক্তিশালী ছিলেন না যে, তিনি কেবলমাত্র বল প্রয়োগে মালোয়া শিখদিগের ক্রিয়াকলাপে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইতেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ও ৭ই মার্চ, ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই সার ডেভিড অক্‌টারলোনি যে সকল পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে জানা যায়– পাতিয়ালার রাজা এবং অন্যান্য সর্দারগণের সহিত ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য কল্পে যে সন্ধি-বন্দোবস্ত হয়, তৎকালে অন্ততঃ সে বন্দোবস্ত নষ্ট হইয়াছিল।

৩৯। মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৬০ পৃষ্ঠা; এবং মুরক্রফটের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (Compare Murray's Runjeet Singh', p. 60; and Moorcrofts 'Travels', I. 127 &c)·

প্রাচীন রাজপুত সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া গোলাম মহম্মদ নামক জনৈক আশ্রয়-প্রার্থী রোহিলা সর্দারের পরামর্শে সংসার চাঁদ আফগান সৈন্য নিযুক্ত করেন। তিনি বলেন,—এই অপরিণামদর্শিতাই গুর্খাদিগের নিকট তাঁহার পরাজয়ের একমাত্র কারণ।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং প্রথমতঃ কাশুর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই স্থানে পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইতিপূর্বে তত্রত্য শাসনকর্তা নিজাম-উদ্দিন পরলোক গমন করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার উত্তরাধিকারী অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহাতে রণজিৎ সিং বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। হয়ত, রণজিৎ সিংহ মনে করিয়াছিলেন,—পাঠানদিগের বৃহৎ একটি উপনিবেশ অধিকার করিয়া লাহোরের পৌরাণিক প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজ্য, স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলে, তাঁহার গুণগরীমায় এবং যশোপ্রভায় দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত হইবে। পিতার পূর্ব-মিত্র সূত্রধর যুশা সিংহের পুত্র যোধ সিং রামগড়িয়ার সাহায্যে রণজিৎ সিং সেই স্থান আক্রমণ করিলেন। একতার অভাব হেতু তাৎকালিক শাসনকর্তা কুতব-উদ্দীন হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং তিনি কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। অবরোধের প্রায় এক মাস পরে, কুতব-উদ্দীন স্বেচ্ছাক্রমে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রণজিৎ সিং শতদ্রুর পরপারস্থিত একখণ্ড ভূ-সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অতঃপর রণজিৎ সিং মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেই প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগর-দুর্গ তৎকর্তৃক অবরুদ্ধ হইল। কিন্তু এ স্থলে তিনি আশাতিরিক্ত বাধা প্রাপ্ত হইলেন; দুর্গ-রক্ষিগণ এত বীরত্বের সহিত তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল যে, তিনি সে দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু দুর্গাধিপতি উপঢৌকন প্রদানের অঙ্গীকার করায়, তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, তিনি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; মানে মানে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন বলিয়া, তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি তিনি আপন অকৃতকার্যতা স্বীকার করিলেন না। ভাওয়ালপুরের নবাবের সহিত এই সময়ে তাঁহার যে সকল কথাবার্তা হয়, তাহাতে তিনি সেই কার্য্য-কুশল নবাবের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে তিনি নবাবকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং সেই শ্রদ্ধা হেতুই তিনি সেই সুরক্ষিত দুর্গ আফগান শাসনকর্তার হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন।[৪০]

সেই বৎসর, ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে, রণজিৎ সিং মোকুন চাঁদ নামক জনৈক সুচতুর ক্ষত্রিয়কে আপন কার্যে নিযুক্ত করিলেন। তাহার প্রতি রণজিৎ যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় বীর সে বিশ্বাসের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তৎকালে পাতিয়ালার

প্রজাগণ বিদ্রোহী হওয়ায়, নাহুনের রাজা গুর্খাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহিগণের শাস্তিবিধান-কল্পে গুর্খাগণ যমুনা অতিক্রম করে। পরে একজন রাজপুত সর্দারের সাহায্যার্থ তাহারা শতদ্রু পার হয়। একতা থাকিলে, নূতন জাতি হইলেও, কেহই তাহার অবাধগতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। সাধারণ কাগজপত্রাদির আলোচনায় জানা যায়,—গুর্খাগণ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শতদ্রু আক্রমণ করিয়াছিল।

৪০। মারের 'রণজিৎ সিং' ৬০ এবং ৬১ পৃষ্ঠা (('Murray's Runjeet Singh, p. 60, 61) এবং ভাওয়ালপুর রাজপরিবারের হস্তলিখিত ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য।

রাজার সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্রকারিণী স্ত্রীর ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল; রণজিৎ সিং সেই নবাভিষিক্ত কর্মচারী সমভিব্যাহারে সেই গৃহবিবাদে যোগদান করিতে গমন করেন। এ বিষয় পূর্বে হোলকার ও আমীর খাঁর নিকট যেরূপ লাভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, এক্ষণে লাহোরাধিপতির পক্ষে তাহা সমরূপ লাভজনক বলিয়া অনুভূত হইল। শিশু-পুত্রের ভরণপোষণের জন্য রাণী তখন দুর্বল স্বামীর নিকট হইতে রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ বলপূর্বক হস্তান্তর করিতে অভিলাষিণী হন। এক্ষণে রাণী, হীরক হার ও পিত্তল-নির্মিত কামান প্রদানের প্রস্তাব করিয়া, রণজিৎ সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; রণজিৎ সিং সে প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন; রাণীকে সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। রণজিৎ সিং শতদ্রু অতিক্রম করিলেন; বালকের ভরণ-পোষণ জন্য বাৎসরিক ৫০ হাজার টাকা নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। অনন্তর রণজিৎ সিং আম্বালা ও পর্বতমালার মধ্যবর্তী একটি রাজপুত পরিবারের অধিকৃত নারায়েণগড় আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রথমবার তিনি তথা হইতে বিতাড়িত হইলেন; তাঁহার গুরুতর ক্ষতি হইল। পরে তিনি সে স্থান অধিকার করিলেন। সেই আক্রমণকালে ডুলিওয়ালা সম্প্রদায়ের প্রাচীন রাজা তারা সিংহ, লাহোর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন; নারায়েণগড়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জলন্ধর দোয়াবের রাজ্য অধিকার করিতে রণজিৎ সিং সে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শক্তি-সামর্থে এবং তেজোবীর্যে সেই বৃদ্ধ নরপতির বিধবা পত্নী, পাতিয়ালার রাজার ভগ্নীর সমকক্ষ ছিলেন। কথিত হয়,—সেই রমণী স্বীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, রণসাজে রাহুনের দুর্গের ভগ্ন প্রাচীরের উপর অসিহস্তে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।[৪১]

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে উত্তর পঞ্জাবের বহুতর স্থান লাহোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। স্বাধীন শিখ-সর্দারগণ রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের রাজ্যগুলি নবপ্রতিষ্ঠিত লাহোর রাজ্যের কর্তৃত্বাধীনে শাসিত হইতে লাগিল। কিছু কাল পূর্বে শতদ্রুর পশ্চিম তীরে কতকগুলি রাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল; এক্ষণে মোকুমচাঁদ তাহার সুবন্দোবস্তের জন্য নিযুক্ত হইলেন। রণজিৎ সিংহের ধারাবাহিক আক্রমণে সারহিন্দের শিখদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ঝিন্দ ও কাইথালের সর্দারগণ এবং পাতিয়ালার দেওয়ান-মন্ত্রী প্রভৃতি মিলিত হইয়া, ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনার্থ দিল্লী অভিমুখে গমন করিলেন। শতদ্রুর পশ্চিমতীরবর্তী রাজ্য সমূহের সর্দারদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে চিঠি-পত্র চলিতেছিল, এ যাবৎ সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই সময়ে কর্ণালের নিকটবর্তী স্থানে কুঞ্জপুরার মুসলমান খাঁকে গবর্ণর-জেনারেল নিশ্চিত বলিলেন যে, তাঁহার পৈতৃক-রাজ্য সম্বন্ধে ভয়ের কোন কারণ

৪১। Compare 'Maraay's Runjeer Singh, p. 61, 63 এই উপলক্ষে রণজিৎ সিং পাতিয়ালা হইতে যে কামান প্রাপ্ত হন, তাহার নাম—কুরি খাঁ; ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ইংরাজ কর্তৃক সেই স্থান অধিকৃত হয়।

নাই।[৪২] শিকরীর শিখ-সর্দার ইংরাজদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন; পরে তাঁহাদের কার্যাবলী পুরস্কার-বৃত্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।[৪৩] কিন্তু সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ দিল্লীর ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট প্রকৃত প্রস্তাবে কোন নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হইলেন না; তথাপি তাঁহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিল,—কার্যকালে তাঁহারা পরিত্যক্ত হইবেন না। এই ভ্রম-বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ায়, তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল; এমন কি, তাঁহাদের ধ্বংস অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। ভয়-প্রশমনার্থ রণজিৎ সিং তাঁহাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; তাঁহার সহিত যোগদান করিতে সর্দারগণ অনুরুদ্ধ হইলেন। রণজিৎ সিংহের আশ্বাস বাণীতে তাঁহারা সকলেই প্রত্যাবর্তন করিয়া, সর্ব-সম্মানিত লাহোর-রাজ্যের সহিত আপনাপন বিরোধের বিষয়ের মীমাংসা করিতে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন।[৪৪]

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে যিনি গর্ভণর-জেনারেল ছিলেন, ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে তাঁহার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না। যমুনার পূর্ব-তীরবর্তী রাজন্যবৃন্দের সহিত পূর্বে যে সন্ধি হয়, তিনি সেই সন্ধি-সর্ত ভঙ্গ করেন; তাঁহারই কূটনীতির ফলে, যমুনা নদী—ইংরাজ রাজত্বের সীমা নির্ধারিত হয়। সা জামানের ভারত আক্রমণে, প্রায় তিন বৎসর কাল ভয়ের বিভীষণ মূর্তিতে এবং আশার ক্ষীণালোকে লোকের মন যুগপৎ অভিভূত এবং উত্তেজিত হইয়াছিল; তদ্বিষয়েও গর্ভণর-জেনারেলের কোন জ্ঞান ছিল না। সারহিন্দের শিখগণ যদি লর্ড কর্ণওয়ালিশের আশ্রয় প্রার্থনা করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি অস্বীকৃত হইতেন, এবং সেই অস্বীকার-সূচক চূড়ান্ত উত্তর প্রদান করিতেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে যে উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহাতে অভিনব বিপৎপাতের সূত্রপাত হইতে থাকে। তৎকালে তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে, ফরাসী, তুর্কী এবং পারস্য রাজন্যবৃন্দ একত্র মিলিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন; সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, নবাগত গর্ভণর জেনারেল যমুনার পর-পারস্থিত রাজন্যবৃন্দের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; এমন কি, সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তত্রত্য সর্দারগণের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন।[৪৫] নেপোলিয়নের ভারত-আক্রমণের অভিসন্ধি জানিয়া, আফগান ও শিখদিগের সহিত আত্মরক্ষণোপযোগী সন্ধিস্থাপন অনিবার্য হইয়া পড়িল। মিঃ এলফিনষ্টোন

৪২। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারির একখানি দলিলে দ্রষ্টব্য।

৪৩। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে আম্বালার ক্লার্ক সাহেবের লিখিত দিল্লীর প্রতিনিধির পত্র দ্রষ্টব্য।

৪৪। See 'Murray's Runjeet Singh', p, 64, 65.

৪৫। মিঃ অবার (Mr. Auber, 'Rise and Progress of the British Power in India', ii, 461) এই তিন রাজার মিত্রতার বিষয় প্রথম নির্দেশ করেন; ইহাতে সমগ্র হিন্দুস্থান ভয়ে ভীত হইয়াছিল।

সা-সুজার দরবারে প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরিত হইলেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ মেট্‌কাফ রণজিৎ সিংহের দরবারে উপনীত হইয়া অভীপ্সিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও কাইথালের রাজগণকে মৌখিক এক নিশ্চয়তা প্রদত্ত হইল ;—তাঁহারা বৃটিশ গর্ভণমেণ্টের অধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। রণজিৎ সিংহের প্রধান্যে কতকগুলি মিত্র-রাজ্য এইরূপ পথ অবলম্বন করিয়া, কিয়ৎপরিমাণ দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিল। বোধ হয়, রণজিৎ সিংহের সামরিক প্রভুত্ব এবং ইংরেজদিগের শান্তিময় শাসনের পার্থক্য তাহারা অনুভব করিতে পারায়, এইরূপ ঘটিয়াছিল।[৪৬]

রণজিৎ সিংহ তাঁহার নব-বিজিত কাশুর নগরীতে মিঃ মেট্‌কাফকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা নিজেই সমগ্র শিখ জাতির অধিপতি বলিয়া প্রচার করিলেন। অধিকন্তু লাহোর অধিকারে সারহিন্দের উপরও তাঁহার স্বত্ব নির্দেশিত হইয়াছে—কার্য-কলাপে তিনি সে ভাব প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। যাহা হউক, ফরাসী আক্রমণে যে তাঁহার নিজ স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। পরন্তু তাঁহার রাজ্যের প্রান্তভাগে একটি বিশাল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। শতদ্রুর তীরে তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখার জন্য, ইংরাজদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন।[৪৭] তৎক্ষণাৎ সন্ধিস্থাপনের সর্বপ্রকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া, তিনি শতদ্রুর দক্ষিণবর্তী প্রদেশসমূহ তৃতীয়বার আক্রমণ করিলেন। ফরিদকোট ও আম্বালা অবরুদ্ধ হইল ; মালের কোটলা এবং থানেশ্বর হইতে মহারাজ বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন, এবং পাতিয়ালার রাজার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইংরাজ দূত এই সকল প্রকাশ্য শত্রুতাচরণের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, এবং যতদিন রণজিৎ সিং পুনরায় শতদ্রু অতিক্রম না করিয়াছিলেন, তত দিন তিনি শতদ্রু তীরে অবস্থান করিলেন।[৪৮]

লাহোর-অধিপতির কার্য-প্রণালীতে গবর্ণর-জেনারেল এক্ষণে শতদ্রু অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। গবর্ণরজেনারেল এ সম্বন্ধে পূর্বে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। সন্ধি-সংস্থাপন-প্রস্তাবে মিঃ মেট্‌কাফের সহায়তা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। শতদ্রুর উত্তরদিকে রণজিৎ সিংহের প্রভুত্ব সীমাবদ্ধ রাখাও

৪৬। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর স্যার ডেভিড অক্‌টারলেনির নিকট গবর্ণমেণ্ট-লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য। মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৬৫ এবং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare 'Murray's Runjeet Singh', p. 65. 66.

৪৭। মুরক্রফ্‌ট নির্দেশ করিয়াছেন,—ইংরাজদিগের বাধাপ্রদান এত বিরক্তিকর হইয়াছিল যে, রণজিৎ সিং তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে কৃতসংকল্প হন। যে ব্যক্তিদ্বয় তাঁহাকে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে যুক্তি দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে খ্যাতনামা উজীজ-উদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য।

৪৮। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৬৬ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Runjeet Singh,' p, 66),

তাহাদের আর এক কর্তব্য কার্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনারেল তাহাদিগকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।[৪৯] কথিত হয়, তাহাদের প্রতি আর এক আদেশাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল ;—রণজিৎ সিংহের সহিত আর একটি সর্ত করিতে হইবে যে, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম যথাযোগ্য বৃদ্ধি করিতে হইবে ; ইংরাজ-রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশসমূহে রণজিৎ সিংহের সামরিক প্রভুত্বের বিপক্ষতাচরণে তাঁহাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হইবে না ; বরং তথায় মিত্র-রাজগণ আধিপত্য করিবেন। সীমান্ত প্রদেশে রণজিৎ সিংহের আধিপত্য লোপ প্রাপ্ত হইবে। তদনুসারে, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সার ডেভিড অক্‌টারলোনির অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য যমুনা অতিক্রম করিল। বুড়িয়া ও পাতিয়ালার পথ অবলম্বন করিয়া, সেনাপতি লুধিয়ানা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সারহিন্দের সর্দারগণ সকলেই তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ; কিন্তু একমাত্র 'ক্রোড়া-সিংঘিয়া' সম্প্রদায়ের নামমাত্র অধিনায়ক যোধ সিং তাঁহার প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু যাত্রাকালে তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, পাছে রণজিৎ সিং প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। উভয়বিধ সন্ধি-প্রস্তাব-হেতু, সেই সর্দার কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি আর অগ্রসর হইলেন না ; যদি বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, সেই আশঙ্কায় আপন সৈন্যদলের সন্নিকটে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে, তিনি বক্রগতি অবলম্বন করিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।[৫০]

রণজিৎ সিং কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। রাজ্যের সন্নিকটে ইংরাজ সৈন্যের অবস্থান হেতু, রণজিৎ সিং কথঞ্চিৎ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ইংরাজ প্রতিনিধি তাঁহার নিকট নানারূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ; কিন্তু নানা অজুহাতে মহারাজ সে সকলই প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। শতদ্রুর দক্ষিণ-তীরস্থিত তাঁহার রাজ্যগুলি সম্বন্ধে অকিঞ্চিৎকর সন্দেহের বশবর্তী হইয়া, মিঃ মেটকাফ্ আপন মনোভাব গোপন রাখিতেছেন,—তিনি তদ্বিষয়েও অভিযোগ করিলেন। তৎসম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পূর্বে এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে স্থির হয়, তাঁহার নব-বিজিত রাজ্যগুলি প্রত্যার্পিত হইবে ; এবং তিনি তাঁহার সমগ্র সৈন্য লইয়া শতদ্রু নদীর উত্তরদিকে গমন করিবেন ;—তাহাতে তাঁহার সহিত

৪৯। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর এবং ২৯শে ডিসেম্বর সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

৫০। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী, ৪ঠা, ৯ই এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টের বরাবর কয়েকখানি পত্র লেখেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ গবর্ণমেণ্টও সার ডেভিড অক্‌টারলোনির নিকট পত্র প্রেরণ করেন। সেগুলি পরস্পর মিলাইয়া দেখা কর্তব্য। সার ডেভিড যাহা লিখিয়াছেন বা যে কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা কোনমতেই অনুমোদন করেন নাই। তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া সার ডেভিড অক্‌টারলোনি কর্মত্যাগ করেন। (১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল, সার ডেভিড গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র লেখেন ; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।)

পুনরায় সন্ধি-স্থাপনের অনিবার্য ভিত্তি অধিকতর দৃঢ় হইবে।[৫১] যখন এইরূপ ব্যবস্থায় কার্যাবলীর অনুষ্ঠান হইতেছিল,তখন গবর্ণর-জেনারেল ইউরোপ হইতে এক সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, নেপোলিয়ন ভারত আক্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন; অথবা তিনি সেই অভিসন্ধি কার্যে পরিণত করিতে বিরত হইয়াছেন। তিনি যে ভাবে উদ্দেশ্যসাধনে বিরত হইয়াছেন, তাহাতে গবর্ণর-জেনারেল বুঝিলেন, আত্মরক্ষার জন্য—রাজ্য রাক্ষার উদ্দেশ্য, আপাততঃ কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন অনাবশ্যক।[৫২] অতএব প্রচারিত হইল, রণজিৎ সিং যাহাতে শতদ্রুর দক্ষিণস্থ রাজ্যসমূহে অনধিকার প্রবেশ করিতে না পারেন—ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এক্ষণে তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য; সেই সকল রাজ্যের নিরাপদ-বিধানই ইংরাজদিগের একমাত্র কর্তব্য। ইউরোপীর শত্রুর আগমনের সম্ভাবন না থাকিলেও, অন্যান্য কারণে দক্ষিণ-দেশবাসী শিখদিগকে আশ্রয় প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা পুনঃপুনঃ জিদ করিতে লাগিলেন,—রণজিৎ সিং শতদ্রুর পশ্চিম তীরে তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন; পরে তিনি যে রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করা হইবে; কিন্তু প্রথমে তিনি যে সমুদায় রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, সেগুলি পুনঃ-প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে মহারাজ কোনরূপ আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিবেন না। পরন্তু সর্বপ্রকার সন্দেহের কারণ নিরাকরণার্থে সার ডেভিড অক্‌টারলোনি লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য-সমভিব্যহারে প্রতাগমন করিতে পারিতেন; এবং তথায় তিনি স্থায়ীরূপে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে পারিতেন।[৫৩] কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি পূর্ববর্তী স্থানেই সেনানিবাস স্থাপনের উপযোগিতা বুঝাইতে লাগিলেন; গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ কিছুকালের জন্য পূর্বোলিখিত স্থানেই সেনানিবাস স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপে লুধিয়ানায় ইংরেজদিগের একটি স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপিত হইল; তৎসম্বন্ধে কেহই কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না।[৫৪]

৫১। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে পত্র লেখেন; এবং ঐ বৎসর ৩০শে জুলাই গবর্ণমেণ্ট সার ডেভিড অক্‌টারলোনিকে উত্তর প্রদান করেন; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। কর্ণেল লরেন্স বলেন. (Adventure in the Punjab, p. 31. note g) সার চার্লস মেট্‌কাফ অপরাপর রাজ্যের বিষয়ও জানিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজকে বলিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের তাৎকালিক দাবীকৃত বিষয়ে স্বীকৃত হইলে, মহারাজ যে অন্য কোন স্থানে অধিকারপ্রবেশ করিবেন না. সর্ব বিষয়েই যে নিরপেক্ষ থাকিবেন,—তৎসম্বন্ধে ইংরাজদিগকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

৫২। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী, সার ডেভিড অকটারলোনির নিকট 'গবর্ণমেণ্ট এক পত্র প্রেরণ করেন। এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

৫৩। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী, ৬ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৩ই মার্চ, স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনিকে গবর্ণমেণ্ট পত্র লেখেন। তাহাই দ্রষ্টব্য।

৫৪। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে, সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন, গবর্ণমেণ্ট সার ডেভিড অক্‌টারলোনিকে পত্র লেখেন। তাহাতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন। তাহাতে প্রচারিত হইল,—শতদ্রুর পূর্বতীরবর্তী সমুদয় রাজ্য ইংরেজদিগের আশ্রয়াধীন; তাঁহারা সেই সমুদয় রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। লাহোরাধিপতি সেই সকল রাজ্য অযথা আক্রমণ করিলে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন।[৫৫] রণজিৎ সিং তখন বুঝিলেন, - ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট সত্য সত্যই তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী। তাঁহার ভয় হইল, পাছে পঞ্জাবের অপরাপর স্বাধীন রাজগণ, ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিতে উদ্বুদ্ধ হন, এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেন। তিনি দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহার সাম্রাজ্য-গঠনের সমুদয় আশা-ভরসা সমূলে নির্মূল হইবে। তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিচক্ষণতার সহিত এক মন্ত্রণা স্থির করিলেন। প্রয়োজনানুরূপ, তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন; তাঁহার শেষ-বিজিত রাজ্যসমূহ পরিত্যক্ত হইল। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল, লাহোরের একমাত্র অধিপতি অমৃতসরের এক সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। স্থির হইল,—শতদ্রু নদীর দক্ষিণে যে সমুদয় রাজ্য পূর্বে তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় তাঁহার অধিকারেই থাকিবে; কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার রাজ্যলালসা শতদ্রু নদীর উত্তর এবং পশ্চিমাভিমুখে সীমাবদ্ধ হইল। তিনি তদ্দেশবর্তী সমুদয় রাজ্য অধিকার করিতে পারিবেন; কিন্তু সেই সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না।[৫৬]

এই সময় শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী কতকগুলি শিখ এবং হিন্দু ও মুসলমান রাজা, ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তাঁহারা ইংরেজদিগের আশ্রিত বলিয়া প্রচারিত হইলেন। বিদেশীর শত্রুর আক্রমণ হইতে তাঁহারা কি কি সর্তে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন, এক্ষনে সেই বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। সার ডেভিড অক্‌টারলোনি প্রতিপন্ন করিলেন,—যখন সর্দারগণ প্রথমে ইংরেজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তখন ইংরেজদিগের প্রতি তাঁহাদের যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, রণজিৎ সিংহের আক্রমণ ভয়ে তাহা বিদুরিত হইয়াছিল। তখন হয়ত তাহারা যে কোন প্রস্তাবিত সর্তে সম্মত হইতেন; এমন কি, রীতিমত রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিতেও তাঁহারা পশ্চাদপদ হইতেন না।[৫৭] যখন সেই সর্দারগণ প্রথমে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। লাহোরে তৎকালে যে দুত প্রেরিত হয়, তাঁহার দৌত-কার্যে সর্দারগণ এক নূতন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ, তাঁহারা আর মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের আশ্রয় এক্ষণে অপ্রধান

৫৫। অষ্টম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (See Appendix, No viii.)

৫৬। নবম পরিশিষ্টে সন্ধিপত্র দ্রষ্টব্য। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং' ৬৭ এবং ৬৮ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh,' p. 67. 78)

৫৭। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ তারিখে, সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র প্রেরণ করেন। এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট দূর-দেশস্থ কোন বিদেশীয় আক্রমণের ভয়ে যেমন ভীত হইয়াছেন, ইংরাজদিগের সেই ভয় হেতু তাঁহারা পঞ্জাবের স্বেচ্ছাচারীর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ, এক্ষনে ইচ্ছা করিয়া কেহ আর আশ্রয়-প্রার্থী হন না। তখন যে নীতি অনুসৃত হইয়াছিল, তাহাতে হয়, ইংরাজগণ তাঁহাদিগকে আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিবেন; না হয়, তাঁহারা শত্রুমধ্যে পরিগণিত হইবেন।[৫৮] সার ডেভিড প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন,—সেই বিশ্বাসেই রাজন্যবৃন্দ আশা করিয়াছিলেন, স্বেচ্ছাপূর্বক আশ্রয় প্রদত্ত হইবে। এদিকে গবর্ণমেণ্ট নূতন আশ্রয়ার্থী রাজাদিগের সম্বন্ধে উদার-নীতি অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে, এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। স্থির হইল,—রণজিৎ সিংহের আক্রমণ সম্বন্ধে সারহিন্দ এবং মালোয়ার সর্দারগণ প্রতিভূস্বরূপ রহিলেন; রণজিৎ সিং কোন সময় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিবেন; সর্দারগণ আপনাপন রাজ্যে একাধিপত্য করিবেন, তাঁহারা স্বাধীন রহিলেন; তাঁহাদিগকে কোনরূপ কর প্রদান করিতে হইবে না। কিন্তু যুদ্ধ-সময়ে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টকে তাঁহারা সাহায্য প্রদান করিবেন। আরও অনেকানেক সর্ত সব্যস্ত হইল; কিন্তু এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।[৫৯]

রণজিৎ সিংহের আক্রমণ-ভয় হইতে মুক্ত হইতে না হইতেই, কলহপ্রিয় দুর্দান্ত সর্দারগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; কেহ কেহ বা আপনাদিগের অপেক্ষা হীনবল পারিপার্শ্বিক রাজগণের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই সদারদিগেকে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে গবর্ণর জেনারেল পূর্বাপর অনিচ্ছুক ছিলেন।[৬০] কিন্তু মিঃ মেট্‌কাফ প্রতিপন্ন করিলেন,—সেই সকল সদারের প্রত্যেককেই প্রত্যেকের অযথা আক্রমণ হইতে রক্ষা করা আবশ্যক; এবং তাহদিগের সকলকেই সমরূপে রণজিৎ সিংহের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। সেই মর্মে সম্প্রতি স্বতন্ত্র ঘোষণাপত্র প্রচার করা কর্তব্য। তিনি আরও বলিলেন,—তাঁহাদিগের বিপদ নিরাকরণরে এতটা নিশ্চয়তা প্রদত্ত না হইলে, উৎপীড়িত ব্যক্তিবর্গ বাধ্য হইয়া

৫৮। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে, গবর্ণমেণ্ট দিল্লীর রেসিডেণ্টকে এক পত্র লেখেন; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। ব্যারণ হাগেল ('ভ্রমণ বৃত্তান্ত,' ২৭৯ পৃঃ;—Travel's, p. 279.) বলেন,—স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যেই অন্ততঃ ইংরাজগণ পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজকার্যে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতে,—ন্যায্য উত্তরাধিকারী অভাবে সমুদয় রাজ্য গ্রাস করিয়া, তাহার উপস্বত্ব ভোগ-দখল করাই—ইংরাজদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সর্দারগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ায়, উত্তরাধিকারী অবর্তমানে ধনসম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, পরবর্তী সময়ে রাজ্যগ্রাসের উৎকট অভিলাষ জন্মিয়াছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সেই লালসার বশবর্তী হইয়া ইংরাজগণ কার্য করেন নাই।

৫৯। দশম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (See Appendix, No. x.)

৬০। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল, সার ডেভিড অক্‌টারলোনির বরাবর গবর্ণমেণ্ট এক পত্র প্রেরণ করেন। এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

লাহোরাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; তাঁহাদের মনে হইবে— তিনিই আশ্রয় প্রদানের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। নববলে বলীয়ান হইয়া, লাহোরাধিপতি বিদ্রোহ-দমনের সুযোগ পাইবেন; তদ্বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধিলাভও অবশ্যম্ভাবী।[৬১] সকলেই সেই মতের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন,—সকলেই সেই মত সমর্থন করিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। তাহাতে সর্দারদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল; কেহ কাহারও রাজ্য অযথা আক্রমণ না করেন,—ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকেও সাবধান করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইবে, এবং রণজিৎ সিংহের আক্রমণে তাঁহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন—সে সম্বন্ধেও সর্দারদিগকে আশ্বস্ত করা হইল।[৬২] এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও, বিবাদ-বিসম্বাদ, অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং অযথা রাজ্য-আক্রমণ সহজে মিটিল না। স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনির আগমনে যোধ সিং খালসিয়া নানারূপ অছিলায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিস্থাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি বলপূর্ব্বক কতকগুলি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দমন করিতে সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক হইল। যোধ সিং যে সকল স্থান বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার-সাধনই সেই অভিযানের উদ্দেশ্য।[৬৩]

দক্ষিণ প্রদেশস্থ 'মালোয়া, শিখদিগের ইতিহাসে, সাধারণ পাঠক-দিগের কৌতূহলপ্রদ ঘটনাবলীর অসদ্ভাব না হইতে পারে; ভারতের শাসনসম্পর্কে যাঁহারা জ্ঞানলাভেচ্ছু, সে ইতিহাসে তাঁহাদেরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত থাকিতে পারে; এস্থলে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে ইংরাজ কর্মচারিগণ কয়েকটি গুরুতর সমস্যাপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠিল,—সমশক্তিসম্পন্ন রাজগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সেই বিবাদে যোগদান করা কর্তব্য কিনা; দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিক রাজগণ এবং তাঁহাদের মিত্র- রাজগণ অথবা অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ বা

৬১। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন, গবর্ণমেণ্টের বরাবর মিঃ মেট্‌কাফ যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহারই বিষয় উল্লেখ করা হইতেছে।

৬২। একাদশ পরিশিষ্টের ঘোষণা-পত্র দ্রষ্টব্য। (See the Proclamation, Appendix, No, xi.)

৬৩। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর, দিল্লীর রেসিডেণ্ট রাজাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে, আম্বালার প্রতিনিধির নিকট এক আদেশ-পত্র প্রেরণ করেন। সাময়িক ব্যয়স্বরূপ ৬৫ হাজার টাকা সেই রাজার নিকট হইতে আদায় করিতে আম্বালার প্রতিনিধি আদিষ্ট হন। তৎকালে, কিছুকাল পূর্ব্বে সেই পরিবারের প্রধান ব্যক্তি যোধ সিং মুলতান অধিকার করিয়া, রণজিৎ সিংহের সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহারাজ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। আশ্রিত শিখগণ এবং ইংরাজ কর্মচারিগণ উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম সম্বন্ধে ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন ভাবিয়া, তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং 'ক্রোড়াসিংঘিয়া' মিছিলের অধিনায়ক বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং নিঃসন্তান জায়গীরদার-গণের উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই সম্প্রদায়ের প্রকৃত এবং উপযুক্ত অধিনায়ক-রূপে দণ্ডায়মান হইলেন।

সর্দারদিগের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য হেতু বিবাদ বিসংবাদ সংঘটিত হইলে, সে ক্ষেত্রেই বা ইংরাজ-গবরমেণ্ট কোন নীতি অবলম্বন করিবেন ;—সে সকল স্থলে তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করা কর্তব্য কিনা, ইত্যাদি বিষয় মীমাংসার জন্য ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইলেন। বিভিন্ন জাতির বিভিন্নরূপ সামাজিক রীতি-নীতির সহিত হিন্দুদিগের উত্তরাধিকারিত্ব-বিষয়ক প্রচলিত নিয়মসমূহের সামঞ্জস্য বিধান করিতে, তাঁহারা অশেষ পরিশ্রম করিলেন ;—ভিন্ন ভিন্ন জাতির সামাজিক প্রথা অনুসারে, উত্তরাধিকারিত্বের প্রাচীন বিধিসমূহ প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করিলেন। কৃষিজীবি শিখজাতি সহসা রাজ্যাধিকারি হওয়ায়, তাহাদের সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম নির্দেশ করিতে বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। উত্তরাধিকারী অবর্তমানে সম্পত্তির কিরূপ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত—তাহা মীমাংসার জন্যও ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে হইয়াছিল,—ব্রিটিশ জাতির নাগরিক (মিউনিসিপাল) বিধি বিধানই শ্রেষ্ঠ ; আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের রক্ষার জন্য তাঁহারা যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তদ্দারা তাঁহারা প্রত্যুপকারের আশা করিতে পারেন। তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন,—স্বগোত্রজ বা সপিণ্ডিজ উত্তরাধিকারীদিগের স্বত্বাধিকার সীমাবদ্ধ ; সম্পত্তিতে তাঁহাদের জীবনস্বত্ব। যাঁহারা কোন রাজস্ব প্রদান করেন না, তাঁহাদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। রাজস্ব আদায় না করাতে বুঝিতে হইবে যে, সম্পত্তিটিকে অতি সহজেই খাস করিয়া লওয়া যাইতে পারে। শিখ রাজ্যের এবং ইংরাজ রাজত্বের সাধারণ সীমা নির্দেশ করাও তাঁহাদের আর একটি অনিবার্য কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এক্ষণে কোন কোন স্থলে তাঁহারা রণজিৎ সিংহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা এক্ষণে প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন—অধুনা কোন প্রধান নগর অধিকৃত হইলেই, তৎসংলগ্ন পারিপার্শ্বিক গ্রাম ও জনপদ সমূহে নূতন স্বত্ব জন্মিবে ; সেই সমুদয় স্থান স্থানীয় শাসন-কর্তাদিগের রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হইবে। অধীনস্থ ব্যক্তিগণ কতকগুলি পতিত জমি দখল করিয়া তাহাতে চাষ আবাদ করিতেছিল, সেই সকল জমি রাজার অধিকৃত বলিয়া ঘোষিত হইল। তাঁহারা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নাগরিক (মিউনিসিপাল) শাসন-নীতি বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রিটিশ প্রজাগণের নিকট হইতে অপহৃত সম্পত্তিসমূহের জন্য তাঁহারা ক্ষতি-পূরণের দাবী করিলেন ; অপরাধীদিগের আত্ম-সমর্পণের জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। পূর্বতন বিচার-পদ্ধতি পুনরায় প্রচলিত হইবার ব্যবস্থা হইল ; পরস্পর আদান -প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ায়ও সেই পূর্ব নীতি দূর হইল না। ব্রিটিশ প্রজার হৃত -সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দাবী করা সম্বন্ধে এবং অপরাধিগণের আত্মসমর্পণ বিষয়ে পূর্বে বিচার-ব্যবস্থায় যে স্বেচ্ছাচার-নীতি অবলম্বিত হইত, এক্ষণে সেই সমস্ত বিষয়ের আদান -প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া সত্বেও পূর্বনীতি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল না। প্রগল্ভ এবং অবিবেচক কর্মচারিগণের যথেচ্ছ কার্যকলাপে বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসন-নীতি এবং বিচার-ব্যবস্থা অনেক সময়ে নিন্দাভাজন এবং ভ্রমমূলক বলিয়া কথিত হয় ;—সাধারণে তৎপ্রতি পূর্বাপরই দোষারোপ করিয়া থাকে। সেই সকল কর্মচারী মনে করেন, অপরের

শ্রেষ্ঠ শক্তি হ্রাস করিতে পারিলেই, তাঁহাদের প্রভুর জটিল স্বার্থ সুচারুরূপে সিদ্ধ হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস,—আপন প্রভুর রাজ্যের মঙ্গল বিধানার্থে কোন সুবিধা প্রাপ্ত হইলেই, তাঁহাদের নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় প্রশস্ত হইবে। আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সর্বপ্রকার সুবিধা অন্বেষণ করেন। এই সকল কার্য-কলাপের জন্য কেবল নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণই অপরাধী নহেন; ভারতীয় আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা কর্তব্য। এক্ষণে সর্ব-সামঞ্জস্য-ব্যঞ্জক, ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিপূর্ণ বিধি-বিধান প্রবর্তনের এবং শাসন-দণ্ড পরিচালনের আবশ্যক। শিখদিগের রাজ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাই, ভ্রম এবং মনোদুঃখের কারণ। তদ্বিষয়ে ইংরাজদিগের কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকায়, পরিশেষে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, এবং তাহাই তাঁহাদের মনস্তাপের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।[৬৪] ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার ডেভিড অকটারলোনি 'মারকুইস অব হেষ্টিংসের' নিকট অকপটে স্বীকার করিয়াছিলেন,—ভ্রম-বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই, তিনি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—তখন শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ-সমূহে কয়েকজন মাত্র শক্তিশালী সর্দার বর্তমান ছিলেন; তাঁহারাই সেই সকল রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের জন্য দায়ী, তাঁহাদের উপরই শান্তি-রক্ষার দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। তিনি বুঝিলেন, 'মিছিল' গঠনের সময় হইতেই তাহাদের ভিত্তিতে দোষ স্পর্শ করিয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল 'মিছিল' বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, আমেদ সার সময় হইতে শিখগণ যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল, এখন তাহারা সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই অবলম্বন করিয়াছিল। রাজগণের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ ছিল, এবং তাঁহারা সকলে আবার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত কিরূপ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই, শিখ-জাতির অবস্থা-বিশেষের প্রতি বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সেরূপ মনোযাগ করেন নাই।[৬৫] আপনাদিগের ন্যায়

৬৪। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখের গোপনীয় পত্রাদিতে এই বিষয়ের অনেক আলোচনা হইয়াছিল।

৬৫। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, কাপ্তেন মারে, মিঃ ক্লার্ক, স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি এবং লেফটনাণ্ট কর্ণেল ওয়েডের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ শতদ্রুর উভয় পার্শ্বের শিখ-রাজ্যে বহুকাল প্রতিনিধিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর ভিন্ন-মতাবলম্বী হইলেও ইংরাজ-রাজত্বের মঙ্গলবিধানার্থ একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য করিতেন। তাঁহারা আপনাপন সৎ-স্বভাব এবং প্রভুত্ববলে স্বদেশবাসীর গৌরব-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন;—বৈদেশিক সভ্যজাতির প্রাধান্যে তাঁহারা ভারতবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যাহাতে বৈদেশিক শাসন-নীতির কঠোরতা আদৌ অনুভূত না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। বিজয়ী ইংরাজ-বীরপুরুষদিগের মধ্যে স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি সর্বশ্রেষ্ঠ; উত্তর ভারতের জনসাধারণের মনে সে স্মৃতি চিরকাল বর্তমান থাকিবে। যে সকল নরপতি ইংলণ্ডের বিশাল শক্তির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনিকে বিশেষ ভালবাসিতেন; তিনি সৈন্যগণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সমপরিমাণ অসভ্যজাতি সমূহের মধ্যে শিখ-জাতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছিল। যখন ইংলণ্ডের বিস্তৃত বিশাল শক্তি তাহাদিগের গতিরোধ করে, তখন তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা রাজনীতি সম্বন্ধে পরিমিতাচার অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন; স্বাধীনতা এবং যথেচ্ছচারের বিরুদ্ধবাদী হইয়া, জনসাধারণ যাহাতে সাম্য-ভাব অবলম্বন করে, তাঁহারা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এতদ্ব্যতীত, অধীনস্থ নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ কার্যে নিযুক্ত হইতেন; কেহ কেহ আবার স্থানীয় শাসনকার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা সকলেই স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে আপাতমধুর এবং অধিকতর সুবিধাজনক বিষয়েই আসক্ত হইতেন। যাহাতে স্বার্থ-সাধন অবশ্যম্ভাবী, সাধারণের অপ্রীতিকর হইলেও, সেই সকল কার্য সম্পাদনেই তাঁহারা তৎপর হইতেন। তাঁহারা কদাচিৎ সুচতুর এবং ন্যায়পর শাসনকর্তা হইতে পারিতেন; যাঁহারা বহুদর্শন ও বহুগ্রন্থ-পাঠে জ্ঞানার্জন করিয়াছেন, এই সকল শাসনকর্তৃগণ কখনই তাঁহাদের সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হইতেন না। যাহা হউক, তাৎকালিক সুদক্ষ এবং কার্যক্ষম কর্মচারিগণও সাময়িক সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রতিভা কেহই উপলব্ধি করিতেন না। সুতরাং মন্ত্রিগণের অনুপস্থিতি-কালে শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি কোন গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অভিলাষী হইলে, তাঁহাকে কাজে কাজেই গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় প্রতিনিধিগণের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইত। বস্তুতঃ, মঙ্গল-বিধানার্থই হউক, আর অনিষ্টসাধনোদ্দেশ্যেই হউক, সেই সকল কর্মচারী পক্ষপাতিত্ব করিতেন, অথবা একদেশদর্শী হইতেন। গ্রন্থকার অতি অল্পকাল মাত্র কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তৎকালে একটি বিচার-সভা বা সংশোধনকারী মন্ত্রিসভা ছিল। গ্রন্থকার তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনেক কারণ অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারা কুজ্ঝটিকাপূর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া সর্বপ্রকার কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন। রাজনীতি এবং ন্যায়পরতার সর্ববাদিসম্মত নীতি অনুসারে সর্বপ্রকার উদ্দেশ্যই তাঁহারা বিচার করিতে সক্ষম ছিলেন। ভারতে ইংরাজ-প্রাধান্যের সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ ছিল, তাঁহারা তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিতেন। ভারতে ইংরাজদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, কার্যাবলীর নিশ্চয়তা, এবং একতা-বিধান আবশ্যক। তাঁহাদিগের সহিষ্ণুতা অবলম্বন প্রয়োজন; এবং সাধারণের উপযোগী করিয়া শাসনীতি প্রবর্তন করা কর্তব্য। যাহাতে সেই সকল শাসনীতির কঠোরতা অনুভূত না হয়, তদ্বিষয়েও তাঁহাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রণজিৎ সিংহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হইতে মুলতান, কাশ্মীর এবং পেশোয়ার বিজয়।

১৮০৯—১৮২৩-২৪।

[রণজিৎ সিংহ এবং ইংরাজদিগের পরস্পর অবিশ্বাস ক্রমশঃ বিদুরিত হইল ;—রণজিৎ এবং গুর্খাগণ ;—রণজিৎ সিং এবং কাবুলের ভূতপূর্ব সম্রাটগণ ;—রণজিৎ সিং এবং কাবুলের উজীর ফতে খাঁ ; রণজিৎ সিং বা সা সুজা কেহই কাশ্মীর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না ;—ফতে খাঁর নিধনসাধন ;—রণজিৎ সিংহের মুলতান আক্রমণ, পেশোয়ার লুণ্ঠন, কাশ্মীর অধিকার এবং সিন্ধু তীরস্থিত 'ডেরাজাত' প্রদেশ রাজ্যভুক্ত করণ ;—আফগানদিগের পরাজয়, পেশোয়ার হইতে রীতিমত রাজস্ব গ্রহণ ;—কাবুলের মহম্মদ আজিম খাঁ এবং কটোচের সংসার চাঁদের মৃত্যু ;—রণজিৎ সিংহের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠা ;—১৮১৮-২১ খৃষ্টাব্দে সা-সুজা কর্তৃক ভারত আক্রমণ ;—নাগপুরের আপ্পা সাহেব ;—পরিব্রাজক মুরক্রফট ;—রণজিৎ সিংহের শাসন-প্রণালী, রণজিৎ সিংহের ক্রেটি-বিচ্যুতি এবং শিখদিগের পাপাচার ;—রণজিৎ সিংহের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিগণ এবং তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য বা কর্মচারিগণ।]

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। দেশে শান্তি স্থাপিত হইল ; রণজিৎ সিং মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। লোকের মনে সহজে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় না ; ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পাদপের ন্যায় বিশ্বাস অতি ধীরে ধীরে জন্মিয়া থাকে। বাহ্যিক বাদ-প্রতিবাদে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সচরাচর বিদুরিত হয় না। মহারাজের সহিত যখন সন্ধি স্থাপনের আয়োজন চলিতেছিল, তখন ইংরাজ-কর্তৃপক্ষগণ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেন, মহারাজ সিন্ধিয়ার নিকট সন্ধি-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।[১] তাঁহার রাজধানী লাহোরে কয়েক বৎসর ধরিয়া গোয়ালিয়র, হোলকার এবং আমীর খাঁ প্রভৃতির প্রতিনিধি-গণ প্রকাশ্যভাবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।[২] তদ্বিষয় সকলেরই নয়নপথে পতিত হইল। পঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জাতি একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিদেশীয় বিজেতৃ-বৃন্দকে বিতাড়িত করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে,—তাঁহাদের প্রভুগণ বহু কাল সেই আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া কালযাপন করিলেন। ইংরেজ শাসনকর্তৃগণের আরও বিশ্বাস জন্মিল,—সারহিন্দের শিখগণ যাহাতে ইংরাজদিগের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া তাঁহার পক্ষ

১। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন, দিল্লীর রেসিডেন্ট, স্যার ডেভিড অক্টারলোনির বরাবর সেই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করেন।

২। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর, স্যার ডেভিড অক্টারলোনি, গবর্ণমেণ্টের বরাবর সেই মর্ম্মে পত্র লেখেন। এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই, ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ও ৩০শে জানুয়ারী এবং ২২শে অক্টোবরের পত্র দ্রষ্টব্য।

অবলম্বন করে, রণজিৎ সিং তদ্বিষয়ে শিখদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টান্বিত হইয়াছেন; তাঁহার এবং হোলকারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আশ্রয়দাতাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে, তিনি শিখদিগকে পরামর্শ প্রদান করিতেছেন।[৩] অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ঘটনা-বলীও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। সার ডেভিড অক্টারলোনির ন্যায় সুচতুর সেনানায়কও ভাবিয়া দেখিলেন,—এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্তব্য, এবং লুধিয়ানায় সেনানিবাস স্থাপন করিয়া বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকা বিধেয়।[৪] এদিকে রণজিৎ সিংহের মনেও সেইরূপ অবিশ্বাস এবং সন্দেহ জন্মিল। কিন্তু রণজিৎ সিংহের অবিশ্বাস সচরাচর প্রকাশ পাইত না; তাঁহার ব্যবহারেও সে সব কিছুই বুঝা যাইত না। তবে সময়ে সময়ে অনিশ্চিত এবং দ্ব্যর্থবোধক কথাবার্তায় তাঁহার মানসিক অবিশ্বাস এবং সন্দেহের ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িত; কখনও বা কার্যপ্রণালী এবং পত্রাপত্রের নিয়ম হইতে তাঁহার অবিশ্বাসের বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পারিত; তাঁহার কার্যকলাপ এবং আচারব্যবহার হইতেও তাহা কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইত; কখনও বা পদগৌরবহেতু তাঁহার সে অবিশ্বাস প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু তাঁহার প্রকাশ্য আলাপ অথবা বাদ-প্রতিবাদ হইতে তাঁহার মানসিক ভাব-ভঙ্গি কিছুই উপলব্ধি হইত না। উভয় রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বিদূরিত হইল। তখন রণজিৎ বুঝিলেন,—শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া, তিনি নির্বিঘ্নে আপন রাজ্য-বিস্তার করিতে সমর্থ। তিনি ইংরাজদিগকে বুঝাইলেন, যখন তিনি অন্যান্য দেশ জয় করিতে ব্যাপৃত থাকিবেন; সুতরাং দক্ষিণ-প্রদেশস্থ কলহ-প্রিয় মিত্র রাজগণের কার্য-কলাপে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি ইংরাজদিগকে বিব্রত করিবেন না। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর-জেনারেল এবং মহারাজ উভয়ের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান হইল।[৫] পর বৎসর মহারাজ-কুমার খড়্গ সিংহের বিবাহোৎসবে স্যার ডেভিড অক্টারলোনি যোগদান করিয়া, মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।[৬] সেই সময় হইতে শিখ যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত শিখ-আক্রমণের অকিঞ্চিৎকর জনরবে একমাত্র কার্যনিরত অলস ব্যক্তিগণেরই আনন্দ-বর্দ্ধন হইত; সরল-বিশ্বাসিগণ ভয়ে অভিভূত হইতেন। কিন্তু ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর-জেনারেল তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হইতেন না।

৩। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী গবর্ণমেন্টের বরাবর স্যার ডেভিড অকটারলোনির পত্র দ্রষ্টব্য।

৪। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর, স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি সেই মর্মে গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লেখেন।

৫। এই সময়ে লাহোরে একখানি গাড়ী প্রেরিত হয়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারী দিল্লীর রেসিডেণ্ট, সার ডেভিড অক্‌টারলোনিকে এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর, সার ডেভিড অকটারলোনি গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখেন,—তাহাই দ্রষ্টব্য।

৬। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই এবং ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র দিয়াছিলেন—তাহা দ্রষ্টব্য।

মিঃ মেটকাফ লাহোর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে রণজিৎ সিং লুধিয়ানার সম্মুখবর্তী ফিলোরের সীমান্ত স্থান এবং অমৃতসরের গোবিন্দগড় নামক দুর্গ সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; তাহাই তিনি প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। শিখজাতির ধর্মস্থান সেই রাজধানী অধিকার করিয়াই, রণজিৎ সিং সেই দুর্গ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।[৭] সেই সময় কটোচের সংসার চাঁদ গুর্খাদিগকে দমন করিতে রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুর্খাগণ বহুকালাবধি কাঙড়ার দুর্গ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিল; এক্ষণে তাহাদের অবিচ্ছিন্ন আক্রমণ অসহনীয় হইয়া উঠিল। রাজপুতরাজ যমুনা হইতে বিতস্তা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তারের মনস্থ করিয়াছিলেন। এক্ষণে গুর্খাদিগের আক্রমণে তাঁহার সেই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। গুর্খাদিগকে বিতাড়িত করাই সংসার চাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল; সেই উদ্দেশ্য-সাধন কল্পেই তিনি রনজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রদানের পুরস্কার স্বরূপ সংসার চাঁদ, শিখ রাজকে কাঙড়ার দুর্গ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু ইত্যবসরে সংসার চাঁদ এক বিশ্বাসঘাতকতার কার্য করিলেন। তিনি গুর্খাদিগকে রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের উপযোগিতা বুঝাইয়া তিনি দুর্গ-প্রবেশের আশা করিলেন। তিনি নেপাল-সেনাপতির নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে দুর্গ প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। সর্ত হইল,—তাঁহাকে সপরিবারে নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করিলে, তিনি নেপাল-সেনাপতির হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিবেন। মহারাজ সংসার চাঁদের সকল অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি মিত্র-পুত্রকে বন্দী করিলেন, এবং নানারূপ চতুরতা সহকারে কাঠমাণ্ডু সেনাপতিকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে উমার সিং থাপ্পা তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন,—উভয় সৈন্য মিলিত হইয়া পর্বতবাসীদিগকে আক্রমণ করিবে; এবং তিনি কাঙড়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইবেন, অথবা লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে গুর্খাদিগের অংশ বলিয়া দুর্গটি তাঁহাকেই সমর্পণ করা হইবে। মুক্তি প্রদানের ভাব প্রকাশ করিয়া মহারাজ সহসা দুর্গ প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু তিনি দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। সংসার চাঁদের সকল আশা নির্মূল হইল; উমার সিং প্রতারিত হইলেন। এইরূপে প্রতারিত হইয়া উমার সিংহ আপন দুরাদৃষ্টের জন্য উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে শতদ্রু অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিলেন।[৮] কার্য-

৭। মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৭৬ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh,' p. 76.)

৮। মারে-বিরচিত রণজিৎ সিং, ৭৬, ৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মহারাজ কাপ্তেন ওডয়েকে বলিয়াছিলেন,—গুর্খাগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অংশ-গ্রহণে অভিলাষী। কিন্তু তিনি মনে করেন, তাহাদিগকে পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করাই বিধেয়। (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ওয়েড গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য।)

কুশল নেপাল-সেনাপতি অতঃপর আপন সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগস্থিত কতকগুলি বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু কাঙড়া অধিকার করিতে না পারিয়া, লজ্জা এবং ঘৃণার দারুণ বৃশ্চিক-দংশনে তিনি জর্জরীভূত হইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনির নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন;—তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া, সৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধুনদ অভিমুখে যাত্রা করিবেন; পার্বত্য প্রদেশসমূহ এবং সমতল ভূমি অধিকার করিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্ররূপে বিভাগ করিয়া লইবেন, যিনি যাহা অধিকার করিবেন, তাহার অধিকারে সেই স্থানই থাকিবে।[৯] রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের সাম্য-নীতি এবং ভিন্ন-জাতি বিষয়ক বিধি-বিধান কিছুই অবগত ছিলেন না। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার উচ্চাভিলাষ ইংরেজগণ কর্তৃক সীমাবদ্ধ হইয়াছে; তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাদিগের সে প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে কোন না কোন ছল করিয়া নেপালের মিত্রগণ তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিতে হৃষ্টচিত্তে অগ্রসর হইবেন। মহারাজ রণজিৎ সিং সেই ভাবনা ভাবিয়া আকুল হইলেন;—তাঁহার মনে যুগপৎ ভয়-বিস্ময়ের ঘোর বিভীষিকা উদয় হইতে লাগিল। তিনি প্রচার করিলেন,—উমারসিং থাপ্পা যে সর্তের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি সেই সর্তেই উমার সিংহের সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত আছেন। এদিকে গবর্ণর-জেনারেল তাঁহাকে উত্তর জানাইলেন,—পার্বত্য-প্রদেশে আক্রমণকারী গুর্খাদিগের শাস্তিবিধান জন্য কেবল যে তিনিই একাকী শতদ্রু নদী অতিক্রম করিবেন, তাহা নহে; পরন্তু যদি তাহারা সারহিন্দের সমতল ক্ষেত্র আক্রমণ করে, তাহা হইলে, ইংরাজগণ তাঁহার সহায়তা করিবেন। উভয় রাজ্যের সীমা-নির্দেশক শতদ্রু নদী প্রকৃতপক্ষে অলঙ্ঘনীয়, গবর্ণর-জেনারেলের এই প্রস্তাবে তিনি তাহার আর একটি প্রমাণ পাইলেন। এক্ষণে রণজিৎ সিং অভীপ্সিত স্বীকারোক্তি ও নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হইলেন; সুতরাং পার্বত্য প্রদেশের নিভৃত কন্দরে অভিযানের আবশ্যকতা আর অনুভূত হইল না; রণজিৎ সিং তদ্বিষয়ে আর কোন বাক্যালাপ করিলেন না।[১০] কিন্তু উমার সিং আপন ভাগ্য বিপর্যয়ে বহুকাল দুঃখানলে দগ্ধ হইলেন; আপন দুরাদৃষ্টের বিষ-জ্বালা তাঁহার মন হইতে সহজে বিদূরিত হইল না। পঞ্জাব আক্রমণের জন্য তিনি ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; তাঁহাদিগকে বিবিধ উপায়ে উত্তেজিত করিয়া স্বপক্ষভুক্ত করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন,—নেপালের সহিত সন্ধি স্থাপনে, ভিন্ন-দেশবাসী সকলেই পরস্পর মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, অথবা তাঁহারা উভয়

৯। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এবং ৩০শে ডিসেম্বর স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

১০। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর, সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টের বরাবর এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর এবং ৪ঠা অক্টোবর সার ডেভিড অক্‌টারলোনিকে গবর্ণমেণ্ট যে পত্র লিখিয়াছিলেন,—এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

গবর্ণমেণ্টের শত্রুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তজ্জন্য রণজিৎ সিং অবৈধরূপে কটোচের গুর্খা-অধিকার আক্রমন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন,—অগ্রসর হওয়াই অধিকতর নিরাপদ। শতদ্রু অতিক্রম করিয়া পরপারে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করা ভিন্ন, ইংরাজগণ আর কি উপায়ে শতদ্রু অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতেন ?[১১] ফলতঃ, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এক যুদ্ধ বাধিল। শিখদিগের রাজ্যের অতি সন্নিকটে, পার্বত্য প্রদেশে এবং সমতল-ক্ষেত্রে ইংরাজদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। গুর্খাগণ কাশ্মীর অধিকারের আশা পরিত্যাগ করিল ; অধিকন্তু তাহারা স্বদেশ কাঠমাণ্ডুর বিষয় ভাবিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন কেহই রণজিৎ সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না। ইংরাজপ্রতিনিধিগণ সংসার চাঁদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া, গুর্খা এবং তাহাদের মিত্ররাজগণের দমনার্থ তাঁহাকেই অনুরোধ করিলেন। এই অবিমৃষ্য-কারিতা এবং অবৈধ সাহায্য প্রার্থনার জন্য রণজিৎ সিং ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি তাঁহাকে জানাইলেন—মহারাজের প্রভুত্বে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই স্বীকার করিয়া, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট অব্যাহতি পাইলেন। বহুদর্শী হিন্দু সর্দার অপর রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে সম্বদ্ধ হইবার জন্য কোনরূপ নিস্ফল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন না।[১২]

শতদ্রুর তীরবর্তী উত্তর প্রদেশে রণজিৎ সিংহের রাজ্য দৃঢ় হইল বটে, কিন্তু ১৮১০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি আর এক নূতন বিপদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাহাতে

১১। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে. স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন. এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

১২। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১লা এবং ২০শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্ট, স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এতদ্বিষয় সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর স্যার ডেভিড অকটারলোনির বরাবর দিল্লীর রেসিডেণ্টের পত্র ; এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর স্যার ডেভিড, রণজিৎ সিংহকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি সময় সময় জয়লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলেন। অন্ততঃ একবারও তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মতে, পার্বত্য প্রদেশে যেরূপ যুদ্ধ হইতেছিল ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে সিপাহী সৈন্য সেইরূপ পার্বত্য যুদ্ধের বিশেষ অনুপযোগী। (১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর, স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি সেই মর্মে গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন।) এই সকল যুদ্ধে হিন্দুরের (নালাগড়ের) রাজা রামশরণ ইংরাজদিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন ; তিনি অতিশয় দক্ষতার সহিত সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ তাঁহার নিকট অনেক উপকার পাইয়াছিলেন। রাজা রামশরণ—হরিচাঁদের বংশধর ; হরিচাঁদ গুরু গোবিন্দের হস্তে নিহত হন। বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণে তিনি বিশেষ তৎপরতার সহিত সংসার চাঁদের সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াই তিনি গুর্খাদিগের অব্যাহত গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই মহামান্য রাজা ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অন্তিমকাল পর্যন্ত তিনি স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনির এবং তাঁহার "অষ্টাদশ পাউণ্ডার" কামানের ও সৈন্যের বিশেষ প্রশংসা করিতেন ; হিমালয়ের উচ্চ-পার্ব্বত্য-পাশ অতিক্রম করিয়া সেই কামানগুলি লইয়া যাওয়ার পক্ষে রাজা যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারও তিনি সবিশেষ গুণগান করিতেন।

পুনরায় ইংরাজদিগের সাম্য-নীতির গভীর সমালোচনা আরম্ভ করিলেন ;—তাঁহাদের পরামর্শের স্থির অনুধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসী এবং পারস্য সম্রাটের আক্রমণ আশঙ্কায়, তাঁহাদিগের গতি প্রতিরোধের জন্য মিঃ এলফিন্‌ষ্টোন কাবুলের সম্রাট, সা সুজার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। সন্ধি স্থাপনের অব্যবহিত পরেই সা সুজার ভ্রাতা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কাবুলের সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হইলেন। সা সুজা তাঁহাকেই প্রথমে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। তিনি সুচতুর মন্ত্রী, ফতে খাঁর হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং সেই দক্ষ মন্ত্রী ফতে খাঁ রাজ-কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। তৎকালে মহারাজ ভূজিয়াবাদে ছিলেন ; তত্রত্য শিখ-সর্দার এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত শিখের পরিবারবর্গকে বঞ্চিত করিয়া, সেই স্থান অধিকার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তৎকালে তিনি জানিতে পারিলেন, সা সুজা পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। সা সুজার বিশ্বাস ছিল,—কোন না কোন মিত্ররাজ তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিবেন ; কিন্তু তদ্বিষয়ে তিনি কোনরূপ নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হন নাই। সা জামানের নিকট রণজিৎ সিংহ, রাজধানী লাহোর নগরী দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই লাহোর সম্বন্ধে তিনি যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকলই তাঁহার মনে উদয় হইল। তাঁহার মনে ভয় হইল, মুষ্টিমেয় সৈন্যের বিনিময়ে সমগ্র পঞ্জাব ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পিত হইবে। তজ্জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ রাজশক্তির একজন প্রতিনিধিকে আপন আয়ত্তাধীনে রাখিতে চেষ্টিত হইলেন[১৩]। মুলতান এবং কাশ্মীর পুনরুদ্ধার-কল্পে সাহায্য প্রদান করিবেন, প্রস্তাব করিয়া, রণজিৎ সিং সেই ভূতপূর্ব সম্রাটের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিং বলিলেন,—হিন্দুস্থান অভিমুখে অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইলে, সম্রাটের বিশেষ কষ্ট হইবে ; সুতরাং তাঁহার পথশ্রম নিবারণার্থ রণজিৎ সিং স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন।[১৪] সাহিওয়ালে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল ; কিন্তু কোন ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির-নির্দ্ধারিত হইল না। তখন সিদ্ধি-লাভের আশা, সা'র মনে জাগরিত হইল ; তিনি কতকটা আশান্বিত হইলেন। রণজিৎ সিহের অকপটতায় তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিল ; সা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না।[১৫] তাঁহাদের সর্বপ্রকার সম্বন্ধ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল ; কিন্তু তথাচ সন্ধি-স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মহারাজ তৎপ্রতিক্ষায় আর কালব্যয় না করিয়া

১৩। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এবং ৩০শে ডিসেম্বর স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি. গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

১৪। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই, ১০ই, ১৭ই ও ৩০শে ডিসেম্বর এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী, গবর্ণমেণ্টের বরাবর স্যার ডেভিড অক্‌টালোনির পত্র দ্রষ্টব্য।

১৫। সা সুজার আত্ম-চরিত, দ্বাদশ অধ্যায়। (Shah Shooja's Autobiography, chap. xxii.) ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের "কলিকাতার মাসিক পত্রিকা" দ্রষ্টব্য। (Calcutta Monthly Magazine) সার আত্মচরিত কখনও পুনর্লিখিত হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আদিগ্রন্থ সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল।

প্রত্যাবর্তন করিলেন ; সম্রাটের নাম করিয়া, তিনি মুলতান সমর্পণের জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই স্থান অধিকার করাই, তাঁহার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল। সেই দুর্গ প্রাচীর ধ্বংসের জন্য লাহোর হইতে রণজিৎ সিং 'জেম জেম' বা 'ভাঙ্গী টোপী' নামক প্রসিদ্ধ কামান আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা—সকল উদ্যম, ব্যর্থ হইল। বিফলমনোরথ হইয়া তিনি এপ্রিল মাসে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ; তাঁহার সকল গর্ব খর্ব হইল ; একলক্ষ ৮০ হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি দুঃখে ও ক্ষোভে তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন।[১৬] এই সময়ে, গবর্ণর-জেনারেল কলিকাতায় ছিলেন ; তত্রত্য শাসনকর্তা মজঃফর খাঁর সহিত তাঁহার পত্রাপত্র চলিতেছিল। রণজিৎ সিংহ তাহাতে বড় ভাত হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—মজঃফর খাঁ, ইংরাজদিগের নিকট বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব করিলে,ইংরাজগণ তাঁহার সে প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। সুতরাং তিনি সার ডেভিড অকটারলোনির নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন ;—তাঁহাদের 'মিত্রতা সূত্রে-আবদ্ধ' শক্তিদ্বয় একযোগে মূলতান আক্রমণ করিবেন ; সেই বিজিত রাজ্য পরে উভয়-পক্ষ সমভাগে বিভাগ করিয়া লইবেন।[১৭] তখন তাঁহাদিগের মনে হইল, রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের ন্যায় অবরোধ-প্রণালী জানিতেন না ; সুতরাং তিনি ইংরাজদিগের নিকট অবরোধকারী সৈন্য এবং আগ্নেয় অস্ত্রাদির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শতদ্রু নদী, উভয় রাজ্যের দক্ষিণ সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছিল ; উত্তরদিকেও সেই নদী রাজ্যের নির্দিষ্ট সীমা মধ্যে পরিগণিত কি না, রণজিৎ সিং তাহাই জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহ কিছু তিরস্কৃত হইলেন। ইংরাজগণ রণজিৎ সিংহকে জানাইলেন,—ইংরাজগণ বিনা কারণে, বা বিনা অপরাধে কাহাকেও কখনও আক্রমণ করেন না। কিন্তু অন্য পক্ষে তাঁহাদের পত্রাপত্রের মর্ম অন্য রূপ ছিল। তাহাতে রণজিৎ সিংহের বিশ্বাস হইল,—মুলতান আধকার সমন্ধে তাঁহাকে কেহই বাধা প্রদান করিবেন না।[১৮]

রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎকার লাভের পর, সা সুজা আটক অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে কাশ্মীরের রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতা অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। সেই বিদ্রোহী ভ্রাতার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, সা সুজা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন। ১৮১০

১৬। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২৯ মার্চ ও ২৩শে মে তারিখে সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। শেষোক্ত খানিতে প্রকাশিত হয়—দুই লক্ষ, ৫০ হাজার টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। কাপ্তেন মারে বলেন, ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্রদানের প্রস্তাব হয়। এস্থলে তাঁহার কথাই উদ্ধৃত হইল।

১৭। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই এবং ১৩ই আগষ্টের পত্র। গবর্ণমেণ্টের নিকট সার ডেভিড অক্‌টারলোনি সেই পত্র প্রেরণ করেন।

১৮। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ এবং ১০ই সেপ্টেম্বর, স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্ট সার ডেভিড অক্‌টারলোনিকে পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। মারে-বিরচিত "রণজিৎ সিং," ৮০, ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's "Runjeet Singh," p. 80. 81.)

খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সমগ্র পেশোয়ার তাঁহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল। প্রায় ছয় মাস কাল ঐ স্থান তাঁহার অধিকারে ছিল। পরে উজিরের ভ্রাতা মহম্মদ আজীম খাঁ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া, তিনি দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি মুলতানের শাসনকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু শাসনকর্তা তাঁহাকে মুলতান প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। তদনুসারে তিনি কয়েক মাইল দূরে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; তৎকালেও মুলতানের শাসনকর্তা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেন না। অতঃপর পুনরায় তিনি উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে সর্বত্রই মামুদের অসংখ্য শত্রু বিদ্যমান ছিল; তজ্জন্য তিনি দ্বিতীয়বার পেশোয়ার অধিকারে সমর্থ হইলেন। পেশোয়ার অধিকার কালে দুইটি যুদ্ধ হয়; একটিতে তিনি পরাজিত হন, অপরটিতে তিনি জয়লাভ করেন। তৎপর পেশোয়ার তাঁহার অধীনতা পাশে দ্বিতীয়বার আবদ্ধ হয়। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সকলেই সম্রাটের প্রতি সন্দিহান হইতে লাগিল। তাহারা মনে করিল,—সম্রাট সা সুজা, উজির ফতে খাঁর সহিত ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অথবা, রণজিৎ সিংহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাহারা সা সুজাকে বন্দী করিতে মনস্থ করিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে, আটকের শাসনকর্তা জেহান-দাদ-খাঁ সা-সুজাকে বন্দী করিলেন; প্রথমে সাকে আটকের দুর্গে কিছুকাল রাখিয়া, পরে তাঁহাকে তিনি কাশ্মীরের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। তথায় সা প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল বন্দী অবস্থায় বাস করিতে লাগিলেন।[১৯]

রণজিৎ সিং মুলতান অধিকারে অসমর্থ হইলেন। সেই অকৃতকার্যতায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া, রণজিৎ সিং এবং তাঁহার মন্ত্রী মোকুম চাঁদ প্রান্তর-ভূমির ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক শিখ এবং মুসলমান সর্দারদিগকে দৃঢ়রূপে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি, ভিম্বার, রাজাওরি এবং অন্যান্য স্থানের পার্বত্য-রাজগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজ, বিতস্তা এবং সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী লবণ-খনিতে উপনীত হইলেন। সা মামুদ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া, রণজিৎ সিং সৈন্য সমভিব্যাহারে রাওয়ালপিণ্ডি অভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার

১৯। ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, এবং ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল, সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে, 'কলিকাতা মাসিক পত্রিকায় সা সুজার আত্ম-চরিতের ত্রয়োবিংশ অধ্যায় হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়; তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। (Shah Shooja's Autobiography, ch. xxiii—xxv. in the Calcutta Monthly Journal for 1839). মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ৭৯, ৮৭, ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) "Murray's Runjeet Singa" p. 79. 87. 92.)

১৮১০-১১ খৃষ্টাব্দে সা সুজা দ্বিতীয়বার মুলতানে উপস্থিত হন। এই ঘটনা মারের বর্ণনা অনুসারে প্রদত্ত হইল। মুলতান অধিকারের উদ্যোগ সম্বন্ধে সা সুজা 'আত্মচরিতে' কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তবে সিন্ধুনদের ডেরাজাত প্রদেশ অর্থাৎ ডেরা-ইস্মাইল-খাঁ প্রভৃতি স্থানে গমনের বিষয় তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

উদ্দেশ্য জানিবার জন্য, তথা হইতে রণজিৎ সিং এক দূত পাঠাইলেন। আপন উদ্দেশ্য জ্ঞাপনার্থ সা পূর্বেই রণজিৎ সিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিগণ মহারাজকে জানাইলেন,—কাশ্মীর-রাজ, সার ভ্রাতা সা সুজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহারই সাহায্যে সা সুজা তখনও মূলতানের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। কাশ্মীর-রাজকে শাস্তি প্রদান করাই সার অভিপ্রেত। অতঃপর সম্রাটদ্বয় উভয়েই সন্তুষ্ট হইলেন। লাহোরে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল; উভয়ে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিয়া, মহারাজ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকর্তাদিগের রাজ্যসমূহ অধিকার করিতে লাগিলেন। যখন রাজ্যমধ্যে শাসনশক্তির অভাব ছিল, যখন সর্বসামঞ্জস্যব্যঞ্জক রাজ-শক্তির আধিপত্য দেশ মধ্যে বিস্তৃত হয় নাই, তখন তাঁহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করিলেন।[২০] যুবক মহারাজের অপ্রতিহত গতিতে কেহই আর বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ সম্রাট সা জামান, পঞ্জাব পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সহিত রণজিৎ সিংহের সাক্ষাৎ হইল। কিছুকাল তিনি লাহোরে অবস্থান করিয়া আপন পুত্র ইউনাচকে লুধিয়ানায় প্রেরণ করিলেন। তথায় সার ডেভিড অক্টারলোনি তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। যুবরাজ বুঝিলেন—তাঁহার উপস্থিতি এবং আতিথ্য কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে; সুতরাং তাঁহারা রণজিৎ সিংহের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল মধ্যএশিয়ায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কেহই তাঁহাদিগকে আশ্রয়-প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না।[২১] পর বৎসর ভূতপূর্ব সম্রাটদ্বয়ের পরিবার লাহোরে বাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ সেই সময়ে কাশ্মীরের উপত্যকা অধিকার মানসে

২০। মারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং,' ৮৩ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 83 &c.) যে সকল শিখ-সর্দারের রাজ্য বলপূর্বক অধিকৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে "সিংপুরিয়া বা ফৈজুলাপুরিয়া' মিছিলের বুধ সিং সর্বপ্রধান। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

২১। মারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং', ৮৭ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Runjeet Singh,' p. 87.) যুবরাজের উপস্থিতি, রণজিৎ সিংহের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। সা নিশ্চয়ই তাঁহার অনুসরণ করিতেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে সা ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, "রাজনৈতিক প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া, সহানুভূতি ও দয়ানুকম্পার নিয়মাদি পরিত্যক্ত হইল; তজ্জন্য সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন।" তখন সকলেই সিদ্ধান্ত করিলেন, ফরাসী-দিগের আক্রমণে বাধা দিয়া আত্ম-রক্ষা ও রাজ্য-রক্ষা কল্পেই সেই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; এক ভ্রাতার বিরুদ্ধে অপরকে সাহায্য প্রদানের জন্য সে সন্ধি স্থাপিত হয় নাই। আশ্রয়হীন সাহাজাদাকে আশ্রয় প্রদানের জন্য রাজভক্ত সার ডেভিড অক্টারলোনি তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। (১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী, সার ডেভিড অক্‌টারলোনির বরাবর গবর্ণমেণ্টের পত্র; এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের পত্রাপত্র দ্রষ্টব্য।

কাশ্মীরের দক্ষিণ প্রদেশস্থ পার্বত্য-রাজগণকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। অপরের পরিত্রাণ হেতু তাহার পক্ষ অবলম্বনের ভাব প্রকাশ করিয়া, তিনি আপন সিদ্ধির পথ সুগম করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। স্বরাজের ভিত্তি-ভূমি দৃঢ়ীকরণ মানসে, রণজিৎ সিং, সা সুজার পত্নীর নিকট প্রকাশ করিলেন,—তিনি তাঁহার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিবেন; কাশ্মীরে সা সুজার আধিপত্য বিস্তৃত হইবে। রণজিৎ সিংহের আশা ছিল,—সেই বীরোচিত কার্যে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইলে, সেই বিপন্ন রমণী তাঁহার দুঃসাহসিক কার্যের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন; রমণীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তিনি জগদ্বিখ্যাত "কোহিনুর" নামক হীরকখণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সা সুজাকে বন্দী করাই যে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। পার্বত্য রাজগণকে আক্রমণ করিয়া প্রথম প্রথম রণজিৎ সিং কতকটা সিদ্ধি লাভ করিলেন। এদিকে তাঁহার নব-বিবাহিত পুত্র খড়্গ সিং ইতিমধ্যে জাম্মু অধিকার করিয়া বসিলেন। তখন ১৮১২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি শুনিতে পাইলেন,—কাবুলের উজীর ফতে খাঁ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছেন। কাশ্মীর অধিকার করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। রণজিৎ সিং সেই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন,—দুইটি বিদ্রোহী রাজাকে দমন করিতে, তিনি উজীরের সহায়তা করিবেন। একজন বিদ্রোহী, রাজার ভ্রাতাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, মুলতানের শাসনকর্তা, মামুদের অধীনতা স্বীকারে আপত্তি করিয়াছিলেন। সেই দুই জনকে দমন করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। ফতে খাঁ নিজেও রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমধিক উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রণজিৎ সিং প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে, কাশ্মীর অধিকার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। সুতরাং আপন উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে ফতে খাঁ স্বতঃই যে কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত ছিলেন। স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করিতে, তিনি রণজিৎ সিংহের যে কোন প্রস্তাব অনুমোদন করিতে সম্মত ছিলেন। মহারাজ এবং উজীর উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ক্রীড়া-পুত্তলি-স্বরূপ আপন কুক্ষিগত রাখিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাশ্মীর অধিকৃত হইল। মোকুম চাঁদের অধীনস্থ শিখদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া, ফতে খাঁ অগ্রগামী হইলেন। ফতে খাঁ প্রতিপন্ন করিলেন,—তিনি নিজেই সে রাজ্য অধিকার করিয়াছেন; সুতরাং রণজিৎ সিং সে রাজ্যের অংশ পাইতে অধিকারী নহেন। তবে রণজিৎ সিং একটী সুবিধা পাইলেন; তিনি সাকে নজর-বন্দী করিয়া রাখিলেন। ফতে খাঁ সেই হতভাগ্য সম্রাটকে বলিয়াছিলেন,—তিনি যথেচ্ছা গমন করিতে পারেন; সুতরাং সম্রাট শিখ সৈন্যের সহিত যোগদান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন;—শিখ-সৈন্য-সমভিব্যাহারে লাহোরে উপনীত হইয়া, সা-সুজা প্রকৃত প্রস্তাবে বন্দিভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।[২২]

২২। মারে কৃত "রণজিৎ সিং," ৯২ এবং ৯৫ পৃষ্ঠা; ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ গবর্ণমেণ্টের বরাবর

কিন্তু মহারাজ সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইলেন না। তিনি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সকল একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। মামুদের সৈন্যদল কাশ্মীরে পুনঃপুনঃ জয়লাভ করায়, আটকের রাজদ্রোহী শাসনকর্তা বিশেষ ভীত হইয়াছিলেন। সুতরাং অতি সহজেই তিনি রণজিৎ সিংহকে আটকের দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই অভাবনীয় অনুষ্ঠানে, ফতে খাঁ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। নির্লজ্জ প্রতারক বলিয়া তিনি মহারাজের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন। সা সুজার সহিত নূতন সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইবেন—সেই ভাব প্রকাশ করিয়া, ফতে খাঁ মহারাজকে ভয়-প্রদর্শনের চেষ্টা করিলেন। মহারাজ আপন শক্তি সামর্থের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই আটকের সন্নিকটে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে কাবুলের উজীর এবং তাঁহার ভ্রাতা দোস্ত মহম্মদ, মোকুম চাঁদ পরিচালিত শিখ-সৈন্যের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন।[২৩]

সা সুজাকে লাহোরে বন্দী করিয়া, মোগল সিংহাসনের শোভাসম্বর্ধনকারী উজ্জ্বল রত্ন জগদ্বিখ্যাত হীরকখণ্ড কোহিনুর অধিকার করিতে রণজিৎ সিং সমধিক উৎসুক হইয়া উঠিলেন। নানা প্রকার ভাণ করিয়া সম্রাট প্রথমতঃ তাঁহার সমস্ত দাবীকৃত বিষয় কিছুকাল উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন কি, পরিমিত পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতেও স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে মহারাজ স্বয়ং সার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; উভয়ের পরস্পর শিরস্ত্রাণ বিনিময় করিলেন; রণজিৎ সিংহের হস্তে হীরকখণ্ড সমর্পিত হইল। সম্রাট আপন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পঞ্জাবে একটী জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন; এবং কাবুলের পুনরুদ্ধারকল্পে রণজিৎ সিং, সা সুজাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।[২৪] অতঃপর ফতে খাঁর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ মানসে রণজিৎ সিং সিন্ধুনদ অভিমুখে গমন করিলেন। তৎকালে ফতে খাঁ মহম্মদের প্রভুত্ব দৃঢ়বদ্ধ করিতেছিলেন। কাশ্মীর অধিকারকল্পে

সার ডেভিড অক টারলোনির পত্র : সা সুজার 'আত্মচরিত', পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। (Murray's Runjeet Singh,' p. 92, 95 : Sir David Ochterlony to Government 4th March, 1813 ; and Shah 'Shooja's Autobiography' ch. xxv.)

২৩। মারে কৃত 'রণজিৎ সিং', ৯৫ পৃষ্ঠা। (Murray's Runjeet Singh', p. 95.) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই গবর্ণমেন্টের বরাবর সার ডেভিড অক্‌টারলোনির পত্র।

২৪। মারে কৃত "রণজিৎ সিং" ৯৫ পৃষ্ঠা। (Murray's "Runjeet Singh," p, 95) সা সুজার "আত্মচরিত," পঞ্চবিংশ অধ্যায়। (Shah Shooja's 'Autobiography'. ch xxv.) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এবং ২৩শে এপ্রিল সার ডেভিড অক্‌টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর দিল্লীর রেসিডেন্টকে পত্র প্রেরণ করেন। হীরকখণ্ড প্রাপ্ত হইতে, রণজিৎ সিং যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, সা সে সকলই বর্ণনা করিয়াছেন। মারের বিবরণ অপেক্ষা সেই বিবরণই রণজিৎ সিংহের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। সা প্রথমতঃ এক লক্ষ টাকার একটি জায়গীর চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ৫০ হাজার টাকার একটি জায়গীর তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু সে জায়গীরে তিনি সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন নাই; সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্তির কোন আশাও তিনি করেন নাই।

মন্ত্রণা স্থির হইলে, তিনি সা সুজাকে পক্ষাবলম্বন করিতে আহ্বান করিলেন। এদিকে ফতে খাঁও বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্রমেই অধিকতর সুযোগ উপলব্ধি হইল; সহসা রণজিৎ সিং প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সা সুজা ধীরে ধীরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার অধিকাংশ বহুমূল্য সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল। শিখদিগের বিবরণে জানা যায়,—সাধারণ দস্যুগণ তাঁহার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে। কিন্তু সা সুজার বিশ্বাস,—শিখগণই সেই কার্যে অপরাধী. রণজিৎ সিংহের অধস্তন কর্মচারিগণ বিশেষরূপ বিচারক্ষম না হইতে পারেন; কিন্তু সার আপন গৃহেই শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকের অভাব ছিল না। পঞ্জাবের মধ্য দিয়া গমন কালে, সা সুজার যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মিঃ এল্‌ফিনষ্টোনের পরিচালক ও পথপ্রদর্শকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সার দুঃসময়ে সেই কর্মচারিগণ তাঁহার অনেক গচ্ছিত বহুমূল্য সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন। কোহিনুর এবং অন্যান্য মহামূল্য তৈজসপত্রাদি ধনসম্পত্তির নিরাপদের বিষয়, সেই মীর আবুল হাসানই প্রথমে শিখরাজের নিকট জ্ঞাপন করেন। লাহোরে অবস্থানকালে, তিনিই রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাহাতে তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, আফগান সম্রাট, কাশ্মীরের শাসনকর্তার সহিত মিলিত হইয়া ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিশ্বাসঘাতকতায়, শিখ রাজধানী হইতে তাঁহার প্রভুর সপরিবারে পলায়নের পথ কণ্টকিত হইল। বহুকাল চেষ্টার পর, পরিশেষে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেগম লুধিয়ানায় পলায়ন করিলেন। সা সুজা বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহাকে বন্দী রাখাই, মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহার আরও প্রতীতি জন্মিল,—তাঁহার নাম করিয়া আপন স্বার্থসাধনই রণজিৎ সিংহের একান্ত উদ্দেশ্য। ইহার কয়েক মাস পরেই সা নিজেও পলায়ন করিয়া পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় রণজিৎ সিংহের প্রতি অসন্তুষ্ট কতকগুলি শিখ তাঁহার সহিত যোগদান করিল; কাশ্মীর আক্রমণকালে কিষ্টোয়ারের শাসনকর্তা তাঁহার সহায়তা করিলেন। তিনি উপত্যকা-ভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহাকে সত্বরই সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। অতঃপর অকপট এবং জিঘাংসাপরবশ পার্বত্য অনুচরগণের সহিত তথায় বহুকাল অবস্থানের পর, তিনি কালুরের মধ্য দিয়া শতদ্রু অতিক্রম করিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সা লুধিয়ানায় গমন করিয়া আপন পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন।[২৫] সীমান্ত প্রদেশে তাঁহার উপস্থিতিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাহরাণপুর অথবা কর্ণালে প্রত্যাগমনের জন্য যাহাতে তাঁহার প্রতি পীড়াপীড়ি করা হয়,—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করিলেন। সার

২৫। মারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং', ১০২, ১০৩ পৃষ্ঠা। ('Murray's Runjeet Singh,' p. 102 103.) সা সুজার 'আত্ম-চরিত', পঞ্চবিংশ ও ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়। (Shah Shaoja's Autobiography, chaps. xxv, xxvi.)

ডেভিড অক্‌টারলোনিকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলেন,—তিনি রণজিৎ সিংহকে বলিবেন, হিন্দুস্থানের সীমামধ্যে ভূতপূর্ব কাবুল-সম্রাটের উপস্থিতি প্রার্থনীয় নহে; তাঁহার কার্যকলাপ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অশুভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ সত্ত্বেও, তাঁহার পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্বাহার্থে পূর্বে যে ১৮ হাজার টাকার বন্দোবস্ত ছিল, তাঁহার আগমনে সেই টাকার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া ৫০ হাজার টাকা নির্ধারিত হইল। তিনি স্বয়ং যথোপযুক্ত সম্মানসম্বর্দ্ধনা এবং আদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন।[২৬]

এইরূপে সা সুজা মহারাজের হস্তস্খলিত হইলেন। অতঃপর. কাশ্মীর অধিকারকল্পে তিনি আরও কয়েকবার চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু সা সুজার নামে আর কোন ফলোদয় হইল না। কিন্তু সেই পার্বত্য উপত্যকা অধিকারের জন্য রণজিৎ সিং পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তৎপ্রদেশের শাসনকর্তা ইংরাজদিগের সহিত পত্রাপত্র চালাইতেছিলেন।[২৭] পীর-পাঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণভাগস্থিত শাসন-কর্তৃগণ অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হওয়ায়, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে সামরিক সাজ-সজ্জা প্রক্রিয়াদি চলিতে লাগিল। শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন বহুদর্শী সুচতুর মোকুম চাঁদ রাজধানীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তত্রাচ তিনি রণজিৎ সিংহকে পূর্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দিলেন; বর্ষাসমাগমে যে বিপৎপাতের সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিয়া, তৎকালে কাশ্মীর আক্রমণ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিতে, বৃদ্ধ মন্ত্রি পুনঃপুনঃ জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবশ্যকীয় সকল বন্দোবস্তই স্থির হইয়াছিল। সুতরাং মহারাজের সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, কাশ্মীরে প্রবিষ্ট হইল। এক দল সৈন্য অগ্রবর্তী হইয়া, উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিল। তাহাদের আক্রমণে এক দল আফগান সৈন্য বিতাড়িত হইল। তখন সৈন্য দল পূর্ণোদ্যমে 'সুপেইন' নামক স্থান আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, শিখ সৈন্য সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথে প্রত্যাগমন করিল। তৎকালে শিখ-সৈন্য বহুকাল সেই পার্বত্য-উপত্যকার সীমান্ত-প্রদেশে অবস্থান করিতেছিল। তত্রত্য শাসনকর্তা, মহম্মদ আজীম খাঁ, রণজিৎ সিংহের

২৬। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ও ২০শে আগষ্ট তারিখের এবং ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই, ২১শে ও ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখের গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনির পত্র। ওয়াফা বেগমকে পূর্বেই জানান হইয়াছিল, ইংরাজদিগের সহায়তা লাভের, স্যার পরিবারবর্গের কোনই সত্বাধিকার নাই। ইংরাজগণ তাঁহাদিগের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেও ইচ্ছা করেন না। (১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে দিল্লীর রেসিডেণ্ট, গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।)

২৭। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর ও ২৯শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্ট লিখিত স্যার ডেভিড অক্‌টারলোনির পত্র।

প্রধান সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন। মহারাজ তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় বর্ষার জলপ্লাবন আরম্ভ হইল; বিশৃঙ্খলা-বেবন্দোবস্তে তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল; মিথসিং বেরানিয়া নামক একজন বীর ও সাহসী সর্দার নিহত হইলেন; আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে রণজিৎ সিং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছিল; সুতরাং সঙ্গী ও অনুচরবিহীন রণজিৎ সিং একরূপ একাকী স্বদেশে ফিরিলেন। তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যদল নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিল; আজীম খাঁ তাহাদিগকে প্রাণে মারিলেন না। আজীম খাঁ বলেন, সেই সৈন্যদলের অধিনায়কের পিতামহ মোকুম চাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা পরবশ হইয়াই, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, প্রভুত্ব লাভের জন্য তৎকালে যে বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতেছিল, তাহাতে যোগদান করিয়া স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে উজীর ফতে খাঁর উচ্চাভিলাষী ভ্রাতা স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং সুখ্যাতি অর্জনের পথ প্রশস্ত ও সুগম করিতে হইলে, প্রত্যেক সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যে বিজ্ঞতার পরিচায়ক, তিনি তদ্বিষয় বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়াছিলেন।[২৮]

কাশ্মীর আক্রমণ কালে, বিপুল বাহিনী সজ্জিত করিতে হইয়াছিল; মহারাজ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং পুনরায় যুদ্ধের সাজসজ্জা প্রস্তুত করিতে কিছু কাল-বিলম্ব ঘটিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মুলতানের পারিপার্শ্বিক প্রদেশসমূহে রাজস্ব-সংগ্রহ করিতে মহারাজ ক্ষুদ্র একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু স্বয়ং রণজিৎ সিং তৎকালে আদিনা নগরে থাকিয়া আভ্যন্তরীণ বিধি-ব্যবস্থার সুব্যবস্থায় ব্যাপৃত রহিলেন। তৎকালে ইংরাজ এবং নেপালীদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, তিনি তাহাই অভিনিবেশ-সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ফলতঃ ছয় মাস কাল সেই যুদ্ধে ইংরাজদিগের অযোগ্যতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। শিখদিগের পলায়নের পর, কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ববর্তী প্রদেশ সমূহের কতকগুলি মুসলমান জাতি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল; সেই বৎসরের শেষভাগে রণজিৎ সিং তাহাদিগকে পুনরায় অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে নূরপুরের পার্বত্য রাজা, স্ব-রাজ্য সমর্পণ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না; ইংরাজদিগের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দীনভাবে কালাতিপাত করাই বরং শ্লাঘনীয় বিবেচনা করিলেন। ঝঙ্গের মুসলমান শাসনকর্তার রাজ্যগুলি মহারাজ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন; সেই শাসনকর্তার পদ চিরতরে বিলুপ্ত হইল। ডেরা-ইস্মাইল-খাঁর অন্তর্গত 'লিয়া' প্রদেশ হইতে মহারাজ রাজস্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সৈয়দবংশের

২৮। মারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং' ১০৪ ও ১০৮ পৃষ্ঠা। (Murray's 'Runjeet Singh', p. 104, 108.) ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট, সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র প্রেরণ করেন; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। রণজিৎ সিংহের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই দেওয়ান মোকুম চাঁদের মৃত্যু হয়।

বাসভূমি চন্দ্রভাগা-নদী-তীরস্থিত 'উচ' নগর কিছুকালের জন্য ফতে সিং আলহুওয়ালিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক, পিতার মিত্র যুশা সিং সূত্রধরের পুত্র মৃত যোধ সিং রামগড়িয়ার অধিকৃত সমুদায় রাজ্য, রণজিৎ সিং অধিকার করিয়া লইলেন; সে সকলই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। সংসার চাঁদ বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু পূর্ব-মিত্রের সাক্ষাৎকার-লাভে তিনি কিছু ভীত হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বিজয়োল্লাসে অমৃতসর হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।[২৯]

পঞ্জাবের উত্তরস্থিত সমতলভূমি ও পর্বত-পাদদেশস্থিত প্রদেশ সমূহের অধিকাংশ স্থলে রণজিৎ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই সকল স্থানে তিনি শাসন-শৃঙ্খলা-স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে রণজিৎ সিংহের রাজ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিম উভয়-দিকে, কাবুলের অন্তর্ভুক্ত অথবা নামমাত্র শাসনাধীন প্রদেশসমূহে সীমাবদ্ধ। সেই সকল স্থান অধিকারের কল্পনা মহারাজ পূর্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্বাস্থ্য-হানি-হেতু এক বৎসরের জন্য তাঁহার কল্পনা স্থগিত রহিল। মুলতান অধিকার করাই, তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে জাম্বুর গর্ব-খর্বকারী পুত্র খড়্গ সিংহের সেনাপতিত্বে মুলতান আক্রমণের জন্য তিনি একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাজ কি কারণে মুলতান আক্রমণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন,—এ স্থলে তাহার আলোচনা বা সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি মনে করিয়াছিলেন,—আফগানদিগের ন্যায় শিখদিগেরও ইচ্ছামত যে কোন দেশ অধিকারের ক্ষমতা আছে। অধিকন্তু আমেদ সার বংশধরগণের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া মুলতানের প্রকৃত অধিকারী, স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বহু অর্থের দাবী করা হইল; কিন্তু সে দাবী প্রত্যাখ্যাত হইল। ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই শিখগণ মুলতান অধিকার করিল; কিন্তু জুন মাসের প্রথম পর্যন্তও দুর্গটি অধিকৃত হইল না। অতঃপর দুর্গ অধিকারের এক সুযোগ উপস্থিত হইল। সাধু সিং নামক 'আকালী' সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এই সময় "খালসার" পক্ষ হইতে যুদ্ধে গমন করিল, এবং তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদলের আকস্মিক আক্রমণে অতি সহজেই কার্যসিদ্ধ হইল। শিখগণ কি যেন এক অভাবনীয় শক্তিতে সহসা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। উত্তেজনাবশে সকলে মিলিত হইয়া দুর্গের বহির্ভাগ অধিকার করিল, এবং চারি মাস কাল ক্রমাগত আক্রমণে দুর্গের যে অংশ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়া শিখসৈন্য অতি সহজেই দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই আক্রমণে তাৎকালিক শাসনকর্তা মজঃফর খাঁ ও তাঁহার দুইটি পুত্র নিহত হইলেন, এবং অপর দুই পুত্র বন্দী হইল। সৈন্যগণ বহু দ্রব্য লুণ্ঠন করিল। কিন্তু সৈন্যগণ লাহোরে পৌছিলে, অর্থরাশি রাজকোষে জমা রাখিতে মহারাজ অনুমতি করিলেন। তাঁহার অনুমতি যে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয় নাই, তজ্জন্য তিনি হয় তো

২৯। মারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং,' ১০৮ এবং ১১১ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh,' p. 108. 111.)

কিছু গর্বিত হইলেন ; কিন্তু তিনি যে আশানুরূপ ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হন নাই, সে জন্য মহারাজ অনুযোগ করিয়াছিলেন।[৩০]

সেই বৎসরই, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে নামমাত্র শাসন-কর্তা, মামুদের পুত্র কামরাণ কর্তৃক কাবুলের উজীর ফতে খাঁ নিহত হইলেন। পারস্য সৈন্য তৎকালে হিরাট আক্রমণ করিয়াছিল ; তাহাদিগকে দমন করিতে উজীর হিরাটে গমন করেন, তাঁহার ভ্রাতা দোস্ত মহম্মদ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জয় সিং আতারিওয়ালা নামক একজন শিখ রাজাও তাঁহাদের অনুগমন করেন ; তখন জয় সিং অসন্তুষ্ট হইয়া, পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ফতে খাঁ কৃতকার্য হইলেন ; বিশিষ্ট উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন আমেদ সার বংশধর হিরাটে রাজত্ব করিতেন। ফতে খাঁ হিরাট অধিকার করিতে উৎসুক হইলেন। দোস্ত মহম্মদ এবং তাঁহার শিখ বন্ধু তথা হইতে সেই যুবক শাসন-কর্তাকে বিতাড়িত ও রাজ্যচ্যুত করিতে নিযুক্ত হইলেন। দোস্ত মহম্মদ কিছু নৃশংসতা সহকারে আপন উদ্দেশ্য সাধন করিলেন ; একটি রাজবংশীয় রমণীর অঙ্গ হইতে রত্ন উন্মোচন কালে, সৈন্যগণের ব্যস্ততায় রমণীর অঙ্গ স্পৃষ্ট হইল। ভগিনীর প্রতি এইরূপ অপমানে কামরাণ স্বীয় বংশের চিরশত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য এই এক কারণ প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমতঃ, ফতে খাঁর চক্ষু দুইটি উৎপাটিত হয় ; পরে তাঁহাকে নিহত করা হইল। বস্তুতঃ, এই পাপাচরণে আমেদ সার উত্তরাধিকারিগণ হিরাট পুনরায় প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তাঁহারা রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সম্ভবতঃ অপরাপর সকল রাজ্যের অধিকার-লাভেই বঞ্চিত হইলেন। কাশ্মীর শাসনের ভার স্বীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে জব্বর খাঁর হস্তে ন্যস্ত করিয়া, মহম্মদ আজীম খাঁ কাশ্মীর হইতে আগমন করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি সা-সুজাকেই সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করেন ; কিন্তু পরিশেষে সা আইউবকেই সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং কয়েক মাসের মধ্যে তিনি পেশোয়ার ও গজনী এবং কাবুল ও কান্দাহারের অধিপতি হইলেন। এই রাজ-পরিবর্তন রণজিৎ সিংহের মতবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনে

৩০। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন এই স্থান অধিকৃত হয়। মারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং,' ১১৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (See 'Murray's Runjeet Singh', p. 114 &c.) মহারাজ মুরক্রফটকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন, তাহার অতি অল্প পরিমাণই তিনি পাইয়াছেন। (মুরক্রফটের 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা।—Moorcroft, 'Travels', p. 102. ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে "ভাঙ্গী" মিছিলের" শিখগণ বিতাড়িত হইলে, বর্তমান শাসনকর্তা মহম্মদ মজঃফর খাঁ সেই সময় হইতে মুলতান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তীর্থ-দর্শন-মানসে মক্কায় গমন করেন ; তিনি দুই বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া আসেন বটে, কিন্তু তিনি পুত্র সরফরাজ খাঁর হস্তেই নাম-মাত্র শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ভাওয়ালপুর রাজ-পরিবারের বিবরণে জানা যায়, রণজিৎ সিংহের শেষবার আগমনে বৃদ্ধ শাসনকর্তা, অন্যান্য অবরোধ সময়ের ন্যায়, সেবারেও শত্রুর দক্ষিণে সপরিবারে গমন করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু কঠোর প্রতিরোধের বিশ্বাসেই হউক, আর হতাশ্বাস বশতঃই হউক, তিনি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিনা,—তদ্বিষয়ে স্পষ্ট কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অনুকূল হইয়াছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া পেশোয়ারে প্রবেশ করিলেন ; তাঁহার আগমনে পেশোয়ার পরিত্যক্ত হইল ; কিন্তু তখন পেশোয়ার স্বাধিকার-ভুক্ত রাখা, তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুকূল বলিয়া অনুমিত হইল না। সিন্ধুর দক্ষিণ-তীরস্থ খাইবারাবাদ দুর্গে তিনি কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ভবিষ্যতে সেই পথ অধিকার করাই বা তাহার সর্বেসর্বা হওয়াই—তাঁহার উদ্দেশ্য। আটকের পূর্ব-মিত্ররাজ, জেহান-দাদ খাঁ তথায় নিযুক্ত হইলেন ; পেশোয়ার তাঁহার অধীনে রহিল ; বাহুবলে পেশোয়ার রক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। অনন্তর রণজিৎ সিংহের প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই, বারুকজাই শাসনকর্তা, ইয়ারমামুদ খাঁ, ফিরিয়া আসিলেন ; কিন্তু হীনবল জেহান-দাদ খাঁ পেশোয়ার রক্ষা-কল্পে কোন চেষ্টা করিলেন না।[৩১]

এক্ষণে কাশ্মীরের প্রতি রণজিৎ সিংহের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। কাশ্মীর অধিকার কল্পে তিনি আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ আজীম খাঁ অনেকগুলি শিক্ষিত সৈন্য লইয়া প্রস্থান করায় সে স্থানের সৈন্যবল অনেক হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু দেশা সিং মুজিথিয়া ও সংসার চাঁদের কার্যকলাপে আত্ম-রক্ষার্থ ব্যাপৃত থাকায়, রণজিৎ সিং অন্য রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কল্পনা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজের প্রাপ্য রাজস্ব সংগ্রহের জন্য এই শাসনকর্তৃদ্বয় পার্বত্য প্রদেশে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। শতদ্রুর উভয় পার্শ্বেই কালুরের রাজার রাজ্য ছিল ; সাহসিকতার সহিত তিনি রণজিৎ সিংহের রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত হন। গুর্খাদিগের বন্ধুর পূর্বকার্যের প্রতিশোধ লওয়ার এই সুযোগ পাইয়া, সংসার চাঁদ বিশেষ আনন্দিত হইলেন। সিন্ধু-নদ অতিক্রান্ত হইল ; কিন্তু ইংরাজ শাসনকর্তৃগণও সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া বাহুবলে তাহাদের গতিরোধ করার জন্য, একদল সৈন্য সর্বদাই সজ্জিত ছিল। রণজিৎ সিং অনতিবিলম্বে সৈন্যগণের প্রত্যাগমনের আজ্ঞা প্রচার করিলেন ; :এবং সর্দার দেশা সিং স্বয়ং ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার দুষ্ক্রিয়ার ক্ষমা প্রার্থনা করেন, ইহাও তাঁহার আদেশ ছিল।[৩২] এই সকল ভীতিব্যঞ্জক ঘটনার

৩১। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ১১৭ ও ১২০ পৃষ্ঠা। (Compare 'Murray's 'Runjeet Singh,' p. 117. 120), সা সুজার আত্মচরিত, সপ্তবিংশ অধ্যায়। ('Shah Shoojas' 'Autobiography' chap. xvvii. ।) মুন্সী মোহনলাল লিখিত দোস্ত মহম্মদের জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৯৯, ১০৪ পৃষ্ঠা। ('Moonshee Mohan Lal's Life of 'Dost Mahomed', p. 99. 104)

কাপ্তেন মারে (p, 131) বলেন, 'আতারি' সম্প্রদায়ের জয় সিং, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে পক্ষ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু পূর্বকথিত সময়-নিরূপণ সমর্থনার্থ, মিঃ ম্যাসনের ভ্রমণবৃত্তান্ত আলোচনা করা কর্তব্য। (Compare Mr. Masson, 'Travels', iii. 21 32.)

৩২। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ১২১ ও ১২২ পৃষ্ঠা ; এবং মুরক্রফটের 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত,' প্রথম খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's Runjeet Singh, p. 121, 122 and Moorcrhft, 'Travels', p. 210.) দেশা সিংহের সহিত মহারাজের মনোমালিন্য কত দিন ছিল, তাহাই নিরূপণার্থ শেষোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অবসানে, মহারাজ বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে কাশ্মীর আক্রমণে গমন করিলেন। এই সময় কতকগুলি সৈন্য কাবুল অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছিল; কাবুল হইতে ইতিমধ্যে আর একদল অতিরিক্ত সৈন্য আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করায়, তাহাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইল। দেওয়ান চাঁদ নামক যে ব্রাহ্মণ সন্তান মুলতানে বিশেষ দক্ষতার সহিত সৈন্যাধক্ষের কার্য করিয়াছিলেন, তিনিই অগ্রবর্তী সৈন্যদলের অধিনায়ক পদে বরিত হইলেন; যুবরাজ খড়্গ সিং একদল রক্ষক-সৈন্য-ব্যূহের সেনাপতিত্ব লাভ করিলেন, এবং স্বয়ং রণজিৎ সিং একদল 'রিজার্ভ' সৈন্য লইয়া সর্বপ্রকার যুদ্ধ-সামগ্রী সরবরাহের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের পশ্চাতে রহিলেন। অশ্বারোহী শিখ সৈন্যের কতকগুলি উৎকৃষ্ট সৈন্য, পদাতিক সৈন্যের সহিত পর্বোতোপরি আরোহণ করিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিল; তাহারা কতকগুলি স্বল্প-ভার কামানও সঙ্গে লইয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথগুলি অতিক্রান্ত হইল; কিন্তু তখন সকলেই দেখিল, জব্বর খাঁ তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে যুদ্ধ-সজ্জায় প্রস্তুত রহিয়াছেন! প্রথমতঃ আফগানগণ আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া দুইটি কামান কাড়িয়া লইল; কিন্তু তাহারা আর অধিক কৃতকার্য হইতে পারিল না। পরন্তু পুনর্মিলিত শিখগণ পুনরায় আক্রমণ করিয়া একরূপ বিনা রক্তপাতে যুদ্ধে জয়লাভ করিল।[৩৩]

কাশ্মীর অধিকারের কয়েক মাস পরে, রণজিৎ সিং নিজে পঞ্জাবের দক্ষিণ প্রদেশে গমন করিলেন এবং কাবুলের অন্যতম উপনিবেশ সিন্ধু-তীরবর্তী ডেরা-গাজী খাঁ বিজয়োন্মত্ত শিখগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইল। সিন্ধু ও চন্দ্রভাগার সঙ্গম-স্থলে রণজিৎ সিংহের রাজ্যের অধীন ভাওয়ালপুরের রাজার কতকগুলি রাজ্য ছিল; দুই বৎসর পূর্বে তিনি এই ডেরাগাজী-খাঁর দুরাণি শাসন-কর্তাকে পরাজিত করায়, ইজারা-স্বরূপ ঐ স্থান তাঁহাকে প্রদান করা হয়। কিন্তু শতদ্রুর পূর্বদিকের সমুদায় রাজ্য প্রকৃত পক্ষে না হউক, প্রকারান্তরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের আশ্রয়াধীনে আনীত হয়; এবং এই প্রকারে তিনি কতক পরিমাণে, রণজিৎ সিংহের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন।[৩৪] ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত কলহপ্রিয় মুসলমান-বংশ সমূহের ক্ষমতা হ্রাস-কল্পে তিনি কতক চেষ্টা করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ডেরা-ইস্‌মাইল খাঁ অধিকার করিয়া, মধ্যসিন্ধু-প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে রণজিৎ সিং স্বয়ং অগ্রসর হইলেন।

৩৩। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ১২২—১২৪ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 122—124.)

৩৪। Government to Superintendent of Ambal, 15th Jan. 1815. and Sir D, Ochterloney to Government, 23rd July 1815. Compare Murrays Runjeet Singh p. 124. ভাওয়ালপুরের ইতিবৃত্তে জানা যায়, রণজিৎ সিং শতদ্রুর নিম্ন দিকে পাকপটন পর্যন্ত গমন করেন; ভাওয়ালপুর আক্রমণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রতিরোধের আয়োজন দেখিয়া, এবং বহুমূল্য উপহার গ্রহণ করিয়া, তিনি পশ্চিম দিকে গমন করেন।

পঞ্জাবের পশ্চিমদিকববর্তী দুইটি নদীর মধ্যবর্তী সুদৃঢ় মানকেরা দুর্গ, বহুদিন হইতে সেই স্বনামধন্য শাসনকর্তার পিতা হাফিজ আমেদ খাঁ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কদাচ কাবুলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু সম্মান-সূচক কতকগুলি সর্তের অঙ্গীকারে প্রলোভিত হইয়া, বৎসরের শেষ ভাগে তিনি দুর্গ সমর্পণ করিলেন। সিন্ধুনদের দক্ষিণ-তীরস্থ সমগ্র দেশ এবং তদন্তর্গত ডেরা-ইস্মাইল-খাঁ তাঁহার অধীনে রহিল; কিন্তু লাহোরের জায়গীরদার স্বরূপ তিনি উহা ভোগ-দখল করিতে থাকিলেন।[৩৫]

ফতে খাঁর মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ আজীম ভ্রাতার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে, রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ-করণ মানসে, তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আটকের সম্মুখবর্তী খাইরাবাদ আক্রমণ করাই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য। আশ্রয়বিহীন শিখ-শাসন-কর্তা জয় সিং তাঁহার সঙ্গে রহিলেন। কিন্তু অন্যান্য কারণ বশতঃ, তিনি শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ হইলেন। তাঁহার কার্য-প্রণালী পরিদর্শন করিয়া, মহারাজ পশ্চিমাভিমুখে আসিলেন; তিনি তথা হইতে পেশোয়ারের শাসনকর্তা ইয়ার-মামুদ খাঁর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া রাজস্ব দাবী করিলেন।[৩৬] সেই শাসনকর্তা, রণজিৎ সিংহকে যেরূপ ভয় করিতেন, ভ্রাতা মহম্মদ আজীম খাঁর ষড়যন্ত্রেও তদ্রূপ ভীত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি বহুমূল্য অশ্ব প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সে স্থান হইতে কৌশলে প্রত্যাবৃত হইলেন। এই সময়ে শতদ্রুর দক্ষিণ-তীরবর্তী ওহাদনি নামক স্থানের অধিকার-স্বত্ব লইয়া ইংরাজদের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং, সেই স্থান ষড়যন্ত্রকারিণী এবং উচ্চাভিলাষিনী শ্বশ্রূ সদা কৌড়কে প্রদান করেন। ইংরাজ প্রতিনিধিগণ মনে করিতেন,—সেই রমণী, শতদ্রুর দক্ষিণতীরবর্তী কাণিয়া (বা ঘাণি) সম্প্রদায়ভুক্ত শিখজাতির স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং তিনি ইংরাজদিগের আশ্রয়লাভের স্বত্বাধিকারিণী। কিন্তু রণজিৎ সিং শ্বশ্রূর সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন, এবং ওহাদনি দুর্গ অধিকার করিয়া লন। এক্ষণে বলপ্রয়োগে মহারাজের উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইবে,—ইহাই স্থিরীকৃত হইল। লুধিয়ানা হইতে একদল সৈন্য গমন করিয়া কারারুদ্ধ বিধবা রমণীকে পুনরায় তাঁহার স্বত্বাধিকার প্রদান করিল। রণজিৎ সিং সে ক্ষেত্রে ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধির কার্যকলাপের কোনই প্রতিবাদ না করিয়া, বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয়

৩৫। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং,' ১২৯ এবং ১৩০ পৃষ্ঠা এবং সার এ. বারনেস্ কৃত 'কাবুলের' ৯২ পৃষ্ঠা। (Compare Murray's 'Runjeet Singh' p. 129, 130 and Sir A, Burne's 'Caubul' p. 92.)

৩৬। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং,' ১৩৪—১৩৭ পৃষ্ঠা (Compare Murray's 'Runjeet Singh' p. 134—137,)

প্রদান করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সেই স্থান অধিকার করায়, সন্ধি-সর্ত ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া, পাছে ইংরাজগণ তাঁহার প্রতি কুপিত হন, সেই ভয়ে তিনি বিশেষ ভীত হইয়া উঠিলেন। সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধাভিযানে ব্যাপৃত হইলেন। পরিশেষে দিল্লীর উচ্চ-পদস্থ কর্মচারিগণের বন্ধুত্বব্যঞ্জক পত্র প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার সে ভয় দূর হইল। 'এক্ষণে আর কোন বাধা-বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, তিনি পেশোয়ার অধিকারের জন্য প্রস্তুত হইলেন।[৩৭]

ইয়ার মামুদ খাঁ উপহারস্বরূপ যে অশ্বসমূহ রণজিৎ সিংহকে প্রদান করিয়াছিলেন, মহম্মদ আজীম খাঁ তাহা অনুমোদন করিলেন না। সুতরাং ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পুনরায় পেশোয়ারে গমন করিলেন। ইয়ার মামুদ, ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ না করিয়া বরং 'ইউসফজাই' দিগের পার্বত্য রাজ্যে পলায়ন করিলেন; সেই প্রদেশ, বহু-বংশের একটি শাখার হস্তচ্যুত হইল। কিন্তু শিখদিগের প্রধান অধ্যক্ষ এই সময়ে অটকেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তখন আপন ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-কল্পে কৃত-সংকল্প হইলেন। ১৩ই মার্চ তাঁহারা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন; হস্তী-যুথ নদীর পরপারে কামান বহন করিয়া লইয়া গেল। সিন্ধুনদ-তীরবর্তী 'খুটুক'দিগের রাজ্য অধিকৃত হইল; আকোরা নামক স্থানে মহারাজ, আশ্রয়-বিহীন জয় সিং আতারিওয়ালাকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার সকল দোষ মার্জনা করিলেন। মুসলমানগণ ধর্ম-যুদ্ধ বা 'জেহাদ' ঘোষণা করিল; 'খুটুক' জাতি এবং 'ইউসফজায়ী' সম্প্রদায়ের প্রায় বিশ সহস্র সৈন্য, ধর্মযাজক এবং ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের আহ্বানে ধর্ম রক্ষার্থ অবিশ্বাসী বিধর্মীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমবেত হইল। এই বিশাল সৈন্যদল নওশেরার অনতিদূরবর্তী পার্বত্য প্রদেশে এবং তৎচতুর্দিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু কাবুল নদীর পশ্চিম তীরে তাহারা শিবির সন্নিবেশ করিল। মহম্মদ আজীম খাঁ সেই নদীর দক্ষিণ তীরে একটি উচ্চতর স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। স্বাধীন

৩৭। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং', ১৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's 'Runjeet Singh'. p. 134) অতি সংক্ষেপে কার্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; সেগুলি সঠিক নহে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত. দিল্লীতে রেসিডেন্টের নিকট কাপ্তেন মারে এবং কাপ্তেন রস যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর তারিখে স্যার ডেভিড অক্টারলোনি, কাপ্তেন রস্‌কে যে পত্র দেন তাহাতে, এবং ঐ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন গবর্ণর-জেনারেলের দিল্লীর প্রতিনিধি, কাপ্তেন মারের নিকট ও ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট গবর্ণমেন্টের নিকট যে পত্রাদি প্রেরণ করেন,—তাহাতে অন্যান্য অবশ্যকীয় সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল, ১৩ই জুলাই এবং ১৮ই অক্টোবর গবর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধির নিকট গবর্ণমেন্টের পত্রাদি হইতেও অনেক বিবরণ জানা যায়। কাপ্তেন মারে বলেন, এই উপলক্ষে আকালি ফুলা সিং একেশ্বরই ওহাদনি অধিকারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার দলস্থ দশ সহস্র সৈন্যকে সৈন্যদল-ভুক্ত করিয়া লইতে রণজিৎ সিংহকে তিনি অনুরোধ করেন।

সামরিক সৈন্যদলের উপর তাঁহার যে প্রভুত্ব ছিল, তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; আপন ভ্রাতার সততার প্রতিও তিনি সন্দিহান হইলেন। উজীরকে প্রতিরোধ করার মানসে রণজিৎ সিং একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন; সেই সৈন্যদল-সশস্ত্র কৃষকদলকে আক্রমণ করিতে নদী অতিক্রম করিল। আকালি সম্প্রদায়ের শিখগণ চকিতের ন্যায় মুসলমান 'গাজীয়া'দিগকে ভীমবেগে আক্রমণ করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে অমৃতসরের ধর্মোন্মত্ত যোদ্ধগণের দুর্দ্ধর্ষ পরিচালক ফুলা সিং নিহত হইলেন; বিপক্ষ সৈন্য সুবিধামত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল; সুতরাং ফুলা সিংহের সৈন্যগণ, সেই পদাতি সৈন্যসাগরে বিশেষ কোনই স্থায়ী নিদর্শন রক্ষা করিতে পারিল না। অতঃপর আফগান সৈন্য উল্লসিত হইয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল; তাহাতে লাহোরের শাসনকর্তার শিক্ষিত সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। যাহা হউক, সমবেত সৈন্যের অগ্নিবর্ষণে এবং নদীর বিপরীত তীরস্থ সুসজ্জিত সৈন্যের দক্ষতায়, তাহাদের গতি প্রতিহত হইল, এবং পরিশেষে রণজিৎ সিংহের যত্ন ও পরিশ্রমে এই বাধা-প্রদান, বিজয়লাভে সমাপ্তিত হইল। সাহসী ও ধর্মপ্রাণ পর্বতবাসিগণ এই পরাজয়ের পর পুনরায় সমবেত হইল; "পীড়জাদা", মহম্মদ আকবরের অধিনায়কত্বে পরদিন যুদ্ধ করিবে বলিয়া, তাহারা ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু কাবুলের উজীর তখন অতিকষ্টে পলায়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং আর কেহই তাহাদিগকে উৎসাহ কিংবা সাহায্য প্রদান করিল না। সৈন্যগণ পেশোয়ার ধ্বংস করিয়া ফেলিল; কিন্তু জনসাধারণের শত্রুভাবহেতু সেই বিজিত প্রদেশ শাসনাধীনে রাখা দুরূহ হইয়া উঠিল। ইয়ার মামুদ খাঁর বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাবে বিচক্ষণ মহারাজ, সম্মত হইলেন। অত্যল্পকাল পরে মহম্মদ আজীম খাঁর মৃত্যু হইল; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই পেশোয়ার, কাবুল এবং কান্দাহার প্রভৃতি তিনটি রাজধানীর অধিকারী ভ্রাতৃত্রয়ের সৈন্যদলের একতাও নষ্ট হইল। সা মামুদ এবং তৎপুত্র কামরাণ, হীরাটে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকিলেন। অন্যদিকে, সা আইউব আফগানিস্থানের নামমাত্র সম্রাট বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিলেন; তিনিও তাঁহার রাজধানীতে অবস্থান করিতে থাকিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কোনই ক্ষমতা রহিল না।[৩৮]

৩৮। মারে বিরচিত রণজিৎ সিং, ১৩১ পৃষ্ঠা ইত্যাদি; মুরক্রফ্‌টের ভ্রমণবৃত্তান্ত, দ্বিতীয় খণ্ড ৩৩৩, ৩৩৪ পৃষ্ঠা; এবং ম্যাসনের 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত,' তৃতীয় খণ্ড ৫৮–৬০ পৃষ্ঠা। (Compare 'Murray's Runjeet Singh' p. 137 &c.; Moorcroft's 'Travels', ii. 333, 334; and Masson's 'Journey's. iii. 58-60. রণজিৎ সিং কাপ্তেন ওয়েডকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যগণের মধ্যে একমাত্র গুর্খাই, মুসলমান আক্রমণে অটল ছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল কাপ্তেন ওয়েড, দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট যে পত্র লেখেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।—(Compare Wade to Resident at Delhi 3rd April, 1839)

পূর্ববর্ণিত নোটে যে, ধর্মোন্মত্ত ফুলা সিংহের কথা বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ব হইতেই তাহার দুর্নাম ছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সার চার্লস মেট্‌কাফের শিবির আক্রমণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর ইংরাজ কর্মচারিগণের একটি দল, শতদ্রুর দক্ষিণস্থ সমুদয় রাজ্য জরীপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রণজিৎ সিং, অধিকৃত বিশাল রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গমন করেন। তথায় বিদ্রোহী মুসলমান-জায়গীরদারগণকে হীনবল করা, এবং সিন্ধুদেশের সীমান্তবর্তী স্থানে আপন ক্ষমতা বদ্ধমূল করাই, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইতিপূর্বেই তিনি তত্রত্য প্রদেশের আমীরগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করিতে ছিলেন।[৩৯] তিনি শিকারপুর, 'তালপুর' বংশের অধিকৃত রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিবার ভাণ করিলেন; কিন্তু তখনও মহারাজ উদ্দেশ্য স্থির করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন; তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সংসার চাঁদের মৃত্যুর বিষয় তাঁহার নিকট বিজ্ঞাপিত হইল। এক সময়ে সেই শাসনকর্তা মহারাজের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সংসার চাঁদের পুত্রকেই পিতৃস্থলাভিষিক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। যুবরাজ খড়্গ সিং, ক টোচের মিত্ররাজের উত্তরাধিকারীর সহিত বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ শিরস্ত্রাণ বিনিময় করিলেন।[৪০]

ইত্যবসরে কাশ্মীর, মুলতান এবং পেশোয়ার প্রভৃতি তিনটি মুসলমান অধিকৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া রণজিৎ সিং তথায় শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কি পার্বত্য প্রদেশে, কি সমতল ক্ষেত্রে,—পঞ্জাবের সর্বত্রই রণজিৎ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। রাজ্যের অধিকাংশই তিনি বাহুবলে অধিকার করিয়াছিলেন। লুদাক এবং সিন্ধুদেশ অধিকারের জন্য তিনি যে কল্পনা স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্যপ্রণালী হইতে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে পারে। অপরাপর ঘটনাবলীর বর্ণনা ব্যপদেশে, রণজিৎ

উবোহারে তিনি এক দুর্গ নির্মাণ করেন—এই স্থান,—ফিরোজপুর এবং ভাটনিয়ারের মধ্যে অবস্থিত। বহুকাল হইতে এই স্থান ইংরাজের রাজ্যভুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে কাপ্তেন মারে দিল্লীর প্রতিনিধির নিকট যে পত্র লেখেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। (Capt. Murray to Agent Delhi, 15th May, 1823.) ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তিনি মিঃ মুরক্রফ্‌টকে বলেন, তিনি রণজিৎ সিংহের প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; এবং সন্তুষ্টচিত্তে ইংরাজদিগের সহিত যোগদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মুরক্রফ্‌ট যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেখানেই তিনি তরবারি ও কামান বহন করিয়া লইবেন. সে অনুমতি তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড ১১০ পৃষ্ঠা। ('Travels' i. 110)

দোস্ত মহম্মদ খাঁর সম্বন্ধে সকলেই জানেন. মিঃ ম্যাসন ('Journey's iii. 59, 60) এবং মুন্সী মোহন লাল ('Life of Dost Mahomed,' 127, 128) উভয়েই প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই উপলক্ষে দোস্ত মহম্মদ খাঁ ঘোর বিদ্রোহতাচরণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধিগণ এবং জনসাধারণে পরে সেই ঘটনা বিস্মৃত হইয়াছিলেন; শিখগণ ও আফগান জাতি প্রকৃতপ্রস্তাবে শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তখন তাহারা সম্ভবপর দৈব-ঘটনা সমূহের যেটিতে স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিত, তৎসাধনেই একত্রিত হইতে প্রস্তুত হইত।

৩৯। Captain Murry to Governor-General's Agent at Delhi, 15th Dec, 1825 and Capt Wade to the same, 7th, Aug, 1823.

৪০। মারে বিরচিত রণজিৎ সিং, ১৪১ পৃষ্ঠা (Muaray's Runjeet Singh, p. 141) সংসার চাঁদের বংশ ও রাজ্যের বিবরণ সম্বন্ধে মুরক্রফটের ভ্রমণবৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য। (মুরক্রফট, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড, ১২৬-১৪৬ পৃষ্ঠা।)

সিংহের কার্যপ্রণালীর বিবরণে কিছু কালের নিমিত্ত নিরস্ত হইলে, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রণজিৎ সিংহের প্রকৃতি ও চরিত্র বিষয়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সেই সকল বিষয়ের বর্ণনা একান্ত আবশ্যক। দেশের ইতিহাসের সহিতও সেই সকল বিষয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ।

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে লুধিয়ানায় পৌছিয়া, সা সুজা স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাবুল ও কান্দাহার বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে কিছু দিন বদ্ধমূল ছিল। ইংরাজদিগের বিশ্বাস,—সা সুজা কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন; সা সুজা তাহাতে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন এবং তৎপ্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। তিনি একজন সম্রাট; ভাগ্য-চক্রের কঠোর নিষ্পেষণে রাজ্যধন হারাইয়া, তিনি নানারূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন; বিপন্ন অবস্থায় হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে দ্বারে দ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন;—সা সুজা সেই ভাব প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইলেন। ফতে খাঁর আক্রমণে যখন তিনি প্রপীড়িত হইয়া পড়েন, তখন সিন্ধুদেশের আমীরগণ তাঁহাকে বহু আশা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার উপলব্ধি হইল,—দক্ষিণ দিক হইতে আফগনিস্থান আক্রমণ করিলে, ফল লাভের বিশেষ সম্ভাবনা। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ইংরাজদিগের নিকট, তাঁহাদের সুবিধাজনক অনেক বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু ইংরাজগণ তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, বিদেশীর কার্য-কলাপের সহিত তাঁহাদের কোন সংশ্রব নাই, এবং পারিপার্শ্বিক সকলের সহিতই তাঁহারা শান্তিতে ও নির্বিবাদে বাস করিতে অভিলাষী। সা সুজা যখন এইরূপে স্থানে স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ফতে খাঁ নিহত হইলেন। মহম্মদ আজীম খাঁ, সা সুজার বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। তৎপ্রতি বিশ্বাস বশতঃ, সা তৎক্ষণাৎ লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, সা সুজা সেই স্থান পরিত্যাগ করেন; ভাওয়ালপুরের নবাবের সাহায্যে ডেরাগাজী-খাঁ তৎকর্তৃক অধিকৃত হয়। অতঃপর শিকারপুর অধিকারার্থ পুত্র তাইমুরকে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং পেশোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি দুরাণিদিগের সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইবেন; তাঁহার পেশোয়ার যাত্রারও সেই উদ্দেশ্য। কিন্তু ইত্যবসরে মহম্মদ আজীম খাঁ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রচার করিলেন,—তিনি স্বয়ং আইউবের উজীর। সা সুজা ঘোর বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়া খাইবার পর্বত-শ্রেণীর কতকগুলি মিত্র-সম্প্রদায়ের আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দুই মাস পরে সেস্থান হইতেও তিনি বিতাড়িত হন; শিকারপুর প্রবেশ করিবার পূর্বেই মহম্মদ আজীম খাঁ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সুতরাং সা সুজা সেস্থান হইতেও পলায়ন করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি খয়েরপুর গমন করেন; তৎপর হায়দ্রাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। সিন্ধিয়ানদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। অতঃপর শিকারপুর পুনরুদ্ধার করিয়া এক বৎসর তথায় বাস করেন। কিন্তু মহম্মদ আজীম খাঁ

পুনরায় আগমন করিলেন। তখন হায়দ্রাবাদের শাসন-কর্তৃগণ এই ভাণ করিলেন যে, সা সুজা ইংরাজদিগকে আনয়ন করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন; এক্ষণে তাঁহাকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যেই যেন অর্থ প্রত্যর্পিত হইল। তথায়ও নিরাপদ নহেন মনে করিয়া, সা সুজা দিল্লীতে পলায়ন করিলেন। পরিশেষে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দ্বিতীয়বার লুধিয়ানায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতা অন্ধ জুমান ঠিক সেই সময়ে পারস্য এবং আরব দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, সেই পথে সেই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। সা সুজার নির্দ্ধারিত বৃত্তি এ পর্যন্ত তাঁহার বিশ্বাসী সুচতুর ওয়াফা বেগমপ্রমুখ তাঁহার পরিবারবর্গ গ্রহণ করিতেন। সা জুমান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করায়, তাঁহার ভরণপোষণের জন্যও প্রথমতঃ ১৮,০০০ টাকা, পরে ২৪,০০০ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়।[৪১]

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের হৃতসর্বস্ব মারহাট্টা-রাজ, আপ্পা সাহেব, ইংরাজদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া, অমৃতসরে উপনীত হন। তাঁহার কার্যকলাপে বোধ হইয়াছিল, তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক অর্থ ছিল। রণজিৎ সিং যাহাতে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন, অমৃতসরে গমন করিয়াই, তদ্বিষয়ে তিনি চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মহারাজের মিত্র, ইংরাজদিগের সহিত আপ্পা সাহেবের ঘোর শত্রুতার বিষয় জানিতে পারিয়া, মহারাজ রণজিৎ সিং আপ্পা সাহেবকে রাজ্য পরিত্যাগের অনুমতি করিলেন। আপ্পা সাহেব তখন কিছুকালের জন্য সংসার চাঁদের রাজ্য কটোচে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কটোচে থাকিয়া শতদ্রুর দক্ষিণ ও পূর্বদিকে সমগ্র ভারতখণ্ড অধিকারের জন্য, সা জুমানের পুত্র যুবরাজ হায়দরের সহিত জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিলেন। স্থির হইল, দিল্লী হইতে কমোরীণ অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্যখণ্ডে দুরাণি রাজা হইবেন; মারহাট্টা স্বয়ং তাঁহার উজীররূপে, অধীন রাজার ন্যায়, দক্ষিণাত্য শাসন করিবেন। এই সংকল্পে পঞ্জাব যোগদান করিল না। কিন্তু রণজিৎ সিং, সংসার চাঁদ কিংবা কাবুলের ভূতপূর্ব শাসনকর্তৃদ্বয় এই অভিসন্ধিতে লিপ্ত ছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যখন সেই ঘটনা প্রচারিত হইল, তখন সংসার চাঁদ

৪১। Compare 'Shah Shooja's Autobiography.' ch. xxvii, xxviii, xxix, in the Calcutta Monthly Journal for 1839, and 'Bhawalpur Family Annals' (Mannuscript)' কাপ্তেন মারে (History of 'Runjeet Singh,' p, 10) বলিয়াছেন যে, সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সা-সুজা একবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হয়। যাহা এই অংশে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, তৎসমর্থনার্থ নিম্নলিখিত পত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে ও ৭ই জুনের দিল্লীর রেসিডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের পত্র; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর এবং ১০ই অক্টোবরের এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে দিল্লীর রেসিডেণ্টের নিকট কাপ্তেন মারের এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল, ৩০শে জুন ও ২৭শে আগষ্টের স্যার ডেভিড অকটারলোনির নিকট কাপ্তেন মারের পত্র দ্রষ্টব্য।

আপন অতিথিকে অন্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে আপ্পা সাহেব মুণ্ডীতে গমন করেন; এই স্থান শতদ্রু নদী এবং কাঙড়ার মধ্যে অবস্থিত। তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরে গমন করেন, এবং পরিশেষে সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া পর বৎসর যোধপুরের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই রাজ্যও তখন ইংরাজ-দিগের অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং ভূতপূর্ব রাজার আত্মসমর্পণ আবশ্যক হইয়া উঠিল। কিন্তু রাজপুত-রাজ তাহাতে নানারূপ আপত্তি করিলেন; সুতরাং আপ্পা সাহেবকে নিরাপদে রাখিতে স্বীকৃত হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট আর কোন আপত্তি করিলেন না। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়; অতঃপর সকলেই আপ্পা সাহেবের কথা বিস্মৃত হইল।[৪২]

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, নূরপুরের পার্বত্য রাজা, বীর সিংহ, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি শতদ্রুর দক্ষিণে আশ্রয়ানুসন্ধান করিতেছিলেন। এই সময় সা সুজা লুধিয়ানায় পৌছিলে, বীর সিংহ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন;—রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য একতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়াই, সেই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। যখন সা বন্দী অবস্থায় লাহোরে বাস করিতেন, তখন মহারাজ বিভিন্ন অসন্তুষ্ট রাজপুরুষগণের সন্ধিপ্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন নাই। ইংরাজ-দিগের সহিত সার সন্ধির বিষয় তাঁহার স্মরণ হইল; রাজ্যভ্রষ্ট রাজাদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য উচ্চাভিলাষিগণ কিরূপ তৎপর, তাহা তিনি জানিতেন। এক্ষণে তিনি ইংরাজকর্তৃপক্ষদিগের উদ্দেশ্য জানিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু নূরপুরের রাজার প্রতি ভীতি প্রদর্শনের ভাণ করিয়া মহারাজ ইংরাজদিগের প্রতি আপন সন্দেহ গোপন করিতে চেষ্টিত হইলেন। তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ এক্ষণে মূলতানের সন্নিকটে অবস্থিত; সুতরাং বীর সিংহ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া, হয়তো বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বালিত করিতে পারেন। তখন সা সুজা কর্তৃক প্রতিনিধিগণের আদর-অভ্যর্থনায় সকলেই অমত প্রকাশ করিলেন; এবং বিতাড়িত রাজার লুধিয়ানায় বসবাসও অনভিপ্রেত বলিয়া অনুমিত হইল। কিন্তু রণজিৎ সিং বুঝিলেন,—আপন প্রাধান্য রক্ষার জন্য সর্ববিধ উপায় অবলম্বনে, তাঁহার (সার) সত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ-রাজ্যের সীমা মধ্যে তৎকর্তৃক কোন উপায় অবলম্বিত হইতে পারিবে না। মহারাজ

৪২। Compare Murray's Runjeet Singh. p. 126; Moorcroft's 'Travels', i. 109; and the 'quasi-official authority, the 'Bengal and Agra Gazetteer' for 1841, 1842 (articles 'Nagpoor' and 'Jodhpur'). See also Capt. Murray's Letters to Resident at Delhi, 24th Nov. and 22nd Dec. 1821 and the 13th Jan. 1822, and 6th June, 1824; and likewise Capt. Wade to Resident at Delhi, 5th March, 1824.

তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বুঝিলেন,—দক্ষিণে কিংবা পশ্চিমে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহার রাজধানী লাহোর সর্বসময়েই নিরাপদ; সুতরাং বিপৎপাতের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া, মহারাজ আর কোনই প্রতিবাদ করিলেন না।[৪৩]

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বিচক্ষণ পরিব্রাজক মুরক্রফট, ইয়ারখন্দ ও বোখারা পরিদর্শন মানসে, ভারত-প্রান্তর পরিত্যাগ করেন। পঞ্জাবের পার্বত্যপ্রদেশে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া, তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাহোরে প্রত্যাবৃত্ত হন। রণজিৎ সিং মহাসমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার ব্যবহারে মহারাজের এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছিল। মহারাজ অকপটচিত্তে তাঁহার জীবনের সমুদায় বৃত্তান্ত মুরক্রফ্‌টের নিকট একে একে বর্ণনা করিয়াছিলেন; তিনি পরিব্রাজক মুরক্রফটকে আপন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল দেখাইয়াছিলেন; এবং অবসর-ক্রমে নিঃসন্দেহে তাঁহার রাজধানীর যে কোন অংশ পরিদর্শন করিতে, তাঁহাকে উৎসাহ, প্রদান করিয়াছিলেন। চিকিৎসাদি বিষয়ে নৈপুণ্যে, সর্ব বিষয়ে বহুদর্শিতায়, আপন সরলঅকপট ব্যবহারে এবং কার্যদক্ষতা ও উৎসাহে মিঃ মুরক্রফট সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন; এবং তাহাতে তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারে তিনি পঞ্জাবে ইংলণ্ডজাত পণ্যদ্রব্য প্রবর্তন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহারাজ সেই প্রস্তাব কৌশলে প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। কথিত হয়, মহারাজের বিশ্বাস, তাহাতে রাজস্ব হ্রাস হইতে পারে। বিশেষতঃ, এরূপ ক্ষেত্রে যাঁহাদের পরামর্শ আবশ্যক, সেই সকল প্রধান কর্মচারী বহুদূরদেশ আক্রমণে গমন করিয়াছিলেন। মুরক্রফটের ভ্রমণের জন্য সকল প্রকার সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছিল; পরিশেষে এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, যদি তিনি তিব্বতদেশ হইতে ইয়ারখন্দে না পৌছিতে পারেন, তাহা হইলে, তিনি কাশ্মীরের মধ্য দিয়া কাবুল ও বোখারা পর্যন্ত গমন করিবেন। সর্বশেষে সেই পথ অবলম্বন করাই, তিনি শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মিঃ মুরক্রফ্‌ট নিরাপদে লুদাকে পৌছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, রুষিয়ার মন্ত্রী যুবরাজ নেসেলরোডের নিকট হইতে মহারাজ এক পত্র প্রাপ্ত হন; তাহাতে মন্ত্রীবর একজন সওদাগরকে রণজিৎ সিংহের কার্যে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি আরও নিশ্চিত জানাইয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের ব্যবসায়িগণ রুষ রাজ্যে মহাসম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইবে—রুষিয়ার বাদসাহ একজন

৪৩। ১৮১৬-১৭ খৃষ্টাব্দের সরকারী কাগজ পত্রের, বিশেষতঃ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখের গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত দিল্লীর রেসিডেণ্টের পত্রেরই, এস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ বৎসর বীর সিংহ নিজ রাজ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে আর একবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন। (Murray's "Runjeet Singh," p. 145, and Captain Murray to Resident at Delhi, 25th February, 1827) পরিশেষে তাঁহাকে কারামুক্ত করা হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন; কিন্তু তখন কেহই আর তাঁহার নাম পর্যন্ত করিত না।

সদাশয় ব্যক্তি; তিনি অন্যান্য দেশেরও সুখ-সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন,—প্রধানতঃ, শিখদিগের রাজের শাসিত রাজ্যের তিনি একজন বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। রুষমন্ত্রীর প্রেরিত সওদাগর রুষিয়ার দক্ষিণ প্রদেশে পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরিশেষে জানা গিয়াছিল, ছয় বৎসর পূর্বে সেই ব্যক্তি লাহোরের মহামাজ এবং লুদাকের রাজার নিকট এইরূপ পত্রবাহক দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।[৪৪]

রণজিৎ সিং একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, উপযুক্ত বিধি-বিধানের প্রবর্তনায়, তাহার শাসন-শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতে পারিলে, শিক্ষিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু তাহা রণজিৎ সিংহের প্রকৃতির উপযোগী হয় নাই; অথবা সমগ্র শিখ জাতির পক্ষেও তাহা অনুপযুক্ত হইয়াছিল। যতদিন কোন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পরিবর্দ্ধনশীল শক্তি সময়ের আবর্তনে আপনিই পরিবর্তিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, ততদিন সেই সম্প্রদায়ের শক্তি সীমাবদ্ধ হয়, অথবা তদন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের উদ্দাম গতি স্থগিত হয়, ইহা কদাচ তৎসম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নহে। নানক এবং গোবিন্দ যে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহের চরিত্রে তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। আপন পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি-সাধন-উদ্দেশ্যে তিনি আপন শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে অনুগত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, যে শক্তি ধ্বংস করা কিংবা শাসনে রাখা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত, সেই শক্তিকে তিনি একটি নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতেছেন; শিখগণ যাহাতে তাঁহার শত্রুতাচরণ না করে, অথবা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে রাজ্যবিজয় অথবা দূরবর্তী স্থানে যুদ্ধ ব্যপদেশে নিযুক্ত রাখাই, তাঁহার একমাত্র কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। স্বাধীন শিখ-জাতির প্রথম রাজনৈতিক প্রথা, কয়েকটি কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়;—প্রথমতঃ, সেই প্রথার অসম্পূর্ণতা; দ্বিতীয়তঃ, সুশিক্ষিত সভ্য গবর্ণমেণ্টের সংস্পর্শ; তৃতীয়তঃ, একমাত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রাধান্য। ইতিপূর্বেই "মিছিল" ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল; অথবা আলহুওয়ালিয়া এবং পাতিয়ালা (বা ফুলকিয়া) সম্প্রদায়ের শিখগণের মধ্যেই মিছিলপ্রথা বর্তমান ছিল। তবে উহাদের মধ্যেও 'আলহুওয়ালিয়গণ' তাহাদের সামন্তের প্রাধান্য রক্ষার জন্য রণজিৎ সিংহের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল; এবং 'পাতিয়ালা' বা ফুলকিয়াগণ, ইংরেজদিগের কৌশলে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। রণজিৎ সিং কখনও মনে করেন নাই, তাঁহার রাজ্য অথবা শিখ-সাম্রাজ্য একমাত্র পঞ্জাবেই সীমাবদ্ধ রহিবে। তাঁহার ঐকান্তিক কামনা এই যে,—'খালসা' ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া এবং তাঁহার দক্ষতার

৪৪। Moorcroft, 'Travels', i. 99, 103; and see also 383, 387 with respect to a previous letter to Runjeet Singh'.

প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া, বীর এবং ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ যতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন, ততদূর পর্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করিবেন। শাসন নীতির উচ্চ কল্পনায় অথবা বাহ্য সৌকর্যসাধনে তিনি কখনও প্রয়াসী হন নাই। তিনি কেবল রাজ্য বিস্তারের জন্যই সচেষ্ট ছিলেন ; বাণিজ্য-ব্যাপারে তিনি যে ন্যায়পরতার পরিচয় দিতেছেন, ইংরেজ প্রতিবেশীদিগের নিকট সে প্রশংসা শুনিবার জন্য তিনি আদৌ উৎসুক ছিলেন না। বিভিন্ন মতাবলম্বী মূর্খ ও উন্মত্ত প্রজাবর্গের সুশাসনের জন্য, তিনি ইংরাজদিগের প্রশংসা-ভাজন হইতে প্রয়াসী হন নাই। তিনি উৎপন্ন শস্যের ন্যায়সঙ্গত অংশ গ্রহণ করিতেন ; ব্যবসায়িগণ আপনাপন লভ্যাংশের উপর সন্তুষ্টচিত্তে যে পরিমাণ কর প্রদান করিতে সমর্থ হইত, তিনি তাহাই লইতেন। তিনি প্রকাশ্য লুঠ-তরাজ বন্ধ করিয়াছিলেন ; শিখ-কৃষকদিগের উপর সামান্য মাত্র কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। স্থানীয় কোন রাজ-কর্মচারী কোন 'খালসার' প্রতি পীড়ন করিতে সাহসী হইতেন না ; রাজস্ব-সংগ্রহকারিগণ যদি কোথায়ও অত্যাচার-অবিচারের দরুণ বাধা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরই পদচ্যুতি ঘটিত ; তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য-সাধন বিষয়ে কদাচ সৈন্য সাহায্য প্রদান করা হইত না। যাহারা স্বহস্তে সে অত্যাচারের প্রতিকার করিতে পারিত, তিনি সাধারণতঃ তাহাদিগের প্রতি শাস্তিবিধান করিতেন না ; সেরূপ ক্ষেত্রে, তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ সর্বদাই সতর্কতার সহিত কার্য করিত। শিখ-জাতির সমুদায় ঐশ্বর্য এবং সমস্ত শক্তি যুদ্ধব্যাপদেশে এবং সামরিক অস্ত্রাদি নির্মাণ ও সাজসজ্জাদি সরবরাহে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। জায়গীর (Feudal) প্রথার আদর্শক্রমে তাঁহার রাজ্য-শাসনপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল। তাহাতে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থের এবং চরিত্রগত স্বাধীনতা রক্ষার সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। এইরূপ শাসনপ্রণালী শিখ-জাতির বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল ; তাহারা যথেষ্ট কার্য পাইয়াছিল ; তাহারা যুদ্ধবিগ্রহে অভ্যস্ত হইয়াছিল। নগরের পর নগরে খালসার আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায়, তাহাদের সন্তোষ বৃদ্ধি করিয়াছিল ; এতদ্বারা তাহাদের পরিবারবর্গ ধনশালী হইয়াছিল। কিন্তু রণজিৎ সিং কখনও স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী রাজার ন্যায় ক্ষমতালাভ বা উপাধি গ্রহণ করিতে যত্নপর হন নাই। তিনি ধর্মানুষ্ঠানে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন ; তিনি ধার্মিক মহাত্মাগণকে ভক্তি করিতেন, এবং বহু দান-ধর্মাচরণে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। রণজিৎ সিংহ মনে করিতেন,—ঈশ্বরানুগ্রহেই সর্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয়। তিনি আপনাকে এবং শিখ-জাতিকে 'খালসা' অথবা গোবিন্দের সাধারণ-তন্ত্র নামে অভিহিত করিতেন। যখন তিনি নগ্নপদে শিখ-গুরুদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন, যখন তিনি তাঁহার স্বদলভুক্ত দীর্ঘশ্মশ্রুসমন্বিত প্রসিদ্ধ পুরুষগণকে পুরস্কৃত করিতেন, যখন তিনি ধর্মোন্মত্ত 'আকালি' সম্প্রদায়ের অমিতাচার প্রশমনকল্পে উদ্যোগী হইতেন, অথবা যখন তিনি বিপক্ষ সৈন্যগণকে ধ্বংস করিয়া, নূতন রাজ্য অধিকার করিতেন ;—কখনই তিনি আপনার প্রতিষ্ঠা-প্রচারে বা

স্বার্থ-সাধনে উদ্যোগী হইতেন না, প্রত্যেক কার্যই গুরুর জন্য, 'খালসা" সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য ঈশ্বরের নামে সম্পন্ন করিতেন।[৪৫]

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ভৈন্টুরা এবং আলার্ড নামক ফরাসী সেনাপতিদ্বয়, পারস্য এবং আফগানিস্থানের পথ অবলম্বন করিয়া, লাহোরে পৌছিলেন। বাদ প্রতিবাদে কিছুকাল অতিবাহিত হইল, পরে তাঁহারা সম্মানসূচক পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।[৪৬] সাধারণতঃ কথিত হয়,—এই দুই সেনানায়কের এবং তাঁহাদের পরবর্তী সহযোগী কোর্ট এবং এভিটেবাইল নামক সেনাপতিদ্বয়ের বিশেষ পরিশ্রমে শিখ-সৈন্যের এত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক শিখের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা এবং শ্রমশীলতাই

৪৫। কি লিখিবার সময়, কি আপন গবর্ণমেণ্টের কথা বলিবার সময়,—রণজিৎ সিং সর্বদাই খালসা' নাম প্রয়োগ করিতেন। অন্যান্য শিখদিগের ন্যায়, রণজিৎ সিং সাধারণতঃ নিজ সিল মোহরের উপর নামের পূর্বে, 'আকাল সুহাই'—এই বিশেষণ ব্যবহার করিতেন। তাহার নামের পূর্বে, ঈশ্বর সাহায্যকারী, রণজিৎ সিং.'—এই বিশেষণ ব্যবহৃত হইত। এই বিশেষণ ব্যবহারের সহিত, ইংলণ্ডের সাধারণ-তন্ত্রের 'ঈশ্বর আমাদের সহায়'—এই বাক্যের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। অধ্যাপক উইলসন ('Journ Royal Asiatic Society No xvii p 51) বলিয়াছেন, রণজিৎ সিং, নানক ও গোবিন্দকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন, এবং জগতের একেশ্বর শাসনকর্তার প্রাধান্য উপেক্ষা করিয়া আপনাকেই খালসার' একমাত্র প্রতিকৃতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই বর্ণনার কোন প্রমাণ নাই।

শিখদিগের শাসনপ্রণালীর ঐক্য ও সাম্যভাব কিংবা কার্যকারিতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। এইরূপ মতভেদ অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে বিরল নহে। শিখ-গবর্ণমেণ্ট শিখদিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল,—তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কারণ এইরূপ উপযোগিতা সাধন করা, প্রত্যেক শাসক সম্প্রদায়ের গবর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং এই উপযোগিতার প্রকৃত গুণও বর্তমান রহিয়াছে। অধিকন্তু ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে, তৎসাময়িক সভ্যতার বিশেষত্ব স্মরণ রাখা আবশ্যক। পঞ্জাবের বর্তমান অবস্থা দেখিলে বুঝা যায়,—উহা মধ্যযুগের উন্নতিশীল ইউরোপের এবং পতনোন্মুখ বাইজানটাইন রাজ্যের বিশেষত্ব সমূহের এক সমবায় মিশ্রণ। যে ভাবেই দেখা যায়, তাহারা অর্ধ অসভ্য, কিন্তু তাহারা যৌবনসুলভ স্বাভাবিক তেজগাম্ভীর্যে এবং অনেকানেক শিল্পবিদ্যা বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এই জ্ঞান ও গাম্ভীর্য সমাজের উন্নত অবস্থায় জীবনের অলঙ্কারস্বরূপ।

পুনশ্চ, অমৃতসরের ন্যায় একটি নগর শিখজাতির প্রতিষ্ঠিত,—এই বিষয় স্বীকার করিলে, নানা অত্যাচার-অবিচার এবং দুষনীয় রাজ্যশাসন প্রণালী বিষয়ক বহু অভিযোগ খণ্ডন হইতে পারে। কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন কেবলমাত্র প্রচলিত মতের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন, (Life of Shah Alum', p 77) অধিকৃত রাজ্যের সমুদায় ভূমিতে, শিখজাতি সাতিশয় অধ্যবসায়ের সহিত চাষ আবাদ করিত। মুলতানে কোন অভিযোগ মিঃ ম্যাসনেরও ('Journeys', i. 30, 398) কর্ণগোচর হয় নাই। কিন্তু মুরক্রফট (Travels, i. 123) কাশ্মীরিদিগের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়াছেন। তাহার পরিভ্রমণের কিছু কাল পূর্বে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত সহস্র সহস্র লোক যে আপনাপন বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতক্ষেত্রে আসিয়াছিল, সে সকল কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সেই উপত্যকা যে বহুকালাবধি আফগানদিগের অধীন ছিল, তাহাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ফরষ্টার আফগান শাসনের কঠোরতা বর্ণনা করিয়াছেন। (Travels, ii. 26 &c)

৪৬। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং,' ১৩১ পৃষ্ঠা ('Murray's Runjeet Singh, p. 131&c)

সেই উন্নতির মূলীভূত কারণ। প্রত্যেক নবোত্থানশীল জাতি যে উপযোগী তেজঃ-শক্তি প্রভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, প্রত্যেক শিখের হৃদয়ে সে শক্তি জাগরিত হইয়াছিল ; মহাপ্রাণ ধর্মোপদেষ্টাগণ সাধারণের মঙ্গল-বিধানার্থ উদ্দেশ্য-সাধন এবং ভগৈশ্বর্য-বিষয়ক যে জ্ঞান ও ভাবের উন্মেষণ করিয়া গিয়াছিলেন, প্রত্যেক শিখ হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণেই শিখ-জাতি এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। রাজপুত ও পাঠানগণ অতি সৎসাহসী এবং সদাশয় বীরজাতি বলিয়া পরিচিত ; কিন্তু তাহাদের সে গর্ব ও সাহসিকতা ব্যক্তিগত, পরন্তু তাহা তাহাদের প্রাচীন বংশ এবং শ্রেষ্ঠকুল-ব্যঞ্জক। তাহারা আপনাপন বংশের অযোগ্য ও অমর্যাদাসূচক কোনও কার্যের অনুষ্ঠান করে না, স্বজাতীয় রাজনৈতিক উন্নতি সাধনে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। অন্য দিকে, বিদেশীর কঠোর শাসন হইতে মুক্তিলাভের অভিলাষে মারহাট্টাগণ বহু চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট আশা বা উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাহারা কার্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। পরন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যমই উদ্দেশ্যবিহীন ও নিরাশাপূর্ণ। তাহারা স্বাধীন হইয়াছিল বটে, কিন্তু কিরূপে সে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাহারা জানিত না। সেই কারণেই একজন সুচতুর ব্রাহ্মণ, তাহাদের উদ্দেশ্য-বিহীন কার্য-কলাপ অবলম্বন করিয়া, তাহাদিগকে আপন উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োজিত করিয়াছিল—অশিক্ষিত শূদ্রগণের বীরোচিত কার্যের উপর নির্ভর করিয়া, "পেশোয়া"-বংশের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দুরাকাঙ্ক্ষা-পরবশ সৈন্যগণ শিবাজী-অনুপ্রাণিত শক্তির আর একরূপ সুবিধানুযায়ী ব্যবহার করিতে লাগিল। কিন্তু সেই জীবনীশক্তি কোনরূপ সর্বসামঞ্জস্য-ব্যঞ্জক ধর্মনীতি প্রবর্তনায় অনুমোদিত বা পরিবক্ষিত না হওয়ায়, কয়েক পুরুষের মধ্যেই, মুসলমানগণের সর্বশেষ চেষ্টার ফলে, সমগ্র মারহাট্টা জাতি মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করিল। বৈদেশিক ইংরাজদিগের শত্রুতাচরণে মারহাট্টাগণ বর্তমান হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎকালে অকপট মারহাট্টা কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হইত,—তাহাদের বংশ লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিগত শতাব্দীতেও মেষপালক ও কৃষকজাতীয় বর্শাধারী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য দৃষ্টিগোচর হইত। গুর্খাদিগের সম্বন্ধেও সেইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। সেই ভারতীয় জাতি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে পরবর্তী সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ ধর্মবিষয়ক আশা-ভরসার মিশ্রণ বর্তমান ছিল না। তাহারা রাজ্যেশ্বর হইয়াছিল বটে, কিন্তু আপনাপন চিন্তা-প্রবাহের নিদর্শন স্বরূপ কেহই বিশেষ কোন সমাজ-প্রতিষ্ঠা বা নিয়ম-প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই, জায়গীরদারগণের বিবাদ-বিসম্বাদ ও অজ্ঞ যাজকদলের কুসংস্কার প্রভাবে প্রথম উদ্দীপনার প্রাণভূত শক্তির ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। এই সমুদায় জাতি এবং ভারতীয় যোদ্ধগণের পঞ্চম জাতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য সহজেই অনুভূত হইবে। শিখ জাতির সকলেই কেবল নিজের উন্নতি সাধন করে যত্নবান, যৌবন-সুলভ স্মৃতিশক্তি প্রভাবে সহজেই যে কোন ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া থাকে, অথবা অত্যধিক সুবিধাজনক আকার ধারণ করে। অবিচলিত ধর্মবিশ্বাস হেতু, দারিদ্র্যের কঠোর

নিষ্পেষণেও তাহারা অটল ও নির্ভীক; তথাচ পরিণামে বিজয়-লাভের আশায় স্থির-প্রতিজ্ঞ ও অবিচলিত।

পৃথি, রায় এবং জঙ্গিস খাঁর যুদ্ধের সহিত, রাজপুত এবং পাঠানগণের যুদ্ধের তুলনা করা যায়। তাহারা বিশৃঙ্খলভাবে অশ্ব-চালনা করিত এবং নিপুণতার সহিত তরবারি ও বর্শা সঞ্চালন করিত। কিন্তু এই সমুদায় অশ্বারোহীগণের কেহই নিয়মবদ্ধ শ্রেণীতে পরিণত হইতে, অথবা পদাতিক-সৈন্যদলের ন্যায় বন্দুক কামানাদি ব্যবহার করিতে পারিত না। অথচ মুসলমান সৈন্য সচরাচর অতি সাহসী এবং দক্ষ গোলন্দাজ সৈন্য বলিয়া অভিহিত হইত। মারহাট্টাগণও সেইরূপ ইউরোপীয় যুদ্ধনীতিতে সম্পূর্ণরূপ অনভ্যস্ত ছিল। কষ্টসহিষ্ণু গুর্খাগণ কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাতি সৈন্যদল গঠন করিতে পারিত; কিন্তু তাহারা সেই সৈন্যদলের পৃষ্ঠপোষক দক্ষ অশ্বারোহী অথবা শিক্ষিত গোলন্দাজ সৈন্যদল গঠনে অসমর্থ ছিল। প্রথমতঃ শিখদিগের কেবল মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য ছিল; কিন্তু তাহারা বোধ হয়, সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই, পৈতৃক তীর-ধনু এবং বর্শা পরিত্যাগ করিয়া, আধুনিক নবাবিষ্কৃত গোলাগুলি ও কামান-বন্দুক গ্রহণ করিয়াছে। মিঃ ফরষ্টার, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, এই বিশেষত্ব এবং নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধব্যাপারে ইহার উপযোগিতা পরিদর্শন করিয়াছিলেন।[৪৭] ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে, সার জন ম্যাল্‌কমও মনে করেন নাই, মারহাট্টা অপেক্ষা শিখ-অশ্বারোহী সৈন্য অধিকতর শিক্ষিত।[৪৮] কিন্তু ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে, সার ডেভিড অক্‌টারলোনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অপরীক্ষিত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সিন্ধিয়া এবং হোলকারের সৈন্যগণ অপেক্ষা, স্বাভাবিক বল-বীর্য-সাহসিকতায় তিনি অধিকতর দুর্দমনীয় হইয়া উঠিবেন; সেই কারণে, অতি শিক্ষিত এবং দক্ষ গোলন্দাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইবেন।[৪৯] গত শতাব্দীর যোদ্ধৃ-জাতির মধ্যে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ অস্ত্র-শস্ত্র এক্ষণে জনশ্রুতিমূলক; মারহাট্টাদিগের বর্শা, আফগানদিগের তরবারি, শিখদিগের বন্দুক এবং ইংরাজদিগের কামান- বন্দুক এখনও সাধারণতঃ লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রাদির আধিক্য এবং শ্রেষ্ঠত্বই তাহাদের কৃতকার্যতার কারণ। ভারতবর্ষের বর্তমান অধিপতিগণ যে বিজয়-গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সে গৌরব তাঁহাদের বন্দুক-কামানের উৎকর্ষে বা সংখ্যাধিক্যে অর্জিত হয় নাই;—প্রকৃত সত্য স্বীকার করিয়া, তাঁহারা স্বগর্ব খর্ব করিতে অনিচ্ছুক হইলেও, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, নগণ্য পদাতিক সৈন্যের দুর্দমনীয় সাহস এবং দৃঢ় রণসজ্জায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ হইয়াছিল বলিয়াই, ইংরেজ নামের গৌরবে আজিও দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। যাহা হউক, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তিসমূহের সকলেই অধিকসংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্য রক্ষা করিবার জন্য

৪৭। Forster's 'Travels', i. 332.

৪৮। Malcolm's 'Sketch to the Sikh's, p. 150, 151.

বর্ণিত। ৪৯। Sir D. Ochterloney of Government, 1st Dec, 1810.

৪৬।

চেষ্টা করিয়াছিলেন; ডি, বয়েন নামক সেনাপতি পরিচালিত সৈন্যদল কখনও কামান পরিত্যাগ করিত না। কিন্তু এখনও দৃঢ়-তরবারি-ধারণে বিজয়লাভে, ইংরেজ-সৈন্যদলভুক্ত সিপাহীদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।[৫০]

রণজিৎ সিংহ বলিয়াছেন, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লর্ড লেকের সৈন্য-বিভাগ পরিদর্শন করিতে গমন করেন।[৫১] কথিত হয়, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ মেটকাফের শরীর রক্ষক, অল্প-সংখ্যক সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মবদ্ধ সৈন্য দেখিয়া, মহারাজ তাহাদিগের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র রক্ষিসৈন্যদল, এক সময়ে আকালিদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিল।[৫২] অতঃপর কয়েক বৎসর অতীত হইলে, তিনি নিয়মানুবর্তী, শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থায়ী পদাতি সৈন্য গঠনে মনোযোগী হইলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে স্যার ডেভিড অকটার-লোনি দেখিলেন, যে সকল ব্যক্তি ইংরাজ-পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছে, অথবা কার্যে অবসর লইয়াছে—তাহারাই দুই দল শিখসৈন্য গঠন করিয়াছে; তদ্ব্যতীত হিন্দুস্থানিদিগের কতকগুলি সৈন্যদল তাহাদেরই নিকট রীতিমত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।[৫৩] পর বৎসর মহারাজ, ২৫টি পদাতি-সৈন্যদল গঠনের প্রস্তাব করিলেন।[৫৪] গুর্খাগণ ইংরাজ-সৈন্যদলকে যেরূপ কৃতকার্যতার সহিত বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহাতে শৃঙ্খলা-পদ্ধতিতে তাঁহার বিশ্বাস বদ্ধমূল ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি সেই জাতিকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশবাসীগণের যাহাতে রীতিমত শিক্ষা বিধান হয়, তিনি তাহাতেই প্রধানতঃ মনোযোগী হইলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে, মিঃ মুরক্রফ্‌ট শিখ-পদাতিক

৫০। যাহারা ভারতীয় সৈন্য সম্বন্ধে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, এরূপ মনোভাব তাহাদের অবিদিত নহে। কামান পরিচালক সৈন্য, বন্দুকধারী সৈন্য অপেক্ষা অধিকতর গর্বিত। যখন সৈন্যগণ বিদ্রোহী হয়, তখন তাহারা অপরিচিত ব্যক্তিকে কামানের নিকটবর্তী হইতে দেয় না। যুদ্ধে গমন কালে, বিশ্বাসী সৈন্যগণ কখনও সেগুলি পশ্চাতে ফেলিয়া গমন করে না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত,—'জর্জ টমাসের সহিত পেরণের যুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায়। (Major Smith's Regular Corps in Indian Employ, p. 24)

বস্তুতঃ, রাজপুত, পাঠান এবং ব্রাহ্মণগণে, ইংরাজ সৈন্যগণ গঠিত; কিন্তু ইহাদের প্রায় অধিকাংশই উচ্চতর গঙ্গোপত্যকার অধিবাসী। এ স্থানের অধিবাসিগণ বিদেশীয়দিগের সহিত মিলিত হওয়ায় এবং সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করায়, তাহাদের স্বভাব-গতি অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। স্ব স্ব বংশ মর্যাদার নিদর্শন স্বরূপ অনেক চিহ্ন পরিলক্ষিত হইলেও, সৈন্যদল হিসাবে তাহারা বেতনভোগী; যাহা ক্ষত্রিয় এবং আফগান জাতির অকৃত্রিম বংশধরগণের স্বাভাবিক গুণস্বরূপ, তাহাদের সেরূপ একাগ্রচিত্ত ও অস্থিরমতি, বংশগত সে তেজশক্তি, এক্ষণে আর তাহাদের নাই। মূল গ্রন্থের এই মন্তব্য, প্রধানতঃ হরিয়ানা ও রোহিলখণ্ডের এবং অন্যান্য উপনিবেশ সমূহের পাঠান-জাতির প্রতি, এবং রাজপুতনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারগণ ও কৃষক প্রজাবর্গের প্রতিই প্রযুক্ত হয়।

৫১। মুরক্রফ্‌টের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃঃ। (Moorcroft, 'Travels', i, 102)

৫২। মারে কৃত "রণজিৎ সিং", ৬৮ পৃঃ। 'Murray'sRunjeet Singh, p. 68)

৫৩। Sir D. Ochterloney to Government, 27th Feb, 1812.

৫৪। Sir D. Ochterloney to Government, 4th March, 1813.

সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া, তাহাদের যুদ্ধ-কৌশল ও শিক্ষার বিশেষ প্রশংসা করেন।[৫৫] সৈন্যদলকে চির-প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুদ্ধপ্রণালী পরিত্যাগ করাইতে, রণজিৎ সিংহকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে প্রচুর বেতন দানে উৎসাহিত করিতেন; স্বয়ং তাহাদিগকে কুচ-কাওয়াজ শিখাইতেন, এবং তাহাদের সাজ-সজ্জায় মনোযোগী হইতেন। রণজিৎ সিং নিজে সেই অদ্ভুত পরিচ্ছদ পরিধান, এবং বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিয়া, তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেন।[৫৬] প্রাচীন রাজগণ এইরূপ সংস্করণ ও নববিধান পছন্দ করিতেন না; আধুনিক শিল্পী ও কঠোর-নিয়ম-প্রবর্তনকারী, লেনা সিংহের পিতা, দেশা সিং মৃজিথিয়া, মিঃ মুরক্রফটের সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, মুলতান, পেশোয়ার এবং কাশ্মীর, স্বাধীন "খালসা" অশ্বারোহীগণ অধিকার করিয়াছিল।[৫৭] ক্রমে ক্রমে পদাতি সৈন্যের উপযোগিতাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইল; রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পূর্বে শিখ-জাতিকে সকলেই একটি যোদ্ধ-জাতি বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাহারা একমাত্র বন্দুক পরিচালন শিক্ষা করিয়াই নিরস্ত ছিল না; নিরাপদ-স্থান-প্রয়াসী পদাতি সৈন্যদলের ন্যায়, কেবল সৈন্যশ্রেণীর শোভা-সম্বর্দ্ধন না করিয়া, কিরূপে কামান পরিচালনা করিতে হয়, তাহাও তাহারা শিক্ষা করিয়াছিল।

এইরূপে শিখ সৈন্যের পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হইল। সেনাপতি আলার্ড ও ভেন্টুরা যখন পঞ্জাবে সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন রণজিৎ সিংহ তদ্রূপ সংস্কারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহারা কার্যোপযোগী অতি উৎকৃষ্ট উপদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং সুদক্ষ সৈনিক পুরুষের ন্যায় প্রতিভা-বলে তাহাদিগকে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব-প্রবর্তিত রীতি-পদ্ধতির সার্থকতা সাধনেও চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহারা ফরাসী-পদ্ধতিক্রমে শিখদিগের সমর-কৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ষাট বৎসর পূর্বে অসমসাহসিকতা, ঐকান্তিক আদেশানুবর্তিতা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা শিখদিগের প্রধান গুণমধ্যে গণনীয় ছিল; এখনও ভারতীয় সৈনিকগণের মধ্যে ঐ সকল গুণাবলী শিখ-পদাতিকগণের পরিচয় চিহ্নরূপে বিরাজমান আছে। কিন্তু ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষগণের শিক্ষার ফলে, ফরাসী পদ্ধতিক্রমে শিখগণ কামান সমাবেশে ব্যূহ রচনায় পারদর্শিতা লাভ করায়, তাহাদের রীতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছিল; প্রকৃতিগত সদ্‌গুণাবলীর উপর ফরাসী জাতির শিক্ষাপ্রভাব প্রকট

৫৫। মুরক্রফটের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, প্রথম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ (Moorcroft, 'Travels', i. 98) বর্তমান সময়ের ন্যায় তখনও লাহোরে গুর্খাগণ সৈন্যদলভুক্ত ছিল।

৫৬। মুন্সী সাহামত আলির নিকট হইতে গ্রন্থকার এই গল্প প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গল্প তাঁহার 'শিখ ও আফগান' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে; এ গল্প সাধারণের বিশেষ পরিচিত।

৫৭। মুরক্রফ্‌ট কৃত 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত', প্রথম খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা। (Moorcroft, 'Travels', i. 98)

হইয়া পড়িয়াছিল।[৫৮] ভেন্টুরা, আলার্ড, কোর্ট, এভিটেবাইল—কেহই শিখ-সৈন্যের প্রতিষ্ঠাতা নাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষগণের কার্যকুশলতা ও স্বাধীন-চিত্ততায় জনসাধারণের মনে ইউরোপীয় প্রাধান্যের ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের শিক্ষায় শিখগণ সৈনিক কার্যে প্রকৃতরূপে পারদর্শিতা লাভে সমর্থ হয় নাই।

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, রণজিৎ সিংহ যখন বালক ছিলেন, তখন গুরুবক্স সিংহের কন্যা, মেতাব কৌড়ের সহিত তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব হয়। গুরুবক্স কাণিয়া (বা ঘাণি) সম্প্রদায়ের সামন্তপদের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতা মাহাসিংহের সহিত নিহত হন। এই বালিকার মাতা স্থদা কৌড় অতিশয় তেজঃগর্বশালিনী এবং প্রভুত্ব-প্রয়াসী ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কাণিয়া' সেনাপতি জয় সিংহের মৃত্যু হইলে, কাণিয়া সম্প্রদায়ের কার্য-কলাপে তাঁহার আধিপত্যই সর্বপ্রধান হইয়া উঠে। তিনি জামাতাকে তাঁহাব বিধবা মাতাব প্রভুত্ব নষ্ট করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। কথিত হয়, ভাবী মহারাজ কেবল সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, ব্যাভিচারিণী অপবাদে মাতাকে নিহত করিয়াছিলেন। তাঁহাব জীবনের ও উন্নতির প্রারম্ভে স্থদা-কৌড়েব পক্ষ সমর্থন করা, বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। 'কাণিয়া' মিছিলের সহযোগিতায়ই তিনি লাহোব ও অমৃতসর অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্থদা কৌড় আশা করিয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহের উত্তরাধিকারীর মাতামহী হিসাবে, এবং আপন স্বত্বানুসারে শাসনকর্ত্রী-স্বরূপ শিখদিগের সর্ববিধ ক্রিয়া-কলাপে তিনি আপন প্রভুত্ব-ক্ষমতা রক্ষা করিতে সমর্থা হইবেন; কিন্তু তাঁহার

৫৮। শিখ সৈন্যের এই কষ্টসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Forster 'Travels.' i. 332, 333; Malcolm. 'Sketch', p, 141, Mr. Masson, 'Journeys,' i. 433; and Colonel Steenbach 'Punjab' p. 63. 64.

একজন সেনানায়ক এবং একজন সহকারী সেনানায়কের অধীনে শিখ-সৈন্যের সাধারণ দল গঠিত হইত। প্রত্যেক দলের অধীন সহকারী কর্মচারী থাকিত। 'বক্সী' অথবা খাজাঞ্চির সহকারিগণ তাহাদের বেতন পরিশোধ করিত; কিন্তু 'মুৎসুদ্দি' অথবা কেরাণিগণ হিসাব তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিত; লোকজনের উপস্থিতি রেজিষ্টারী করাই তাহাদের কায ছিল। প্রত্যেক সৈন্যদলে অন্ততঃ একজন করিয়া 'গ্রন্থী' অর্থাৎ ধর্মপুস্তক-পাঠক নিযুক্ত হইত। যখন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে বেতন প্রদান করিতেন না, তখন চাঁদার উপর তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হইত। প্রত্যেক সৈন্যদলের অধীন 'ঝান্দা' বা পতাকার সন্নিকটেই সাধারণতঃ গ্রন্থী স্থাপিত হইত। ঐ স্থানেই তাহাদের বাসস্থানরূপে গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যেক সৈন্যদলের সহিত অল্পভাব শিবির এবং ভারবহনোপযোগী পশু, নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকিত; প্রত্যেক সৈন্যদলের নিমিত্ত সরকার হইতে দুই জন পাচক অথবা রুটিওয়ালা নিযুক্ত হইত। প্রত্যেকে আপনাপন ময়দা স্বয়ং মাখিয়া ও ঠাসিয়া দিলে, তাহাই উত্তপ্ত করা তাহাদের কার্য ছিল। সময়ে সময়ে তাহারা স্বজাতি অথবা অপেক্ষাকৃত নীচ ব্যক্তিগণের জন্য দূষিত রুটিও প্রদান করিত। ক্যান্টনমেণ্টের সৈন্যগণ ব্যারাকে থাকিত; প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা ছিল না। এ প্রথা এক্ষণে ইংরাজদিগের মধ্যে প্রচলিত।

কন্যা নিঃসন্তান ছিলেন ; রণজিৎ সিং নিজেও সুচতুর ও সতর্ক ছিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বুঝা গেল, মেতাব কৌড়ের সন্তানসম্ভাবনা। সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল, তাঁহার গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ; কিন্তু রণজিৎ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইলে, সন্তান হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে দুইটি শিশুপুত্র সন্তান প্রদত্ত হইল। তখন মহারাজার মনে সন্দেহ জন্মিল। শের সিং একজন সূত্রধরের পুত্র, এবং তারা সিং তন্তুবায়ের সন্তান ছিলেন, এইরূপ সংবাদে তিনি সচরাচর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। তথাপি তাহারা বিখ্যাত মাতামহীর যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিল ;—মনে হইল, সত্য সত্যই তাহারা যেন রণজিৎ সিংহের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সুদাকৌড় দেখিলেন, ঐ বালকদ্বয়ের নামে তিনি কোনই ক্ষমতা পাইতে পারেন না। তখন হতাশ্বাস হইয়া সেই রমণী, ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন করিলেন। জামাতা তাঁহার স্বত্ব বলপূর্বক হরণ করিয়াছেন, বলিয়া প্রকাশ্যভাবে রণজিৎ সিংহকে নিন্দার্হ ও শাস্তিযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন। নবমিলিত মিত্ররাজগণের সাহায্যে রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প, তাহাও তিনি জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহার এই আবেদনে ইংরাজদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল ; কিন্তু তিনি বিদ্রোহের কোন আয়োজন করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং তাঁহাকে পূর্ব অবস্থায় ও স্ব-পদেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং, শের সিংহকে প্রকৃত প্রস্তাবে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন : তাঁহার স্পষ্ট উদ্দেশ্য রহিল, পরিণামে তদ্দ্বারাই শ্বশ্রূর আধিপত্য লোপ করিবেন। ঐ রমণী কাণিয়া রাজ্যের অর্দ্ধাংশ, এই যুবার ভরণপোষণের জন্য নির্দ্দেশ করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। কিন্তু শেষে তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তিনি আক্রান্ত ও কারারুদ্ধ হইলেন,—তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রণজিৎ সিংহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। যাহা হউক, ইংরাজদিগের মধ্যস্থতায় শতদ্রুর দক্ষিণ, ওহাদনি নামক ক্ষুদ্র সম্পত্তি তাঁহাকে পুনঃ-প্রত্যর্পিত হইয়াছিল,—তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।[৫৯]

রণজিৎ সিং, বাল্যাবস্থায় "নাকিয়া" সম্প্রদায়ের অধিপতি, খুজান সিংহের কন্যারও পাণিগ্রহণ করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার গর্ভে রণজিৎ সিংহের এক পুত্র জন্মে,—সেই পুত্রের নাম খড়্গ সিং এবং তিনিই উত্তরাধিকারীস্বরূপ প্রতিপালিত হন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে একজন কাণিয়া সেনাপতির কন্যার সহিত এই যুবরাজের বিবাহ হয় ; মহা সমারোহে ও আমোদ-প্রমোদে এই বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। যুবরাজের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত যে সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার শাসন-প্রণালীতে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে, মহারাজা, মাতার ক্ষমতা কতক পরিমাণে সীমাবদ্ধ করেন ; এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পরিশ্রম-

---

৫৯। Compare Murray's 'Runjeet Singh', pp. 46-51, 63, 127, 128, 134, 135. See also Sir. D. Ochterloney to Government, 1st and 10th Dec. 1816, and this volume.

সাধ্য কার্য সম্পাদনে পুত্রকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু পুত্র স্বভাবতঃ অলস ও দুর্বলচেতা ছিল; সুতরাং তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে খড়্গ সিংহের একটি পুত্র সন্তান জন্মে; সেই বালকের নাম,—নাও নিহাল সিং; নাও নিহাল সিং শীঘ্রই পঞ্জাব সাম্রাজ্যে মহারাজার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচিত হইলেন।[৬০]

রণজিৎ সিংহের পারিবারিক সম্বন্ধ এইরূপ ছিল। কিন্তু স্বদেশবাসীদিগের উপর, পাপকার্যের প্রশ্রয়দাতা এবং পাপাচারী প্রভৃতি যে সকল অপবাদ প্রদত্ত হইত, রণজিৎ সিংহও তাহার একজন অংশভাগী ছিলেন। কথিত হয়, তিনি উন্মত্তকারী মাদক দ্রব্য সচরাচর পান করিতেন। কেবল তাহাই নহে,—সময় সময় বেশ্যা পরিবৃত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় সর্বসমক্ষে বাহির হইয়া ভদ্রতা, শীলতা ও মর্যাদা নষ্ট করিতেন।[৬১] যৌবনের প্রারম্ভে মহরা নামক একজন বারাঙ্গনা, রণজিৎ সিংহের উপর বিশেষ আধিপত্য-প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ফলে, ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার নামাঙ্কিত মুদ্রা এবং পদক মুদ্রণ হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু রণজিৎ সিংহকে একজন মদ্যপায়ী অথবা ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত বলিয়া মনে করাও উচিত নহে; শিখজাতি সম্পূর্ণ নির্লজ্জ এবং মনুষ্যজাতির অপমানসূচক প্রত্যেক পাপকার্যের প্রশ্রয়দাতা,—এইরূপ বিশ্বাস করাও অবৈধ। প্রত্যেক যুগেই শিক্ষিত এবং সভ্য সমাজ অপেক্ষা, অশিক্ষিত এবং অসভ্যগণের মধ্যে যে আত্ম-সম্মান ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও পবিত্রতা অল্প আদরণীয় ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন কোন দেশের সমগ্র কৃষকজাতি অকস্মাৎ আধিপত্য ও ঐশ্বর্য লাভ করে এবং সমাজের বিবিধ প্রতিবন্ধক হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভনে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া, নীচবৃত্তিগুলির চরিতার্থ করিতে যত্নপর হয়। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও এইরূপ অমিতাচার সাধারণ নিয়ম-পদ্ধতি বহির্ভূত। যাহারা কোন সময়ে শিখদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন, অথচ অন্য সময়ে তাহাদের ক্ষিপ্রকারিতার সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ-যাত্রার বিষয় বর্ণনা করেন, তাঁহাদের এই পরস্পর-বিরোধী মতের বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য। তাঁহাদের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আমাদের স্বভাবজাত সাধারণ জ্ঞান এবং উচ্চ মনোবৃত্তিসমূহে যাহা সচরাচর নিন্দনীয় ও দণ্ডার্হ বলিয়া অনুমতি হয়, তাহা কখন কোন জাতির প্রকৃতিগত আচার ও অভ্যাস মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কোন দেশের শস্ত্রধারী শাসনকর্তাকে সাধারণ অধিবাসীর ন্যায় নৈতিক শাসনে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। তাহারা কখনও শান্তস্বভাবে, নির্দিষ্ট বাসস্থানে, ধর্মোপদেষ্টার ন্যায় সাবধান থাকিতে পারে না। কতকগুলি ব্যভিচারী

৬০। মারে কৃত 'রণজিৎ সিং'; ৪৮, ৫৩, ৯০, ৯১, ১১২, ১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare 'Murray's Runjeet Singh', pp. 48 53, 90, 91, 112, 129)

৬১। মারে কৃত রণজিৎ সিং, ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p, 58)

শাসনকর্তা ও লম্পটস্বভাব সৈন্যের আচার-পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া, সহস্র সহস্র কষ্টসহিষ্ণু কৃষক ও শ্রমশীল শিল্পীদিগের চরিত্র বিচার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ; অবনতির চরম দশা প্রাপ্ত সৈনিকগণের চরিত্র দেখিয়া, সাহসী এবং দলবদ্ধ সকল সৈনিককেই দোষী সাব্যস্ত করা কর্তব্য নহে।[৬২] উত্তর ভারতের অপরাপর প্রদেশস্থ কৃষকগণের ন্যায় পঞ্জাবের কৃষকগণ, যব বা গমের রুটি এবং এক গণ্ডুষ কূপজল পাইলেই পরিতৃপ্ত হয়। সৈন্যগণের অবস্থাও বেশী উন্নত নহে, আমোদ-উৎসবের সময় ব্যতীত, তাহারা অন্য সময় উন্মাদকারী মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে না। ধনৈশ্বর্য এবং পদসম্পন্ন অলস ব্যক্তি অথবা অধিকতর অকর্মণ্য ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তিই উন্মত্ততা ও উৎসাহপ্রার্থী হয়, অথবা মানসিক চিন্তাবিহীনতা ও কার্য-শূন্যতা নিরাকরণার্থ মাদক দ্রব্য বা মদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। আহার্যাদি সম্বন্ধে ব্যয়বাহুল্য মুসলমানদেরই স্বভাবসিদ্ধ—ভারতীয়দিগের সেরূপ স্বভাব নহে। ইউরোপীয়গণ যেরূপ অমিতব্যয়িতার সহিত পানাহারে আমোদ প্রমোদ করেন, তাহা তুর্ক ও পারসীদিগের অবিদিত, সেরূপ করিলে, মিতাচারী হিন্দুগণ নিন্দাভাজন হন।[৬৩]

রণজিৎ সিংহ, কেবল যে অপরিমিত ইন্দ্রিয়সুখপরতন্ত্র ছিলেন তাহা নহে,—অত্যাচারী ও অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী শাসনকর্তাদিগের ন্যায় তিনিও অমিতব্যয়ী, পক্ষপাতি এবং তোষামোদপ্রিয় ছিলেন। একপক্ষে তিনি সমগ্র শিখ জাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। গোবিন্দের স্বাধীন-চেতা অনুচরবর্গ, সমস্বত্ব ভোগী 'খালসার' অপর একজন সদস্যের কখনই আজ্ঞাবাহী ক্রীতদাস হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত [illegible] না হইলেও, অতি সহজেই যাহাদের প্রশংসা-ভাজন হইতে পারা যায়, এবং নিজ

৬২। কর্ণেল ষ্টিনব্যাক্ও ('Punjab', p. 76, 77) তাহাদের মোটামুটি আহারাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কতকগুলি বীভৎস আচার, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কাপ্তেন মারে ('Runjeet Singh,' p 85) এবং মিঃ ম্যাসন ('Journeys 1. 435) উভয়েই এই সকল পদ্ধতির প্রতি অতি সাধারণভাবে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন। মিঃ এল্‌ফিনষ্টোনও ('Hist' of India' ii. 565) একই রূপ মত প্রকাশ করিয়া, এই নিন্দনীয় ইন্দ্রিয়সুখপরতা সর্বব্যাপী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, কোন জাতির নীতি পদ্ধতি, এবং আচার ব্যবহারের বিচার করিতে হইলে, ব্যভিচারিতার সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখিয়াই, সাধারণ উপসংহারে উপনীত হওয়া উচিত নহে। ভারতবাসিগণও ইংরোপীয়দিগের বিষয়ে সেইরূপ অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া থাকে, বারবণিতা পরিবেষ্টিত হইয়া, ইংরাজগণ মদ্যপান করিতেছে এবং নানা বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে, গ্রাম্য কাব্যে ও সংবাদ অভিনয়ে, তাহাই বর্ণিত হইয়া থাকে। কারণে বা অকারণে তাঁহারা তাহাদের অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও উল্লিখিত হয়।

৬৩। ফরষ্টার (Travels, i 335) শিখদিগের মিতাচারের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। বহুসংখ্যক উত্তেজক ইন্দ্রিয় সুখ হইতে নিস্পৃহতা সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। স্বমত সমর্থনার্থ তিনি কর্ণেল পলিয়ারের বিবরণের কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ম্যালকমও ('Sketch', p. 141) শিখদিগের পরিশ্রমী ও সরল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এই সময় হইতে যখন জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, অধিকাংশ স্থলেই ধনী এবং অলস ব্যক্তিগণ যে বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়-সুখ-পরায়ণ হইয়া উঠিল,—তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

অনুগৃহীত ব্যক্তি বোধে যাহাদিগের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে, —সেই বিদেশী ব্যক্তিবর্গকে তিনি আশ্রয় প্রদান করিতেন। প্রথম যে ব্যক্তি এইরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাহার নাম, - খোসহাল সিং। তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় এবং সাহরাণপুরের অধিবাসী। রণজিৎ সিং প্রথমে যে সৈন্যদল গঠন করেন, ইনি সবাগ্রে সেই সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হন; তৎপর মহারাজের সৈন্য-শ্রেণীর একজন বাহক বা পদাতিক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তৎপ্রতি মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেউরির জমাদার অথবা প্রবেশদ্বারের দ্বারপাল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু তিনি শিখধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায়, খোসহাল সিংহের আধিপত্যই অক্ষুন্ন রহিল। পরিশেষে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা উভয়েই জাম্মু-রাজপুতদিগের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র গোলাপ সিং আপত্তি দর্শাইলেন যে, তাঁহার পিতামহ, বিখ্যাত রণজিৎ দেওর ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু এই বংশ দোষযুক্ত এবং দরিদ্র বিধায়, গোলাপ সিং, খোসহাল সিং পরিচালিত সৈন্যদলে একজন অশ্বারোহী নিযুক্ত হইলেন। তিনি আপন কনিষ্ঠ ধিয়ান সিংহকে তথায় আনিলেন, প্রবল ক্ষমতাশালী তোষামোদকারীর ন্যায় তাঁহারা উভয়েই রণজিৎ সিংহের সৈন্যদলের বাহক-পদাতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উভয়ের অধ্যবসায়ে, অধিকন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতার সদ্ব্যবহারে, তাঁহাদের প্রতি মহারাজার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। ধিয়ান সিং শীঘ্রই ব্রাহ্মণ-রাজগৃহাধ্যক্ষের স্থান অধিকার করিলেন। যাহা হউক, তিনি তাহাকে অবমাননা করেন নাই; কারণ ধনী ব্যক্তির ন্যায় তাঁহারও সম্পত্তি এবং পদবী ছিল। গোলাপ সিং সামান্য একটি সৈন্যদলের অধিনায়ক হইলেন; কিন্তু এই সময়ে রাজাওয়ারির কলহপ্রিয় মুসলমান শাসনকর্তাকে আক্রমণ করিয়া, তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিলেন। অতঃপর এই পরিবারের জীবিকা-নির্বাহার্থ জায়গীরস্বরূপ জাম্মু প্রদত্ত হইল, এবং সর্বকনিষ্ঠ সুচেত সিং এবং অপর ভ্রাতৃদ্বয় সকলেই একে একে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন; এবং মহারাজার পরামর্শ মন্ত্রণায় সম্পূর্ণ ক্ষমতালাভ করিলেন। কিন্তু ইংরাজ-সম্পর্কীয় কোন পরামর্শ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না; —কারণ এস্থলে তাঁহার নিরপেক্ষ মতের আবশ্যক হইত এবং তাহার উপযোগিতাও যথেষ্ট ছিল। সরলহৃদয় সুচতুর গোলাপ সিং সর্বদা পার্বত্য প্রদেশেই থাকিতেন; তথায় অন্যান্য রাজপুতদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে, এবং পরিণামে লুদাকে রাজ্য সংস্থাপন উদ্দেশ্যে, তিনি শিখসৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এদিকে স্বল্পপারদর্শী অথচ অধিকতর শিক্ষিত ধিয়ান সিং, সর্বদাই মহারাজের নিকট উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহার অভিলাষ ব্যক্ত হইবার পূর্বে তাহা জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। আবার অন্যপক্ষে জাঁকজমকপ্রিয় সুচেত সিং, কাহারও ক্ষমতা আত্মসাৎ না করিয়া, কিংবা কাহারও শত্রুতাচরণ না করিয়া, আমোদপ্রিয় প্রিয়দর্শন সভাসদ ও সাহসী সৈনিক পুরুষের ন্যায় কালযাপন করিতেন। নামমাত্র ধর্মানুরাগী ফকির, মুসলমান উজীজ-উদ্দীন, সাধারণ তোষামোদকারীর ন্যায় নীচ স্থান অধিকার করেন নাই। কিন্তু তিনি প্রথম হইতে সর্বদা

রণজিৎ সিংহের নিকটে অবস্থান করিতেন ; রণজিৎ সিংহও তাঁহাকে বিজ্ঞ ও বিশ্বাসী বলিয়া বিশেষ সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন। খোসহাল সিং ও ধিয়ান সিং—উভয়ের প্রভুত্ব সময়ে, রণজিৎ সিং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন, এবং ইংরাজদিগের সহিত কথাবার্তায় তিনিই মধ্যস্থ নিযুক্ত হইতেন। পূর্ববর্ণিত ব্যক্তিগণই লাহোর রাজসভায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের মানসিক বৃত্তি কখনও অন্য কাহারও পদানত হয় নাই। সদ্বিবেচক সাহান মল্লকে রণজিৎ সিং মূলতানের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সামরিক প্রতিভাশক্তি ও অকপট শিখধর্মানুরাগের পুরস্কারস্বরূপ মহারাজ, হরি সিং নালোয়াকে পেশোয়ার-সীমান্তের অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন।[৬৪] তাঁহার পুরাতন সঙ্গী, ফতে সিং আলহুওলিয়া ক্রমবর্দ্ধনশীল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, আদিম 'মিছিলের' একমাত্র সাক্ষ্যদাতারূপে বাস করিতে লাগিলেন। অমৃতসর ও জলন্ধর দোয়াবের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া, দেশা সিং মুজিথিয়া মহারাজের প্রশংসা ও বিশ্বাস-ভাজন হইলেন।

৬৪। (Compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 84, 113, 125, 147 ; 'Moonshee Shahamut Alee's 'Shikhs and Afghans', ch, iv and vii. উজীর-উদ্দীন ও দেশা সিং সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য :—Mooacroft, 'Travels', i, 94, 98, 110 &c Lieut-Colonel Lawrence's work ; The Adventurer' in the Punjab and Capt. Osborne's 'Court and Camp of Ranjeet Singh.' শেষোক্ত গ্রন্থে মহারাজের মন্ত্রী ও তোষমোদকারিগণের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য গল্প উল্লিখিত হইয়াছে। লর্ড এলেনবরার জন্য মিঃ ক্লার্ক এই বিষয়ের যে একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার সুবিধামত তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। মোকুম চাঁদের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ দেওয়ান চাঁদের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। যখন মুলতান অধিকৃত হয়, তখন তিনি প্রকৃত সেনাপতি ছিলেন, এবং কাশ্মীর আক্রমণ কালে, তিনিই অগ্রবর্ত্তী সৈন্য পরিচালনা করেন। প্রকৃত শিখসৈন্যদিগের মধ্যে মিথ সিং বেরানিয়াও অতিশয় সাহসী এবং সহৃদয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুলতান, কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার হইতে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু

১৮২৪—১৮৩৯

[ইংরাজ ও শিখদিগের সম্বন্ধ পরিবর্তন ;—বিবিধ কার্য ;—শিখদিগের কার্যকলাপ পরিদর্শনকারী রাজনৈতিক প্রতিনিধি, কাপ্তেন ওয়েড;—জাম্মুর রাজগণ;—পেশোয়ারে সৈয়দ আমেদ সার বিদ্রোহাচরণ, —রণজিৎ সিংহের খ্যাতি ;—রূপারে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টীকের সহিত সাক্ষাৎ ;—সিন্ধুদেশ অধিকারে রণজিৎ সিংহের মন্ত্রণা, এবং সিন্ধুনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনায় ইংরাজদিগের ব্যবস্থা ;—১৮৩৩-৩৫ খৃষ্টাব্দে সা-সুজার আক্রমণ এবং রণজিৎ সিংহের পেশোয়ার অধিকার ;—রাজা গোলাপ সিং কর্তৃক লুদাক অধিকার ;—শিকারপুরে রণজিৎ সিংহের স্বত্ব, এবং ইংরাজদিগের বাণিজ্য-নীতি বহির্ভূত সিন্ধুদেশ অধিকারে রণজিৎ সিংহের মন্ত্রণা ;– আফগানিস্থানের 'বারুকজায়ীদিগের সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ ;—রণজিৎ সিংহের আগমনে দোস্ত মহম্মদের পলায়ন ;—আফগান কর্তৃক শিখদিগের পরাজয় ; —নাও নিহাল সিংহের বিবাহ ;—সার হেন্‌রি ফেণ ;—ইংরাজ, দোস্ত মহম্মদ ও রুশ জাতি। সা-সুজার সিংহাসন-প্রাপ্তি ; - ইংরাজগণ কর্তৃক ক্ষমতা হ্রাসের বিষয়ে রণজিৎ সিংহের অনুভূতি ;—রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।]

রণজিৎ সিং পেশোয়ার অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে তাঁহাকে বহুকালব্যাপী যুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যপৃত থাকিতে হইয়াছিল। রণজিৎ সিং সমস্ত পঞ্জাবের অধিপতি হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইংরাজগণ এতদিন যে পক্ষে দৃষ্টি সঞ্চালন করেন নাই। যে দিন নেপোলিয়নের সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য, ইংরাজগণ রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেই দিন হইতেই শিখ-জাতির সামাজিক অবস্থার ও তাহাদের উদ্দেশ্যের পরিবর্তন সাধিত হয়। যমুনা নদী এবং বোম্বাই সহরের সমুদ্রোপকূল, তখন আর ইংরাজ-রাজ্যের নির্দিষ্ট সীমা বলিয়া বিবেচিত হইত না। ইংরাজগণ নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন ; রাজপুতনার রাজ্যগুলি করদ-রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। পরিশেষে সমগ্র দেশ যাহাতে ধনৈশ্বর্যশালী হয়—তদুদ্দেশ্যে, এবং দৃঢ়োপযোগী বাণিজ্য শৃঙ্খলে দূরবর্তী প্রদেশ সমূহকে বন্ধন করিবার অভিপ্রায়ে, তাঁহারা জলপথে বাণিজ্য সৌকর্যার্থ বিবিধ উপায় বিধানে যত্নপর হইয়া-ছিলেন ; উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা বাধ্য হইয়া, শিখরাজ্যের উদ্দেশ্যে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই, তাঁহারা অদৃষ্টপূর্ব অথচ সুনিশ্চিত-রূপে রণজিৎ সিংহের রাজ্যগ্রাসের নিমিত্ত যত্নপর হইয়াছিলেন। অধিকন্তু নানক গোবিন্দ আপনাপন প্রতিভাবলে যে ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-স্বাধীনতা বিষয়ক নীতি প্রদান করিয়া-ছিলেন, কঠোর পার্থিব শাসনের বশবর্তী হইয়া নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহারা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে আটকের উত্তর সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বস্থ কলহপ্রিয় মুসলমান জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহাতে শিখ-সেনাপতি হরি সিং গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তথায় আগমন করিলেন এবং পুনরায় প্রস্তর-গর্ভ প্রবল সিন্ধুনদ হাঁটিয়া পার হইলেন। কিন্তু অসভ্য পার্বতীয়গণ তাঁহার আগমনেই পলায়ন করিল। ইয়ার মামুদ খাঁ শিখদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন না; তাঁহার পুনঃপুনঃ বাদ-প্রতিবাদে রণজিৎ সিংহের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল।[১] ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে গুর্খাদিগের সন্ধি প্রস্তাবে রণজিৎ সিং বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ইংরাজদিগের প্রভুত্ব তাহাদিগের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং গুর্খাগণ, রণজিৎ সিংহের সহিত পূর্ব শত্রুতা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু নেপালীদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনও জানিতে না পারিয়া চঞ্চল-মতি শিখরাজ শিকারপুর আক্রমণ-কল্পে চন্দ্রভাগা অভিমুখে গমন করিলেন।[২] এই সময়ে সিন্ধু দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ইংরাজগণ ভরতপুর আক্রমণ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইতেছেন, লোকমুখে তাহাও শুনা যায়। সুতরাং সেই বৎসরের শেষ ভাগে মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তৎকালে 'জাঠ' জাতীয় এক ব্যক্তি যমুনা-তীরবর্তী সমুদায় রাজ্য অন্যায়পূর্বক অধিকার করিয়াছিল; এক্ষণে সেই ব্যক্তি ইরাবতী-তীরবর্তী 'জাঠ' অধিপতির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মহারাজ এই দৌত্য বিষয়ে অবিশ্বাসের ভাণ করায় ইংরাজগণ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। যে দুর্গাধিপতি ইংরাজ-দিগের শিক্ষিত সৈন্যদলকে বাধা প্রদান করিয়া, তাঁহাদের ভীতিব্যঞ্জক অস্ত্র শস্ত্রাদির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, রণজিৎ সিং সেই দুর্গাধিপতির সহিত শত্রুতাচরণ করিলেন না।[৩] তবে ঠিক সেই সময়েই দুর্গাধিপতিগণের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাসের নানা কারণ উপস্থিত হইল। ফতে সিং আলহুওয়ালিয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া ফতে সিং দুর্গটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিলেন; অধিকন্তু তিনি ভয়ে ভীত হইয়া, শতদ্রুর দক্ষিণে পলায়ন করিলেন। ইংরাজদিগের সাহায্য সম্ভাবনায় পৈতৃক রাজ্য সারহিন্দ প্রদেশে নিশ্চিন্ত অবস্থায় রহিলেন বটে, কিন্তু লর্ড লেকের সহিত সন্ধির কথা স্মরণ করিয়া রণজিৎ সিং আশ্রয়হীন ব্যক্তির ভয় অপনোদন করিতে যত্নপর হইলেন। ইংরাজদিগের আশ্রয়ে সেই সামন্তকে দুর্দমনীয় জানিয়া রণজিৎ সিং তাহাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ফতে সিং লাহোরে প্রত্যাগমন করিলে,

১। কাপ্তেন মারে কৃত 'রণজিৎ সিং', ১৪১ ও ১৪২ পৃষ্ঠা। (Capt Murray's Runjeet Singh, p. 141, 142)

২। Agent at Delhi to Capt. Murray, 18th March, 1825 and Capt. Murray in reply, 28th March. Compare also Murray's Runjeet Singh, p. 144.

৩। Captain Murray to Resident at Delhi, 1st and 3rd Oct. 1825 and Capt, Wade to Capt. Murray 5th Oct. 1825.

রণজিৎ সিং অতি সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; তখন ফতে সিং প্রায় সমুদায় রাজ্যই পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।[৪]

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে রণজিৎ সিং কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, ইউরোপীয় ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়ে ডাক্তার মারে নামক একজন সার্জন ভারতীয় ইংরাজ সৈন্য দলে নিযুক্ত হইলেন। রণজিৎ সিংহের চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হওয়ায় তিনি কিছুকাল লাহোরে অবস্থান করেন; কিন্তু অজানিত প্রতিষেধকের কার্যকারিতা-সম্বন্ধে বিদেশী চিকিৎসক এবং নবপথাবলম্বীদিগের প্রতি মহারাজ বিশ্বাস করিতেন না; পরন্তু সময়ের কার্যকারিতা, উপবাস এবং নিজ ডাক্তার-বৈদ্যের বহুদর্শিতা-লব্ধ মুষ্টিযোগ প্রভৃতি প্রতিষেধকের প্রতি তাঁহার অধিকতর বিশ্বাস ছিল। তথাপি রণজিৎ সিং, বিদেশী ডাক্তার নিকটে রাখিতে ভালবাসিতেন। তিনি মনে করিতেন,—তাঁহার নিকট হইতে নানা বিষয়ে সংবাদ পাওয়া যাইবে, এবং অতি সহজেই তাহার সন্তোষবিধান হইবে;—সেই উদ্দেশ্যেই তিনি বিদেশী ডাক্তারকে আহ্বান করেন। এই সময়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট উত্তরপ্রদেশ পরিদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন; মহারাজ তজ্জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের গুণপনার তথ্য সংগ্রহে যত্নপর হইলেন। ব্রহ্মদেশবাসীর সহিত যুদ্ধাবসানে বিজেতা ইংরেজ কি পরিমাণ টাকার দাবী করিয়াছিলেন, সে সকল তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বারাকপুরে একদল সিপাহীর বিদ্রোহতাচরণের বিষয় তিনি অনুসন্ধান করিতেন; সেই বিদ্রোহ দমনে দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল কিনা,—তদ্বিষয় তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন।[৫] ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিমলায় লর্ড আমহার্ষ্ট উপস্থিত হইলে, আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এবং অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য, একজন দূত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল। মহারাজের সভায়, ইংরাজ সীমান্তের শাসনকর্তা, কাপ্তেন ওয়েড এই অভিনন্দন প্রত্যর্পনার্থ প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হইলেন।[৬] পর বৎসর

৪। Resident at Delhi to Capt Murray, 13th Jan. 1826; and Capt Murray's "Runjeet Singh," p. 144. ১৮১১ খৃষ্টাব্দে, বৃদ্ধ শাসনকর্তা স্বীয় মিত্র-ভ্রাতার (Turban brother) ভয়ে এত ভীত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বতন্ত্ররূপে ইংরাজদিগের সম্পর্কীয়, তিনি সেই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

শতদ্রুর দক্ষিণ মামদতের মুসলমান শাসনকর্তা, এই কারণে ইংরাজদিগের অধীনরূপে গৃহীত হইবার জন্য, বহু চেষ্টা করেন। অবশেষে হতাশ হইয়া, ফতে সিংহের ন্যায় পলায়ন করেন; পরে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হন। ইনি প্রথমতঃ কাপুরের অধিপতি ছিলেন। (Government to Resident at Delhi, 28th April, 1827, with Correspondence to which it relates, and compare Murray's 'Runjeet Singh', p. 145)

৫। Capt Wade to the Resident at Delhi, 24th Sept. and 30th Nov, 1826, and 1st Jan. 1827, Compare 'Murray's 'Runjeet Singh' p. 135.

৬। Government to Capt. Wade. 2nd May, 1827

ইংরাজ সৈন্যের প্রধান সেনাপতি (জঙ্গী লাট) লুধিয়ানায় আগমন করেন। রণজিৎ সিং মঙ্গলকামনা জানাইয়া, তাঁহার নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ভরতপুর বিজয়ীকে পঞ্জাবের দুর্গসমূহ পরিদর্শনের নিমন্ত্রণ করা হইল না।[৭]

ব্রিটিশ এবং শিখ-গবরমেণ্টদ্বয়ের মধ্যে যে কার্য নির্বাহ করিতে হইবে, তৎসম্পাদনের ভার দিল্লীর রাজ-প্রতিনিধির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি এতদুদ্দেশ্যে আম্বালায় রাজনৈতিক প্রতিনিধি (এজেণ্ট) কাপ্তেন মারের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন। লুধিয়ানায় কাপ্তেন ওয়েড নামক তাঁহার একজন সহকারী ছিলেন; তত্রত্য সৈন্যদল সম্পর্কেই তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন কাপ্তেন ওয়েড লাহোরে মহারাজার দরবারে উপস্থিত ছিলেন, তখন মহারাজ এক ইচ্ছা প্রকাশ করেন; তাঁহার প্রার্থনা—কাজ-কর্মের সুবিধার জন্য লুধিয়ানার কর্মচারীকে শতদ্রুর দক্ষিণস্থ রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি পদে বরিত করা হউক; সে প্রতিনিধি দিল্লীর রেসিডেণ্টের অধীন থাকিবেন; কিন্তু আম্বালার প্রতিনিধির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।[৮] তাঁহার সে বাসনা পরিপূর্ণ হইল।[৯] কিন্তু কথিত রাজ্যের সীমা নির্দেশ কালে দেখা গেল, কতকগুলি সন্দেহমূলক বিষয়ের তখনও মীমাংসা হয় নাই; সে গুলির মীমাংসা হওয়া প্রথম কর্তব্য।

৭। Murray's 'Runjeet Singh', p, 147. এই সময়ে বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত সোমা ডি করসের বিদ্যালোচনায় ও দেশ-পর্যটনে এবং সিমলায় ইংরাজদিগের আবাস স্থান নির্মিত হওয়ায়, একপক্ষে তিব্বতের চীনদেশবাসিগণ এবং অন্যপক্ষে রণজিৎ সিং, ইংরেজদিগের বিষয়ে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই হেতু গারো নামক স্থানের কর্তৃপক্ষগণ ইংরেজদিগের অধিকারভুক্ত বিশেহির নামক স্থানের শাসনকর্তাদিগকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন—'পুরাকালে 'ফেফিলিংপা' দিগের ('অর্থাৎ ফিরিঙ্গী অথবা ফ্রাঙ্কগণ—ক্ষুদ্রকায় এবং অসৎ জাতি) নাম পর্যন্ত শুনা যায় নাই। এক্ষণে বহুসংখ্যক 'ফেলিংপা' প্রতি বৎসর উচ্চ প্রদেশসমূহ পরিদর্শন করিতেছে। তাহাতে বিশেহিরের শাসনকর্তা তাহাদের গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ করিয়া, সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রভূতপ্রতাপশালী 'লামা' ইহাতে অসন্তুষ্ট; তিনি একদল সৈন্যকে সর্বদা যুদ্ধার্থ সজ্জিত থাকিতে অনুমতি করিয়াছেন; ইংরাজগণ যাহাতে তাঁহাদের রাজ্য-সীমা অতিক্রম না করেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সতর্ক করা হউক: অথবা যদি তাঁহারা মিত্রতা বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা সমুদ্র পথে পিকিনে গমন করিতে পারেন। ইংরাজদিগের যুদ্ধনৈপুণ্য অথবা ঐশ্বর্যে, বিশেহিরের অধিবাসিগণের বিশ্বাস করা উচিত নহে। এক্ষণে বাদশাহ তাহাদের অপেক্ষা ৩০ 'পাক্কাৎ' (১২০ মাইল) উন্নত; তিনি চারি জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন; এক্ষণে একটি যুদ্ধে এশিয়ার ছয়টি জাতি ঘোর দুর্দিনে পতিত হইবে; সুতরাং ইংরাজগণ যাহাতে তাহাদের রাজ্যসীমা অতিক্রম না করে, তদ্বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক।' আপন্নিবারণার্থ প্রার্থনা ও অত্যুক্তিব্যঞ্জক আরও কত কি লিখিত হইয়াছিল। (Political Agent Subathoo to Resident at Delhi, 26th March, 1827,

৮। Captain Wade to Resident at Delhi, 20th June 1827.

৯। Government to Resident at Delhi, 4th Oct, 1827.

চুমকৌড়, আনন্দপুর-মাখোয়াল এবং গুরু গোবিন্দের সগোত্রাভুত প্রতিনিধিবর্গ বা 'সোধি' সম্প্রদায়ের অধিকৃত অন্যান্য স্থানে অধিকার স্বত্ব আছে বলিয়া, রণজিৎ সিংহ দাবী করিলেন। তিনি ওহাদনিতেও আধিপত্য বিস্তারের অভিলাষ করেন; কারণ, কয়েক বৎসর পূর্বে এই স্থান শ্বশ্রূর অধিকৃত বলিয়া, তিনি তথা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তৎকালে ফিরোজপুর এক সন্তানহীন বিধবার অধীন ছিল; রণজিৎ সিং তথায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। অতঃপর আলহুওয়ালিয়াদিগের নগরসমূহ নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইতে উদ্যোগী হন। তিনি আরও অপরাপর স্থান অধিকার করিতে যত্নপর হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই।[১০] ফিরোজপুর এবং ফতে সিং আলহুয়ালিয়ার পৈতৃক রাজ্য অধিকারের জন্য মহারাজ যে দাবী করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাখ্যাত হইল; কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল, ওহাদনিতে ইংরাজদিগের প্রাধান্য স্থাপনের স্বত্বও টিকিল না। চুমকৌড় ও আনন্দপুর-মাখোয়ালে, লাহোরাধিপতির স্বত্বই স্বীকৃত হইল; কারণ তত্তৎস্থান ইংরাজদিগের অধিকারে রাখা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। তাঁহাদের মনে হইল, স্বধর্মাবলম্বী শাসনকর্তার দ্বারাই শিখদিগের যাজক-সম্প্রদায়ের ক্রিয়া-কলাপ সুচারুরূপে নির্বাহ হইতে পারিবে।[১১] ফিরোজপুর হস্তচ্যুত হওয়ায়, রণজিৎ সিং বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজগণ সহস্র কণ্ঠে সেই প্রভুত্ব-বিধায়ক স্থানের প্রশংসা করিতেন।[১২] বর্তমান ক্ষেত্রে নূতন ব্যবস্থা বন্দোবস্ত অনুসারে সকলেই বুঝিয়াছিলেন, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ভবিষ্যতে বিবাদের সম্ভাবনা অতি বিরল।

এইরূপে ইংরাজদিগের সহিত রণজিৎ সিংহের সম্বন্ধ ক্রমে ঘনিষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়েই তিনি, জাম্মুর প্রিয়তম প্রতিনিধিগণের মতেই অনেক স্থলে নির্ভর করিতে

১০। Captain Wade to the Resident at Delhi, 20th Jan, 1828, and Capt Murray to the same, 19th Feb, 1828.

ফিরোজপুর সম্বন্ধে পরিশেষে গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন (Government to Agent at Delhi, 24th Nov. 1838) যে, কতকগুলি এক-গোত্রাভুত উত্তরাধিকারী (যাঁহারা স্বত্বাধিকারের দাবী করিয়াছিলেন) সকলেই স্বত্ববান হইবেন না। হিন্দু আইন আমলেও শিখদিগের পদ্ধতি অনুসারে পরস্পর পৃথক হইয়া গেলে, উত্তরাধিকারী স্বত্ব ধ্বংস হয়। যাহা হউক, ইংরাজদিগের পদ্ধতি এত অনিশ্চিত যে, শিখ-রাজ্য সম্পর্কীয় ব্যবস্থা-সমূহের মধ্যে ফিরোজপুরের দাবীদারগণের অনুকূল কোন না কোন হেতু পাওয়া যাইতে পারে।

১১। Government to the Resident at Delhi, 14th November, 1824

১২। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিং বিধবা রমণীর জন্য ফিরোজপুরের সুদৃঢ় এবং বিখ্যাত দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। কাপ্তেন মারে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। একজন স্বত্ববান ব্যক্তি এই বিধবা ভূম্যধিকারিণীর সম্পত্তি আক্রমণ করিতেছিল; (Captain Murray to the Agent at Delhi, 20th July, 1823) রাজ-প্রতিনিধিগণ লুধিয়ানা অপেক্ষা ফিরোজপুরের রাজনৈতিক ও সামরিক সুবিধা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিতেন। (Government to Agent at Delhi, 20th Jan, 1824)

লাগিলেন। ধীয়ান সিংহের পুত্র হীরা সিংহের বাল্যবস্থাতেই মহারাজ তাহার ভাবী মহত্বের লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। এই বালকের স্বাভাবিক সরলতায় ও শিক্ষা-সৌজন্যে তিনি প্রীত হইলেন। মহারাজ তাহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। তাহার পিতা প্রকৃত ভারতবাসীর ন্যায়, বিশুদ্ধ বংশপরম্পরা বিশিষ্ট স্থানীয় কোন রাজ-পরিবারের একটি কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া, নিজ বংশের বিশুদ্ধতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি কাঙ্গাড়ার শাসনকর্তা মৃত সংসার চাঁদের কন্যার সহিত এই বিবাহ-সম্বন্ধ সুস্থিরের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফতে সিং আলহুওয়ালিয়ার পুত্রের বিবাহোৎসবে যোগদান করার উদ্দেশ্যে, নিজ ভগ্নীর সহিত জাম্মুর শাসনকর্তা আনরোধ চাঁদ লাহোর পরিদর্শন করিতে যান; তথায় অজানিতভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ধীয়ান সিংহের নজরবন্দী হন। সুতরাং নূতন শাসনকর্তা আনরোধ চাঁদ অতি অনিচ্ছার সহিত সে বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। এই প্রস্তাবিত বিবাহে কুলনাশের আশঙ্কায় ঐ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি অপেক্ষা বালিকাবৃন্দের মাতা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, সন্তানগণের সহিত শতদ্রুর দক্ষিণে পলায়ন করিবার অভিসন্ধি করিলেন। তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে আনরোধ চাঁদ আদিষ্ট হন; কিন্তু তিনিও নিজে পলায়ন করেন; সুতরাং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধ হয়। দুঃখে ও বিরক্তিতে মাতার মৃত্যু হইল; অস্ত্র-সাহায্যে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ক্ষুদ্র রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধনকল্পে পুত্র ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে মাতার মৃত্যুর পর, পুত্রও তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন। সংসার চাঁদের কতকগুলি 'অসিদ্ধ' সন্তানও ছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ স্বয়ং দুইটি কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার অনুকম্পায় একটি পুত্র রাজপদে উন্নীত হইল; পিতৃরাজ্যের কতকাংশ পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিয়া, মহারাজ কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। সেই বৎসরই সমবংশ-পর্যায়ের একটি বালিকার সহিত মহা সমারোহে হীরা সিংহের বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল। রণজিৎ সিংহের উদারতা ও মহত্বে বিমোহিত হইয়া, ইংরাজদিগের আশ্রিত বহু রাজা এই উপলক্ষে মহারাজকে অভিনন্দন ও উপঢৌকন প্রদান করিলেন।[১৩]

ইতিমধ্যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি পেশোয়ারের সন্নিকটে জোর বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বালিত করিল। উত্তর ভারতের অন্তর্গত বরেলী নামক স্থানে সৈয়দ বংশসম্ভূত আমেদ সা নামক একজন মুসলমান, বেতনভোগী সেনাপতি আমীর খাঁর অনুচর ছিল। তৎকালে মারহাট্টা ও পিণ্ডারা রাজগণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধের অবসানে, যখন তাহার প্রভুর সাময়িক সৈন্যদল ভঙ্গ হয়, সেই সময় ইংরাজগণ আমীর খাঁকে একজন অধীনস্থ রাজা বলিয়া স্বীকার করেন; যুদ্ধে বিজয় লাভের পর, এই ব্যক্তি কর্মচ্যুত হয়।

১৩। মারে কৃত 'রণজিৎ সিং,' ১৪৭, ১৪৮ পৃষ্ঠা। ('Murray's 'Runjeet Singh', p, 147. 148) and Resident at Delhi to Government, 28th Oct, 1828.

সেই সময় সৈয়দ দিল্লীতে গমন করেন; আবদুল আজিজ নামক একজন তত্রত্য ধর্ম-প্রচারক তখন ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি আমেদের সত্য-ধর্ম-নিষ্ঠায় বহুল পরিমাণে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন; তৎকালপ্রচলিত ধর্মোপাসনার সর্ববিধ কু-প্রথাসমূহ আমেদ নিন্দনীয় ও দণ্ডার্হ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তিনি প্রাচীন ধর্ম প্রচারকগণের ধর্ম-ব্যাখ্যার উল্লেখ করিলেন না; একমাত্র কোরাণের উপদেশ সমূহ মনোযোগপূর্বক আলোচনা করিতে, তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার যশোরশ্মি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল, ইসমাইল এবং আবদুল হাই নামক শিক্ষিত অথচ স্বতন্ত্র মতাবলম্বী দুই জন মৌলবী সৈয়দের শিষ্য ও অনুগত আজ্ঞাবাহীরূপে তাঁহার অনুরক্ত হইলেন।[১৪] সৈয়দ প্রচার করিলেন,—সকল কার্যের প্রারম্ভে তীর্থ-যাত্রা বিশেষ মঙ্গলসূচক। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবাস-..

১৪। মৌলবী ইসমাইল সৈয়দ আমেদের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক উর্দু ভাষায় (উত্তর ভারতে প্রচলিত ভাষায়) প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ সদুপদেশপূর্ণ এবং তাঁহার মত-সমর্থনক্ষম। এই গ্রন্থের নাম,—'টাকভিয়া-উল-ইমান' বা ধর্মের ভিত্তি; এই গ্রন্থ কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডই ইসমাইলের লিখিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়; দ্বিতীয় খণ্ড কতকাংশে নিকৃষ্ট। এই হেতু মনে হয় ইহা অপর কোন ব্যক্তির লেখনীপ্রসূত।

সূচনায় (মুখবন্ধে) গ্রন্থকার এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন,—'যে একমাত্র জ্ঞানী এবং বিদ্বান ব্যক্তি, ঈশ্বর-বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম।' ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন, ঈশ্বরের উপদেশ-প্রচার-ব্যপদেশে অসভ্য ও অজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতেই একজন প্রচারক নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিনি—জগদীশ্বর—স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াই বাধ্যতার পথ এত সুগম করিয়া রাখিয়াছেন। প্রধানতঃ, দুইটি বস্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। প্রথম, একেশ্বরবাদিত্বে বিশ্বাস স্থাপন; এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা, দ্বিতীয়, প্রচারকের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন; ইহাই ঈশ্বরাদিষ্ট নিয়মের বাধ্যতা বা বশবর্তিতা। অনেকে মনে করেন, যোগি-পুরুষদিগের বাক্যই তাঁহাদের পরিচালক। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বর-বাক্যই পালন করিতে হইবে; কিন্তু শিক্ষালাভের জন্য ধার্মিক ব্যক্তিগণের উপদেশ পাঠ করিতে হইবে; কেননা সেগুলি ধর্মপুস্তকের সহিত একমতাবলম্বী।'

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে একেশ্বরবাদিত্বের বিষয়ই উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ে যোগী, দেবদূত প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা অধর্মমূলক বলিয়া বর্জিত হইয়াছে। এইরূপ উপাসনার যে সকল কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অমূলক; তাহাতে ঈশ্বর-বাক্যের প্রতি সম্পূর্ণ অবমাননা প্রদর্শিত হয়;—এই অংশে তিনি এবম্প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন পৌত্তলিকগণ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা 'কেবলমাত্র শক্তি এবং ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করিয়া থাকেন; তাঁহারা উপাস্য বস্তুসমূহকে 'সর্বশক্তিমানের সমপদবাচ্য বলিয়া স্বীকার করেন না; কিন্তু জগদীশ্বর স্বয়ং এই অধার্মিকদিগের বাক্যের উত্তর প্রদান করিয়াছেন;—তাহাদের অধর্মাচরণের শাস্তি বিধান করিয়া দেন। সেইরূপ মৃত সন্ন্যাসী অথবা মঠবাসীকে ঈশ্বর-বোধে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করায়, খৃষ্টানগণ তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর অদ্বিতীয়; তাঁহার আর কোন সহচর নাই; একমাত্র তাহারই নিকট ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া অভিবাদন করা ও ভক্তি প্রদর্শন কর্তব্য; আর কেহই সেরূপ ভক্তির পাত্র নহে।'. গ্রন্থকার এইভাবে অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি সন্দেহে নিপতিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ,—মহম্মদ বলেন, ঈশ্বর অদ্বিতীয়; পিতা-মাতার নিকট হইতেই মানুষ জানিতে পারে যে, সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; মানুষ তাহার মাতাকে বিশ্বাস করে; তথাপি দেবদূতের বা ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। অন্যপক্ষে একজন পাপী ব্যক্তিরও যদি ধর্মজ্ঞান থাকে, তথাপি সে একজন ধর্মপ্রাণ পৌত্তলিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপদবাচ্য।

গমনোদ্দেশ্যে জয়োল্লাসে জাহাজে আরোহণের জন্য আমেদ সা কলিকাতা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন ; তাঁহার সে যাত্রা মহা মহোৎসব-জ্ঞাপক। কিন্তু বৃহৎ সহরে আগমন করিয়া, তিনি বহুসংখ্যক শিষ্য সংগ্রহ করিলেন ; সভা-সমিতি আহ্বান না করা পর্যন্ত, তাঁহার কার্যকলাপে কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই। তিনি তীর্থ পর্যাটনোদ্দেশ্যে মক্কা ও মদিনায় যাত্রা করিলেন ; সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, তিনি কনস্তান্তিনোপলও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। চারি বৎসর পর তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া, ধর্মবিশ্বাসিগণকে বিধর্মীদিগের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে আদেশ করেন। বিধর্মী নামে তিনি কেবল শিখদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন ; তাঁহার কার্যকলাপেও তাহাই বোধ হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় নাই। ইংরাজ যাহাতে কুপিত না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। কিন্তু বহু-বিস্তৃত জনাকীর্ণ দেশে বৈদেশিক জাতীর প্রাধান্য প্রবল হওয়ায়, অলক্ষিতভাবে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে তিনি প্রচুর সুবিধা পাইলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাচ শত অনুচর সমভিব্যাহারে আমেদ দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন ; তখন এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, নির্দিষ্ট পরিচালকের অধীনে অপরাপর সৈন্যদলও তাঁহার অনুগমন করিবে। পূর্ব প্রভু আমীর খাঁর বাসস্থান 'টঙ্ক' নামক স্থানে তিনি কিছুকাল অবস্থান করিলেন। পরে তত্রত্য সামন্তপুত্র তাৎকালিক নবাবও সেই সিদ্ধ পুরুষের শিষ্যদলভুক্ত হইলেন। সেই নব-দীক্ষিত শিষ্যের নিকট আমেদ কিছু অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, মরুভূমির মধ্য দিয়া, সিন্ধুদেশের খইরপুর নামক স্থানে উপনীত হন। তথায় মীর রুস্তম খাঁ কর্তৃক মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়া, তিনি পশ্চাদ্বর্তী "গাজী" বা ধর্মযোদ্ধগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলেই তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল। অতঃপর আমেদ কান্দাহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যে কেহই বিশ্বাস করে নাই, অথবা সকলেই তাহা ভুল বুঝিয়াছিল। সেই হেতু তাৎকালিক শাসনকর্তা, 'বারুকজায়ী'-গণের নিকট কোন সাহায্য বা উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন না ; সুতরাং খিলজায়ীদিগের অধিকৃত প্রদেশের মধ্য দিয়া তিনি উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই কাবুল নদী অতিক্রম করিয়া, তিনি পেশোয়ার ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী "ইউসফজায়ী" সম্প্রদায়ের অধিকৃত পর্বতমালার অন্তর্গত "পাংটারে" উপনীত হইলেন।[১৫]

১৫। Compare Murray's 'Runjeet Singh' p. 145, 146. গাজীর ভগ্নীপতির নিকট হইতে গ্রন্থকার সৈয়দ আমেদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। একজন সম্ভ্রান্ত মৌলবীও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। পরে উভয়েই টঙ্ক প্রদেশে সম্মানসূচক পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুন্সী সাহামাত আলীর নিকটও তিনি অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনা জানিতে পারিয়াছেন। পীর মহম্মদ খাঁ নামক কাশুরের একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কৃতবিদ্য পাঠানই প্রধানতঃ তাঁহাকে আবশ্যকীয় সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন ; তিনি তখন ইংরাজদিগের একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনি মনে করেন, পাকপটন, মুলতান এবং উচ্চ নগরের পবিত্র সান্নিধ্য সত্ত্বেও আমেদের কথাই সত্য। বস্তুতঃ, প্রত্যেক

রণকুশল ইউসফজায়ীদিগের মধ্যে 'পাঞ্জটার' রাজপরিবার কতক উল্লেখযোগ্য। ইয়ার মামুদ খাঁর ষড়যন্ত্রে ইউসফজায়িগণ সর্বদা সশঙ্কিত থাকিত। রণজিৎ সিংহের অধীনতা স্বীকার করায় আফগান সম্রাটের আক্রমণ ভয় ইয়ার মামুদের মন হইতে বিদূরিত হইয়াছিল। সুতরাং সৈয়দ এবং 'গাজী'গণ সশঙ্কিত জাতির ত্রাণকর্তা বলিয়া সাদরে গৃহীত হইলেন; সকলেই আমদের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। এই সময়ে একদল শিখ সৈন্য মহারাজের স্ববংশোদ্ভূত বুধ সিং সিধানওয়ালার অধীনে আটকের কয়েক মাইল উত্তর, অকোরা পর্যন্ত অগ্রসর হইল। সৈয়দ তাঁহার অসম্পূর্ণরূপে সজ্জিত অনুচরবর্গকে সেই ক্ষুদ্র শিখ-সৈন্য-দল আক্রমণ করিতে অনুমতি করিলেন। শিখ সেনাপতি সুরক্ষিত স্থান হইতে সৈন্য পরিচালনা করিয়া অশিক্ষিত পর্বতবাসীদিগের শৃঙ্খলাবিহীন আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার কিছু বলক্ষয় হইল; কিন্তু তিনি আর কোন যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। সুতরাং সৈয়দের যশঃসৌরভ এবং সৈন্য-বল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক্ষণে সৈয়দ যাহাতে ইউসফজায়ী-রাজ্যসমূহের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন, সেইরূপ কোন প্রস্তাবে সৈয়দকে সম্মত করাই ইয়ার মামুদ খাঁ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তিনি নীচমনা ব্যক্তির ন্যায় বিষ-প্রয়োগে আমেদকে নিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—এই অপবাদে পেশোয়ারের হীনবল শাসনকর্তা দোষী সাব্যস্ত হইলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা বা সংবাদ প্রচার করিয়া, সৈয়দ অস্ত্র-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইয়ার মামুদ গুরুতররূপে আহত ও পরাজিত হইলেন; জেনারেল ভেনটুরা এবং যুবরাজ শের সিংহের অধীনে শিখ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় পেশোয়ার শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইল; অতঃপর ইয়ার মামুদের ভ্রাতা, সুলতান মামুদকে সেই স্থান প্রদান করা হয়। মহারাজের জন্য লয়লা নামক প্রসিদ্ধ ঘোটক আনয়ন করিবার ভাণ করিয়া শিখসৈন্য তৎকালে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই ঘোটক 'কাহার' নামক প্রসিদ্ধ অপর আর একটির সমকক্ষ। কিন্তু ইতঃপূর্বেই বারুক-জায়ীদিগের নিকট 'কাহার' প্রাপ্ত হইয়া, মহারাজ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।[১৬]

মুসলমানই তাঁহার ধর্মনীতির যৌক্তিকতা এবং উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। টঙ্কের রাজা অকিঞ্চিৎকর উৎসবের বিশেষ বিরোধী ছিলেন। ভূপালের সুচতুর রিজেন্ট-বেগমও টঙ্কের রাজার কঠোরতা অবলম্বনের প্রশংসা করিয়াছেন। ধর্মভীরু লোকের মধ্যেও সৈয়দ বহু শিষ্য প্রাপ্ত হন। কথিত হয়, তাঁহার বক্তৃতা এত কার্যকরী হইয়াছিল যে, দিল্লীর খলিফাগণ সম্যক বিচার করিয়া, অবশিষ্ট কাপড়, তাহাদের প্রভুদিগের নিকট ফেরত পাঠাইয়াছিল।

১৬। Compare Murray's "Runjeet Singh", p. 146, 149. সৈয়দ আমেদের অনুচরগণের বিশ্বাস যে, ইয়ার মামুদ বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ফলে, "গাজী"গণ অনেক কষ্ট পাইয়াছিল,—তাহারা তাহাও বলিয়া থাকে।

সেনাপতি ভেনটুরা অবশেষে 'লয়লা' নামক একটি অশ্ব লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ নামের ঘোটক স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল কিনা, তাহা সন্দেহমূলক। আবার কোন সময়ে ঘোষিত হয় যে, ঐ অশ্ব পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। (Capt. Wade to the Resident at Delhi, May 17th, 1829)

শিখসৈন্য শতদ্রু অভিমুখে প্রস্থান করিল। সুলতান মহম্মদ খাঁ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ যথাসাধ্য তাঁহাদের জায়গীর বা উপনিবেশসমূহ রক্ষা করিতে থাকিলেন। তাঁহাদের অবস্থা বিপদসঙ্কুল বুঝিয়া, এবং তৎপ্রদেশের শাসন দণ্ড পরিচালনা করা সহজসাধ্য নহে বিবেচনা করিয়া রণজিৎ সিং আশা করিয়াছিলেন, উক্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিলে, কোন দোষ হইবে না।[১৭] কিন্তু সৈয়দ আমেদ সার প্রভুত্ব কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; অধিকন্তু সেই উপত্যকা ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী পার্বতীয়গণ লাহোরের শাসনাধীন থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আমেদ, সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, সেনাপতি আলাড্ ও হরি সিং নালোয়া পরিচালিত শিখসৈন্য আক্রমণের কল্পনা করিলেন; কিন্তু তথায় পরাজিত হওয়ায়, তিনি সিন্ধুনদের পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পুনরায় সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং নববলে বলীয়ান হইয়া, সুলতান মহম্মদ খাঁকে আক্রমণ করিলেন। বারুকজায়ী যুদ্ধে পরাভূত হইলেন এবং সৈয়দ ও তাঁহার 'গাজী'-গণ পেশোয়ার অধিকার করিলেন। কৃতকার্যতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উল্লাসও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, তিনি 'কালিফ' নাম প্রচার করিয়া স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করেন। ঐ মুদ্রার উপরিভাগে নিম্নলিখিত কথাগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল;—'সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পর আমেদ,—ধর্ম-স্থাপনকর্তা; তাঁহার তরবারির চাকচিক্যে বিধর্মীদিগের ধ্বংস সাধিত হয়।' পেশোয়ারের অধঃপতনে লাহোরে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হওয়ায়, সিন্ধু-তীরস্থিত প্রদেশের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল; কুমার শের সিংহ তাহাদের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। যাহারা স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া ধর্ম বিসর্জন দিয়াছিল, যাহারা ধর্ম অপেক্ষা স্বার্থসিদ্ধিই শ্রেষ্ঠতর মনে করিত, সেই সকল নামমাত্র মুসলমান শাসনকর্তা, ভারতীয় বিজেতার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইতে ঘৃণা প্রকাশ করিত; অধিকন্তু আমেদের অবিবেকতায় তাঁহার অনুচর 'ইউসফজায়ীগণ, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি কৃষকদিগের উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। এইরূপ প্রথা প্রবর্তনে কোন অসন্তোষের চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেক বিষয়েই ধর্মগুরুর স্বত্ব বর্তমান,—তাহাদের সে জ্ঞান জন্মিয়াছিল; তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে ঐ করপ্রদান করিত। অতঃপর আমেদ এক হীনতার পরিচয় প্রদান করিলেন; তাহাতেই অনর্থ ঘটিল। তিনি আদেশ করিলেন যে প্রত্যেক যুবতী স্ত্রীলোক বিবাহোপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই, তাহাকে বিবাহ দিতে হইবে; এইরূপ আদেশ প্রচারিত হওয়ায়, অর্থলোলুপ আফগান পিতা-মাতার আয়ের পথ রুদ্ধ হইল। আফগান জাতি সাধারণতঃ

১৭। Capt. Wade to Resident at Delhi, 15th September, 1830. মহারাজ নিজেও বারুকজায়ীদিগের সহিত বিবাদের অনেক কারণ পাইয়াছিলেন। "খুটুক" নামক অপর একটি জাতিকে তাহারা অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে রণজিৎ সিং বলিয়াছিলেন, উজীর ফতে খাঁ স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহারা স্বাধীনভাবেই বাস করিবে। (Capt. Wade to Government 9th Dec. 1831)

অর্থগৃধ্নু বলিয়া প্রসিদ্ধ ; তাহারা সচরাচর সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিকেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু সৈয়দ আপনার দীন ভারতীয় অনুচরগণকে এক একটি করিয়া কুমারী প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, সৈয়দ আমেদ সেই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলেন ; তাঁহার কু-অভিসন্ধি বিষয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল ; সকলেই সৈয়দের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল ; ফলে, অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে, নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে, কোন নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া, তিনি সুলতান মহম্মদকে পেশোয়ার প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর শিখদিগের সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া, শতদ্রুর পশ্চিম তীরে গমন করিলেন। মুষ্টিমেয় 'গাজী'গণের উপরই সৈয়দ প্রধানতঃ নির্ভর করিতেন ; তাহারাই সুখ-দুঃখে পূর্বাপর তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। 'ইউসফজায়ীগণের' সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল ; সুতরাং মজঃফরাবাদ ও অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহী শাসনকর্তৃ-গণের বলবীর্যের উপরও তিনি কতকাংশে নির্ভর করিয়াছিলেন। শের সিং এবং কাশ্মীরের শাসনকর্তার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে পার্বতীয় 'খাঁ' জাতি শীঘ্রই বশ্যতা স্বীকার করিল। তথাপি আমেদ নিবৃত্ত হইলেন না ; বরং অকুতোভয়ে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বন্ধুর পর্বতমালা মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল ; প্রথমে কিছুকালের যুদ্ধে আমেদই কৃতকার্য হইয়াছিলেন ; সেই যুদ্ধের পর কিছুকাল নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রারম্ভেই বালাকোট নামক স্থানে আমেদ পুনরায় আক্রান্ত হইলেন ; আকস্মিক আক্রমণে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন ; সৈন্যগণ তাঁহার উপর নিপতিত হইয়া তাঁহাকে নিহত করিল। ইউসফজায়ীগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতিনিধিগণকে বিতাড়িত করিল ; 'গাজী'গণ ছদ্মবেশে দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গেল : সৈয়দ-পরিবার, টঙ্কের নবাবের নিকট আশ্রয় পাইবার আশায়, হিন্দুস্থানে প্রস্থান করিলেন। টঙ্কের নবাব সৈয়দের একজন পরম বন্ধু ছিলেন ; সৈয়দ পরিবার মনে করিয়াছিলেন,—নবাব তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে ও সম্মানের সহিত আশ্রয় প্রদান করিবেন।[১৮]

এক্ষণে রণজিৎ সিংহের যশঃ-প্রভায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল; ভিন্ন-দেশবাসী রাজগণ তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলুচি-স্থানের রাজ-প্রতিনিধি আসিয়া শিখরাজকে অশ্ব উপঢৌকন প্রদান করেন। তৎকালে হারান্দ এবং দাজেল নামক সীমান্ত প্রদেশ দুইটি ভাওয়ালপুরের করদ রাজা বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন। বেলুচি রাজ প্রতিনিধির একান্ত ইচ্ছা, সেই দুইটি প্রদেশ 'খাঁ'

১৮। Captain Wade to Resident at Delhi, 21st March, 1831, পূর্ব-পূর্ব বৎসরের অন্য এবং ঐ বৎসরের অন্য তারিখের পত্রও দ্রষ্টব্য। মারে বিরচিত রণজিৎ সিং, ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (Compare Murray's 'Runjeet Singh.' p. 150.) সৈয়দের 'কালিফ' উপাধি গ্রহণ, নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ এবং ভারতীয় অনুচরদিগকে 'ইউসফজায়ী' কুমারী প্রদান,—সৈয়দের অনুচরগণ সে সকলই অস্বীকার করিয়া থাকে।

শাসনকর্তাকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করা হইবে।[১৯] হীরটের সা মামুদের সহিত মহারাজার পত্রাপত্র চলিতেছিল।[২০] যুবক সিন্ধিয়ার বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিতে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ালিয়রের বাইজাবাই মহারাজকে নিমন্ত্রণ করেন।[২১] এই সময়ে ইংরাজগণের মনে এক সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাঁহারা মনে করিলেন, মহারাজ, রুষ-রাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের জন্য লেখা-লিখি করিতেছেন।[২২] সুতরাং ইংরাজগণও মহারাজকে তোষামোদ আরম্ভ করিলেন; তাঁহারা ভাবিলেন,—লাভজনক বাণিজ্য-ব্যবসায় এবং ন্যায্য অধিকার বিস্তার করিয়া, উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পে এরূপ তোষামোদ কদাচ নিন্দনীয় নহে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গবর্ণর জেনারেল, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, সিমলায় উপনীত হইলেন। গবর্ণর জেনারেলের নিজ কুশল-বার্তা শ্রবণের জন্য এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উন্নতি-কামনায় রণজিৎ সিংহের ঐকান্তিক অভিলাষ বিজ্ঞাপনার্থ, শিখ-রাজ-প্রতিনিধি-বর্গ গবর্ণর-জেনারেলের সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্ম ঋতুর প্রখর উত্তাপ অসহনীয় হইয়া উঠিল; সুতরাং গবর্ণর-জেনারেল লাহোর দরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া, লোকাচার-ধর্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদানের জন্য লুধিয়ানার রাজনৈতিক প্রতিনিধি কাপ্তেন ওয়েড পত্রবাহকরূপে প্রেরিত হইলেন। রণজিৎ সিং, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সহিত সাক্ষাত করিতে ইচ্ছুক কিনা, অথবা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য কোনরূপ প্রস্তাব করিতেও ইচ্ছা করেন কিনা,—তাহাই স্থির করা, প্রতিনিধির প্রধান কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনারেল মনে করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধির অগ্রণী হওয়া অনাবশ্যক; উপ-যাচকে দেশীয় সামন্তের সহিত সাক্ষাত করিতে যাওয়া, ইংরাজদিগের পক্ষে

১৯। Captain Wade to the Resident at Delhi, 3rd May, 1829 and 29th April, 1830. এক সময়ে হারান্দ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। (See Munshee Mohon Lal's Journal. under date 3rd March, 1836) ভাওয়ালপুরের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়, অপরাপর কয়েক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব এই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতদ্রুর পশ্চিমে সমুদায় রাজ্য হইতে যখন বাহাওয়াল খাঁ বঞ্চিত হইলেন; তখন ঐ স্থান পুনরাধিকারের ভার সেনাপতি ভেণ্টুরার হস্তে অর্পিত হয়। (গ্রন্থকার সেই কর্মচারীর নিকট এইরূপ বিবরণই শুনিয়াছিলেন।)

২০। দিল্লীর রেসিডেণ্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েড লিখিত পত্র,—তারিখ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী, এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর।

২১। দিল্লীর রেসিডেণ্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েডের পত্র; তারিখ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল। যখন তাঁহার পুত্রের বিবাহ হয়, তখন সিন্ধিয়া লাহোরে ছিলেন না,—এই কথা বলিয়া মহারাজ নিমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মত করেন।

২২। দিল্লীর রেসিডেণ্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েড লিখিত পত্র; তারিখ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট।

মানহানিকর।[২৩] দুইটি রাজ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা বর্তমান, লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করাই,—গবর্ণর জেনারেলের প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু মহারাজ নিজ প্রভুত্ব দৃঢ় করিতে যত্নবান হইলেন। প্রবল ক্ষমতাশালী প্রধান প্রধান ইংরাজ শাসনকর্তৃগণ, তাঁহাকেই 'খালসার' প্রকৃত নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,—তিনি শিখজাতিকে সেই বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। যুবরাজ খড়্গ সিংহের স্বত্ব-প্রভুত্ব স্বীকারে যাঁহারা ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সুচতুর শাসনকর্তা হরি সিং তাঁহাদের অন্যতম। ভাবী উত্তরাধিকারী নিজেও শিখ-জাতির মনোভাব অবগত ছিলেন। এক বৎসর পূর্বে তিনি বোম্বাইয়ের শাসনকর্তার সহিত পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করেন; উদ্দেশ্য—অন্তঃসারশূন্য সুখ্যাতিপূর্ণ উত্তরাদি হইতে তাঁহার মনে হয়তো কোন আশার সঞ্চার হইতে পারে।[২৪] রণজিৎ সিং তাঁহাদের এক সম্মিলনের প্রস্তাব করিলেন; ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শতদ্রু তীরে রূপার নামক স্থানে তাঁহাদের সম্মিলন সংঘটিত হইল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের রাজার নিকট হইতে কতকগুলি অশ্ব উপঢৌকন স্বরূপ লাহোরে আনীত হয়; লেফট্ন্যান্ট বারনেস সিন্ধুনদ এবং ইরাবতীর পথে সেগুলি লইয়া লাহোরে পৌঁছেন। গবর্ণর-জেনারেলের সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু একবার চির-বন্ধুত্বের নিশ্চয়তা স্বরূপ, রণজিৎ সিং এক লিখিত সনন্দ পাইবার প্রার্থনা করেন এবং পরে তাহা প্রাপ্ত হন।[২৫] তখন জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মিল যে, অতঃপর ইংরাজগণ তাঁহার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। পূর্বেই রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য কতকাংশে সাধিত হইয়াছিল; এক্ষণে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইল। কিন্তু সিন্ধুদেশ লইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন; তৎপ্রদেশ সম্বন্ধে কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য অনিশ্চিত ষড়যন্ত্রের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল; তিনি আপন বিধি-ব্যবস্থা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিলেন; ভাবিয়া দেখিলেন,—আমীরদিগের উপযুক্ত সৈন্যের অভাব; তাঁহারা লেফটন্যান্ট বারনেসের কার্যকলাপে বাধা প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং

২৩। কাপ্তেন ওয়েডের নিকট গবর্ণমেণ্ট লিখিত পত্র;—তারিখ :৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল; মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং' ১৬২ পৃষ্ঠা (Murray's 'Runjeet Singh.' p, 162.)

২৪। এই পত্রাদি সম্বন্ধে পারস্যরাজ সেক্রেটারী ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই বোম্বাইয়ের পোলিটিকাল সেক্রেটারীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

রণজিৎ সিংহ স্বয়ং হরি সিংহের শত্রু ছিলেন; কিংবা অনুগত ভৃত্য প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু হরি সিং একজন ধর্মপ্রাণ শিখ বলিয়া পরিচিত; তিনি একজন উচ্চাশয় ব্যক্তি ছিলেন। খড়্গ সিং সর্বদাই আপনাকে বিপদসঙ্কুল মনে করিতেন; সিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধেও তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। রূপার নামক স্থানের সম্মিলন, রণজিৎ সিংহের ব্যগ্রতার বিষয়, এম, আলার্ড অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং মারের 'রণজিৎ সিং' গ্রন্থে প্রিন্সেপের বিবরণ হইতে তাহা শিক্ষা করা কর্তব্য। (Princep's Account in Murray's Runjeet Singh, p. 306)

২৫। মারে কৃত 'রণজিৎ সিং' ১৬৬ পৃষ্ঠা। (Murray's Runjeet Singh, p. 166.)

আমীরগণ ইংরাজদের প্রতিও সন্তুষ্ট নহে।[২৬] সিন্ধু রাজগণের নিকট যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য ও মর্ম, গবর্ণর জেনেরল অনুসন্ধিৎসু অভ্যাগত মিত্র-রাজের নিকট কখনও ব্যক্ত করেন নাই। শান্তিস্থাপনের জন্য স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—তাঁহার ভয়, পাছে রণজিৎ সিং তাহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রস্তাবিত কার্যকলাপের কোন অন্তরায় উপস্থিত করেন।[২৭] রণজিৎ সিং হয়তো বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—তাঁহার প্রতি ইংরাজদিগের আর সে বিশ্বাস নাই;—তিনি ইংরাজদিগের অবিশ্বাসভাজন হইয়াছেন; কিংবা তদ্বিষয়ে হয়তো তাঁহার সে ধারণা আদৌ জন্মে নাই। যাহা হউক, সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনা করিতে হইলে, মহারাজকে পক্ষভুক্ত করা আবশ্যক; পরন্তু তদ্বিষয়ে বহুকালাবধি জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল এবং তৎপক্ষে ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ বহুদূর অগ্রসর হইয়া ছিলেন। সে ক্ষেত্রে ইংরাজগণ যদি কোন বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিত;—কর্তৃপক্ষগণ নীতি-সঙ্গত কার্যই করিতেন।

পরিব্রাজক মুরক্রফট বেশ বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের বাণিজ্য-বিষয়ের সুবিধার জন্য সিন্ধুনদ বিশেষ উপযোগী। সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনা করিতে পারিলে, ক্রমশঃই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে।[২৮] সিন্ধুনদ ও শাখা-নদীসমূহে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার প্রস্তাব ভারত-গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলেন; অধিকাংশ লোকের যাহাতে সুমঙ্গল হয়, যাহাতে অধিকাংশ লোক ধনৈশ্বর্যশালী হয়, সেই হিতবাদ-প্রথা প্রচারকগণ ভিন্নমত প্রকাশ করিলেন না। রাজা উইলিয়মের প্রদত্ত উপঢৌকনসমূহ জলপথে রণজিৎ সিংহকে পাঠাইবার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দারা কৌশলে সিন্ধুনদে বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারিবে। গঙ্গা নদীর বাণিজ্য ব্যবসায়ের লাভালাভ অপেক্ষা, সিন্ধুনদে বাণিজ্য-ব্যবসায় চালাইলে লাভ সম্ভাবনা অধিক,[২৯] লেফ্‌টেন্যাণ্ট বারনেসের পরীক্ষার ফলে তাহা স্থিরীকৃত হয়; লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কেরও তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে। তাঁহার মতে বিশ্বাসের আরও প্রকৃষ্ট কারণ ছিল; তাঁহার বিশ্বাস,—এক সময়ে পশ্চিম-দেশীয় উপত্যকা, পূর্বদেশীয় স্থানের ন্যায় জনাকীর্ণ ছিল। তিনি ক্ষণকালের জন্য ভাবিয়া

২৬। Murra'y Runjeet Singh, p. 167. সিন্ধিয়ার সৈন্য সম্বন্ধে রণজিৎ সিংহের এই বিবরণ, দাব্বা ও মিঞানি বিজয়ীর পক্ষে সন্তোষজনক নহে। যদিও মহারাজ তাঁহাদের সাহসিকতার নিন্দা করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষার ও সাজ-সজ্জার নিন্দা করিয়াছেন। যাহা হউক ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সা সুজার আক্রমণেই রণজিৎ সিংহের এইরূপ সিদ্ধান্তের সততার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

২৭। Murray's 'Runjeet Singh,' p. 167, 168, কাপ্তেন মারের গ্রন্থের দশম অধ্যায়; রূপারের দরবারের বিষয়, মিঃ প্রিন্সেপের লেখনী প্রসূত; গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীরূপে তিনি তৎকালে গবর্ণর জেনেরেলের সহিত ছিলেন।

২৮। মুরক্রফ্‌টের ভ্রমণবৃত্তান্ত। (Moorcroft, Travels p. 338.)

২৯। Government to Colonel Pottinger. Oct. 22nd 1831. and Murray's 'Runjeet Singh', p. 153.

দেখিলেন যে, রাজনৈতিক অন্তরায় উপস্থিত হওয়ায়, আলেকজন্দার-নিসেবিত নদীসমূহ হইতে বাণিজ্য-ব্যবসায় নির্বাসিত হইয়াছে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ন্যায্য বিধি ব্যবহার ফলে প্রভুত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হইলে, সে সমুদায় বিঘ্ন-বিপত্তি একে একে অন্তর্হিত হইবে।[৩০] অতএব বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সর্বসাধারণের উপকারার্থ সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা ও মন্ত্রণা স্থির হইল।

রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাতের কিছু পূর্বে, গবর্ণর-জেনারেল কর্ণেল পটিঞ্জারকে হায়দ্রাবাদে গমন করিতে আদেশ করিলেন। সিন্ধুনদের নিম্নতর অংশে বাণিজ্যপোত গমনাগমনের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট হারে কর প্রদানের প্রস্তাব করিয়া সিন্ধুদেশের আমীরগণের সহিত বন্দোবস্তের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।[৩১] ইহার দুই মাস পরে, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, তিনি মহারাজের নিকট এই মর্মে এক পত্র লিখিলেন; বাষ্পীয় পোত দেখিবার জন্য মহারাজ পূর্বে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মার্জিত বুদ্ধির পরিচায়ক। দুইটি রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধের দৃঢ়তা ও ঘনিষ্টতা সম্পাদনের মন্ত্রণা চলিতেছে, সুতরাং অচিরেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে। এই সময়ে কাপ্তেন ওয়েড সিন্ধুদেশে প্রেরিত হইলেন; কর্ণেল পটিঞ্জার পূর্বে যে উদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সিন্ধুনদের নিম্নতর অংশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর অংশে সমসূত্রে অবাধে বাণিজ্য-পোত চালনার অনুমতি প্রার্থনা করা, তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ রাজশক্তি বিস্তার করা যে ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য নহে,—তদ্বিষয়ে মহারাজকে আশ্বস্ত করার ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।[৩২] এদিকে রণজিৎ সিংহ নিজেও স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার মনেও সন্দেহের উদয় হইয়াছিল।[৩৩] পঞ্জাবের দক্ষিণ ভাগে নববিজিত ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনানুযায়ী যথাসম্ভব কৌশল-ক্রমে উত্তেজিত করিলেন। ডেরাগাজী-খাঁর পরপারস্থিত রাজ্যের প্রতিনিধি, ভাওয়ালপুরের নবাব নির্দিষ্ট হারে যথা নিয়মে রাজস্ব প্রদান করিতেন; কিন্তু তিনি তদনুযায়ী রাজস্ব প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন। সুতরাং পঞ্জাব হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করাই রণজিৎ সিং শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন;—তাঁহার মনে হইল, ইংরাজগণ যদি নিরপেক্ষ থাকেন, তাহা হইলে বিপদের আশঙ্কা একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদিকে ভাওয়াল খাঁ

৩০। Government to Col. Pottinger, 22nd Oct, 1831.

৩১। মারে কৃত 'রণজিৎ সিং', ১৬৮ পৃষ্ঠা। (Mnrray's Runjeet Singh, p. 168)

৩২। Government to Capt. Wade, 19th Dec. 1831. অতঃপর স্বীকৃত হইল যে, এই প্রতিনিধি প্রেরণে রুশিয়া সম্বন্ধে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু গবর্ণর-জেনারেল তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন নাই। (Murray's Runjeet Singh, p. 168)

৩৩। সিন্ধু জয় করাই রণজিৎ সিংহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একজন আমীরের অথবা কোন আমীর পুত্রের সহিত একটি পারসী রাজকন্যার বিবাহ প্রস্তাবের জনরবে, তাঁহার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি হয়। (Capt. Wade to Government. 5th Aug. 1831)

ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শতদ্রুর পূর্ব তীরে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ; অন্যদিকে লেফ্‌ট্‌নাণ্ট বারনেস তখন সিন্ধু নদের উত্তরবর্তী প্রদেশে আগমন করিতেছিলেন। মহারাজ চিরকালই সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন : তিনি স্থির করিলেন,—উক্ত কর্মচারীর মন্তব্যের রাজনৈতিক কোন গূঢ় উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়া, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাই সমর্থন করিবেন।[৩৪] এই সমস্ত কারণে সিন্ধু নদের প্রধান শাখা পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিনিধি সকলই পরিবর্তনশীল দেখিতে পাইলেন। রূপারে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই জেনারেল ভেণ্টুরা, ভাওয়াল খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন ;—শতদ্রুর দক্ষিণ-তীরস্থিত তাঁহার পৈতৃক রাজ্য এবং লাহোরের জায়গীর প্রভৃতির অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন।[৩৫] অধিকন্তু শিকারপুর, 'কালহোর' বা 'তালপুর' সম্প্রদায়ের অধিকৃত সিন্ধু রাজ্যের অংশভুক্ত বলিয়া গণ্য হইল না। আইউবের উজীর মহম্মদ আজীম খাঁর মৃত্যুর পর 'তালপুরগণ' ঐ স্থান বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিল ; সেই সময় হইতেই খয়েরপুর, মীরপুর এবং হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের রাজপরিবারবর্গ একত্রে ঐ স্থান অনায়াসলব্ধ মনে করিয়া ভোগদখল করিয়া আসিতেছিলন। রণজিৎ সিংহের মনে হইল,—সিন্ধু-তীরস্থ বারুকজায়ীদিগের তিনিই একমাত্র অধীশ্বর। সুতরাং সিন্ধু-দেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশস্থ আমীরগণের স্বত্ব অপেক্ষা, ঐ প্রদেশে তাঁহার স্বত্বই প্রবল। সুতরাং তৎপ্রদেশ-সমূহ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে মহারাজ যত্নপর হইলেন।[৩৬]

যখন কাপ্তেন ওয়েড, ইংরাজ বণিকগণের সুবিধার জন্য শতদ্রুতে বাণিজ্যপোত পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন রণজিৎ সিংহের মানসিক গতি এইরূপ ছিল। মহারাজ স্বীকার করিলেন বটে, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন ; কিন্তু তখনই তাঁহার মনে উদয় হইল,—ইংরাজগণ সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া বলপূর্বক গমনাগমনের পথ প্রশস্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কর্ণেল পটিঞ্জারের সহিত কয়দল সৈন্য প্রস্তুত রহিয়াছে—তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং অনতিবিলম্বে আমীরদিগের ধ্বংস সাধনের জন্য বারংবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।[৩৭] অতঃপর আরও প্রমাণিত হইল,—যখন পটিঞ্জার ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে অপরাপর সামন্তগণের সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইতে ছিলেন, লাহোর রাজ্যের বন্ধু সংগ্রহার্থ এবং 'তালপুর' সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ সংঘটনোদ্দেশ্যেই যেন মহারাজ, মীরপুরের মীর-আলি-মোরাদকে তখন ডেরা গাজী-খাঁ ইজারা দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।[৩৮] কিন্তু তিনি দেখিলেন, গবর্ণর-জেনেরল

৩৪। মহারাজ এতদুদ্দেশ্যে কার্য করিয়াছিলেন, কাপ্তেন ওয়েডের অতঃপর তাহাই বোধ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের নিকট ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর, তাহার লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।

৩৫। Capt. Wade to Government, 5th Nov. 1831,

৩৬। রণজিৎ সিং সর্বদাই এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। Capt. Wade to Govt. 15th Jan. 1837.

৩৭। Capt. Wade to Government, 1st and 13th Feb. 1832.

৩৮। Captain Wade to Government, 21st Dec, 1831, and Col. Pottinger to Government, 23rd Sept. 1837.

উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; সুতরাং সিন্ধুনদ ও শতদ্রুতে সাধারণের মঙ্গলার্থ বাণিজ্য পোত পরিচালনার অনুমতি প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। এই নৌ-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষনার্থ মিথেনকোটে একজন ইংরেজ কর্মচারীর বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন।[৩৯] বহুদিনের মিত্রগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে ভাব প্রকাশ করিতে মহারাজ আদৌ ইচ্ছা করেন নাই। ইংরাজদিগের বাণিজ্য নীতির প্রভাবে তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে, এবং তজ্জন্য তিনি শিকারপুর আক্রমণের সংকল্প কিছুকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন;—কাপ্তেন ওয়েডের নিকট সে বিষয় গোপন রাখিতে রণজিৎ সিং কখনও চেষ্টা করেন নাই।[৪০]

এক্ষণে সা-সুজা নূতন আশার উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। তাহাতে সিন্ধুতীরবর্তী বিভিন্ন জাতির সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ কিছু জটিল হইবার উপক্রম হইল। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, সেই হতভাগ্য সম্রাট ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে লুধিয়ানায় গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তথায় অবসরক্রমে খোরাসান পুনরধিকারের বিষয় মনে মনে স্থির করিতে থাকেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত এ বিষয়ে চিঠিপত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হন; রণজিৎ সিংহ সর্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন যে, সা কখনও তাঁহার অতিথি অথবা বন্দী হইলেন না।[৪১] ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি (স-সুজা) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন; উত্তরে জানিলেন;—রণজিৎ সিং কিংবা সিন্ধিয়ানদিগের সাহায্যে তিনি আপন রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইবে। কিন্তু যদি তিনি অকৃতকার্য হন, তাঁহার বর্তমান আশ্রয়দাতা পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন না।[৪২] সৈয়দ আমেদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে পেশোয়ারের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সা উৎসাহিত হইয়া, রণজিৎ সিংহকে জানাইলেন যে, শিখ সৈন্যের সাহায্যে অতি সহজেই হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া, তিনি আর একবার স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইতে পারেন। বৃথা আশায় মহারাজা তাঁহাকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন; ইংরাজগণ এদিকে পুনঃপুনঃ তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। সুতরাং ভূতপূর্ব সম্রাটের সকল আশাই নির্মূল

৩৯। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। প্রথমতঃ, জিনিষের মাশুলের তালিকা প্রস্তুতের কথা উঠে। তদনন্তর প্রতি নৌকার জন্য করাদায়ের বন্দোবস্তই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত রাজস্বের পরিমাণ, ৫৭০ টাকা নির্দিষ্ট হয়। এতন্মধ্যে লাহোর গবর্ণমেণ্ট, শতদ্রুর দক্ষিণ তীরস্থিত রাজ্যের জন্য ১৫৫ টাকা ৪ আনা এবং পশ্চিম তীরস্থিত রাজ্যের জন্য ৩৯ টাকা ৫ আনা এক পাই প্রাপ্ত হইবেন,—এই বন্দোবস্ত হয়। (Govt. to Capt Wade, 9th June, 1834, and Capt. Wade, to Govt. 13th Dec, 1835.)

৪০। Capt. Wade to Government, 13th Feb. 1832.

৪১। Capt. Wade to the Resident at Delhi, 25th July. 1826.

৪২। Resident at Delhi to Capt. Wade, 25th July, 1827.

হইল।[৪৩] ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা পুনরায় অস্ত্র ধারণ করিলেন; তালপুর-আমীরগণ ইংরাজরাজ-প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহাদিগের নামমাত্র সম্রাট সা সুজার প্রস্তাবিত বিষয়ে উৎসাহ দান করিলেন।[৪৪] রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। এই সময়ে সিন্ধু দেশ লইয়া ইংরেজ দিগের সহিত রণজিৎ সিংহের মনোমালিন্য জন্মে; সা সুজার ন্যায্য সিংহাসন পুনরুদ্ধার-কল্পে তাঁহাকে সাহায্য করিতেও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। শিখজাতি পারস্য-রাজ্যের সীমান্ত এবং সমুদ্র তীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের মন্ত্রণা করিল। তখন রণজিৎ সিং প্রস্তাব করিলেন, যদি সমগ্র আফগানিস্থানে গোহত্যা নিবারণ করা হয়, এবং সোমনাথ মন্দিরের সিংহদ্বার যদি প্রাচীন মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। সা, এই সকল বিষয় অনুমোদনে সম্মত ছিলেন না; তিনি নানা প্রকার ভাণ করিয়া মহারাজের সে প্রস্তাব উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিংহকে স্মরণ করাইয়া সা বলিলেন,—তাঁহার প্রিয় মিত্র ইংরাজগণ অবাধে গোহত্যা করিতেছেন; এবং গজনী হইতে সিংহদ্বার অপসৃত হইলেই, শিখরাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী এতদ্বিষয়ে দৈববাণীও শুনা গিয়াছে।[৪৫]

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে শুনা গেল,—পারস্যরাজ হিরাট আক্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তাহাতো সা-সুজা হৃত-সম্পত্তির পুনরুদ্ধারে আরও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন।[৪৬] তিনি প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবেন, এই সর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমীরগণ, তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন; কৃতকার্য হইলে, তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন,—তিনিও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।[৪৭] রণজিৎ সিংহের নিকট সা এক প্রস্তাব করিলেন;—যদি তিনি সৈন্য ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন, তাহা হইলে প্রত্যুপকার-স্বরূপ পেশোয়ার এবং সিন্ধু-নদের পরপারস্থিত নগর সমূহ সা তাঁহাকে অর্পণ করিবেন; তাহাতে রণজিৎ সিংহের

৪৩। Government to Resident at Delhi, 12th June, 1829.

৪৪। Capt. Wade to Government, 9th Sept. 1831.

৪৫। Capt. Wade. to Government, 21st Nov. 1831—অতঃপর ইংরেজ কর্তৃক এই পৌরাণিক সিংহদ্বার অপসৃত হইলে. আন্তরিক ঘৃণা ও উপহাস প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহা মনে করিয়া, সেই প্রস্তাবের অনুমোদক ও প্রস্তাবকদিগের বিশেষ সান্ত্বনার বিষয় এই যে, ঐ সিংহদ্বারগুলি তত্রত্যস্থলে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার যখন ভাওয়ালপুরে ছিলেন, তখন একদল আফগান বণিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে. তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংঘটিত হইবে কি না?—কারণ, তাহাদের মসজিদের (পূর্বে একটি কবর ছিল, কু-সংস্কারবশতঃ তাহা ভজনালয়ে পরিণত হয়) যশঃ ও ধর্ম-যাজক বা সাধুর আয় অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। তাহারা বলিল. অতি সতর্কতার সহিত সেগুলি তাহারা বহন করিয়া লইবে; তাহারা আরও বলিল যে, হিন্দুদিগের সে গুলির আবশ্যক নাই—তাহা তাহারা বুঝিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সে গুলিতে ইংরাজদিগেরও কোন কার্য হইবে না।

৪৬। Government to Capt. Wade, 19th Oct. 1832.

৪৭। Capt. Wade to Government, 13th Dec. 1832.

আধিপত্য বিস্তৃত হইবে ; অধিকন্তু কোহিনুর হীরক খণ্ডের জন্য তিনি মহারাজকে এক ত্যাগ-পত্র প্রদান করিবেন। মহারাজ ক্ষণকাল কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না ; পেশোয়ারে অতিরিক্ত স্বত্ব পাইতে, তিনি অভিলাষী ছিলেন বটে ; কিন্তু কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারিলে, সা যে আপনার দুরভিসন্ধি সাধনের চেষ্টা করিবেন, সেই কথা মনে করিয়া মহারাজ ভীত হইয়া পড়িলেন।[৪৮] অধিকন্তু তিনি ইংরজেদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিশ্চিত জানিতে বাসনা করিলেন ; এতদুদ্দেশ্য রণজিৎ সিং ইংরাজদিগকে বলিলেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহাদি সকল কার্যেই তাঁহারা পক্ষভুক্ত থাকিবেন ; তিনি আরও কহিলেন, আফগানদিগের প্রতি কদাচ তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না।[৪৯] তিনটি পক্ষের প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন এবং বিপরীত উদ্দেশ্য ; অধিকন্তু পরস্পরের উদ্দেশ্য পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মাক্রান্ত। ন্যায্য-স্বত্বাধিকারী রাজনৈতিক অধীশ্বরের হৃত-রাজ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে সাহায্য প্রদান করিয়া, রণজিৎ সিং সিন্ধুদেশের আমীরগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত না হন—বাণিজ্যনীতি অনুসারে ইংরাজগণ তদ্বিষয়ে এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন ; রণজিৎ সিংহের ইচ্ছা—তিনি সে প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। ভূতপূর্ব সম্রাট ভাবিলেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করা বা শাসনাধীনে রাখাই, মহারাজার প্রকৃত ইচ্ছা। সুতরাং তাঁহার সিন্ধু-ব্যবচ্ছেদের মন্ত্রণা ব্যর্থ হইল।[৫০] অন্য পক্ষে তালপুর আমীরগণ কপটাচারে কৌশলক্রমে শিকারপুরের উদ্ধার-সাধন করিবেন মনস্থ করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে যাহাতে শিখ শাসনকর্তার এবং সা'র মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপিত না হয়, সে পক্ষে তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন।[৫১]

রণজিৎ সিংহের সহিত সা সুজা কোনরূপ সন্তোষজনক সন্ধি-সর্তে স্বীকৃত হইতে পারেন নাই। কিন্তু প্রধানতঃ শিকারপুর রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহার নিরপেক্ষতা অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, রণজিৎ সিংহের সহিত সা এক সন্ধি স্থাপন করিলেন ; তাহাতে সিন্ধু-নদের অপর তীরস্থিত প্রদেশগুলি এবং শিখদিগের অধিকৃত রাজ্যসমূহ সকলই মহারাজের হস্তে সমর্পিত হইল।[৫২] ইংরাজগণও তাঁহার কার্যের আর প্রতিবাদ করিলেন না ; অধিকন্তু তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করা হইল যে, নির্দিষ্ট হারে তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতি বৎসর বৃত্তি প্রদত্ত হইবে ; সুতরাং প্রত্যাবর্তনের জন্য পূর্বের ন্যায় আর তাঁহার প্রতি কোনরূপ কঠোর আদেশাজ্ঞা প্রচারিত হইল না।[৫৩] অধিকন্তু তাঁহার বাৎসরিক

৪৮। Capt. Wade to Government, 13th Dec. 1832.

৪৯। Capt, Wade to Government, 31st Dec. 1832.

৫০। Capt. Wade Government, 9th April, 1833,

৫১। Capt. Wade to Government, 27th March, 1833.

৫২। এই সন্ধিই, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ত্রিপক্ষীয় সন্ধির ভিত্তি গঠন করিয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই সন্ধিপত্র লিখিত হয় বটে ; কিন্তু পরিশেষে ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে সকলেই সেই সন্ধি-সর্তে স্বীকৃত হন। (Capt. Wade to Government, 17th June, 1834.)

৫৩। Government to Capt, Wade, 19th Dec, 1932.

বৃত্তির তৃতীয়াংশ তাঁহাকে অগ্রিম দেওয়া হইল। কিন্তু সেই সময়ে রাজনৈতিক প্রতিনিধি, জনসাধারণের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে অভিলাষী হইলেন যে, সা'র কার্যকলাপে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোনই স্বার্থ নাই; সম্পূর্ণরূপ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য এবং তাঁহাদের স্থূলনীতি। তিনি আরও বলিলেন,—দোস্ত মহম্মদকেও তাঁহার পত্রের উত্তরে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা যাইতে পারে।[৫৪] মহম্মদ আজীম খাঁর মৃত্যুর পর, দোস্ত মহম্মদ সমগ্র কাবুলের অধিপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজদিগের কার্যকলাপে তিনি সহসা ভীত হইয়া উঠিলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি সিন্ধুদেশের আমীরগণকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, 'সা-সুজা সৈন্যসমভিব্যাহারে শিকারপুর রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই আগমন করিতেছেন; সুতরাং ইংরাজগণকে যাহাতে শিকারপুরে কোনরূপ বাণিজ্য-কুঠী প্রস্তুত করিতে না দেওয়া হয়, সে পক্ষে তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন'।[৫৫] অতঃপর প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি ভারতের অপরাপর অধীশ্বরদিগের মনোগত ভাব জানিবার জন্য, তাঁহাদিগের সহিত পত্রালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে, সা-সুজা লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার সহিত প্রায় ২,০০,০০০ দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং তাঁহার আজ্ঞাধীনে অন্যূন তিন সহস্র সশস্ত্র সৈন্য ছিল।[৫৬] ভাওয়াল খাঁর নিকট তিনি একটি কামান ও কয়েকটি উষ্ট্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর মে মাসের মধ্যভাগে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, তিনি নির্বিঘ্নে শিকারপুরে প্রবেশ করিলেন। সিন্ধিয়ানগণ তাঁহাকে কোনই বাধা প্রদান করিল না বটে, কিন্তু তাহারা কোনরূপ সাহায্যও করিল না। পরিশেষে তাহারা ভাবিয়া দেখিল,—'আপনাদিগের বৈভব সা'র হস্তে সম্প্রদান করিলে নিজেদের ধ্বংসই অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তাঁহাকে আর প্রশয় না দিয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।[৫৭] কিন্তু ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী শিকারপুরের অনতিদূরে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে সা সুজাকে নগদ ৫,০০,০০০ পাঁচ

৫৪। Government to Capt. Faithful, Acting Political Agent, 13th Dec, 1832, and to Capt. Wade, 5th and 9th of March, 1833.

৫৫। ভাওয়ালপুরের ইতিবৃত্তে জানা যায়, দোস্ত মহম্মদ এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়া আমীরদিগকে বিচলিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বাণিজ্য ব্যপদেশে কাবুল পর্যন্ত সমগ্র দেশে পূর্বে যে সকল 'রেসিডেন্সি' বা 'কুঠি' নির্মিত হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে সৈনিক-বিভাগীয় দুর্গ অথবা 'ছাওনীতে' পরিণত হইয়াছিল। দোস্ত মহম্মদের প্রধান উদ্দেশ্য, সা সুজাকে দূরে রাখিবেন। তিনি ভাবিতেন,—যতদিন লাহোর আক্রান্ত না হইবে, ততদিন ইংরেজ হইতে তাঁহার বিপদাশঙ্কা অতি বিরল। ইংরাজগণ সা সুজার সহিত কতদূর লিপ্ত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। (See the 'Asiatic Journal', xix. 38, as quoted by Professor Wilson in Moorcroft's 'Travels', note, p. 340, vol. ii.)

৫৬। Capt. Wade to Government, 9th April, 1833.

৫৭। Capt. Wade to Government, 25th Aug, 1833, and the Memoirs of the Bhawulpur Family.

লক্ষ টাকা প্রদান করিল, এবং বিজেতার উপস্থিতি পরিহারার্থ, শিকারপুরের জন্য বাৎসরিক কর প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।[৫৮] অতঃপর সা কান্দাহার অভিমুখে গমন করিয়া, কয়েক মাস ঐ নগরের অনতিদূরে অবস্থান করিলেন। ঐ বৎসরের ১লা জুলাই, দোস্ত মহম্মদ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সা পুনরায় আক্রান্ত হইলেন; যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল।[৫৯] বহুদিন দেশ পর্যটন করিয়া, পারস্যরাজ ও হিরাটের সা কামরাণের নিকট আবেদন-নিবেদনের পর, তাঁহাদের সাহায্যে শিকারপুর পুনরুদ্ধারের জন্য সা সুজা আর একবার চেষ্টা করিলেন।[৬০] ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সা পুনরায় লুধিয়ানায় প্রত্যাবৃত্ত হন; তখন তাঁহার নিকট নগদ এবং বহুমূল্য সম্পত্তিতে সর্বশুদ্ধ অন্যূন প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল।[৬১]

এদিকে রণজিৎ সিং বিশেষ শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—সা-সুজা নিশ্চয়ই তাঁহাদের বন্ধুত্ব-ব্যঞ্জক সন্ধিপত্র ও সন্ধিসর্ত পরিহার করিবেন। ভূতপূর্ব সম্রাটের তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা; সুতরাং তাঁহার সিদ্ধিলাভে যে ফলোৎপাদিত হইতে পারে, তাহাতে বাধা দিবার জন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কন্দরাজগণ কাবুলের বশ্যতা স্বীকার করিয়া অধীনতাপাশে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই, তিনি পেশোয়ার আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।[৬২] মহারাজের পৌত্র নাও নিহাল সিংহের নামমাত্র সেনাপতিত্বে এবং সর্দার হরিসিংহের কর্তৃত্বাধীনে বৃহৎ একদল সৈন্য সিন্ধুনদ অতিক্রম করিল। সৈন্য সমভিব্যাহারে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুবরাজ এই সর্বপ্রথম আগমন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার এই উপস্থিতির হেতুবাদে অতিরিক্ত রাজস্বস্বরূপ অধিক সংখ্যক অশ্বের দাবী করা হইল। প্রথমে বোধ হইল, এই দাবীকৃত বিষয় অনুমোদিত হইবে; কিন্তু ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের ৬ই তারিখে পেশোয়ার দুর্গ আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল।[৬৩] প্রবলপরাক্রান্ত হরি সিং, সুলতান মহম্মদ খাঁর সহিত অন্তঃসারশূন্য কপট সন্ধি-প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন। তিনি আফগানদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব ব্যক্ত করিতেন; অধিকন্তু পেশোয়ার অতিক্রম করিয়া শিখ-আধিপত্য বিস্তৃত হইবে—সে কল্পনাও তিনি তাহাদের নিকট গোপন রাখেন নাই।[৬৪]

ইতিমধ্যে শিখগণ পেশোয়ার ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। ১৮৩২

৫৮। Capt. Wade to Government, 30th Jan, 1834.

৫৯। Capt. Wade to Government, 25th July, 1834,

৬০। Capt. Wade to Govt. 21st Oct. and 29th Dec. 1834, and 6th February, 1835.

৬১। Capt. Wade to Government, 19th March, 1835,

৬২। Capt. Wade to Government, 17th June, 1834.

৬৩। Capt. Wade to Government, 19th May, 1834.

৬৪। কয়েক বৎসর পূর্বে, যখন তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত হন, তখন হরি সিংহের এই মত পঞ্জাবের সকলেই অবগত হন।

খ্রীষ্টাব্দে হরি সিং, আটকের উত্তরস্থ কতকগুলি মুসলমান জাতিকে শেষবার পরাজিত করিলেন; তাহাদিগকে দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার জন্য, সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে এক দুর্গ নির্মিত হইল।[৬৫] ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে একদল সৈন্য ডেরা ইসমাইল-খাঁ অতিক্রম করিয়া, তাহারা টাক এবং বান্নু প্রদেশস্থ আফগানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। কিন্তু একটি পার্বত্য দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া, বহুসংখ্যক সৈন্য পরাজিত হইল এবং উচ্চপদস্থ একজন সেনানী ও ৩০০ তিন শতাধিক সৈন্য সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। এই পরাজয়ে মহারাজ বিরক্ত হইলেন। ইংরাজ-কর্তৃপক্ষগণের নিকট বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ প্রদান করিতে, আপন প্রতিনিধিকে আদেশ করিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহারা, মহারাজের সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন, এই আশঙ্কায় তিনি কাপ্তেন ওয়েডকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পূর্বেও একবার এইরূপ ঘটিয়াছিল; কিন্তু যতদিন অবিশ্বাসের কোন কারণ উপস্থিত না হইয়াছিল, ততদিন তাঁহার অদূরদর্শী কর্মচারিগণ বিলম্ব করে নাই; বস্তুতঃ জেনারেল (সেনাপতি) গিলেসপি এবং কালাঙ্গার গুর্খাদিগের ব্যবহারই, পূর্ব ব্যাপারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।[৬৬] ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কটোচের সংসার চাঁদের পৌত্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সংসার চাঁদের যশোখ্যাতিতে ভাবী বংশ কতকাংশে রাজকীয় সম্মান এবং আধিপত্য-প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে লুধিয়ানার মধ্য দিয়া আগমনকালে, পথিমধ্যে ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ হৃদয়হীন বা নির্মম ছিলেন না; অথবা কূট রাজনীতির অনুরোধে তিনি কাহাকেও নিরাশ করিতে অভিলাষী ছিলেন না। সেই যুবকের আগমনে মহারাজ তাহাকে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি জায়গীর বা যোধভূমি প্রদান করিলেন।[৬৭] সেই বৎসরই ইংলণ্ডের রাজার জন্য কিছু উপঢৌকন লইয়া, একজন রাজাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সিন্ধুদেশ আক্রমণকল্পে তিনি এক কল্পনা স্থির করিয়াছিলেন; তদ্বিষয়ে সাধারণের মত নির্দেশ করাই সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পরিশেষে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, গুজার সিং মজিথিয়া প্রমুখ প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন; তাঁহারা প্রায় দেড় বৎসর কাল তথায় ছিলেন।[৬৮]

যখন মিঃ মুরক্রফ্‌ট লুদাকে অবস্থান করিতেছিলেন, (১৮২১ খ্রীঃ ইত্যাদি) তখন তৎপ্রদেশের সকলেই রণজিৎ সিংহের ভয়ে সশঙ্কিত ছিলেন। কাশ্মীরের শিখ-শাসনকর্তা

৬৫। Captain Wade to Government, 7th Aug. 1832.

৬৬। Capt. Wade to Govt., 10th May, 1834. ডেরা-ইস্মাইল খাঁ এবং চতুর্দিকবর্তী সমগ্র দেশ শাসনাধীনে আনিতে দুই বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছিল। (Capt Wade to Govt., 7th and 13th July, 1836.)

৬৭। Capt. Wade to Goverment, 9th Oct., 1833, and 3rd June, 1835.

৬৮। Capt. Wade to Government, 11th Sept. 1834, and 4th April, 1836,

তৎপূর্বেই রাজস্বের দাবী করিয়াছিলেন।[৬৯] কিন্তু সেই হীনবল দূরদেশেস্থিত জনপদ, পূর্বে কেহই আক্রমণ করেন নাই। পরে জাম্মুর রাজগণ, ইরাবতী ও বিতস্তার মধ্যবর্তী সমগ্র পার্বতীয় রাজ্যের শাসন-ভার প্রাপ্ত হইলে, কিছুকাল পরে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহের প্রতি তাঁহাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল; এক্ষণে তাঁহাদের অনুরোধ মহারাজের উপেক্ষণীয় নহে। জাম্মু-রাজগণ আপনাদিগের ক্ষমতা নিশ্চিত উপলব্ধি করিয়া, পরিশেষে কাশ্মীর আক্রমণ করেন। রাজা গোলাপ সিংহের কিষ্টোয়ারের সেনাপতি জোরাওয়ার সিং, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লে নামক স্থানের আভ্যন্তরীণ গৃহবিবাদে যোগদান করেন; তিনি এক্ষণে ঘোষণা প্রচার করিলেন, যে কিষ্টোয়ারের রাজগণ পূর্বে যে প্রাচীন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তাহা অবশ্যই তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পিত হইবে। শেষে তিনি দক্ষিণ-প্রদেশসমূহে প্রবেশ করেন; কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজধানীতে পৌঁছিতে পারেন নাই। তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তৎকালিক রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন; এবং তৎপরিবর্তে তাঁহার রাজদ্রোহী মন্ত্রীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে জারোয়ার সিং ত্রিশ সহস্র টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্ধারণ করিলেন; তথাকার দুর্গে এক দল সৈন্য স্থাপিত হইল। শেষ হিমালয়ের উত্তর-পাদ-দেশস্থিত ক্রমনিম্ন স্থানের কতকগুলি জনপদে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে লুণ্ঠিত সম্পত্তি সহ জাম্মুতে উপনীত হইলেন। হৃত-সর্বস্ব রাজা, লাসায় চান রাজ-কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট অভিযোগ করিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিতে লাগিলেন; সুতরাং এই অন্যায়াধিকারের প্রতি কাহারও দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল না। তখন কাশ্মীরের শাসনকর্তা এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন; —গোলাপ সিংহের বাণিজ্য-নীতি প্রবর্তিত হওয়ায়, নিয়মিত শাল-পশম সরবরাহের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেল। পরিশেষে অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীদিগের ক্ষমতালাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষায়, তাহাদের আনুগত্য ও রাজভক্তি প্রদর্শন সত্ত্বেও, রণজিৎ সিং তাহাদের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।[৭০]

পেশোয়ারের দিকেই রণজিৎ সিংহের ভয়ের প্রধান কারণ বর্তমান রহিল, কিন্তু সিন্ধু-দেশ সম্বন্ধে আশার মোহিনী কল্পনায় তাঁহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। নিজ নিজ ক্ষমতায় পূর্বে আমীরগণের যে বিশ্বাস ছিল, পরাজয়ের পর যে বিশ্বাস বিদূরিত হইল। সা সুজা কান্দাহার হইতে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে, হায়দ্রাবাদের শাসনকর্তা মহারাজের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন; ভূতপূর্ব সম্রাটের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে

৬৯। Moorcroft, 'Travels', i. 420.

৭০। Capt. Wade to Government, 27th Jan. 1835, and Mr. Vigne. 'Travels in Kashmeer and Tibet', ii, 352; গ্রন্থকারের হস্তলিখিত পত্রিকা অনুসারে তাহাদের বাক্যাবলী সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত হইয়াছে। যুবরাজ খড়্গ সিং, জাম্মু পরিবারের মন্ত্রণায় সশঙ্ক হইয়াছিলেন। (Capt. Wade to Government, 10th Aug, 1836)

স্বীকৃত হইলে, হায়দ্রাবাদের নূর মহম্মদ মহারাজাকে শিকারপুর প্রদান করিতে স্বীকৃত হন।[৭১] এই প্রস্তাবেও ইংরাজগণ প্রতিবাদী না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। অধিকন্তু রণজিৎ সিংহেরও সিন্ধিয়ানগণের প্রতি সেরূপ বিশ্বাস ছিল না। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মহারাজ বিতাড়িত কালহোরাদিগের একজন প্রতিনিধিকে সিন্ধু-নদের পরপারস্থিত রাজেনপুর নামক স্থানে বৃত্তিভোগী অবস্থায় আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।[৭২] এক্ষণে তাঁহাদের উভয়ের এবং বারুকজায়ীদিগের মনে ভীতি সঞ্চারার্থ, সা লুধিয়ানায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাঁহার সহিত মহারাজ পুনরায় সন্ধি প্রস্তাব করিতে লাগিলেন।[৭৩] কিন্তু তাঁহার মিত্র ইংরাজদিগের সহিত ব্যবহারেই বিশেষ গণ্ডোগোল উপস্থিত হইল। তাঁহার অসন্তোষের যাথার্থ প্রমাণ করিতে হইলে, 'মুজারি' দস্যুদল আমীরদিগের নিকট যে গুপ্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহাকে প্রদর্শন করিতে হইবে।[৭৪] তাঁহাকে আরও সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, শিকারপুর—খোরাসানের শাসন-কর্তাদিগের অধীন।[৭৫] তাঁহাকে দেখাইতে হইবে,—'মিথেনকোটের দক্ষিণে যে নিম্নগামী নদী বর্তমান' তাহা সিন্ধুনদ নহে,—পরন্তু উহা সন্ধিপত্রে উল্লিখিত শতদ্রু নদী বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ সেই চিরস্মরণীয় উদ্যান এতকাল এই নদীর প্রাবল্যেই এইরূপ সৌন্দর্য এবং অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে। এই নদীই পথিমধ্যস্থিত ভূখণ্ডের উর্বরতা বিধান করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে;—তাহাতে পূর্বখণ্ডের মিত্র-রাজশক্তি দ্বয়ের অধিকৃত রাজ্যসমূহ পৃথকীকৃত হইলও, দেখিলে বোধ হয়, যেন উহারা অবিভক্তই রহিয়াছে।[৭৬]

কিন্তু সিন্দুনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ, ইংরাজগণ সিন্ধু দেশের সহিত সেই মর্মে এক সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং রণজিৎ সিংহের সেই প্রস্তাব, তাঁহাদের নিকট

৭১। Captain Wade to Government, 6th Feb, 1835.

৭২। Captain Wade to Government, 17th June, 1834. সরফরাজ খাঁ, বনাম গোলাম সা, 'কালহোরা' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইনি তালপুরগণ কর্তৃক বিতাড়িত হন। কাবুল হইতে তিনি জায়গীরস্বরূপ রাজেনপুর প্রাপ্ত হন, এবং রণজিৎ সিং তাহা সংরক্ষণ করেন। কথিত হয়, এই রাজ্যে ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত ; এতন্মধ্যে রাজকোষের জন্য কতকাংশ স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইত। বস্তুতঃ, ঐ জেলার প্রকৃত মূল্য ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকার অধিক নহে।

৭৩। Captain Wade to Government, 17th April, 1835, and other letters of the same year. (ঐ বৎসরের অন্যান্য পত্রাদি)। তখনও মহারাজ বলিতেছিলেন যে, সা-সুজার কৃতকার্যতায় ইংরাজগণ সাম্য-নীতি অবলম্বন করিবেন। ইহার উদ্দেশ্য—হয়তো, আমেদ সার সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের মুকুট, মহারাজের মনে তখনও জাগরিত ছিল। কিন্তু তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য, ইউরোপীয় মিত্রগণের নিকট তাহাদের প্রকৃত অভিসন্ধি জ্ঞাপন করা।

৭৪। Capt. Wade to Govt., 5th Oct, 1836.

৭৫। Capt. Wade to Govt., 15th Jan. 1837.

৭৬। Capt. Wade to Govt., 5th Oct., 1836.

অপ্রীতিকর বোধ হইল। তাঁহারা বলিলেন, যাহাদের সহিত তাঁহারা স্বার্থ এবং বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ, তাহাদের প্রতি অযথা শত্রুতাচরণের প্রশ্রয় দিতে তাঁহারা কোন মতেই স্বীকৃত নহেন; তাঁহারা মহারাজের সে উদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী এবং তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ দুঃখিত।[৭৭] অতএব রণজিৎ সিং যাহাতে শিকারপুর আক্রমণের চেষ্টা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা সে পক্ষে যত্নপর হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এ কার্য অতি বিবেচনার সহিত করিতে হইবে; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্বভাবে অবস্থান করা, জনসাধারণের শান্তিবিধানার্থ পক্ষ অবলম্বন করা ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।[৭৮] ইংরাজদিগের মনে সর্বদা এই ভাব জাগরূক ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সীমান্ত প্রদেশে শিখ ও সিন্ধিয়ানদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল; তাহাতে বিপদাশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মুলতানের শাসনকর্তা, মিথেনকোটের দক্ষিণ সিন্ধুনদের পশ্চিম-তীরবর্তী 'মাজারি' নামক দস্যুজাতির দণ্ডবিধান করেন। তিনি রোজানের দুর্গ সৈন্যে পরিপূর্ণ রাখিতে বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই কার্যে মহারাজ প্রতিবাদী হন।[৭৯] ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, শিখরাজ্য ও শিখ দুর্গ আক্রমণ করিতে খয়েরপুরের আমীরগণও মাজারিদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। ইংরাজগণের ধারণা—এই জাতি সিন্ধুদেশের অধীন; কিন্তু মাজারিগণের স্বাতন্ত্র্যের বিষয় বাণিজ্য-সংক্রান্ত বন্দোবস্তেই প্রতিপন্ন হয়; যেহেতু বাণিজ্য বিষয়ক বন্দোবস্ত অনুসারে তাহারাও জলকরের কতকাংশ পাইবার অধিকারী ছিল। তথাপি ইংরেজগণ আমীরদিগকে জানাইলেন,—তাঁহারা যেন মাজারিদিগকে শাসনাধীনে রাখেন। এরূপ উপায়ে তাহাদের উপর রণজিৎ সিংহের সমস্ত অধিকার লোপ পাইতে পারে,—ইহাই ইংরাজদিগের আশা।[৮০] ইংরাজদিগের সমুদায় চেষ্টা সত্ত্বেও, এইরূপ আক্রমণ চলিতে লাগিল; অথবা তাঁহাদের নিকট সেইরূপ সংবাদ প্রদত্ত হইল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মুলতানী শাসনকর্তা রোজান অধিকার করিলেন।[৮১] পরবর্তী অক্টোবর মাসে মাজারিগণ, যুদ্ধে পরাজিত হইলে, শিখগণ 'কেন্' নামক একটি দুর্গ অধিকার করিল। এইস্থান রোজানের দক্ষিণে অবস্থিত এবং শিখজাতির রাজ্যের সীমা-বহির্ভূত।[৮২]

এইরূপে রণজিৎ সিং বল-প্রয়োগে আপনার পথ পরিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৭৭। Government to Capt. Wade, 22nd Aug, 1836—রোমীয়গণ প্রতিপক্ষ অবলম্বন-কালে যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল, এইরূপ হেতুবাদে তাহাই স্মরণ হয়। তাহাদের অছিলা এই যে,—বিদেশীয়গণ তাহাদের বন্ধুগণকে উৎপীড়ন করিতে পারিবে না।

৭৮। Government to Captain Wade, 22nd Aug. 1836.

৭৯। Capt. Wade to Govt, 27th May, 1835.

৮০। Government to Capt. Wade, 27th May, 1835, and 5th Sept, 1836; and Government to Col. Pottinger, 19th Sept. 1836.

৮১। Captain Wade to Government, 29th Aug. 1836.

৮২। Capt. Wade to Government, 2nd Nov. 1836.

কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজগণও কূটনীতিতে তাঁহাকে পরাজিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। স্থিরীকৃত হইল যে, পৃথিবীর সর্বসাধারণের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সিন্ধুনদে বাণিজ্য পোত পরিচালনার উদ্দেশ্যে কাপ্তেন বারনেস বাণিজ্য-ব্যপদেশে সিন্ধুনদের তীরবর্তী প্রদেশ-গমন করিবেন।[৮৩] তাঁহার প্রতি এই উপদেশ প্রদত্ত হইল,—মহারাজের নিকট যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত না হয়, একমাত্র বাণিজ্যই তাঁহাদের উদ্দেশ্য,—তাঁহার নিকট সেই ভাব প্রকাশের জন্যই তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া হইল। বস্তুতঃ, বাণিজ্য-সৌকর্যার্থ প্রথমে মিথেনকোটে যেরূপ একটি বাণিজ্য বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেইরূপ অন্য কোন স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণকল্পে মহারাজের সাহায্যের আশা ইংরাজগণ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ও ব্যক্ত করা হইল।[৮৪] তথাপি ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ সিন্ধুদেশ সম্বন্ধে বাণিজ্যনীতি ও রাজনীতি, উভয়বিধ নীতি অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছিলেন। যাহা হউক, গবর্ণর-জেনেরল বলিলেন, ঐ দেশের অবস্থা বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া, তৎফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ দেশের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।[৮৫] তিনি আরও বলিলেন, আমীরগণ, রণজিৎ সিংহের ভয়ে ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী। তাঁহাদিগের আশঙ্কার অথবা তাঁহাদের শত্রুতাচরণে পূর্বে যে সমুদায় সন্ধি-প্রকরণ ভগ্ন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদানার্থ সে সকলই পুনরায় প্রবর্তিত হইবে। সর্বশেষে ইংরাজগণ স্থির করিলেন যে, রণজিৎ সিং এবং সিন্ধিয়ানদিগের কার্যকলাপে যোগদান করিতে, অতঃপর, যখন হায়দ্রাবাদে একজন ইংরাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, তখন তাঁহারা অন্যান্য অবাস্তরিক সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়া দিবেন।

রণজিৎ সিংহের সম্বন্ধে ইংরাজ-শাসন-কর্তৃগণ ভাবিয়া স্থির করিলেন,—রাজনৈতিক স্বার্থের কঠোরতম বিচারে, সিন্ধুনদের তীর-ভূমিতে শিখ-দিগের ক্ষমতা অধিকদূর বিস্তারে বাধা প্রদান করিতে তাঁহারা বাধ্য। যে রাজ্য তাঁহারা মহারাজের অধিকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, মহারাজের অধিকৃত সেই রাজ্য সমূহে হস্তক্ষেপ করা নীতিবিরুদ্ধ হইলেও, তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে, বর্তমান সন্ধি-সম্বন্ধ ভগ্ন হওয়া উচিত নহে; কারণ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, বাণিজ্য সৌকর্যার্থে সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনায় বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। তখন রাজনৈতিক প্রতিনিধির প্রতি আদেশ হইল যে, যাহাতে রণজিৎ সিং শিকারপুর আক্রমণের আশা পরিত্যাগ করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে বাধ্য করিতে হইবে। উদ্দেশ্য-সাধনার্থ ভয়-প্রদর্শন ব্যতীত, তিনি অন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক মনে করেন, তিনি তাহাই করিতে পারিবেন। সা সুজা তখনও নিরাশ হন নাই; তাঁহার সহিত সন্ধি-স্থাপনের কথা চলিতেছিল। প্রতিনিধির প্রতি আদেশ প্রচারিত হইল,—তাঁহাকে জানাইতে হইবে যে, যদি তিনি লুধিয়ানা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে,

৮৩। Government to Captain Wade, 5th Sept 1836.

৮৪। Government to Capt. Wade, 5th Sept, 1836.

৮৫। Government to Col. Pottinger, 26th Sept. 1836.

পুনরায় তথায় ফিরিতে পারিবেন না ; এবং তাঁহার পরিবারের ভরণ-পোষণার্থ যে বৃত্তি প্রদত্ত হইতেছিল, তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যে 'মাজারি'দিগের অধিকৃত ভূমি শিখগণ অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে বলিলেন যে, তাহাদের পরাজয়ে সাধারণের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শাসন-সংরক্ষণ-বিষয়ক প্রশ্ন ভবিষ্যতে কোন সময়ে মীমাংসিত হইতে পারিবে।[৮৬]

অন্যপক্ষে, সিন্ধিয়ানগণ 'কেনের' দুর্গাধিকার সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। রণজিৎ সিং সিন্ধিয়ানদিগকে জানাইলেন,—তাহাদের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে ; এবং অধিকৃত দুর্গ ফিরিয়া পাইতে হইলে, তাহাদিগকে বহু অর্থ প্রদান করিতে হইবে। রণজিৎ সিংহ সিন্ধিয়ানদিগের নিকট এই সকল বিষয় দাবী করিলেন। সিন্ধিয়ানগণ উত্তরে তাঁহাকে জানাইল যে, অনন্যোপায় হইয়া তাহারা সকলেই অস্ত্রধারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।[৮৭] তৎকালে সিন্ধিয়ানদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য এক সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল ; পটিঞ্জারের সেই সন্ধি-প্রস্তাবে রণজিৎ সিংহ সে কার্যে নিবৃত্ত হইলেন ; অন্যথা, শিখগণ নিশ্চয়ই সিন্ধিয়ানদিগকে আক্রমণ করিত। ইংরেজগণ হয়তো মহারাজের এই কার্যে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া, সেই অছিলায় পরিশেষে সন্ধি-সর্ত ভঙ্গ করিবেন,—রণজিৎ সিং তাহা মনে করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তৎকালে কুমার খড়্গ সিং এবং নাও নিহাল সিং বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন ; কেবলমাত্র ইংরাজ-রাজনৈতিক-প্রতিনিধির বাদ-প্রতিবাদে ও আপত্তিতে মহারাজ লাহোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এতৎ সত্বেও, সন্ধি স্থাপন ও যুদ্ধ ঘোষণা উভয়ের উপযোগিতা রণজিৎ সিং তুলনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং কাপ্তেন ওয়েড স্বয়ং মহারাজের রাজধানীতে গমনের সংকল্প করিলেন ; প্রকাশ্যভাবে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের শত্রুতাচারণ করিয়া, তিনি যে বিপদসাগরে ঝম্প প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেছেন, তদ্বিষয় মহারাজকে বুঝাইবার জন্য তিনি লাহোরে উপনীত হইলেন। মহারাজ সকল কথাই শুনিলেন, এবং পরিশেষে বশীভূত হইলেন। তিনি বলিলেন, অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়াই তিনি মিত্রগণের মতানুবর্তী হইয়া থাকেন ; আমীরগণের সহিত পূর্ব-সম্বন্ধ বজায় রাখিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তিনি কেনের দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন ; রোজান এবং মাজারি রাজ্য তাঁহারই শাসনাধীনে থাকিবে।[৮৮] ইংরাজদিগের দাবীকৃত বিষয়ে সম্মত হইতে রণজিৎ সিংহের অধীনস্থ সামন্তগণ তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেন। তাঁহাদের বিবেচনায় এইরূপ দাবী কতদিনে এবং কোথায় শেষ হইবে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু মহারাজ অসম্মতির ভাব প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগকে মারহাট্টাদিগের দুই লক্ষাধিক সৈন্যের অবস্থা স্মরণ করাইয়া

৮৬। Government to Capt. Wade, 26th Sept. 1836.
৮৭। Capt, Wade to Government, 2nd Nov, and 13th Dec, 1836.
৮৮। Captain Wade to Government, 3rd Jan. 1837.

দিলেন।[৮৯] ইংরেজগণ তাঁহাকে যে বাধা প্রদান করিয়াছেন, কিরূপে তিনি সে সকলই ভুলিয়া গিয়া ইংরাজদিগেকে ক্ষমা করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শনার্থ পৌত্রের বিবাহোপলক্ষে গবর্ণর জেনেরল মহোদয়কে আমন্ত্রিত করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিং এই পৌত্রকেই সিন্ধু-বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিবেন, মনে করিয়াছিলেন।[৯০] যাহা হউক তিনি নিরাশ হইলেন না ; তাঁহার আশা রহিল, কোন একদিন উদ্দেশ্য সফল হইবে। তিনি আমীর-দিগের সহিত রাজ্যের সীমা বন্দোবস্ত স্থির করিয়া লইলেন না ; 'মাজারী'দিগের উপর আধিপত্য সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসাও স্থগিত রহিল।[৯১] রোজান পরিত্যাগ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না ; ঐ স্থান শিখদিগের অধিকারেই রহিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তত্রত্য শাসনকর্তা অধীনতা স্বীকার করিলেন ; তিনি শিখ রাজকে রীতিমত কর প্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঐ স্থান শিখ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।[৯২]

আফগানিস্থানের 'বারুকজায়ী' শাসনকর্তৃগণের সহিত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংরাজ-দিগের কি সম্বন্ধ ছিল,—এক্ষণে তাহাই নির্দেশ করা আবশ্যক। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, পেশোয়ার শিখদিগের করদ-রাজ্য ভুক্ত হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই মহম্মদ আজীম খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফতে খাঁ এবং মহম্মদ আজীম উভয়ে যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎপুত্র হবিবুল্লা তাহারই নামমাত্র অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বুঝা গেল, যুবক অব্যবস্থিত চিত্ত ; তাঁহার অস্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপে তাঁহার ধূর্ত এবং অধার্মিক পিতৃব্য, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, নিজ সম্পত্তি বলিয়া কাবুল, গজনী এবং জালালাবাদ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণের দ্বিতীয়দল স্বাধীনভাবে কান্দাহার শাসন করিতে লাগিলেন ; এবং তৃতীয় দল রণজিৎ সিংহের করদ-স্বরূপ পেশোয়ারে রাজত্ব করিতে থাকিলেন।[৯৩] ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে পরিব্রাজক মি. মূরক্রফট, বারুকজায়ীদিগের সদ্ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রতিপোষকতায় তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।[৯৪] কয়েক বৎসর অতীত হইলে, পেশোয়ারের সুলতান মহম্মদ খাঁ, বিদেশীয়গণের আগমনে ভীত হইয়া, লুধিয়ানার রাজনৈতিক প্রতিনিধিকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।[৯৫] ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্রিটিশ

৮৯। Compare Capt, .Wade to Govt., 11th Jan. 1837, ইংরাজদিগের সহিত সকল অবস্থাতেই কেন বন্ধুতাচরণ করিতে হইবে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মারহাট্টা শক্তির ধ্বংসের কথা সর্বদাই রণজিৎ সিং উল্লেখ করিতেন।

৯০। Capt. Wade to Govrnment, 5th Jan. 1837.

৯১। Capt. Wade to Govt., 13th and 15th Feb., 8th July and 10th Aug 1837.

৯২। Capt. Wade to Govt. 9th Jan. 1838.

৯৩। Compare Moorcroft, 'Travels,' ii. 345 &c. and Moonshee Mohun Lal, 'Life of Dost Mahomed Khan', i. 130, 153 &c.

৯৪। Moorcroft, 'Travels', 346, 347.

৯৫। Capt. Wade to the Resident at Delhi, 21st April, 1828.

গভর্নমেণ্টের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন।[৯৬] কিন্তু কয়েকটি ভ্রাতাই পরস্পর বিরোধী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বতন্ত্র রাজ্য লাভের অভিলাষী হইয়া উঠিলেন। দোস্ত মহম্মদ প্রভুত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তৎকালে পারস্য-রাজের আক্রমণের বিষয় লোকমুখে ব্যক্ত হওয়ায়, পশ্চিমদিকে তাঁহারা সকলেই ভীত হইয়া উঠিলেন। পূর্বদিকে রণজিৎ সিংহ বলপ্রয়োগে রাজ্য অধিকারে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহাতে তাঁহারা অধিকতর ভীত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে আফগানিস্থানে ইংরাজ-পরিব্রাজকের আকস্মিক উপস্থিতিতে তাঁহাদের মনে আশার সঞ্চার হইল,—ভারতের বৈদেশিক অধীশ্বরগণ পরস্পর-বিরোধী-রাজগণের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিবেন।[৯৭] ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ খাঁ, পুত্রের মুক্তির জন্য পুনরায় সন্ধি-প্রস্তাব করিতে প্রয়াস পাইলেন; তৎকালে তাঁহার পুত্র রণজিৎ সিংহের নিকট প্রতিভূস্বরূপ অবস্থান করিতে-ছিল।[৯৮] নবাব-উপাধি-প্রাপ্ত কাবুলের জব্বর খাঁও ইংরাজদিগের সীমান্ত কর্তৃপক্ষগণের নিকট সেইরূপ পত্র লিখিলেন; ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং দোস্ত মহম্মদ ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রার্থনা করিলেন।[৯৯] অতি ভদ্রতার সহিত এই সকল পত্রাদির উত্তর প্রদত্ত হইল; কিন্তু কিছুকালের জন্য দূরবর্তী শাসনকর্তৃগণের সহিত সর্বপ্রকার ঘনিষ্ঠতা পরিহার করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছিলেন।[১০০]

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অন্যায়াচারী 'বারুকজায়ী' সম্প্রদায় আরও নূতন বিপদ-জালে জড়িত হইল। সা সুজা সিন্ধিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়া কান্দাহারে পৌছিলেন এবং অপরাপর ভ্রাতৃগণ, ইংরাজ-রাজ্যের সন্নিকটে থাকিতে আর একবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা পূর্ব হইতেই ইংরাজদিগের রণকৌশল এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদির বিষয় অবগত ছিলেন; তাঁহারা জানিতেন, তোষামোদে সকলেই বশীভূত হয়। সহসা জব্বর খাঁ পুত্রকে লুধিয়ানায় প্রেরণের প্রস্তাব করিলেন;—তিনি বলিলেন, ইউরোপীয়গণের বিজ্ঞানবলে এবং সভ্যতার ফলে পুত্রের মনোবৃত্তি উন্নত হইবে।[১০১] জব্বর খাঁ অন্যের পক্ষাবলম্বন না করিয়া, দোস্ত মহম্মদের পক্ষ অবলম্বনের ভাব প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল;

৯৬। Captain Wade to Government, 19th May, 1832.

মিঃ মুরক্রফ্‌টের মধ্যস্থতায় ভ্রাতৃবর্গ পূর্বেই (১৮২৩, ১৮২৪) এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

৯৭। বাঙ্গালার সিভিলিয়ান, মি. ফ্রেজার এবং মি. ষ্টার্লিং উভয়েই তৎকালে আফগানিস্থানে ছিলেন। পূর্বোক্ত ব্যক্তি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তথায় গমন করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মি. ম্যাসনও পঞ্জাবের মধ্য দিয়া আফগানিস্থানে প্রবেশ করেন। এক বৎসরের মধ্যেই ডাক্তার হারলান নামক একজন আমেরিকান সেই পথে তাঁহার অনুবর্তী হইলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হারলান লাহোরে আগমন করেন। ইতিপূর্বেই তিনি ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন যে, তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ও সা-সুজার কাবুল সম্পর্কীয় মন্ত্রণা বিষয়ে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে চাহেন। (Resident at Delhi to Capt. Wade, 3rd Feb. 1829)

৯৮। Capt. Wade to Govt. 19th May. and 3rd July, 1832

৯৯। Capt. Wade to Govt. 9th July, 1832, and 17th Jan. 1833

১০০। Govt. to Capt. Wade, 28th Feb. 1833

১০১। Capt. Wade to Government, 9th March, 1834

ইংরাজ-জীবনের রমণীয়তার প্রশংসা করিয়া, তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আশা করিলেন। এইরূপ চেষ্টায় তিনি সকলেরই সন্দেহভাজন হইয়া উঠিলেন।[১০২] এইরূপে তাঁহার প্রতি সর্ববিষয়ে সন্দিহান হইয়া, সা সুজার গতিরোধ করিবার জন্য দোস্ত মহম্মদ কাবুল পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু শিখগণ ইতিমধ্যে পেশোয়ার অধিকার করিয়াছিল; সুতরাং কিংকর্তব্যবিমূঢ় শাসনকর্তা অনন্যোপায় হইয়া আর একবার ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।[১০৩] তিনি ইংরাজদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া গ্রেট-ব্রিটেনের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে নিজ রাজ্য জামিন স্বরূপ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া তিনি সা সুজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে সা পরাজিত হইলে, উল্লাসোন্মত্ত বিজয়ী ক্ষণকালের জন্য আপন বিঘ্ন-বিপত্তির কথা ভুলিয়া গেলেন। শিখগণ পেশোয়ার অধিকার করিয়াছে বলিয়া, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন;—বিধর্মী আক্রমণকারিগণের সকলকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তিনি জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া একটি ধর্ম-যুদ্ধ ঘোষণার চেষ্টা করিলেন।[১০৪] তিনি 'গাজী' অর্থাৎ ধর্মরক্ষাকারী উপাধি গ্রহণ করিলেন, অনিশ্চিত 'আমীর' উপাধি গ্রহণ করিয়া, তাহাই তিনি উচ্চ-বংশ পরিচায়ক বলিয়া ঘোষণা করিলেন; তিনি ভ্রাতৃগণের সম্পূর্ণ অসন্তোষের প্রতি দৃকপাত করিতেন না; তিনি তাহাদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পক্ষে এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল।[১০৫]

দোস্ত মহম্মদ খাঁ অত্যধিক উল্লসিত হইলেন। তখনও তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; ধর্মনিষ্ঠগণের ঐকান্তিকতায়ও তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। সুতরাং পেশোয়ার পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ভারতের ইংরাজ-অধিস্বামীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।[১০৬] যে যুবক লুধিয়ানায় শিক্ষালাভ করিতে গিয়াছিল, সেই যুবা-পুরুষই কূটনীতিকের ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন। আমীর শিখদিগের বিরুদ্ধে ইংরাজ-কর্তৃপক্ষগণের বিদ্বেষ ও শত্রুভাব জন্মাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ইংরাজদিগের অভ্যাগতের প্রতি শিখজাতি সন্দিহান হইয়াছে; পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পথিমধ্যে অনেক বাধা-বিপত্তি সহ্য করিয়াছে,—আমীর এইরূপ নানা কথার উল্লেখ করিলেন। কিন্তু তখনও ইংরাজগণ, স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে তাঁহার সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহারা দোস্ত মহম্মদকে এই আশ্বাস প্রদান করিলেন যে, শতদ্রুর পূর্বাভিমুখে তাঁহারা নবাব জব্বর খাঁর পুত্রের বিশেষ যত্ন করিবেন। এইরূপে তাঁহারা নানা ভাণ করিয়া আমীরের সান্ত্বনয়

১০২। Capt. Wade to Government, 17th May. 1834. Compare Masson, 'Journeys', iii, 218, 220.

১০৩। Capt. Wade to Government, 17th June, 1834

১০৪। Capt. Wade to Government, 25th Sept 1834

১০৫। Capt. Wade to Government, 27th Jan. 1835

১০৬। Capt, wade to Government, 4th Jan. and 13th Feb, 1835

প্রার্থনার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলেন না। আংশিক সত্য বিষয়ের অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া, তাঁহারা বলিলেন,—'আফগানগণ ইংরাজদিগের ন্যায় বাণিজ্য-প্রিয়; বাণিজ্য-সৌকর্যার্থে সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালন কল্পের আমীরগণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বণিক-জাতির এই প্রিয়তর মন্ত্রণার পক্ষপাতী।' তাঁহারা আরও বলিলেন,—তাঁহাদের আশা, বাণিজ্য বিষয়ে যে নূতন উদ্দীপনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে; বিস্ময়াবিষ্ট রণকুশল আমীরকে তাঁহারা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আফগানিস্থানের সীমা-নির্দেশক বৃহৎ নদী, এবং কাবুলের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় চালাইবার কোন সহজ গম্য পথ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বিষয় প্রস্তাব করিবার আছে কি না।[১০৭] রণজিৎ সিংহের প্রতিও ইংরেজ শাসনকর্তৃগণ উত্তর প্রদান করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে শত্রু ও মিত্রগণের মধ্যে ঘনিষ্টতা গাঢ়তর হইতেছে দেখিয়া, রণজিৎ সিং সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, ইউরোপীয় অধিস্বামিগণ দোস্ত মহম্মদের সহায়তা না করিয়া, তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ করিবেন। এ দিকে গবর্ণর-জেনারেল ভাবিয়া দেখিলেন, বাধা দিবার চেষ্টা করিলে ঘোরতর বিপদ সম্ভাবনা। গবর্ণর-জেনারেল আরও স্থির করিলেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে মিত্রতার ভাণ করিয়াছেন, তাহাতে দোস্ত মহম্মদ বুঝিয়াছেন, ইংরাজ তাঁহার সহায়তার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।[১০৮]

এইরূপে উভয় পক্ষ আপনাপন ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। শিখগণ পেশোয়ার অধিকার করিলে, আমীর তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিং প্রথমতঃ আমীর এবং সুলতান মহম্মদ খাঁর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটনের চেষ্টা করিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট করদ শাসনকর্তা অতি সহজেই মহারাজের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল,—রণজিৎ সিং পরাজিত হইলে, দোস্ত মহম্মদ স্বয়ং পেশোয়ার অধিকার করিয়া বসিবেন। দোস্ত মহম্মদ, খাইবার পাশের পূর্বদিকবর্তী প্রবেশ দ্বারে উপনীত হইলেন; এবং যতদিন পর্যন্ত রণজিৎ সিংহের সৈন্যবল একস্থলে মিলিত না হইল, ততদিন রণজিৎ সিং নানারূপ প্রস্তাবে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে থাকিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে, শিখ সৈন্য আমীরকে পরিবেষ্টিত করিল। স্থির হইল, ১২ই মে তাঁহাকে আক্রমণ করা হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে আমীর পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। দুইটী কামান এবং কয়েকটি আবশ্যকীয় দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, আমীর চলিয়া গেলেন। শিখ-দূতগণ বন্দীভাবে বা প্রতিভূস্বরূপ উপস্থিত থাকিলে, যদি কোন উপকার সাধিত হয়, এতদুদ্দেশ্যে আমীর সেই শিখদিগকে সঙ্গে লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমীর এই উদ্দেশ্য-সাধনের ভার, ভ্রাতা সুলতান মহম্মদ খাঁর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন; সময় বুঝিয়া সুলতান মহম্মদ রণজিৎ সিংহের সহিত যোগদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

১০৭। Government to Capt. Wade, 19th April, 1834 and 11th February, 1835
১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আবদুল গিয়াস খাঁ লুধিয়ানায় পৌছেন; দিল্লীতে অধ্যায়নের জন্য পাঠাইবার প্রথম যে কল্পনা স্থির হইয়াছিল, পরে তাহা পরিত্যক্ত হয়।

১০৮। Govt. to Capt. Wade, 20th April, 1835

প্রতিনিধিদিগকে মুক্তিদানের জন্য সুলতান মহম্মদ রণজিৎ সিংহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। সুলতান মহম্মদ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ পেশোয়ারে কয়েকটি জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ঐ প্রদেশের শাসন-বন্দোবস্ত পর্যবেক্ষণের জন্য এবং সামরিক শাসন-কার্য পরিচালনার্থ একজন কর্মচারী লাহোর হইতে তথায় গমন করিলেন।[১০৯]

এক্ষণে দোস্ত মহম্মদ শিখদিগের সহিত যুদ্ধে বিরত হইলেন কিন্তু পলায়নের জন্য তিনি সাধারণের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন; অনেকাংশে তাঁহার সম্মান হানি হইল। ইংরাজদিগের নিকট তিনি যে সাহায্য প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না; সুতরাং তিনি পারস্যরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিলেন।[১১০] কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন অপেক্ষা পারস্যরাজের সহিত মিত্রতাবন্ধন রাজনৈতিক হিসাবে অল্প কার্যকরী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, দোস্ত মহম্মদ পুনরায় গবর্ণর-জেনারেলের নিকট সেই প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, —শিখগণ অবিশ্বাসী; বৃটিশ গবর্ণমেন্টের স্বার্থ ও মঙ্গলকামনায় একমাত্র তিনিই জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন।[১১১] এদিকে কান্দাহারের ভ্রাতৃগণও হীরাটের সা কামরাণ কর্তৃক উৎপীড়িত ও বিপর্যস্ত হইতে লাগিলেন। দোস্ত মহম্মদ তাঁহাদিগকে কোনরূপ সহায়তা করিলেন না; সুতরাং তাঁহারা ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে পারস্য-রাজের আক্রমণ আশঙ্কায়, কামরাণ ভীত হইলেন; তাহাতে কান্দাহার ভ্রাতৃগণের ভয় বিদূরিত হইল; তজ্জন্যই তাঁহারা আর ইউরোপীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না।[১১২] অন্য দিকে, রণজিৎ সিংহও ইংরাজ ও আফগানদিগের মধ্যে মিত্রতা-স্থাপনের বিশেষ বিদ্বেষী ছিলেন; দোস্ত মহম্মদকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করিতে রণজিৎ সিং বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি আমীরকে পেশোয়ার প্রদানের অনিশ্চিত আশা প্রদান করিয়া, তাঁহাকে কতকগুলি অশ্ব প্রেরণ করিতে বলিলেন। রণজিৎ সিং জানিতেন, সাধারণ লোকের মনে, অনুগ্রহ প্রদানের ধারণা জন্মাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। দোস্ত মহম্মদ, করদরাজ্য স্বরূপেও, পেশোয়ার অধিকার করিতে অভিলাষী ছিলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন, অশ্ব প্রদান করিলে, সেই উপঢৌকন কাবুল হইতে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া শিখগণ প্রচার করিবে। কিন্তু তাহারা পেশোয়ারের নাম উল্লেখ

১০৯। Capt. Wade to Govt. 25th April, and 1st, 15th and 19th May, 1835. Compare 'Masson, 'Journeys', iii. 342 &c ; Mohun Lal's 'Life of Dost Mohomed', i. 172 &c. ; and also 'Dr. Harlan's 'India and Afghanistan', p. 124, 158. এই উপলক্ষে দোস্ত-মহম্মদের নিকট প্রেরিত দূতগণের মধ্যে ডাক্তার হারলান অন্যতম।

কথিত হয়, এই সময়ে পেশোয়ার উপত্যকায় শিখদিগের ৮০,০০০ হাজার সৈন্য ছিল।

১১০। Captain Wade to Government, 23rd Feb. 1836. পারস্য-রাজের নিকট ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদ প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১১১। Capt. Wade to Government, 19th July, 1836.

১১২। Capt. Wade to Government, 9th March, 1836.

করিবে না।[১১৩] পলায়নের বিষয় স্মৃতিপটে উদয় হওয়ায় তিনি অসহনীয় যাতনা ভোগ করিতেছিলেন। পরিশেষে তিনি ব্যক্ত করিলেন—অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, ঘোরতর বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকিলেও শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।[১১৪] শিখজাতি তাঁহার ভ্রাতা জব্বর খাঁকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে; সর্দ্দার হরি সিং, খাইবার পাশের প্রবেশ-দ্বার অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন; দুর্গম গিরিসঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে জামরুদে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি উপায়ান্তর বিহীন হইয়া, অস্ত্রধারণেই অভিলাষী হইলেন।[১১৫] আমীরের পুত্রগণের মধ্যে সুচতুর ও রণকুশল মহম্মদ আকবর খাঁর সেনাপতিত্বে কাবুল-সৈন্য খাইবারের পূর্ব্বদিকে সমবেত হইল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে এপ্রিল, জামরুদের সেনানিবাস আক্রান্ত হইল; কিন্তু শিখসৈন্যর মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলেও, আফগান সৈন্য সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারে নাই। পলায়নের ভান করিয়া; হরি সিং পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুগণকে প্রান্তর ভূমিতে আনয়ন করিলেন; তাঁহার পলায়নপর এবং সমবেতোন্মুখ সৈন্যের মধ্যে বীর সেনাপতি সর্ব্বত্রই উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু সাঙ্ঘাতিক আঘাতে তিনি নিহত হইলেন। এদিকে যথা সময়ে কাবুলের আর একদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল; বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যস্ত ছত্রভঙ্গ শিখ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। তাহাদের দুইটি কামান শত্রুহস্তে নিপাতিত হয়। আফগানগণ জামরুদ কিংবা পেশোয়ার অধিকার করিতে সমর্থ হইল না; আফগান কয়েকদিন ধরিয়া তত্রত্য উপত্যকা-সমূহ লুণ্ঠন করিল; ইতিমধ্যে শিখসৈন্য অতিরিক্ত সৈন্যদলের সহিত লাহোরে সমবেত হইল। সুতরাং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুনরায় বিপজ্জালে জড়িত না হইয়া, আফগান সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।[১১৬]

হরি সিংহের মৃত্যুতে এবং শিখসৈন্যের পরাজয়ে লাহোরে বিশেষ উদ্বেগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু মহারাজ অতি ক্ষিপ্রতাসহকারে তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন; সকলেই তাঁহার আহ্বানে সমবেত হইল। কথিত হয়, চন্দ্রভাগার তীরস্থিত রামনগর হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত ছয় দিনের রাস্তাপথে যুদ্ধ কামান আনীত

১১৩। Captain Wade to Government, 12th April, 1837.

১১৪। Captain Wade to Govt. 1st May, 1837.

১১৫। Capt. Wade to Govt. 13th Jan, 1837.

১১৬। Capt. Wade to Govt. 13th and 23rd May, and 5th July, 1837. Compare Masson, 'Journeys.' iii. 382, 387, and Mohun Lal's 'Life of Dost Mahomed,' i. 226. &c.

অনুমান হয়, প্রথমে আফগান সৈন্য বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। তাহারা কয়েকটি কামান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, কিন্তু যথাসময়ে সমস-উদ্দীন খাঁ নামক আমীরের একজন আত্মীয়ের অধীনে কতকগুলি সৈন্য আসিয়া পৌঁছায়, যুদ্ধে আফগানদিগের জয়লাভ হইয়াছিল। এতৎসত্ত্বেও সকলের বিশ্বাস, যদি হরি সিং নিহত না হইতেন, তাহা হইলে শিখসৈন্য জয়লাভ করিতে পারিত। নাও নিহাল সিংহের বিবাহোপলক্ষে এবং গবর্ণর জেনারেল ও ইংরেজ সেনাপতির ভাবী পরিদর্শন ও উপস্থিতির উৎসব

হইয়াছিল ; রামনগর হইতে পেশোয়ার দূরত্ব দুই শত মাইলেরও অধিক।[১১৭] স্বয়ং রণজিৎ সিং রোটাসে (রোহতকে) আগমন করিলেন ; এদিকে সুচতুর ধেইন সিং সীমান্তে অগ্রসর হইলেন ; জামরুদে একটি স্থায়ী দুর্গ স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি নিজ প্রভু-ভক্তির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেন।[১১৮] দোস্ত মহম্মদ নিষ্ফল বিজয় লাভের উল্লাসে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন ; যে প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে আফগান আধিপত্য বিস্তৃত, সেইপ্রদেশ পুনরুদ্ধার করিতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অভিলাষী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিং তাঁহার চিত্তপ্রসাদলাভার্থ এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন ; তাঁহার সহিত আমীরের সন্ধি হইল ; তিনি সা সুজার সহিতও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এবং সেই সময়ে আমীর দোস্ত মহম্মদ ও সা সুজা উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিলেন।[১১৯] কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরাজদিগের বাণিজ্য দূত ক্রমে ক্রমে কাল্পনিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে সিন্ধুনদের বহু উচ্চতর প্রদেশ পর্যন্ত বাণিজ্য-পোতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এমন দিন আসিল যে, রাজনৈতিক হিসাবে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করা আর বিপদসঙ্কুল বলিয়া অনুমিত হইল না ; পরন্তু শান্তিসুখে অবাধ বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে এবং সুবিধাজনক সম্বন্ধ স্থাপন সম্পর্কে, এইরূপ মধ্যস্থতা অবলম্বন বা বাধা-প্রদান বিশেষ লাভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইংরাজ-শাসন-কর্তৃগণ অতি আনন্দে সহিত উভয় পক্ষের সম্মানজনক সন্ধিস্থাপনে মধ্যস্থতা করিবেন,—ইংরাজগণ সেইরূপ ঘোষণ প্রচার করিলেন। তখন প্রতিবাদ চলিতে লাগিল ;—এইরূপ ঘোষণা প্রচারেও দোস্তা মহম্মদ; পেশোয়ারের ন্যায় লাভপ্রদ স্থানের স্বত্ব-স্বামীত্ব কদাপি পরিত্যাগ করিতে পারেন না ; সুতরাং সেরূপ আশা করাও অন্যায়। পুনঃপুনঃ এইরূপ বাদ-প্রতিবাদে ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ, আফগানদিগের প্রতিই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন।[১২০] তথাপি স্থির হইল, —কাপ্তেন ওয়েড, রণজিৎ সিংহের অভিপ্রায় নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং কাপ্তেন বারনেস আমীরের মতামত নির্দেশ করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ শেষোক্ত কর্মচারী কূটনৈতিক ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন।[১২১] এক দিকে পারস্য জাতি এবং অন্য দিকে রুষজাতির বৃথা ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। তাহাদের আক্রমণের বৃথা জনরবের অকিঞ্চিৎকর

হেতু, লাহোরে সৈন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। তথায় বহুতর সৈন্য কার্যে নিযুক্ত থাকায়, পেশোয়া উপত্যকার সৈন্য-সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল।

১১৭। লেফ্‌টানেণ্ট-কর্ণেল ষ্টিনব্যাক ('Punjab' p. 64, 68) বলেন, তিনিও শিখসৈন্যের সহিত তিন শত মাইল পথ বার ঘণ্টায় গমন করিয়াছিলেন ; অপরাপর সকলেই এগার ঘণ্টায় এই দূরত্ব অতিক্রম করেন।

১১৮। Mr. Clerk's Memorandum of 1842, regarding the Sikh Chiefs, drawn up for Lord Ellenborough.

১১৯। Compare Capt. Wade to Government, 3rd June, 1837, and Government to Capt. Wade, 7th Aug. 1837.

১২০। Government to Capt. Wade, 31st July, 1837.

১২১। Government to Capt. Wade, 11th Sept, 1837.

ভয়ে অভিভূত হওয়ায়, শিখ এবং আফগানদিগের পরস্পর বিরোধ মিটিয়া গেল। সা সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে তাহারা সকলেই ইংরাজদিগের সহিত যোগদান করিলেন। প্রায় এক শতাব্দি পরে ইউরোপীয় সৈন্যের ভারত আক্রমণের ভিত্তিহীন জনরবে, ভারতের ইংরাজ অধিপতির সুখ-শান্তি পুনরায় ভঙ্গ হইল।[১২২] ফরাসী সেনাপতি আলার্ডের কার্যকলাপে তাঁহাদের মনে আরও সন্দেহ জন্মিল। ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর পঞ্জাবে অবস্থান করিয়া, আলার্ড স্বদেশে গমন করেন; পরে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইয়া, তিনি পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন। যখন তিনি ফ্রান্সে ছিলেন, তখন ফরাসী-গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্মে একখানি দলীল পাইতে চেষ্টা করেন যে, যখন তিনি বিপজ্জালে জড়িত হইবেন, অথবা ইংরাজগবর্ণমেণ্টের নিকট যদি লাহোর রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত না হন, তখন রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে ফরাসী দূত বলিয়া স্বীকার করিবেন। ইংরাজগণ বুঝিলেন, অবস্থা একান্ত সঙ্কটাপন্ন না হইলে, মহারাজকে ঐ দলিল প্রদান করা হইবে না। কিন্তু আলার্ড বিবেচনা করিলেন, যখন নিজের অবস্থা বিশেষ বিপদ-সঙ্কুল বলিয়া অনুমিত হইবে, তখনই তিনি সেই দলিল দেখাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার দলিলাদি শিখ-শাসন কর্তাকে দেখাইলেন; শুনা গেল, জেনারেল আলার্ড লাহোরে ফরাসী দূত নিযুক্ত হইলেন; কিছুকাল পরে ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাদের অভ্যাগতকে কাল্পনিক প্রতারণার জন্য ক্ষমা করিয়াছিলেন।[১২৩]

রণজিৎ সিং, মহাসমারোহে পৌত্রের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষে ভারতের গবর্ণর-জেনারেল, আগরার গবর্ণর (সার চার্লস মেট্‌কাফ) এবং ইংরাজ সৈন্য-দলের কমাণ্ডার-ইন-চিফ (সেনাপতি) নিমন্ত্রিত হন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের প্রারম্ভে শ্যাম সিংহ আতারিওয়ালা নামক এক শিখ-সামন্তের কন্যার সহিত যুবরাজের বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু ইংরাজ-কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে একমাত্র সার হেন্‌রি ফেণ সেই বিবাহে উপস্থিত হইলেন। সেই সুদক্ষ সেনাপতি চিরকালই অতি সতর্কতার সহিত সামরিক শক্তি সামর্থ ও বীরোচিত গুণাবলী পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেন। পঞ্জাবকে সম্পূর্ণরূপে পদানত করিতে হইলে, কত সৈন্য ও অর্থসামর্থ আবশ্যক, তিনি তাহার একটি হিসাব স্থির করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি এক মূলনীতি স্থির করিলেন; তাঁহার মনে হইল,—শতদ্রু এবং রাজপুতনার মরুসদৃশ প্রদেশ ও সিন্ধুদেশ ইংরাজ-রাজ্যের প্রকৃত সীমা মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে; পূর্বখণ্ডে ইংরাজদিগের এইরূপ স্থান অধিকার করাই

১২২। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে রুষ-আক্রমণের ভয়ে গবর্ণর-জেনারেল বিচলিত হইয়াছিলেন। (See 'Murray's Runjeet Sing'. by Princep. p. 168) অনুসন্ধিৎসু কাপ্তেন বারনেসের মনেও সে ধারণা বদ্ধমূল হয়; কিন্তু অতঃপর তিনি উহা প্রকাশ করেন।

১২৩। ফরাসী কর্মচারিগণ সেই দলিল পত্র যে ভাবে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—গ্রন্থকার তাহাই প্রদান করিয়াছেন। জেনারেল ভেণ্টুরাই তাহার একমাত্র উপযুক্ত প্রমাণ; পূর্বে জেনারেলের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার কথাবার্তা হইয়াছিল। পারিসে ব্রিটিশ রাজদূত এবং কলিকাতার কর্তৃপক্ষ-

কর্তব্য।[১২৪] তখন শিখদিগের সহিত যুদ্ধের কোনই সম্ভাবনা ছিল না; পরন্তু একজন আগন্তুক ব্যক্তি ভদ্রতার খাতিরে শত্রুতা-ব্যঞ্জক মন্ত্রণার পরিপোষণ করিতে পারেন না। অতএব সার হেন্‌রি ফেণ, অকপটচিত্তে ও ঐকান্তিকতা সহকারে লাহোরে বিবাহোৎসবে যোগদান করিলেন। তিনি সেই উৎসবে সকলের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন, এবং আপন কল্পনা কার্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন। রণজিৎ সিং সাধারণ জ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারিলেও, তিনি ফেণের কার্যে বাধা দিলেন না; বরং সন্তুষ্ট-চিত্তে ইংরাজ সৈনিক পুরুষের মতেই স্বীকৃত হইলেন। ইউরোপীয় জাতীয় বীর-সমাজে বীরোচিত কার্য-কলাপের জন্য, গুণপনা হিসাবে, রণকুশল সৈনিক পুরুষদিগের মধ্যে উপাধি বিতরণের প্রথা প্রচলিত আছে। মুমুর্ষ সৈনিক পুরুষদিগের উপাধি-প্রথার ন্যায়, উপাধি (Order of Merit) প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনা লাহোরে কিছু দিন হইতে চলিতেছিল। সম্ভবতঃ সেরূপ প্রণালী সকল জাতির পক্ষে উপযোগী হইলেও, প্রতিবেশী ইংরাজদিগের সন্তুষ্ট করাই মহারাজের একান্ত ইচ্ছা ছিল। তজ্জন্য সার হেন্‌রি ফেণের উপস্থিতিতে ইংরাজ আদর্শের অনুকরণে মহারাজ পঞ্জাবে সেইরূপ উপাধি (Order of the Auspcious Star of the Punjab) প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ পাইলেন।[১২৫] ইংরাজকর্তৃপক্ষীয়দিগের তুষ্টি-বিধানার্থ, কিংবা তাঁহাদিগকে লিপ্ত রাখার অভিপ্রায়ে, এইরূপ উপায় অবলম্বন রণজিৎ সিংহের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। কিসে ইংরাজদিগের মনোরঞ্জন হয়, মহারাজ তদ্বিষয়

গণের সহিত জেনারেল আলার্ড স্বয়ং কথাবার্তা কহিয়াছিলেন; তিনি এ বিষয়ে তাঁহাদের মতানুবর্তী ছিলেন; ইংরাজদিগেরও সেই মত। (Government to Capt. Wade, 16th Jan. and 3rd April, 1837).

রণজিৎ সিংহের প্রতি ইংরাজদিগের কর্তব্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই দুইটি সিদ্ধান্তের মধ্যে ইংরাজদিগের সিদ্ধান্ত, ইংরাজ-জাতির উপযুক্ত নহে। প্রভুর অধীনতা স্বীকার না করিয়া, স্বাধীনভাবে থাকিতে হইবে,—ভৃত্যের পক্ষে এরূপ চেষ্টা অন্যায়। তাহাতে সেই ভৃত্যের পক্ষ সমর্থন করিয়া, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বাধা প্রদানের জন্য নিশ্চয়ই তিনি কুপিত হইতেন।

রণজিৎ সিংহের নিকট পত্রে লুই ফিলিপ, ফরাসী ভাষায় 'Empereour' বা বাদশাহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। (Captain Wade to Government, 15th Sept, 1837) ফরাসী জাতি এই উপাধিতে গর্বিত ও সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কিন্তু শিখজাতি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। পারসী ও ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে, 'রাজা' বা 'রাণী' শব্দের পরিবর্তে 'Emperor' শব্দের ন্যায়, 'বাদসা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১২৪। সরকারী কাগজপত্রে সার হেনরী ফেণের মত সম্বন্ধে কোন উল্লেখ থাকিতে না পারে; কিন্তু সে বিষয় গবর্ণর-জেনারলের পার্শ্বচরগণ অবিদিত নহেন। আমার স্মরণ হয়, আমি কাপ্তেন ওয়েডের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহার হিসাবে শিখ সৈন্য সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ৬৭০০০ এবং তাঁহার বিবেচনায় দুই বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার সম্ভাবনা ছিল।

তাঁহার এই লাহোর পরিদর্শনে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল; বঙ্গদেশীয় সৈন্যের সেনাপতি (Quarter Master General) লেফ্‌টনান্ট কর্ণেল গর্ডন, ইহাতে ঐ প্রদেশের একখানি সঠিক মানচিত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে যখন শিখদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন ঐ মানচিত্রই বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল।

১২৫। গবর্ণমেন্টের বরাবর কাপ্তেন ওয়েডের পত্র। (Capt, Wade to Government, 7th April, 1837)

অনুসন্ধান করিতেন, এবং যাহা তিনি নিজ স্বার্থানুবন্ধনীয় বলিয়া মনে করিতেন, তাহাও অসম্পূর্ণ থাকিত না। সম্বর-লবণ এবং মালোয়া আফিং প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে, তিনি অনেক বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন,এবং তাহার নমুনা চাহিয়া পাঠান।[১২৬] সত্যসত্যই মিত্ররাজগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত কি না, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং তাহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন ;—মহারাজ ইংরাজদিগের নিকট পাঁচ শত বন্দুক চাহিয়া পাঠান, এবং তাঁহাদিগের নৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মাস্কেট বন্দুক প্রদত্ত হইল। কিন্তু পরবর্তি সময়ে পুনরায় পাঁচ সহস্র বন্দুক চাওয়ায়, তাঁহাদের সন্দেহের উদ্রেক হয়।[১২৭] তৎকালে বোম্বাই সহরে গমনের জন্য কয়েকখানি পণ্য-বোঝাই পোত প্রস্তুত ছিল ; রণজিৎ সিং তাহার উপর শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। যে সকল পোত ফিরিয়া আসিবে, তাহাতে মহারাজের পদাতিক সৈন্য-দলের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র বোঝাই থাকিবে, পরে ইংরাজগণ তদ্বিষয় জানিতে পারিলেন, কিন্তু তৎপূর্ব পর্যন্ত বাণিজ্য-সৌকর্যার্থে মহারাজের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতে থাকিলেন।[১২৮] তাঁহার ইচ্ছা,—বন্দুকধারী সৈন্য লুধিয়ানায় কামান পরিচালনা শিক্ষা করে।[১২৯] মহারাজ তাঁহাদের নিকট দস্তা পাঠাইয়া দিতেন ; তাঁহার আশা ছিল, ইংরাজগণ সেগুলি পরীক্ষা করিয়া, তাঁহাকে গোলা-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিবেন।[১৩০] মহারাজ ইউরোপীয় যুদ্ধপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতেন ; তিনি ভারতীয় সৈন্যের বেতন সংক্রান্ত নিয়মাবলীর এবং সৈনিকদিগের বিচার-সভার ইংরাজ-প্রবর্তিত আইন প্রণালীর নকল লইতেন। এই সমুদয় জটিল এবং অনুপযোগী প্রথা বিষয়ে উপদেষ্টাদিগকে তিনি সম্মানসূচক উপাধি ভূষণে ভূষিত করিতেন।[১৩১] বেত্রাঘাতের পরিবর্তে আর এমন উপযোগী কোন শাস্তি-প্রথা প্রবর্তন করা যাইতে পারে, তিনি তাঁহাদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন।[১৩২] তাঁহার একজন অধীন শাসনকর্তার এক আত্মীয় পুত্রকে লুধিয়ানার স্কুলে ইংরাজী ভাষা

১২৬। Captain Wade to the Resident at Delhi, 2nd Jan. 1831 and to Government, 25th Dec., 1835.

১২৭। Captain Wade to Government, 2nd July, 1836.

১২৮। ক্যাপ্তেন ওয়েডের বরাবর গবর্ণমেণ্টের পত্র ; ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর।

১২৯। Captain Wade to Government 7th Dec. 1831.

১৩০। যখন সা-সুজাকে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠার কল্পনা স্থির হইয়া গেল, তখন রণজিৎ সিং লুধিয়ানায় গোলা প্রেরণ করিয়া বলিলেন, তিনি কোন রাজনৈতিক কারণেই এরূপ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন—সৈনিক বিভাগীয় কোন বিষয়ই কাহারও নিকট গোপন রাখা উচিত নহে।

১৩১। ম্যাজর হোয়ের বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায়, ভারতীয় সৈন্যগণের সুখ্যাতি বৃদ্ধি হয় ; তিনি রণজিৎ সিংহের অনুরোধে শিখদিগের পরিচ্ছেদে কোর্টমার্শেল (সৈনিকপুরুষের বিচার) বিচার প্রণয়ন করেন। (Government to Captatn Wade, 21st. Nov. 1834.

১৩২। Government to Capt. Wade. 18th May, 1835—জানান হয় যে, বেত্রাঘাতের পরিবর্তে নির্জন কারাবাসই উপযুক্ত দণ্ড।

শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন।[১৩৩] মহারাজের ইচ্ছা,—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পত্রাদি লিখিবার সময় ঐ যুবক তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবে। তখন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক পারস্য ভাষার পরিবর্তে অতঃপর ইংরাজী ভাষায় কার্যাদি নির্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন। মহারাজ আরও কয়েকটি বালককে লুধিয়ানার চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। তৎকালে রাজনৈতিক প্রতিনিধি কর্তৃক সেই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহারাজের উদ্দেশ্য—তাঁহার সৈন্য দলে সেই শিক্ষিত ব্যক্তিদ্বয় অনেক সহায়তা করিতে পারিবে।[১৩৪] রণজিৎ সিং বৃটিশ শক্তিকে কখনও বাধা দিতে সাহসী হন নাই; কিংবা তৎপ্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাসও ছিল না। কিন্তু তিনি এক্ষণে কতকটা ঐকান্তিকতা সহকার এবং কতকটা অবসন্নতার সহিত সেই ইংরাজ প্রতিনিধিদিগের অনুগ্রহ-ভাজন হইতে চেষ্টা করিলেন।

ইতিমধ্যে আফগানগণ জামরুদে জয়লাভ করে। সুদক্ষ সেনাপতি হরি সিং সেই যুদ্ধে নিহত হন;—পূর্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল দুঃসংবাদে পৌত্রের বিবাহোৎসবের আনন্দ, রণজিৎ সিংহের মনে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। যৌবনকালে পৌত্রের ভাবী মহত্তের চিহ্ন উপলব্ধি করিয়াও, মহারাজ আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ মহারাজ সেই 'প্রকৃত শিখের' শোচনীয় পরিণাম শ্রবণ করিরা, অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ক্ষোভের আর অবধি রহিল না।[১৩৫] পেশোয়ার উপত্যকায় সৈন্য সমাবেশ করিয়া, মহারাজ সীমান্ত প্রদেশে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রায়াস পাইতেছিলেন; এমন সময় তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর দুঃখভারাক্রান্ত করিতে এবং তাঁহার মনে অশান্তির প্রচণ্ড বহ্নি প্রজ্বলিত করার অভিপ্রায়েই যেন ইংরাজগণ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন। পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে তাঁহার আধিপত্য পূর্বেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে পশ্চিম দিকেও তাঁহারা মহারাজের প্রভাব সীমাবদ্ধ করিলেন। ইংরাজ জাতির বাণিজ্য-নীতি অনুসারে, সিন্ধুদেশ, খোরাসান এবং পঞ্জাব প্রদেশের অর্ধ-শিক্ষিত জাতিবৃন্দের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা আবশ্যক; যাহাতে সেই সকল জাতি শ্রমশীল হয় এবং শিল্পাদির উন্নতি সাধিত হয়, সে পক্ষে যত্নবান হওয়া কর্তব্য। নবপ্রতিষ্ঠিত করদ-রাজ্যের শাসন-প্রণালীর নির্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্য বৃথা চেষ্টা করা হইয়াছিল; সামরিক বৃত্তি সম্পন্ন রাজগণের মধ্যে

১৩৩। Capt. Wade to Govt. 11th April, 1835, ভারতবর্ষের কতকগুলি রাজা সর্বদাই সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। তাঁহাদেরও বিশ্বাস, ইংরাজী-ভাষা প্রবর্তিত করিয়া সম্রাটের প্রকৃত অভিসন্ধি এবং ঘোষণা পত্রাদি জানিতে না দেওয়াই, এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

১৩৪। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ারে সৈন্য নির্বাচন কার্য শেষ হয়। সেই সৈন্যের সহিত এই যুবা পুরুষদিগের কয়েকজন, যুবরাজ তাইমুরের যুদ্ধযাত্রাকালে, খাইবারের মধ্য দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল।

১৩৫। Captain Wade to Goverament, 13th May, 1837. এস্থলে বৃটিশ সৈন্যের চিকিৎসক, ডাক্তার উডের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; ডাক্তার উড রণজিৎ সিংহের চিকিৎসার জন্য অস্থায়ী ভাবে প্রেরিত হন, তৎকালে রণজিৎ সিং রোটাসের (রোহতকের) শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন।

সাম্যবিধানের চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়াছিল। তাঁহাদের ইচ্ছা, রণজিৎ সিং পূর্ববর্তী সময়ের অধিকৃত রাজ্যলাভেই সন্তুষ্ট থাকিবেন ; সিন্ধু দেশের আমীরগণ, এবং হীরাট, কান্দাহার ও কাবুলের শাসনকর্তৃগণ আপনাদিগের রাজ্য বিপন্মুক্ত বলিয়া মনে করিবেন ; পরন্তু তাঁহারা আর অধিক রাজ্য লাভ করিতে প্রয়াসী হইবেন না ; এবং অস্থির-মতি সা সুজা তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির সকল আশা ও স্বত্ব বিনা আপত্তিতে পরিত্যাগ করিবেন।[১৩৬] তালপুর, বারুকজায়ী এবং শিখদিগের নিকট এই বিষয় বুঝাইয়া দিবার জন্য, ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি তাঁহার প্রতিনিধিগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। অবশেষে রুষগণ পারস্য ও তুর্কিস্থানের মধ্য দিয়া সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইবার সুবিধা পাইলেন ; তাঁহাদের এরূপ ষড়যন্ত্রের আরও অনেক কারণ ছিল। এইরূপ অভাবনীয় বিষয় সংঘটিত না হইলে, ইংরাজগণ তাঁহাদের অবৈধ কল্পনার অসারতা ও অযোগ্যতা সহজেই বুঝিতে পারিতেন।[১৩৭] রণজিৎ সিং এবং দোস্ত মহম্মদের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ স্থাপন অভিলাষে, গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থতার প্রস্তাব করিলেন।[১৩৮] বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্পষ্টবাদী অধ্যবসায়শীল দূতের ব্যবহারে বুঝা গিয়াছিল যে পেশোয়ার সম্বন্ধে আপনার আধিপত্য পরিত্যাগ করিতে, আমীর কোন মতেই স্বীকৃত নহেন।[১৩৯] এই পক্ষপাতিত্বে সেই ধূর্ত

১৩৬। Compare Government to Capt. Wade, 16th Nov., 1837, and to Capt. Burnes and Capt. Wade, both of the 29th January, 1838. রণজিৎ সিংহের সিন্ধুদেশ অধিকারের কল্পনায়ও ইংরাজগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। আমীরগণের সহিত যে সকল পত্রাদি বিনিময় হইত, তাহাও দ্ব্যর্থবঞ্চক, অথবা গুপ্ত-বিষয়-প্রকাশক। অধিকন্তু তাঁহার যে আদৌ কোন ক্ষমতা ছিল না, পত্রগুলি তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। (Government to Capt. Wade, 25th Sept, 13th Nov,, 1837.)

১৩৭। রুষিয়ার নির্দিষ্ট রাজনীতি অথবা রুষিয়ার ক্ষমতা প্রতিহত করিতে, পারস্য ও তুরস্ককে ইংলণ্ড সাহায্য প্রদান করিতেন ;—তৎসম্বন্ধে রুষিয়ার মতামতের কোনরূপ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। খোরাসান ও তুর্কীস্থানে অনুসন্ধিৎসু প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে এবং ভারতে ইংরাজরাজ্যের উত্তরোত্তর বিস্তৃতি দেখিয়া, ন্যায়সঙ্গত কোন সন্দেহের কারণ না পাইলেও, তাঁহাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

১৩৮। Government to Capt. Wade, 31st July, 1837.

১৩৯। স্যার আলেকজাণ্ডার বারনেসের পক্ষপাতিত্বে দোস্তমহম্মদ আশা স্থাপন করেন। ইংরাজদিগের এই সুদক্ষ নেতার সহিত যাঁহারা সুপরিচিত ছিলেন, এ বিষয় তাঁহাদের অবিদিত নহে। অন্ততঃ, সুলতান মহম্মদের জন্য পেশোয়ার পুনরুদ্ধারকল্পে তাঁহার আশা ছিল ;—তাহা ম্যাসনের ভ্রমণবৃত্তান্তে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। (Masson's 'Journey's', iii. 423) দোস্ত মহম্মদ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত, শিখদিগের নিকট হইতে এই প্রদেশ অধিকারের যে মন্ত্রণা চলিতেছিল, স্যার আলেকজাণ্ডার বারণেসের প্রকাশিত পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। (Letters of 5th Oct., 1837 and 26th Jan. and 13th March, 1838—Parliamentary papers) এ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা হইতে (dated 20th Jan, and especialy of 27th April, 1838.) এবং মিঃ ম্যাসনের বিবরণ হইতেও এ বিষয় তাহা জানা যায়। (Masson's 'Journeys', iii. 423, 448) মিঃ ম্যাসনের বিবেচনায়, সুলতান মামুদকে ঐ প্রদেশ প্রদান করিলে, উচিত কার্যই করা হইত। কিন্তু মুন্সী মোহনলালের মতানুসারে (Life of Dost Mohomed, i,

শাসনকর্তা এক সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শিখদিগকে বিশেষ ভয় করিতেন; আমীর তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, শিখদিগের আক্রমণ-ভয় নিবারণার্থ তিনি সেই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তিনি পারস্য সম্রাটের সহিত পুনরায় সন্ধি প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, তাঁহারা পেশোয়ার প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং রণজিৎ সিংহের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য ইংরাজগণ সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইবেন,—এই সকল আশায় তিনি রুষরাজ দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কান্দাহার-ভ্রাতৃগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া, শিখ সৈন্যের কাবুল আক্রমণের বিষয় প্রচারিত হইলে, দোস্ত মহম্মদ নিশ্চয়ই আপন অজ্ঞতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন।[১৪০] কিন্তু ব্রটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই শত্রুভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন, অথবা তাঁহাদের মনে সে ধারণা জন্মিল। এই সময়ে ভারতের রাজ্যচ্যুত কতিপয় যুবরাজ উত্তর প্রদেশীয় আক্রমণের পরম্পরাগত সংবাদ অবগত হইয়া, সে সংবাদ সযত্নে প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন সমগ্র ভারত এক নূতন আশায় অনুপ্রাণিত হইল;—ইংরাজদিগের বিসদৃশ ও অপ্রিয় আধিপত্য বিলুপ্ত হইবে, এবং তাহার সমাধিক্ষেত্রে অপর একটি জাতি আধিপত্য বিস্তার করিবে;—ইংরাজগণ সেই জাতির অধীনতা স্বীকার করিবেন।[১৪১] কাবুল হইতে কাপ্তেন বারনেসের পুনরাহ্বানে এই ভ্রমাত্মক সংবাদ বহুল প্রচারিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে, গুরুতর প্রতিঘাতের সম্ভাবনা অনিবার্য হইয়া উঠিল। এক্ষণে একতা-বিধানকল্পে সিন্ধুতীরে শান্তি স্থাপন আবশ্যক। সুতরাং বিজয়োল্লাসে মধ্য-এশিয়ার সমতলক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া সা-সুজাকে তৎ-পিতৃসিংহাসনে করদরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাঁহাদের এই কল্পনা কার্যে পরিণত করিতে পারিলে, অভিপ্সিত উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইত; ইংরজেগণ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন;—ইহা ইংরাজ নামের উপযুক্ত কার্যই হইত।[১৪২]

257 &c.) জানা যায়, পেশোয়ারে শিখদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়া অপেক্ষা, ভ্রাতৃগণকে ঐ প্রদেশ প্রদান করিলে, নিজ স্বার্থের অধিকতর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা—আমীর তাহাই মনে করিয়াছিলেন।

১৪০। কাপ্তেন ওয়েডের মত এইরূপ। বাণিজ্য বিষয়ে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর ও ১৫ই মে তিনি যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে তাঁহার মত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত রহিয়াছে; কিন্তু নীতি-প্রণালী অবিচলিত ভাবে অনুসৃত না হইলেও কিংবা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী না হইলেও তাঁহার মত গৃহীত হইয়াছিল।

১৪১। তৎকালে লোকের মনে এই ভাব কতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল, যাহারা সেই সময়ে ভারতীয় কার্যকলাপ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই তদ্বিষয়ে পরিচয় প্রদান করিতে পারেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখের গবর্ণর-জেনেরলের 'মিনিটে' এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

১৪২। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই উপলক্ষে যে সংবাদে বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের গবর্ণর জেনারেলের 'মিনিট' এবং সেই বৎসরের ১লা অক্টোবরের ঘোষণা পত্র উল্লেখযোগ্য। পার্লামেণ্টের অনুমতিক্রমে এই দুইটি বিষয়ই ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে গবর্ণর-জেনারেল, সা-সুজাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না।[১৪৩] কিন্তু চারি মাসের মধ্যে সেই ব্যবস্থাই গৃহীত হইল; এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে সেই বৎসর মে মাসে স্যার উইলিয়ম ম্যাগনাটন রণজিৎ সিংহের নিকট প্রেরিত হইলেন।[১৪৪] ভারতবর্ষের প্রবল শক্তির সাহায্যে সা সুজাকে সৈন্যের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মহারাজ আপন উদ্দেশ্য সাধনের কল্পনা কার্যে পরিণত করতে যত্নপর হইলেন। কিন্তু তিনি এই ব্যবস্থায় তাঁহাদের সম্পূর্ণ মতানুবর্তী হইতে অস্বীকৃত হন; পূর্বে মিত্রগণের সহকারিতায়ও তিনি বিশেষ বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহাকে শিকারপুর লাভের সকল আশাই বিসর্জন দিতে হইবে;—পরন্তু ইংরাজ শাসনের কঠোর নিয়মের অধীন থাকিয়া তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইবে;—তাহাই ভাবিয়া তিনি সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন। অকস্মাৎ আদিনা নগরের শিবির ভঙ্গ করিয়া তিনি কহিলেন,—ইংরাজ দূতগণ অবসর মত তাঁহার অনুবর্তী হইতে পারেন; অথবা ইচ্ছা করিলে, তাঁহারা শিমলায় প্রত্যাবর্তনও করিতে পারেন। কিন্তু মহারাজ সংবাদ পাইলেন, তিনি যোগদান করুন, বা না করুন, কল্পিত ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করা হইবে। তখন সেই সংবাদে সা-সুজার সহিত তাঁহার সন্ধির রূপান্তর বা পরিবর্তন সাধিত হইল। কিন্তু এই সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত মহারাজ সর্ব বিষয়েই নীরব ছিলেন। তখন বারুকজায়ীদিগের প্রভুত্ব ধ্বংসের নিমিত্ত ত্রিপক্ষীয় সন্ধি সংস্থাপিত

১৪৩। Government to Capt. Wade, 20th January, 1838.

১৪৪। বস্তুতঃ সা সুজাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য এত ব্যগ্র হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, দোস্ত মহম্মদ, ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা অপেক্ষা পারস্য কিংবা রুষ-রাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই বরং শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, যথাসম্ভব রণজিৎ সিংহকে তাহাতে পক্ষভুক্ত করাই—সার উইলিয়ম ম্যাগনাটনের লাহোর গমনের উদ্দেশ্য। (See among other letters, Government to Capt. Wade 15th May, 838.) ২০শে মে তারিখে ইংরাজ দূত পঞ্জাবের অন্তর্গত রূপারে পৌছেন। কিছুকাল আদিনা নগরে অবস্থান করিয়া, পরে তিনি লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ৩১শে মে রণজিৎ সিংহের সহিত প্রথমবার ও ১৩ই জুলাই তাঁহার শেষ দেখা। সার উইলিয়ম ম্যাগনাটন ১৫ই জুলাই শতদ্রু পুনরায় অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানায় পৌছেন; এবং সা সুজাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সমুদায় সর্ত বন্দোবস্ত করিতে তাঁহার সেদিন ও তৎপর দিবস অতিবাহিত হয়।

এই প্রতিনিধির আগমনের দুই মাস পূর্বে, রণজিৎ সিং জাম্মু পরিদর্শন করেন। সম্ভবতঃ এই বোধ হয় তাঁহার প্রথম জাম্মু পরিদর্শন, অথবা ইহাই তাঁহার শেষ দর্শন। এই সময়েই বৃদ্ধ রাজা অকৃত্রিম, অবিমিশ্র সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রকার রাজভক্তির চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া, গোলাপ সিং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন; মহারাজের পদতলে নিপতিত হইয়া, চল্লিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের উপঢৌকন (নজর) প্রদান করিয়া তিনি বলেন,—মহারাজের অধীনস্থগণের মধ্যে তিনি সকলের অধম; যাঁহাদিগকে মহারাজ অনুগ্রহ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা মহারাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র তন্মধ্যে তিনিই কৃতজ্ঞ। রণজিৎ সিং অশ্রুবর্ষণ করিলেন; কিন্তু অতঃপর তিনি দেখিতে পাইলেন যে জাম্মুতে পূর্বে প্রস্তর ও উপলখণ্ড ব্যতীত অন্য কিছুই লক্ষিত হইত না, তথায় একণে নিশ্চয়ই স্বর্ণখণ্ড দৃষ্ট হইবে। Major Mackeson's letter to Capt. Wade, 31st March, 1838).

হইল।[১৪৫] ইংরাজগণ দ্বিগুণ উৎসাহে দুই দিক হইতে একযোগে আফগানিস্থান আক্রমণের কল্পনা করিলেন। প্রথমতঃ সিন্ধুর আমীরগণ, মিত্রতা-ব্যঞ্জক বা অধীনতা-সূচক প্রস্তাবিত সকল সন্ধিতেই ঘৃণা প্রকাশ করিতেন ; সুতরাং কান্দাহার গমন কালে পথিমধ্যে সা সুজা কর্তৃক তাঁহাদের ক্ষমতা ধ্বংস হওয়াই সুবিধা-জনক ; দ্বিতীয়তঃ ভূতপূর্ব অধীশ্বরকে রণজিৎ সিংহের হস্তে অর্পণ করা, কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইল না ; কারণ, রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য সাধনে যত্নপর না হইয়া, বরং প্রলোভন-বশতঃ তাঁহাকে শিখ দিগের কার্যোদ্ধারেই নিযুক্ত করিবেন।[১৪৬] অতএব এক্ষণে এই বন্দোবস্ত হইল যে, সা স্বয়ং শিকারপুর ও কোয়েটার পথে যাত্রা করিবেন। এবং পাঞ্জাবের মহারাজ প্রেরিত সৈন্যের সেনাপতিরূপে সার পুত্র পেশোয়ারের পথ অবলম্বন করিয়া, কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইবেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ইংরাজ সৈন্য ফিরোজপুরে সমবেত হইল। ইংরাজ-রাজ প্রতিনিধি এবং শিখ-শাসন-কর্তার মধ্যে পরস্পর আতিথ্য বিনিময়ে, এই বিখ্যাত অভিযানের উদ্বোধনে অধিকতর আড়ম্বর উৎসব হইল।[১৪৭] প্রকৃতপক্ষে রণজিৎ সিং সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন ; তিনি

১৪৫। রণজিৎ সিংহকে বলা হইয়াছিল, যদি তিনি সন্ধি-সর্তে আবদ্ধ হইয়া যোগদান করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা হইবে ;—এ বিষয় রাজকীয় সাধারণ কাগজ-পত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুকালব্যাপী বাদানুবাদের সময়, সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ কেবল এইরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমার মনে হয়, ম্যাজর ম্যাকেসন সংবাদ-বাহক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৪৬। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের গবর্ণর জেনারেলের "মিনিট" বা সংক্ষিপ্তসার, এবং ঐ মাসের ১৫ই তারিখে স্যার উইলিয়ম ম্যাগনাটনের প্রতি তৎপ্রদত্ত উপদেশাবলী দ্রষ্টব্য। এই আক্রমণে নিজ লভ্যাংশ-স্বরূপ কিছু পাইতে রণজিৎ সিং বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। শিকারপুর প্রাপ্তি বিষয়ে বিপদের আশঙ্কা অধিক জানিয়া, মহারাজ জেলালাবাদ পাইতে অভিলাষী হইলেন। সৈন্যের ব্যয়ভার নির্বাহার্থ মহারাজ প্রকৃতপক্ষে প্রতি বৎসর সার নিকট দুই লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন ; অথচ এই কর প্রদানে গবর্ণর-জেনারেল আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না। (See letter of Sir William Macnaghten. 2nd July 1838) সুতরাং সেই সর্ত লোপ প্রাপ্ত হইল।

রণজিৎ সিংহকে কাবুল আক্রমণে উৎসাহিত করিয়া, আফগানিস্থানে একটি মিত্ররাজ্যের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কল্পনা, অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। এইরূপ কল্পনায় অনেক বিষয়ে সুবিধার আশা ছিল। গবর্ণর-জেনারলের সংক্ষিপ্তসার (12th May, 1838) দ্রষ্টব্য। পার্লামেন্টের অনুমতিক্রমে, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে যে প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়, এবং এই বিষয়ে স্যার উইলিয়ম ম্যাগনাটনের পত্র সম্বন্ধে মি. ম্যাসন যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমুদয় হইতে গবর্ণর জেনারলের 'মিনিটের' গ্রন্থকার কৃত সংক্ষিপ্তসার অনেক বিষয়ে অনৈক্য। সা সুজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সন্ধি হয়, চতুর্দশ পরিশিষ্টে তাহা দ্রষ্টব্য।

১৪৭। এই উপলক্ষে অনেকবার সাক্ষাৎ হয়। তন্মধ্যে একবার এইরূপ আতিথ্য বিনিময় হইয়াছিল ; তদ্বিষয়ের আলোচনা কর্তব্য। রণজিৎ সিং দুইটি রাজ্যের বন্ধুত্ব একটি আঙ্গুরের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—আঙ্গুরের রক্তাভ ও পীতবর্ণ পরস্পর এত মিশ্রিত যে, যদিও দুইটির আকৃতি দ্বিবিধ, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহারা উভয়ই এক। লর্ড অকল্যাণ্ড উত্তরে কহিয়াছিলেন,—মহারাজের উপমা অতি সুন্দর ; যেহেতু ইংরাজ ও শিখ উভয় জাতির জাতীয় বর্ণ যথাক্রমে—রক্ত ও পীতবর্ণ। রণজিৎ সিংহও তদুত্তরে সেই ভাবে বলেন যে বস্তুতঃ, এই তুলনা অতি উপযোগীই হইয়াছে ; কারণ উভয় শক্তির

উচ্চাকাঙ্ক্ষার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন; তিনি উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষিজীবী পূর্ব-পুরুষগণের প্রতি যে রাজ্যের অত্যাচার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি সেই রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন; এক্ষণে ভারতের বিদেশীয় অধিপতিগণ, তাঁহাকে উচ্চাসনে স্থান দিয়া, তৎপ্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য গুরুতররূপে ভগ্ন হইয়া আসিল। মহারাজ বুঝিলেন, তিনি ইংরাজের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং যে সকল কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের সুচারুরূপ সম্পাদনে তিনি বিশেষ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, ইংরাজদিগের প্রতিনিধি কর্ণেল ওয়েড সমভিব্যাহারে, সাজাদা তাইমুর লাহোর হইতে যাত্রা করিলেন। পেশোয়ারে সন্ধিবদ্ধ সৈন্যদলকে একত্রিত করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। পরিশেষে উপত্যকা সমূহে বহুসংখ্যক সৈন্য শিবির স্থাপন করিল বটে; কিন্তু, রণজিৎ সিংহের পৌত্র তাহাদের সেনাপতি পদে বরিত হইলেন। আফগানদিগের সম্রাটের সাহায্যার্থ মিত্র সংগ্রহে ব্যাপৃত না হইয়া, তিনি লাহোরের পক্ষে মিত্র লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সুতরাং যুবরাজ তাইমুর এবং ইংরাজ প্রতিনিধির সন্ধিপ্রস্তাবে বিঘ্ন উপস্থিত হইল।[১৪৮] ক্রমে রণজিৎ সিংহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। তিনি এপ্রিল মাসে কান্দাহার অধিকারের সংবাদ শুনিলেন। তথায় স্ব-পক্ষদলের বিলম্ব হওয়ায়, তাঁহার হতাশ প্রাণে পুনরায় এক নূতন আশার সঞ্চার হইল: মহারাজ আনন্দে গদগদ হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—এখনও ইংরাজদিগের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। কিন্তু কাবুল সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতে না হইতে গজনী অবরোধের পূর্বে, ২৭শে জুন তারিখে, ৫৯ উনষাট বৎসর বয়সে, রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইল। আপন সৈন্যদ্বারা খাইবার পাশ উন্মুক্ত হওয়ায়, রণজিৎ সিং অনিচ্ছা সত্বেও যে যুদ্ধের অংশভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে জয়লাভের আশা সমূলে নির্মূল হইল।

রণজিৎ সিংহের অভ্যুত্থান সময়ে পঞ্জাব কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিবদ্ধ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেগুলিও ক্রমে হীনবল হইয়া অসিতেছিল। আফগান ও মারহাট্টাদিগের উৎপীড়নে বিভিন্নপ্রদেশের অধিপতিগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্যাদি লুণ্ঠন করিত। কিন্তু সকলেই ইংরাজদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল। তিনি বিভিন্ন ক্ষুদ্র

বজুদ্ধ আঙ্গুরের (আপেলের) ন্যায় উপাদেয় ও তৃপ্তিকর। স্যার উইলিয়ম ম্যাগনাটন এবং ফকির-উদ্দিন অতি সুন্দররূপে এবং বিশেষভাবে যথাক্রমে ইংরাজী ও উর্দু ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন; কি বলিবার সময়, কি লিখিবার সময়—সর্ব সময়েই উভয়েরই ভাষায় অধিকার ছিল।

১৪৮। See among other letters, Capt. Wade to Government, 18th Aug., 1839, কাপ্তেন ওয়েডের দৈনিক কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ সম্বন্ধে লেফ্টনান্ট বারের প্রকাশিত 'জরনাল' দ্রষ্টব্য; (Lt. Barr's published 'Journal'); তাঁহার দৌত্যের কূট-রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে মুন্সী সাহামাত আলীর "শিখ ও আফগান" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

রাজ্যসমূহ একত্রিত করিয়া একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ, তিনি বলপূর্বক কাবুল সম্রাটের নিকট হইতে অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্যকলাপে বাধা প্রদান করার কোন হেতুই ইংরাজগণ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি দেখিলেন, অশ্বারোহী সৈন্যই তাঁহার স্বদেশের সৈন্য-সজ্জা। তাহারা সকলেই বীর ও সাহসী; কিন্তু কেহই জানিত না যে, যুদ্ধবিদ্যা একটি শিক্ষার-সামগ্রী। পঞ্চাশ সহস্র শিক্ষিত সৈন্য, পঞ্চাশ সহস্র সুসজ্জিত ক্ষেত্রপাল (yeomanry) ও সামরিক সৈন্য, এবং তিন শতেরও অধিক সংখ্যক যুদ্ধ-কামান রাখিয়া রণজিৎ সিং পরোলোক গমন করেন। প্রজাবৃন্দের প্রকৃতি অনুসারে তিনি শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন। কিন্তু সামরিক নীতি ও রাজ্য-প্রসারণ ইত্যাদি সমবেত কার্যও তাঁহার রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন শিখ রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট হয়, এবং তাঁহার প্রভুত্ব-ক্ষমতা বা প্রতিভা বিলুপ্ত হয়, তখন শিখ জাতির প্রচ্ছন্ন তেজঃশক্তি, নিরবচ্ছিন্ন গৃহবিবাদে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল।[১৪৯]

যখন লর্ড অক্‌লাণ্ড রণজিৎ সিংহের অথিতিরূপে লাহোরে এবং অমৃতসরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মহারাজের কথা বলিবার ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল। তাঁহার শরীরের সামর্থও কমিয়াছিল; ক্রমে তাঁহার বাক্‌শক্তি লোপ প্রাপ্ত হইল; পরে তাঁহার ধী-শক্তিও অন্তর্হিত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে, নাওনিহাল সিংহ স্থানান্তরে ছিলেন; সুতরাং জাম্মুর রাজগণ অতি সহজেই গর্ণেমেণ্টের সর্বপ্রকার ক্ষমতা বলপূর্বক গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। সমগ্র সৈন্য সমবেত করা হইল; এবং মুমূর্ষু মহারাজের শিবিকা সৈন্য-শ্রেণীর পার্শ্ব

১৪৯। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, কাপ্তেন মারে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন,—শিখদিগের রাজস্ব পরিমাণ, ২৫০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর কিছু বেশী; সৈন্য সংখ্যা—৮২০০ আট সহস্র দুই শত। এতন্মধ্যে স্থায়ী পদাতি সৈন্য,—১৫,০০০ এবং কামানের সংখ্যা,—৩৭৬টি, (Murray's "Runjeet Singh" by Princep, p. 185, 186)। সেই বৎসর কাপ্তেন বারণেসের হিসাব মতে স্থির হয়, শিখরাজের রাজস্ব পরিমাণ,—২৫০ লক্ষ পাউণ্ড; সৈন্য পরিমাণ ৭৫,০০০; ২৫,০০০ স্থায়ী পদাতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। (Capt. Burnes, 'Travel', i. 289, 291.) মিঃ ম্যাসনও ('Journey's', i, 430) সমপরিমাণ রাজস্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে,—সৈন্য সংখ্যা ৭০,০০০; এতন্মধ্যে ২০,০০০ শিক্ষিত সৈন্য। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ ম্যাসন কাবুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন; এই হিসাব সেই সময়ের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে, লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল ষ্টিনব্যাক (Steinbach, 'Punjab', p, 58) যে বিবরণ প্রদান করেন, তদনুসারে শিখ সৈন্যের পরিমাণ,—১,১০,০০০; ইহার মধ্যে ৭০,০০০ স্থায়ী সৈন্য। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের জন্য যে হিসাব সংগ্রহ করা হয়, সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ না হইলেও,—তাহাতে দেখা যায় যে, ৪০,০০০ চল্লিশ হাজারের অধিক সংখ্যক শিক্ষিত পদাতিক সৈন্য তৎকালে রণজিৎ সিংহের অধীনে ছিল; সর্বশুদ্ধ সৈন্য পরিমাণ ১,২৫,০০০; তাহাদের প্রায় ৩৭৫টি কামান ছিল। নির্দিষ্ট হিসাবের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য;—Calcutta Review, iii, 176; Dr, Macgregor's 'Sikhs', ii. 86, and Major Smith's 'Reigning Family of Lahore,' Appendices, p. xxxvii; এ সমুদয় গ্রন্থ কোন কোন বিষয়ে সঠিক; আবার কোন স্থলে পরিমিতরূপ।

লাহোরের রাজস্ব হিসাব সম্বন্ধে দ্বাবিংশ পরিশিষ্ট (App. xxii) এবং লাহোর সৈন্যের তালিকার জন্য, ত্রয়োবিংশ পরিশিষ্ট (App. xxiii) দ্রষ্টব্য।

দিয়া বহন করিয়া লওয়া হইল। ধীয়ান সর্বদাই মহারাজের জন্য শোক-চিহ্ন প্রকাশ করিতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, তিনি যেন মুমূর্ষু নরপতির নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অন্ত্যেষ্টি যাত্রাকালে, সময়ে সময়ে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে, রণজিৎ সিং, খড়্গ সিংহকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন; এবং তিনি বলিয়াছেন,—ধীয়ান সিংহই, রাজ্যের উজীর বা মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।[১৫০] সৈন্যসমূহ নীরবে তাহাতেই স্বীকৃত হইল;[১৫১] পঞ্জাবে অভিনব ও অযোগ্য শাসনকর্তাকে অকপটভাবে যথারীতি অভিনন্দন প্রদানে, শিখজাতি অপেক্ষা সম্ভবতঃ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই অধিকতর প্রয়াসী ছিলেন।

১৫০। Mr. Clerk's Memorandum of 1842 for Lord Ellenborough.

১৫১। রণজিৎ সিংহের ব্যক্তিগত আকৃতি এবং আচার-ব্যবহারের অনেক বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বোধ হয়, মারের "জীবনীর" প্রিন্সেপের সঙ্কলন অধিকতর বিবৃত। (Princep's Edition of Murry's 'Life', p. 178 &c.) কিন্তু কাপ্তেন অসবর্ণের "দরবার ও শিবির" (Capt. Osborne's 'Court and Camp'), এবং কর্ণেল লরেন্সের "পঞ্জাববিজয়ী" (Capt Lawrence's Adventurer in the Punjab) এই দুই গ্রন্থে অনেক চিত্রযুক্ত বিষয় ও গল্প সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। মহারাজের সাদৃশ্য বিষয়ে যতই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনারেবল মিস ইডেনের চিত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রধানতঃ আমি অঙ্কনই সঠিক এবং ভাবব্যঞ্জক। রণজিৎ সিং কিছু খর্বাকৃতি ছিলেন। যুবাবয়সে তিনি সর্বপ্রকার পৌরুষব্যঞ্জক ব্যায়ামেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধবয়সে তিনি দুর্বল ও স্থূলকায় হইয়া পড়েন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়; তাঁহার মানসিক শক্তির শ্রেষ্ঠ-গুণ-ব্যঞ্জক, তাঁহার ললাট উচ্চ, গুরু ও প্রশস্ত ছিল; কিন্তু সাধারণ প্রতিকৃতিতে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইত না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইতে জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু।

১৮৩৯—১৮৪৫

[পুত্র নাও নিহাল সিং কর্তৃক খড়গ সিংহের রাজ্যচ্যুতি ;—লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ওয়েড এবং মি. ক্লার্ক ;—নাওনিহাল সিং ও জাম্মুর রাজগণ ;—খড়গ সিংহের মৃত্যু ;- নাও নিহাল সিংহের মৃত্যু ;—শের সিং মহারাজ বলিয়া ঘোষিত হন ; কিন্তু নাও নিহাল সিংহের মাতা রাজকীয় সর্বপ্রকার ক্ষমতা গ্রহণ করেন ; সৈন্যদলের বশ্যতা-স্বীকার এবং শের সিংহের ক্ষমতা লাভ ;- সৈন্যগণের রাজকার্যে হস্তক্ষেপ এবং সৈন্যদলের রাজ-নৈতিক সম্প্রদায় গঠন ;—ইংরাজগণের বাধাপ্রদানে অভিলাষ ;—শিখজাতির প্রতি ইংরাজগণের তাচ্ছিল্য প্রকাশ ;—তিব্বতে শিখজাতি ;—চীনদেশীয়গণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত, এবং ইংরাজ কর্তৃক তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস ;—কাবুলে ইংরাজ ;—জেনারেল পলকের অভিযান ;—সিধানওয়ালা এবং জাম্মু পরিবারদ্বয় ;—শের সিংহের মৃত্যু ;- রাজা ধীয়ান সিংহের মৃত্যু ;—মহারাজ দলীপ সিং এবং উজীর হীরা সিংহের ঘোষণা প্রচার ; নিষ্ফল রাজদ্রোহ ;—পণ্ডিত জুল্লালের কার্য-কলাপ ও ব্যবস্থাবলী ;—হীরা সিংহের পদচ্যুতি ও প্রাণদণ্ড ;—উজীর জোয়াহীর সিং ;—গোলাপ সিংহের বশ্যতা স্বীকার ;—পেশায়ারা সিংহের বিদ্রোহ ;- সৈন্যগণ কর্তৃক জোয়াহীর সিংহের নিধন সাধন।]

হীনবল অকর্মণ্য খড়্গা সিংহকে সকলেই পঞ্জাবের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু মৃত মহারাজের খ্যাতনামা পুত্র শের সিং আপন শ্রেষ্ঠ স্বত্ব ও গুণাবলী প্রতিপন্ন করিয়া, বৃটিশ প্রতিনিধির চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিলেন।[১] নামমাত্র রাজার ঔরসজাত পুত্র নাও নিহাল সিংহ সম্রাটের সকল কার্য-ভার স্বহস্তে গ্রহণের উদ্দেশ্যে, পেশোয়ার হইতে অনতিবিলম্বে লাহোরে আগমন করিলেন। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক যুবরাজ, মন্ত্রী এবং জাম্মুর রাজগণ আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। কিন্তু মহারাজের দুর্বল চিত্তের উপর চৈৎ সিং নামক একব্যক্তি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ; খড়্গা সিং বৃটিশ-রাজ-দূতের প্রভুত্বের উপর নির্ভর করিয়া সুখে কালযাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মিলিত হইল। তাহাদের প্রথম উদ্দেশ্য তেষোমদকারিগণের ধ্বংস-সাধন করা ; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, কর্ণেল ওয়েডকে স্থানান্তরিত করা। সেই কর্মচারি শিখদিগের স্বত্বাধিকার উদারভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, এবং কিরূপে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ পরিহার করা কর্তব্য, —তাহা বুঝাইয়া দিতেন : এই সমুদায় কারণে তিনি রণজিৎ সিংহের নিকট বিশেষ

১। Govt. to Mr. Clerk, 12th July, 1839. পেশোয়ারে কর্ণেল ওয়েডের অনুপস্থিতি কালে, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মি. ক্লার্ক, শের সিংহের দূতকে আবদ্ধ করেন ; পরে তিনি সাধারণভাবে গবর্ণর জেনারেলের নিকট নিজ পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে আবশ্যকীয় সর্বপ্রকার অনুমতি প্রদানের জন্য সকল বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছিল। খড়্গা সিংহই তাঁহার প্রভু :—শের সিংহকে এই কথা জানাইবার জন্য, লর্ড অকল্যাণ্ড অনতিবিলম্বে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

আদর ও সম্মান পাইতেন। ধীয়ান সিংহের মধ্যবর্তিতায় মহারাজের সহিত সর্ব-প্রকার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির করিতে হইবে,—মহারাজের ও প্রস্তাব তিনি অটলভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। আফগান রাজাগণের সহিত ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হওয়ার মিথ্যা দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, তিনি অভদ্রোচিত ব্যবহারে ভাবী উত্তরাধিকারীর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। রুপারের দরবারে তিনি যেরূপ কার্যাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে শিখজাতি মনে ভাবিত,—তিনি খড়্গসিংহের নিকট প্রতিভূ-স্বরূপ রহিয়াছেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সকলেই বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিত; কেহ কেহ ইংরাজদিগের প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল। অথচ লাহোরের অধীশ্বর যাহাতে গবর্ণর-জেনারেলের অনুমিত বিষয়গুলি রীতিমত সম্পন্ন করেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে সেই সকল ব্যক্তি একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিত। কর্ণেল ওয়েডের বাধা-প্রদানে বা অনধিকার-চর্চায় তাহারাও ভীত হইয়াছিল।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালে যুবরাজ ও মন্ত্রী অতি উশৃঙ্খভাবে মহারাজ-প্রাসাদসম্পর্কীয় পারিবারিক মর্যাদা নষ্ট করিলেন। অতি নৃশংসতার সহিত পারিবারিক নিয়ম ভঙ্গ হইল। ভীত, চকিত প্রভু কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই, চৈৎ সিংহকে হত্যা-করা হইবে, সেই সংকল্পে তাঁহাকে জাগ্রত করা হইল।[২] কর্ণেল ওয়েডকে স্থানান্তরিত করায়, পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া বৃটিশ-বাহিনী পরিচালনার সুযোগ উপস্থিত হয়। কর্ণেল ওয়েডের স্থানান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য উপায়ে বৃটিশ সৈন্য পরিচালনার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইল।

গবর্ণর-জেনারল এক কল্পনা স্থির করিলেন। ইতিপূর্বে বহুসংখ্যক ভারতীয় ইংরাজ-সৈন্য সা-সুজা সমভিব্যাহারে কাবুল গমন করিয়াছিল। তাহারা বোলান পাশের মধ্য দিয়া প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া, পেশোয়ারের মধ্য দিয়া প্রত্যাগমন করিবে, গবর্ণর-জেনারেল তাহা স্থির করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল লাহোরে রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন; তখন পত্রাদি বিনিময়ে এ বিষয় সুস্থির না হইলেও, মহারাজ মৌখিক ব্যবহারে এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন।[৩] মহারাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য, নূতন মহারাজের অভিনন্দন মানসে, এবং সর্বশেষে গজনী বিজয়ীদিগের সহিত লর্ড কীনের প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে ব্যবস্থা স্থির করিতে, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মি. ক্লার্ক দূত রূপে প্রেরিত হইলেন। যুবরাজ এবং মন্ত্রী পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ছিল; অধিকন্তু ক্ষমতা লাভের জন্য উভয়ে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই পঞ্জাবের কেন্দ্রস্থলে বৃটিশ সৈন্যের

২। নাও নিহাল সিং এবং গোলাপ সিংহের ভ্রাতার উপস্থিতি সত্ত্বেও, গোলাপ সিং স্বয়ংই শোকাবহ ব্যাপারের অগ্রণী হন; তিনিই এই শোকাবহ কার্যের অভিনেতা। লাহোরে এরূপ অত্যাচারের—এরূপ ব্যভিচার সম্ভব হইতে পারে, তজ্জন্য লাহোর দরবারে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের দুঃখ প্রকাশ করিতে, কর্ণেল ওয়েড আগমন করেন; (Government to Col. Wade, 28th Oct, 1839) খড়্গ সিংহের পিতার অন্ত্যেষ্টি সময়ের ঘটনা উল্লেখ করিয়া, সতীদাহ প্রথা ইংরাজদিগের অনুমোদিত নহে, খড়্গ সিংহের নিকট মি. ক্লার্ক তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন।

৩। Government to Mr. Clark, 20th Aug. 1839.

উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের ভয়,—সৈন্যদল কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপরের ধ্বংস সাধন করিবে ; অথবা ঘৃণিত খড়্গ সিংহের সাহায্যার্থ উভয় পক্ষের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে। কিন্তু সৈন্যদলের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইতে পারে না, অথবা তাহাদের গতিরোধ করা যাইবে না। তাঁহারা ডেরা-ইসমাইল খাঁর দুর্গম পথে ইংরাজ সৈন্যের প্রত্যাগমনের পথ নির্দেশ করিলেন ; এবং তাঁহারা বিজ্ঞতার সহিত যে পথ নির্দেশ করিলেন, তাহাতে রাজধানী নিরাপদ রহিল। ইংরাজগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, ভবিষ্যতে ইংরাজ সৈন্য আর কখনও শিখ রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিবে না।[৪] শিখ-শাসনকর্তৃগণ এই নূতন সন্ধি ব্যবস্থাপকের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। সেই কার্যকুশল এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। পরিবর্তনের ফলে, কোন নূতন বিষয় উৎপত্তি অনিবার্য। যখন শিমলায় দূত প্রেরিত হয়, তখন গোপন অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, কর্ণেল ওয়েড স্বয়ং লাহোরের শাসন-কর্তৃগণের বিরাগভাজন হইয়াছেন। তৎসম্বন্ধে লর্ড কীনের নিকট উপর্যুপরি ক্রমাগত অভিযোগ হইতে লাগিল ; মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হেতু, তিনি কয়েকদিনের জন্য সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।[৫] ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কর্ণেল ওয়েড কাবুল হইতে প্রত্যাগমন করেন ; সেই সময়ে তিনি শিখ-রাজধানীতে উপনীত হন। তখন অনেকেই খড়্গ সিংহের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিতেছিলেন ; অথবা খড়্গ সিং যাহাতে প্রভুত্ব-ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তৎপক্ষে অনেকেই উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কর্ণেল ওয়েডকে ঘৃণা করিতেন। খড়্গ সিং তাঁহাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের আশায়, পাছে চির-শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করেন,—এই আশঙ্কায়, ধর্মানুষ্ঠানের ভাণ করিয়া তাঁহারা খড়্গ সিংহকে দূরে রাখিলেন; কর্ণেল ওয়েডের সহিত তাঁহার দেখা হইল না।[৬]

আফগানিস্থান আক্রমণকারী একদল ইংরাজ সৈন্য পরিশেষে আফগানিস্থানে স্থাপিত হইল। তখন বুঝা গেল, সাহায্য প্রদান ব্যতীত সা-সুজা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। স্থায়ী-সৈন্যসমূহের নানাবিষয়ে অভাব হইতে লাগিল। সুতরাং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে লুধিয়ানায় কর্ণেল ওয়েডের কার্যভার গ্রহণের পর, কাবুলে প্রেরণের

৪। Mr. Clerk to Government, 14th Sept 1839. ইংরাজ সৈন্য পুনরায় শিখ-রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিবে না,—এইরূপ নিশ্চয়তা প্রদানে গভর্ণর-জেনারেল সন্তুষ্ট হন নাই। (Govt to Mr. Clerk, 4th Oct. 1839)

৫। See particularly, Government, to Col. Wade, 29th Jan. 1840, and Col. Wade to Government, 1st April, 1840.

৬। Compare Moonshee Sahamut Alee's 'Sikh's and 'Afghan's', p. 543 &c. ; খড়্গ সিংহের প্রতি ইংরাজগণ যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ২৪৫ পৃষ্ঠায় "নোটে" যে মন্তব্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই দ্রষ্টব্য ; ইহা যে কাপ্তেন ওয়েডের স্বহস্তলিখিত—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি কর্ণেল ওয়েড, গবর্ণর-জেনারেলের সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ও অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে, পঞ্জাবের পরবর্তী ইতিবৃত্ত উৎকৃষ্ট না হইলেও, বর্তমান বৃত্তান্ত অপেক্ষা স্বতন্ত্র হইত। বৃটিশ-রাজ-প্রতিনিধি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিশ্বাসী, ন্যায়পরায়ণ এবং বহুজ্ঞ হইলে, প্রকাশ্যভাবে বাধা না জন্মাইয়াও, ভারতীয় রাজদরবারে তিনি এ কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

জন্য খাদ্যসামগ্রী এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি সাময়িক সাজ-সজ্জা সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সেই সকল দ্রব্যজাত ও সৈন্যদলের রক্ষার্থ, একদল সিপাহী সৈন্য প্রহরী-স্বরূপ প্রেরণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইল; কিন্তু শিখ-মন্ত্রী ও ভাবী উত্তরাধিকারী উভয়ে বলিলেন যে, কয়েক মাস পূর্বে যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, তৎসর্তানুসারে এরূপ কার্য কখনও হইতে পারিবে না। ভূতপূর্ব ইংরাজ-প্রতিনিধির প্রতি তাঁহারা বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে বিদেশীয় সৈন্যের গমনাগমনের জন্য দেশ রাজপথে পরিণত করার প্রস্তাবে, তাঁহারা আরও কুপিত হইলেন; সকলেই একবাক্যে সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল। প্রধানতঃ কর্ণেল ওয়েডের দুর্নাম রটনায় এবং তাঁহার অপমানের জন্য বিচ্ছিন্ন বৃটিশ সৈন্যের সাজ-সজ্জা যুদ্ধোপকরণাদি প্রেরণের উদ্যোগে বাধা প্রদানে সাহসী হইল। এক্ষণে কাবুল অভিমুখে গমনের জন্য সুগম পথ সর্বদা উন্মুক্ত রাখিবার আবশ্যকতা গবর্ণর-জেনারেল উপলব্ধি করিতে পারিলেন; লাহোরের কলহপ্রিয় বিভিন্ন দলের তৃপ্তি বিধানের জন্য তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া, তথা হইতে প্রতিনিধিকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ধীয়ান সিং এবং যুবরাজ উদ্দেশ্য সাধনে হতাশ হইলেন। সঙ্গীন-হস্ত প্রহরী সৈন্যদিগকে স্বপথে অগ্রসর হইতে কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না; তখন গবর্ণর জেনারেল তাঁহদের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।[৭] ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে মি ক্লার্ক, পঞ্জাবের সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ-স্থাপন সম্পর্কীয় কার্যাভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শিক্ষিত এবং বহুগুণে ভূষিত ছিলেন; আবশ্যকীয় সাময়িক কার্যাদি সম্পাদনের তিনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। সিন্ধুদেশ শাসনাধীনে রাখিয়া যখন আফগানিস্থান আক্রমণ করাই অভিপ্সিত হইয়াছিল, তখন যে কারণে কর্ণেল ওয়েডের দৌত্যকার্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান বলিয়া অনুমিত হয়, এক্ষণেও সেই কারণেই মি. ক্লার্কের দৌত্যও ভারতে ইংরাজদিগের অনিশ্চিত শাসন--নীতির পক্ষে বিশেষ মঙ্গল-বিধায়ক হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ, কর্মচারিদ্বয় উভয়েই তৎসাময়িক শিখ শাসনকর্তৃগণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এবং ইংরাজদিগেব স্বার্থনীতির বশবর্তী হইয়া তাঁহাৎা সকল কার্য নির্বাহ করিতেন,—তখন সর্ববিষয়ে সেইরূপ ভাবই প্রকাশিত হইত।

এইরূপে শিখ-শাসনকর্তা এবং গবর্ণর জেনারেল উভয়েই তৎকালিক উদ্দেশ্য সাধন করিলেন। একপক্ষে মহারাজ উচ্চাভিলাষী পুত্রের তেজস্বীতায় ও বিজয়লাভে অত্যাধিক ভীত হইলেন; অন্যপক্ষে পঞ্জাব প্রদেশে বৃটিশ সৈন্যের অবাধ গতিবিধিতে তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার সহিত ইউরোপের পশ্চিমাংশকে বন্ধুত্বের

৭। এই সময়ে গবর্ণর-জেনারেল কলিকাতায় গমন করিতে ইচ্ছা করেন। তজ্জন্য শিখদিগের প্রিয় এবং নিজের অনুগ্রহভাজন একজন প্রতিনিধিকে সীমান্ত প্রদেশের কার্য নির্বাহের জন্য নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। তৎকালে লাহোরে যাঁহারা আধিপত্য লাভ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য একজন উপযুক্ত লোক সেই কার্যে নিযুক্ত হয়, -ইহাই গবর্ণর-জেনারেলের বাসনা। (**Goverment to Capt. Wade, 29th Jan. 1840.**)

চিরস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ করিবার কল্পনা তাহাতে কার্যপরিণত হওয়া সম্ভব, সেই ভাবনায় তিনি আকুল হইলেন। অতঃপর নিকট-সম্পর্কীয় ও অত্যাবশ্যকীয় অপরাপর কতকগুলি বিষয়ে ব্যবস্থা-বিধানে উভয় পক্ষের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। সিন্ধুনদে বাণিজ্য পোত পরিচালনার জন্য ইংরাজগণ, অধিকতর সুবিধাজনক বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিলেন। সিন্ধুনদের উপকূলে একটী বন্দর নির্ম্মাণের জন্য তাঁহারা পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, এই বন্দর সত্বরই বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিবে।[৮] যে সকল বাণিজ্য পোত সিন্ধুনদ ও শতদ্রুতে গমনাগমন করিত, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে, তাহদের উপর কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শিখগণ, ইংরাজদিগের পরিবর্তনশীল মতের অনুবর্তী হইল না; পণ্য বোঝাই পোতের উপর কর ধার্য না করিয়া, পণ্যের মূল্যানুসারে নির্দিষ্ট হারে তাহারা নিজেই বাণিজ্য শুল্ক স্থাপন করিল।[৯] এইরূপ নিয়ম অনুসৃত হওয়ায়, আর এক নূতন প্রথার সৃষ্টি হইল;—বাণিজ্যপোত অনুসন্ধানের ফলে, বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বাণিজ্য তরণীর উপর পুনরায় পরিবর্তিত হারে কর সংস্থাপিত হইল; কিন্তু এবারে খাদ্যদ্রব্য, কাষ্ঠ এবং পাথুরিয়া চুণ বোঝাই বাণিজ্য তরণী এ নিয়মের বহির্ভূত বলিয়া, তাহাদের উপর শুল্ক ধার্য হইল না।[10] কিন্তু গর্বমেণ্টের শত চেষ্টা সত্বেও, বৃহৎ সৈন্য দলের আকস্মিক সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও, সিন্ধুনদের বহুমূল্য বাণিজ্য প্রথা প্রবর্তিত করিবার আশা এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে কতকটা কারণ এই হইতে পারে যে,—প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুদেশ ও আফগানিস্থান মোটের উপর অনুর্বর প্রদেশ; তথায় অর্দ্ধ অসভ্য জাতির বাস; তাহাদের অভাবও সামান্য, আয়ও অতি অল্প। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বহুকালাবধি ভূ-ভাগীয় বাণিজ্যে অনেক মূলধন ব্যয়িত হইয়াছিল; উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরস্পর সেই বাণিজ্য-সূত্রে গ্রথিত ছিল। রাজপুতানায় প্রাচীন জনপদ সমূহে এবং মালোয়ার উর্বর প্রদেশেও এই বাণিজ্য কার্য চলিত; সেই বাণিজ্য প্রভাবে বহুসংখ্যক

৮। Government to Mr. Clerk, 4th May, 1840. সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার কল্পনা স্থির করিয়া, উপকূল স্থানে বৃহৎ একটি বাণিজ্য বন্দর নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজগণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। (Government to Capt. Wade, 5th Sept. 1836,)

৯। Mr. Cleark to Government of India, 19th May and 18th Sept. 1939, and Goverment to Mr. Clerk, 20th Aug. 1839. For the Agreement itself, see Appendix vi.

১০। Mr Clerk to Government, 5th May, and 15th July, 1840. For the Agreement itself, see Appendix xvi. বংশখণ্ডগুলি কাষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে পরবর্তী সময়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণের সহিত সময়ে সময়ে বাদানুবাদ হইত। ধান চাউল শস্যাদির "(Grain)" অন্তর্ভুক্ত কিনা, তদ্বিষয়েও অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিত; ভারতে এইগুলি শস্যাদির অন্তর্ভুক্ত নহে। তদ্রূপ "Corn" শব্দের বিলাতে নির্দ্দিষ্ট অর্থ থাকায়, আধুনিক শব্দ "Bread-stuff" বা 'খাদ্য দ্রব্য' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

উষ্ট্র ও কৃষ্ণবর্ণ মেষপালক জাতির জীবিকা-সংস্থান হইয়াছিল। যে রাজ্যে বহুকাল হইতে রাজনৈতিক বিবাদ-ব্যবচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে, তথাকার বিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণের চির-প্রচলিত পরিমিত প্রথার পরিবর্তন সাধন করা সময় সাপেক্ষ; সুতরাং ইংরেজোচিত বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির পরিবর্তে প্রাচ্য-গৌরবের কেন্দ্রস্থলরূপে এক বাণিজ্যবন্দর প্রতিষ্ঠার কল্পনা, ঘোষণা দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল।[১১]

জাম্মুর ক্ষমতাশালী রাজার ধ্বংস সাধন করাই নাও নিহাল সিংহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; জাম্মু-রাজ সমুদায় রাজশক্তি গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন; পঞ্জাবের বিভিন্ন প্রদেশে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাঁহার অধিকারে ছিল। তদ্ব্যতীত ইরাবতী ও বিতস্তা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী পার্বত্য জনপদ সমূহে এবং লুদাকে তিনি আংশিকরূপে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। মাণ্ডি এবং কাঙ্গরার পারিপার্শ্বিক রাজপুত-রাজগণ স্বীকৃত রাজস্ব প্রদানে পুনঃপুনঃ বিলম্ব করিতেন। সেই অছিলায় জাম্মুরাজ পূর্ব-প্রদেশীয় পার্বত্য রাজ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই দুর্গম পর্বতশ্রেণী মধ্যে তাঁহার সৈন্যদল গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইল; সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি পুনঃপুনঃ অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি জাম্মুর উত্তর-পূর্বাংশে একদল সৈন্য স্থাপন করিলেন; এই সৈন্যদল লাহোর হইতে আগত সৈন্যের সহিত সমবেত হইয়া, পরস্পর সাহায্য করিতে পারিবে—তাহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সুচতুর সেনাপতি ভেন্টুরা এবং রণকুশল যুবকরাজা অজিৎ সিং সিন্ধানওয়ালা, এই সৈন্যসমূহের সেনাপতি মনোনীত হইলেন। কিন্তু কেহই রাজা ধীয়ান সিংহের মঙ্গলাকাঙ্খী কিংবা তৎপ্রতি অনুরক্ত ছিলেন না।[১২] সুতরাং সেই রাজগণকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে রাখা সম্বন্ধে অপরিণত-বয়স্ক যুবরাজের কল্পনা বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু লাহোররাজ্যের এবং পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত কাবুল রাজ্যের সীমা নির্দেশ সম্বন্ধে ইংরাজকর্তৃপক্ষীয়গণের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার সকল মন্ত্রণাই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এই সময়ে দোস্ত মহম্মদ সৈন্যাভিযানে প্রস্তুত হইতেছিলেন; সেই আক্রমণ ভয়ে খোরাসানের ইংরাজ-শাসনকর্তৃগণ কম্পিত হইলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহারা যে শত্রুভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, সেই শত্রুর আত্মসমর্পণের পথ সুগম হইয়া আসিল। দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, এহং কলহপ্রিয় রাজগণকে সা-সুজার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে উৎসাহিত করিতেছেন,—যুবরাজ সেই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন; ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার আরও মনোমালিন্য ঘটিল। সে সকল রাজ্যের

১১। যাহা হউক, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জলন্ধর-দোয়াব রাজ্যভুক্ত হইলে, পুনরায় সমীক্ষা আরম্ভ হয়। তখন সকলেরই আশা ছিল যে, হুসিয়ারপুর বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল স্বরূপ হইবে; কিন্তু সে আশাও বিফল হয়। ইংরাজ শাসনের ভাবী উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া, অনেক সহৃদয় ব্যক্তির অপূর্ণ আশার নানা নিদর্শন ভারতের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ-শাসনে বস্তুতঃই বিবিধ নীতি এবং আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা সত্য; কিন্তু অতি ধীরে এবং পরিশ্রম সহকারে বিবিধ উপায়ে শাসনপ্রণালী প্রবর্তন করা আবশ্যক।

১২। Compare Mr. Clerk to Government, 6th Sept. 1840.

বিষয় সন্ধিপত্রে উল্লেখিত হয় নাই, অথবা যাহা প্রকাশ্যরূপে লাহোরের অধিকারভুক্ত নহে সা-সুজা সেই সকল রাজ্যের অধিকার-স্বত্বের দাবী করিলেন। সা-সুজার কার্যে যে সকল ইংরাজকর্মচারিগণ ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারাও যে বিজেতা শিখদিগের স্বত্ব অপেক্ষা, দুরাণিদিগের স্বত্বই অধিকতর বলবৎ বিবেচনা করিয়াছিলেন,—তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে, পেশোয়ার প্রদেশ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সা স্বতন্ত্ররূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন ; এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি সর্তানুসারে তাহাতে লাহোরাধিপতির স্বত্বাধিকার জন্মিয়াছিল ; এক্ষণে পার্থক্য-বিধায়িনী নদীর তীর-ভূমিতে সেই প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করার প্রস্তাব চলিতে লাগিল।[১৩] নাও নিহাল সিংহের মোহরাঙ্কিত দলিলাদি প্রদর্শিত হইল ; দোস্ত মহম্মদকে অঙ্গীকৃত অর্থ সাহায্য প্রদানের বিষয়ও তাহাতে উল্লেখিত ছিল। বিশ্বাসঘাতকতা-মূলক সকল অভিযোগই দূর হইল বটে ; কিন্তু তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর জাল সাব্যস্ত হইল। পঞ্জাবের বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি স্বীকার করিলেন,—অপ্রকাশ্য ও রাজদ্রোহমূলক উপায়াবলম্বন করা, স্বাধীন ও অকপট সরল বিশ্বাসী শিখগণের স্বাভাবিক বৃত্তি নহে।[১৪] এই সময়ে খিলিজী-বংশীয় রাজোদ্রোহিগণ পেশোয়ারের সন্নিকটে কোহাট নামক স্থানে সুলতান মহম্মদের জায়গীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ; তাহারা নিকটবর্তী হওয়ায়, স্বেচ্ছাচারী সা এবং তাঁহার সাম্যনীতি অনুসরণকারী মিত্র ইংরাজদিগের বিসদৃশ শাসনকার্যে বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। বারুকজায়ী শাসনকর্তা সুলতান মহম্মদ খাঁ, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লুধিয়ানায় প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন।[১৫]

এক্ষণে দেখা গেল, নাও নিহাল সিং ইংলণ্ড হইতে যে বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সে সকল দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি পিতামহের প্রিয়তমগণের সীমাতিক্রান্ত ক্ষমতার উচ্ছেদ-সাধনে উদ্যোগ করিতেছেন। এই সময়ে মহারাজের মৃত্যুকাল ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছিল। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, অতিরিক্ত মাদকদ্রব্য সেবনে এবং পুত্রের কু-সন্তানোচিত নিষ্ঠুরতায়, অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু এরূপ অযোগ্য ও দুর্বলচেতা শাসনকর্তাকে কেহই গ্রাহ্য করিত না। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে ৩৮ বৎসর বয়সে খড়্গ সিংহের

১৩। See particularly Sir Wm. Macnaghten to Government, 24th, Feb. and 12th March, 1840.

১৪। Government to Mr. Clerk, 1st Oct. 1840. and Mr. Clerk to Government, 9th Dec. 1840. কর্ণেল ষ্টিনব্যাকের গ্রন্থও দ্রষ্টব্য। ('Punjab,' p. 23) তিনি বলেন যে, ইংরাজদিগের উচ্ছেদ সাধন মানসে, যুবরাজ নেপাল এবং কাবুলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি হয়তো ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, জাম্মুর রাজগণকে ধ্বংস করিয়া, পঞ্জাবের অধিপতি হওয়াই, নাও নিহাল সিংহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

১৫। Governmet to Mr. Clerk, 12th Oct , and Mr. Clerk to Government, 14th May, 10th Sept. and 24th Oct. 1340.

মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়স অধিক না হইলেও, তিনি অকালে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, নাও নিহাল সিং, রাজা বলিয়া বিঘোষিত হইলেন, এবং রাজশক্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু যে দিন মনিমাণিক্যখচিত চাকচিক্যশালী রাজমুকুটে তাঁহার মস্তক পরিশোভিত হইল, সেই দিনই তিনি নিহত হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্ঠি চিতা-সজ্জার শেষ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া, গোলাপ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত সিংহদ্বারের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন; এমন সময় সেই অট্টালিকার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; মন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল; নাও নিহাল সিং এত গুরুতর আঘাত পাইলেন যে, কিছুকাল অজ্ঞানবস্থায় থাকিয়া রাত্রেই প্রাণত্যাগ করিলেন। নাও নিহাল সিংহকে নিহত করিবার জন্য জাম্মুর রাজগণ এইরূপ অভিসন্ধি করিয়াছিলেন কিনা,— তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কিন্তু তাঁহাদিগকে এ দোষ হইতে মুক্ত করা, নিতান্ত দুঃসাধ্য; এ পাপকার্য যে তাহাদের দ্বারা সম্ভব, তাহাও নিশ্চিত। আত্মরক্ষাই দোষখালনের একমাত্র হেতু। কারণ যুবরাজ তাঁহাদিগের অবনতির জন্য, এবং সম্ভবপর হইলে, তাঁহাদিগের ধ্বংস-সাধন-কল্পে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[১৬] এইরূপে বিংশতি বৎসর বয়সে নাও নিহাল সিং নিহত হইলেন; সকলেই আশা করিয়াছিল, তিনি একজন সুদক্ষ ও বীর্যবান শাসনকর্তা বলিয়া পরিচিত হইবেন। যদি অকালে তাঁহার জীবন সংহার না হইত, এবং স্বার্থ-নীতি অনুসারে যদি ইংরাজগণ তাঁহাকে কতকাংশে অগ্রণী বলিয়া স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে সিন্ধুদেশ ও আফগানিস্থানে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তৃত হইত। এমন কি, হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়াও তিনি আপন লালসা পরিতৃপ্তির প্রচুর সুযোগ পাইতেন। পরিশেষে হয়তো আত্মশ্লাঘা করিয়া বলিতেন, ভারতের নবজীবন প্রাপ্ত কৃষীজীবিগণ কর্তৃক মামুদ এবং তাইমুরের লুণ্ঠনের ও অত্যাচারের সম্পূর্ণ প্রতিফল প্রদত্ত হইয়াছে।

শিখ-রাজমন্ত্রী এবং ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি সৎস্বভাব সম্পন্ন বিষয়াসক্ত শের সিংহকে পঞ্জাব সিংহাসনাধিরোহণের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। যখন মহারাজের মৃত্যু হয়, এবং তৎপুত্র নিহত হন, তখন শের সিং স্থানান্তরে ছিলেন; এক্ষণে যাহাতে শের সিং ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ সমবেত করিবার যথেষ্ট সময় ও অবসর প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য ধীয়ান সিংহ শেষোক্ত ঘটনাটি যতদিন সম্ভব গোপন রাখিলেন। তৎকালে যাহা সংঘটিত

১৬। Compare Mr. Clerk to Government, 6th, 7th and 10th Nov. 1840. ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মিঃ ক্লার্ক লর্ড এলেনবরার জন্য যে সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করেন তাহাতে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জেনারেল ভেণ্টুরার মতে দৈবঘটনাক্রমে সিংহদ্বার পতন হইয়াছিল। বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে, লেফটনাণ্ট কর্ণেল ষ্টিনব্যাকের "পঞ্জাব" নামক গ্রন্থ (p. 24) এবং ম্যাজর স্মিথের "লাহোরের রাজবংশ" ('Reigning family of Lahore', p. 35. &c.) নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। কাপ্তেন গার্ডনার নামক জনৈক চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষকারী ইংরাজ দলপতির বর্ণনা ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, শেষোক্ত গ্রন্থখানি লিখিত। তিনি কিছুকাল তথায় উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার প্রমাণ-সংগ্রহ, রাজা ধীয়ান সিংহের প্রতিকূল বলিয়া বোধ হয় না।

হইয়াছিল, তাহাতে সর্বসাধারণের স্বতঃই উত্তেজনা বৃদ্ধি সম্ভব জানিয়া, সীমান্ত প্রদেশে শাসন-সংরক্ষণের সুব্যবস্থার জন্য ইংরাজ প্রতিনিধি তাঁহাকে পুনঃপুন আদেশ করিতে লাগিলেন।[১৭] কিন্তু শের সিংহের বংশ ও জন্ম বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল; তাঁহার প্রভুত্ব-ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল; তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না। জাম্মুর রাজগণ অধিকাংশ শিখ-সামন্তের বিশেষ ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছিলেন। অতএব খড়্গসিংহের বিধবা পত্নী এবং মৃত যুবরাজের মাতা চাঁদ কৌর স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি (অভিভাবিকা) নিযুক্ত হইয়া, সমুদায় রাজকার্য চালাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, অকস্মাৎ অজানিত-ভাবে কার্য সমাধা হইল; কিন্তু যাহারা তাঁহার এ কার্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, তৎকালে তাহারা কেহই তাঁহাকে বাধা দিল না, কিংবা কোন আপত্তি করিল না। কতকগুলি খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন বটে; কিন্তু রণজিৎ সিংহের নিকট সম্পর্কীয় এবং স্ববংশজাত 'সিন্ধানওয়ালা' রাজবংশই প্রধানতঃ তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। প্রাপ্ত-যৌবন হীরা সিংহের স্বত্বাধিকার বলবৎ করিবার জন্য এই রমণী তাহাকে পোষ্য গ্রহণের প্রস্তাব করেন; বৃদ্ধ মহারাজ প্রকৃত পক্ষে তাহাকে পোষ্যরূপে গ্রহণ না করিলেও, সামাজিক প্রথানুসারে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনরায় স্বীয় কন্যা গর্ভবতী বলিয়া ঘোষণা করিয়া, তিনি পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন দলপতিগণকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিলেন। তখন শের সিংহের বিবাহ-প্রস্তাব করিয়া, একদল সেই রমণীকে দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু অবজ্ঞা প্রকাশে চাঁদ কৌর এ বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অপর পক্ষ অধিকতর ন্যায্য কারণ দর্শাইয়া বলিলেন, উত্তর সিং সিন্ধানওয়ালাই যোগ্য ব্যক্তি; কারণ এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইলে, উত্তর ভারতের প্রচলিত সামাজিক প্রথানুসারে, পরিবার মধ্যে তিনি সম্মানসূচক উচ্চ-পদ লাভ করিতে পারিবেন। যাহা হউক, মহারাজের বিধবা পত্নী, রাজ্যাধিকারে আপনার স্বত্ব বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিলেন, কয়েক সপ্তাহ অতীত হইলে, এইরূপে পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইল,—প্রথমতঃ, "মায়ি" অথবা "মাতা"—প্রধানতঃ শাসনকর্ত্রী বা নাও নিহাল সিংহের ভাবী সন্তানের অভিভাবিকা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন; দ্বিতীয়তঃ, শের সিংহ—সহকারী প্রতিনিধি বা অভিভাবক অথবা মন্ত্রী-সভার সভাপতি; তৃতীয়তঃ ধীয়ান সিং—উজীর অথবা শাসনবিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই বিধি-ব্যবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিছুকাল পরে ধীয়ান সিং এবং শের সিং উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাহোর হইতে স্থানান্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের সহিত তৎকালে বহু কার্য উপস্থিত হইয়াছিল; সে কার্যনির্বাহে, একজন ভাবিলেন, তিনিই একমাত্র সক্ষম। তাহার আশা রহিল, সুচারুরূপে সে কার্য নির্বাহিত হইলে, সাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মিবে যে, শাসন-দণ্ড পরিচালনায় তাঁহার সাহায্যই একমাত্র আবশ্যক। দ্বিতীয় ব্যক্তি,

১৭। Compare Mr. Clerk to Government, 7th Nov.1840, and also Mr. Clerk's Memorandum of 1842.

পরন্তু উভয়েই, উপহার ও অধিক বেতন প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া, সৈন্যদিগের সাহায্য প্রাপ্তির আশায় পরোক্ষে প্রচ্ছন্ন-ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; আবশ্যক হইলে, বলপ্রয়োগ দ্বারা কার্য-সিদ্ধ হইতে পারিবে, তাহাদের মনে তখন সেই ভাবের উদয় হইল। কিন্তু যেরূপ ঘৃণার সহিত শের সিংহের পৈতৃক স্বত্ব উপেক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে মন্ত্রীবর তৎপ্রতি সন্দিহান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, অধিকতর উপযোগী উপায়ান্তর আবশ্যক হইবে কিনা। তদনুসারে, ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ কখনও যে-বিষয় অবগত ছিলেন না, তাহা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল;—কাবুলের সিংহাসনে সা-সুজাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা-কল্পে যখন পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়, তাহার কয়েক মাস পূর্বে রণজিৎ সিংহের প্রিয়তমা মহিষী অথবা উপপত্নী রাণী জিন্দান, দলীপ নামক এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন।[১৮]

বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি (গবর্ণর জেনারেল) কখনও মায়ি চাঁদ কৌরকে তাঁহার স্বামী ও পুত্রের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী অথবা তাঁহাদের রাজ্যের অধিশ্বরী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পরন্তু ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের দ্বারা উভয় রাজ্যের রাজকার্য নির্বাহ সম্পর্কে গবর্ণর জেনারেল তাঁহার রাজ্যকে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন; যাহা হউক, পঞ্জাবে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য গবর্ণর-জেনারেল বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। আফগানিস্থানের কার্যাবলীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দোস্ত মহম্মদ এই সময়ে সিংহাসন-প্রাপ্তির চেষ্টা করেন; একমাত্র ইংরাজসৈন্য সাহায্যে তাঁহার সম্মুখীন হওয়ার দৃঢ় সংকল্পে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের আবশ্যক হইল; সুতরাং খড়্গ সিংহের মৃত্যুর পূর্বেই তিন সহস্র সৈন্য কাবুল গমনোদ্দেশ্যে ফিরোজপুরে পৌঁছিয়াছিল।[১৯] লাহোরের গৃহবিবাদে এই প্রবল সৈন্য-স্রোতের গতি প্রতিহত হয় নাই; কিংবা তাহারা তথায় বিলম্ব করিবার অবসর পায় নাই। নির্বিবাদে সৈন্যগণ ক্রমাগত যাত্রা করিতে লাগিল, পেশোয়ারে উপনীত হইয়া তাহারা দেখিল, দোস্ত মহম্মদ বন্দী হইয়াছেন। একদল অবসর প্রাপ্ত সৈন্য দ্বারা প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজ্যচ্যুত আমীর, পঞ্জাবের মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তখন শের সিং লাহোরের দুর্গ অবরোধ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন; তথাপি তিনি পূর্ব হইতেই বিজ্ঞতার সহিত শিখ-রাজ্যের সীমার পরপারে ইংরাজ সৈন্যের গমনাগমনের পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মুসলমান জাতিগুলিও সম্পূর্ণরূপে অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং ইংরেজ

১৮। Compare Mr. Clerk to Government, of dates between the 10th Nov. 1840, and 2nd Jan. 1841. উল্লিখিত পত্রাদি ব্যতীত, প্রধানতঃ ১১ই ও ২৪শে নভেম্বর এবং ১১ই ডিসেম্বর পত্রগুলিও দ্রষ্টব্য। দলীপ নামক কোন বালকের অস্তিত্ব বিষয়ে যে, ইংরাজ কর্মচারিগণ কিছুই অবগত ছিলেন না,—তাহা সত্য বলিয়া অনুমান হয়।

১৯। Government to Mr. Clerk, 1st and 2nd Nov. 1840, and other letters to and from that functionary.

সেনাপতি অন্য উপায়ে গৃহবিচ্ছেদের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না ; কেবল সংবাদ-লেখকদিগের প্রচারে এবং লোকমুখে সেই সমুদায় তাঁহার নিকট ব্যক্ত হইল।[২০]

বস্তুতঃ লাহোরের সিংহাসনে কে উত্তরাধিকারী হইবে তৎসম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোনই ঘোষণা প্রচার করিলেন না। কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, শের সিংহই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তখন মায়ি চাঁদ কৌরের মন্ত্রিগণ বুঝিতে পারিলেন, রাজা ধীয়ান সিংহের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, যুবরাজ অপ্রকৃত সত্বাধিকারে, এবং ইংরেজদিগের প্রভুত্ব-ক্ষমতায় বাধা প্রদান করা অসম্ভব। ধীয়ান সিং কোন সময়ে মহারাণীর প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। গোলাপ সিং সর্বাপেক্ষা চতুর ও বিচক্ষণ ছিলেন। বিচক্ষণ রমণীর স্বাভাবিক জটিল শাসন প্রণালী, তিনি আপন পরিবারের উন্নতিপক্ষে সুবিধাজনক বহু বিষয় বর্তমান দেখিলেন। বস্তুতঃ পক্ষপাতিত্ব দোষে কলুষিত এবং শিখ ধর্মের অনুবর্তী সাধারণ-জ্ঞান-বিশিষ্ট রাজগণের শাসনে এ সকল দোষ কিছুই বর্তমান থাকিতে পারিত না। কিন্তু মায়ির মন্ত্রীগণ সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত অবস্থায় থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ধীয়ান সিংহ দূরে থাকিয়া উপযুক্ত সময়ে সাহায্য প্রদান করিতেন বলিয়া, গোপনে শের সিংকে আশ্বাস দিলেন। এ দিকে, যুবরাজ আপন সিংহাসন-প্রাপ্তির সম্বন্ধে ইংরাজ-প্রতিনিধির মতামত জানিতে চাহিলেন। ইংরাজগণ তদ্বিষয়ে উত্তর প্রদান করিলেন ;—ইংরেজ প্রতিনিধি তাঁহাকে নিশ্চিত জানাইলেন,— যাঁহারা বত্রিশ বৎসর কাল শিখদিগের সহিত মিত্রত-সূত্রে আবদ্ধ, তাঁহারা পঞ্জাবে কেবল দৃঢ়-শাসন-নীতি প্রবর্তন দেখিতে বাসনা করেন ; যুবরাজ এইরূপ উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন।[২১]

মন্ত্রীর সাহায্যে শের সিং কয়েকটি সৈন্য-বিভাগ হস্তগত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যদি তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া তাহাদের সেনাপতি হইতে পারেন, তাহা হইলে, সমগ্র সৈন্য বিভাগই তাঁহার পক্ষ সমর্থনে দণ্ডায়মান হইবে। যুবরাজ অথবা তাঁহার প্রিয় অনুচরগণের ব্যগ্রতায় সকল কার্যই অনতিবিলম্বে সংঘটিত হইল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী যখন তিনি অকস্মাৎ লাহোর আক্রমণ করিলেন, তিনি দেখিতে পাইলেন ধীয়ান সিং তখনও জাম্মু হইতে আসিয়া পৌছেন নাই ; পরন্তু তাঁহার অব্যবস্থিত মন্ত্রণায় বিনীতভাবে মন্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা অপেক্ষা, রাজ্যের সর্ববিদিত অধিষ্ঠাত্রী রাজ্ঞীর অনুকূলে যুদ্ধ করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া গোলাপ সিং, সুসজ্জিত হইয়া আছেন। কিন্তু শের সিং আর অধিকক্ষণ প্রভুত্ব-শক্তি পরিচালনা করিতে পারিলেন না ; তাহার আর কোন ক্ষমতা রহিল না। নিজেও আর ধৈর্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। সুতরাং অনতিবিলম্বেই প্রবল সৈন্যদল দুর্গ ভগ্ন করিতে অগ্রসর হইল। গোলাপ সিং কিছুকাল

২০। দক্ষ এবং সুচতুর কর্ণেল হুইলার কর্তৃক প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদল পরিচালিত হইয়াছিল। আফগান এবং শিখ-যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহার নাম সাধারণের বিশেষ পরিচিত।

২১। See Mr. Clerk's letters to Government of Dec. 1840 and Jan. 1841, generally that of the 9th Jan.

প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন, এবং তাহাদিগকে শত্রুতাচারণ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু তাহাতে কোনই ফললাভ হইল না। ১৮ই জানুয়ারী ধীয়ান সিং এবং প্রধান প্রধান রাজগণের অনেকেই আসিয়া পৌছিলেন ; দুই দলে বিভক্ত হইয়া, তাঁহারা কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিলেন। পরিশেষে বিবাদ মীমাংসা হইয়া গেল ; মায়িকে সকলেই বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু শের সিং পঞ্জাবের মহারাজ বলিয়া ঘোষিত হইলেন, ধীয়ান সিং শেষ বার সাম্রাজ্যের উজীর-পদ লাভ করিলেন ; মাসিক এক টাকা হারে স্থায়ীরূপে সৈন্যদিগের বেতন বর্দ্ধিত হইল। সিন্ধানওয়ালাগণ বুঝিল, তাহারা নূতন মহারাজের অপ্রিয়ভাজন হইবে। উত্তার সিং ও অজিত সিং সর্ব প্রথমে নানা উপায়ে রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া, পরিশেষে ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লেহনা সিং নামক আর একজন প্রধান ব্যক্তি কুলু এবং মণ্ডির পার্বত্য প্রদেশে যে ক্ষুদ্র সৈন্যদল পরিচালনা করিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে রাজধানীতেই রহিলেন।[২২]

শের সিংহকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে, সৈন্যগণ স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সৈন্য-রূপে তাহাদিগকে পরিচালনা করিবার অথবা প্রজারূপে তাহাদিগকে শাসন পালন করিবার ক্ষমতা তাঁহার আদৌ ছিল না। সুতরাং তাঁহার অক্ষমতা বুঝিয়া, এবং আপনাদিগের ক্ষমতায় ও বীরত্বে বিশ্বাসবান হইয়া, যে সকল কর্মচারিগণ তাহাদিগের শত্রুতাচরণ করিয়াছিল অথবা সৈনিকবিভাগের হিসাব-নিকাশকারী যে সকল কর্মচারী প্রতারণাপূর্বক তাহাদিগকে বেতনলাভে বঞ্চিত করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা তৎপ্রতিফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। তাহার বহু ঘর বাড়ী লুণ্ঠন করিল, কতকগুলি নির্দোষ ব্যক্তি নিহত হইল। কয়েক-জন ইউরোপীয় কর্মচারী তাহাদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন ; সহৃদয় ও সৎস্বভাবসম্পন্ন উদার-চেতা জেনারেল কোর্ট প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন ; ফক্স নামক একজন সাহসী ইংরাজ যুবক অতি নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। একমাত্র রাজধানীর সৈন্যগণের মধ্যেই এই অত্যাচার-উত্তেজনা আবদ্ধ ছিল না, অথবা কেবল পূর্বদিকের পার্বত্য প্রদেশেই ইহা বিস্তৃত হয় নাই ; পরন্তু কাশ্মীর ও পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র প্রদেশে সে অত্যাচার-উত্তেজনা স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত স্থানে তত্রত্য শাসনকর্তা মিহান সিং, সৈন্যগণ কর্তৃক নিহত হইলেন, এবং শেষোক্ত স্থানে জেনারেল এভিটেবাইল এত বিপদাপন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তিনি কার্য পরিত্যাগ করিয়া জালালাবাদে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিলেন।[২৩]

তখন সকলের বিশ্বাস জন্মিল যে, সৈন্যগণ কেবলমাত্র আপনাদের অনিষ্টের প্রতিফল প্রদান করিয়াই নিবৃত্ত হইবে না ; মনে হইল, তাহারা সর্বসাধারণের ঐশ্বর্য-সম্পদ-লুণ্ঠন করিবে, এবং রাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হইবে। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায়, শতদ্রুর উভয় পার্শ্বের অধিবাসীগণ, আভ্যন্তরীণ এক বিষম বিশৃঙ্খলা গণ্ডগোলের সম্ভবনায়

২২। See Mr. Clerk's letters, of dates from 17th to 30th Jan. 1841.

২৩। Compare Mr. Clerk to Government, 26th Jan., 8th and 14th Feb., 28th April, and 30th May, 1841.

পূর্ব হইতে সতর্ক হইয়াছিল; মালগুদাম লুণ্ঠনের আশঙ্কা করিয়া, অমৃতসরের ঐশ্বর্যশালী ব্যবসায়ীগণ পূর্ব হইতে ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। শের সিং অত্যাধিক ভয়ে আকুল হইলেন; তৎকর্তৃক যে শক্তি উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, যে শক্তির গতিরোধ করিতে তিনি অপারগ হইয়াছিলেন, সেই দুর্দ্দমনীয় শক্তির ধ্বংস সাধনে উদ্যোগী হইতে তিনি কাপুরুষের ন্যায় ইংরাজকে অনুরোধ করিলেন; সেই ইংরাজ প্রতিনিধির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি সন্দিহান হইয়া জানিতে চাহিলেন যে, এই অন্তর্বিবাদ-সূত্রে,তাঁহার রাজত্ব লোপের এবং ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা অবসানের কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে কিনা? ইংরাজ এই বিশৃঙ্খলা অতিশয় কৌতুহল ও উদ্বেগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে, যখন সহরাদি ও নগর সমূহ লুণ্ঠনের সম্ভবনা দেখিলেন, এবং জনপদ প্রদেশে অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত হইল, তখন সুসভ্য ও ক্ষমতাশালী রাজ-শক্তির কর্তব্য-প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে জাগরিত হওয়ায়, এই অত্যাচার-অবিচার নিবারণের জন্য উচ্চ রোল উঠিল; কিন্তু যে সকল উপায়ে সে অত্যাচার দমনের বিষয় অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বিরুদ্ধধর্মাক্রান্ত ও পরস্পর-বিরোধী। এতৎ সত্বেও, সৈন্যগণের মধ্যে এক দিকে যেমন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, অন্য দিকে তেমনি রাজ্য বিস্তারের উৎকট লালসা বলবতী হইয়া উঠিল। সৈনিক-পুরুষ-হিসাবে শিখজাতির নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে কৃত্রিম বিশ্বাস তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইল; জাম্মুর রাজগণের পার্বতীয় সৈন্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল; তৎকালে, একমাত্র জাম্মুর সর্দারগণই কর্মচারী ও ভৃত্যগণকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়দিগের ধারণা,—কৃষিজীবি শিখজাতি হঠাৎ এইরূপ প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে; এবং ধর্মহানির আশঙ্কায় উত্তেজিত ও উন্মত্ত না হইলে, তাহাদের বীরত্ব ও রণকুশলতা সন্দেহমূলক। কিন্তু রাজপূতদিগের একমাত্র প্রাচীন নামই, কতিপয় সাহসিক রাজার অল্পসংখ্যক অনুচরগণের সর্ববিধ বীরত্বব্যঞ্জক। সুতরাং ফিরুসহরের যুদ্ধ দিনের পূর্ব পর্যন্ত, ইংরাজ সদস্যদিগের মনে শিখদিগের সম্বন্ধে একটা ভ্রম ধারণা বদ্ধমূল ছিল; তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ হইয়াছিল।[২৪]

২৪। শিখসৈন্যের অনুপাতে জাম্মুর রাজগণের এবং পঞ্জাবের অপরাপর পার্বত্য রাজগণের সৈন্য-সংখ্যা গণনায় নানা ভ্রম দৃষ্ট হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী এবং ১৩ই এপ্রিল, মি. ক্লার্ক লিখিত গবর্ণমেণ্টের বরাবর পত্রে, তাহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ বৎসরের ৮ই ও ১০ই জানুয়ারী এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী, ১০ই ফেব্রুয়ারী এবং ২৩শে এপ্রিলের পত্রেও তাহার উল্লেখ আছে। মি. ক্লার্ক যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তিনি বলিয়াছেন, শিখজাতি পার্বত্য-অধিবাসীদের ভয়ে সন্ত্রস্ত; পার্বতীয়গণ শিখজাতি অপেক্ষ, অধিকতর সাহসী। শিখজাতি যে আফগানদিগকে দমন করিতে পারে নাই, রাজপুতজাতি সে আফগানদিগকে দমন করিতে সমর্থ। কিন্তু হয়তো তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, একশতাব্দীর মধ্যেই প্রাচীন রাজপুতগণ, উত্থানশীল গুর্খা ও মারহাট্টা উভয় জাতির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এমন কি, গঙ্গা হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত সমগ্র হিমালয় প্রদেশের বিজাতীয় রাজগণ, শিখদিগকে রাজস্ব প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে ইংরাজগণ কোন না কোন কার্য নির্বাহের জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। ইংরাজদিগের এক জন প্রতিনিধি কাবুলে সা-সুজাকে সম্রাট পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; এই সময়ে রণজিৎ সিংহের শেষ উত্তরাধিকারীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি বিশেষ সুবিধা পাইলেন। তিনি প্রচার করিলেন,—লাহোরের সহিত পূর্বে যে সন্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এইরূপে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া, তিনি পেশোয়ার আফগান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিলেন। এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিলেন বটে; কিন্তু শিখদিগের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার ভাব প্রকাশ না করিয়া, ভবিষ্যতে সিন্ধুতীরস্থ ডেরাজাত ও পেশোয়ার, হীনবল দুরাণী-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার আশায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উল্লাসিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন,—সিন্ধানওয়ালা সর্দারগণ এবং জাম্মুর রাজগণ কর্তৃক অনতিবিলম্বেই শিখরাজ্য নিশ্চয়ই দুই ভাগে বিভক্ত হইবে।[২৫] লাহোর সাম্রাজ্য এত শীঘ্র এইরূপ প্রণালীতে বিচ্ছিন্ন হইবে, শতদ্রু তীরস্থ ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি তাহা কখনও মনে করেন নাই। অপিচ আপান রণনৈপুণ্যে সৈন্যদলের শিক্ষা-চাতুর্যে এবং ইংরাজ নামের মহত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই, চতুর্গুণ অধিক বিদ্রোহী সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিতে, তিনি কেবমমাত্র দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে শিখরাজধানী অভি-মুখে যুদ্ধ যাত্রার মনস্থ করিলেন।[২৬] তাহার উদ্দেশ্য,—পঞ্জাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন, শের সিংহের স্থায়ী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা, শতদ্রুর পূর্ব তীরবর্তী রাজ্যখণ্ডে ইংরাজদিগের প্রভুত্ব বিস্তার, এবং সাহায্য প্রদানের পুরস্কার স্বরূপ চল্লিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করা। এতদুদ্দেশেই তিনি মুষ্টিমেয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, শিখ-সৈন্য-সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। যেরূপ ঔৎসুক্য ও ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে তাঁহারা অগ্রসর হইলেন, তাহাতে মহারাজ মনে করিলেন, প্রজাগণের হস্তেই তাঁহার মৃত্যু অবধারিত; মিত্রগণের হস্তেই রাজ্যনাশ অবশ্যম্ভাবী।[২৭] গবর্ণর জেনারেলও প্রকৃতপক্ষে শিখ-রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন

২৫। See especially Government to Sir Wm. Macnaghten, of 28th Dec. 1850 in reply to his proposals the 20th Nov. গবর্ণর-জেনারেল প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, কোন একজন নির্দিষ্ট রাজার সহিত সন্ধি হয় নাই; পরন্তু শিখরাজ্যের সহিতই সেই সন্ধি হইয়াছিল। যে পর্যন্ত এই মৈত্রতার কর্তব্য পালন ও দায়িত্ব অনুসারে কার্য হইবে, ততদিন ঐ সন্ধি-সর্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে:—গবর্ণর জেনারেলের এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বটে।

২৬। Mr. Clerk to Government, of the 26th March 1842.

২৭। যখন শের সিং মি. ক্লার্কের প্রস্তাব অবগত হন, কথিত হয়, তিনি কেবল একটি অঙ্গুলী গলদেশে স্থাপন করিয়া অঙ্গুলটি টানিয়া লইয়াছিলেন। তাহাতে বুঝা গেল, যদি তিনি তাঁহার মন্ত্রণায় সম্মত হন, তাহা হইলে শিখগণ তৎক্ষণাৎ তাহার জীবন সংহার করিবে। ইংরাজগণ সাহায্য প্রদানের জন্য প্রস্তুত, প্রথমতঃ ফকীর উজীজ উদ্দীনের নিকটই তাহা বিজ্ঞাপিত হয়। পরে সেই কার্যকুশল সন্ধি-প্রস্তাবক বলিলেন, যে এরূপ গুরুতর বিষয় কাগজ-পত্রাদিতে জানান হইলে, তাহাতে বিশ্বাস হইবে না; তিনি স্বয়ং গমন করিয়া শের সিংহকে এ কথা বলিবেন। উজীজ-উদ্দীন প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য, এইরূপ বিপজ্জনক মন্ত্রণা হইতে দূরে থাকাই মঙ্গল।

না; কিন্তু যদি মহারাজ স্বয়ং এবং শিখজাতির অধিকাংশ, ইংরাজদিগের এইরূপ মধ্যস্থতায় ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে গবর্ণর জেনারেল বল-প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।[২৮] অতঃপর লাহোর সন্নিকটস্থ সৈন্যগণের মধ্যে বিবাদ বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হইল। কিন্তু সকলেরই মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, রাজ্যলোলুপ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। শিখসৈন্যগণ বিদেশীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনার এত বিদ্বেষী ছিল যে, বিদেশীয়দিগের প্রভুত্ব প্রবর্তনের নিমিত্ত রাজ্যচ্যুত ভ্রাতার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন,—এই অপরাধে লেহনা সিং সিন্ধানওয়ালা, মণ্ডির পর্বতমধ্যে নিজ অনুচরগণ কর্তৃক বন্দী হইলেন।[২৯]

আর একটি কর্মচারীর গর্হিত কার্য-কলাপে শিখজাতির সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘৃণা আরও বৃদ্ধি হইল। ইনি পরে ইংরাজদিগের বন্ধুত্ব ও সাম্য-নীতি-ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সা-সুজার জন্য, ম্যাজর ব্রডফুট নামক একজন কর্মচারী, "স্যাপার" ও "মাইনর" নামক দুইটি বিভাগের জন্য সৈন্য সংগ্রহে নিযুক্ত হন। তখন ঐ সম্রাটের পরিবারবর্গ এবং পত্নীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে অন্ধ সা জুমান কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হওয়ায়, বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী বহু সংখ্যক প্রহরী সৈন্য পরিচালনার ভার, তাহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে শিখ সৈন্যের বিদ্রোহ-বহ্নি রাজধানী হইতে যখন প্রদেশ-সমূহে বিস্তৃত হইতেছিল, তখন তিনি পঞ্জাবে প্রবেশ করেন। এই সময়ে লাহোর গবর্ণমেণ্ট একদল মিশ্রিত সৈন্য অথবা মুসলমান সৈন্যকে প্রহরী স্বরূপ রাজপরিবারে অনুগমন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সৈন্যদলের সততা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া ম্যাজর ব্রডফুট ইরাবতী নদীতীরে নব-সংগৃহীত সৈন্য সাহায্যে নিরাপদে সম্রাটকে পরিচালনোদ্দেশ্যে প্রেরিত সৈন্যদিগের আক্রমণে বাধা প্রদানে প্রস্তুত হইলেন। সিন্ধুনদ অভিমুখে গমনকালে পথিমধ্যে আর এক দল সৈন্যের সহিত দেখা হইল বা তাঁহারা সৈন্যদলের অগ্রে গমন করিলেন। এই সৈন্যদলের প্রতি তাঁহার আরও অবিশ্বাস জন্মিল। তাঁহার বিশ্বাস হইল, এই সৈন্যদল তাঁহার শিবির লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে। তখন তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, সুকৌশলে সন্ধি-প্রস্তাব করিয়া এবং যথাসময়ে সৈন্যবিন্যাস দ্বারা, তিনি যুদ্ধ পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি আটক নামক স্থানে নদী অতিক্রম করিলেন। পারিপার্শ্বিক স্থান সমূহ এবং পেশোয়ার লুণ্ঠন করিয়া উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সৈন্যগণের মধ্যে তাঁহার উত্তেজনা-স্রোত এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, বাধা-প্রদানের জন্য তিনি নিজ শিবিরটি সম্পূর্ণরূপ সুরক্ষিত রাখিয়া নৌ-সেতু ভাঙ্গিয়া দিলেন। সমগ্র আফগানদিগকে রাজ্যের সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত

২৮। Government to Mr, Clerk, 18th Feb. and 29th March, 1842. বস্তুতঃ, গবর্ণর-জেনারেল এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, মি, ক্লার্ক স্বয়ং সৈন্য সাহায্যে বাধা প্রদানের প্রস্তাব করেন। মহারাজের এ বিষয়ে কোনই মত ছিল না।

২৯। Mr, Clerk to Government, 25th March 1841.

করিয়া, ম্যাজর তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ অনুমতির কোন ন্যায্য কারণ আছে বলিয়া অনুভব হয় না। এই সময়ে বিদ্রোহী সৈন্যের কতকগুলি প্রতিনিধি নেতৃবর্গের পরামর্শ সভা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল; তাহারা ইংরাজদিগের সুরক্ষিত সীমামধ্যে দণ্ডার্হ বলিয়া অনুমিত হওয়ায়, যখন তিনি তাহাদিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিলেন, তখন তাঁহার সেই সন্দেহের কারণ উপলব্ধি হইল। এই কার্য-প্রণালীতে জেনারেল এভিটেবাইল, পেশোয়ারের শাসনকর্তা এবং তত্রত্য এজেন্ট সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। একদল শিখ সৈন্য এই সময়ে সিন্ধু নদের অনতিদূরে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল; তাহাদিগের মনে ভয়-সঞ্চারের জন্য পূর্বের আদেশ অনুসারে একদল সুসজ্জিত সৈন্য, জেলালাবাদ হইতে অতি সত্বর প্রেরিত হইল। কিন্তু অতিরিক্ত সৈন্যের খাইবার পাশ নির্মুক্ত করিবার পূর্বেই, সার পরিবার ও অনুচর-বর্গ নির্বিঘ্নে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং এই সকল কার্যকলাপে কেবল শিখদিগের উত্তেজনা এবং তাহাদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহাতে শের সিং সুযোগ পাইয়া কলহপ্রিয় দুর্দমনীয় শিখ সৈন্যদিগকে জানাইলেন যে, পঞ্জাবের চতুর্দিকে ইংরাজ সৈন্যে পরিবেষ্টিত; তাহারা শিখদিগের সহিত যুদ্ধের জন্য সর্বদা সুসজ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে।৩০

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে, শিখসৈন্যের অমানুষিক অত্যাচার ও গর্হিত কার্য-প্রণালী সকলই নিবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু রাজ-ব্যবস্থার সহিত সৈন্যের যে সম্বন্ধ ছিল, এক্ষণে তাহার সকলই পরিবর্তিত হইল। সৈন্যগণ এক্ষণে আর অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ও সর্বসামঞ্জস্যব্যঞ্জক গবর্ণমেণ্টের শাসনাস্ত্র স্বরূপ নহে। তাহারা মনে করিত, পরন্তু জন-সাধারণের সেই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাহারা শিখজাতির প্রতিনিধি সম্প্রদায়,—তাহাদের সম্প্রদায়ই, 'খালসা' নামে অভিহিত; সর্বসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি বিধান কল্পে এবং শাসন-সংরক্ষণ ব্যাপদেশে তাহারা জাতি বা শত-যোধপতি একত্র সম্মিলিত। শিক্ষিত সৈন্য হিসাবে তাহাদের কার্যকুশলতা কতকাংশে বিনষ্ট হইয়াছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সৎপ্রবৃত্তি সমূহ তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায়, প্রকৃত শিক্ষার অভাব বিদূরিত হইয়াছিল। তাহারা নীতিসঙ্গত ও শৃঙ্খলাযুক্ত একতার কার্যকারিতা বুঝিতে পারিত। গোবিন্দ প্রবর্তিত সাধারণতন্ত্রের সাংসারিক সম্প্রদায়ের ন্যায়, তাহারা তাহাদের যুদ্ধ-সজ্জা ও যোদ্ধবেশেই আত্মাভিমান প্রকাশ করিত। সৈনিক পুরুষের ন্যায় যোদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, গোবিন্দের সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিনিধি সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হওয়াই, তাহারা শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে করিত। সাধারণ নিয়মানুসারে সচরাচর, সৈনিকপুরুষোচিত কর্তব্য পালনে, তাহারা যথাসম্ভব স্ব স্ব নির্দিষ্ট সেনাপতি বা নেতার আদেশানুবর্তী হইত, কিন্তু দেশের শাসনীতি সম্পর্কে প্রত্যেক বিভিন্ন বিভাগের ('ব্রাইগেড,' 'রেজিমেণ্ট'

৩০। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে এবং ১০ই জুন গবর্ণমেণ্টের বরাবর মিঃ ক্লার্কের পত্র। (Compare Mr. Clerk to Government, 25th May and 10th June, 1841.)

'ডিভিসন' প্রভৃতি) সৈন্য, এমন কি সমগ্র সৈন্যে পদ-মর্যাদা নিরূপণ করিতে হইলে, তাহা "পাঞ্চ" বা 'পঞ্চায়েৎ" নামক কমিটি অথবা কমিটিসমূহের একটি সভায় স্থিরীকৃত হইত। 'জুরি' বা পাঁচ জন বিভিন্ন ব্যক্তি লইয়া যে সভা গঠিত হইত, তাহাই 'পাঞ্চ' বা 'পঞ্চায়েৎ' নামে অভিহিত। প্রত্যেক সৈন্যদল ('ব্যাটালিয়ন' বা 'কোম্পানি') হইতে প্রধান প্রধান ব্যক্তি সেই সভার বা সম্মিলনের সদস্য নিযুক্ত হইতেন। মনোনয়নের সময় তাহাদের স্বভাব-চরিত্র আলোচিত হইত ; প্রকৃত-শিখ সৈন্য হিসাবে তাঁহাদের যোগ্যতা জনসাধারণ বিচার করিয়া দেখিতেন, অথবা স্ব স্ব গ্রামে তাঁহাদের কিরূপ প্রভুত্ব বর্তমান, এবং তাঁহারা কিরূপ ধর্মপরায়ণ, সেই সকল বিষয় বিবেচিত হইলে, তাঁহারা 'পঞ্চায়েৎ' সভার সদস্য নিযুক্ত হইতেন। বস্তুতঃ, 'পঞ্চায়েৎ'-প্রথা ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত। যাহার যে জাতি, যে বংশ, যে ব্যক্তি যে বাণিজ্য ব্যবসায়ী বা যে যে কার্যই করুক না কেন,—সেই সেই জাতি, বংশ, ব্যবসা-বাণিজ্য বা বৃত্তের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র সমবেত হইয়া সম্মিলনে যাহা স্থির করেন, তাহারা সকলেই প্রত্যেকেই আপনাপন প্রধান ব্যক্তির আজ্ঞার বশবর্তী হইয়া থাকে। সৈনিক বিভাগের আবশ্যকতা অনুসারে একটি সমিতি গঠিত হওয়ায়, এই প্রথা পঞ্জাবপ্রদেশে আরও অধিকতর পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। এইরূপে শিখগণ প্রতিনিধিত্বের যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল, তাহার অতি পরিণত অবস্থায়ও শিখজাতি আপনাদিগের শাসনকর্তা নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত ; তাহারা তৎকালে অনেকাংশে একমতাবলম্বী হইত, এবং তাহাদের অনুমোদন নিষ্ফল হইত না। সময়ে সময়ে সভা-সমিতির অনুমতিক্রমে বা কার্যকলাপে স্বেচ্ছাচারী সৈন্যগণ বিদ্রোহী প্রজার সহিত যোগদান করিত ; অসন্তুষ্ট বিদ্রোহী জনসাধারণ সৈনিক পুরুষের স্বেচ্ছাচার বা অত্যাচার অবিচারের প্রশ্রয় দিত ; অসভ্য কৃষককুল, বেতনভোগী সৈন্যের ন্যায় অসৎস্বভাব সম্পন্ন হইত। তাহাদের প্রতিজ্ঞা প্রায়শঃই ক্ষণভঙ্গুর বা অস্থায়ী ; অথবা অজ্ঞতার পরিচায়ক। কোন দৃঢ় বিশ্বাস বা ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইত না, অথবা তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে কোন কু-সংস্কারের বশবর্তী হইত না। পরন্তু তাহারা সচরাচর ভিন্নমত অবলম্বন করিত। উৎকোচ প্রদানে তাহাদিগকে বশীভূত করা যাইত ; অথবা রাজা গোলাপ সিংহের ন্যায় সুচতুর এবং অবিমৃষ্যকারীর প্রলোভনে তাহারা প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হইত।[৩১]

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে কিছুকাল নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। সেই সুযোগে বাণিজ্য সৌকর্যার্থ উদ্দেশ্যসাধনের পুনরায় উদ্যোগ হইতে লাগিল। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট কখনও সে বাণিজ্যনীতি বিস্মৃত হন নাই। সিন্ধুনদ ও শতদ্রুতে বাণিজ্যপোত পরিচালনার সুবিধা অনেকাংশে বৃদ্ধি হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে পঞ্জাবের স্থলপথে

৩১। ফকীর উজীজ উদ্দিনের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে মিঃ ক্লার্কের পত্র দ্রষ্টব্য। (Letter of the 14th March, 1841) তখনও সমস্ত সৈন্য একতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল ; তাহারা পঞ্চায়েৎগণ কর্তৃক শাসিত হইত।

বাণিজ্যের তদনুরূপ উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা হইতেছিল। নির্দিষ্টহারে কর প্রদান করিয়া বিলাতী পণ্যদ্রব্য প্রবর্ত্তনের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য, প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে মিষ্টার মুরক্রফট স্বেচ্ছাক্রমে রণজিৎ সিংহের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৩২] পঞ্জাবের সর্বত্র বাণিজ্য-প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়েড পুনরায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিং মিত্রগণের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে অসম্মত ছিলেন না বলিয়াই অনুমান হয়। কিন্তু যে বিষয়ের উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিতেন না, তদ্বিষয়ে কোনরূপ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতে তিনি একান্ত অসম্মত ছিলেন; তজ্জন্য তিনি নানা বিষয়ের মীমাংসায় বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এইরূপ বন্দোবস্ত অমৃত-সহরের উন্নতির অন্তরায় হইবে, সেই ভাণ করিয়া এবং গো-হত্যা সম্বন্ধে আপত্তি প্রদর্শন করিয়া, নদী সমূহের বাণিজ্য শুল্ক নির্দেশে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ইংরাজদিগের জামিনাধীনে যাহারা পঞ্জাবে পদার্পণ করিবে, কেবলমাত্র তাহারাই গো-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে।[৩৩] ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে যখন আফগানিস্থানে ভারতীয় সৈন্যের সমাবেশ হয়, তখন গবর্ণর জেনারেল পুনরায় লাহোরের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের গোচরীভূত করেন। প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল অতীত হইলে, শের সিংহ স্বল্প পরিমানে এবং পরিবর্তিত হারে বাণিজ্য শুল্ক গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং কোন এক নির্দিষ্ট স্থান হইতে ঐ কর সংগ্রহের সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু তখনও ঐ শুল্ক পরিমাণ অত্যাধিক বলিয়া বোধ হইল; শিখদিগের মহারাজ যে অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এবং প্রজাগণের প্রকৃত স্বার্থ-সম্বন্ধে তিনি যেরূপ শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণর জেনারেল প্রকৃতপক্ষে ব্যথিত হইলেন।[৩৪]

লাহোর গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রস্থলেই এইরূপ ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সীমান্ত প্রদেশ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল;—রাজ্যবৃদ্ধির উত্তেজনাও প্রবল হইয়াছিল। সে রাজ্য ইংরাজ-সৈন্য তখনও পরিবেষ্টন করে নাই। গোলাপ সিং তিব্বত দেশে যে রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, কাশ্মীরের শাসনকর্তৃগণ তজ্জন্য তৎপ্রতি ঈর্ষাপরবশ ছিলেন; লাহোরে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন কাশ্মীর উপত্যকার শাসনকর্তা মিহান সিং নামক একজন অসভ্য সৈনিকপুরুষ, ক্ষমতাশালী উচ্চাভিলাষী জাম্মু-রাজগণের

৩২। মুরক্রফটের "ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" প্রথম খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা। (Moorcroft, 'Travels', i, 103.)

৩৩। Compare Colonel Wade to Government, 7th Nov, and 5th Dec, 1832, ভারতবর্ষে এইরূপ প্রতিবাদ সচরাচর প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সেগুলি প্রকৃতই যে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয়, অথবা প্রস্তাবিত বিষয়ে তাহারা যে যথাযোগ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে—তাহাও প্রকৃতপক্ষে অনুমান করা যায় না। কিন্তু ধর্মই যে একমাত্র অবলম্বন, ইংরাজ যে সেই ধর্ম পরিবর্তনে সমর্থ নহেন,—তাহাই এইরূপ আপত্তির মূলীভূত কারণ। এইরূপ ভীতিজনক অথবা অনিচ্ছা-জ্ঞাপক সকল বিষয়েই ধর্মবিষয়ক আপত্তি করা যাইতে পারে।

৩৪। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবরের এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে ক্লার্কের বরাবর গবর্ণমেণ্টের এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্টের বরাবর মিঃ ক্লার্কের পত্র।

ভয়ে ভীত হইয়া, রাজ্যের কতকাংশ তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে বাধ্য হন। তিনি ইস্কারদো এবং সিন্ধুনদের উৎপত্তি-স্থানের সন্নিকটস্থ সমগ্র উপত্যকা তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করেন; অতঃপর তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারীগণ এই স্থান স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছাক্রমে আক্রমণ করিতেন। এই সময়ে বালটির তাৎকালিক শাসনকর্তা আমেদ সার সহিত, তৎপরিবারবর্গের মনোমালিন্য জন্মে। তজ্জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া, কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসন প্রদানের প্রস্তাব করেন। অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন, সিংহাসন লাভের জন্য, রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী কাশ্মীরের শাসনকর্তা এবং লুদাকের জাম্মুরাজ প্রতিনিধি জোরাওয়ার সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। তদুদ্দেশ্যে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিতার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন; 'লে' নামক স্থানে যাইয়া তিনি আশ্রয় অনুসন্ধান ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লুদাকের সাক্ষীগোপাল রাজা গণতুপ টানজিন, জাম্মুর রাজগণের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে মনস্থ করেন; এতৎদুদ্দেশ্যে তিনি আমেদসার সাহায্য পাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তৎকালে জোরাওয়ার সিং উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার স্থানান্তর অবস্থান হেতু, সময় বুঝিয়া একদল 'ইস্কারদো' সৈন্য, "লে" আক্রমণ করিল;—তাহাদের শাসনকর্তার পুত্রকে বন্দী করিয়া লইতে অগ্রসর হইল। এই আকস্মিক আক্রমণে জোরাওয়ার সিং এক সুবিধা পাইলেন;—সেই অছিলায় তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি 'ক্ষুদ্র তিব্বত' অধিকার করিলেন বটে; কিন্তু ইমাউস ও ইমোদাসের মধ্যবর্তি পার্বত্য রাজ্যগুলি এত অনুর্বর ছিল যে, বার্ষিক সাত হাজার টাকা কর প্রাপ্তির অঙ্গীকারে, আমেদ সার পরিবারবর্গের মধ্যেই তৎপ্রদেশের শাসন ভার অর্পণ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।[৩৫] এক্ষণে এই কৃত-কার্যতা লাভে এবং লাহোরের অন্তর্বিদ্রোহে জোরাওয়ার সিং বিশেষ সাহসী হইয়া উঠিলেন। তিনি গীলগিট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে চাহিলেন। ইয়ারখন্দের চীনদেশীয় শাসনকর্তার সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন,—এরূপ অভিপ্রায়ও তিনি প্রকাশ করিলেন। লুদাকের আধিপত্য প্রাচীন স্বত্ব পুনরুত্থাপন করিয়া, লাসা নগরীর ধর্মযাজক-রাজার নিকট হইতে রোহতক, গারো এবং মানসরোবর নামক হ্রদগুলির স্বত্বাধিকার দাবি করিলেন।[৩৬]

জোরাওয়ার সিং রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা করিলেন। তিনি শাল-পশমের একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। তখন এই ব্যবসায়ের বিস্তর শাখা-প্রশাখা শতদ্রু নদীর নিম্নভূমি পর্যন্ত, পূর্বদিকে দিল্লী ও লুধিয়ানা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাতে জাম্মুর রাজকোষের কোনরূপ আর্থিক উন্নতি সাধিত হয় নাই।[৩৭] ১৮৪১

৩৫। Compare Mr. Clerk to Govt., 26th April, 9th and 31st May, and 25th Aug. 1840.

৩৬। Compare Mr. Clerk to Govt., 25th Aug. & 9th Oct. 1840, and 2nd Jan. and 5th June, 1841.

৩৭। Compare Mr. Clerk to Govt. 5th and 22nd June, 1841.

খ্রীষ্টাব্দের মে ও জুন মাসের মধ্যেই জারোয়ার সিং সিন্ধু ও শতদ্রু নদীর উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত উপত্যকসমূহ অধিকার করিলেন। নেপাল-সীমান্তের সন্নিকটে এবং আলমোরার ইংরাজনিবাসের অনতিদূরবর্তী তুষার সমাচ্ছন্ন পর্বত শ্রেণীর সম্মুখ পর্যন্ত সমগ্র স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। তাহাতে কালী ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত শাসনকর্তৃগণের রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইল; তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্য রক্ষার জন্য ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল গবর্ণমেণ্ট যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, পুনরায় সেই ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল; লাহোরের সুচতুর রাজমন্ত্রী এবং অসন্তুষ্ট সিন্ধানওয়ালা-বংশীয় সর্দারগণের সহিত নেপাল গবর্ণমেণ্ট পুনরায় তৎসম্বন্ধে পত্রাদি চালাইতেছিলেন।[৩৮] পৃথিবীর পরিধির অর্দ্ধাংশ পরিমিত দূরবর্তী স্থানে, ইংরাজগবর্ণমেণ্ট চীন দেশের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, জাম্মুরাজগণকে চীনের অধিকৃত তিব্বতদেশে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ প্রদান করিয়া ভারতে ইংরাজ বাণিজ্যের বিঘ্ন উৎপন্ন করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। লাহোর ও নেপাল সৈন্যকে অবাধে হিমালয় অতিক্রম করিতে দেওয়া, তখন অযৌক্তিক বলিয়া অনুমিত হইল। পরে তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, পিকিন সম্রাট অবশ্যই ক্ষমতাশালী ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইবেন; তাহাতে স্বাধীন শিখদিগের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইবে। অধিকন্তু প্রস্তাবিত সন্ধি-সংঘটনে অধিকতর প্রতিবন্ধক ঘটিবে।[৩৯] অতএব তাঁহারা স্থির করিলেন, শের সিং

৩৮। Compare Mr. Clerk to Government, 16th August & 23rd November, 1840, and 7th Juan. The Goverment to M. Clerk, 19th Oct. 1840. মাতাবুর সিং নামক বিখ্যাত গুর্খা এই সময় পঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার উপস্থিতেই শিখ ও গুর্খাদিগের অথবা গুর্খা ও জাম্মুর বিদ্রোহিগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এই ব্যক্তি শতদ্রু অতিক্রম করিলে, লাহোর সৈন্যের একদল উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কার্যে তিনি নিযুক্ত হন; অথবা রাজ-দরবারে হয়তো কোন উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে লাগিলেন; নেপাল-গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ভয়ে বিশেষ ভীত হইয়া উঠিল। অবশেষে ইংরাজদিগের নিকট তিনি এত কার্যক্ষম হইয়া উঠিলেন যে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে যখন মতানৈক্য হেতু কাঠমাণ্ডুর সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, ইংরাজগণ তখন তাঁহার নিকট সকল বিষয়েই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যুদ্ধ আবশ্যক হইলে, তাঁহাকেই স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন, এবং তিনি কোন পক্ষের নেতা বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, ইংরাজগণ তাঁহাকে সেই উদ্দেশ্যে হস্তগত করিলেন; এইরূপে তিনি পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে প্রলোভিত হইলেন। বস্তুতঃ, অপরাপর বিষয় বিবেচনায়ও তথায় তাঁহার উপস্থিতি মঙ্গলপ্রদ নহে বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু গুর্খাদিগের সহিত বিবাদ মিটিয়া গেল, এবং যে শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই যন্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করিয়া নীচতায় পরিচয় দিয়াছিল, তাহারই নিকট হইতে মাসিক এক হাজার টাকা মাসহারা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রধানতঃ, ১৬ই মে এবং ২৬শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের বরাবর ক্লার্কের পত্র; এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র দ্রষ্টব্য।

৩৯। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ও ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৬ই আগষ্টের গবর্ণমেণ্ট লিখিত ক্লার্কের পত্র দ্রষ্টব্য। চীন সম্বন্ধে শিখদিগের কোন উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা সরলভাবে ইংরাজদিগকে সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিল। সমুদ্রতীরে তখন যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধে সাহায্য প্রদানের জন্য তাহার

তাঁহার করদ রাজন্যবর্গকে লাসা রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করিবেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর গারো সমর্পণের দিনস্থির হইল; প্রধান লামার (Grand Lama) আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা, তাহা পর্যবেক্ষণ করিতে একজন ইংরাজ কর্মচারী তথায় গমন করিলেন। মহারাজ এবং তাঁহার অধীনস্থ রাজন্যবর্গ তাহাতে সম্মত হইলেন; জোরাওয়ার সিংহের প্রতি প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রচারিত হইল। কিন্তু এই আদেশবাণী তাঁহার নিকট পৌছার পূর্বেই অথবা তদনুসারে কার্য-সমাধা হওয়ার প্রারম্ভেই, নিদারুণ শীতে তিনি তিব্বতীয় সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন। তিব্বতীয় সৈন্য শীতে তুষার-বরফ-সমাচ্ছন্ন পথে চলিতে চির অভ্যস্ত। সমুদ্রতল হইতে দ্বাদশ সহস্র ফিট বা ততোধিক উচ্চ স্থানে নিদারুণ শীতকালে সুশিক্ষিত লাসা-সৈন্য জারোয়ার সিংহকে অবরুদ্ধ করিল। ভারতীয় সমতলভূমে ও হিমালয়ের পাদদেশস্থ অধিবাসিগণ কাষ্ঠাভাবে বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। শীতকালে তত্রত্য জলবায়ু অনুসারে খাদ্য-দ্রব্যের ন্যায় জ্বালানি কাষ্ঠও বিশেষ আবশ্যকীয়। এমন কি, কেহ কেহ হস্ত উত্তপ্ত করিতে বন্দুকের কাষ্ঠস্তম্ভ পর্যন্ত জ্বালাইয়া ফেলিয়াছিল। ডিসেম্বর মাসের মধ্যভগে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হইল; তখন সাংঘাতিক ও অশুভজনক বিরাম কালের মধ্যেই, তাহারা সকলে অসাড় ও অচেতন হইয়া পড়িল। তাহাদের সেনাপতি নিহত হইল; কয়েকজন মাত্র প্রধান ব্যক্তি বন্দী হইলেন। কিন্তু অধিকাংশ সৈন্যই পর্বতশ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে অথবা গিরি-সঙ্কটের অন্তরালে স্তূপাকারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, নেপাল সীমান্তস্থিত সমুদায় পশ্চাদ্বর্তী সৈন্য পলায়ন করিল। কেহই এই সকল সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবিত হইল না; কিন্তু ১৬,০০০ ফিট উচ্চ পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়া আলামোরা অভিমুখে তাহাদের অর্দ্ধসংখ্যক সৈন্য নিদারুণ শীতের কঠোর প্রকোপে মৃত্যুমুখে পতিত হইল; অবশিষ্ট সৈন্যের অর্দ্ধাংশ বিকলাঙ্গ ও মুমূর্ষু অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।[৪০]

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে বিজয়ী চীন সৈন্য সিন্ধুনদের তীরভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া, তাহাদের সমুদায় হৃত রাজ্য পুনরধিকার করিল। তাহারা ইহাতেই নিবৃত্ত হইল না; অধিকন্তু লুদাক অধিকার করিয়া, তাহারা লের দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। 'কালমুক' এবং প্রাচীন 'শকপো' অথবা 'শাকি' জাতি, কাশ্মীর পুনরাক্রমণের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল; "গ্রেটার" ও "লেসার" তিব্বতের তাতারগণ প্রতিশোধ

প্রদেশে গমনের জন্য তাহারা অনুরোধ করিয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট এবং ২০শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের বরাবর মিঃ ক্লার্কের পত্র দ্রষ্টব্য।

৪০। এই লুদাক ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বিবরণে গ্রন্থকার প্রয়োজনমত অধিকাংশ স্থলেই ব্যক্তিগত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়াছেন। মানসরোবর যুদের যুদ্ধের অবসানে, পশ্চিম-দিকস্থ গিরিপথ পাঁচ সপ্তাহকাল অবরুদ্ধ ছিল; শিখদিগের এই পরাজয় সংবাদ নিকটবর্তী গরোডে প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই, আলমোরা অভিমুখে যে সকল সৈন্য পলায়ন করিতেছিল, তাহাদের দ্বারা সেই পরাজয় সংবাদ কলিকাতা ও পেশোয়ারে প্রচারিত হয়।

প্রদান ও লুণ্ঠনের আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইল; কিন্তু এই সময় হিমালয় অতিক্রম করিয়া জলস্রোতের ন্যায় সৈন্য আসিতে আরম্ভ হইল। দক্ষিণ প্রদেশের তরবারিধারী ও কামান পরিচালক সৈন্য, ভীরু ভুটিগণের ভয়ে ভীত হইয়া উঠিল; সুতরাং লের অবরোধ পরিত্যাক্ত হইল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গোলাপ সিংহের সেনাপতি কৌশলক্রমে লাসার উজীরকে আক্রমণ করিয়া, লে ও রোহতকের মধ্যবর্তী স্থান হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করিলেন; সেই স্থানে সেনাপতির সৈন্যগণ শীতকাল আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে বাসনা করিয়াছিল। অতঃপর লাসা ও লাহোর কর্তৃপক্ষীয়গণের মধ্যে এক সন্ধির প্রস্তাব হইল। তাহাতে ইংরাজদিগের ইচ্ছা অনুসারে সমস্ত বিষয়ই পূর্বের ন্যায় প্রাচীন নিয়মাধীন রহিল। এই সময়ে ইংরাজ অধিকৃত প্রদেশ-সমূহে শাল-পশমের ব্যবসায় পুনঃ-প্রবর্তিত হওয়ায়, প্রতিহিংসাপরবশ চীনবাসী দিগের ও পরাজিত শিখদিগের কার্য-কলাপে আর কোন বাধা প্রদানের আবশ্যক হইল না।[৪১]

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাশ্মীরের সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া, শাসনকর্তাকে নিহত করে। তখন রাজা গোলাপ সিং বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া, তথায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য কাশ্মীরে প্রেরিত হন। নবপ্রতিষ্ঠিত শাসন-কর্তা গোলাম মহী-উদ্দীনের প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়া, দৃঢ়রূপে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করাও তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্রোহী সৈন্যদল অপেক্ষা গোলাপ সিংহের সৈন্য-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; সুতরাং বিদ্রোহী সৈন্য অতি গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইল। পরে সকলেই বুঝিলেন, যে রাজার সাহায্যার্থ গোলাব সিং প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বশীভূত করিয়া গোলাপ সিং নিজেই সেই উপত্যকার অধিপতি হইয়াছেন।[৪২] তাঁহার মন্ত্রী কিংবা তাঁহার ভ্রাতা, পঞ্জাবের কার্য-কলাপে ইংরাজদিগের হস্তক্ষেপের বা পক্ষ গ্রহণের পক্ষপাতী, তাহা কেহই কখনও মনে করেন নাই। এই সময়ে নেপালের সহিত তাঁহাদের কথাবার্তা চলিতেছিল; কিন্তু তাঁহারা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তাঁহারা সুলতান মহম্মদ খাঁর একান্ত অনুগত ছিলেন; সা সুজার শত্রু-পক্ষীয়গণের সহিত তিনি ষড়যন্ত্র করিতেছেন, প্রকৃত বা আনুমানিক সন্দেহ বশে, সুলতান মহম্মদ ইহার এক বৎসর পূর্বে লাহোরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন।[৪৩] পেশোয়ারের বিপদসঙ্কুল পদ হইতে জেনারেল এভিটেবাইলকে

৪১। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে অমৃতসরে যখন গোলাপ সিং জাম্মুর সিংহাসনে মহারাজ-পদে অভিষিক্ত হন, তখন লাসার লামার সহিত তাঁহার সন্ধির প্রত্যক্ষ নিদর্শন-স্বরূপ, তাঁহার পক্ষে পীত বর্ণের এবং চীন দেশীয়দিগের পক্ষে লোহিত বর্ণের পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। প্রত্যেক কেতনেই সন্ধিকর্তা-দিগের হস্ত অঙ্কিত রহিয়াছে; সন্ধিকর্তৃগণ উভয় বর্ণের মধ্যে হস্ত নিমজ্জিত করিয়া, রীতিমত মোহর বা স্বাক্ষরের পরিবর্তে পতাকার উপরিভাগে হস্ত-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিলেন। "পাঞ্জা" অর্থাৎ হস্ত, সন্ধি বা মিত্রতাবন্ধনের নিদর্শনস্বরূপ। উহা এশিয়ার সর্বত্রই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু পূর্ব-প্রদেশের আফগানদিগের ধ্বজপতাকারও সাধারণতঃ ইহাই আদর্শ-চিহ্ন।

৪২। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে, ৯ই জুলাই এবং ৩রা সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্টের বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র।

৪৩। জাম্মুর রাজাদিগের এবং পেশোয়ারের বারুকজায়ীদিগের মধ্যে পরস্পর এই আনুমানিক

স্থানান্তরিত করা ক্রমশঃই অত্যাবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়াইল। শিখদিগের মন্ত্রিগণের মধ্যে ধীয়ান সিংহের প্রভুত্ব-প্রভাবই প্রবল ছিল। জাম্মুর রাজন্যবর্গের কার্যদক্ষতা সম্বন্ধে ও তাঁহাদের সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ইংরাজগণ যে মত প্রকাশ করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে; তাহাতে লোকের মনে পক্ষ-পাতিত্বের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল।[৪৪] অতএব শের সিংহ প্রস্তাব করিলেন যে, যে ব্যক্তি কাশ্মীরে শান্তি ও সুশাসন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাকেই আফগানদিগের প্রদেশ প্রদান করা হউক। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্ত অনুসারে কাঙ্গড়ার নিকটবর্তী স্থান হইতে খাইবার পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পার্বত্য প্রদেশ, ইংরাজদিগের বিদ্বেষী, এবং সা সুজার শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিগণের হস্তে নিপতিত হইত। তিব্বতদেশে বিশেষ কঠোরতার সহিত তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমিত হইয়াছিল; কাবুল নদীর তীরে তাহার যে স্থায়ী ব্যবস্থা-বিধানের চেষ্টা করিতেছিল, ঘোর বিপদ সঙ্কুল সেই ব্যবস্থা বিধানে বাধা জন্মাইবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন। অতএব ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে পেশোয়ারের সিংহাসনে গোলাপ সিংহের নির্বাচনে, ইংরাজ প্রতিনিধি আপত্তি করিলেন।[৪৫]

অতঃপর প্রায় দুইমাস অতীত হইল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর কাবুলে সহসা এক রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। ইংরাজদিগের ইতিহাসে সে একটি মর্মভেদী ঘটনা; সেরূপ দুর্দিন বোধ হয় তাঁহাদের ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। তখন সর্বত্রই সৈন্যগণের আধিপত্য বিস্তৃত; সকলই সৈনিক পুরুষ দিগের অধীন। তাহাদিগের প্রভুত্ব প্রভাবে সকলই ধ্বংস মুখে পতিত হইতে চলিয়াছিল। এমন কোন বীরপুরুষ ছিলেন না, যিনি সেই সৈনিক-প্রভুত্ব ধ্বংস করিয়া তাহাদিগের উপর আধিপত্য লাভ করেন; এবং তাঁহারই প্রভাবে মুষ্টিমেয় ইংরাজ-সৈন্য নির্বিঘ্নে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। অথবা বীর পুরুষের ন্যায় সাহসে নির্ভর করিয়া ইংরাজ সেনানিবাস শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া চিরকীর্তি অর্জন করেন।[৪৬] তৎকালে ইংরাজ সৈন্যদলের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের মনে

সন্ধি-সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট মিষ্টার ক্লার্কের পত্র, (Dated 8th Oct. 1840) অন্যান্য দলিলাদির মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

৪৪। মিষ্টার ক্লার্ক, ধীয়ান সিংহের কার্যনৈপুণ্য এবং রণ-প্রতিভা হয়তো বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। জেনারেল ভেণ্টুরা মনে করিয়াছিলেন যে, রাজা অতি স্বল্প-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি স্বয়ং মন্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষী হইলেও, এই সকল বিষয়ের ন্যায্য ও উপযুক্ত বিচারক বলিয়া তিনিই প্রশংসার্হ।

৪৫। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট, মি. ক্লার্কের বরাবর গবর্ণমেণ্টের এবং ১৮৪১ খৃঃ ২০শে আগষ্ট, গবর্ণমেণ্টের বরাবর মি, ক্লার্কের পত্র।

৪৬। নিম্নশ্রেণীর সৈন্যগণের মধ্যে সাহসী এবং সক্ষম ব্যক্তির অভাব ছিল না। শুনা যায়, হতভাগ্য ম্যাজর পটিঞ্জার এই কাপুরুষোচিত শোচনীয় প্রত্যাবর্তনে অমত প্রকাশ করেন। তবে দলিল পত্রের সত্যতা প্রতিপাদনার্থ একমতানুবর্তিতা প্রদর্শন হেতু দুর্ভাগ্যক্রমে কান্দাহার এবং জালালাবাদ সমর্পণের আদেশ-পত্রে যদিও তিনি নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন. তথাপি তিনি অমত প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

অযথা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল; ঐকান্তিক অধ্যবসায় অতিশয় সাহসের সহিত সার উইলিয়ম ম্যাগনাটেন তাঁহাদের সেই কাপুরুষোচিত ভয় অপনোদন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা—সকল উদ্যম বিফল হয়। এই সময়ে কয়েকজন ইংরাজ সেনাপতি খোরাসান অবরোধ করিয়া, তথায় অবস্থান করিতেছিলেন; অযথা, অথচ গুরুতর কার্যভারে তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারাও এই সময়ে ভয়ে আকুল হইয়া উঠিলেন; সেই দূরবর্তী সেনানায়কগণের ভয়-বিহ্বলতার বিষ-বীজ, ভারতের শাসনকর্তাদিগের মনে প্রভাব বিস্তার করিল। এই সমস্ত কারণে ভয়ে অভিভূত হইয়া, তাঁহারা সাধু-সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে দুরাণির সহিত সন্ধিসর্ত ভঙ্গ করা ও মিত্রতা-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করাই স্থির হইল। ইংরাজগণ স্থির করিলেন,—সিন্ধুতীরে, এমন কি তৎপশ্চাতে শতদ্রু পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেনানিবাস স্থাপন করিতে হইবে। ভয়-বিস্ময়ে ইংরাজগণ তখন অভিভূত হইয়া ছিলেন; সুতরাং আকস্মিক মোহঘোরে অস্বাভাবিক কল্পনাশক্তিবলে তাঁহারা নানারূপ ভৌতিক ব্যাপারের অবতারণা করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, তাহারা স্থির করিলেন, সেই সকল সৈন্যদ্বারা, কাল্পনিক আফগান-সৈন্য-স্রোতের অপ্রতিহত গতি প্রতিরোধ করিতে হইবে।[৪৭] কার্যকুশল মিত্র শিখগণের প্রতি তাঁহারা আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। সর্ব বিষয়ে তাহাদের সাহায্য প্রাপ্তি বিশেষ কার্যকারী বলিয়া অনুমিত হইলেও, যে প্রণালীতে সে সাহায্য প্রার্থনা করা হইত এবং যে ভাবে সৈন্যগণ যুদ্ধে নিযুক্ত হইত, তাহাতে ইংরাজগণ লাহোর সৈন্যের প্রতি বিশেষ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন; তাঁহাদের কার্যকলাপে শিখ সৈন্যের নিকৃষ্টতা প্রকাশ পাইত।[৪৮]

৪৭। Compare Government to the Commander-in-Chief 2nd Dec. 1841, and 10th Feb. 1842; Government to Mr. Clerk, 10th Feb, 1842; the Government to Gen. Pollock, 24th Feb. 1842. এইরূপ বিপৎকালে যে নীতি অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে যাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মি. রবার্টসন, আগ্রার লেফটনান্ট গবর্ণর, পোলিটিকাল সেক্রেটরী স্যার হাবরার্ট ম্যাডক প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; তাঁহারাই পেশোয়ারে একটি সেনা-নিবাস স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন। কৌন্সিলের মেম্বর মিঃ প্রিন্সেপ এবং গবর্ণর-জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটরী মি কলভিন্ শতদ্রু অভিমুখে সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে সকলেই ভবিষ্যত ঘটনাবলীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রধান সেনাপতি স্বয়ং দেখিলেন যে, একমাত্র ইংরাজ সৈন্য ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে অসমর্থ। মি. ক্লার্ক দেখিলেন, যদি জালালাবাদ শত্রু হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে পার্বত্য জাতি নিশ্চয়ই ভারত আক্রমণ করিবে; শিখ-সৈন্য কিছুতেই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না।

৪৮। পূর্ববর্তী নোটে সংক্ষিপ্তসারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে শিখ সৈন্যের প্রতি মিঃ ক্লার্কের অবজ্ঞাসূচক বাক্যে আফগানদিগকে বাধা প্রদান করার তাহাদের অক্ষমতা জানিয়া মিঃ কলভিন্ শতদ্রু অভিমুখে সৈন্য প্রত্যাহৃত করিতে অনুরোধ করেন। এতদুভয় জাতির আপেক্ষিক সাহসিকতা সম্বন্ধে কর্ণেল ওয়েডেরও সেই মত। তিনি অনুমান করেন যে, মুন্সী সাহামত আলির "শিখ ও আফগান" নামক গ্রন্থের ৫২৫ পৃষ্ঠার নোট তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত। তিনি বলেন, 'শিখ' জাতি সর্বদাই 'খাইবারী'

ফিরোজপুর হইতে চারিটি সিপাহী দল গমন করিল। তাহাদের সহিত কামান কিংবা অশ্বারোহী সৈন্য কিছুই রহিল না; সুতরাং তাহাদিগকে রক্ষা করিবারও কোন উপায় ছিল না। তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল; তাহারা খাইবার পাঁশ উন্মুক্ত করিতে পারিল না। স্থানীয় ইংরাজ কর্মচারিগণ ঐকান্তিকতার সহিত পেশোয়ারের শিখ সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সিপাহীদিগকে সহায়তা করিতে অথবা জেলালাবাদ পর্যন্ত পৌছিতে, ইংরাজ কর্মচারীগণ শিখদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের অভিপ্রায় অনুসারে, তাহারা শিখ গবর্ণমেণ্টের তৎসম্বন্ধে কোন নির্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করেন নাই। তখন ইংরাজ সৈন্যের পরাজয়ের সংবাদ প্রচারিত হওয়ায়, তাহাদের ভয়বিহ্বলতায় বিশ্বাস-স্থাপন বিশেষ মঙ্গলপ্রদ বলিয়া অনুমতি হইল। অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে আদেশ প্রতীক্ষা না করিয়াও শিখশাসনকর্তা এক্ষণে সৈন্যদিগের "পাঞ্চ" অথবা কমিটির মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন সৈন্যপরিচালনার অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। ইংরাজগণ বলিলেন, একমাত্র ভয়-বিহ্বলতাহেতু শিখরাজ এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। প্রকৃত পক্ষে ঘৃণা অবিশ্বাস এবং ভয় বশতঃ এ প্রস্তাব প্রত্যাখাত হইল। জেলার গবর্ণর-জেনারেল এভিটেবাইল সৌভাগ্যবলে এতকাল নিজ রাজ্যেই আধিপত্য করিতেছিলেন; তিনি নিঃসংকোচে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। এভিটেবাইল কিছু গোল-গুলি বন্দুক-কামানাদি অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিলেন; তখন ইংরাজ সৈন্যদল আলি-মসজিদ পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইল। কিন্তু আহরিত খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া, অনাহারে দুর্গপ্রবেশে শৈথিলতা হেতু তাহারা যে অপরাধী হইয়াছিল, তাহাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা হইল না। সুতরাং কয়েকদিন পরেই সৈন্যদল প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইল। অতপর বৈদেশিক জাতির সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে শিখগণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। ইংরাজদিগের বেতনভোগী সৈন্যগণ তৎসংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায়, আফগান-দিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনে গবর্ণর-জেনারেলের অধিকতর বিদ্বেষ জন্মিল।[৪৯]

জাতিকে ভয় করিত। বস্তুতঃ, জেনারেল এভিটেবাইল যখন লুণ্ঠনকারী পার্বত্য জাতি পরিবেষ্টিত একটি রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই মত গ্রহণ করিতে পারিতেন। অন্য পক্ষে, যখন তিনি শিখ-সৈন্যের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া, ইংরাজদিগের উদ্যোগে গিরিসঙ্কটে গমন করেন, তখন তিনি কৌশলক্রমে এই মতানুবর্তী হইতে পারিতেন।

৪৯। এই অংশের সমুদয় বিবরণ, প্রধানতঃ গ্রন্থকারের সরকারী এবং অর্ধসরকারী পত্রাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে গৃহীত। আলি-মসজিদ অধিকারে অকৃতকার্যতা সম্বন্ধে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে গবর্ণমেণ্ট লিখিত মি. ক্লার্কের পত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতৎসম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে, মি. ক্লার্ক ১০ই ফেব্রুয়ারীর পত্রে নির্দেশ করিয়াছিলেন,—ইংরাজ-কল্পিত কোন আকস্মিক আক্রমণে, শিখ সৈন্য স্বেচ্ছাক্রমে সাহায্য প্রদান করিবে না, কিন্তু তাহাদের বহুদর্শিতা অভিজ্ঞতা অনুসারে যে উপায়ে আক্রমণ করিলে সিদ্ধি লাভের অধিকতর সম্ভাবনা, সেইরূপ যুদ্ধ সময়ে বা অবরোধ কালে, তাহারা স্বভাবতঃই সাহায্য প্রদানে উদ্যোগী হইবে।

অতঃপর জেলালাবাদের সৈন্যদলকে সাহায্য প্রদান করাই এক্ষণে বিশেষ আবশ্যক হইল। সুতরাং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে একদল সুসজ্জিত ইংরাজ সৈন্য পেশোয়ারে উপস্থিত হইল; কিন্তু কার্যকালে শিখদিগের সাহায্য-গ্রহণ তখনও প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল। তৎকালে সা-সুজার সহিত "ত্রিপক্ষীয়" সন্ধির এক অপ্রচলিত সর্তক্রমে ইংরাজগণ শিখদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; এই সন্ধি-সর্তানুসারে পাঁচ সহস্র সৈন্যের সাহায্য বিনিময়ে লাহোর-রাজ দুইলক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হন।[৫০] শের সিংহ এই নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত সৈন্য দ্বারা সাহায্য প্রদান করিতেও অভিলাষী ছিলেন; তিনি পঞ্জাবে বহুল পরিমাণে শস্যাদি খরিদ করিয়া রাখিলেন; এবং শকটবাহী গো-মহিষাদি প্রচুর পরিমাণে আহরণ করিলেন। এক্ষণে মহারাজের নিজ সৈন্যের পরিমাণ সহায়তাকারিগণের সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক হইল; কিন্তু সিন্ধানওয়ালা নরপতিগণের কার্য-প্রণালীতে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের একজন নরপতি স্বীয় স্বত্ব অথবা মায়িচাঁদ কৌরের স্বত্ব প্রতিপন্ন করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন; সকলেই শিখদিগের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ শের সিংহকে নিশ্চিত বলিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে কোন স্বত্বহীন ও আশ্রয়হীন ব্যক্তি তাঁহার রাজকার্যে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না; এইরূপে মহারাজের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন রহিল না।[৫১] কিন্তু ইংরাজগণ মনে করিলেন, ধর্মপ্রাণ শিখ-সৈন্য স্বভাবতঃই রাজদ্রোহী অথচ বীরোচিত তেজঃপ্রভায় তাঁহারা নিকৃষ্ট। সুতরাং ইংরাজগণ জাম্মু সৈন্যদিগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। গোলাপ সিং পেশোয়ারে গমন করিয়া অবাধ্য ও রাজদ্রোহী "খালসা" সৈন্য দমন করিবেন, এবং জেনারেল পলককে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করিবেন, গোলাপ সিংহের প্রতি সেই আদেশ প্রচারিত হইল।[৫২] এই সময়ে রাজা কাশ্মীর ও আটকের মধ্যবর্তি

৫০। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে এবং ২৩শে জুলাই ক্লার্কের বরাবর গবর্ণমেণ্টের পত্র। যাহা হউক, ইংরেজ প্রতিনিধিগণ উপহাসচ্ছলে. অথচ সানুনয়ে শিখকর্তৃপক্ষীয়দিগকে বন্ধুত্বের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইংরাজগণ বলিয়াছিলেন স্বীকারোক্তিতে শিখজাতি এ সাহায্য প্রদানে বাধ্য এবং প্রতিজ্ঞাপালনার্থ সর্বদা যথোপযুক্ত সৈন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে। সন্ধির চুক্তি অনুসারে, ঐ সৈন্য-সাহায্য প্রদানের বিষয় মৌখিক ভাবে উল্লেখ না করিয়া, পূর্বোল্লিখিত সর্তে সাহায্য প্রার্থনা করা ন্যায়-সঙ্গতই হইয়াছিল।

৫১। আফগান-যুদ্ধ সময়ে, ইরাজ-সৈন্যের সাহায্যার্থে, প্রহরী সৈন্য, সৈন্যাদি এবং শকট-যানাদি সরবরাহ করিয়া, শিখজাতি যেরূপ সাহায্য করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মি. ক্লার্কের পত্রাদি (of the 15th Jan, 18th May, and 14th June, 1842) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পত্র খানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ১৮৩৯ এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিখজাতি কর্তৃক ১৭,৩৮১টি উষ্ট্র সংগৃহীত হইয়াছিল।

৫২। গোলাপ সিং কার্যোদ্ধারে গমন করিলেন কি না, তৎপক্ষে ইংরাজপক্ষীয়গণ প্রথমে দৃষ্টিপাত করিলেন না। বস্তুতঃ মি. ক্লার্ক রাজার সাহায্য প্রাপ্তির বিষয় প্রস্তাব করেন; কিন্তু তাঁহাকে সাহায্য প্রদানে বাধা দেওয়া সম্বন্ধে, তিনি কোন কথাই বলেন নাই। এরূপ অবস্থায় আনুমানিক বিষয়ে বা যথেচ্ছ বর্ণনায় বিশ্বাস স্থাপন করা অনুচিত।

কতকগুলি বিদ্রোহী জাতির ক্ষমতা হ্রাস করিতে কল্পনা করিয়াছিলেন। যে তিব্বত দেশে বহু সৈন্যবল ক্ষয় হইয়াছে, এবং বিশাল রাজ্য তাঁহার হস্ত-স্খলিত হইয়াছিল ;—সেই তিব্বত বিজয় গোলাপ সিংহের আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি তথায় গমন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি পার্বত্য সৈন্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে সকলই জানিতেন। তিনি নিজে যে সকল বিষয়ে অনভ্যস্ত, বৈদেশিক জাতির সেই নীতি-প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিপদ-সাগরে নিমজ্জিত হইতে কখনও তিনি ইচ্ছা করেন নাই। সুতরাং 'রেজিমেন্ট' সৈন্যদলের ন্যায়, শিখ-সৈন্যদলকে সভ্য, শিক্ষিত ও শৃঙ্খলানুবর্তী করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই অকৃতকার্যতা হেতু তিনি যে বিচক্ষণতার ভাণ করিতেন, তাহা প্রতারণাময় ও কপটতাপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইল। তখন সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল, তিনি ঘৃণিত ইউরোপীয় শক্তির সৈন্য-রাশির ধ্বংস-সাধন হেতু, আকবর খাঁর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন।[৫৩] তথাপি তাঁহার সাহায্য অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে হইল। তখন স্থানীয় ইংরাজ কর্মচারীগণ, অধিস্বামী শের সিংহের বিনা সম্মতিতেই, গোলাপ সিংহকে উৎকোচ স্বরূপ জেলালাবাদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মিষ্টার ক্লার্ক এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইলেন।[৫৪] এপ্রিল মাসে খাইবার পাশ উন্মুক্ত হইল ; অতিরিক্ত শিখ সৈন্য ইংরাজ-সেনাপতির সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিয়া, আপনাদিগের দোষ স্খালন করিল। তাঁহারা জাম্মুর রাজাকে কোন আশ্বাস বাণী প্রদান করিলেন না ; বৈদেশিক শক্তির কার্য-সিদ্ধি অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ অপেক্ষা তিনি আপন স্বার্থসাধনই প্রিয়তর বলিয়া মনে করিলেন ; এবং উদ্দেশ্য সাধনার্থ তৎপরতার সহিত তিনি লুদাকের সীমান্ত-প্রদেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। জেনারেল পলক স্থির করিলেন, জেলালাবাদ অধিকার করিয়া থাকার জন্য, সমুদায় শিখ সৈন্য তিনি জেলালাবাদে রাখিয়া যাইবেন ; কিন্তু প্রধান ইংরাজ সৈন্যদল কাবুলে গমন করিল। ইতিমধ্যে কর্ণেল লরেন্স সময় বুঝিয়া এক বীরোচিত কার্য সম্পন্ন করিলেন ; তাঁহার মধ্যস্থতায় একদল লাহোর সৈন্য ইংরাজ সৈন্যের অনুবর্তী হইল।[৫৫] পূর্ব আক্রমণে তাহারা যেরূপ প্রতিশোধ প্রদান করিয়াছিল, সেই প্রতিশোধ কামনায় তাহারা এবারেও ইংরাজ সৈন্যের সহিত যোগদান করিল। তাহারা এ সময়ে সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছিল যে, স্বাধীনভাবে স্ব স্ব প্রণালী অবলম্বনের অবসর প্রদান করিলে, তাহারা সর্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতে সমর্থ।

৫৩। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ, গবর্ণমেন্টের বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র।

৫৪। যে সকল কর্মচারীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ম্যাজর ম্যাকেসন এবং লেফ্টনাণ্ট কর্ণেল স্যার হেন্‌রি প্রভৃতিই প্রধান। উত্তর-পশ্চিম ভারতে, ইংরাজদিগের কার্য-কলাপের সহিত মি. লরেন্সের নাম দৃঢ়রূপে গ্রথিত ; সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকে।

৫৫। 'কলিকাতা রিভিউ' সংবাদপত্রের প্রবন্ধ ; তৃতীয় সংখ্যা, ১৮০ পৃষ্ঠা। পেশোয়ারে কর্ণেল ওয়াইলড, স্যার জর্জ পলক এবং রাজা গোলাপ সিংহের কার্যাবলী সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থের নামোল্লেখ করা [illegible] পারে।

অবরোধ কালে

ইতিপূর্বে গোলাপ সিংহকে জেলালাবাদ প্রদানের যে প্রস্তাব হইয়াছিল—নূতন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড এলেনবরা সে প্রস্তাব পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত ভাবে গ্রহণ করিলেন। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশিত হইলে, তিনি এই নীতি বিধিবদ্ধ করিলেন যে, ইংরাজ অথবা শিখ গবর্ণমেণ্ট কেহই হিমালয়ের পরপারে অথবা কাবুলের অন্তর্গত "সাফেদ কো" অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে পারিবেন না। এক্ষণে দুরাণিদিগের সহিত মিত্রতা-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা জানিয়া, তাহাদের মন হইতে জাম্মু এবং বারুকজায়িগণের ষড়যন্ত্রের ভয় বিদূরিত হইল। মহারাজের আদেশানুসারে গোলাপ সিং লুদাক পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু পঞ্জাবের অধীনতা স্বীকার করিয়া সম-সর্তে তিনি জেলালাবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।[৫৬] তখন শিখগণ আর একটি আফগান রাজ্য অধিকার করিতে ইচ্ছা করিল। যাহা হউক, এই সমুদায় সর্তে গোলাপ সিং সন্তুষ্ট হইলেন না ; কাবুলে স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের বিষয় অনুমোদন সম্বন্ধে ইংরাজদিগের প্রকৃত মন্তব্য না জানিয়া, কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, শের সিং যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না।[৫৭] এক্ষণে সা-সুজার মৃত্যুতে এবং শের সিংহের সন্দেহমূলক কার্যকলাপে ঐ দেশ পুনরধিকার করা তাঁহারা নিষ্প্রোয়েজনীয় বলিয়া মনে করিলেন ; সুতরাং ইংরাজদিগের ঘোষণাক্রমে 'ত্রিপক্ষীয়' সন্ধি বিলুপ্ত হইল।[৫৮] কিন্তু আফগান রাজধানী আক্রমণের বিষয় বিশেষ আবশ্যকীয় প্রতিপন্ন হওয়ায় অতি বিজ্ঞতার সহিত সেই নীতি অবলম্বিত হইল।[৫৯] তখন ইংরাজগণ দেখিলেন,—কাবুলে শীতকাল অতিবাহিত করিতে হইবে, তাহার অনেক সম্ভাবনাও রহিয়াছে। বিজয়ী সৈন্যদল ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত কেহই বিশ্বাস করেন নাই যে, ইংরাজগণ বৃহৎ একটি সাম্রাজ্য অধিকারের আশা পরিত্যাগ করিবেন। অতঃপর শিখগণ জেলালাবাদ গ্রহণে সম্মত হইল ; কিন্তু এই স্থান হস্তান্তরকরণের আদেশ জেনারেল পলকের নিকট পৌঁছার পূর্বেই, সেনাপতি দুর্গ ধ্বংস

৫৬। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিলের গবর্ণমেণ্টের বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র।

৫৭। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে এবং ১৯শে জুলাই মিঃ ক্লার্কের বরাবর গবর্ণমেণ্টের পত্র।

৫৮। সন্ধি-প্রস্তাবে কোন এক পক্ষ অবলম্বন করিতে, শিখগণ যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে, তাহাতে শিখজাতি সিন্ধুর আমীরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কাবুলের শাসনকর্তার স্বীকারোক্তি অনুসারে শিখজাতি প্রধানতঃ এই সন্ধির মূলীভূত ; তাহারা পক্ষভুক্ত হওয়ার বিষয় কতকাংশে খণ্ডন করিয়াছে। যাহা হউক, এই সন্ধি কখনও নিষ্পন্ন হয় নাই।

৫৯। যে ভাবে ইংরাজগণ আফগানিস্থান হইতে সৈন্য ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, শিখজাতি সেই কু-প্রথা বা ঘৃণাজনক বিষয়ের পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছিল। (Mr. Clerk to Government, 19th July, 1842) যে সকল প্রধান ব্যক্তি, কাবুল আক্রমণের বিষয় প্রথমতঃ অতিশয় বিনীত ভাবে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, মি. ক্লার্ক তাঁহাদের অন্যতম। অতঃপর এত শীঘ্র কাবুল পরিত্যাগের সম্বন্ধে তাঁহারা ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। (See his letter above quoted and also that of the 23rd April, 1842).

করিয়া ফেলিলেন।[৬০] তখন বালা হিসারে যাঁহাকে কৌশলক্রমে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন, সেই রাজাকেই সেনাপতি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ প্রদান করিলেন। লাহোরের শাসন-প্রণালী বিশৃঙ্খল হওয়ায়, শের সিং এই ঘৃণাজনক উপঢৌকন প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে হয়তো অনিচ্ছুক ছিলেন না। পঞ্জাবের মধ্য দিয়া নিরাপদে গমনের অঙ্গীকারে, দোস্ত মহম্মদও এই সময়ে মুক্তি-লাভের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আকবর খাঁর পিতা জয়লাভ করেন, তাহাতে তাঁহার যশঃ-সৌরভে চারিদিক উদ্ভাসিত হয়, সকলেই সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এক্ষণে শাসনের অযোগ্য একটি রাজ্য আকবর খাঁর পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া, তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করাই ইংরাজগণ যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন।[৬১]

এই সময়ে গবর্ণর জেনারেল, ফিরোজপুরে একদল সৈন্য সমাবেশের সংকল্প করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেন। আফগানিস্থানে পুনরায় বিপৎপাতের সম্ভবনা হইলে, তৎপ্রতিকারার্থ এই সৈন্যদল প্রস্তুত রাখাই, তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতের নরপতিগণকে তিনি আর এক বিষয় জানান স্থির করিলেন;—কোন রাজা বিদ্রোহাচরণ করিলে, তাহাদের ইংরাজ প্রভুগণ সে বিদ্রোহ দমন করিবেন।[৬২] লর্ড এলেনবরা স্বয়ং শের-সিংহের

৬০। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর এই আদেশ প্রচারিত হয়। লর্ড এলেনবরার মনেও সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে বিজয়ী সেনাপতিগণ কাবুলে শীতকাল অতিবাহিত করার জন্য নানা যুক্তি প্রদর্শন করিবেন। এই কারণে সার জন এম. ক্যাসকেলের কোহিস্তান আক্রমণে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হন নাই।

৬১। শিখগণ কখনও রাজ্যলাভে অনিচ্ছুক ছিল না। কিন্তু তাহারা প্রকাশ্য উপায় অবলম্বনে অভিলাষ করিয়াছিল এবং যাহাতে তাহাদের কাযকলাপে কেহ বাধা না দেয়, তাহাই ইচ্ছা করিয়াছিল। যে পর্যন্ত ইংরেজ আপনাদিগের নীতি অনুসারে এ বিষয় স্থির না করিয়াছিলেন, সে পর্যন্ত তাহারা উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে নাই। আফগানিস্থানের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য, গবর্ণর-জেনারেল যে প্রতিজ্ঞা করেন, শিখগণ সে সকলই অবগত ছিল; কিন্তু অস্থায়ীভাবে এই সম্বন্ধ রক্ষার জন্য ইংরাজ-পক্ষের অধিকাংশ ব্যক্তি যে মত প্রকাশ করেন, শিখগণ তাহা জানিত। অধিকন্তু তাহারা দেখিল যে, নবাগত সৈন্য কর্তৃক সমুদায় দুর্গই অধিকৃত, এবং স্বেচ্ছাক্রমে রাজ্য-পরিত্যাগ-নীতি তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নূতন। অতএব তাহারা কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। সৈন্যগণের প্রত্যাগমনে স্বাধীনভাবে কার্য করা যখন তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য বলিয়া অনুমিত হইল, তখন দোস্ত মহম্মদের মুক্তিতে পুনরায় তাহারা অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল। তাহারা পঞ্জাবের মধ্য দিয়া আমীরকে নিরাপদে পরিচালন করিতে প্রহরী-স্বরূপ নিযুক্ত হওয়ায়, তাঁহার সহিত শিখগণ কোনই প্রস্তাব করিতে পারিল না। যতদিন শিখ জাতি ইংরাজদিগের নীতি অনুসারে অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে শাসন-কার্য পরিচালনায় অভ্যস্ত না হইয়াছিল, সে পর্যন্ত সুলতান মহম্মদ খাঁ এবং অন্যান্য শাসনকর্তৃগণের দ্বারা শিখজাতি কায সম্পন্ন করিতে পারিত। (Compare Mr. Clerk to Government 2nd Sept. 1482,)

৬২। লর্ড অকল্যাণ্ডও মনে করিয়াছেলেন যে, এই প্রমাণ যুক্তি সঙ্গত। (Government to Mr. Clerk, 3rd Dec. 1841.) লর্ড এলেনবরার শাসনকালে যে উপায়াবলী গৃহীত হয় তাহাতে আফগানিস্থানের সৈন্যপরিচালক সেনাপতিদিগকে তিনি শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম নটের প্রতিনিধি আদেশ করেন,—পূর্ব আদেশের সহিত কোন সংশ্রব না রাখিয়া, সৈন্যের

সহিত সাক্ষাতের মনস্থ করিলেন। তৎকালে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়,—তাহাতে জয়লাভেও সৌকর্য বিধান করায়, মহারাজ বন্ধুত্বের যে প্রমাণ নিয়ত প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য গবর্ণর-জেনারেল নিজে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন স্থির হইল। মহাসমারোহে সে উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য তাৎকালিক উদ্দীপনাবশে আরও স্থিরীকৃত হইল যে, কাবুল হইতে যে দুইটি সৈন্যদল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে, তাহারা কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাচরণ না করিয়া, ইংরাজদিগের উদারতা ও সাম্যনীতির পরিচয় প্রদান করিবে। আলেকজান্দার এবং তাঁহার গ্রীক সৈন্যকর্তৃক পঞ্জাব প্রদেশ ম্যাসিডনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর, আর এত অধিক ইউরোপীয় সৈন্য কখনও ভারত-ক্ষেত্রে একত্র সমবেত হয় নাই। শিখজাতি সাধারণতঃ এক কারণে সন্তুষ্ট হইয়াছিল; যাহাতে পশ্চিম সীমান্তে ইংরাজগণ উপস্থিত না হন, তজ্জন্যই এই সম্মিলনে, তাহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য অবস্থায় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য বৈভব প্রদর্শনের সুবিধা পাইয়া, তিনি বিশেষ গর্বিত হইতে পারিতেন। শের সিং নিজে নিঃসন্দেহে লর্ড এলেনবরার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রতীক্ষা করেন নাই। তিনি শাসনকার্যে আপন অক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; শিখদিগের অত্যাচারের জন্য, এবং যে সকল রাজদ্রোহী আমীরগণ তৎকালে আপনাপন অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া ভয়প্রকম্পিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত তিনি লিপ্ত হইয়াছেন সেই সন্দেহে, তাঁহাকে যে কৈফিয়ৎ প্রদান করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তিনি অনর্থক ভীত হইলেন। পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিলে যে, সমস্ত আফগানিস্থান সম্পূর্ণরূপ অধিকারের প্রথম সোপান গঠিত হইবে, ইহাই ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। শের সিংহের নিজের প্রতিও বিশ্বাস ছিল না। অনুচরগণের প্রতিহিংসা-বৃত্তির চরিতার্থের ভয়েও তিনি বিশেষ ভীত হইয়াছিলেন। তাহাদের বিশ্বাস, শের সিং স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে খালসা সৈন্য উৎসর্গ করিতে যত্নপর। গবর্ণর-জেনারেলের সহিত মহারাজ সাক্ষাৎ করেন, ধীয়ান সিংহের তাহা অভিপ্রেত নহে। অধিকন্তু তিনি স্বভাবতঃই সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন; ধীয়ান সিংহের ভয় হইল তাঁহার প্রভু ইংরাজ প্রতিনিধিকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহার ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, অথবা তাঁহার বৈদেশিক প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধনে চেষ্টিত হইবেন। শের সিং এবং তাঁহার মন্ত্রী উভয়েই উল্লাসিত হইলেন যে, যে মতবিরোধের জন্য লুধিয়ানার লেহনা সিং মাজিথিয়ার বিশিষ্টরূপ সমাদর করা হয়

নিরাপত্তার জন্য এবং ব্রিটিশ নামের গৌরব-রক্ষা হেতু তিনি যাহা ভাল মনে করেন, (Resolution of Government, 6 Jan. 1842,) তিনি তাহাই করিবেন। এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া, তিনি আপন যোগ্যতা ও গুণাবলীর সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়াছিলেন। (Government, to Sir William Nott, 10th February; 1842,) যাহা হউক, দোস্ত মহম্মদের মুক্তি-প্রস্তাবে লর্ড অকলাণ্ডই প্রশংসার যোগ্য। (Government to Mr. Clerk, 24th Feb. 1842.) কাবুল হইতে প্রত্যাগমনের পর, ইংরাজগণের যে বিপৎপাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তিনি যে তদপেক্ষা ঘোরতর বিপদাশঙ্কায় অভিভূত হইয়াছিলেন, সে জন্য তিনিও কতকাংশে দোষী। শতদ্রুতীরে অথবা সিন্ধুতীরে আশ্রয় গ্রহণের জন্য কাপুরুষোচিত মন্ত্রণার জন্যও তিনি কিয়ৎপরিমাণে অপরাধী।

নাই, এক্ষণে সেই মতবিরোধ অছিলায় ইংরাজগণের বিরুদ্ধাচরণে মহারাজের সহিত তাঁহার সম্মিলন অসম্ভব।৬৩ এবার অবহেলা ও অবমাননার জন্য লর্ড এলেনবরা প্রকৃতই ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু না জানিয়াই তাঁহার প্রতি এইরূপ অবমাননা প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাঁহার ক্রোধ সহজে প্রশমিত হইবার নহে। কিন্তু প্রকৃত ভাবী উত্তরাধিকারী সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া স্বয়ং মন্ত্রী যখন ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন এলেনবরার অসন্তোষের সকল কারণই অন্তর্হিত হইল। ১৮৪৩খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে সৈন্য-দল-ভঙ্গের নির্দিষ্ট সময় আসিল; গবর্ণর-জেনারেল দূরতর দেশ হইতে আগত যুদ্ধ-ক্লিষ্ট সৈন্যগণকে আর অধিককাল তথায় রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। এইরূপে শের সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল না; কিন্তু লর্ড এলেনবরা অল্পবয়স্ক বালক-যুবরাজ প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যখন বন্যার জলে সিন্ধুনদের উভয় কূল প্লাবিত

৬৩। অনেকবার রাজা ধীয়ান সিং এবং মহারাজ উভয়ে ইংরাজদিগের আক্রমণের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী গবর্ণমেন্টের বরাবর মি ক্লার্কের পত্র দ্রষ্টব্য।) ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল এবং মহারাজের সাক্ষাতে, ধীয়ান সিং বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা রিভিউয়ের প্রবন্ধ লেখক, (No. ii, p, 493 of the Calcutta Review)—তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই সমালোচক তৎকালে শের সিংহের উদ্বেগের কথাও বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মতে, শের সিংহ অকপটে ইংরাজদিগের আশ্রয়ে থাকিতে অভিলাষী ছিলেন। যদি তিনি নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করিতেন এবং সর্বপ্রকার বিপদ সম্ভাবনা জানিয়া যদি লর্ড এলেনবরা তাঁহাকে লাহোর সিংহাসন প্রতিষ্ঠীত রাখিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

সিন্ধুর আমীরগণের সহিত যে সন্ধি প্রস্তাব হয়, তাহা শত্রুতামূলক ও সন্দেহজনক। তদ্বিষয়ে থরনটন কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস দ্রষ্টব্য (See Thornton's "History of India" vi. 447.), যাহা হউক, এই সমুদায় অপরাধের কৈফিয়ৎ প্রদানের জন্য, শিখগণ কখনও আহূত হয় নাই।

সরদার লেহনা সিং যে মত-বিরোধের কারণ হইয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল:—সীমান্ত প্রদেশে গবর্ণর-জেনারেলের আগমনে, প্রচলিত আচার-প্রণালী অনুসারে ঐ সর্দার তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরিত হন। তখন এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, গভর্ণর-জেনারেল লুধিয়ানার সর্দারকে সমাদর করিবেন; এতদর্থে দিন ও সময় নির্দিষ্ট হয়; এবং সকল বন্দোবস্তই যথোচিত ভাবে সুস্থির হইয়া যায়। মি. ক্লার্ক স্বয়ং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে গভর্ণর-জেনারেলের নিকট আনয়ন করিতে গমন করেন। তাঁহার প্রতি এইরূপ আদেশে ছিল যে, শিখদিগের শিবির অভিমুখে তিনি অর্দ্ধপথ গমন করিবেন। সর্দার ভাবিলেন অথবা বুঝিলেন,—মি. ক্লার্ক তাঁহার শিবির মধ্যে আসিবেন; সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলেন। এদিকে মি. ক্লার্ক দুই ঘণ্টা বা ততোধিক কাল অর্ধপথে সর্দারের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। লর্ড এলেনবরা মনে করিলেন, সর্দারের এই আপত্তি বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক; এবং ইচ্ছাপূর্বকই তাঁহার প্রতি এই অবমাননা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং গবর্ণর-জেনারেল ইহার কৈফিয়ত প্রদানের আদেশ করিলেন। (১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর, মি. ক্লার্কের বরাবর গবরমেন্টের পত্র দ্রষ্টব্য।) গবর্ণর-জেনারেলের শিবিরে স্থগিত লেহন সিংহকে পরিচালন করিবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এবং ধীয়ান সিংহের স্বার্থ সাধনোদ্দেশে লাহোর গবর্ণমেন্টের উকীল, তাঁহাকে বিপথগামী করিয়াছিল; নিজ প্রভু এবং ইংরাজগণ উভয় পক্ষেরই অবিশ্বাস-ভাজন করিবার কল্পনায়ই, সেই ব্যক্তি এরূপ কাজ করিয়াছিল।

তখন যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বহু সংখ্যক শিখ সৈন্য প্রহরী স্বরূপ শতদ্রুর পরপারে প্রেরিত হয়, এবং যেরূপ নিশ্চয়তা ও চতুরতার সহিত সৈন্য পরিচালিত হইয়াছিল; ইংরাজ সেনাপতিগণের সৈন্য-সংখ্যা অধিক হইলেও এবং ইংরাজসৈন্যর সিদ্ধি লাভে আত্মাভিমানের কারণ থাকিলেও, এ বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখা কর্তব্য। যুবরাজও সেইরূপে ভারতীয় ইংরাজ-সৈন্য পরিদর্শন করিলেন; শিখ-রাজ অতিশয় আগ্রহের সহিত জালালাবাদ উদ্ধারকারী সৈন্যদলকে পরীক্ষা করিলেন; এবং বিস্ময়ের সহিত জেনারেল নট এবং তাঁহার সাহসী বীর কষ্টসহিষ্ণু সৈন্যগণকে অকপটে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সুসজ্জিত সৈন্যদল ভঙ্গ হইল; ফিরোজপুরের সমতলক্ষেত্রে আর অসংখ্য শুভ্র শিবিরশ্রেণী পরিদৃষ্ট হইল না। বিপন্মুক্ত শের সিং ঘোরতর বিপদের অবসানে অতি শীঘ্র অমৃতসর পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এই সকল কার্য শেষ হইলে, তিনি দোস্ত মহম্মদ খাঁকে অতি সমাদরে লাহোরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বন্ধনমুক্ত আমরীরের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু এই সন্ধি-পত্রে ইংরাজদিগের উপঢৌকন জেলালাবাদের কোনই উল্লেখ রহিল না।[৬৪]

কিন্তু শের সিং, অধীনস্থ রাজা ও প্রজাদিগকেই প্রধানতঃ ভয় করিতেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মায়ি চাঁদ কৌরের আকস্মিক বা সন্দেহমূলক মৃত্যুতে যদিও তাঁহার ভয়ের অনেকটা লাঘব হইয়াছিল।[৬৫] তথাপি বিদ্বেষভাবাপন্ন ধীয়ান সিংহের প্রভুত্বে তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন তিনি ভাই গুরমুখ সিংহের প্রস্তাব সমূহে কোনরূপ দ্বিধামত প্রকাশ না করিয়া, তদনুযায়ী কার্য করিতে লাগিলেন। এক হিসাবে এই ব্যক্তি তাঁহার ধর্মযাজক ছিলেন, এবং ধার্মিক বলিয়া তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতিও ছিল; সকলেই জানিত তিনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী ও ক্ষমতাশালী পুরুষের আত্মজ।[৬৬] দেশের বিরুদ্ধ

৬৪। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৭ই মার্চ তারিখে মি ক্লার্কের নিকট গবর্ণমেণ্ট এক পত্র লেখেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

৬৫। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন. গবর্ণমেণ্টে বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র। দাসীগণের মুখে শুনা যায়, খড়্গ সিংহের বিধবা পত্নী, এত গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন যে, তিনি কিছুকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিতা হন। এই নৃশংস ব্যাপারের একটি মাত্র জবাব দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি কোন অপরাধের জন্য হত্যাকারী ভৃত্যগণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের উত্তেজনায় শের সিং যে নির্লিপ্ত ছিলেন, সাধারণে তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না।

৬৬। রাজত্বের প্রারম্ভে শের সিং অধিকাংশ স্থলে জওলা সিং নামক একজন দক্ষ অথচ উচ্চাভিলাষী অনুচরের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। লাহোর আক্রমণ সময়ে এই ব্যক্তি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই নগণ্য সেনানায়ক, সিন্ধানওয়ালা রাজগণ, জাম্মুরাজগণ এবং ক্ষমতাপন্ন রাজ-সভাসদগণের স্থান অধিকারের আশা করিয়াছিল; কিন্তু অবিমৃশ্যের ভয়ে ত্বরান্বিত হওয়ায়, ধীয়ান সিং কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি কারারুদ্ধ হন? এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি আত্মহত্যা করেন। (গবর্ণমেণ্টের বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র; তারিখ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে এবং ১০ই জুন।)

পক্ষগুলিকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শুভ উদ্দেশ্যে অথচ অসম্ভব আশায় প্রাণোদিত হইয়া সিন্ধানওয়ালা রাজগণের প্রতি পুনরায় অনুগ্রহ প্রকাশের অভিলাষ করিলেন। তাহাদিগের ভয়ে ইংরাজ প্রতিনিধিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, এবং মহারাজ স্বয়ং ভীত ও সন্দিহান হইয়াছিলেন।[৬৭] স্বাভাবিক অকপটতা হেতু শের সিং এইরূপ মিত্রতা-বন্ধনের বিরোধী ছিলেন না; বরং জাম্মু-রাজগণের সমবল সম্পন্ন এই রাজ পরিবারকে ক্রমে ক্রমে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ধীয়ান সিংহও তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনে কোনরূপ বাধা দেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এক্ষণে মায়ি চাঁদ কৌর ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা বহু উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এইরূপে অজিৎ সিং এবং তাঁহার পিতৃব্য পুনরায় লাহোর রাজসভায় স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন। এতৎসত্ত্বেও ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ধীয়ান সিং বুঝিলেন, মহারাজের উপর তাঁহার প্রতিপত্তি ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এদিকে গুরমুখ সিংহের কুমন্ত্রণায় ভীত হওয়ারও তাঁহার অনেক কারণ ছিল। গুরমুখের ন্যায় একজন ব্যক্তি কর্তৃক জনসাধারণ উত্তেজিত হইলে, তাহার বিষময় ফলও তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর মন্ত্রীবর পুনরায় বালক দলীপ সিংহের কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি সিন্ধানওয়ালা রাজগণের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, কেবলমাত্র আপনাদিগের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতেই তাঁহারা লাহোরে আসিতে প্রলোভিত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে অজিৎ সিং রাজার প্রিয় সহচর হইয়া উঠিলেন। এক্ষণে তিনি নিজে ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত; তিনি এবং তাঁহার পিতৃব্য লেহনা সিংহ উভয়েই আপনাপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মন্ত্রীবরকে পক্ষভুক্ত করিয়া লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহারা যেন সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রীর মতানুবর্তী, তাঁহারা সেই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বলিলেন, নিজ জীবন রক্ষার্থ তাঁহারা শের সিংহের জীবননাশে প্রস্তুত। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর, অজিৎ সিংহের আহরিত সৈন্যগণের নব-সম্প্রদায় পর্যবেক্ষণ করিতে, মহারাজ তাঁহার তথায় আগমন করিলেন; বোধ হইল, সর্বশ্রেষ্ঠ একটি কামান উপঢৌকন স্বরূপ প্রদানের জন্য, প্রচলিত প্রথানুযায়ী অভিনন্দন গ্রহণের জন্যই যেন অজিত সিং মহারাজের নিকটবর্তী হইলেন। কিন্তু নিজ অস্ত্রোত্তোলন করিয়া মহারাজকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। ঠিক এই সময়ে নির্মম লেহনা সিং বালক প্রতাপসিংহেরও জীবন সংহার করিলেন। তখন মন্ত্রীকেই রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতে জ্ঞাতি-বন্ধুবর্গ, ধীয়ান সিংহের সহিত মিলিত হইয়া দুর্গ

৬৭। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল, গবর্ণমেণ্টের বরাবর ক্লার্কের পত্র; এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে ক্লার্কের বরাবর গবর্ণমেণ্টের পত্র। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্ট লেফটনাণ্ট কর্ণেল রিচমণ্ডকে যে পত্র দেন তাহাও দ্রষ্টব্য। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মি. ক্লার্ক আগরার লেফট্‌নাণ্ট গবর্ণর হন; সীমান্ত প্রদেশে লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড প্রতিনিধিরূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। রিচমণ্ড একজন বিখ্যাত কর্মচারী; অধুনা তিনি সার জর্জ পলকের অধীনে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

অভিমুখে অগ্রসর হইল। চির-সতর্ক মন্ত্রী একণে আপনার ফাঁদে আপনি ধরা পড়িলেন; তিনি একণে নিজ পাপকার্যের সহায়তাকারীগণের ক্রীড়া-পুত্তলীস্বরূপ রহিলেন, অধিকন্তর নির্জ্জনে থাকিবার জন্যই যেন তিনি প্রিয় সহচর ও আজ্ঞাবহিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। যে ধৃষ্ট নির্লজ্জ রাজা কিছুকাল পূর্বে তাহাদের অদ্বিতীয় প্রভুর রক্তে হস্তরঞ্জিত করিয়াছিল, সেই রাজাই তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিল।[৬৮] ষড়যন্ত্রকারিগণ এইরূপে নিজ নিজ কার্যে বিশেষ কৃতকার্য হইল; কিন্তু তাচ্ছিল্যবশতঃ তাহারা মন্ত্রী-পুত্রকে নিহত অথবা কারারুদ্ধ করিল না। এদিকে মহারাজের হত্যা সংবাদের জন্য সৈন্যগণ যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিল, ধীয়ান সিংহের মৃত্যুতে তাহারা তেমনই দুঃখিত হইল। বোধ হইল, তাহারা ধীয়ান সিংহের হত্যার বিষয় কখনও মনে স্থান দেয় নাই। আপনার বিপদাশঙ্কায় হীরা সিং সন্তানোচিত কর্তব্য সাধনে উদ্বুদ্ধ হইলেন। যে তিনটি হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি একমাত্র সিন্ধানওয়ালাদিগকেই ন্যায্যরূপে অপরাধী করিতে পারিতেন। তাহাদের বন্ধু ও তাঁহার পিতার নৃশংস মৃত্যুর প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইলে, তিনি সৈন্যদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সৈন্যদল সকলেই তাঁহার আহ্বানে সম্মত হইয়া, অব্যহতির পরেই দুর্গ আক্রমণ করিল। শিখজাতির মধ্যে জাম্মুর রাজগণের প্রাধান্যে বিদ্বেষ এত অধিক প্রবল ছিল যে, বিস্ময় ও ক্রোধের প্রথম উত্তেজনা তিরোহিত না হওয়া পর্যন্ত, যদি এই যৎসামান্য সৈন্য তিন চারি দিন সহ্য করিয়া থাকিতে পারিত, তাহা হইলে, নিশ্চই হীরা সিং প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে এই স্থান আক্রান্ত হয়, আহত লেহনা সিংহ নৃশংস রূপে নিহত হইলেন। এবং অজিৎ সিং সাহসিকতার সহিত উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করায়, তথা হইতে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।[৬৯] অতঃপর দলীপ সিং মহারাজ বলিয়া ঘোষিত হইলেন, এবং হীরা সিং উজীর পদে উন্নীত হইলেন। কিছুকালের জন্য তিনি সর্বেসর্বা হন; সিন্ধানওয়ালাগণের সমুদায় রাজ্য সরকারে গৃহীত হয়, এবং শিখগণ তাহাদের বাসস্থান ধুলিসাৎ করিয়া ফেলে; ভাই গুরমুখ এবং মিত্র বেলীরাম উভয়কে অনুসন্ধান করিয়া হত্যা না করা পর্যন্ত প্রতিহিংসা পরবশ যুবক নিবৃত্ত হইলেন না। প্রথম ব্যক্তির সম্বন্ধে তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাসী প্রভুর মৃত্যুর সহায়তা করিয়াছেন এবং মন্ত্রী নিধন সাধনে উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা হইল যে, জাম্মু পরিবারের প্রাধান্যের প্রবল বিরোধী হইলেও, তিনি সর্বদা মহারাজের বিশেষ প্রিয় ও অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন; লাহোর আগমন কালে সর্দার উত্তার সিং সিন্ধানওয়ালা দুর্গ অবরোধের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া ধর্মপ্রাণ খ্যাতনামা ভাই বীরসিংহের প্রভুত্ব ঘোষণা করিয়া গ্রাম্য অধিবাসীগণকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা

৬৮। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র লেখেন তাহাই দ্রষ্টব্য।

৬৯। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে সেপ্টেম্বর লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

করিলেন ; কিন্তু যাবতীয় 'খালসা' সৈন্যদল সমবেত দেখিয়া, হীরা সিংহের দূতের কার্যকলাপ পরিহার করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।[৭০]

নূতন মন্ত্রী মাসিক দুই টাকা আট আনা অর্থাৎ পাঁচ শিলিং হারে প্রত্যেক সৈন্যের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। পূর্বে যাহা বাকী পড়িয়াছিল, তাহাও তিনি পরিশোধ করিলেন। সৈন্যগণ ভাবিল, তাহারাই রাজ্যের অধিপতি ; তাহারা অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল, অথবা জাম্মু-দলপতিগণকে বিতাড়িত এবং পূর্ববর্ণিত ভাই বীরসিংহকে ধর্মযাজক ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মানার্হ ও ভয়প্রদ হইতে চেষ্টা করিল।[৭১] বালক মহারাজার মাতুল জোয়াহির সিং যথাসাধ্য সর্বোচ্চ পদ অধিকার করিলেন , কিন্তু মন্ত্রীর পরিবারবর্গের মধ্যে একতা রহিল না। যুবক, যুদ্ধে অনভিজ্ঞ এবং কার্যে অপটু ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাধান্য লাভে মর্মাহত হইলেন। প্রভুত্ব লাভের জন্য সুচেৎ সিং একটি দল সংগঠন করিলেন।[৭২] সাহায্যের জন্য যুবক উজীর পিতৃব্য গোলাপ সিংহের আশ্রয় অবলম্বন করিলেন ; সেই সুচতুর নরপতি, যখন অপরের মতাবলম্বী হইতেন, অথবা কার্য সম্পন্ন করিতেন, তখন যে কেহ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহাকে গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু শিখগণ তখনও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ; পাছে তিনি প্রত্যেক দুর্গ নিজ সৈন্য পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন, এই জন্য তাঁহার প্রতি তাহারা ঈর্ষাপরবশ ছিল। পরন্তু গোলাপ সিং নিজ কার্য-প্রণালীতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১০ই নবেম্বর তারিখে লাহোর পৌঁছিবার পূর্বে তিনি একমাত্র জোয়াহীর সিংহ ব্যতীত অপরাপর সকল পক্ষের সহিতই মিত্রতা-স্থাপন পূর্বক তাহাদের অনুগ্রহভাজন হইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি জোয়াহীর সিংহকে অকর্মণ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন।[৭৩] তাঁহার এই ব্যবহারে জোহীর ক্রুদ্ধ হইলেন ; মহারাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকায়, তাঁহার নিকট সর্বদা গতায়াতের সুবিধা পাইয়া, 'রিভিউ' বা সৈন্য-পরিদর্শন উপলক্ষে বালক মহারাজকে ক্রোড়ে লইয়া জোয়াহীর সিং পরিদর্শন-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া, জাম্মুর রাজগণেকে পদচ্যুত করিতে জিদ করিয়া, তিনি সমবেত সৈন্যগণকে বলিলেন,—যদি তাঁহার প্রস্তাবে তাহারা অসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভাবী রাজা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া, তিনি ইংরাজ রাজ্যে পলায়ন করিবেন। কিন্তু ইংরাজদিগের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের কল্পনা স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন সৈনিক পুরুষ শিখজাতির পক্ষে একান্ত অসন্তোষজনক বিধায়, জোয়াহীর সিং তৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ হইলেন। পূর্বে

৭০। লেফটেনান্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র ; ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত।

৭১। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের, গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফটনান্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র।

৭২। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এবং ২২শে অক্টোবর তারিখে লিখিত গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফটনান্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র।

৭৩। রিচমণ্ডের পত্র ; ১৮৪৩ খৃঃ, ২৬শে সেপ্টেম্বর ও ১৬ই নবেম্বর।

যে শিক্ষায় তাঁহার স্বভাব গঠিত হয়, এবং যে শিক্ষাবলে তিনি কার্যাবলী সম্পন্ন করিতেন, জীবনের শেষভাগে তিনি সেই নীতিই শিক্ষা করিলেন।[৭৪]

যাহা হউক, তথাপি হীরা সিং ক্রমশঃ বিপদ-জালে জড়িত হইতে লাগিলেন। ফতে-খাঁ টৌয়ানা নামক এক ব্যক্তি ধীয়ান সিংহের একজন প্রিয়-সহচর ছিলেন। এই ব্যক্তিই নিজ প্রভুর প্রস্তাবিত হত্যাকাণ্ডে গুপ্ত মন্ত্রণাদাতা। যখন অজিৎ সিং এক্‌পক্ষে রাজাকে গ্রহণ করেন, তখন চতুরতার সহিত কু-অভিপ্রায়ে এই ব্যক্তি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন,—ইহাই সাধারণের অনুমান। যখন সৈন্যরাশি দুর্গ আক্রমণ করিল, তখন এই নগণ্য নেতা স্বদেশ ডেরা-ইসমাইল-খাঁ নামক স্থানে পলায়ন করিয়া রাজদ্রোহের সূচনা করিতে চেষ্টা করিল। মুলতানের বিদ্রোহী ও দক্ষ শাসনকর্তা তাঁহার এইরূপ উদ্যমে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তৎকালে তাহাই অনুমিত হওয়ায়, বিশেষ উদ্বেগ ও অধিকতর দুশ্চিন্তার কারণ হইল।[৭৫] এই সমুদায় বিদ্রোহ দমনের উপায় অবলম্বন করিতে না করিতেই, কাশ্মীরা সিং এবং পেশোয়ারা সিং নামক রণজিৎ সিংহের আত্মজ অথবা পোষ্যপুত্রদ্বয়, নাবালক দলীপ সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলেন। যখন আফগানদিগের দুইটি প্রদেশের নামানুসারে এই বালকদ্বয়ের নামকরণ হইয়াছিল, রণজিৎ সিং তখন সেই দুইটি প্রদেশ অধিকার করেন, তখন মহারাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন। তাঁহারা এক্ষণে শিয়ালকোটে প্রকাশ্যভাবে প্রতিকূলতাচরণ করিয়া স্ব স্ব দল গঠন করিতে চেষ্টা করিলেন। যে কয়েকটি সৈন্যদল পেশোয়ার অভিমুখে গমনের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা এই যুবরাজদ্বয়ের সহিত মিলিত হইল ; একমাত্র শিখসৈন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল ; কিন্তু লাহোরের মুসলমান সৈন্যগণও ভ্রাতৃদ্বয়কে আক্রমণ করিতে অস্বীকৃত হইল। অতি কষ্টের সহিত ও একমাত্র গোলাপ সিংহের সাহায্যে শিয়ালকোট অবরুদ্ধ হইল। অতঃপর দেখা গেল, সেই যুবকদ্বয় কোন দলের অধিনায়কত্ব কার্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; তাহাদিগকে দমন করিতে হীরা সিং আর কোন উদ্যোগ করিলেন না। মার্চ মাসের শেষ ভাগে তিনি দুর্গ অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদিগকে মুক্তি দান করিলেন।[৭৬] যাহা হউক, জোয়াহির সিংহের কৃতকার্যতায় সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ, মন্ত্রীর অতি অল্পই ছিল ; এই সময়ে জোয়াহির সিং নিজ মুক্তির জন্য প্রহরীদিগের সহিত মন্ত্রণা স্থির করিয়াছিলেন, তাহারাও তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল। রাজসভায় পূর্বপদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেও, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। স্থূলতঃ, এই

৭৪। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নবেম্বর লেফটনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড, গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র দেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

৭৫। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর লেফটনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড, গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

৭৬। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ও ২৭শে মার্চ, লেফটনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র।

বালকের শাসন সময়ে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে সকলেই কতকটা ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন।[৭৭]

সাধারণের বিশ্বাস, রাজা সুচেৎ সিং, কাশ্মীরা সিংহের সমস্ত মন্ত্রণায় অপ্রকাশ্যভাবে তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন। জোয়াহির সিংহের মুক্তিলাভও তাঁহারই সম্মতিক্রমে সংঘটিত হইয়াছে। রাজার বিশ্বাস, তিনি সৈন্যগণের মধ্যে সকলেরই প্রিয়পাত্র; প্রধানতঃ যে অশ্বারোহী সৈন্য কতকটা অশিক্ষিত, এবং যাহারা স্থায়ী ও শিক্ষিত পদাতি ও শস্ত্রচালনাকারী সৈন্যদলের শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য-প্রণালীতে কতক পরিমাণে ঈর্ষাপরতন্ত্র, তাহাদেরই তিনি অধিকতর প্রিয়পাত্র। তিনি অতিশয় বিরক্তি ও অনিচ্ছার সহিত পার্বত্য প্রদেশে গমন করিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিতে তখনও তাঁহার উৎকট অভিলাষ ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৬এ মে অপরাহ্নে কয়েকজন অনুচর সমভিব্যাহারে তিনি অকস্মাৎ লাহোরে উপনীত হইলেন; কিন্তু অধিকাংশ সৈন্যদল তাঁহার বিনীত প্রার্থনা উপেক্ষা করিল। তাহার একটি কারণ এই যে, হীরা সিং দানে মুক্তহস্ত এবং প্রতিজ্ঞায় অটল ও অতিশয় উদারচেতা ছিলেন; দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে সকল সুচতুর প্রতিনিধি সৈন্যদল সমূহের "পঞ্চায়েৎ" স্বরূপ নিযুক্ত হইতেন—অথবা যাঁহাদের দ্বারা "পঞ্চয়েৎ" সভা গঠিত হইত, তাঁহারা আপনাপন মহত্ত্ব ও আত্মসম্মান বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেন; একমাত্র অধ্যাবসায়শীল এবং বিজ্ঞজনোচিত অনুসন্ধান না করিয়া, বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে সহজে তাহারা কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিতেন না। সুতরাং সু-প্রত্যাশী ও অবিমৃশ্যকারী রাজার আগমনের অব্যবহিত পরে, প্রাতঃকালে বৃহৎ এক দল সৈন্য কোনরূপ দ্বিধামত প্রকাশ না করিয়া, রাজার বিরুদ্ধে যাত্রা করিল; কিন্তু রাজা অত্যন্ত সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি ভগ্ন-প্রাসাদের মধ্যে থাকিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যদিও তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্য বহুসংখ্যক শস্ত্রধারী সৈন্যের অগ্নিবর্ষণে একরূপ নিঃশেষ হইয়াছিল; কিন্তু আক্রমণকারিগণ দুর্গ-প্রাকার মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে, তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।[৭৮]

উত্তার সিং সিন্ধানওয়ালা এ যাবৎ থানেশ্বর বাস করিতেছিলেন। এইরূপ অবিমৃশ্যকারিতা ও অসমসাহসিক কার্যের পর, দুই মাসের মধ্যেই সৈন্যগণের সাহায্যে তিনি হীরা সিংহকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করেন। ২রা মে তারিখে তিনি শতদ্রু নদী অতিক্রম করিলেন; কিন্তু অসাময়িক সংঘর্ষণ পরিহার-কল্পে এবং শিখদিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাইয়া, তাহাদিগের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবার জন্য, কোন দূরবর্তী স্থানে অবস্থিতি না করিয়াই, তিনি একেবারে ভাই বীর সিংহের সহিত মিলিত হইলেন। এই

৭৭। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ লেফটনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র।

৭৮। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মার্চ, লেফটনান ট-কর্ণেল রিচমণ্ড গবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র লেখেন, তাহা দ্রষ্টব্য।

সময়ে তাঁহার ধর্মপ্রাণতা ও খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে বহুসংখ্যক কৃষিজীবী শিখ তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়াছিল। তখন তিনি রাজধানী হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী ফিরোজপুরের সন্নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অসন্তুষ্ট-চিত্ত কাশ্মীরা সিং তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন; কিন্তু এ দিকে হীরা সিং নতজানু হইয়া সমবেত 'খালসার' অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন;—'সিন্ধানওয়ালাগণ' ইংরাজদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদেরই অনুগত,—এই সকল বিষয়, স্মরণ করাইয়া দিয়া, তিনি 'খালসা' সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ একটি বৃহৎ সৈন্যদল লাহোর হইতে যাত্রা করিল; কিন্তু বিদ্রোহী দল হইতে ভাই বীর সিংহকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখার ইচ্ছা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল; সৈন্যগণ ভাবিল, এরূপ একজন ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষকে আক্রমণ করা ধর্মবিরুদ্ধ ও অপবিত্র। যাহা হউক, ঐ মাসের ৭ই তারিখে ভাই বীর সিংহকে প্রস্থান করিতে অনুরোধ জানাইয়া, তাঁহার নিকট প্রতিনিধি প্রেরিত হইল। প্রতিনিধিগণের কু-বাক্যবর্ষণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সর্দার উত্তার সিং স্বহস্তে একজন প্রতিনিধিকে নিহত করিলেন। এই নৃশংস ব্যাপারের ফলে, তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। উত্তার সিং ও কাশ্মীরা সিং উভয়েই নিহত হইলেন। তৎপরে দেখা গেল, ভাই বীর সিংহও একটি গোলের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন;—মৃতস্তূপের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। এই যুদ্ধে জাম্মুর রাজপুত বীর, লাভ সিং সেনাপতি ছিলেন; কাশ্মীরা সিংহের পরিবারবর্গকে হস্তগত করায়, তাঁহার সিদ্ধিলাভের পথ অধিকতর সুগম হইয়া আসিল। কিন্তু স্ত্রীলোক ও বালিকাগণকে লাহোরে আনয়ন করা সম্বন্ধে, শিখ-পদাতিক সৈন্য অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, প্রতিবাদ করিল। সৈন্যগণের এই প্রতিবাদে এবং ভাই বীর সিংহের মৃত্যুতে মর্মভেদী বিলাপ-চিহ্ন দর্শনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া, লাভ সিংহ আপনার নিরাপত্তার জন্য অতি সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।[৭৯]

এইরূপে হীরা সিং রাজ্যের শত্রু এবং শাসনের প্রতিবাদী দুইজন প্রধান ব্যক্তিকে অপসৃত করিয়া, কতকাংশে সিদ্ধি লাভ করিলেন। এক্ষণে মূলতানের শাসনকর্তার সহিত সন্ধি-স্থাপিত হওয়ায়, ফতে খাঁ তাওয়ানার কার্য-প্রণালীতে অণুমাত্র উদ্বেগের কারণ রহিল না।[৮০] এক্ষণে কেবল মাত্র শিখ-সৈন্যই, তাঁহার উদ্বেগের প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। শিখ-সাম্রাজ্য সঙ্কীর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ভীত হন নাই; তিনি নিজে শিখ-রাজ্যের আধিপত্য হইতে বঞ্চিত হইবেন—ইহাই তাঁহার ভয়ের প্রধান কারণ। 'পঞ্চায়েত'গণ স্ব স্ব প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নপর ছিলেন, এবং তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যগণের জন্য অতিরিক্ত বেতন ও বিশেষ অধিকারস্বত্ব লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সৈন্যদল সাম্রাজ্যের একতা এবং সুযশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে কৃতসংকল্প

৭৯। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই, ১১ই, এবং ১২ই মে, গবর্ণমেন্টের বরাবর লেফ্‌টনান্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র।

৮০। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিলের, গবর্ণমেন্টের বরাবর লেফ্‌টনান্ট কর্ণেল-রিচমণ্ডের পত্র।

হইয়াছিল; প্রাদেশিক সৈন্যগণের সাহায্য হেতু তাহারা পরস্পর ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির করিয়াছিল। বস্তুতঃ, সীমান্ত প্রদেশে শিখগণ স্বাভাবিক বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল; ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে গিলগিট রাজ্য আক্রান্ত ও কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত হইল। পঞ্চায়েতগণ বুঝিতে পারিলেন যে, শিখ-সৈন্যকে রাজ্যমধ্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া, রাজা এবং তাঁহার পরামর্শদাতা উভয়েই অতিরিক্ত পার্বত্য-সৈন্য সংগ্রহ করার মন্ত্রণা করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, এইরূপ উপায়ের সার্থকতা প্রতিপাদন করা আবশ্যক; সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদান না করিলে, এবং সন্দেহভঞ্জন ব্যতিরেকে, কোন সৈন্যদল লাহোর পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, কমিটিতে তাহাই স্থির হইল। এইরূপে হীরা সিংহ, সিন্ধু-দেশস্থ ইংরাজ-সৈন্যের ভাবী সাহায্যের আশায় রহিলেন। তদানুষঙ্গিক কয়েকটি সৈন্যদল তৎকালে শতদ্রু অভিমুখে গমন করায়, তাঁহার সন্দেহ বর্ধিত হইল। অন্যদিকে তাহাতে ইংরাজদিগের হস্তে শিখজাতির আসন্ন বিপদের বিষয় জানাইয়া দিল। 'খালসা' সৈন্য এই ইংরাজ-সৈন্যের সম্মুখীন হইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল। ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণের নিকট প্রতিশ্রুত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য আহরণের ভাণ করিয়া, একদল শিখ-সৈন্য কুশুর অভিমুখে এবং অপরাপর সৈন্যদল রাজধানীর সন্নিকটবর্তী স্থানে প্রেরিত হইল।[৮১] বস্তুতঃ, রণজিৎ সিংহও সময়ে সময়ে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতেন; তখন ইংরাজ-সৈন্য অসংখ্য হইলেও তাঁহার ভয় বৃদ্ধি হইত না।[৮২] কিন্তু বারংবার সিদ্ধিলাভ হেতু এবং ইংরাজদিগের কার্যে নিযুক্ত স্থায়ী ও শিক্ষিত সৈন্যদলের তাৎকালিক লজ্জাকর ও ঘৃণিত ব্যবহারের জন্য, নিজ সৈন্য ও সাহায্যকারী ইংরেজ সৈন্যের ভয়, হীরা সিংহের মন হইতে অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়াছিল। সিপাহী সৈন্য সিন্ধু অভিমুখে গমনে অস্বীকার করিল, এবং শিখ-সৈন্য অতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, সিপাহী বিদ্রোহের ক্রমোন্নতি প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দেশ-প্রসিদ্ধ সিপাহীগণ তাহাদের নিজ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণে দণ্ডায়মান,—এই আকস্মিক দৃশ্য শিখজাতির পক্ষে প্রকৃতই অভিনব ব্যাপার। কিন্তু ইউরোপীয় সৈন্যের যুদ্ধকৌশলে, অশ্বারোহী সৈন্যের উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্তে এবং সিপাহী-সৈন্যের বশ্যতা স্বীকারের জ্ঞান পুনরায় উদয় হওয়ায়, বিশাল বৈদেশিক শক্তির সহিত অনিবার্য ও সাংঘাতিক সংঘর্ষের আশালোক একেবারেই নির্বাপিত হইল। ব্রিটিশ সৈন্য সিন্ধুদেশাভিমুখে গমন করায়, কুশুর হইতে লাহোর সৈন্য প্রস্থান করিল।[৮৩]

যাহা হউক, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষের প্রকৃত কিংবা কাল্পনিক কারণের অভাব ছিল না। পরিশেষে এই অসন্তোষের ফলে, লাহোর সৈন্য মর্মাহত হয়;

৮১। লেফটনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র; ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ, এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর।

৮২। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের সার ডেভিড অক্টারলোনির পত্র; ১৬ই অক্টোবর।

৮৩। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে লেফ্‌টনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লেখেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য।

তৎপ্রতি তাহাদের দৃষ্টি সঞ্চালিত হওয়ায়, অনেকাংশে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইয়াছিল। নাভার আশ্রিত শিখ রাজ, মহারাজের অনুরোধে মাওরাণ নামক একটি পল্লী রণজিৎ সিংহকে প্রদান করেন ; তাঁহার (মহারাজার) উদ্দেশ্য এই যে, ঐ স্থানটি ধানা সিং নামক নাভা-রাজের একজন প্রজাকে প্রদান করা হইবে ; তখন সেই ব্যক্তি পঞ্জাব-অধিপতির বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। অতএব ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ইংরাজ প্রভুত্ব প্রবর্তনের পরেই ঐ গ্রাম তাহাকে প্রদান করা হয় ; কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিলেন না। যদি প্রমাণিত হয় যে, এই পল্লী ব্রিটিশ-রাজত্বের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ও তাহা হইতে স্বতন্ত্র, তাহা হইলে, ঐ স্থান হস্তান্তর করা অন্যায় ও বিধিবিরুদ্ধ। নাভার রাজা ধানা সিংহের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দান প্রত্যাহরণ করিলেন ; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ রাজার এই কার্যে জায়গীরদারের ঐশ্বর্য-সম্পত্তি সকলই লুণ্ঠন করিল। তাহাতে লাহোর গবর্ণমেণ্ট অভিযোগের কারণ পাইলেন এবং সেই সুযোগে তাহার পক্ষাবলম্বন করিলেন।[৮৪] কিন্তু বহুসংখ্যক মুদ্রা ও অমুদ্রিত রৌপ ও স্বর্ণ-পিণ্ড সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মীমাংসা-নিষ্পত্তিতে হীরা সিং এবং তাঁহার পরমর্শদাতা, আরও অধিকতর আপত্তি করিলেন। রাজা সুচেৎ সিং এই অর্থরাশি ফিরোজপুরে গুপ্তভাবে সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন ; তাঁহার মৃত্যুর পর, সঞ্চিত অর্থ অপহরণের চেষ্টা করায় তাঁহার ভৃত্যগণ ধৃত ও দণ্ডিত হয়। ঐ অর্থরাশির পরিমাণ ১৫,০০,০০০ পনের লক্ষ টাকা এবং ইদানীং আফগান যুদ্ধ সময়ে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণস্বরূপ প্রদানের উদ্দেশ্যে, উহা ফিরোজপুরে প্রেরিত হইবে—এইরূপ বুঝা গিয়াছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও এই সময়ে আশ্রিত শিখ রাজগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেছিলেন। লাহোরের মন্ত্রী ঐ অর্থরাশি দাবী করিলেন। তিনি বলিলেন, যেহেতু করদ রাজা সন্তান-বিহীন ; স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী পুত্রের অবর্তমানে, উক্ত জায়গীরদারের সমুদায় সম্পত্তি সরকারের রাজ্যভুক্ত ; অধিকন্তু সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিহত হওয়ায়, রাজদ্রোহিতার অপরাধে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ন্যায্যভাবে দণ্ড স্বরূপ রাজকোষভুক্ত। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিলেন যে, স্বত্বাধিকারীর রাজা-দ্রোহিতায় উক্ত সম্পত্তিতে তাঁহার অধিকার স্বত্ব কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। তাহারা বলিলেন, জাম্মু অথবা পঞ্জাবের আইনানুসারে ঐ সম্পত্তি অধিকার স্বত্বের প্রমাণ ন্যায্যরূপে ইংরাজদিগের আইন আদালতে প্রমাণ করা আবশ্যক। তখন লাহোরের অনুকূলে স্থিরীকৃত হইল যে, ইংরাজদিগের কোন প্রজা অথবা প্রতিবাদী ঐ ধনসম্পত্তির দাবী করে নাই ; এবং ন্যায়-সঙ্গত অথবা দেশ-প্রচলিত স্বত্বাধিকারীকে উহা সমর্পণের জন্য সে সম্পত্তি যথা সময়ে পঞ্জাবের শাসনকর্তর হস্তে সমর্পিত হইবে। কিন্তু উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারিগণ ইউরোপের প্রচলিত নিয়মানুসারে আর অধিক শৈথিল্য প্রদর্শন করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, যদি মহারাজ পূর্বেই জানাইতেন যে, আইন-সঙ্গত উত্তরাধিকারীকে ঐ ধন-

৮৪। **Lieut. Col. Richmond to Government, 18th and 28th May, 1844.**

সম্পত্তি প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে শিখ-রাজকোষে উহা সমর্পণে রাজা গোলাপ সিং ও হীরা সিং উভয়েই সম্মত, তাহা হইলে এত অধিক কাল ঐ অর্থরাশি আবদ্ধ থাকিত না। কিন্তু এই প্রস্তাবে কেহই সম্মত হইলেন না, তাহার কারণ, পূর্ব হইতেই পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রে মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, ভারতীয় আইন ও আচার-পদ্ধতি অনুসারে, লাহোরের রাজ-সভাসদ্‌গণ বিবেচনা করিলেন, তাঁহাদের স্বত্বাধিকারের আদি ও প্রথম কারণসমূহ অখণ্ডনীয়। এইরূপে ঐ ধনসম্পত্তিই অসন্তোষের মূলীভূত কারণ হইল। পরে ইংরাজগণ লাহোর অধিকার করিয়া তাঁহারা গোলাপ সিংহকে কাশ্মীর প্রত্যর্পণ করেন; এবং যতদিন ইংরেজগণ তাহার আংশিক মূল্য স্বরূপ লাহোর গ্রহণ না করিলেন,—ততদিন এই অসন্তোষ বর্তমান রহিল।৮৫

৮৫। এই অর্থরাশি প্রত্যর্পণ ও আবদ্ধ রাখার যে তর্ক উঠে, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্রাদি দ্রষ্টব্য :— Lieut-Col. Richmond to Govt. of the 7th April, 3rd and 27th May, 25th July, 10th Sept. and 5th and 25th Oct. 1844; and of Governmet to Lieut-Colonel Richmond of the 19th and 22nd April, 17th May and August of the same year,) ব্রিটিশ বিচারালয়ে কোন সম্পত্তির মালেকী-স্বত্ব বিচার-বিষয়ক যে নীতি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে তদনুসারে, এবং লাহোর ও জাম্মুর আইনানুসারে, উত্তরাধিকারিত্বে সাধারণ ও ব্যক্তিগত স্বত্বের মধ্যে কোনই পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বরং অসাধারণ অপ্রকাশ্য বিচারাদির আইনানুসারেই প্রধানতঃ এই ব্যবহারিক প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, মৃত ব্যক্তি যে জাতীয় এবং যে প্রদেশের অধিবাসী, সেই জাতি ও দেশগত প্রথা প্রথানুসারে সেই সকল সম্পত্তির বিতরণ ও তাহার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত হইবে। সচরাচর যখন বিরোধীয় ব্যক্তিগণ একই বিদেশী রাজ্যের প্রজা হয়, তখন বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সম্রাটের হস্তেই উহা সমর্পিত হইয়া থাকে। তখন এই হেতুবাদ প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, বিরোধীয় স্থানে পক্ষগণের স্বত্ব উত্তমরূপে মীমাংসিত হইতে পারে, এবং প্রত্যেক শাসনকর্তাই ন্যায়বান ও বিচারক্ষম।

বক্ষ্যমান দৃষ্টান্তে, একজন নিঃসন্তান রাজদ্রোহীর সম্পত্তিতে একটি সন্ধিবদ্ধ মিত্র-রাজ্যের অধিকার-স্বত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করায়, ভারত গবর্ণমেন্ট এবং কলিকাতার আইন-ব্যবস্থাপক ও বিচারপতিগণ অপেক্ষা ইউরোপের ভিন্ন-জাতি-সম্পর্কীয় আইনের অসম্পূর্ণতাই সর্বতোভাবে অধিকতর নিন্দনীয়। অধিকন্তু এই সম্পত্তিতে কোন ব্রিটিশ প্রজা অথবা আশ্রিত ব্যক্তিই দাবি করে না। ভ্যাটেল এই নীতি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, একজন বিদেশীয় ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার জাতীয় ঐশ্বর্য সমষ্টির অংশ মাত্র; এবং ঐ ব্যক্তির স্বদেশীয় আইনানুসারেই উক্ত সম্পত্তির স্বত্ব স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। (Bk. ii. chap. viii, sects 109 and 110); কিন্তু যে স্থলে প্রজাগণ অথবা সাধারণ পক্ষগণ (মোকদ্দমাকারী) প্রতিবাদী, বক্ষ্যমান অংশে (Section) কেবলমাত্র সেই সকল ঘটনা বা মোকদ্দমার কথাই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু মিষ্টার চিটি ১০৩ ধারার নোটে, (ed. 1834) দেখাইয়াছেন যে, বিদেশীয় সম্রাটগণ অন্ততঃ ইংলণ্ডে ব্রিটিশ প্রজার নামে মোকদ্দমা আনিতে পারেন বা অভিযোগ করিতে পারেন।

জায়গীরদারগণের (বা করদ বৃত্তিভুক্‌দিগের) রাজ্য ও ঐশ্বর্য বিষয়ক প্রাচ্যদেশ প্রচলিত আইনাদি বার্নিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখা যায়। ("Bernier's Travels, i, 145-147) এস্থলে গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ স্বত্ব অধিকার। বৃত্তিভুক ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র জীবিতকাল পর্যন্ত সম্পত্তিপদ ভোগদখল করিতে পারিবে, এবং কৃপণতা বা প্রজা-পীড়ন দ্বারা তাঁহারা যে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, তাহা সাম্রাজ্যের সম্পত্তি। সাধারণ ব্যক্তি এবং একজন বিতাড়িত সম্রাটের মধ্যে তাহার দোষ অথবা তাহার প্রতারণা

হীরা সিং আপন কার্যকলাপে আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিলেন। যে প্রণালীতে রাজকার্য পরিচালিত হইত, তাহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ দক্ষতা ও ক্ষমতা প্রমাণিত হইত। কিন্তু উপযুক্ত দান ও প্রীতিজনক সম্ভাষনে রাজা তাঁহাকে প্রশংসা করিতেন। জালা নামক একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমুদায় উপায় নির্দেশ করিতেন, তিনি এক হিসাবে জাম্মু ভ্রাতৃগণের পারিবারিক পুরোহিত, এবং ধীয়ান সিংহের পুত্রগণের শিক্ষক ছিলেন। এই ধূর্ত এবং দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি, যুবক মন্ত্রীর উপর সর্বপ্রকার প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা রণজিৎ সিংহের অশেষ অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছিলেন, সেই শিষ্যগণের উপরও তিনি সেইরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন। এক্ষণে বোধ হইল, যেন শিক্ষকই সভাসদ হইয়া আদেশ প্রচার করায়, সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়া, শাসন কর্তৃগণকে পরাজিত করিল। ক্রমে লালসা বৃদ্ধি হইল, এবং দাক্ষিণাত্যের অশিক্ষিত মারহাট্টাগণের মধ্যে যেমন তাঁহারই স্বজাতীয় এক ব্যক্তি কিছুকাল পূর্বে স্বতন্ত্র একটি রাজবংশ স্থাপিত করিয়াছিল ; বোধ হয়, তিনিও তেমনি পঞ্জাবের অশিক্ষিত এবং কষ্ট-সহিষ্ণু 'জাঠ' অধিবাসীগণের মধ্যে 'পেশোয়াব" রাজবংশ প্রতিষ্ঠীত করিবার কল্পনা করিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিযাছিলেন যে, শিখ সৈন্যকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তাহাদিগের দ্বারা কার্যোদ্ধার করিতে হইবে। কোন কারণবশতঃ তিনি রাজ্যের অধিকাংশ নামমাত্র শাসনকর্তাদিগের প্রকৃতি ও শক্তি-সামর্থে ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার উপলব্ধি হইল,—রাজা গোলাপ সিং রাজ্যের অধিকাংশ রাজস্ব শোষণ করিয়া, অসীম শক্তি ও প্রভুত্ব বলে প্রধান রাজশক্তিকে অতি গুরুতররূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রথমতঃ সৈন্য-সম্প্রদায়ের বেতন নিয়মিত রূপে পরিশোধ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করাই প্রধান আবশ্যক। অতএব পণ্ডিতপ্রবর নিঃসঙ্কোচে সর্দারদিগের কতকগুলি জায়গীর স্বতন্ত্র রাখিবার প্রয়াস পাইলেন। পরিশেষে সৈন্যগণকে জাম্মুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আবশ্যকতা বুঝাইয়া, তিনি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গোলাপ সিংহকে ভয় প্রদর্শন করাও তাঁহার যে কোন কারণ ছিল না, তাহা নহে, সেই অবিবেচক রাজা সম্প্রতি রাজা সুচেৎ সিংহের সমুদায় রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন : কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিনিই ঐ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।[৮৬]

সর্বপ্রকার কার্যেই জালার বীরত্ব ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন

সম্বন্ধে বিচার করা কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু রাজদ্রোহ ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে সন্ধিবদ্ধ রাজা এবং রাজ্যের প্রজার মধ্যে বিচার কালে, কোনই ক্লেশ বা বিঘ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে কোন পলাতক রাজদ্রোহী অথবা দেশহিতৈষী ব্যক্তি ষড়যন্ত্র [illegible] তাহাদের আশ্রয়স্থল কলুষিত করিতে সক্ষম নহে। যে রাজ্যের অনুগ্রহে তাহারা প্রতি[illegible] এতদূর অনুগৃহীত হইয়াছে, অবিমৃষ্য এবং দূষনীয় কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে, তাহাদের সম্পত্তি [illegible] বা স্থানান্তরিত করিয়া নির্ভিক ব্যক্তিগণ রাজ্যের প্রতারণা বিধান না করিতে পারে, এই [illegible] হইলে, তাহা নিবারিত হইত।

৮৬। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট এবং ১০ই অক্টোবর, গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফ্‌টনাণ্ট [illegible] রিচমণ্ড যে পত্র লেখেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

কোন সময়ে তিনি অতি অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় কার্য করিতেন এবং একই সময়ে অত্যধিক কার্যসাধনে চেষ্টিত হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি শিখদিগের প্রকৃতি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, এবং সুচতুর গোলাপ সিংহের প্রতিও তিনি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সুচেৎ সিংহের জায়গীর সমূহ তাঁহার (সুচেৎ সিংহের) ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত অংশ বিভাগ করিয়া লইতে রাজা বাধ্য হইয়াছিলেন।[৮৭] এদিকে ফতে খাঁ টোয়ানা পুনরায় ডেরাজাতে এক বিদ্রোহ আরম্ভ করিলেন;[৮৮] চত্তার সিং আত্তারিওয়ালা রাওয়ালপিণ্ডির নিকট অস্ত্রধারণ করিলেন;[৮৯] এবং পণ্ডিত জালা যাহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সুচতুর ও বহুদর্শী রাজার উত্তেজনায় কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ মুসলমান জাতিগুলি উৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত করিল।[৯০] পেশোয়ারা সিং এই সময়ে পুনরায় পঞ্জাবের রাজ্য লাভের আশা করিলেন; গোলাপ সিং তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিলেন; তখন এইরূপ দুর্দান্ত ব্যক্তির সহিত সন্ধি-স্থাপন ও মিত্রতা বন্ধনের আবশ্যকতা পণ্ডিত জালা বুঝিতে পারিলেন।[৯১] সুতরাং তদনুসারে এক সন্ধি স্থাপিত হইল, এবং রাজা তাঁহার পুত্র সোহান সিংকে লাহোরে প্রেরণ করিলেন।[৯২] তখন পেশোয়ারা সিংহের সকল আশাই নির্মূল হইল, এবং তিনি নিরাপদের জন্য শতদ্রুর দক্ষিণ তীরে পলায়ন করিলেন।[৯৩]

পণ্ডিত জালা আরও ভ্রমে পতিত হইল। শিখগণ কেবল যে এক গোলাপ সিংহের প্রতিই অবিশ্বাসী ছিল, তাহা নহে; বরং তাহারা যে ভিন্ন-জাতি এবং ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী প্রত্যেকের প্রতি ঈর্ষাপরবশ, পণ্ডিত জালা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কেবলমাত্র প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়া, তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, সে সকল ব্যক্তিও সৈন্যদিগের স্বজাতীয় ও স্বধর্মাবলম্বী শিখ জাতি; এবং 'খালসা' নামে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি উচ্চ, কি নীচ,—সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। তিনি সুনিপুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন সর্দারদিগের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিতেন

৮৭। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর, লেফটনাণ্ট-কর্ণেল লিখিত গবর্ণমেণ্টের পত্র।

৮৮। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন, গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফটনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র।

৮৯। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফটনাণ্ট কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র দ্রষ্টব্য।

৯০। ম্যাজর ব্রডফুট লিখিত গবর্ণমেণ্টের পত্র; তারিখ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৪এ নবেম্বর।

৯১। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফটনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের এবং ঐ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নবেম্বর গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র দ্রষ্টব্য।

৯২। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের বরাবর রিচমণ্ডের এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ১৬ই ডিসেম্বর ব্রডফুটের পত্র দ্রষ্টব্য।

গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র; ১৮৪৪ খৃঃ, ১৪ই ও ১৮ই নবেম্বর, (Major ... to Government, 14th and 18th Nov, 1844.) লেফটনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র, ...র ১লা নবেম্বর ম্যাজর ব্রডফুট সীমান্ত প্রদেশের এজেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পেশোয়ারা ...র্শনা করিয়া, তিনি তাহাকে মাসিক এক হাজার টাকা হিসাবে মাসহারা প্রদানের প্রস্তাব ...লেন। তাৎকালিক অবস্থা বিবেচনায় তাঁহার এ কার্য অতি গর্হিত হইয়াছিল।

না। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তীর্থযাত্রায় ভাণ করিয়া, লেহনা সিং মজিথিয়া পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া যান।[২৪] তখন যোগ্য ব্যক্তির অভাবে জাম্মুর রাজার অনুচর ব্রাহ্মণবংশীয় লাল সিং নামক একজন অযোগ্য ব্যক্তিকেই প্রধান পদে উন্নীত করা হয়। কিন্তু এই বক্তি অসদুপায়ে অসচ্চরিত্র রাণী ঝিন্দানের নীচ প্রবৃত্তির উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন,—পরে তাহাই বুঝা যায়। পণ্ডিত-প্রবর পুনরায় স্বাভাবিক উদ্ধত-প্রকৃতি হেতু অধৈর্য হইয়া, মহারাজের মাতার প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহসী হইলেন ; এবং রাণীর ভ্রাতা জোহীর সিংহের প্রতি অবমাননা ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। হঠকারী সৈন্যগণ রোষপরায়ণা রমণী এবং দুরাকাঙ্ক্ষ জোয়াহীর সিং কর্তৃক উত্তেজিত হইল। পূববর্তী সর্দারগণের অযথা নিধন-সাধনে, খালসার সন্তান-সন্ততিগণ পূর্ব হইতেই উত্তেজিত হইয়াছিল ; এক্ষণে মহামহিম মহারাজের বিধবা পত্নী তাহাদের সকলের নিকট সানুনয়ে নিবেদন করিলেন। তখন হীরা সিং ও পণ্ডিত উভয়েই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের শাসনকালের অবসান হইয়া আসিয়াছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহারা উভয়ে রাজধানী হইতে অকস্মাৎ পলায়ন করিয়া শিখ-সৈন্যের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জাম্মুতে পৌছানর পূর্বেই তাঁহারা ধৃত ও নিহত হইলেন। তাঁহাদের সহিত মন্ত্রীর ভ্রাতা সোহান সিং এবং বিজয়ী সেনাপতি লাভ সিং মৃত্যুমুখে পতিত হন। পণ্ডিত জালার পরিণাম স্মরণ করিয়া সকলেই ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু হীরা সিংহের মৃত্যুতে কতকটা শোক-চিহ্ন প্রকাশিত হইল। কারণ, তিনি ন্যায্যরূপে তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পবিত্রভাবে ও মাধুর্যের সহিত তাঁহার বংশগত মহত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন।[২৫]

হীরা সিংহের শাসন-প্রণালী হঠাৎ ভগ্ন হওয়ায়, কিছুকাল রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বোধ হইল, রাজ্যমধ্যে যেন দায়িত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি বর্তমান নাই। কিন্তু পরিশেষে ক্রমশঃ বুঝা গেল যে, জোয়াহীর সিং এবং রাণীর প্রিয়-পাত্র লাল সিং—উভয়েই শাসন-কর্তৃবর্গের মধ্যে অত্যাধিক ক্ষমতাশালী।[২৬] ইতিমধ্যে পেশোয়ারা সিং ইংরাজদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। যখন তিনি শতদ্রু অতিক্রম করিয়া পলায়ন করেন, তখন তিনি ইংরাজদিগের তত্ত্বাবধারণে ও আয়ত্তাধীনে

২৪। লেহনা সিং প্রথমতঃ হরিদ্বারে, তৎপরে বারাণসীক্ষেত্রে গমন করেন। অতঃপর তিনি গয়াধাম, জগন্নাথ, এবং কলিকাতা পরিদর্শন করিলেন। যখন শিখদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন লেহনা সিং শেষোক্ত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

২৫। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এবং ২৮শে ডিসেম্বর, গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র (Compare Major Broadfoot to Govt. 24th and 28th Dec. 1844.)

২৬। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুট যে পত্র লেখেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য ; (Compare Major Broadfoot to Govt., 24th and 28th Dec. 1844.)

সংস্থাপিত হন, কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা লাভের জন্য কোনই চেষ্টা করেন নাই। যাহারা হীরা সিংহের প্রতি তাঁহার অন্যায়ের প্রতিশোধ এত অমানুষিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি তাঁহাদেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।[৯৭] প্রভুভক্তি ও সু-কার্যের পুরস্কারস্বরূপ সৈন্যগণের মাহিনা মাসিক আট আনা হারে আরও বর্দ্ধিত হইল। তাহারা অনেক জায়গীর ফিরিয়া পাইল, এবং গোলাপ সিংহের বিরুদ্ধে পুনরায় ষড়যন্ত্র আরম্ভ হওয়ায়, রাজ্যের বিভিন্ন পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণের ধন-লালসা প্রবল হইয়া উঠিল।[৯৮] কাশ্মীরের পার্বত্য প্রদেশে অশান্তি প্রশমিত হইল; বিদ্রোহী ফতে খাঁ অনুগ্রহ ভাজন হইলেন। তখন সমগ্র আফগান-শক্তির আক্রমণ হইতে পেশোয়ার নিরাপদ হইল বটে; কিন্তু শুনিতে পাওয়া গেল যে, গোলাপ সিং সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া, পরাজিত বারুকজায়ীদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছেন।[৯৯] প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টেরই সৈন্য নিযুক্ত রাখা প্রধান কর্তব্য, যাহাতে লালসা পরিতৃপ্ত হয়, অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় বর্ত্তমান, তাহা সকলের পক্ষেই বিশেষরূপ আনন্দদায়ক; অতএব শিখ-সৈন্য হর্ষোৎফুল্ল হইয়া জাম্মুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল।[১০০]

গোলাপ সিং তাঁহার সৈন্যদলের আপেক্ষিক নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে সকলই জানিতেন। এক্ষণে তিনি সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। গোলাপ সিং, সৈন্যদলের পঞ্চায়ৎগণের মধ্যে অকাতরে অর্থদান করিলেন; ব্যক্তিগত সম্মান প্রদর্শন করিয়া, তিনি সেই কমিটি সমূহের সদস্যগণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন, এবং রাজত্ব ও প্রভুত্ব লাভের আশা দেখাইয়া, পুনরায় তিনি পেশোয়ারা সিংহকে উত্তেজিত করিলেন। যে সমুদায় সৈন্য তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকারের উপযোগিতা ও স্বার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছিল,—যাহারা তাঁহাকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি সেই সৈন্যগণকে পারিতোষিক প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি পরিবারবর্গের সর্বসাধারণের অধিকৃত সম্পত্তির নির্দিষ্ট কিয়দংশ প্রত্যার্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং

৯৭। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare Major Broadfoot to Government 24th Dec. 1844, and 4th Jan, 1845.) ম্যাজর ব্রডফুট বলেন, জানুয়ারী মাসে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব গ্রহণের জন্য যুবরাজ প্রস্তুত ছিলেন।

৯৮। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Compare Major Broadfoot to Government, 24th Dec, 1844 and 2nd Jan, 1845.)

৯৯। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 15th Jan. 1845.)

১০০। লাহোর কোর্ট গোলাপ সিংহের সহিত যেরূপ সর্ত-বন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, সৈন্যগণ সে সমুদায় সর্তই অস্বীকার করিল। (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন, গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র;—Major Broadfoot to Government, 22nd June, 1845.)

রাজদণ্ড স্বরূপ ৩৫,০০,০০০ টাকা পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন।[১০১] কিন্তু যখন অঙ্গীকৃত দান প্রত্যাহৃত হইতে চলিল, তখন লাহোর ও জাম্মুর অনুচরবর্গের মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, এবং পরিণামে তাহা সাংঘাতিক সংঘর্ষে পরিণত হইল। পরিশেষে ফতে সিং মান নামক জনৈক বৃদ্ধ শিখরাজ ও বুচনা নামক আর এক ব্যক্তি পথিমধ্যে আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।[১০২] রাজা প্রথমতঃ বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্ররোচনার অভিযোগের প্রতিবাদ করিলেন; তৎকালে তিনি বুচনা ব্যতীত অন্য কাহারও জীবন সংহার করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও সম্ভব নহে। তিনি বুচনাকে নানা কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং একমাত্র বুচনাই তাঁহার বৈভবাদির পরিমাণ অবগত ছিলেন। যাহা হউক, শিখসৈন্য এই কার্যে অধিকতর উত্তেজিত হইল; গোলাপ সিং দেখিলেন, জাম্মু-লুণ্ঠন পরিহার করিতে হইলে, বশ্যতা স্বীকার করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। যাহা হউক, গোলাপ সিং দুইটি ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে কতকাংশে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হইলেন। তিনি তাহাদের শিবিরে সম্মিলিত করিলেন, এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে একরূপ বন্দী অবস্থায় লাহোরে উপনীত হইলেন। তথাপি তিনি সমগ্র দেশের মন্ত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশায় একেবারে নিরাশ হইলেন না। কারণ সমুদায় শিখ-সৈন্য মনে করিল যে, এইরূপ একজন মহৎ ব্যক্তি যথেষ্টরূপে নমিত হইয়াছেন; এবং তাঁহার অর্থদানে ও মনোমুগ্ধকর মিষ্ট বাক্যে পঞ্চায়েৎগণও বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। অধিকন্তু তাঁহার দক্ষতায়, প্রধানত রাজ্যের মঙ্গল কামনায় রণজিৎ সিংহের অনেক পুরাতন ভৃত্যেরই বিশ্বাস ছিল।[১০৩] যাহা হউক তখনও শত্রুতার শেষ হইল না; পরিশেষে তাহাই হীরা সিংহের পক্ষে প্রাণহানিকর হইয়া দাঁড়াইল। বহুসংখ্যক বিতাড়িত পার্বত্য রাজার প্রতিনিধিগণ তাহাদের পরম শত্রুর প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে প্রস্তুত ছিল; এবং কোন 'আকালি' সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অবাধে "ডগরা" রাজার প্রাণ বিনাশ করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারিত। জোয়াহীর সিং প্রকৃতই উজীরের পদ-প্রার্থনা করিলেন। লাল সিং স্বীয় উচ্চাভিলাষে প্রাণোদিত হইয়া মহারাজের মাতার সহিত মিলিত হইলেন; এবং যাঁহার কার্য-কুশলতায় সকলই তৎপ্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়াছিলেন, সেই রাজার অনুকূল ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সখ্যভাবের যথাসাধ্য প্রতিকূলতাচরণে সকলেই প্রয়াস পাইলেন। সুতরাং তৎকালে ক্ষমতা লাভের জন্য

১০১। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 11th March, 1845.)

১০২। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 3rd March, 1845.)

১০৩। গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র; ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই ও ৯ই এপ্রিল এবং ৫ই মে। (Compare Major Broadfoot to Government, 8th and 9th April, and 5th May, 1845.)

১০৪। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Major Broadfoot to Government, 5th May, 1845.)

বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া, লাহোর হইতে অধিকতর নিরাপদ স্থানে গমন করাই, গোলাপ সিং শ্রেয় বোধ করিলেন। তিনি সর্বশুদ্ধ ৬৮,০০,০০০ আটষট্টি লক্ষ টাকা রাজদণ্ড স্বরূপ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং নিজের আধিকৃত ন্যায্য জায়গীর বা করদ-রাজ্য ব্যতীত, পরিবারবর্গের অধিকৃত অন্যান্য প্রায় সমুদায় জনপদই ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন। সর্বশেষে তিনি যে সকল নির্দিষ্ট সর্তে সিন্ধুনদ ও বিতস্তার মধ্যবর্তী লবণের খনি পাট্টা লইতে বাধ্য হইলেন, তাহাতে তাঁহাকে বহু আয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল; এবং রোহতকের পার্বত্য প্রদেশে তাঁহার রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বও লোপ পাইল।[১০৪] ১৪ই মে জোয়াহীর সিংহের উজীরপদে অভিষেককালে[১০৫] এবং ১০ই জুলাই তারিখে আতারি-রাজ চত্তার সিংহের কন্যার সহিত মহারাজের বিবাহোপলক্ষে[১০৬]—উভয় আনন্দোৎসব সময়েই, গোলাপ সিং তথায় উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে পরবর্তী মাসের শেষভাগে অনেকাংশে ক্ষমতাহীন হইয়া, তিনি জাম্মুতে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার নম্রতা হেতু সৈন্যদল সকলেই তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল, এবং সর্বশেষে ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিল, পার্বত্য রাজপুত সৈন্যও যুদ্ধ বিগ্রহে শিখ-সৈন্যের সমকক্ষ নহে।[১০৭]

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লুণ্ঠনের অপরাধে এক ব্যক্তির হাতে মূলতানের সুদক্ষ শাসনকর্তা পথিমধ্যে নিহত হন। তথাপি কর্তৃপক্ষীয়দিগের অবিবেচনা হেতু ঐ ব্যক্তি কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল।[১০৮] দেওয়ানের পুত্র মূলরাজ তাঁহার পিতৃপদে নিযুক্ত হইয়া, অথবা হীরা সিংহের পতনোন্মুখ গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে পিতৃপদের উত্তরাধিকারী স্বরূপ রাজকার্যে আশাতীত নৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; কয়েকদল শিখ-সৈন্যও সে বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল; মূলরাজ অতিশয় বীরত্বের সহিত সে বিদ্রোহ দমন করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইলেন। মৃত দেওয়ানের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী-রূপে তিনি অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্যায়পূর্বক সেই রাজ্যের স্বত্ব-স্বামীত্বে দাবী করে; মূলরাজ স্বাভাবিক নৈপুণ্য সহকারে তাহাকেও বিতাড়িত করিয়াছিলেন। মূলরাজ স্বীয় ভ্রাতাকে বন্দী করিয়া স্থানীয় সকল বিপদ হইতেই মুক্ত

১০৫। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে, গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র।) Major Broadfoot to Government, 24th May, 1845.)

১০৬। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুট যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Major Broadfoot to Government, 14th July, 1845)

১০৭। ম্যাজর ব্রডফুট স্বীকার করিয়াছেন, "শেষ ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে", পার্বত্য প্রদেশের রাজগুলি হীনবল। তাঁহার অনুচরবর্গ সাহসী ও বিশ্বাসী হইলে তথায় তাঁহার আরও বীরত্ব দেখান উচিত ছিল। (গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র; ১৮৪৫, ৫ই মে।—Major Broadfoot to Government, 5th May, 1845.)

১০৮। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র। (Lieut-Col. Richmond to Government, 10th Oct. 1844.)

হইলেন ; কিন্তু অতিরিক্ত ভূ-সম্পত্তি অথবা কনট্রাক্টের (চুক্তি বা নিয়ম পত্রের) জন্য লাহোর-কোর্ট যে দাবী করেন, তিনি তাহা দৃঢ়রূপে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; এবং উত্তরাধিকারিত্বের সাধারণ নিয়মানুসারে দেয় অতিরিক্ত "নজরানা" অথবা সাহায্য প্রদানেও তিনি সেইরূপ আপত্তি করিলেন। অতএব গোলাপ সিংহের অধীনতা স্বীকারে অনতিবিলম্বে মুলতানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাব হইল। 'রেজিমেণ্ট' ও 'ব্রাইগেড' সৈন্যদলের সমবেত পঞ্চায়েৎ-প্রমুখ "খালসা", এই প্রস্তাব অনুমোদন করিল। নব-প্রতিষ্ঠিত শাসনকর্তা এই প্রস্তাব শুনিয়া, অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই বন্দোবস্ত হইল যে, সেই শাসনকর্তা ১৮,০০,০০০ আঠার লক্ষ টাকা রাজদণ্ড স্বরূপ প্রদান করিবেন। চুক্তিপত্রে উল্লেখিত টাকার অতিরিক্ত টাকা প্রদানের দায় হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন বটে ; কিন্তু প্রথম দাবীকৃত বিষয়ের বর্ণে বর্ণে পরিশোধ করিতে গিয়া, তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ হইতে বঞ্চিত হইলেন।[১০৯]

এক্ষণে পেশোয়ারা সিংহের কার্যকলাপে নূতন উজীর বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। মুলতানের শাসনকর্তা তাঁহাকে যে বাধা প্রদান করেন, কিংবা গোলাপ যখন তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তখন হয়তো তাঁহার উদ্বেগ এত বৃদ্ধি হয় নাই। পেশোয়ারা সিংহের কার্যকলাপে তাঁহার উদ্বেগের অবধি রহিল না। যুবরাজ আত্মাভিমানী, গর্বিত, ইন্দ্রিয়-পরবশ এবং ভীরু ছিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া, শিখজাতি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল। এক্ষণে গোলাপ সিং তাহার সৈন্যনিবাসে নিরাপদে থাকিয়া যুবরাজকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যখন জোয়াহীর সিং মহারাজকে লইয়া ব্রিটিশ রাজ্যে পলায়ন করিবার ভয় প্রদর্শন করেন, তখন যে দুইটি সৈন্যদল জোয়াহীর সিংহকে বন্দী করিয়াছিল, এক্ষণে সেই সৈন্যদলের সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করিলেন। জোয়াহীর সিং তদ্বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পেশোয়ারা সিংহকে বাধা প্রদান করা সম্বন্ধে সৈন্যদিগের বিচার ক্ষমতা রাজ্যের পক্ষে কতদূর হিতকর, তাহা তাঁহার মনে উদয় হইল না। আপনার অপমানই তাঁহার চিন্তার প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। প্রভুত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই, তিনি অতি নির্মম ও নৃশংসের ন্যায় নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া, অপরাধী সৈন্যদলের সেনাপতিকে শাস্তি প্রদান করিলেন। পেশোয়ারা সিং ভাবিলেন, তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করা হইল। তিনি আপনার যোধভূমি শিয়ালকোটে সৈন্য সংগ্রহ করিতে

১০৯। এই অংশের ঘটনাবলী বর্ণনায়, গ্রন্থকার প্রধানতঃ নিজের সংক্ষিপ্তসারের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মুলতানে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। গবর্ণর তাৎক্ষণাৎ বিদ্রোহীদিগকে পরিবেষ্টন করেন ; তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করায়, সমগ্র সৈন্যের প্রতি গোলা-গুলি বর্ষিত হয়। তাহাতে প্রায় চারি শত সৈন্য নিহত হইয়াছিল। দেওয়ান মূলরাজ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভ্রাতাকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন, এবং পরবর্তী মাসে লাহোর দরবারে তাঁহার সিংহাসন-প্রাপ্তির সমুদায় সর্ত নির্ধারিত হয়।

লাগিলেন। কিন্তু এত শীঘ্র তাঁহার অধিকার স্বত্ব স্বীকার করিতে শিখজাতি কোন মতেই সম্মত ছিলেন না। তিনি বিশেষ বিপদে পড়িলেন, এবং জুন মাসে পলায়ন করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জুলাই মাসের শেষভাগে* আটকের দুর্গ আক্রমণ করিয়া তিনি মহারাজ, পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পরে দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই জাল-রাজার বিরুদ্ধে 'আতারি' সম্প্রদায়ের সর্দার সিং প্রেরিত হইলেন। এবং তাঁহার সাহায্যার্থ ডেরা-ইসমাইল-খাঁ হইতে একদল সৈন্য যাত্রা করিল। রাজা আপনার দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া নিজ অক্ষমতা বুঝিতে পারিলেন। ৩০শে আগষ্ট অধীনতা স্বীকার করায়, তাঁহাকে লাহোরে আনয়নের আদেশ প্রচারিত হয়। কিন্তু কথিত হয়, ফতে খাঁ তোয়ানার প্ররোচনায় এবং জোয়াহির সিংহের উত্তেজনায়, ফতে খাঁ বর্তৃক গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। কারণ, এই সময় ফতে খাঁ তোয়ানা কোন বিশেষ কার্যসাধন করিয়া তাৎকালিক প্রভুর অধিকতর অনুগ্রহভাজন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে ফতে খাঁ প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহভাজন হন, এবং প্রভু তাঁহাকে সিন্ধুনদের উচ্চতর ডেরাজাতের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেন।[১১০]

জোয়াহির সিং এবারেও সিদ্ধিলাভ করিলেন। কিন্তু এই শেষবারের জয়লাভ, জোহির সিংহের পক্ষে বিশেষ অশুভজনক হইল। তাঁহার প্রতি চিরদিন সাধারণের ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব বর্তমান ছিল; এক্ষণে তৎসঙ্গে বিজাতীয় ক্রোধ পূর্ণমাত্রায় মিলিত হইল। সময় সময় তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার সে উৎসাহ—সে তেজ, তাঁহার ব্যক্তিগত অসন্তোষ ও ক্রোধের উত্তেজনা বা অভিব্যক্তি মাত্র; —ক্রোধের উত্তেজনা বশেই, তাঁহার সে তেজঃ-শক্তি প্রকাশ পাইত। তাহাতে কখনও বিশিষ্ট বিচারশক্তি কিংবা তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রতিভ-শক্তি প্রকাশ পায় নাই। ইংরাজদিগের নিকট তাঁহার পলায়নের প্রথম অভিসন্ধিতেই শিখগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এবং "খালসা" সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে তাঁহার সরল বিশ্বাসেও শিখ-জাতির অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। হীরা সিং এবং পণ্ডিত জালার নির্বাসনে তাঁহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ হইল বটে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কেবল-মাত্র সৈন্যদিগের হস্তে তাহাদের ক্রীড়া-পুত্তলীবিশেষ;—সাধারণের উদ্দেশ্য-সাধনব্যপদেশেই সৈন্যগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এক্ষণে "পন্থ খাল্‌সাজি" অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসিগণের সমাজ বলিয়া সৈন্যগণ প্রধানতঃ আপনাদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।[১১১] অধিকন্তু সশস্ত্র সৈনিক

১১০। গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র ; ১৮৪৫ খৃঃ ১৪ই, ২৬শে জুলাই এবং ৮ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর। (Compare Major Broadfoot to Government, 14th and 26th July, and 8th and 18th Sept. 1845.)

১১১। অথবা, "সারবাত খালসা"—মুক্ত ব্যক্তিগণের সমাজ। ম্যাজর ব্রডফুট (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারীর পত্র ;—letter of 2d Feb. 1845) মনে করেন, সৈন্যগণের এই উপাধি তাঁহার পত্রাদিতে নূতন। তাহারা সে উপাধি অন্যায়পূর্বক গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু উত্তরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জানাইলেন যে, কলিকাতার সরকারী কাগজপত্রাদি অনুসারে ইহা পুরাতন শব্দ।

পুরুষগণ যে শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহাতে জোয়াহির সিংহের মনে অত্যধিক ভয় জন্মিল। জাম্মুর বিরুদ্ধে সিদ্ধলাভের মধ্যেও তিনি নিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়বিহ্বল হইলেন, এবং দুইবার শতদ্রুর দক্ষিণে পলায়নের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাদের নামমাত্র রাজার এই অসদুপায় অবলম্বনে সমুদায় সৈন্য বিশেষরূপ কুপিত হইল। তখন তাঁহার অনুভব হইল, তিনি নজরবন্দী অবস্থায় অবস্থিত; সুতরাং পলায়ন করিয়া নির্জনে শান্তি-সুখভোগের যে আশা তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল তাহাতে, এবং মুসলমান সৈন্য সংগ্রহের সমুদায় আশায় তিনি জলাঞ্জলি দিলেন; আশ্রয়দাতা ইংরাজদিগের সহিত তিনি মিলিত হইলেন না, এবং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের নিষ্ফল বাক্যালাপে ভয় প্রদর্শনেও তিনি বিরত রহিলেন।[১১২] এইরূপে জোয়াহির সিং, শিখদিগের অবিশ্বাসী ও ঘৃণাভাজন হইলেন। লাল সিং উজীরের পদ প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারই প্ররোচনায় জোয়াহির সিংহের প্রতি শিখদিগের বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস আরও গাঢ়তর হইল। পেশোয়ারা সিংহের হত্যাকাণ্ডে শিখজাতির সেই প্রধূমিত বিদ্বেষ-বহ্নি অনন্ত শিখা বিস্তার করিল। কারণ, জনসাধারণের অবমাননা-সূচক বলিয়া, সকলেই সেই কার্য অপরাধজনক ও দণ্ডার্হ বলিয়া মনে করিল; এবং এই নৃশংস কার্য অবাধে সংঘঠিত হইলে, সামন্তগণ কখনও নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না মনে করিয়া, দেশীয় সামন্তগণ উহা দণ্ডার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।[১১৩] সৈন্য-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দলের পঞ্চায়েৎগণের এক সভা আহুত হইল; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্থির করিলেন,—সাধারণ-তন্ত্রের বিরোধী এবং বিশ্বাসঘাতক জোয়াহির সিংহের প্রাণদণ্ড হইবে। কারণ, কোন অপরাধী মন্ত্রীকে অপসারিত করিতে হইলে, কলহপ্রিয়, বিশৃঙ্খল এবং অর্দ্ধ-অসভ্য গবর্ণমেন্টের পক্ষে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাই একমাত্র উপায়। সুতরাং ২১শে সেপ্টেম্বর জোয়াহির সিং 'খালসা' সভায় স্বীয় দুষ্ক্রিয়ার অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি হস্তী-পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিয়া তথায় গমন করিলেন; কিন্তু পরিণাম চিন্তায় ভীত হইয়া, তিনি শিশু মহারাজকে এবং কতকগুলি স্বর্ণ ও মণিমাণিক্য সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সৈন্যগণের পুরোভাগে পৌঁছিবা মাত্র, হস্তস্থিত উপহার এবং বিপুল অর্থরাশি প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া, কতকগুলি ক্ষমতাশালী ডেপুটী ও কর্মচারিকে তিনি স্বদলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি সাধারণের কঠোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইল যে, মহারাজ তাঁহার নিকট থাকিতে পারিবেন না, এবং তাঁহার কোন কথাই শুনা হইবে না। মহারাজকে অনতিদূরবর্তী একটি শিবিরে রাখা হইল, এবং একদল সৈন্য

১১২। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী; ৫ই এপ্রিল এবং ১৫ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Compare Major Broadfoot to Government, 23rd and 28th Feb, 5th April—a demi-official letter—and 15th, 18th Sept. 1845.)

১১৩। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (Compare Major Broadfoot to Government, 22nd Sept. 1845.)

অগ্রসর হইয়া বন্দুকের গুলির এক আঘাতেই উজীরকে নিহত করিল।[১১৪] ঠিক সেই সময়ে মন্ত্রীর তোষামোদকারী আর দুইজন ব্যক্তিকেও নিহত করা হইল বটে, কিন্তু কোনরূপ লুণ্ঠন বা হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইল না। বিচার-বিভাগের পবিত্রতা ও সাম্যনীতি অনুসারেই, এই বিচার কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল; জনসাধারণ সকলেই তাহতে যোগদান করিয়াছিলেন। তখন জোয়াহির সিংহের মৃতদেহ স্থানান্তরে লওয়ার আদেশ প্রচার হইল; সহমরণের ঘোর বিভীষিকাময় এবং ভয়াবহ সম্মানের সহিত জোয়াহির মৃতদেহ ভস্মীভূত হয়। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এই শেষবার সতীদাহ সংঘঠিত হইয়াছিল।

জোয়াহির সিংহের মৃত্যুর পর, কেহই রাজ্য-মধ্যে প্রভুত্ব-ক্ষমতা পরিচালনা করিতে অগ্রসর হইলেন না। কিংবা স্বাধীন সৈন্যদলের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। কয়েক মাস মধ্যেই জাম্মুর অসীম ক্ষমতাশালী রাজা শিখ-সৈন্যের হস্তে বন্দী হইলেন; তাহারা মুলতানের শাসনকর্তাকে পরাজিত করিল;—মুলতানের শাসনকর্তা তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজের ভ্রাতা নামে পরিচিত এক ব্যক্তির বিদ্রোহ দমিত হইল, এবং শিখগণ রাজ্যের ক্ষমতাপন্ন কর্মচারিগণের কার্য-প্রণালীর রীতিমত বিচার করিয়া তাঁহাদের দণ্ড-বিধান করিল। পেশোয়ারে এবং সীমান্ত প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ আফগানদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য, শিখগণ নানা উপায় অবলম্বন করিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোনই ফললাভ হইল না। রাজা গোলাপ সিং, রাজধানীতে গমনের জন্য পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইলেন: কিন্তু সৈন্যগণের কার্যকলাপে তিনি ও অপরাপর সকলেই যারপরনাই ভীত হইয়াছিলেন। উজীর অবর্তমানে রাণী ঝিন্দান স্বয়ংই শাসন-সংরক্ষণ ও বিচারকার্য চালাইতে লাগিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে সৈন্যগণ কতক পরিমাণে সন্তুষ্ট হইল; কারণ 'কমিটি' সমূহ ভাবিল যে, তাহারা রাজ্যগুলিকে অধীন রাখিতে সক্ষম। অধিকন্তু তাহারা খাজাঞ্চি দীননাথ, বেতনদাতা ভগবৎ রাম এবং নুরউদ্দীন নামক অপর ব্যক্তির প্রতিভা এবং সাধুতায় যথেষ্ট বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। শেষোক্ত ব্যক্তি, আপনার বৃদ্ধ এবং স্থবির ভ্রাতা উজীজ উদ্দিনের ন্যায়, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি এবং যুদ্ধাদির বিশেষ বিবরণ অবগত ছিলেন। সৈন্যগণ পূর্বেই বলিয়াছিল যে, এই তিন ব্যক্তির সহিত জোয়াহির সিংহের পরামর্শ করা কর্তব্য। কিন্তু দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন কর্মচারী আপন সুযোগ-সুবিধা সকলই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত হওয়ায়, রাজা লাল সিং উজীরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সর্দার তেজ সিং সেনাপতিপদে (Commander-in-Chief) পুনরায় নির্বাচিত হইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের প্রথমে এই সমুদায় কর্মচারী স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত হইলেন।[১১৫]

১১৪। Compare Major Broadfoot to Government 26th Sept, 1845. এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, শিখ জাতির সাধারণ বিশ্বাস ছিল, জোয়াহির সিং ইংরাজদিগকে আনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন; এবং খালসার প্রতিও তাঁহার সন্দেহ ছিল।

১১৫। এই অংশে গ্রন্থকার, ঘটনাবলী বর্ণনায় নিজের সংক্ষিপ্ত নোটই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ

১৮৪৫—১৮৪৬

[শিখ এবং ইংরাজদিগের যুদ্ধের কারণ ;—সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি সম্ভাবনায় ইংরাজদিগের আতঙ্ক ;—১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধিনিষ্পন্ন নিয়মের বিরুদ্ধাচারণে বাধা প্রদানের উদ্যোগ ;—শিখদিগের সন্দেহের ক্রমবিকাশ ;—ইংরাজ-আক্রমণের বিপদাশঙ্কা ;—ইংরাজ প্রতিনিধিগণের প্রতি অবিশ্বাসবশতঃ শিখদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি ;—ইংরাজদিগের শক্তিসামর্থ্য নির্ণয়ে শিখদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ;—শতদ্রু অতিক্রম করিয়া শিখ সৈন্যের যুদ্ধের উদ্যোগ ;—শিখদিগের রণনৈপুণ্য ;—শিখ-সেনাপতিগণের উদ্দেশ্য ;—স্বেচ্ছাপূর্বক ফিরোজপুর পরিত্যাগ ;—মুদ্‌কির যুদ্ধ ;—ফিরুসহরের যুদ্ধ এবং শিখদিগের পলায়ন ;—ইংরাজ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে এই সমুদায় নিষ্ফল বিজয় লাভের পরিণাম ;—শিখগণ কর্তৃক শতদ্রু পুনরতিক্রমণ ;—বান্দোয়ালের খণ্ড যুদ্ধ ;—আলিওয়ালের যুদ্ধ ;—সন্ধি প্রস্তাবে রাজা গোলাপ সিংহের মধ্যস্থতা ;—সুব্রাওনের যুদ্ধ ;—শিখসর্দারগণের অধীনতা স্বীকার এবং ইংরেজ কর্তৃক লাহোর অধিকার ;—পঞ্জাব ব্যবচ্ছেদ ; দলীপ সিংহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি ;—গোলাপ সিংহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি ;—উপসংহার, ভারতে ইংরাজদিগের পদ-সামর্থ্য ।]

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বহুকাল পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, বাধ্য হইয়া পঞ্জাবের আত্ম-ভিমানী শিখ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ভারতীয় জনসাধারণ, কেবলমাত্র বিদেশীয়গণের উন্নতি বিষয়ে অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অন্য আর একটি রাজ্য ইংরাজ-রাজ্যের সহিত সংযোজনের সংবাদ শুনিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু কি কারণে রাজ্য-সংযোজিত হইল, তদ্বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ কৌতূহল-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে যত্ন করেন নাই। ঘোর স্বার্থপর শিখনায়কগণ সর্বদাই মনে করিতেন যে, যাহাতে তাঁহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে ও নির্বিবাদে আপনাপন রাজ্য ভোগদখল করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের দেশের কার্য-প্রণালীতে সেইরূপ প্রতিকূলতাচরণ আবশ্যক। এই সমুদায় ঐশ্বর্যশালী অথচ হীনবল রাজগণ, রণজিৎ সিংহের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা সমক্ষে এবং যে নিগূঢ় শক্তিতে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত শিখ-জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, সেই অব্যক্ত শক্তি সমক্ষে বিশেষরূপে নিন্দনীয় ও তিরস্কৃত হইতেন। এইরূপে যাহারা নির্বোধের ন্যায় আশা করিয়াছিল যে, কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হইলেই, তাঁহাদের সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু শিখ-সৈন্য হিন্দুস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবলপরাক্রান্ত শক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বিষয়ে বৃথা গর্ব করিলেও, প্রথম যুদ্ধের পূর্বে দুই তিন মাসের মধ্যে শিখগণ আন্তরিক ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উৎসুক হইয়াছিল কিনা—তাহা সন্দেহজনক। তখন পর্যন্তও অসভ্য ক্ষেত্রপালগণ ভাবিয়াছিল, একমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই তাহারা যুদ্ধে গমন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

যখন রাজ্য-মধ্যে শিখ সৈন্যই অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল, তখন হইতেই ইংরাজ

কর্তৃপক্ষীয়গণ জানিতে পারিলেন যে, শাসন-যন্ত্র খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইবে ;—সর্বত্রই লুণ্ঠনকারীর দল সৃষ্টি হইবে ; এবং সাধারণতঃ সমাজের প্রতি সুসভ্য জাতির ইতিকর্তব্যতা এবং স্ব স্ব অধীনস্থ প্রজাবর্গের প্রতি শাসনকারী রাজশক্তির কর্তব্য কার্যে সকলেই সংঘর্ষ উৎপাদনের জন্য সমবেত হইবে। এইরূপে সীমান্ত দুর্গগুলি সুরক্ষিত ও দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে এবং পূর্ব-আক্রমণে বাধা প্রদানের উপযোগী সৈন্য সতত সুসজ্জিত রাখিবার জন্য, যথানিয়মে সকল উপায়ই অবলম্বিত হইল। যে পরিমাণ সৈন্য অন্ততঃ সমরূপ প্রতিফল প্রদান করিতে পারে, অথবা ইংরাজ নামের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়, তদুপযোগী সৈন্যও আহরিত হইল।[১] ইহাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৎ ও নিয়মিত উদ্দেশ্য। কিন্তু শিখগণ, উভয় রাজ্যের আপেক্ষিক অবস্থায় স্বতন্ত্র মত গ্রহণ করিল ; তাহারা সন্নিহিত বিশালশক্তিসম্পন্ন প্রতিবেশীদিগের অযথা উচ্চাকাঙ্খায় ভীত হইল। যখন আভ্যন্তরীণ গৃহবিবাদে তাহাদের আপেক্ষিক নিকৃষ্টতার আরও নীচ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তখন কেন অপরে তাহাদিগের ভয়ে ভীত হইবে, সে বিষয় তাহারা বুঝিতে পারিল না। তাহাদের নিকট বাধা প্রদানের উপায় অবলম্বন, প্রথম আক্রমণের আয়োজন বলিয়া উপলব্ধি হইল। তখন শিখগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, অতি শীঘ্রই তাহাদের দেশ আক্রান্ত হইবে। দুর্বল এবং স্বল্পবুদ্ধি শক্তিপুঞ্জের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসও অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই ;—কারণ, মনে রাখা উচিত যে, সভ্যতায় ভারতবর্ষ ইউরোপের সমকক্ষ নহে ; পরন্তু ভারতবর্ষ তখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকরশ্মি প্রাপ্ত হয় নাই ;—ভারতবর্ষ তখনও অসভ্যতার ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় রাজ্যে রাজনৈতিক সভ্যতা, ধর্ম ও কর্তব্যজ্ঞান যেমন ক্বচিৎ সমাদৃত ও হৃদয়ঙ্গম হইত ; তদ্রূপ বর্তমান সময়ে পূর্বেখণ্ডেও তাহার আদর ছিল না। অধিকন্তু কাবুল হইতে আসামভ্যালি এবং সিংহলদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র হিন্দুস্থান একরাজ্য বলিয়া অভিহিত হইত, এবং এই বিশাল ভূখণ্ডের অন্তর্গত কোন রাজ্যের কথা বলিলেই, সাধারণতঃ লোকের মনে একই রাজা অথবা একই বংশের প্রাধান্যের ভাব স্বতঃই উদয় হইত। ভারতে বিক্রমজিৎ এবং চন্দ্রগুপ্ত, তুর্কমান ও মোগল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রাজগণ ও বংশপরম্পরার প্রাধান্য ও রাজত্ব-বিষয়ক বিবরণ সকলেরই বিশেষ পরিচিত। এক্ষণে ইংরাজগণ কর্তৃক পুনরায় রাজ্য বিজয়ের বা অধিকারের কথা শ্রবণ করিয়া, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই মনে করিবেন যে, ইংরাজ জাতির ভাগ্যবল অতি মহৎ, এবং তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি দুর্নিবার ও অনিবার্য। কোন কোন রাজা হয়তো ক্ষোভ বা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাঁহার রাজ্য অপহৃত হইতেছে এবং তিনি করদ রাজার মধ্যে পরিগণিত হইতেছেন ; কিন্তু জন-সাধারণে কখনও বিজেতৃবৃন্দকে অন্যায়

১। Compare Minute by the Governor-General, of the 16th June, 1845, and the Governor General to the Secret Committee, 1st October, 1845, (Parliamentary paper, 1846,)

অধিকারের দোষে অভিযুক্ত করিবে না; অথবা অন্ততঃ তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ এবং নীতি-বিরুদ্ধ দুরাকাঙ্ক্ষ বলিয়াও ইংরাজদিগের প্রতি দোষারোপ করিবে না।

পূর্বের ন্যায় বর্তমান সময়েও ইংরাজগণ চিরকালই আপনাদিগের ক্ষমতা বিস্তারে স্বতঃপরতঃ অভিলাষী ছিলেন,—ভারতীয় অপরাপর জাতির ন্যায় শিখদিগের এই সাধারণ বিশ্বাসে, একমাত্র পঞ্জাবের প্রতি ব্রিটিশগবর্ণমেন্টের বিশেষ ব্যবহার সম্বন্ধ সংযোজিত হওয়া আবশ্যক। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন পূর্ব-খণ্ডে ফরাসী আক্রমণের আতঙ্ক প্রশমিত হইল, এবং যমুনা নদীকেই রাজ্যের সীমা নির্দেশ করার প্রতিজ্ঞা যখন অনুমোদিত হইল না, তখন ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর-জেনারেল বলিয়াছিলেন যে, রণজিৎ সিংহকে অসন্তুষ্ট এবং উত্তেজিত করা অপেক্ষা, লুধিয়ানা অভিমুখে যে কয়েকটি সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কর্ণাল অভিমুখে ফিরাইয়া আনাই বরং শ্রেয়; এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি এক আদেশাজ্ঞাও প্রচার করিয়াছিলেন।[২] বস্তুতঃ এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয় নাই; কিন্তু গুর্খা যুদ্ধের অবসানে পার্বত্য পুলীশ প্রহরীর জন্য সাবাথু নামক স্থানে যে প্রাদেশক সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তদ্বাদে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধ সময়ে, শিখ সীমান্তে লুধিয়ানার সৈন্য সমূহই ইংরেজদিগের একমাত্র সশস্ত্র সৈন্যবল মধ্যে পরিগণিত হয়। শতদ্রু-তীরস্থিত অগ্রগামী সৈন্যের নির্দিষ্ট স্থান হইতে কোনরূপ সামরিক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই; কিন্তু ইহা শিখদিগের সহিত মিত্রতার স্পষ্ট প্রতিরূপক বলিয়া সূচিত হইত। যাহাতে স্বল্পমাত্র ঘনিষ্টতা ও মিত্রতা নিশ্চিত প্রমাণিত হয়, ক্ষমতার নিকৃষ্টতা হেতু তাহারা সচরাচর পূর্ব অঙ্গীকার আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করিতে অভিলাষী ছিল। লাহোর ব্যতীত আর সমস্ত শিখরাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ হেতু প্রাপ্য বলিয়া, এবং রাজা নিঃসন্তান পরলোক গমন করায়, উত্তরাধিকারী অভাবে, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, লুধিয়ানা হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণ শতদ্রু-তীরস্থ ক্ষুদ্র ফিরোজপুর রাজ্য, ইংরাজগণ অধিকার করিলেন। সমর বিভাগের মতানুসারে দেখিতে গেলে, ঐ স্থানের সমুদায় সুবিধার বিষয় অতিশয় অভিনিবেশ সহকারে প্রশংসিত ও আলোচিত হইত, এবং পঞ্জাবের রাজধানীর সান্নিধ্য হেতু রণজিৎ সিং, ভবিষ্যতে ভয়ের কারণ জানিয়া, ঐ স্থান স্বীয় অধীন রাজ্য বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন।[৩] ঐ নগণ্য সহর ভবিষ্যতে সেনানিবাস মধ্যে পরিগণিত হইবে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজের এইরূপ ভীতি ইংরাজগণ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে খোরাসান গমনের জন্য ফিরোজপুরে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। সৈন্যগণের অগ্রসর হওয়ার নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই জানিতে পারা গেল যে, পারস্য সৈন্য হীরাটের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়াছে। তখন স্থিরীকৃত হইল যে, কল্পিত আক্রমণে বিজয়লাভ হইলে, যখন তৎস্থানে সৈন্য-সমাবেশের আর আবশ্যক হইবে না, ততদিন পর্যন্ত তথায়

২। Government to Sir David Ochterloney, 30th January, 1809.

৩। See Chap. vii, and also note in the book.

ক্ষুদ্র একদল সৈন্য অবস্থান করিবে।[৪] কিন্তু আফগানিস্থান ও সিন্ধুদেশে পরবর্তী যুদ্ধ সময়ে এই নবপ্রতিষ্ঠিত সেনানিবাস স্থায়ীভাব ধারণ করিল। পরে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে শতদ্রু-তীরস্থিত দুইটি সেনানিবাস সাহায্য প্রদান না করায়, আম্বালায় স্থায়ীরূপে বৃহৎ একদল সৈন্য প্রেরিত হয়; এবং তথা হইতে শিখ-সীমান্তের অধিকতর নিকটবর্তী স্থানে পার্বত্য প্রদেশে ইংরাজ সৈন্যদলের অবস্থিতির তাহাই মূলীভূত কারণ মধ্যে গণ্য হইল।[৫] ইহা সত্ত্বেও শিখগণ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি-বন্ধনের বিষয় বা সর্ত্ত পালন করিত; কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের পরিবর্তনশীল অবস্থার আনুসঙ্গিক নানাবিধ বিচার-আলোচনায়, ইংরাজগণ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন নাই।

যাহাতে জনপদ সমূহের জনসাধারণের মনে বিশ্বাস স্থাপিত হয়, লুণ্ঠনকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তত্রত্য স্থানের সৈন্যগণই যাহাতে তাহাদিগকে বাধা প্রদানে কৃতকার্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান হেতু লুধিয়ানা ও ফিরোজপুরে তদুপযুক্ত অতিরিক্ত সৈন্য স্থাপিত হইল। দেশের চিরপ্রচলিত গবর্ণমেণ্টের অসহায় অবস্থাই যে তাহার একমাত্র কারণ—তাহা কখনও শিখ-রাজ-কর্তৃপক্ষীয়গণের নিকট গোপন করা হয় নাই।[৬] রাজ্যের নিরাপত্তা হেতু ইংরাজগণ যে যথেচ্ছ সৈন্য-বন্দোবস্ত ও তৎসক্রান্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন, এবং তদ্বিষয়ে যে তাঁহারা স্বত্ববান—শিখজাতি তাহা কখনও অস্বীকার করে না; কিন্তু যাহারা আপনাদিগের দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়াছিল, লাহোর হইতে কোন বিপৎপাতের সম্ভাবনায় তাহারা কখনই তাহা স্বীকার করে নাই। এইরূপে যুক্তি-তর্কের প্রত্যেক প্রণালী ও নীতি হইতে শিখগণ তথাপি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, ইংরাজগণ তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। অপরাপর আরও অনেক বিষয় ইংরাজগণ কর্তৃক উপেক্ষিত অথবা অবিবেচিত হওয়ায়, শিখদিগের এই বিশ্বাস

৪। তৎকালে এইরূপ বন্দোবস্তই হইয়াছিল। কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনরূপ দলিলাদি লেখা পড়া হয় নাই বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু সকললেরই আশা ছিল যে, সা-সুজা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠীত হইবেন; এবং এক বৎসরের মধ্যে ইংরাজ সৈন্য প্রত্যাহৃত হইবে।

৫। এই সমুদায় কারণের প্রমাণ স্বরূপ গ্রন্থকার কোনই লিখিত দলীল পত্রের উল্লেখ করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি বলেন যে, এই সমুদায় প্রযুক্ত হইয়াছিল। অগ্রসর হওয়ার উপায় স্থির হইল; কিন্তু বিষয় এই যে, সারহিন্দে কোনই সেনানিবাস স্থাপিত হয় নাই। শতদ্রুর প্রধান প্রধান পথের কেন্দ্রস্থল-স্বরূপ পঞ্জাব সম্পর্কে এই স্থানে একটি সেনানিবাস স্থাপনের সুবিধা ও উপযোগিতা, বহুদিন পূর্বেই সার ডেভিড অক্টারলোনি প্রমাণ করিয়াছিলেন। ('Sir David Ochterloney to Government, 3rd May 1810.) কিন্তু পাতিয়ালার শিখদিগের প্রতি কিছু ভদ্রব্যবহার করা হয়; তখন সারহিন্দ তাদেরই অধিকারে ছিল। কিন্তু কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই, লাহোরের শিখদিগকে ভীতি প্রদর্শনের অধিকতর আবশ্যকীয় অথচ অল্পমাত্র রক্ষণোপযোগী উপায় গৃহীত হইত।

৬। Compare the Governor-General to the Secret Committee, 2d December, 1845 (Parl. papers, 1846); and also his Dispatch of the 31st December, 1845. (Parl. papers, p. 28.)

আরও প্রবল হইল। প্রকৃতপক্ষে রণজিৎ সিংহের পৌত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যখন রণজিৎ সিংহের বংশ-লোপ করিয়া দেওয়া হইবে, তখন সা-সুজাকে পেশোয়ার প্রত্যর্পণ করিয়া সার উইলিয়ম ম্যাগনাটেন ও অন্যান্য সকলে শিখ-রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শিখদিগকে তদ্বিষয় জানান হয় নাই; কিন্তু যখন সরকারী কাগজ-পত্রাদিতে এবং গুপ্ত-মন্ত্রণা-সভায় এ বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বিচার-মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, তখন লাহোর গবর্ণমেন্ট যে এই মন্ত্রণায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, এরূপ অনুমান করাও বৃথা। অথবা ঐ স্থান দোস্ত মহম্মদকে প্রদান করিতে সার আলেকজাণ্ডার বারণেস পূর্বে একবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহাও শিখ-গবর্ণমেন্ট অবগত ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শিখ-রাজধানীতে গমন করিয়া, তত্রত্য শিখ-সৈন্যকে বিতাড়িত করিতে তিনি সৈন্য প্রেরণের যে প্রস্তাব করেন, অন্তত: সেই জাজ্বল্যমান স্মৃতি অবশ্যই শিখ কর্তৃপক্ষীয়গণের মনে জাগরূক ছিল।[৭] পুনরায় ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এই সংবাদ চতুর্দিকে বিস্তৃত হওয়ায় সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, শতদ্রু নদীতে সেতু নির্মাণের জন্য ইংরাজগণ নৌকা বা জলযান প্রস্তুত করিতেছেন; এবং মুলতান আক্রমণের জন্য তাঁহারা সিন্ধুদেশীয় সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিতেছেন।[৮] উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য সৈন্যদলের সহিত অতিরিক্ত সৈন্য যোগদান করায় ক্রমশঃ তাহাদের দলপুষ্টি হইতেছে।[৯] এ সমস্ত বিষয় শিখ-গবর্ণমেন্টকে কিছুই

৭। Compare the Governor-General to the Secret Committee, December 2nd. 1845.

৮। মুলতান অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রার জন্য পাঁচ সহস্র সৈন্যকে সুসজ্জিত করিবার উদ্দেশ্য, শুক্কুরে যে সমুদায় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের আয়োজন হয়, ১৮৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের সাধারণ সরকারী পত্রাদিতে তাহাই আলোচ্য বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ—কলিকাতার মিলিটারী বোর্ড এবং তদধীন বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মচারিগণের মধ্যে যে পত্রাদি লিখিত হয়, তাহাই দ্রষ্টব্য।

৯। লর্ড এলেনবরা এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ যুদ্ধের আয়োজন সম্বন্ধীয় যে বিস্তৃত বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন কলিকাতা রিভিউ নামক সংবাদপত্রে শেষোক্ত মহদ্বংশজ ব্যক্তির শাসন কাল সম্পর্কীয় প্রবন্ধে তাহা দ্রষ্টব্য। লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল লরেন্স ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ইহাই সকলের বিশ্বাস ও ধারণা।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সীমান্তের সমুদয় সৈন্যের পরিমাণ নিম্নলিখিত হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে,—সাবাথুতে একটি রেজিমেন্ট, এবং লুধিয়ানায় দুইটি রেজিমেন্ট। তাহাদের অধীন ছয়টি কামান; সর্বশুদ্ধ তাহারা স্বল্পাধিক ২,৫০০ সৈন্যের সমকক্ষ। লর্ড অকল্যাণ্ড লুধিয়ানার সৈন্যদল বৃদ্ধি করিয়া এবং ফিরোজপুরে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, মোট সংখ্যা ৮,০০০ আট হাজার করিয়া তুলিয়াছিলেন। লর্ড এলেনবরা পুনরায় আম্বালা, কুশৌলি এবং শিমলা প্রভৃতি স্থানে নূতন নূতন সেনানিবাস প্রস্তুত করিয়া সেই সমুদায় স্থানে সর্বশুদ্ধ ১৪,০০০ চৌদ্দ হাজার সৈন্য, এবং তাহাদের অধীনে সীমান্তে ৪০টি কামান সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সকল অতিরিক্ত সৈন্যদল বৃদ্ধি করিয়া, সৈন্য-সংখ্যা,—৩২০০০ বত্রিশ হাজার এবং তাহাদের অধীনে ৬৮ আটষট্টিটি কামান স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত মিরাটেও বন্দুকাদি সহিত ১০,০০০ দশ সহস্র সৈন্য ছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের পর যমুনার তীরবর্তী কর্ণালের সেনানিবাসটি পরিত্যক্ত হইল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এবং তৎপূর্ববর্তীকালে ঐ স্থানে অন্তত: চারি সহস্র সৈন্যের সমাবেশ হইতে পারিত।

জানান হয় নাই; কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যাবতীয় শিখসৈন্য তাহাতে বিশ্বাস করিল। তাহাদের ধারণা হইল, এই সকল বিষয় আত্মরক্ষার আয়োজন নহে, অপিচ উহা পূর্ব আক্রমণের উদ্যোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১০]

তখন শিখগণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, রাজ্যের পর রাজ্য অধিকার করাই ইংরাজ-দিগের মূলনীতি। এবং বর্তমান ক্ষেত্রে লাহোর অধিকার করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইংরাজদিগের তাৎকালিক প্রতিনিধির কার্যকলাপে জনসাধারণের মনে সেই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রতিনিধির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিখদিগের মনে পূর্ব হইতে যে ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহাতেও তাহাদের সন্দেহ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মিঃ ক্লার্ক আগরার লেফটেনাণ্ট-গবর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত হন; শিখদিগের কার্য-কলাপ সম্পর্কে লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল রিচমণ্ড, মিঃ ক্লার্কের স্থান অধিকার করেন। পরিশেষে শেষোক্ত কর্মচারীর কার্যান্তর গ্রহণে, পর বৎসর নবেম্বর মাসে ম্যাজর ব্রড্‌ফুট তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করেন। ম্যাজর ব্রড্‌ফুটের অধ্যবসায় ও কার্যকুশলতা সম্বন্ধে সকলেরই তৎকালে গাঢ় বিশ্বাস ছিল। মিত্ররাজগণ এবং অধীনস্থ সামন্তদিগের নিকট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, ভারতবর্ষের প্রচলিত প্রথা অনুসারে কেবল একমাত্র উপায়েই তাহা বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে; ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারীর মধ্যবর্তিতায় ভারতীয় রাজগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের কার্য নির্বাহিত হয়। সেই কর্মচারীর ব্যক্তিগত চরিত্র তাঁহার কার্যপ্রণালীতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে; —তিনি যাহা বলেন, বা যে কার্য করেন, সর্ব-বিষয়েই তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র-প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়। গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীর কার্য-কলাপেই গবর্ণমেণ্টের গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এই কর্মচারীর কার্য-প্রণালীতে শিখ কর্তৃপক্ষগণ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের শান্তি স্থাপনের কোনই চিহ্নই দেখিতে পান নাই। যে ব্যক্তি প্রায় ত্রিশ মাস পূর্বে শিখদিগের রাজ্যমধ্যে এত অশান্তির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, এবং যিনি বলপ্রকাশে তাহাদের রাজ্যের মধ্য সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির নির্বাচনে ইংরাজদিগের শান্তি-সুখে বাস করিবার কোনই নিদর্শন, শিখজাতি উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

ম্যাজের ব্রডফুটের কার্যাবলীর মধ্যে,—সর্বপ্রথমে তিনি ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, লাহোরে অধিকৃত শতদ্রুর পূর্ববর্তী সমুদায় রাজ্যগুলি, পাতিয়ালা এবং অপরাপর রাজ্য সমূহের ন্যায় সমরূপে ইংরাজ দিগের আশ্রিত ও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত এবং মহারাজা দলীপ সিংহের মৃত্যুর পর, অথবা তিনি রাজ্যচ্যুত হইলে তাঁহার কোন আইনসঙ্গত

১০। গোপনীয় পরামর্শ-সভায়, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর গবর্ণর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare Governor-General to Secret Committee, Dec, 2d, 1845.)

উত্তরাধিকারী অবর্তমানে ঐ সমুদায় রাজ্য ইংরাজদিগের রাজ্যভুক্ত হইবে।[১১] শিখ-গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মন্ত্রণা আইনানুসারে ঘোষিত হইল না; কিন্তু ইহা কাহারও

১১। যে উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা প্রচারিত হয়, তৎসম্বন্ধে ম্যাজর ব্রডফুটের পত্রাদি (Letters to Goverrment of the 7th December, 1844, January, and 28th February, 1845') এস্থলে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শেষ পত্রে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে যুবক মহারাজ দলীপ সিংহ বসন্তরোগে আক্রান্ত; যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিনি আদেশ করিবেন যে, শতদ্রুর পূর্বদিকবর্তী রাজ্য সংক্রান্ত সকল সংবাদ তাঁহার নিকটই প্রেরণ করিতে হইবে (অবশ্য লাহোরের আইন ব্যবসায়ী অথবা প্রতিনিধি দ্বারা); কিন্তু পঞ্জাবের অপর কাহারও নিকট তৎসম্বন্ধে কোনও সংবাদ প্রেরিত হইবে না।

শুনিতে পাওয়া যায়, ম্যাজর ব্রডফুট শিখদিগের নিকট একখানি পত্রের বিষয় উল্লেখ করেন। ঐ পত্র ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে সার ডেভিড অক্টারলোনি রণজিৎ সিংহের প্রতিনিধি মোকুম চাঁদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম এই যে, অপরাপর রাজ্যের সহিত শতদ্রুর পূর্বভাগস্থিত লাহোর রাজ্যও ইংরাজদিগের আশ্রয়াধীন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের আদেশপত্রও তিনি প্রদর্শন করেন। তাহাতে রণজিৎ সিংহ, তাঁহার শতদ্রুর দক্ষিণস্থ কর্মচারীগণকে, ইংরাজ প্রতিনিধির আদেশানুসারে কার্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন;—অন্যথা হইলে, দণ্ডস্বরূপ তাহাদের নাসিকা কর্তিত হইবে! তৎকালে সার ডেভিড অকটারলোনি, তাৎকালিক কোন কোন বিশেষ বিশেষ কার্যে ইংরাজদিগের বন্ধুত্বের প্রকৃতি যে এইরূপই বুঝিয়াছিলেন—তাহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু শতদ্রুর পূর্ববর্তী লাহোর-রাজ্য-সমূহ, জায়গীর-প্রণালী অনুসারে ইংরাজদিগের আশ্রিত, এইরূপ ঘোষণা নিম্নলিখিত কারণে বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয় না;—(১) যখন ইংরাজগণ, সারহিন্দের রাজগণকে আশ্রয় প্রদান করেন, তখন ঘোষিত হয় যে, রণজিৎ সিংহের হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করাই, আশ্রয় প্রদানের উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে, ইংরাজগণ শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী সকল প্রদেশকেই আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। কারণ এই রাজ্যের কতকাংশ লাহোরের অধিকৃত। (১৮০৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র এবং ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখের ঘোষণার—Declaration—প্রথম আর্টিকেল বা প্রথম সর্ত দ্রষ্টব্য। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে গবর্ণমেণ্ট লিখিত সার ডেভিড অকটারলোনির পত্রও এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।) অধিকন্তু সুবিধা বুঝিলেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনে করিতে পারেন যে, শতদ্রুর পূর্বতীরবর্তী রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি, রণজিৎ সিংহের অবশ্য পালনীয় হইলেও, তাহা ইংরাজদিগের পালনীয় নহে; কেন না তাহাতে ইংরাজদিগের যথেচ্ছা কার্য করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে। (Government to Captain Wade, 23rd April, 1833) বস্তুতঃ, ভাওয়ালপুর সম্বন্ধেই এই বিষয় লিখিত হয়। কিন্তু এক্ষণে সাধারণতঃ সর্বত্রই উহা প্রযুক্ত হইতে লাগিল। (২) সারহিন্দের রাজগণকে যে আশ্রয় প্রদান করা হয়, অতঃপর সমতলভূমি সমূহে তাঁহাদিগকে অধিকতর নিরাপদ ও নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য আরও সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু রণজিৎ সিংহ এবং গুর্খাদিগের বিরুদ্ধে পার্বত্য প্রদেশ সমূহে তাঁহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য বা আশ্রয় প্রদান করা হয় নাই। (Government, to Sir D. Ochterloney, 23rd January, 1810) কিন্তু শতদ্রুর পূর্বদিকস্থ রণজিৎ সিংহের রাজ্যগুলি সম্বন্ধে তখন ঘোষিত হইল যে, (নেপালের বিরুদ্ধে) ঐ সমুদায় রাজ্য তিনি স্বয়ংই রক্ষা করিবেন। তাহাদের রক্ষণোদ্দেশ্যে তাঁহাকে কোন সাহায্য প্রদান করা উচিত কি অনুচিত—তাহা রাজনৈতিক বিষয় বলিয়া মীমাংসিত হইল না। পরন্তু আরও বলা হইল যে, তিনি শতদ্রুর পূর্ববর্তী রাজ্যসমূহের মধ্য দিয়া গমন করিবেন; তাহা হইলে, তিনি উল্লিখিত রাজ্য-রক্ষাকল্পে যমুনার সন্নিকটবর্তী পার্বত্য প্রদেশে গুর্খাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন। (Government, to Sir David Ochterloney, 4th October, and 22nd November, 1811.)

অবিদিত রহিল না,—পরন্তু ইংরাজদিগের এই উদ্দেশ্য সকলেই অবগত হইল। যখন ম্যাজর ব্রডফুট আনন্দপুর মাখোয়ালের ধর্ম-যাজকোপম সোধিগণের কার্যকলাপে বাধা দিতে অগ্রসর হন, তখন তিনি এই মতের বশবর্তী হইয়াই কার্য করিয়াছিলেন। আনন্দপুর মাখোয়াল একটী যোধভূমি; কয়েক বৎসর পূর্বে ঐ স্থানের দাবী-দাওয়া পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, রণজিৎ সিংহই যখন বিশেষ-অধিকার-প্রাপ্ত ভূ-স্বামীদিগের সহিত যথোপযুক্ত কার্য নির্বাহ করিতে সক্ষম, তখন সর্বপ্রকার স্বত্ব পরিত্যাগ করাই ইংরাজদিগের পক্ষে শ্রেয়।[১২] অধিকন্তু লাহোরের অধিকৃত কটকোপুরা অভিমুখে গমনের জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য ফিরোজপুরের নিকট শতদ্রু অতিক্রম করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য,—সচরাচর তথায় যে সৈন্যদল রক্ষিত হইত, সেই অশ্বারোহী প্রহরী সৈন্যগণকে সাহায্য করা, অথবা তাহাদের বল বৃদ্ধি করা। কিন্তু ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির নিয়ম মতে, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হয়, তদনুসারে ব্রিটিশ এজেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, সৈন্যদল শতদ্রু নদী অতিক্রম করিল। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় সৈন্য যে উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিতেছিল, তদ্বিবেচনায় সেই পরিবর্তিত নিয়ম সৈন্যদলের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যাহা হউক, তথাপি ম্যাজর ব্রডফুট সৈন্য-দলকে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু আজ্ঞাপালনে তাহাদিগকে দীর্ঘসূত্রী এবং উদাসীন মনে করিয়া নিজেই প্রহরী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। যখন তাহারা হাঁটিয়া নদী পার হইতেছিল, তখন তাহারা ধৃত হইল। ইংরাজ পক্ষীয়গণ গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু শিখ-সেনাপতি তাহাদের সহিত কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ করিলেন না। এরূপ কোন কার্য দ্বারা পাছে লাহোর গবর্ণমেণ্ট বিপদগ্রস্ত হয়, এই ভয়েই তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে বিরত রহিলেন।[১৩] অধিকন্তু সেতু-নির্মাণার্থ বোম্বাই সহরে যে সমুদায় নৌকা প্রস্তুত হইতেছিল, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকালে সেই নৌকাগুলি ফিরোজপুরে প্রেরিত হইল। পোতগুলি যাহাতে নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে আনীত হইতে পারে, তজ্জন্য ম্যাজর ব্রডফুট একদল সশস্ত্র ও সুসজ্জিত প্রহরী-সৈন্যকে উহা রক্ষার্থ অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন; এবং ফিরোজপুরে পোতগুলি আসিয়া পৌছিলে তিনি নাবিকদলকে সেতু নির্মাণার্থ নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তখন এই সমুদায় কার্য-

১২। অনন্দপুর সম্বন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের নোট দ্রষ্টব্য। মূলগ্রন্থে বর্ণিত বিবাদ বিসম্বাদ সম্বন্ধে, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের গবর্ণমেণ্টের নিকট ম্যাজর ব্রডফুট লিখিত পত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে; এই পত্রে ম্যাজর ব্রডফুট আপনার কার্যপ্রণালীর এবং সামান্য কারণে সীমা-গ্রহণের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

১৩। Compare Major Broadfoot to Government, 27th March 1945. শুনিতে পাওয়া যায়, গবর্ণমেণ্ট এই সকল কার্যকলাপ অনুমোদন করেন নাই।

কলাপে বিপদ সম্ভাবনা প্রকাশ পাইল, তিনি প্রায় একরূপ স্বীকার করিলেন যে, শিখ-দিগের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে।[১৪]

শতদ্রুর পূর্বদিকে জনপদসমূহ সম্বন্ধে এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনায় যে সকল উপায় অনুসৃত হইত, তদ্বিষয়ে ম্যাজর ব্রডফুট যে মত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পরে প্রধান গবর্ণমেণ্ট যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কতক পরিমাণে তাঁহাদের সেই মত সমর্থন করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, কাল্পনিক ও অপ্রকৃত কারণানুসারে, অথবা সার ডেভিড অক্‌টারলোনির অনিশ্চিত ঘোষণা দ্বারা কিংবা রণজিৎ সিংহের প্রভেদব্যঞ্জক নির্বন্ধাতিশয়ের ফলে, এই কার্য-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল। আরও বিশ্বাস হইল যে, বিরোধীয় রাজ্যাংশ যদি পরিত্যাগ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, বিনা অস্ত্র-ধারণেই ঐ স্থান অতি সহজেই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ম্যাজর ব্রডফুটের প্রতিকার্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব-কল্পিত স্থির প্রতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল, এবং হিতৈষণা অপেক্ষা বরং শত্রুতার ভাবই অনুভূত হইল।[১৫] এদিকে শিখগণও তাহাদের সাহায্যকারী কর্তৃক চারিদিকে সন্ত্রস্ত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মূলতান হইতে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য, বহুসংখ্যক দস্যুবৃন্দের অনুসরণ করিয়া, সিন্ধুরাজ্যে কয়েক মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইল। সিন্ধুনদ

১৪। পঞ্জাবের তাৎকালিক অবস্থানুসারে প্রত্যেক পোত-সমষ্টির সহিত এক এক জন ইউরোপীয় কর্মচারীর অধীনে সৈন্যদল প্রেরণের আবশ্যক হইল। যাহা হউক, তৎকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহনির্মিত জলযান, প্রহরী সৈন্যের বিনা সাহায্যে শতদ্রু নদীতে গমনাগমন করিতে পারিত; একখানি পোত ফিলোলের কামান দ্বারা সুসজ্জিত হইতে অনেক দিন তথায় অবস্থান করিতেছিল; শিখগণ তৎপ্রতি সৌজন্য প্রদর্শন ভিন্ন শত্রুতাচরণ করে নাই।

১৫। ভারতের ইংরাজগণ সাধারণতঃ মনে করিতেন,—ম্যাজর ব্রডফুটের নিয়োগেই শিখদিগের সহিত যুদ্ধ-সম্ভাবনা অধিক হইয়াছিল। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যদি মিষ্টার ক্লার্ক রাজ প্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, শিখদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিত না। ম্যাজর ব্রডফুটের স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি হইতেই সম্ভবতঃ জানা যায় যে, ম্যাজর ব্রডফুট, শিখদিগের শত্রু-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ তিনি লিখিয়াছিলেন,—"মূলতানের শাসনকর্তা ম্যাজরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদি শিখগণ (লাহোর সৈন্য) তাহাদের দাবী অনুসারে মূলতানের শাসন-কর্তাকে বলপূর্বক বশ্যতা স্বীকার করাইতে তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করে, তাহা হইলে মূলতানের শাসনকর্তা কি উপায় অবলম্বন করিবেন? কিন্তু সাধারণ অবস্থায় একজন রাজপ্রাধান্য-অস্বীকারকারী ভৃত্য, তাহার প্রভু ও ইংরাজদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব-রক্ষণকারীকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তাহা সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয় না। যাহা হউক, ম্যাজর ব্রডফুট, দেওয়ান মূলরাজের প্রস্তাবেই পুনরায় সম্মত হইতেন বলিয়া বোধ হইল। কারণ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর যখন তিনি পঞ্জাবের সহিত কোনরূপে সংস্রবযুক্ত কর্মচারীগণকে লিখিয়া জানাইলেন যে, ইংরাজদিগের অধিকৃত রাজ্যগুলি আক্রান্ত হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। তখন তিনি প্রকৃত বীর এবং সর্ব-সময়ে সুসজ্জিত সার চার্লস নেপিয়ারকে বলিলেন যে, মূলতানের শাসনকর্তা স্বয়ংই নিজ রাজ্যসমূহ এবং সিন্ধুদেশ শিখদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন। —তাঁহার এই নিশ্চয়তা প্রদানে বিশ্বাস জন্মিল যে, তাঁহারা মূলতানের শাসনকর্তাকে লাহোরের অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে এবং শিখজাতি হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ও পর্বতমালার মধ্যবর্তী এই দুই রাজ্যের সীমা কোন স্থলেই স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট ছিল না ; সুতরাং মুষ্টিমেয় সৈন্যের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু শাসনকর্তা সার চার্লস নেপিয়ার তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্যকে অবিলম্বে রজানের নিম্নগামী কয়েক মাইল দূরবর্তী কাশ্মীরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। এই আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করাই সৈন্য-অভিযানের উদ্দেশ্য। এদিকে লাহোর কর্তৃপক্ষীয়গণও প্রকৃত-পক্ষে পূর্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; পরন্তু সিন্ধুদেশ বিজয়ীর এইরূপ এত সত্বর এত তৎপরতার সহিত উপায় অবলম্বন করায় শিখগণ বিবেচনা করিল যে, পঞ্জাবের সহিত যুদ্ধ সংগঠন করাই ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ অভিলাষ, এবং এই সমুদায় বন্দোবস্ত তাহারই প্রমাণস্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইল।[১৬]

শিখ-সৈন্যগণের, বস্তুতঃ সমগ্র শিখ-জাতির বিশ্বাস জন্মিল যে, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অতি দূরদর্শী কর্মচারিগণ জানিতেন যে, শিখজাতি প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচারণ না করিলে সম্ভবতঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাধা দিবেন না।[১৭] যখন পঞ্জাবের শাসনকর্তৃরাজগণ পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা পরবশ হইলেন, এবং সকলেই শত্রুদিগকে সমপরিমাণ ভয় করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা আত্মসম্মান এবং স্বাধীনতা-ধনে জলাঞ্জলি দিয়া, ধনৈশ্বর্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্যই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এইরূপে মহারাজ শের সিং, সিন্ধানওয়ালাগণ এবং অন্যান্য সকলেই করদ-মিত্র মধ্যে পরিগণিত হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং বৈদেশিক শক্তির উপর সমগ্র আশ্রয় ভার অর্পণ করিলেন। সৈন্যদিগের শক্তি যেমন প্রবল হইতে লাগিল, এবং তাহারা যেমন "কমিটি" বা সমিতি-প্রণালী হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল, রাজকীয়

১৬। শুনিতে পাওয়া যায়, কাশ্মীরে একদল সৈন্য স্থাপনের জন্য সার চার্লস নেপিয়ার বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থানে একদল ইউরোপীয় সৈন্য প্রেরণের পূর্বাদেশ প্রত্যাহার করিলেন। এই সময়ে পঞ্জাবে ইংরাজদিগের প্রবেশের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সার চার্লস নেপিয়ার যে একটি অসংযত বক্তৃতা করেন, তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। (Compare Major Smyth's Reigning Family of Lahore, Intro xx ii) ;—বিশেষতঃ ম্যাজর ব্রডফুট স্থির করিয়াছিলেন, শিখ-নেতৃবৃন্দ ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহ পাঠেই অধিকতর উত্তেজিত হইয়া থাকে। পরন্তু আক্রমণ সম্বন্ধে পুনরাবৃত্ত অংশের প্রতি সামান্য মনোযোগে তাহাদের তত উত্তেজনার ভাব ব্যক্ত হয় না। তিনি ভাবিয়াছিলেন,—জনসাধারণের মত কি পরিমাণ অনুসরণ করা যাইতে পারে, তাহা পণ্ডিত জালা সিং বুঝিতেন এবং সেই ব্রাহ্মণ উপযুক্ত সংবাদপত্রসমূহ উপযুক্ত অস্ত্রস্বরূপ প্রয়োগ করার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। (Major Broadfoot to Government 30th Jan. 1845.)

১৭। Compare Inclosure No 6 of the Governor-General's Letter to the Secret Committee of the 2d Oct, 1845 (Parl. Papers' Feb. 26th, 1846, p. 21) ম্যাজর ব্রডফুট গোলাপ সিংহের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনেকের পক্ষেই যে প্রযোজ্য ও সত্য—তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি মনে করিতেন, ইংরাজগণের পঞ্জাব বিজয়ে বড়ই সাধ এবং তাহারই ষড়যন্ত্র করিতে তাঁহারা ব্যস্ত। (Major Broadfoot to Government, 5th May, 1845.)

শাসনকর্তৃগণ এবং গবর্ণমেণ্টের কার্যে নিযুক্ত বীরগণও তেমনই এক নূতন বিপদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইলেন। তাহারা হয়তো সকলেই একে একে এই দুর্দমনীয় সৈন্য-সম্প্রদায়ের স্পৃহার বশবর্তী হইতেন; অথবা তাঁহাদের মধ্য হইতে এরূপ একজন দক্ষ ও পরাক্রান্ত নেতার আবির্ভাব হইত যে, সেই ব্যক্তি অন্যান্য সকলের শক্তিসমষ্টি শোষণ করিয়া, ধনী, স্বার্থপর এবং দুর্বল ব্যক্তিগণের সর্বনাশ সাধন করতঃ অনুচরবর্গের তৃপ্তি-বিধান করিতেন। জাম্মুর রাজা এতকাল ইংরাজদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের বড়ই বিরোধী ছিলেন। এক্ষণে তিনি ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতীত লাহোরের মন্ত্রীরূপে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অক্ষম হইলেন, এবং পার্বত্য প্রদেশের জায়গীরদার-স্বরূপ স্বীয় নিরাপদ বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। এদিকে লাল সিং, তেজ সিং এবং অন্যান্য ক্ষমতাসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ সৈন্যগণকে দমন করিতে পারিলেন না। সুতরাং সৈন্যগণের শাসন-সম্বন্ধে তাঁহারা আপনাপন অক্ষমতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,—ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিয়া কোন যুদ্ধে নিযুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত; এই উপায়ে তাহাদিগকে স্থানান্তরে রাখাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এই যুদ্ধে যে তাহারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবে এবং তাহাদের দুর্দমনীয় ক্ষমতা ধ্বংস হইবে, তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাঁহাদের আরও বিশ্বাস এই যে, জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যপালন করা অপেক্ষা, এই উপায়ে তাঁহারা অধিকতর নিশ্চিন্তরূপে মন্ত্রী বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, এবং ক্ষমতা লাভের পথও পরিষ্কৃত হইবে। সুতরাং যাহাতে পঞ্জাবের স্বাধীনতা লোপ অবশ্যম্ভাবী, সেরূপ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে তাঁহারা নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলেন না।[১৮] যদি সৈন্যদিগের সুচতুর

১৮। Compare Inclosures to the Governor-General's letter to Secret Committee of 31 December, 1845. "Parl paper," 26th Feb. 1846, p. 27 (গুপ্ত সভার গবর্ণর জেনেরল ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এবং পার্লামেণ্টের কাগজপত্র—২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৬, ২৯ পৃঃ—দ্রষ্টব্য) এস্থলে ভগ্নোৎসাহ জোয়াহির সিংহের অমিতাচার এবং মহারাণীর গুপ্তপ্রণয় সম্বন্ধে কোন বিষয় উল্লেখ করা অনাবশ্যক। পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রেরিত কাগজ-পত্রে, এই সকল ঘটনার কেবলমাত্র লাহোর দরবারের (Court) অকর্মণ্যতার এবং মূর্খতারই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। হয়তো সময় সময় জোয়াহির সিংহকে মাদকোন্মত্ত হইতে দেখা গিয়াছে; মহারাণী হয়তো তাঁহার ব্যাভিচারের বিষয় যথাধিক গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণের সমক্ষে তাঁহারা হয়তো কদাচিৎ অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছেন। প্রধানতঃ যখন বিদেশীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিত, তখনও শেষ পর্যন্ত রাজদরবারের অত্যাবশ্যকীয় রীতিনীতি অতি সতর্কতার সহিত পালিত হইত। সাহাজাদাদিগের গার্হস্থ্য জীবন অধিক দূষণীয় ও লজ্জাস্কর হইতে পারে; কিন্তু জনসাধারণের নৈতিক অবস্থা আদর্শস্থানীয়। অধিকন্তু শাসনকার্যে নিযুক্ত পাপীগণও জনসাধারণের এই অবস্থার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অসৎ স্বভাবের ও পাপের তুলনায় সাধারণ কার্য-প্রণালীতে উহার প্রাবল্য অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছিল। অধিকন্তু এই সকল ব্যক্তিগত দোষ অতিরঞ্জিত করিয়া, সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার স্বাভাবিক প্রবণতাও বার্তাবাহকদিগের মধ্যে যথেষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল; এবং দ্বেষপরবশ অথবা লালসা-পরতন্ত্র হইয়া এই সমস্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করায়, ভারতের কূট-নৈতিক কার্য সর্বদাই দূষণীয় বলিয়া নিন্দিত এবং ভর্ৎসিত হইয়াছে। আর

সম্প্রদায় (Committes) সমষ্টি ইংরাজদিগের পক্ষেও কোনরূপ সামরিক সাজ-সজ্জা উপলব্ধি না করিতে পারিত, তাহা হইলে,—পূর্বকালে তাহারা পরাক্রান্ত মহারাজ রণজিৎ সিংহের আদেশ-অনুসারে কোন বিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু না হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেও—বর্তমান সময়ে, লাল সিং ও তেজ সিংহের ন্যায় অর্থলোলুপ ব্যক্তিগণের কপট উৎসাহ ও পরামর্শে কর্ণপাত করিত না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীগণের মত ও উদ্দেশ্য সকলই হঠকারী সৈন্যদিগের বিশ্বাসের সহিত মিলিয়া গেল—সকলই সৈন্যগণ বিশ্বাস করিল। যখন বিপক্ষদল সৈন্যদিগকে বিক্রুপস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'খালসা' রাজ্য ক্রমশঃই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, এবং লাহোরের সমতলভূমি বহুদূরবর্তী বিদেশী ইউরোপীয়গণ কর্তৃক ক্রমশঃ অধিকৃত হইতেছে; সুতরাং তখনকি তাহাদের নিরুদ্বেগচিত্তে সে সকলই দর্শকের ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে চাহিয়া দেখা উচিত? তখন তাহারা একবাক্যে উত্তর করিল যে, গোবিন্দের সাধারণতন্ত্রভুক্ত সকলেই প্রাণপাত করিয়াও রাজ্য রক্ষা করিবে, এবং সমবেত খালসা সৈন্য যুদ্ধাভিযান করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে আক্রমণকারিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।[১৯] যে সময়ের কথা বলা হইতেছে অর্থাৎ নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে, লুধিয়ানার সন্নিকটস্থ দুইটি জনপদ, পৃথকভাবে স্বতন্ত্ররূপে স্থাপিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে ব্যবচ্ছেদ ঘটিল। যে সকল অপরাধী ব্যক্তি এই দুইটি স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয় নাই,—এইরূপ ব্যবহারের এই হেতুবাদ প্রদর্শিত হইল।[২০] যখন ইংরাজ এবং শিখ উভয় পক্ষই পরস্পর সমভাবে শান্তিভোগ করিতেছিল, তখন এইরূপ ব্যবহার বড়ই অস্বাভাবিক ও নীতিবিরুদ্ধ। এই ঘটনায় বাধ্য হইয়া গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং কালবিলম্ব না করিয়া

একটি শেষ কথা এই যে, হিন্দুস্থানে ইংরাজদিগের দেশীয় (native—ভারতীয়) ভৃত্যকর্মচারিগণ, অধিকাংশস্থলেই বেতনভোগী এবং অর্থ-লোলুপ। তাহারা প্রায়শঃই অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত অথবা সদ্বংশ-জাত নহে। তাহারা ভাবে যে, কাহারও দুর্নাম বা অপবাদ রটাইতে পারিলেই প্রভুকে সন্তুষ্ট করা হয়; অথবা তাঁহার সুরে সুর মিশাইতে পারিলেই প্রভুভক্তির পরকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাহাদের সহিত শত্রুতা কিম্বা মনোমালিন্য আছে, প্রধানতঃ তাহাদের অপবাদ ঘোষণা করাই এই অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য। এস্থলে তোষামোদ করার অভ্যাস বদ্ধমূল ও স্বাভাবিক। সাধারণের বিশ্বাস,—ইংরাজগণ আপনাদিগের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন, এবং অপরের নিন্দাবাদে আনন্দিত হন। এই সকল বিশ্বাস এত প্রবল যে, সন্ধিবদ্ধ রাজা অথবা আশ্রিত রাজগণের নিকট মৌখিক অথবা লিখিত সংবাদ (রিপোর্ট) প্রেরণ করিতে হইলে, স্থানীয় নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণ প্রতিযোগিগণের নিন্দাসূচক কোন কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই হেতু লাহোরের সংবাদদাতা তাঁহার ব্যবসায়োপযোগী স্বভাববশতঃই এই ব্যভিচারিতার দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার আর একটি কারণ এই হইতে পারে যে, হয় তো তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইংরাজ জাতি যাহা শুনিতে বা জানিতে অভিলাষী, তিনি তাহাই প্রদান করিতেছিলেন।

১৯। মূল গ্রন্থে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুরূপ অনেক বিবরণই তাৎকালিক ব্যক্তি বিশেষের পত্রাদিতে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

২০। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বরের পর হইতেই, সম্ভবতঃ ম্যাজর ব্রডফুটের সরকারী পত্রাদি বন্ধ হয়। হয়তো, সেই কারণেই সরকারী চিঠি-পত্রাদিতে এ সম্বন্ধে কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইলেন। ইংরাজদিগের এই ব্যবহারে 'পঞ্চায়েৎগণের' চিরঘোষিত মানসিক সন্দেহ সকলই বিদূরিত হইল। শিখজাতি তখন দলে দলে সমবেত হইল এবং অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। রণজিৎ সিংহের সমাধি ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া শিখ-জাতি 'খালসা'র প্রতি বিশ্বাসী হইতে এবং তদনুরূপ কার্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।[২১] এইরূপে মনোমালিন্য জন্মানয়, শিখজাতি উত্তেজিত হইয়া ১৭ই নভেম্বর ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইহার কয়েক দিন পরে, লাহোর হইতে দলে দলে সৈন্য গমন করিতে লাগিল। ১১ই ডিসেম্বর তাহারা হারিকি এবং কাশুরের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া ১৪ই ডিসেম্বর কতক সৈন্য ফিরোজপুরের কয়েক মাইল দূরে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।[২২]

এইরূপে শিখ জাতির উত্তেজনার সূত্রপাত হইল। ইংরাজগণ পঞ্জাবের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া শান্তিতে কালযাপন করিতে একান্ত অভিলাষী ছিলেন,—একথা মানিয়া লইলে, তাঁহারা পরে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব অঙ্গীকার দৃঢ়রূপে পালন করার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথবা, ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তবলী এবং ব্যবহারিক জীবন অবগত হইয়াও, রাজনৈতিক বিষয়ে ইংরাজদিগের ন্যায় বিচক্ষণ রাজশক্তির যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করা কর্তব্য, ইংরাজদিগের সে বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতারও কোন প্রমাণ দেখা যায় না। কেবলমাত্র কাল্পনিক শিখ আক্রমণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল; কেবল হীনবল প্রতিবেশীর ধ্বংস-সাধনের উদ্যোগ হইতেছিল। কিন্তু অতীত কালের মূল ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের প্রতি কাহারও দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় নাই; তদনুসারে সারাহিন্দ প্রদেশে কোন সৈন্যদল অথবা ইংরাজ প্রজা কিছুই ছিল না। এই ব্যবস্থা অনুসারে অধীনস্থ মিত্র-রাজ্যগুলি ইংরাজ-রাজ্যের এবং লাহোরের অধিকারভুক্ত লইয়াছিল। ইহাতে অর্দ্ধসভ্য সৈনিক-রাজ্যের এবং শিষ্ট ও শিক্ষিত গবর্ণমেণ্টের পরস্পর যুদ্ধাদি নিবারিত হইতে পারিত। ইংরাজ শাসনকর্তৃগণের সরলতা অবিশ্বাস-যোগ্য নহে; কিন্তু মনুষ্যজাতি বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতা এবং বিচার-শক্তি জলাঞ্জলি দিয়াই, কেবল তাঁহাদের সততার বিষয় স্বীকার করা যাইতে পারে।

তখনও ইংরাজদিগের এই অপ্রশংসনীয় আশঙ্কা দূরীভূত হয় নাই। তাঁহাদের এই ভয়ের কোনই কারণ ছিল না। সীমান্তবর্ত্তী নদীর উপর নৌ-সেতু নির্মাণার্থ পোত আহরণে শত্রুতার কোনই চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। অবিনীত জাতির উপর

২১। The Lahore news-letter of the 24th November, 1845, prepared for the Government.

২২। Compare the Governor-General to the Secret Committee, 2nd and 31st December, 1845, with Inclosures (Parl. papers, 1846.)

ইহার প্রভাবে কি ফলোৎপাদন হইবে, তাহা কেহই অনুধাবন করেন নাই। তাহাদের আশার কারণ অপেক্ষা, ভয়ের কারণই অধিক ছিল; কারণ শিখগণ দেখিল, এক লাহোরের পথ ব্যতীত সৈন্য পরিচালনার আর কোন উপায় নাই।' ইংরাজগণ নির্বন্ধাতিশয়ে গোবিন্দের শিষ্যদিগকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট গোবিন্দের শিষ্যগণের সঞ্জীবনী শক্তি প্রকৃত ভাবে বুঝিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহা তাঁহাদিগের নিরবিচ্ছিন্ন বিজয়লাভের পক্ষে মহৎ অশুভজনক ও সাংঘাতিক অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ইংরাজগণ মনে করিলেন, শিখজাতি আফগানদিগের সমকক্ষ নহে; কিংবা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচারণেও অক্ষম;—একথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে তাঁহারা মনে করিলেন, শিখজাতি বীরোচিত গুণগ্রামে জাম্মুর পার্বত্যজাতি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী সংবাদে লাহোর সৈনিকগণ "ইতর" জাতীয় (Rabble) বলিয়া অভিহিত হইল। পরবর্তী বর্ণনায় যদিও সৈন্যদল, দেশীয় জোদ্দার এবং গৃহস্থ সমূহে গঠিত বলিয়া উক্ত হয়, তথাপি তখন পর্যন্তও ইংরাজগণ প্রচার করিতে লাগিল যে, সৈন্য সম্প্রদায় হিসাবে লাহোর সৈন্য দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে।[২৩] বস্তুতঃ কতকগুলি ইংরাজ-কর্মচারী এবং ভারতীয় সিপাহীর বিশ্বাস ছিল, দৃঢ়তার সহিত সৈন্য পরিচালনা করিয়া অল্প পরিমাণ আগ্নেয় অস্ত্র—গোলাগুলির সাহায্যে তাঁহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন। কিন্তু এস্থলে যে বিশেষ দক্ষতার ও চতুরতার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে এবং সেই যুদ্ধ বহুকাল চলিবে,—তাহা তাঁহারা কখনও মনে করেন নাই।[২৪]

ইংরাজগণ শত্রুদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াই বিরত হন নাই। শিখদিগের প্রথম আক্রমণের বিষয় তাঁহারা বহুকাল পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই আক্রমণ যে ভাবে ও যে উপায়ে সম্পাদিত হইবে, ইংরাজগণ তৎসম্বন্ধে বিশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই যে,—মন্ত্রিসভা, অথবা এমন কি সৈনিক সম্প্রদায় বলপূর্বক নদী পার হইতে সাহসী হইবে; এবং সমভাবে ঘোরতর যুদ্ধ

২৩। Major Broadfoot to Government 18th and 25th January, 1845. এক বৎসর পূর্বে লেফটনাণ্ট-কর্ণেল লরেন্স (Calcutta Review, No iii. p. 176, 170) বলিয়াছিলেন, ভারতীয় অন্যান্য শক্তিপুঞ্জের ন্যায় শিখসৈন্য অতি শিষ্ট। মহারাজপুরের 'যুদ্ধে গোয়ালিয়রের সৈন্যদল যুদ্ধ করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা শিখসৈন্য কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। তবে লাহোরের গোলন্দাজ সৈন্য যে অতি দুর্দ্ধর্ষ, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহার মতে গোলন্দাজ শিখসৈন্য কামান বর্ষণে বিশেষ পটু। তাঁহার (Adventurer in the Punjab, p. 47, note k) গ্রন্থে তিনি মারহাট্টা সৈন্যেরই প্রশংসা করিয়াছেন।

২৪। আবার ম্যাজর স্মিথের মতে, ইংরাজদিগের সিপাহী সৈন্যগণ শিখ-সৈন্যের বিশেষ প্রশংসা করিত। কিন্তু ইংরাজগণ নিজেরাই শিখদিগকে কাপুরুষ ও অহঙ্কারী বলিতেন। (Major Smith's Reigning Family of Lahore, Introduction," xxiv. and xxv.) Compare Dr. Macgregor, "Histor. of the Sikhs." ii. 89, 90,

করিবে। রাজগণের বিদ্রোহব্যঞ্জক মত সম্বন্ধে ইংরাজগণ সকলই অবগত ছিলেন; শিখসৈন্য যে একতা এবং গভীর ভাবের অধিকারী তাহাও তাঁহারা জানিতেন। তথাপি ইংরাজগণ সে সকলই সমভাবে উপেক্ষা করিলেন। তাঁহাদের তখনও বিশ্বাস যে, ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ ঘটিবে; তাহাতে ইংরাজদিগের বাধা প্রদান আবশ্যক হইবে, এবং তাঁহারা আপনাদিগের সুবিধামত যথেচ্ছাচার করিতে পারিবেন।[২৫]

২৫। Compare the Governor-General to the Secret Committee, 31st. December, p. 1845 ('Parl, Papers', 1846) and the 'Calcutta Review,' No, xvi. p. 475. সিক্রেট কমিটির বা গুপ্তমন্ত্রণা সভার নিকট গবর্ণর জেনেরেলের পত্র, তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৪৫ (পার্লামেন্টের কাগজপত্র, ১৮৪৬) এবং কলিকাতা রিভিউপত্রের ষোড়শ সংখ্যার ৪৭৫ পৃষ্ঠা। এই সময়ে কোন একটি বিষয় লইয়া, ভারতবর্ষে বিশেষ বাদানুবাদ চলিয়াছিল; তৎসম্বন্ধে এস্থলে কয়েকটি কথা বিশেষ আবশ্যক। সেই বিষয়টি এই;—ম্যাজর ব্রডফুটের সহকারী কাপ্তেন নিকলসন এই সময়ে ফিরোজপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। নিকলসন পুনঃপুনঃ ম্যাজর ব্রডফুটকে জানাইলেন যে শিখ-সৈন্য শতদ্রু নদী অতিক্রম করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। তথাপি ম্যাজর ব্রডফুট অবিশ্বাসবশতঃ সহকারীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার মনে হইল না যে, শিখ-সৈন্য শতদ্রু পার হইতে সমর্থ হইবে। ভারতীয় জনসাধারণ এ বিষয় স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, কাপ্তেন নিকলসন যেন কয়েকমাস ধরিয়া অথবা এক বৎসর কি ততোধিক সময় পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংরাজ-অধিকৃত প্রদেশসমূহ শিখ-সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইবে। পরিশেষে শিখ-সৈন্য কি করিবে তৎসম্বন্ধে কাপ্তেন নিকলসন অন্যান্য সকলের ন্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক সপ্তাহ কি সমসংখ্যক দিবসের মধ্যে শতদ্রু অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত, কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। সত্য কথা বলিতে গেলে, ম্যাজর ব্রডফুট, কাপ্তেন নিকলসনের সমুদায় রিপোর্টেই অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। লাহোর সৈন্যের যুদ্ধ যাত্রা, নিকট আগমন, শতদ্রু তীরে লাহোর-সৈন্যের সেনানিবাস স্থাপন, এবং শতদ্রু অতিক্রমণ সম্বন্ধে তাহাদের প্রকাশ্য স্থির-প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি সকল বিষয়ই কাপ্তেন নিকলসন জানাইয়াছিলেন। ম্যাজর ব্রডফুট এ সমুদায় বিশ্বাস না করিয়া, শিখদিগের রাজধানী লাহোর হইতে যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা বিরুদ্ধমতজ্ঞাপক হইলেও, তাহাতেই তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। ব্রডফুট বুঝিয়াছিলেন, শিখ-সৈন্যের শেষ কার্যকলাপ সম্বন্ধে এই সংবাদই তাঁহার উদ্দেশ্যোপযোগী। ইহাই যে সত্য ঘটনা, গবর্ণর-জেনারেলের পত্রাদি হইতে তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর গবর্ণর-জেনারেল এই মর্মে "গুপ্ত সমিতির" নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। (Parl. Papers. 1846, p. 26, 27.)

"কলিকাতা রিভিউয়ের" ষোড়শ সংখ্যায় যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেই প্রবন্ধ-লেখক ম্যাজর ব্রডফুটের দোষস্খালনের চেষ্টা করিয়াছেন। সীমান্ত-প্রদেশস্থ সকল কর্মচারীই যে এ বিষয়ে এক মতাবলম্বী ছিলেন, তিনি তাহাই দেখাইয়া ব্রডফুটকে নির্দোষী সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। যাহা হউক, সাধারণতঃ বলিতে গেলে, তখন শিখ আক্রমণের কোনই সম্ভাবনা ছিল কি না—প্রকৃতপক্ষে তাহা বিচার্য বিষয় নহে। শিখসৈন্যের শতদ্রু অতিক্রমণের সম্ভাবনা জানিয়া, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম হইতেই ম্যাজর ব্রডফুটের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল কিনা—এস্থলে তাহাই বিচার্য। স্থানীয় কর্মচারিগণের মধ্যে একমাত্র ম্যাজর ব্রডফুটই জানিতেন, শিখ-সৈন্য তৎকালে কিরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল। সমালোচক এ বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ১৭ই নভেম্বরের সংবাদ ভিন্ন অপরাপর কর্মচারী তাহার পর আর কোন আধুনিক ও নূতন সংবাদ প্রদান করেন নাই। অতএব এই সকল ঘটনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বরং ম্যাজর ব্রডফুট ব্যতীত, অন্য কাহারও সম্ভবনীয় পরবর্তী

এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হওয়ায়, নৌ-সেতু নির্ম্মাণার্থ পোত, সৈন্যদল এবং কামান প্রভৃতি যুদ্ধোদ্দীপক সমুদায় দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু খাদ্য, যুদ্ধোপকরণ, যানাদি এবং চিকিৎসোপকরণ প্রভৃতি যুদ্ধকালীন আবশ্যকীয় বস্তু সকলই দিল্লীতে পড়িয়া রহিল; কোন কোন দ্রব্য আগ্রা হইতে আসিয়া পৌছিল না, কিংবা তখনও আবশ্যকীয় বস্তু আহরণের কোনই উদ্যোগ হইল না।[২৬]

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই গবর্ণর-জেনারেল আম্বালায় গমন করিয়া সেনাপতির (Commander-in-Chief) সহিত মিলিত হইলেন। যখন নিশ্চিন্ত-রূপে বুঝা গেল, শিখ-সৈন্য শতদ্রু অভিমুখে আগমন করিতেছে, তখন উত্তর-প্রদেশস্থ ইংরাজ-সৈন্যগণও বাধা প্রদানের জন্য পরিচালিত হইল। আম্বালা, লুধিয়ানা এবং ফিরোজপুরের সৈন্যগণই অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল; তাহাদের সংখ্যা সর্বসমেত সতের হাজার; তাহাদের সহিত ৬৯টি কামান ছিল। শেষোক্ত সৈন্যদলের প্রতি প্রথম আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝিয়া, আম্বলা-সৈন্য অন্য কোথাও বিলম্ব না করিয়া, তাহাদের দলপুষ্টির জন্য সেই সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইল। এদিকে লুধিয়ানার ক্ষুদ্র দুর্গ রক্ষার জন্য যে সৈন্য ছিল, লর্ড হর্ডিঞ্জ সেই সৈন্য সহ লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, লর্ড গাফের অধীনে যথাসম্ভব অতিরিক্ত সৈন্য স্থাপন করিবেন, এবং শিখগণ শতদ্রু-নদী অতিক্রম করিলে, লর্ড গাফ সেই সৈন্য লইয়া শিখদিগের সম্মুখীন হইবেন।[২৭]

এই সময়ে লুধিয়ানায় একদল শিখ-সৈন্য প্রেরিত হয়। অবস্থানুসারে সুবিধা পাইলেই বিপক্ষ দল আক্রমণ করিবে, তাহাদের প্রতি সেইরূপ আদেশ ছিল। এক্ষণে সেই লুধিয়ানার সৈন্য ব্যতীত সুসজ্জিত লাহোর সৈন্যের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ হাজার হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সহিত কামান-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র সর্বসমেত ১৫০টি

ঘটনাবলী বিচারের ক্ষমতা ছিল না। ইংরাজগণ কোন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, তৎসম্বন্ধে লেফটনান্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল জঙ্গী লাটের বরাবর ঐ পত্র প্রেরিত হয়। আপনাদিগকে বজায় রাখিতে হইলে, সেনানিবাসসমূহ দৃঢ় করা আবশ্যক—ঐ পত্রে এতৎ সম্বন্ধে অনেক বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

২৬। এই সময়ে জনসাধারণ নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সাধারণের সে মন্তব্য ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। তাহারা বলিল, এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ চলিতে থাকিলে, লর্ড হার্ডিঞ্জের ন্যায় একজন সুদক্ষ ও প্রসিদ্ধ সৈনিক-পুরুষ প্রাপ্ত হইয়া, ভারত-গবর্ণমেণ্ট সৌভাগ্যবান বটে; কিন্তু লর্ড এলেনবরা এ সময়ে গবর্ণর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠীত থাকিলে, সৈন্যগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিত।

২৭। "কলিকাতা রিভিউ" (No. xvi. p. 472) অনুসারে, তৎকালে ফিরুসহরে ১৭,৭২৭ সৈন্য ছিল। কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে লর্ড হার্ডিঞ্জের সংবাদ অনুসারে জানা যায়, তখন ফিরুসহরের সৈন্য-পরিমাণ—১৬,৭০০। ৩২,৪৭৯ সৈন্য আম্বালা হইতে শতদ্রু পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল—তন্মধ্যে এই সৈন্যই সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

ছিল। এই সময়ে শিখ-সৈন্যের পরিমাণ বর্ণিত সংখ্যা অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক ছিল। বিজেতৃবৃন্দ ও পরাজিত ব্যক্তিগণ সকলেই সৈন্যবল সম্বন্ধে সাধারণতঃ অতিরঞ্জিত-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কথিত হয় শিখদিগের স্থায়ী সৈন্যদল, ইংরাজ-সৈন্যের দেড়গুণ অধিক ছিল ;—কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলতঃ বহুসংখ্যক অশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া যোগদান করায়, আক্রমণকারিগণের সৈন্য পরিমাণ যে প্রতিপক্ষ ইংরাজ সৈন্য সংখ্যার দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল,—তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[২৮]

শিখ-সেনাপতিগণ ফিরোজপুর আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। কিন্তু দুর্গ-রক্ষক সাত হাজার বৃটিশ-সৈন্যের প্রতি তাঁহারা কোনই আক্রমণ করিলেন না। সেনাপতি সার জন লিট্‌লার যথোচিত তেজঃ-গর্বের সহিত এই সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছিলেন ; সুতরাং তাহারা অগণ্য শিখ-সৈন্য তুচ্ছ জ্ঞান করিল। নিরাশ্রয় সৈন্যদলের ধ্বংস সাধন করিয়া, ইংরাজকর্তৃক বিপদগ্রস্ত হওয়া, লাল সিং ও তেজ সিংহের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ, প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজ-পক্ষীয় সমবেত সৈন্য কর্তৃক যাহাতে শিখ-সৈন্য বিপর্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়, তাহাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কৃতজ্ঞ বিজেতৃবৃন্দ তাঁহাদিগকেই বিজিত রাজ্যের মন্ত্রী বলিয়া স্বীকার করেন,—তাহাই লাল সিং ও তেজ সিংহের একান্ত বাসনা। সুতরাং তাঁহারা ফিরোজপুর আক্রমণ করিলেন না ; পরন্তু, তাঁহারা স্থানীয় কর্মচারিগণকে নিজ নিজ গূঢ় অভিসন্ধি এবং যথেষ্ট সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের স্বদেশহিতৈষণার ভাব প্রদর্শনেরও আবশ্যক হইয়াছিল। অতএব সহজ-লভ্য ফতেপুর দুর্গ অস্পৃশ্যবৎ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজ-সৈন্যের অধিনায়কদিগকে আক্রমণের আবশ্যকতাই শিখ-সৈন্যের নিকট তাঁহারা পুনঃপুনঃ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—গবর্ণর জেনারেলকে বন্দী করিতে পারিলে, অথবা তাঁহাকে নিহত করিলে, খালসার যশঃ-প্রভায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইবে।[২৯] যে পর্যন্ত গবর্ণর-জেনারেল নিহত অথবা বন্দী না হন, এবং যতদিন ইংরাজনায়কগণ আক্রান্ত না হন, ততদিন অন্যান্য

২৮। গবর্ণর-জেনারেল ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর যে "ডেস্‌প্যাচ" প্রেরণ করেন, তাহাতে জানা যায়,—তৎকালে শিখ-সৈন্যের সংখ্যা ৪৮ হাজার হইতে ৬০ হাজার ছিল। কিন্তু সুশিক্ষিত সৈন্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে, সমগ্র দেশের স্থায়ী সৈন্যের পরিমাণ,—৪২ হাজার পদাতিকের অধিক নহে। লাহোর, মুলতান, পেশোয়ার এবং কাশ্মীরের সৈন্যদলও ইহার অন্তভুক্ত। আবার আক্রমণকারী সৈন্যের অধিকাংশই ইহার মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে। যাহা হউক, সর্বপ্রকার সৈন্যের মোট সংখ্যা ৩০ হাজার গণনা করিলে, অনেকটা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

২৯। ফিরোজপুরে ইংরাজদিগের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার নাম কাপ্তেন নিকল্‌সন। এই সময়ে লাল সিং তাঁহার নিকট পত্রাদিতে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিতেন,—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণেরও তাহাই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ঐ কর্মচারীর অকাল-মৃত্যুতে লাল সিংহের প্রস্তাবাদির বিষয় কিছুই জানা ছিল না। নিকলসন তাঁহাকে কি আশা দিয়াছিলেন,—তাহাও একণে জানিবার কোন উপায় নাই।—Compare Macgregor's. "History of the Sikhs," ii. 80.

স্থান আক্রমণে বিরত থাকিতে, তাঁহারা শিখ সৈন্যকে উপদেশ দিলেন। যুদ্ধাদি-ব্যাপারে সর্বসম্মত যুক্তি-পরামর্শের আবশ্যকতা শিখ-সৈন্য বুঝিতে পারিয়াছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান শাসন-কর্তাদিগের সহিত একমত হইয়া, তাহারা সৈনিক-সমিতি এবং অপরাপর সমিতির ক্ষমতা কিছুকালের জন্য উপেক্ষা করিয়াছিল। এইরূপে এই সকল অযোগ্য ব্যক্তি অতি সহজেই তাহাদের হেয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন।[৩০] সামরিক বিধি-ব্যবস্থার প্রচলিত নিয়মানুসারে বিভিন্ন স্থানে সেনানিবাস স্থাপনকালে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের নিয়োগ সময়ে, সেনাপতি ও নিম্ন-পদস্থ দলপতিগণ, আপনাপন স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যেই কার্য করিয়াছিলেন। যে শক্তি বলে সামান্য সৈনিক-পুরুষও গোবিন্দের সাধারণ-তন্ত্র রক্ষাকল্পে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই স্বর্গীয় শক্তির প্রতি সকলকেই কতকটা ভক্তি প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। তখন সৈন্যগণ একই উদ্দেশ্যে এবং একই কার্য-সাধন-কল্পে অনুপ্রাণিত। কিন্তু এই সকল সৈন্য পরিচালনায় সেনাপতিগণ অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধ-কার্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; স্বার্থ-সাধনই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা অনুচরবর্গের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। সুতরাং এইরূপ উৎসাহশীল সৈন্যগণ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইলে, পরিণামে কি-কুফল উৎপন্ন হইতে পারে,—তাহা সহজেই বুঝা যায়। ফলতঃ, যেরূপ ক্ষিপ্র-কারিতা সহকারে কামান-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র এবং আহার্য দ্রব্য বৃহৎ নদীর পরপারে আনীত হইল, তাহা হইতেই এ বিষয় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। প্রত্যেক শিখ এই যুদ্ধ যেন আপন বলিয়া মনে করিল ; প্রত্যেকেই মজুরের ন্যায় কার্য করিতে লাগিল। যুদ্ধ সময়ে অস্ত্র-শস্ত্র কামান-বন্দুকাদি চালানায়ও তাহারা অভ্যস্ত ছিল। প্রত্যেকেই কামান-বন্দুক বহন করিল ; বলদ ও উষ্ট্রচালকরূপে কার্য করিতে লাগিল ; এবং আনন্দোল্লাসে পোতে মাল বোঝাই এবং খালাস করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। তাহারা বিত্তভোগী সৈন্যের ন্যায় অপটু. অলস কিংবা অবাধ্য ছিল না। বহু আয়াস ও যত্ন-পোষিত বিত্তভোগী সৈন্য দেশের জন্য কিংবা বিদেশী প্রভুর মঙ্গল-কামনায় কদাচ অনুপ্রাণিত হয় না। কিন্তু শিখ-জাতি স্বদেশের স্বজাতির মঙ্গল-কামনায় অকাতরে প্রাণদান করিতে প্রস্তুত হইল। 'খালসা' সৈন্য প্রত্যেকেই কার্যকুশল ও দৃঢ়মনা। কিন্তু তাহারা কখনও এরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সম্মুখীন হয় নাই। এশিয়া-খণ্ডের সর্বত্রই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজ সৈন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। শিখজাতি ইংরাজ সৈন্যের ভয়ে স্বভাবতঃই ভয় পাইত ; তজ্জন্য তাহাদের যুদ্ধ-কৌশল এবং সামরিক নীতিও কতকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছিল। এক্ষণে শিখ-সৈন্য সিন্ধুনদ অতিক্রম করায়

[illegible]

৩০। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর লাহোর হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট একখানি সংবাদপত্র প্রেরিত ফিরসহরেগতে জানা যায়,—লাল সিং লাহোর-গবর্ণমেণ্টের উজীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং স্থাপিত হইয়াপতি পদে বরিত হন।

সন্ধি-সর্ত ভঙ্গ হইল। অতঃপর শিখ-সৈন্য আপনাদের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া চমকিত হইয়া উঠিল ; তাহাদের একদল সৈন্য তথায় শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ; অপর আর একদল বিপৎকালে সাহায্য প্রদানের জন্য রক্ষিত হইল। এইরূপে তাহারা বিপৎপাৎ হইতে অব্যাহতি পাইল। প্রকৃতপক্ষে এই কার্য শিখ-জাতির ভীরুতার পরিচায়ক। যখন দুঃসাহসিক 'সুইডগণ' সম্রাট-শ্রেষ্ঠ গাস-টাভাসের অধিনায়কত্বে জর্মণি আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তাহারা অষ্ট্রিয়ার বহুদর্শী সেনাপতিগণের সমক্ষে রোমীয় সৈন্যগণের শিবির-সংস্থাপন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল।[৩১] যাঁহার অতুলনীয় সাহস ও বলবীর্যে সকলে ভয়-প্রকম্পিত হইত, যিনি কখনও বর্শা সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, সেই যুবকশ্রেষ্ঠ বীর টেলিমেকাসও ক্রোধ-ভরে ইথেকার যুবরাজের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ; এবং পরে আশ্রয়লাভার্থ বীরশ্রেষ্ঠ পিতার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।[৩২]

এই সময়ে আম্বালা এবং লুধিয়ানায় ইংরাজদিগের দুই দল সৈন্য ছিল। ১৮ই ডিসেম্বর সেই দুই দল সৈন্য, ফিরোজপুর হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী 'মুদকি' নামক স্থানে উপনীত হইল। তাহারা শিবির সন্নিবেশ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিতে না করিতেই, একদল শিখসৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তৎকালে সকলেরই বিশ্বাস ছিল,—সুসজ্জিত শিখ-সৈন্যের সংখ্যা ত্রিশ সহস্রেরও অধিক ছিল ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই সৈন্যদলের মধ্যে পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা দুই হাজারেরও কম ; তাহাদের সহিত ২২টি কামান ছিল, এবং আট হইতে দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছিল।[৩৩] লাল সিংহের অধিনায়কত্বে শিখ-সৈন্য ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। প্রথম অভিসন্ধি

৩১। লিপজিগে যুদ্ধ হইবার পূর্বে 'ওয়ারবেনে' সুইজারল্যাণ্ডের সৈন্য এইরূপ করিয়াছিল। কর্ণেল মিচেল বলেন,—শিবির সংস্থাপনের সুকৌশলে এবং সৈন্যগণের রণকৌশলে গাসটেভাস এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন।— Life of Wallestein, p, 210,

৩২। Odyssey, xxii. শিখ-সৈন্য রোমীয় এবং গ্রীকদিগের নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। রাত্রিকালে এবং পথিমধ্যে অবস্থান সময়ে, রোমীয়গণের ন্যায় শিখসৈন্য সুরক্ষিত শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিত এবং গ্রীকদিগের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিত। পরন্তু ইউরোপীয়গণ তৎকালে যে প্রণালী অনুসারে যুদ্ধ চালাইতেন, তাহাতেই শিখগণ ইংরাজদিগের অবিদিত যুদ্ধনীতি অনুভব করিতে পারিয়াছিল। ইউরোপীয়গণ নিম্নশ্রেণীস্থ গোলন্দাজ সৈন্য বৃদ্ধি করিতেন, এবং তাহাদের সংখ্যাই প্রবল হইত। শিখসৈন্য পদাতি ও কামান সমভিব্যাহারে একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিত ; তাহাদের বহু অশ্বারোহী সৈন্যও দেশের সর্বস্থানে দেখা যাইত। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়,—স্থানান্তর-যোগ্য ইংরাজ সৈন্যদল ব্যতীত ভারতীয় কিম্বা দক্ষিণ এশিয়ার কোন সৈন্যই শিখদিগকে পরাজিত করিতে পারিত না।

৩৩। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর লর্ড গাফ্ এক 'ডেসপ্যাচ' প্রেরণ করেন ; তাহাতে জানা যায়, শিখদিগের সৈন্য-সংখ্যা তখন ৩০ হাজার ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে ৪০টি কামান ছিল। এই সময় কাপ্তেন নিকলসন ফিরোজপুর হইতে একখানি বে-সরকারী পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে জানা যায়, তৎকালে

অনুসারে, শিখ সৈন্যদিগকে ঘোর সমরসাগরে ভাসাইয়া দিয়া, লাল সিং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ; সুতরাং তাহারা পরিচালক বিহীন হইয়া আপনাদিগের সাহস ও অভিজ্ঞতা অনুসারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, শিখ সৈন্য পলায়ন করিল ; তাহাদিগের ১৭টি কামান ইংরাজদিগের হস্তগত হইল।[৩৪] কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরাজগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা এত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেল বটে, কিন্তু এই যুদ্ধে জয়লাভ তাঁহাদের গৌরবের উপযুক্ত হয় নাই। সুতরাং শিখ-সৈন্যের পুরোভাগে আক্রমণ করিবার পূর্বে সার জন লিটারের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হওয়াই স্থিরীকৃত হইল। এই সময়ে সার জন লিটারের সৈন্যদল, মুদকি ও ফিরোজপুর হইতে দশ মাইল দূরবর্তী ফিরুসহর গ্রামের চারিদিকে অশ্ব-খুর-নালের ন্যায় গভীর ব্যূহ রচনা করিয়া শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল।[৩৫] শতাধিক কামান দ্বারা এই সেনানিবাসটি সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। মুদকির যুদ্ধের পর, এই স্থানের ঈষৎ অসম্পূর্ণ পরিখা ইতস্ততঃ এক কোমর করিয়া উত্তোলিত হইয়াছিল। তৎকালে সকলেরই মনে হইল, তথায় পঞ্চাশ সহস্র সৈন্যের স্থান সংকুলান হইতে পারিবে। কিন্তু পরবর্তী অনুসন্ধানে স্থির হইল, দ্বাদশটি পদাতিক সৈন্যের দল এবং আট কি দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিক সে স্থানে থাকা অসম্ভব। অতএব পার্শ্ববর্তী আক্রান্ত শিখ-সৈন্য, আক্রমণকারিগণকে সর্ববিষয়ে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। শিখদের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে বড় বড় কামান ছিল। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যের অধিকাংশই বিভিন্ন শ্রেণীর গোলন্দাজ সৈন্য ; তাঁহাদের

শিখ-সৈন্যের পরিমাণ সাড়ে তিন হাজারের অধিক ছিল না। বস্তুতঃ, তাঁহার গণনায় শিখ-সৈন্যের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। পরে অনুসন্ধানে জানা যায়, শিখদিগের পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা কম ছিল, এবং তাহারা হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। ফিরুসহরে যে কয়েকটি সৈন্যদল ছিল, সেই কয়েকটি ক্ষুদ্র দলের প্রত্যেকটি হইতে অল্প অল্প সৈন্য লইয়া, এই পদাতিক সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। (The Calcutta Review, No xvi, p- 489,) কলিকাতা রিভিউ পত্র অনুসারে জানা যায়,—শিখদিগের নিকট বাইশটি কামান ছিল ; এই হিসাব কিছু নিয়মিত হইলেও—ইহাই সত্য বলিয়া অনুমিত হয়।

৩৪। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে ২১৫ জন নিহত এবং ৬৫৭ জন আহত হয়। (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর লর্ড গাফ্ যে 'ডেসপ্যাচ' প্রেরণ করেন, তাহাতে এ বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে।) তৎকালে লর্ড গাফের অধীনে ১১ হাজার সৈন্য ছিল।

৩৫। যে স্থানে এই ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহার প্রকৃত নাম মূল গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। মানুষের "ফিরু" নাম হওয়া অস্বাভাবিক নহে ; "সহর" শব্দ সীমা-নিরূপক। কোন স্থানের বা নগরের পরিবর্তে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'ফিরোজ সা' নাম ভ্রমমূলক। কৃষকগণ এবং সাধারণ লোকে 'ফিরুসাহার' শব্দ বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাহাদের সেই বিকৃত উচ্চারণ হইতেই সেই ফিরুসহর নাম গৃহীত হইয়াছে।

কামানগুলিও আকৃতিতে শিখদিগের কামান অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল।[৩৬] কিন্তু বৃটিশ-সৈন্যের সৌভাগ্যে ও বিজয়-শ্রী লাভে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; সুতরাং দশ গুণ অধিক সৈন্যের বিরুদ্ধে সিপাহী-সৈন্য আনন্দোল্লাসে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইল।

২১শে ডিসেম্বর মধ্যাহ্নকালে পূর্বোক্ত সৈন্য সার জন লিটারের সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। এই স্থান শত্রুগণের সেনানিবাস হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত। আক্রমণের বিস্তৃত বর্ণনা বিন্যাস করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিল। সূর্যাস্তের পর এক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আত্মবিশ্বাসী ইংরাজগণ পরিশেষে অভিপ্সিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজ সৈন্য যুগ্ম-পদ্ধতিতে যুদ্ধ-যাত্রা করিল; চির-প্রসিদ্ধ গোলন্দাজ সৈন্য অবিচ্ছিন্নভাবে গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। শিখদিগের কামানসমূহ প্রবলবেগে অগ্নি উদগারণ করিতে আরম্ভ করিল; তাহাদের একটী লক্ষও ভ্রষ্ট হইল না। তাহাদের পদাতিক সৈন্য সুসজ্জিত কামান শ্রেণীর মধ্যে ও পশ্চাদ্ভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহারা অবিচলিতভাবে সৈন্য-বিন্যাসের মধ্য হইতে অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরাজ-সৈন্য কখনও এরূপ প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হয় নাই, কিংবা কখনও এরূপ কঠোর বাধা প্রাপ্তির আশাও করে নাই। সকলেই বিস্ময়ে চমকিত হইয়াছিল। কামান অবতারিত হইল; যুদ্ধোপকরণ বৃথা ব্যয়িত হইল; কতক বা আকাশে নিক্ষিপ্ত হইল; বৃটিশ সৈন্যের দল ভঙ্গ হইতে লাগিল; দলে দলে সৈন্য পশ্চাৎ হটিয়া গেল; কিন্তু প্রত্যেক সৈন্যদল বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইল। অবশেষে সূর্যাস্তের পর বিপক্ষ দলের অধিকৃত স্থানের কতকাংশ অধিকৃত হইল। তমসাচ্ছন্ন রজনীর গাঢ় অন্ধকারে এবং অবিচ্ছিন্ন ঘোরতর যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে দারুন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন অস্ত্রধারী সৈন্য সকলেই এক সঙ্গে মিশিয়া গেল। সেনাপতিগণ তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলেন না, এবং আপনাপন কৃতকার্যতার বিষয়ও তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন নাই। কর্ণেলগণ জানিতে পারিলেন না, তাঁহাদের অধীনস্থ সৈন্যগণের বিরূপ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। অথবা তাহারা যে সৈন্য-শ্রেণীর অংশ সেই সৈন্যেরই বা কি পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহাও তাঁহাদের জানিবার অবসর হইল না। শত্রু-পক্ষীয় সৈন্য শ্রেণীর কতকাংশ তখনও অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান ছিল। শিখদিগের যে কামানগুলি শত্রুহস্তে পতিত হয় নাই, তাহারা সেই

৩৬। শিখগণ এবং লাহোরের ইংরাজ-কর্মচারিগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন,—ফিরুসহরের যুদ্ধে ১২টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিযুক্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, তাহাই সত্য বলিয়া অনুমান হয়। গবর্ণর-জেনারেল এবং সেনাপতি (জঙ্গীলাট) উভয়ের প্রতীতি অনুসারে জানা যায়,—শতদ্রুর পশ্চিম তীরে ৬০ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য সমবেত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের সেরূপ অনুমিতি ভ্রমমূলক। লর্ড গাফ বলেন, কয়েকটি ক্ষুদ্র পদাতিক সৈন্য ছাড়া, আরও ৩০ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সহ তেজ সিং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি আরও বলেন, ২২শে ডিসেম্বরের যুদ্ধে তাঁহার সহিত কতকগুলি আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। সুতরাং ফিরুসহর রক্ষণার্থ অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যই অবশিষ্ট ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে এবং ৩১শে ডিসেম্বরের 'ডেস্প্যাচ' দ্রষ্টব্য।

কামানগুলি লইয়া বিপক্ষ ইংরাজ-সৈন্য আক্রমণ করিল; তৃষ্ণা এবং যুদ্ধশ্রমে ক্লান্ত ইংরাজ সৈন্যের প্রতি ঘন ঘন অগ্নি বর্ষণ হইতে লাগিল। নিদারুণ শীতে ইংরাজ সৈন্যের হস্ত-পদাদি অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল; খড়ের আগুন জ্বালিয়া তাহারা শরীরের উষ্ণতা-বিধান করিতেছিল। সেই সঙ্কেত পাইয়া, সতর্ক শিখগণ তাহাদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিল। ইংরাজগণ তখন বিপদসাগরে ভাসমান হইলেন। সৈন্যদলের মধ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কি বিদেশে, কি ভারতবর্ষে, ইংরাজদিগের বিত্তভোগী সৈন্যদল সর্ব্বত্রই সাহস ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। তখন সুশিক্ষার অভাব ছিল বটে, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন কৃতকার্যতা লাভে সে অভাব হইত না। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চ সহস্র বিদেশীয় ইংরাজ-সৈন্য দেখিয়া আশ্চর্য হইল যে, দেশীয় সৈন্য তাহাদের যুদ্ধ-চাতুর্য এবং রণ-কৌশল সকলই শিক্ষা করিয়াছে। এক্ষণে এমন সঙ্কটকাল উপস্থিত যে, তাঁহাদিগকে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। সেই চিরস্মরণীয় রজনীতে ইংরাজগণ কদাচিত জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহারা যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহা তাঁহারা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের সন্নিকটে আর কোন মজুত সৈন্য ছিল না; বিপক্ষ শিখ-সৈন্য পশ্চাদগমন করিয়া, দ্বিতীয় সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহারা এক্ষণে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্যে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। তখন ইংরাজগণ ফিরোজপুরে পলায়নের মনস্থ করিলেন; তাঁহাদের সে সঙ্কল্প অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু সাহসী বীর লর্ড গাফ ভিন্নরূপ কল্পনা স্থির করিলেন; তিনি এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ অতিশয় নির্ভীকতার সহিত ইংরাজ-সৈন্য এবং শ্রমশীল পদাতিক সৈন্য-দলের পুরোভাগস্থিত আগ্নেয়াস্ত্র সাহায্যে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। পরিশেষে আংশিক জয়লাভে সমর্থ হইয়া, ইংরাজগণ কিছুকালের জন্য বিশ্রামের সুযোগ পাইলেন। ২২শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে শিখদিগের অবশিষ্ট সৈন্য তাহাদের শিবির হইতে বিতাড়িত হইল। কিন্তু বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, শিখ-সৈন্যদলের দ্বিতীয় অংশ রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হইল। তখন পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত ইংরাজসৈন্য দেখিল, সম্মুখে ঘোর দুর্দৈব উপস্থিত; তাহারা বুঝিল,—ঘোরতর যুদ্ধ সম্ভাবনা, এবং সে যুদ্ধে কোনমতেই জয়লাভ হইবে না। তেজ সিং এই সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার একাগ্র এবং অকপট সৈন্যদল, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। কিন্তু ভীতি-প্রদায়ক 'খালসা' সৈন্য যাহাতে পরাজিত হইয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়, তৎসাধনই তেজ সিংহের উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং লাল সিংহের সৈন্যদল সর্বস্থলে বিধ্বস্ত হইয়া পলায়নপর না হওয়া পর্যন্ত, তেজ সিং বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার প্রতিপক্ষগণ পূর্ণ-উদ্যমে পতাকামূলে সমবেত হইল। এমন কি, শেষ পর্যন্ত তেজ সিং কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন; তিনি কয়েকটি কৃত্রিম যুদ্ধের ভাণ করিলেন মাত্র, কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার সহিত শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিলেন না। পরিশেষে আপন সৈন্যদলকে

অকুল সমর সাগরে ভাসাইয়া, তিনি তাড়াতাড়ি পলায়ন করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণের মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; কিছুকালের নিমিত্ত তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তখন ইংরাজদিগের গোলন্দাজ সৈন্যের যুদ্ধোপকরণ সকলই ফুরাইয়া গিয়াছিল; তাহাদের একদল সৈন্য ফিরোজপুরে, প্রস্থান করিতেছিল।[৩৭] সেই সময় যদি শিখ-সৈন্য সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে, ইংরাজগণ সহস্র চেষ্টায়ও অবশিষ্ট সৈন্যদলকে রক্ষা করিতে পারিতেন না।

এইরূপে একটি যুদ্ধে জয় হইল। ৭০টির অধিক কামান এবং বিজিত ও অধিকৃত রাজ্য লাভ হওয়ায়, বিজয়-শ্রী ইংরেজের অঙ্কশায়িনী হইলেন। কিন্তু বিজয়ী ইংরেজ-সেনার সপ্তমাংশ এই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অত্যধিক উত্তেজনা ও অশেষ পরিশ্রমে ইংরেজসৈন্য অনেকাংশে-অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে শিখগণ শতদ্রু নদী পার হইয়া নূতন যুদ্ধের আয়োজন করিবার অবসর পাইয়াছিল। ইংরাজ-পক্ষের বেতনভোগী সিপাহী-সৈন্যগণকে এইবার সমশক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইল। কি অস্ত্র-শস্ত্রে, কি সৈন্য সংখ্যায়, কি গোলাগুলি বর্ষণে উভয় পক্ষই সমকক্ষ ছিল। শিখ-দিগের কামান অপেক্ষা সিপাহীদিগের কামানগুলি নিকৃষ্ট ছিল বলিয়া, সিপাহীগণ ঘোর

৩৭। ফিরু সহরের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে লর্ড গাফের ডেসপ্যাচ' দ্রষ্টব্য। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর, লর্ড গাফ সেই ডেসপ্যাচ প্রেরণ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জও ৩১শে ডিসেম্বর আর একটী সংবাদ প্রেরণ করেন। সেই সকল ডেসপ্যাচে ফিরুসহরের যুদ্ধবৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণিত আছে। অশ্বারোহী সৈন্যদলের কার্যকারিতার বিষয় গবর্ণর-জেনারেল বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে ৬৯৪ জন সৈন্য নিহত, এবং ১৭২১ জন আহত হয়।

'কোয়ার্টারলি রিভিউ' ('Quaterly Review' for June, 1845, P. 203-206) এবং 'কলিকাতা রিভিউ' (Calcutta Review for December, 1847, p. 498.) পত্রের বর্ণনায় কতকগুলি অজ্ঞাত বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল বিষয় এই ইতিহাসে উল্লেখ আবশ্যক। তন্মধ্যে দুইটি বিষয় প্রধান;—(১) ২১শে ডিসেম্বর রাত্রিযোগে ফিরোজপুরে আশ্রয়গ্রহণ করার প্রস্তাব। (২) পর দিন প্রাতে অধিক সংখ্যক ইংরাজ-সৈন্য ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা।

যদি শিখ-সৈন্য সুকৌশলে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে সমরনীতি অনুসারে ফিরোজপুর অভিমুখে ইংরাজ সৈন্যের প্রত্যাগমন করাই শ্রেয়ঃ ছিল; কিন্তু কয়েকজন স্বদেশ-দ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের আজ্ঞানুসারে শিখ-সৈন্য পরিচালিত হওয়ায়, নির্ভয়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবস্থানই, ইংরাজগণ শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। লাল সিং এবং তেজ সিংহের অকর্মণ্যতা কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়, ইংরাজ-সেনানায়কগণ সম্পূর্ণরূপ অনুধাবন করিতে পারেন নাই, কিংবা তাহাতে সমূহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহস করেন নাই। এই কারণে সমগ্র ব্রিটিশ-রাজ্যের শান্তি রক্ষার ভার যাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল, তিনি তজ্জন্য কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যুদ্ধের অবসানে ফিরুসহরে দুই পক্ষের সেনানিবাস-ক্ষেত্রে, উভয় পক্ষের অস্ত্র-শস্ত্রাদির অবস্থা উপলব্ধি হইয়াছিল। শিখ-গোলন্দাজদিগের কামানের বৃহৎ নালসমূহ এবং গোলাগুলির গুরুভার লক্ষিত হয়; এবং ইংরেজদিগের যুদ্ধ কামানসমূহ তত্তুলনায় নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝা গিয়াছিল। শিখদিগের যে সকল কামান ইংরাজদিগের অধিকৃত হইয়াছিল, তাহাতে গোলার কোনরূপ আঘাত-চিহ্ন ছিল না; কিন্তু ইংরাজদিগের কামানসমূহের তৃতীয়াংশ, গাড়ীর উপর অকর্মণ্য অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

আপত্তি জানাইয়া ছিল। নদী তীরে দুই তিন ফিট উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপগুলিকে তাহারা দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীর বলিয়া অতিরঞ্জিতভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিল; তাহাদের কল্পনা-প্রভাবে বারুদখানা এবং যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি সাংঘাতিক গুপ্তঅস্ত্র ('মাইন') রূপে প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। কেবল ভারতীয় সৈন্যগণই যে বিপক্ষদলের যুদ্ধ আয়োজনে ভীত ও চকিত হইয়াছিল, তাহা নহে; ইউরোপীয় সৈ-্যগণের মধ্যেও সে প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজকীয় ক র্তৃপক্ষগণ এবং ধর্মযাজকগণ প্রমুখ বৃটিশ জনসাধারণের প্রাণেও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল; তাহ তে বৈদেশিক অধিকারের শান্তি এবং নিরাপদের বিষয়ে সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।[৩৮] এই সময়ে অতিদুরবর্তী প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য এবং বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত অসংখ্য সৈনিককর্মচারী আহূত হইয়া-ছিলেন। ইংরাজজাতির চিরন্তন রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন ও পুরুষত্রয় অর্জিত রাজনৈতিক প্রাধান্য রক্ষার জন্যই বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সকলেই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। এই সঙ্কট-সময়ে একজন প্রধান সৈনিকের উচ্চ-প্রকৃতি ও স্থিরচিত্ততা, এবং অপর একজন সেনাপতির ঐকান্তিক পরিশ্রম ও যুদ্ধোপকরণের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতায়, সকলেই সন্তোষলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই অত্যাধিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল; কারণ উপস্থিত ঘোর বিপদের বিষয় স্মরণ করিয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আশা অনেকেরই মন হইতে বিদুরিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অতঃপর সৈন্যগণের মুক্তির জন্য ঘোষণা-দ্বারা ঈশ্বরোপসনার আদেশ প্রচারিত হয়। বিজ্ঞ বীর ইউলিসিসের নিষেধাজ্ঞার প্রতি দৃকপাত না করিয়া, একদেশদর্শী দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছিল, ইহাতে সেই কথাই মনে হয়;—

ঈশ্বরের উপাসনা নরহত্যা হেতু,
সে নহে পবিত্র—শুধু নরকের সেতু।[৩৯]

৩৮। ভেরাসের পরাজয় এবং সেনাদলের ধ্বংসের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অগাষ্টস্ ভয়বিহ্বল হইয়া-ছিলেন। দিল্লী এবং যমুনার অন্তর্গত প্রদেশ অধিকৃত হওয়ায়, ইংরাজগণও সেইরূপ শঙ্কিত হইয়াছিলেন। রোমের শক্তিমত্তা, এবং তাহার দুর্বলতার কারণ-পরম্পরা অবগত হইয়াও, সেই দৃঢ়মনা অগষ্টাস্ জর্মণি কর্তৃক ইটালী আক্রমণের পরিণাম চিন্তা করিয়া ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরাজদিগের আশঙ্কার বিষয়ে দোষারোপ করা যাইতে পারে না। সামান্য ভিত্তির বা অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা পরম্পরায় নির্ভর করিয়া অতুল প্রতাপশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠীত হইতে পারে, ইহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

৩৯। Odyssey xxii. ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর গবর্ণর জেনারেল এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। তাহাতে সৈন্যদিগকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে আদেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে কলিকাতার খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ উপাসনার প্রণালী-পদ্ধতি সর্বত্র প্রচার করেন। গবর্ণর জেনারেলের উৎকণ্ঠার বিষয় তাঁহার ঘোষণা-প্রচারেই বুঝিতে পারা যায়। সেই ঘোষণায় তিনি শিখ সৈন্যদিগকে স্বদল পরিত্যাগে উৎসাহিত করেন; ভবিষ্যতে বৃত্তি এবং বর্তমানে পুরস্কার দিবার প্রলোভন দেখান। স্বদলত্যাগী ব্যক্তিগণ

ক্রমশঃ বৃটিশ-সৈন্যের দলপুষ্টি হইতে লাগিল। ফিরোজপুর হইতে হারিকী পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে সৈন্যদলের সমাবেশ হইল। এদিকে শিখগণও শতদ্রুনদীর পশ্চিম পারে, ইংরাজ সৈন্যশ্রেণীর সমান্তরালভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যুদ্ধোপকরণ এবং বৃহৎ কামান প্রভৃতির অভাবে ইংরেজগণ অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধে বিলম্ব হওয়ায়, ইংরাজ-সৈন্য শৈথল্য প্রকাশ করিতেছিল; তাহাতে বিপক্ষ সৈন্যদল নবোদ্যমে অসীম সাহসে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে শতদ্রুনদীর পূর্বতীরবর্তী জায়গীরদারগণ ইংরাজদিগকে সাহায্য না করিয়া, বরং দেশ মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের অধীনস্থ লাদোয়ার রাজা এক বৎসর পূর্বে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন।[৪০] তিনি এখন কর্ণালের সন্নিকট হইতে অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যভাবে রণজোর সিংহ পরিচালিত শিখসৈন্যদলে যোগদান করিলেন। রণজোর সিংহের সেই সৈন্যদল জলন্ধর-দোয়াব পার হইয়া লুধিয়ানার অনতিদূরে অবস্থান করিতেছিল। এই সময় লুধিয়ানা সহর শূন্য করিয়া সকল সৈন্য আক্রমণ প্রতিরোধী সৈন্যদলের দলপুষ্টি করে। অবশেষে পূর্বাঞ্চল হইতে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি নূতন সৈন্য আনয়ন করিয়া ঐ স্থান সুরক্ষিত করা হয়। যমুনা হইতে ফিরোজপুর অভিমুখে যে সকল ইংরাজসৈন্য অগ্রসর হইতেছিল, এই সকল

ইংরেজরাজ্যে আসিয়া কোনরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে, শীঘ্রই তাহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে,—শিখদিগকে তাহাও বলা হয়।

ক্রমওয়েল বা গাষ্টাভাসের সৈন্যদল বিজয়ক্ষেত্রে যে অনুরাগভরে নতজানু হইয়া, ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিল, তাহা প্রশংসনীয়। কারণ, তাহা ঐকান্তিকতাপূর্ণ; এবং উচ্চ হইতে নিম্ন স্তরের সকলের মধ্যেই সেই ঐকান্তিক ভাব প্রস্ফুট হইয়াছিল। এক্ষেত্রে সৈন্যদল পরাজিত হইলে, তাহারা সমভাবে ভৎর্সিতও হইত। তখন সম্মান বা অবজ্ঞার চিহ্ন আপনাআপনিই প্রকটিত হইত; রাজকীয় আদেশ বা 'সরকারী ঘোষণার' আবরণ তাহার প্রাণভূত হইতে পারিত না। কোন সুসভ্য ও সুবিজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট এই প্রকার আন্তরিকতাশূন্য বাহ্য উপাসনা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সর্বথা বিরত হইতেন; তাঁহারা সামরিক নিয়মাবলীর পরিপালনে সমধিক ধর্মপরায়ণ হইতেই চেষ্টা করিতেন। দৈনিক উপাসনায় এবং উপদেশে সৈনিক রাজকর্মচারিগণের মানস ক্ষেত্রে সর্বদা ঈশ্বর বিরাজমান থাকেন; সেইরূপ ব্যবস্থাই সমীচীন। কচিৎ যুদ্ধজয় কালে ঈশ্বরের প্রশংসা-কীর্তন আড়ম্বর মাত্র।

৪০। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর মেজর ব্রডফুট গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লেখেন, তাহাতে এ বিষয় উল্লিখিত আছে। এই সামন্ত (লাদোয়ার রাজা) লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট হইতে রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রণজিৎ সিংহের আত্মীয় এবং থানেশ্বরের নিকটবর্তী ইতিহাস প্রসিদ্ধ সরস্বতী-নদীর উপর সেতু নির্মাণ বিষয়ে দানশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া, ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। লাদোয়ার রাজা সাধারণ মানুষ্যের ন্যায় সামান্য শক্তিশালী ছিলেন। তিনি অপরিমিতব্যয়ী এবং ব্যভিচারী বলিয়া পরিচিত। পিতা গুরুদত্ত সিংহের অস্থিরচিত্ততা তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। গুরুদত্ত সিং, এক সময়ে কর্ণাল ও যমুনা নদীর পূর্ব-তীরস্থিত কতকগুলি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন; এবং ১৮০৩ হইতে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদিগকে বিশেষ কষ্ট দিয়াছিলেন।

সৈন্য পরিশেষে তাহাদিগের গতিরোধ করিতে সক্ষম হয়।[৪১] জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে লুধিয়ানার নিকটবর্তী বাদোয়ালের জায়গীর হইতে পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য লাদোয়ার রাজা প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে তৎকর্তৃক লুধিয়ানার সেনানিবাসের কিয়দংশ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হয়, তৎকালে লুধিয়ানায় অল্পমাত্র পদাতিক সৈন্য ছিল, অশ্বারোহী সৈন্য আদৌ ছিল না; সেই সুযোগেই তিনি সেনানিবাস ধ্বংস করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে বিপক্ষদলের অলস ভাব উপলব্ধি করিয়া প্রধান শিখসৈন্যদল শতদ্রু নদী পুনরায় অতিক্রম করিতে লাগিল এবং পারাপারের জন্য তাহারা অবাধে একটি সেতু নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংরাজ-সৈন্য নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইল; তাহারা মনে করিল,—সে সময়ে শিখদিগকে আক্রমণ করিলে, যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা; এবং যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতির অভাবে নিজেদের জয়লাভ সম্বন্ধে বিশেষ অন্তরায় ঘটিতে পারে। যাহা হইক, স্বভাবতঃই শিখগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং পুনরায় ঘৃণিত বৈদেশিকগণকে আক্রমণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। তাহাদের এই আস্ফালনে কেহ সম্পূর্ণরূপ অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না; ফিরোজপুর ইংরাজদিগের সীমান্ত প্রদেশরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় অসুবিধা ক্রমে ক্রমেই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইংরাজগণ এতদিন পর্যন্ত কেবল কাগজ কলমে যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তরবারির দ্বারা তাহা শাসন-সংরক্ষণে কৃতকার্য হন নাই, এক্ষণে সেই সকল দেশ হইতে সাহায্য প্রাপ্তি, তাঁহাদের পক্ষে দুরাশা হইয়া দাঁড়াইল। চুমকৌড় হইতে গোবিন্দ সিংহের পলায়নের সময় তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া, মোগলবাহিনী মুকুতসর বা মুক্তিসরের যে ক্ষুদ্র দুর্গে ইতিপূর্বে তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, প্রাদেশিক ইংরাজ সৈন্যদলের এবং বিকানীর হইতে আনীত অতিরিক্ত সৈন্যদলের আক্রমণেও এক্ষণে সেই দুর্গ শিখ সাহায্যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল। বলা বাহুল্য, বিকানীরের সৈন্যদল প্রাদেশিক ইংরেজসৈন্যের ন্যায় যুদ্ধোপকরণ বিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মকোটের ক্ষুদ্র দুর্গও এই প্রকার ইংরেজগণ কর্তৃক দক্ষিণ

৪১। কি জন্য সে সময়ে লুধিয়ানায় উপযুক্তরূপ সৈন্য সমাবেশ হয় নাই, তাহার কারণ বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। কি জন্যই বা ফিরুসহরের যুদ্ধের পর, মিরাট হইতে সৈন্য আসিয়া লুধিয়ানা বেষ্টন করে নাই, তাহার কারণও অবিদিত। ফিরোজপুরের অরক্ষিত অবস্থায় সৈন্যদল প্রেরণে ও তাহার দৃঢ়তা সম্পাদনে, গবর্ণর জেনারেল প্রধানতঃ মনোযোগী হইয়াছিলেন। সেই স্থানের সামরিক অসুবিধার জন্য তিনি বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে পরামর্শ হয়, শতদ্রুর নিকটবর্তী প্রদেশ-সমূহ সুরক্ষিত করাই কর্তব্য। শিখদিগের সহিত যুদ্ধ পরিহার পক্ষে, তাহাই প্রকৃত বিজ্ঞতার কার্য বলিয়া মনে হয়। এই বিপৎপাতের মধ্যেও সম্ভবতঃ গবর্ণর-জেনারেলের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল।

পাঞ্জাবের রাজধানীর এবং শিখসৈন্যগণের প্রধান দলের চতুষ্পার্শে সৈন্য সমাবেশের জন্য, লর্ড হার্ডিঞ্জ, সিন্ধুদেশ হইতে সার চার্লস নেপিয়ারকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। মূলতানের প্রতি তিনি এ সময়ে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, পুনঃপুনঃ আক্রমণের সময় উপস্থিত হইলে, বিজয়ী সৈন্যদলকে তিনি মূলতানে প্রেরণ করিবেন।

পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হইলেও, শিখগণ তাহা রক্ষা করিয়াছিল। সারহিন্দের নিকটবর্তী অন্যান্য রক্ষণীয় স্থানের জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; রক্ষী সৈন্য এবং অপরাপর সৈন্যদল অবাধে অগ্রসর হইতেছিল; এক্ষণে তাহারা বাধা প্রাপ্ত হইল।[৪২]

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী ধরমকোট (ধর্মকোট) আক্রমণের জন্য ম্যাজর-জেনারেল সার হ্যারি স্মিথ সসৈন্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বিনা রক্তপাতে ঐ স্থান আত্মসমর্পণ করে। ইহাতে সৈন্যদলের জন্য রসদ প্রেরণের পথ প্রশস্ত হয়। যে সকল সৈন্যদল কামান, যুদ্ধোপকরণ এবং রসদাদি লইয়া ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদিগের প্রতি বিপক্ষদলের দৃষ্টি না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যেই সার হ্যারি স্মিথ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। গমনাগমনের পথে বিপক্ষদল যে বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহা মুক্ত করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন জানা গেল, রণজোর সিং সৈন্য সহ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তখন তিনি সেই স্থান রক্ষার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ২০শে জানুয়ারী তিনি জাগরাওন নামক এক বাণিজ্য-বন্দরে শিবির স্থাপন করেন; তাঁহার গন্তব্য স্থান হইতে জাগরাওন ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ফতে সিং আলহুওয়ালিয়ার পুত্র জাগরাওনের অধিকারী হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি তত্রত্য সুদৃঢ় দুর্গ ইংরাজ সেনাপতিকে অর্পণ করিলেন। এই সময় জানা গিয়াছিল, লুধিয়ানার অব্যবহিত পশ্চিমে রণজোর সিং শিবির স্থাপন করিয়াছেন; বাদোয়ালে তাঁহার অল্পমাত্র সৈন্য অবস্থিতি করিতেছে। জাগরাওন হইতে বাদোয়াল ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এক্ষণে চারিদল পদাতিক, তিন দল অশ্বারোহী এবং ১৮টি কামান আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজ সৈন্যের দলপুষ্টি হইল। তাহারা গভীর রাত্রে বাদোয়াল অভিমুখে যাত্রা করিল। ২১শে জানুয়ারী প্রত্যুষে জানা গেল, প্রায় দশ সহস্র শিখসৈন্য পূর্ব দিবস বাদোয়াল অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ইংরাজ সৈন্যের পুরোভাগ হইতে সেই স্থান তখন আট মাইল মাত্র ব্যবধান। সার হ্যারি স্মিথ বিবেচনা করিলেন, তিনি যদি বক্রগতিতে দক্ষিণ দিক্ দিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে শিখ-সৈন্য তাঁহার বামপার্শ্বে তিন মাইল দূরে পড়িয়া থাকে; তিনি অবাধে লুধিয়ানার সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন। যুদ্ধের সরঞ্জামাদি অগ্রে পাঠাইবার জন্য তাঁহারা এক স্থানে অল্পক্ষণ

৪২। সিমলার পার্বত্য নিবাসে বহুসংখ্যক ইংরাজ পরিবার বাস করে। উহা শতদ্রু নদীর নিকটবর্তী; কাশৌলি এবং সাবাথু হইতে ঐ স্থানে সহজেই গমন করা যায়। এই সময়ে কতকগুলি শিখ-সৈন্য এবং লাহোরের অধীনস্থ মুণ্ডির জায়গীরদার কর্তৃক সিমলা শৈলের পাবত্যনিবাস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছিল। ঐ সকল স্থান রক্ষার জন্য সচরাচর যে সৈন্যদল অবস্থিতি করিত, এক্ষণে তাহারা স্থানান্তরিত হইয়াছিল; সুতরাং বিপক্ষ কর্তৃক ঐ সকল স্থান অতি সহজেই বিধ্বস্ত হইতে পারিত। কিন্তু স্থানীয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষগণ কতকগুলি পার্বতীয় রাজপুত-সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের দ্বারা এ সকল স্থান রক্ষার উপায় বিধান করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল স্থান আক্রান্ত নাই; কিন্তু নির্জন আনন্দপুর মাখোয়ালের একদল দুর্দান্ত লোককে জবাবদিহি হইতে হইয়াছিল।

মাত্র বিলম্ব করিলেন। তখন বন্দোবস্ত হইল,—যুদ্ধোপকরণবাহী পশুপাল সৈন্যদলের দক্ষিণ ভাগে সমান্তরালভাবে গমন করিবে; তাহাতে সৈন্যদল কর্ত্তৃক আবৃত থাকায়, বামপার্শ্ব হইতে তাহাদিগকে কেহই দেখিতে পাইবে না। বাদোয়াল সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া ইংরাজসৈন্য দেখিল, শিখগণও সেইরূপভাবে অগ্রসর হইতেছে। বুঝা গেল,—ইংরাজদিগকে বাধা দিবার জন্য তাহারা যেন বক্রগতি অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, সার হ্যারি স্মিথ আরও দক্ষিণদিকে বক্রগতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে দাঁড় করাইয়া, পদাতিক সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। পথ বন্ধুর বলিয়া পদাতিকগণ স্বভাবতঃই মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু শিখগণ যুদ্ধার্থ কৃত-প্রতিজ্ঞ হইয়া, ইংরাজ অশ্বারোহীদিগের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময় বালুকাস্তূপের পার্শ্বে ইংরাজ-সৈন্যদলের নিক্ষিপ্ত কামানে, শিখ সৈন্যদিগের গতিরোধ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বৃটিশ পদাতিক সৈন্যদল এবং তৎপশ্চাৎস্থিত ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্যদল একত্র সম্মিলিত হইল; শিখ-সৈন্যের গোলাবর্ষণের কার্য-কারিতা উপলব্ধি হইতে লাগিল। ইংরাজ সেনাপতি বিবেচনা করিলেন, তাঁহার পদাতিক সৈন্যগণ এই সময়ে নিরবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলে, শিখসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইতে পারে, তাঁহাদের সরঞ্জামাদি নির্বিঘ্নে সংবাহিত হয়, এবং লুধিয়ানার সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া, সহচরদিগের সহায়তা করিতে পারে। তখন প্রত্যেকেরই মনে ঘোর যুদ্ধের আশঙ্কা উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু পদাতিক সৈন্যদল যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল, তখন দেখা গেল, কর্মকুশল শিখসৈন্যগণ অলক্ষিতভাবে বালুকাস্তূপের পার্শ্ব দিয়া ইংরাজ সৈন্যদলের পশ্চাদ্দিকে কামান বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে;—বিপক্ষ ইংরাজ সৈন্যদিগকে তাহারা বামপার্শ্বে হটাইয়া দিয়াছে, ইহাই তখন বুঝা গেল। শিখগণ অতি বিচক্ষণতার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহাতে ইংরাজদিগের সমস্ত সৈন্য যেন এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল; কামানের গভীর গর্জ্জনে হতাহতের আর্তনাদ কর্ণগোচর হইল না। যুদ্ধক্ষেত্র বন্ধুর; ক্রমাগত নয় ঘণ্টাকাল আঠার মাইল পথ পর্যটন করিয়া সৈন্যদল অবসন্ন; সুতরাং সহজেই প্রতীয়মান হইল, জয়লাভ করিলেও এই যুদ্ধ সাংঘাতিক হইবে, সংশয় নাই। পদাতিক সৈন্যদল আর একবার অগ্রসর হইল; অশ্বারোহী সৈন্যের দৃঢ়তা এবং কৌশল বলে তাহারা লুধিয়ানার দিকে গোপনে পলায়ন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইল। শিখসৈন্য তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল না। কারণ তাহারা তখন পরিচালক হীন, ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হয়, তাহাদের কোন পরিচালকেরই সে ইচ্ছা ছিল না। রণজোর সিং তাঁহার সৈন্য-দলকে যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন কিনা, সন্দেহ স্থল। বিপক্ষ ইংরাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হউক, এবং শিখসৈন্যদল জয়লাভ করুক, তিনি সে পক্ষে সামান্য চেষ্টাও করেন নাই। ইংরাজ-দিগের সমস্ত যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি এক্ষণে শিখসৈন্যের সন্নিকটে উপস্থিত হইল; তাহাদিগকে

যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনার জন্য কোন নায়ক ছিল না; সুতরাং তাহারা লুণ্ঠনের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। ভারবাহী যে সকল পশু লুধিয়ানার নিকটে উপস্থিত হইতে পারে নাই, কিম্বা কামানের শব্দে ভয় পাইয়া যাহাদিগকে কৌশলে জাগরাওনের দিকে ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছিল, তৎসমুদায় এক্ষণে শিখদিগের হস্তে পতিত হইল। সেই সকল যুদ্ধোপকরণ-বাহী গাড়ী প্রাপ্ত হইয়া, শিখগণ ইংরাজদিগের নিকট হইতে কামান কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল।[৭৩]

লুধিয়ানা মুক্ত হইল। কিন্তু এই খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজগণ পরাজিত হওয়ায়, পতনোন্মুখ ভারতের রাজন্যবর্গের মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইল। তাঁহারা মনে করিলেন, গুরুগোবিন্দের শিষ্যগণের সাহসিকতায় ও দক্ষতায় তাহাদের বৈদেশিক প্রভুর ভীষণ সৈন্যবল এতদিনে বিধ্বস্ত হইল; স্বদেশের প্রিয় সন্তানগণ জয়লাভ করিল। ইংরাজ-দিগের অধীনস্থ সিপাহী সৈন্যগণ এইবার পরস্পর গোপনে পরামর্শ আরম্ভ করিল; তাহারা কার্যত্যাগ করিয়া পূর্বাঞ্চলে তাহাদের গৃহাভিমুখে পলায়নের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইংরাজদিগের গণ্ডস্থলে কালিমার চিহ্ন লক্ষিত হইল; জয়লাভ অপেক্ষা সংঘর্ষের চিন্তাই তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিল। গবর্ণর-জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতি এক্ষণে অবরোধোপযোগী কামানবাহী শকট এবং যুদ্ধোপকরণাদির রক্ষক সৈন্যগণকে নিরাপদ করিবার জন্য বিচলিত হইয়া পড়িলেন। আক্রমণকারী বিপক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে যে সকল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের রক্ষার জন্য এবং বিপক্ষ-পক্ষীয় সৈন্যের আক্রমণজনিত ক্ষতিপূরণার্থ শেষোক্ত ব্যবস্থাই এক্ষণে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। পরাজিত সৈন্যদলের নেতা জীবনব্যাপী পরিশ্রমের পরে, এক্ষণে কলঙ্ক-পশরা মস্তকে লইলেন; শীঘ্র তাঁহার সে কলঙ্ক মোচনের আশা রহিল না। অন্য পক্ষে শিখগণ আনন্দে উন্মত্ত হইল; ইউরোপীয়গণকে বন্দী অবস্থায় লাহোরে লইয়া যাওয়ায়, তাহাদের জয়োল্লাসের অবধি রহিল না। লাল সিং এবং তেজ সিং মনে মনে ভয় পাইলেন। গোলাপ সিং যুগপৎ মন্ত্রী ও সেনানায়কপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; তিনি এক্ষণে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার অপেক্ষা বহুগুণে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, 'খালসা' সৈন্য তাঁহাদিগকেও পরাজিত করিতে পারে, তাহারা এতই দৃঢ়বল সম্পন্ন।

৪৩। গোপনীয় পরামর্শের জন্য যে সভা হইয়াছিল, ১৯শে জানুয়ারী এবং ৩রা ফেব্রুয়ারী সেই সভায় গবর্ণর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারীর লর্ড গাফের প্রেরিত কাগজ-পত্র দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor-General to the Secret Committee, 19th Jan. and 3rd February, and Lord Gough's despatch of the 1st February, 1845.) ২১শে জানুয়ারীর খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষের ৬৯ জন সৈন্য নিহত এবং ৬৮ জন সৈন্য আহত হয়। ৭৭ জন সৈন্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শেষোক্ত সংখ্যার কতকগুলি শিখদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল; অবশিষ্টগুলি দুই এক দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া, ব্রিটিশ সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল। বন্দীদিগের মধ্যে মিঃ ব্যারণ নামক একজন ডাক্তার (Assistant Surgeon) এবং কতকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য লাহোর প্রেরিত হইয়াছিল।

২৭শে জানুয়ারী, তিনি লাহোরে আগমন করেন; শিখদিগের অধিনায়কগণের প্রাণে একতা ও উৎসাহ সম্পাদন, তাঁহার উদ্দেশ্য।[88] তেজ সিংহের সৈন্যদল অশেষ উৎসাহে পুনরায় শতদ্রু নদী অতিক্রম করিল। পূর্বোক্ত সেতু এইবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল; তাহাতে বৃটিশ সৈন্যদলের সম্মুখে শিখদিগের একটি সুদৃঢ় সেনানিবাস স্থাপিত হইল। শিখগণ পুনরায় শত্রুদিগের অধিকার মধ্যে পতিত হইয়া, যুদ্ধ চালাইবে বলিয়া মনে হইল। কিন্তু গোলাপ সিং বিলম্বে আসিয়া পৌছিলেন;—এ সময় শিখগণ যশোগৌরবের উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল; কিন্তু পরবর্তীকালের পরাজয়ের এবং অধীনতা স্বীকারে শীঘ্রই তাহাদিগকে সে গৌরবভ্রষ্ট হইতে হয়।

২২শে জানুয়ারী রাত্রিযোগে রণজোর সিং, বাদোয়াল হইতে শতদ্রু নদীর নিকটবর্তী একটি স্থানে যাত্রা করিলেন। ঐ স্থান লুধিয়ানা হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। নদী পার হইবার জন্য পথ অনুসন্ধানে তিনি অবিলম্বে কতকগুলি নৌকা সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার এই অভিযানের উদ্দেশ্য জানা যায় না। শিখগণ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই বলিয়াই হয়তো তিনি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলন। তৎকালে শিখদিগের কয়েকটি মাত্র স্থায়ী সৈন্যদল ছিল; অবশেষে প্রধান সৈন্যদল হইতে কতকগুলি কামান এবং চারিদল (ব্যাটালিয়ন) পদাতিক সৈন্য আসিয়া পূর্বোক্ত শিখ-সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিল। ইহাতে তাহাদের সৈন্য-সংখ্যা প্রায় পঞ্চদশ সহস্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এদিকে বিপক্ষদলের পরিত্যক্ত স্থানসমূহ এক্ষণে সার হ্যারি স্মিথ অধিকার করিয়া বসিলেন। ক্রমে শিখদিগেরও যেমন সৈন্যদল পুষ্ট হইতে লাগিল, পক্ষান্তরে ইংরাজদিগের প্রধান সৈন্যদল হইতে একদল পদাতিক সৈন্য আসিয়া তাহাদেরও দলপুষ্ট করিল। ২৮শে জানুয়ারী সেনাপতি সার হ্যারি স্মিথ এগার সহস্র সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন; শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ, কিংবা আপনার অধিকৃত স্থানের দৃঢ়তা সম্পাদন, অথবা অবস্থা বুঝিয়া সেই স্থানের ধ্বংস সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। শিখগণ প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল; অর্দ্ধপথ অগ্রসর হইয়া সার হ্যারি স্মিথ জানিতে পারিলেন,—গুংগ্রানার দুর্গ পুনরুদ্ধার অথবা জাগরাওনের নিকটবর্তী নগর-সমূহ অধিকারের জন্য সমস্ত বা কতকাংশ শিখ-সৈন্য দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতেছে। ইংরাজ-সৈন্যের মধ্যে পরস্পর সংবাদ আদান প্রদানের জন্য যমুনার নিকটবর্তী স্থানে যে আড্ডা ছিল, জাগরাওন ও গুংগ্রানা তাহার অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। অতঃপর ইংরাজ-সৈন্য এক অধিত্যকার প্রান্তভাগে আসিয়া উপনীত হইল। এই অধিত্যকা অধিক দূর বিস্তৃত আর্দ্র ভূ-খণ্ডকে মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে; সেই নিম্নভূমির মধ্য দিয়া অনির্দিষ্ট বক্রগতিতে শতদ্রু নদীর ক্ষীণপ্রণালী প্রবাহিত হইতেছে। এই

৪৪। গোপনীয় পরামর্শ সভার নিকট ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী গবর্ণর জেনারেলের পত্র দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor General's letter to Secret Committee. 3rd February, 1846.

স্থানে উপনীত হইয়া ইংরাজ সেনাপতি দেখিলেন, বাম পার্শ্বের পরিচালিত বৃটিশ সৈন্যের আক্রমণ পরিহার পূর্বক একদল শিখ সৈন্য দক্ষিণ পার্শ্বে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু শিখগণ যখন দেখিল, তাহাদের পশ্চাৎ হইতে ইংরেজ সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, তখন তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল; তাহাদের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত 'বুন্দরী' গ্রাম এবং বাম পার্শ্বের আলিওয়াল গ্রাম তাহারা দখল করিয়া বসিল। সাধারণ সৈন্যের রীতি-প্রকৃতি এবং শিখদিগের জাতিগত ক্ষিপ্রকারিতা অনুসারে, তাহারা আপনাদের কামানের পুরোভাগে মৃত্তিকা দ্বারা বাঁধ বাঁধিতে লাগিল। অন্য কোন আশ্রয় না থাকিলেও, তাহারা তৎপশ্চাতে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে পারিবে, এবং আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিতে সক্ষম হইবে,—ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য। আকস্মিক সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়িল। ব্রিটিশ-সেনাপতি অবিলম্বে যুদ্ধের আদেশ প্রদান করিলেন। বৃটিশ-সৈন্যদলের পুরোভাগে অশ্বারোহী সৈন্যদল অবস্থিত ছিল; বাম-পার্শ্ব ও দক্ষিণ পার্শ্বের সৈন্যদলের মধ্যে তাহাদিগের শাণিত তরবারি ঝকঝক করিয়া উঠিল। তখন শ্রেণীবদ্ধ পদাতিক সৈন্যদল এবং কামানের অগ্নুদগীরণ পরিলক্ষিত হইল। সেই দৃশ্য কি সুশোভন, কি ভীতিব্যঞ্জক! চক্ষের সমক্ষে যেন সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিফলিত হইল! ইংরাজ সৈন্যের রণসাজ এবং শিখদিগের নিশ্চল সৈন্যসমূহের প্রতি স্বতঃই দৃষ্টি সঞ্চালিত হইতে লাগিল। সকলেরই অন্তরে আনন্দ, হৃদয়ে সাহস! অগ্রগমনোন্মুখ সৈন্যদলের উল্লাসব্যঞ্জক মুখমণ্ডল দর্শনে বোধ হইতেছিল, যেন তাহাদের সহযোগী সৈন্যদলের মৃত্যুর ইচ্ছায় তাহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে; প্রত্যেক সাহসী সৈনিক পুরুষই সেই ইচ্ছায়ই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। সৈন্যগণ যখন যুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল, প্রতিপক্ষগণ তখন সমান্তরাল ভাবে দণ্ডায়মান হয় নাই। শিখ-সৈন্য-শ্রেণী সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, এবং বৃটিশ-সৈন্যের দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অপর আর একদল কিছুকালের জন্য কিয়দ্দূরে পশ্চাতের দিকে অবস্থিত ছিল। শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সৈন্য-সজ্জার জন্য, ইংরাজগণ আট মাইল পথের মধ্যে একবারও বিশ্রাম করেন নাই; কিন্তু শিখগণ সেই অভাব সত্ত্বেও যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। সার হ্যারি স্মিথ বিবেচনা করিলেন,—আলিওয়াল গ্রাম আক্রমণ করাই সর্বপ্রথম আবশ্যক; দক্ষিণদিকের পদাতিক সৈন্যদল তদুদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইল। এইবার ঘোরতর যুদ্ধের সম্ভবনা উপস্থিত। শিখগণ দৃঢ়তার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে কামান বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে শিখদিগের একদল পার্বতীয় পদাতিক সৈন্য আলিওয়াল রক্ষা করিতেছিল। তাহারা সৎস্বভাব সম্পন্ন; কিন্তু 'খালসার' প্রতি অনুরক্ত নহে;—এই জন্যই কুচক্রিগণ তাহাদিগকে উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন। অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ হইলে, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল; তাহাদের তাৎকালিক অধিনায়ক রণজোর সিংহও পলায়ন করিলেন। বিজয়ী ইংরাজ-সৈন্য কর্তৃক নিহত হইবার জন্যই যেন একদল সাহসী শিখ-গোলন্দাজ সৈন্য, রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। দক্ষিণদিকের বৃটিশ অশ্বারোহী সৈন্যদল এই সময়ে ভীমবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন প্রতিদ্বন্দ্বী শিখসৈন্যের

অর্দ্ধেক অংশ ছত্রভঙ্গ হইয়া বিতাড়িত হইল। ইংরাজ পদাতিক এবং গোলন্দাজগণের বিপুল উদ্যমেও, দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত অবশিষ্ট শিখ-সৈন্য বিপক্ষসৈন্যকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। কারণ, তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে স্থায়ী পদাতিক শিখ-সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত ছিল; যাহারা প্রকৃত শিখ, সহজে তাহারা পরাজয় স্বীকার করিবে কেন? এক্ষণে ইংরাজ-পক্ষে সত্বর বিশেষ উদ্যম আবশ্যক হইল। একদল ইউরোপীয় বল্লমধারী সৈন্য, বেতনভোগী ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে—শিখ-পদাতিকগণের মধ্যে সবেগে নিপাতিত হইল। ইংরেজ যোদ্ধগণের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রথমে শিখগণ বাধা প্রদান করিল। ইংরাজ সৈন্য স্বদেশের সম্মান-রক্ষার কথা স্মরণ করিয়া, বীরোচিত যশঃখ্যাতি অর্জনের অভিলাষে এবং ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা-তৃষা নিবারণের জন্য, অতুল সাহসে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই সঙ্কট সময়ে, গোবিন্দের বহুসংখ্যক অশিক্ষিত সৈন্য নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িল। তথাপি শিখগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল না; বল্লমের সম্মুখীন হইয়া তাহারা অসীম সাহসের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে পুনঃপুনঃ তিনবার পরাজিত হইয়া, শিখগণ ছত্রভঙ্গ হইল। ইংরাজ-পক্ষ অতি বিজ্ঞতা ও সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিলেন; তবে পরাজিত পদাতিক শিখসৈন্য অপেক্ষা, ইংরেজ পক্ষের বিজয়ী অশ্বারোহী সৈন্যের মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল। তখন বুন্দীর পশ্চাদ্দিকে পুনরায় সৈন্য সমাবেশের চেষ্টা হইল; শিখগণ বাধা দিয়া কোনই ফললাভ করিতে পারিল না। অতঃপর শিখ-সৈন্য শতদ্রু-নদীর পরপারে বিতাড়িত হইল; তাহাদিগের পঞ্চাশটিরও অধিক কামান ইংরাজগণ কাড়িয়া লইলেন, ইংরাজ সেনাপতি পূর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইলেন; সৈন্যগণ অপমান এবং সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গেল; ইংরাজগণের জয়োল্লাসে দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল।[৪৫]

৪৫। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে প্রেরিত সার হ্যারি স্মিথের কাগজ পত্র, এবং ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রেরিত লর্ড গাফের কাগজ-পত্র দ্রষ্টব্য। (Compare Sir Harry Smith despatch of the 30th January, and Lord Gough's despatch of the 1st February, 1846.; পার্লামেণ্টের কাগজপত্র, ১৮৪৬;—Parliamentary paper's 1846.) এই যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের ১৫১ জন সৈন্য নিহত এবং ৪১৩ জন সৈন্য আহত হয়; ২৫ জন সৈন্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের যোড়শ সংখ্যার ৪৯৯ পৃষ্ঠায়; (Calcutta Review, no. xvi, p. 499) জানা যায়, বাদোয়ালের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর, শিখদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময়, সার হ্যারি স্মিথের কতকগুলি যুদ্ধোপকরণের আবশ্যক হইয়াছিল। সেই সুদক্ষ সেনাপতিকে উৎসাহ দানের কোনই প্রয়োজন ছিল না। যে সময়ে তাঁহার সাহায্যের জন্য সৈন্যদল আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহার আরও পূর্ব্বে উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্যদল আসিলে, আলিওয়ালের যুদ্ধ বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ হইতে পারিত। ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের লেখক তাঁহার প্রবন্ধে লর্ড গাফের প্রতি আপনার ন্যায়পরতার পরিচয় দেন নাই; অথবা বিশেষ বিশেষ স্থলে সৈন্যদলের 'কমিসেরিয়াট' বিভাগের প্রতিও ন্যায়সঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। প্রধান সেনাপতি (Commander-in-Cheif) সম্বন্ধে লর্ড হার্ডিঞ্জের কোন দোষ নাই। সেই প্রবন্ধে (৪৯৭ পৃষ্ঠা; see p. 497) তাহাও পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ফিরুসহরে শিখদিগের প্রতি আক্রমণে যে বিলম্ব

এই যুদ্ধে-জয়লাভ ইংরাজের পক্ষে বড়ই সময়োচিত এবং সুবিধ'জনক হইয়াছিল। নীচমনা গোলাপ সিং ইচ্ছা করিলে, তাঁহার কার্য-কুশলতা ও শক্তিমত্তার গুণে, বহুক্ষণ যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন। কিন্তু তৎপরিবর্তে বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন ইংরাজদিগের সহিত দৃঢ়তা সহকারে যুদ্ধ করিবার জন্য পরাজিত শিখগণকে প্রথমেই তিনি ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ইংরাজ দলপতিদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন।[৪৬] লাহোর-কর্তৃপক্ষীয়গণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে, গবর্ণর-জেনারেল অসম্মত ছিলেন না। বস্তুতঃ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, একবারের চেষ্টায় পঞ্জাব অধিকার করা বড়ই দুঃসাধ্য ; অধিকন্তু শিখ-সৈন্য, তাঁহার সৈনদল অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন

ঘটিয়াছিল, প্রবন্ধ-লেখকের মতে লর্ড গাফই তজ্জন্য দোষী। বস্তুতঃ, প্রকৃত কারণ নির্দেশ, অথবা কাহার কি দোষে এরূপ ঘটিয়াছিল তাহার পরিমাণ নিরূপণ বড়ই দুরূহ। গবর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতা এবং এবং কার্যকারিতার বিষয় সকলেই স্বীকার করিতেন; সুতরাং তিনি আপনার গৌরবে আপনিই গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এবং তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহার কোন পুরাতন বন্ধুর ক্রটী স্বীকারের আবশ্যক হয় নাই। 'কমিসরিয়াট' বিভাগ সম্বন্ধে (৪৮৮ পৃষ্ঠায়—p. 488) এইরূপ কথিত হয়, ছয় সপ্তাহের মধ্যে যে সকল রসদ সরবরাহের কথা ছিল, ম্যাজর ব্রডফুট, ছয় দিনে তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'কমিসরিয়ট' বিভাগ কেবল অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেন ; চুক্তিপত্র অনুসারে দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন ; কিংবা প্রকাশ্য হাট-বাজারে দ্রব্যাদি খরিদ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু ম্যাজর ব্রডফুট, আশ্রিত সামন্তগণের নিকট হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আদেশমাত্র অবিলম্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আশ্রিত সামন্তগণের সম্পত্তি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়া, সেই সময়ে তিনি কার্যোদ্ধার করিয়াছিলেন। একজন সামন্ত এইরূপভাবে রসদ সরবরাহ সম্বন্ধে আপত্তি করায়, তিনি অপমানিত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে জরিমানা আদায় করা হয়; অপর একজন সামন্তও এই কারণে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এ বিষয় প্রবন্ধ লেখকের অবশ্যই জানা উচিত ছিল, কিংবা হয়তো তিনি তাহা জানিতেন। দিল্লী, সাহরাণপুর, বরেলী এবং অন্যান্য স্থানের ইংরাজ ম্যাজিষ্টরগণ, তাঁহাদের সীমানার মধ্যে শস্য এবং শকট প্রভৃতি যদি পূর্বোক্তরূপে জোর করিয়া আক্রমণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে 'কমিসারিয়ট' বিভাগকে কদাচ নিন্দার্হ হইতে হইত না। অধিকন্তু সমর-বিভাগের আবশ্যকমত দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য, যদি সমর-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ আদেশ প্রাপ্ত হইতেন, অথবা স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহারা কার্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে শিখগণ শতদ্রু নদী পার হইবার পূর্বেই আক্রমণ করিবার জন্য অথচ আত্মরক্ষার জন্য, ইংরাজগণ যথোপযুক্ত দ্রব্যাদি আহরণ করিতে সমর্থ হইতেন। যাহারা সামান্য সৈনিক মাত্র আর্থিক অভাব অনুভব করিবার তাহাদের কোনই কারণ ছিল না ;—একথা অনেকেই জানেন, এবং ইহা যে স্পষ্ট কথা, তাহা বলাই বাহুল্য। যুদ্ধের সম্ভাবনা অনুভব করিয়া, সৈন্যদিগের জন্য যথাসময়ে উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ পক্ষে প্রধানতঃ লর্ড হার্ডিঞ্জই দায়ী ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অত্যধিক ক্ষমতাশালী গবর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধ ব্যাপারে প্রধান সেনাপতিরও (Commander-in-Chief) কোন কোন বিষয়ে দায়িত্ব আছে। কিন্তু সেনাপতির সে দায়িত্ব কোন কোন অংশে সীমাবদ্ধ; অবরোধের কৌশল এবং যুদ্ধের ফলাফল বিষয়েই তাঁহাকে দায়ী করিতে পারা যায়।

৪৬। গোপনীয় পরামর্শ সমিতির নিকট ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, গবর্ণর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, এস্থলে তাহা দ্রষ্টব্য। **(Compare the Governer-General to the Secret Committee of the 19th February, 1846.)**

নহে; সেই অসংখ্য সৈন্যদলকে দমন করিয়া, কয়েক মাসের মধ্যে দুইটি রাজধানী অধিকার করা, এবং মুলতান, জাম্মু ও পেশোয়ার আক্রমণ করা, বড়ই কঠিন কার্য; তাহাতে বিপদের আশঙ্কা পদে পদে বিদ্যমান। ভারতে ইংরাজ রাজ্য কেবল ইংরাজ-সৈন্যের কার্যকুশলতা এবং তাহাদের সংখ্যার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থাতেও, গ্রীষ্মকালে ইউরোপীয় সৈন্যদল বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য করিতে সমর্থ হয় না। সে সময়ে সাধারণভাবে সাময়িক ব্যারাম-পীড়া উপস্থিত হইলে, সামান্য সৈনিক পুরুষ হইতে প্রত্যেক সৈন্যদলের কর্মচারীসৈন্য সমূহের পক্ষে তাহা সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। এতাদৃশ বাধা-বিপত্তি সত্বেও, ভারতবাসী প্রত্যেকেই তখন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইংরাজদিগের মনে তখন সেই কথায় উদয় হইতে লাগিল। এই শত্রুভাব বহুদিন বর্তমান থাকিলে, কেবল যে যমুনার পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ বিপদগ্রস্ত হইবে, তাহা নহে; উহাতে উত্তর-পশ্চিমের সমগ্র প্রদেশ উত্তেজিত হইতে পারে। ঐ সকল প্রদেশ প্রধানতঃ যোদ্ধজাতি বসতি করে; লুণ্ঠনের লোভে কিংবা বেতনের প্রত্যাশায়, তাহারা স্বতঃই যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রস্তুত হয়। বিশেষতঃ দেশের শান্তি-সুখ ভঙ্গ হইতেছে দেখিয়া, তৎপ্রদেশস্থ জনসাধারণ পূর্ব হইতেই হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল। সিন্ধু নদীর তীরবর্তী প্রদেশসমূহে বিজয়কেতন উড্ডীন করিবার সুখ-স্বপ্নে, এবং আলেকজাণ্ডারের অধিকৃত দূর প্রদেশসমূহ বৃটিশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার উচ্চ কল্পনায়, গবর্ণর-জেনারেলের অন্তর নিঃসন্দেহে উল্লাসোৎফুল্ল হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য,—অস্ত্রবলে শিখদিগকে শতদ্রু-নদীর পরপারে বিতাড়িত করিবেন; কিংবা তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিবে; সামন্তগণ এবং সৈন্যদিগের প্রতিনিধিবর্গ কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইবেন। যে পর্যন্ত তাহা না হইবে, ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধে শ্রেয়ঃলাভ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইবে না। কারণ, হিন্দুস্থানের প্রত্যেক ক্ষুদ্র সীমান্তই নীরবে আপনাপন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন; কিংবা এই অবসরে তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যের সীমা বিস্তৃতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু যদি দেশে সামন্তগণ সকলেই নির্ভিকচিত্তে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন; এবং দেশের সৈন্যগণ একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যদি একজন রণকুশল সেনাপতি আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হয় এবং ভীমবেগে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ কখনই এত অধিক সংখ্যক সুসজ্জিত শিখসৈন্যকে একবার পরাজিত করিয়াই শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইবে না। ইংরাজগণ তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহারা গোলাপ সিংহকে জানাইলেন, যদি পঞ্জাবের সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহা হইলে, ইংরাজগণ লাহোরে শিখ-প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু শিখ-সৈন্যদল ভঙ্গ করা সম্বন্ধে রাজা গোলাপ সিং, ইংরাজদিগকে আপনার অক্ষমতা জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেই তখনও সৈন্যদলের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন; এমন কি, রণজিৎ সিংহের পরিবারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণও সৈন্যদলের

ভয়ে সন্ত্রস্ত। বস্তুতঃ, স্বার্থ-সাধনের জন্যই রাজা আপনার অসহায় অবস্থায় বিষয় ইংরাজদিগের নিকট কতকটা অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণন করিলেন। ক্রমে সময় সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল ; তখন ইংরাজ নামের গৌরব রক্ষার্থ লাহোরের সহিত অনতিবিলম্বে এক সন্ধি স্থাপনের আবশ্যকতা ইংরাজ পক্ষের সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। পরিশেষে উভয় পক্ষ একমত হইয়া, এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। স্থির হইল, ইংরাজগণ শিখ-সৈন্য আক্রমণ করিবেন ; যুদ্ধে শিখ-সৈন্য পরাজিত হইলে, লাহোর-গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহারা আপনাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট কোনই সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। আরও স্থিরীকৃত হইল যে, শতদ্রু নদী অতিক্রমকালে ইংরাজদিগকে কেহই কোন বাধা প্রদান করিবেন না, এবং বিজয়ী ইংরাজগণ যাহাতে অবাধে রাজধানী লাহোরে উপনীত হইতে পারেন, তাহার সকল ব্যবস্থাই সামন্তগণ নির্দেশ করিয়া দিবেন। এইরূপ অবস্থায়, লজ্জাস্কর ষড়যন্ত্রে এবং আত্মরক্ষণোপোযোগী নীতি অনুসারে সুব্রাওনের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।[৪৭]

শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরস্থিত পরিখাবেষ্টিত দুর্গে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক শিখ-সৈন্য আসিয়া সমবেত হইল। তখন দেখা গেল, অধিকাংশ শিখসৈন্য এই দুর্গে অবস্থিত। প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে অবসর ক্রমে তাহারা সেই দুর্গের আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছিল। সেই দুর্গ প্রাকারের চতুর্দিকে ৬৭টি কামান সুসজ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে, দেখা গেল। তৎকালে পঁয়ত্রিশ সহস্র শিখ-সৈন্য সেই দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। সম্ভবতঃ তাহাদের প্রকৃত সৈন্য-সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ২০ সহস্রের অধিক নহে ; অধিকন্তু সেই পরিবর্তিত সৈন্যসংখ্যার অধিকাংশই স্থায়ী সৈন্য নহে। এই দুর্গ নির্মাণে কৌশলের অভাব ছিল। সৈন্য এবং সেনাপতিগণের মধ্যে একতা ছিল না। এই বহুকালব্যাপী যুদ্ধের সময়, প্রত্যেক যুদ্ধে সৈন্যগণ প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু সেনাপতিগণ কোনরূপ রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেন নাই। তাঁহারা সর্বসময়ে এবং সর্ববিষয়ে নিথর নিশ্চল অবস্থায় কালযাপন করিয়াছিলেন। শিখসৈন্যের মধ্যে কর্মীলোকের এবং সাহসী পুরুষের অভাব ছিল না ; কার্যকুশল সৈন্যও তাহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক ছিল। কিন্তু সেই সকল সৈন্য-পরিচালনার কিংবা তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার কেহই ছিল না ;—প্রত্যেক নিম্নপদস্থ সেনানায়ক নিজ নিজ রণ-নৈপুণ্য এবং শক্তি সামর্থে নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য সৈন্যের অগ্রভাগ রক্ষা করিয়াছিল। সৈন্য-শ্রেণীর কেন্দ্রস্থলে এবং বাম পার্শ্বে প্রধানতঃ শিক্ষিত পদাতিক সৈন্য ছিল ; একটি মানুষের

৪৭। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১২শে ফেব্রুয়ারী গুপ্ত-মন্ত্রণা সভায় গবর্ণর জেনারেল যে পত্রাদি প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor-General's letter to the Secret Committee of the February, 1846) গোলাপ সিংহের সহিত সন্ধি-প্রস্তাব সম্পর্কে যে পত্রাদি লেখা হয়, তাহাতে কেবলমাত্র গোলাপ সিংহের সহিত ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের কথাই উল্লিখিত আছে। মূলগ্রন্থে তাহারই উল্লেখ করা হইল।

উচ্চতার সমপরিমাণ উচ্চস্থানে, সেই সৈন্যশ্রেণীর কেন্দ্রস্থলে এবং বামপার্শ্বে সারি সারি কামান সুসজ্জিত ছিল; সেই উচ্চ স্থান হইতে যুদ্ধ করায়, শিখদিগের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। সৈন্য-শ্রেণীর পুরোভাগের বিস্তৃত পরিখা বিনা আয়াসে লম্ফ প্রদান করিয়া সেই পরিখা উল্লঙ্ঘন করা, সশস্ত্র সৈনিক পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। সময়ে সময়ে সৈন্যশ্রেণীর অধিকাংশ সেই বাঁধ বা পরিখার অন্তরালে অবস্থান করিয়া দেখিতেছিল যে, সেখানে কোন প্রহরী না থাকিলেও, লক্ষভেদী অব্যর্থ-সন্ধান গোলন্দাজ সৈন্য তথায় নির্বিঘ্নে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে; এবং সেখানে তাহার বিপদাশঙ্কাও অতি অল্প। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সৈন্যদল প্রধানতঃ সেই ভাবই প্রকাশ করিতে লাগিল; নদী-তীরবর্তী বালুকা প্রাকারের অসম্বদ্ধ অবস্থা হেতু তথায় কোনরূপ প্রাচীর উত্তোলন বা নির্মাণ করাও সহজসাধ্য নহে; বিশেষ কৌশল এবং পরিশ্রম ব্যতিরেকে সেই স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করা অসম্ভব। যাহারা স্থায়ী সৈন্যদল ভুক্ত নহে, তাহারা এইরূপ অসুবিধার প্রতীকারে অনভ্যস্ত; সেই সকল অশিক্ষিত অনিয়মিত শিখ-সৈন্য, সেই সঙ্কট-স্থলে স্থাপিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত সৈন্যদলের প্রহরী-স্বরূপ দুই শত 'জাম্বুরাক' বা শিকারী সৈন্য তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু এই সৈন্যদল কামানসমূহ হইতেও কিয়ৎ-পরিমাণ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; অধিকন্তু শতদ্রু নদীর পরপারে সে সমুদায় বৃহৎ কামান ছিল, তাহাতেও এই সৈন্যদলকে অনেকাংশে সহায়তা করিয়াছিল।[৪৮] তেজ সিং এই দুর্গস্থিত সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন; এবং শতদ্রু নদীর আরও উত্তরাংশে লাল সিং অতি অসম্বদ্ধ-ভাবে বিশৃঙ্খলার সহিত একদল অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ইংরাজদিগের একদল অশ্বারোহী সৈন্য, লাল সিংহের গতিবিধি এবং কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। আলিওয়ালের যুদ্ধের পর, শিখসৈন্য কিছু নিরুৎসাহিত হইয়াছিল। নির্মল-সলিলা শতদ্রুর খরস্রোতে নাচিতে নাচিতে যে সকল মৃত দেহাবশেষ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেই সকল মৃত শিখ সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহারা আরও মর্মাহত হইয়াছিল। স্ব-দেশবাসী, স্ব-ধর্মাবলম্বী, সহচর ও সমব্যবসায়ী শিখদিগের ভাসমান মৃত দেহের প্রতি কোনরূপ বীরোচিত সম্মান প্রদর্শিত হয় নাই মনে করিয়া, তাহারা অধিকতর ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী

৪৮। সাধারণতঃ সকলের বিশ্বাস,—সুব্রাওনের দুর্গ-পরিখা নির্মাণে উভয়ের পরামর্শ ছিল। একজন ফরাসী সেনাপতি এবং একজন স্পেনীয় সেনাপতি উভয়ে পরামর্শ করিয়া, এই দুর্গ পরিখা নির্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। ফরাসী এবং ইটালির সেনাপতি-গণের শিক্ষা চাতুর্যে শিখ-সৈন্য রণনিপুণ এবং কার্যকুশল হইয়াছিল, সে মন্তব্যও বিশ্বাসযোগ্য নহে। সাহসী স্পেনীয় বীর হারবন এবং ফরাসী সেনাপতি মৌটন তৎকালে সুব্রাওনে ছিলেন; এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন,—তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা একদল 'রেজিমেন্ট' কিংবা একদল 'ব্রাইগেড' সৈন্যদলের উপরই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত অন্য কোথায়ও তাঁহাদের প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। কিন্তু সৈন্য শ্রেণীর মধ্যে কখনও বৈজ্ঞানিক কৌশল কিংবা মতের একতা পরিদৃষ্ট হয় নাই।

শিখ-সৈন্যের সে আত্মাভিমান পুনরায় হৃদয়ে জাগরিত হইল। এই সময়ে ইংরাজ-নির্মিত একটি পরিদর্শন-মঞ্চ শিখদিগের হস্তগত হয়। সে রাত্রে তথায় কোন ইংরাজ প্রহরী ছিল না। সেই স্থান অধিকার করিয়া, এক্ষণে ইংরাজদিগের সুরক্ষিত স্থানের সন্নিকটে শিখ-সৈন্যগণ আপনাদিগের রণ-নৈপুণ্য ও সামরিক কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল। এতৎসত্ত্বেও প্রবীণ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের বিচার-শক্তির প্রতি তাহারা কখনও উপেক্ষা প্রদর্শন করিল না। সমগ্র শিখ-জাতির অদৃষ্টে যে বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী, তাহার ঘোর বিভীষিকাময়ী মূর্তি স্বতঃই তাহাদের মনে উদয় হইতে লাগিল। পারিবারিক বিপ্লব বা বৈদেশিক জাতি অধীনতা-পাশ হইতে পরিত্রাণের আর কোন উপায়ই তাহারা দেখিতে পাইল না। 'আতারি' সম্প্রদায়ের শুভ্র কেশ সামন্ত শ্যাম সিং স্বদেশের এবং স্ব-জাতির শত্রুর সহিত প্রথম যুদ্ধে নিহত হইতে কৃতসংকল্প হইয়া, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে গোবিন্দের মুক্তাত্মার তুষ্টিসাধনে, বৃদ্ধ শ্যাম সিং আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, গোবিন্দের সাধারণ-তন্ত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের ইহাই একমাত্র উপায়।

বৃটিশ-শিবিরে ইংরাজ-সৈন্যগণের উৎসাহের আর অবধি রহিল না। তখনও ইংরাজ-সৈন্যের হৃদয়ে অগাধ বিশ্বাস ;—ইংলণ্ডের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন। ইংলণ্ডের পরিণাম চিন্তা করিয়া, ইংরাজপক্ষীয় সৈন্যগণের মনে তখন আর অণুমাত্র হতাশার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। আলিওয়ালের বিজয়লাভের পর, সকলেই আশার উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং সৈন্যগণের উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভেই দিল্লী হইতে দুর্দ্দমনীয় অসংখ্য সৈন্য ও কামান আসিয়া পৌছিল ; সেই সময়ে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণও দিল্লী হইতে সরবরাহ হইয়াছিল। মহাপ্রতাপশালী হস্তীযুথ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুরুভার কামান সমূহ স্থানান্তরে বহন করিয়া লইল ; তাহাতে ইংরাজপক্ষীয় সিপাহী-সৈন্য অনুপম আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এদিকে ইংরাজ-জাতির বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ সেই ভয়াবহ কামান শ্রেণী অবলোকন করিয়া, ইংরাজ-সৈন্যের অন্তঃকরণ গর্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই স্থির করিলেন, ১০ই ফেব্রুয়ারী শিখ-সৈন্যের আবাস-স্থান দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে। বিপক্ষ ইংরাজ-সৈন্যের মনে প্রতিহিংসা গ্রহণের আশা বলবতী হইয়া উঠিল ; সুতরাং সম্পূর্ণ বিজয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইতে, সৈনিক পুরুষগণ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-গোলন্দাজ সৈন্যদলের 'অফিসার' বা কর্মচারী সৈন্যগণের মনে স্বতঃই উদয় হইল যে, ইঞ্জিয়ারদিগের প্রবর্তিত প্রচলিত নিয়ম অনুসারে অতি সুকৌশলে কামান চালনা করিতে হইবে ; এবং অসহায় পদাতিক সৈন্যগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবার পূর্বেই, বিপক্ষদিগের দুর্গ-প্রাচীর সম্মুখভাগ হইতে ভগ্ন করিয়া, দুর্গ-পার্শ্ব এবং তৎপশ্চাৎ হইতে সেই দুর্গে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু বিচারক্ষম অধৈর্য সেনাপতিগণের নিকট এই উপায়-প্রণালী সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। তাঁহারা

মনে করিলেন, এইরূপ আক্রমণ-প্রণালী দূরদর্শিতার পরিচায়ক বটে, কিন্তু বড়ই ক্লেশজনক। তখন তাঁহারা স্থির করিলেন, শত্রু পক্ষীয় দুর্গ-প্রাচীরের পূর্বভাগস্থিত কোন নির্দিষ্ট স্থানে সারি সারি বহুসংখ্যক কামান সংস্থাপিত হইবে; যখন নিরবিচ্ছিন্ন গোলাগুলি বর্ষণে শিখগণ বিচলিত হইয়া উঠিবে, এবং তাহাদের দুর্গ প্রাচীর ধ্বংসপ্রায় হইবে, তখন প্রভূতবলশালী তিনটি সুসজ্জিত সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিপক্ষদুর্গের দক্ষিণভাগ বা অরক্ষণীয় দুর্বল অংশ আক্রমণ করিবে; তখন সেই তিন সৈন্যদলের মোট সংখ্যা অন্যূন ১৫ সহস্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক্ষণে বৃহৎ একদল ইংরাজ অশ্বারোহী সৈন্য লাল সিংহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ হইবামাত্র, যাহাতে বাহুবলে ইংরাজ-সৈন্য শতদ্রু অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য ইংরাজদিগের দুইটি সৈন্যদল ফিরোজপুরের সন্নিকটে সুসজ্জিত অবস্থায় রহিল। কি উপায়ে, কি প্রণালীতে শিখদিগকে আক্রমণ করিতে হইবে, তাহার সঠিক বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করা হইল না। কারণ, ইংরাজ পক্ষের অসতর্কতায় এবং অবহেলায় যে পরিদর্শন-স্থল কিছুকাল পূর্বে শিখগণ অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তত্রত্য শিখদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিবার জন্যই এই উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন এবং সায়ংকাল এইরূপ আয়োজনেই কাটিয়া গেল; সকলেই তৎসম্পর্কে ব্যস্ত রহিলেন। যে সকল সৈন্য-শিবির হইতে এ পর্যন্ত কোন ইংরাজ-সৈন্য যুদ্ধে নিযুক্ত নাই, সেই সকল স্থান হইতেও সৈন্যগণ আসিয়া সম্মিলিত হইল। সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল; বীরত্ব প্রকাশে যে কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, সৈন্যগণ তাহাই আলোচনা করিতে লাগিল; আদেশ গ্রহণ এবং আদেশ-জ্ঞাপনের জন্য, 'অফিসার' বা কর্মচারী সৈন্য ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে অশ্ব পরিচালনা করিতে থাকিলেন। সেই রাত্রে সামান্য বিশ্রামের জন্য, কিংবা মুহূর্তমাত্র নির্জন পরামর্শের জন্য, কাহারও অবসর ছিল না। সর্বদাই সৈন্যদলের পর সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। সর্বদাই গোলার শব্দ এবং অস্ত্রের ঝঞ্চনা শুনা যাইতেছিল; সেই অনল বর্ষণের উজ্জ্বল আলোক মধ্যে শাস্ত্রিগণ ধীর পদবিক্ষেপে বিচরণ করিতেছিল। সে দৃশ্যে, অমর কবি সেক্সপীয়রের প্রতিভা প্রভাবে, চিরস্মরণীয় এজিনকোর্ট যুদ্ধের প্রারম্ভে, এবং বীর নৃপতির স্মৃতি স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল।[৪৯]

ক্রমে ক্রমে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল ছাইয়া ফেলিল। প্রকৃতি দেবী যেন নীলাম্বর পরিধান করিলেন। নিবিড় অন্ধকার; অধিকন্তু অনন্তব্যাপী কুজ্ঝটিকায়, অন্ধতমসাচ্ছন্ন রজনীর গাঢ় অন্ধকার যেন আরও গভীর হইয়াছিল। সেই ভয়াবহ নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে বৃটিশ-সৈন্যশ্রেণী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। বাঞ্ছিত সেনানিবাসে উপনীত হইয়া, ইংরাজপক্ষ তথায় কোন শিখসৈন্য দেখিতে পাইল না। বোধ হইল, যেন শিখগণ সর্বত্রই ভয়-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছে। যখন আক্রমণের কাল

৪৯। Shakespere Henry v. Act. iv. Chorus অনুবাদ পঞ্চবিংশ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

উপনীত হইল, তখন শিখগণ সমূহ বিপদ উপলব্ধি করিতে পারিল; শিখসৈন্যের শিবির হইতে ঘোর আর্তনাদ উপস্থিত হইল। এতৎসত্ত্বেও তাহারা সকলেই যুদ্ধার্থ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজপক্ষ অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন; বিপক্ষ দলের অধিকাংশ সৈন্যের উপর অন্যূন তিন ঘণ্টা ধরিয়া অনবরত অগ্নিবৃষ্টি হইল। ঘূর্ণিত গোলার প্রচণ্ড আঘাতে শকটগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল; রাশি রাশি বালুকা-স্তূপ বিধ্বস্ত হইয়া বাতাসের সহিত অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল; শূন্যগর্ভ গোলা-সমূহ শিখসৈন্যের সম্মুখভাগে নিপতিত হইয়া বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তদভ্যন্তরস্থিত সাংঘাতিক অস্ত্র-শস্ত্র শিখসৈন্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, শিখ-সৈন্য বিপর্যস্ত হইতে লাগিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট 'রকেট' (হাউয়াই বাজীর ন্যায় অস্ত্র-বিশেষ) অস্ত্র ভীমবেগে শূন্যমার্গে উড্ডীন হইয়া, সশব্দে সৈন্য-স্রোতের মধ্যে নিপতিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইংরাজ-পক্ষের এত চেষ্টা, এত উদ্যম সকলই নিষ্ফল হইল; শিখগণ কিছুতেই নিরুৎসাহিত কিংবা ভীত, বিচলিত হইল না। তাহারা অস্ত্রাঘাতের পরিবর্তে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল; অগ্নির বিনিময়ে অগ্নিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সু-সজ্জিত সৈন্য শ্রেণীর অস্ত্রসমূহের বিদ্যুৎঝলকে যুদ্ধক্ষেত্র উজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছিল। সে দৃশ্য কি মনোহর! গন্ধকময় ধূমরাশি উত্থিত হইয়া, কখনও সৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল; কখনও বা উজ্জ্বলতর লৌহতরবারির বজ্র-কঠোর তীক্ষ্ণ রশ্মিতে এবং খরপ্রভা পিতল-নির্মিত অসিকোষ ও বর্মের অসাধারণ চাকচিক্যে চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল;—সৈন্যগণের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতরভাব ধারণ করিতেছিল। গুরুভার কামান সমূহের গভীর গর্জন এবং ঘোর প্রতিধ্বনিতে সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি হইতেছিল। জয়েচ্ছু কষ্ট-সহিষ্ণু সৈনিকপুরুষদিগের কর্ণ-কুহরে সেই ধ্বনি প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের হৃদয়ে উৎসাহ আরও বাড়িতে লাগিল। কিন্তু সূর্যদেব যতই আপন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ পক্ষের সকলেরই প্রতীত হইল যে, বহুদূরবর্তী স্থান হইতে অনির্দিষ্টভাবে অগ্নিবর্ষণ করিলে, কোনই সুফল ফলিবে না; কেবল নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধই চলিতে থাকিবে। সুতরাং যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে, সম্মুখ-সমর-কুশল বীরহৃদয় পদাতিক সৈন্যের আক্রমণই এস্থলে বিশেষ কার্যকরী হইবে। অতএব কিছু কালের জন্য অগ্নিবর্ষণ নিবৃত্ত হইল; প্রত্যেক যোদ্ধাই ভাবী যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হইতে লাগিল। বৃটিশ-সৈন্যের অন্তরে এক তেজঃগর্বশালিনী মহাশক্তি স্বতঃই জাগ্রত হইয়াছিল; যে শক্তি তাহাদের মনে উৎসাহের ও আশার আলোক প্রদান করিয়াছিল, তাহাদের ক্ষীণপ্রভ রক্তায়তলোচন এবং অস্ত্রধারণে দৃঢ়মুষ্টিই সেই তেজঃশক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বৃটিশ সৈন্যের বামপার্শ্বস্থ সৈন্যদল যুগ্মপ্রথা অনুসারে অতি মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইল। কিন্তু ইংরাজপক্ষ প্রথমেই এক ভুল করিয়া বসিলেন; সৈন্যদলের অধিনায়কগণ প্রত্যেক সৈন্যদলকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় না করাইয়া, তাঁহারা সৈন্য-ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং ইংরাজ-সৈন্য, শিখসৈন্যের সমকক্ষ হইতে পারিল না; এরূপ আক্রমণে

যতক্ষণ যুদ্ধহওয়া সম্ভব, তাহা অপেক্ষা অধিকসময় অতিবাহিত হইল। বিপক্ষ শিখদিগের অব্যর্থ সন্ধানে ইংরাজ পক্ষীয় সৈন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; শিখ-দিগের প্রত্যেক অস্ত্রক্ষেপে বিশাল ইংরাজ-সৈন্যের অধিকাংশই মৃত্যু আলিঙ্গন করিল; শিখদিগের সাংঘাতিক 'মাস্কেট' এবং ঘূর্ণায়মাণ কামানের নিয়ত অগ্নিবর্ষণে, এবং শিখ গোলন্দাজ সৈন্যের আক্রমণে, ইংরাজ-সৈন্যের অধিকাংশই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, কেহ বা পশ্চাৎ হটিয়া গেল। বামপার্শ্বের প্রান্তভাগে, ইংরাজ-সৈন্যগণ দুর্গের বহির্ভাগস্থ পরিখা অতিক্রম করিয়া, দুর্গ প্রাচীরের পশ্চাদ্ভাগে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে স্থান অধিকার করায়, কোনই ফল হইল না। এদিকে দক্ষিণপার্শ্বে তাহাদের সহচরগণ কতকাংশে জয়লাভ করিয়া উৎসাহিত হইল বটে; কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শনের বৃশ্চিক দংশনে তাহারা জর্জ্জরিত হইতে লাগিল; তাহাদের ক্রোধ ও ক্ষোভের আর অবধি রহিল না। ইংরাজ-সৈন্যগণ স্বাভাবিক উত্তেজনা বশে বিভিন্ন দলে (Wedges and Masses) বিভক্ত হইল; পরিশেষে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, একজন প্রাজ্ঞ ও নির্ভীক বীর সেনাপতির অধিনায়কত্বে, বৃটিশ-বাহিনী প্রবলবেগে শিখ-সৈন্যের উপর নিপতিত হইল।[৫০] এক বিকট চীৎকারধ্বনিতে বৃটিশ সৈন্যগণ পরিখা উল্লঙ্ঘন করিল; দুর্গের চতুর্দিকস্থ প্রাচীরের উপর আরোহণ করিয়া ইংরাজ পক্ষীয় সৈন্যগণ শিখদিগের কতকগুলি কামান অধিকার করিয়া বসিল; যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের জয়লাভ হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরাজদিগকে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল; শিখগণ ঐকান্তিকতা সহকারে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত অটলভাবে যুদ্ধ করিল; অভ্যন্তরস্থ কামানসমূহ শ্রান্ত ও ক্লান্ত আক্রমণকারীগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। তখন কেবল পরিখার প্রান্ত বা তীরভূমি অধিকৃত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এই পরিখাপ্রান্তও এক মুহূর্তে অধিকৃত হয় নাই। প্রথম আক্রমণকারিগণ বিধ্বস্ত হইলে, কেন্দ্রস্থিত সৈন্যদলকে পুরোভাগে আগমনের আদেশ প্রদান করা হয়। এই সকল প্রহরী সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সেই দুর্গ প্রাচীর অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল; সামান্য বেড়া অপেক্ষা সেই প্রাচীর অত্যাধিক উচ্চ, এবং বহুদূর বিস্তৃত; সেই প্রাচীরের জন্যই ইংরাজ সৈন্যের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হয়। বিজয়-গর্বিত শিখদিগের অগ্নিবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া, শেষোক্ত ইংরাজ সৈন্যও পশ্চাৎপদহইয়াছিল। ? কিন্তু অতঃপর তাহারা পুনরায় একত্রিত হইয়া, শিখদিগকে আক্রমণ করিল; প্রায় এক ফার্লং বা ৪৫০ হস্ত পরিমিত দূরবর্তী স্থান হইতে শিখদিগকে আক্রমণ করিয়া, বৃটিশ সৈন্য আপনাদিগের স্বাভাবিক বীরত্বের এবং চরিত্রগত উচ্চ-শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইল। দ্বিতীয়বার আক্রমণকারী বৃটিশ-সৈন্যদল বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের নিকট অনেক সাহায্যও পাইয়াছিল। এই ঘোরতর যুদ্ধের অবসানে, কেন্দ্রস্থিত সৈন্যদল

৫০। দুর্গ পরিখার সন্নিকটে সার রবার্ট ডিক যখন আপনার অনুরাগী সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতেছিলেন তখন তিনি সাংঘাতিক রূপে আহত হন।

পুরোভাগস্থিত বিপক্ষপক্ষীয় সকলগুলি কামানই অধিকার করিয়া লইল। বৃটিশ সৈন্যের দ্বিতীয় দলের এই অভাবনীয় পৃষ্ঠ-প্রদর্শনে, এবং প্রথম দলের ঘোরতর যুদ্ধাভিযানে হয়তো কোন প্রত্যক্ষবাদী স্বতঃই বিজয়লাভের পরিবর্তনশীল বিভিন্ন কারণ ও অবস্থা-পরম্পরার বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু সেনায়কবৃন্দ সকলেই সমবেত হইয়া, ক্ষিপ্রকারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আলিওয়ালের যুদ্ধে বিজয়ী সৈন্যগণ, দক্ষিণপার্শ্বে থাকিয়া তাহাদের সম্মুখভাগস্থিত শিখসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। অন্যান্য সমস্ত অংশ আক্রান্ত হওয়ায়, নির্ভীক বীরপুরুষ সকলেই ধ্বংসমুখে পতিত হইল। স্থানে স্থানে স্তূপাকারে মৃত সৈনিকদল পতিত হইল; প্রথমশ্রেণী, দ্বিতীয়শ্রেণীর উপর পড়িল। এই দ্বিতীয় সৈন্যদল নির্ভিক-চিত্তে বিপক্ষ বৃটিশ সৈন্য আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছিল। এক্ষণে বৃটিশ-সৈন্যের দুইটি দল একত্র মিশিয়া গেল; পরিশেষে বৃটিশ-সৈন্য বিশৃঙ্খলভাবে ভীমবেগে বিপক্ষদলকে আক্রমণ করিতে লাগিল, তখন দ্বিতীয় সৈন্যদল তাহাদের লুপ্ত-খ্যাতির পুনরুদ্ধার সাধন করিল; বিপক্ষ শিখদিগের শিবির মধ্যে জলস্রোতের ন্যায় বৃটিশ অশ্বারোহী আসিয়া পতিত হইল; তাহারা বামপার্শ্ব হইতে আসিয়া অগ্রবর্তী সৈন্যের সহিত যোগদান করিল; সুতরাং পরিশ্রান্ত ইংরাজ পদাতিক সৈন্য অপেক্ষা তাহাদের সৈন্যবল অনেকাংশে বৃদ্ধি হইল।

এইরূপে শিখদিগের দুর্গ পরিখার সর্বত্রই উন্মুক্ত হইল। বৃটিশ সৈন্যের গোলাগুলির আঘাতে দুর্গের সর্বত্রই ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু সুসজ্জিত কামান-শ্রেণী পরিচালক শিখ-সৈন্য তখনও বশ্যতা-স্বীকার করিল না। দুর্গাভ্যন্তরে বহুতর সাহসী সৈন্য দৃষ্টিগোচর হইল; তাহারা প্রতি বিপৎপাতেই প্রত্যেক বাধা-বিঘ্নে অবসর বুঝিয়া সুযোগ অনুসন্ধান করিত;—তাহা হইতে সেই সকল বীরপুরুষ লভ্য অনুসন্ধান করিত। এমন কি, সূচ্যাগ্র-প্রমাণ ভূমিখণ্ডের জন্যও তাহারা ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠা বোধ করিত না। বস্তুতঃ, দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক তেজ সিং উত্তেজনা-বহ্নির অনলস্রোত প্রবাহিত করিয়া, আপনার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সৈন্যগণের হতাশ-হৃদয়ে বলসঞ্চার করেন নাই। তিনি প্রথম আক্রমণেই পলায়ন করিয়াছিলেন। হয় আকস্মিক ঘটনাবশতঃ, না হয় স্বেচ্ছাপূর্বক, তেজ সিং শতদ্রু-নদী নৌ-সেতুর মধ্য-ভাগস্থিত একখানি নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ প্রাচীন শ্যাম সিং আপনার প্রতিজ্ঞা বা ব্রতের কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই। তিনি শুভ্রবর্ণের সামান্য একটি পোষাক পরিধান করিলেন; বোধ হইল, তিনি যেন মৃত্যুর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অতঃপর শ্যাম সিং, গুরুধর্ম রক্ষার জন্য সকলকেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, সাহসী বীরপুরুষকেই গুরু গোবিন্দ অবিমিশ্র নিত্য-সুখের অধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ উৎসাহ বাক্যে শ্যাম সিং বিধ্বস্ত সৈন্যদিগকে পুনর্মিলিত করিলেন; পরিশেষে স্বদেশ-প্রাণ বৃদ্ধ শ্যাম

সিং, স্বদেশের, স্বজাতির জন্য, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন; স্বদেশবাসীর রাশিকৃত মৃতস্তূপের মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিল। তখন জন্মভূমি, স্বদেশ-রক্ষার্থে অন্যান্য সকলেও শ্যাম সিংহের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইল। বিপক্ষ ইংরাজ সৈন্যের নিরবচ্ছিন্ন অগ্নি-বর্ষণের মধ্যেও তাহারা দুর্গ প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা তরবারি হস্তে বিপক্ষদিগের উপর পতিত হইল, এবং ইংরাজসৈন্য যেদিক হইতে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই দিকে কামান ফিরাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণের জন্য, শিখ-সৈন্য কামান-পরিচালক সৈন্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিল। ভগ্ন দুর্গ প্রাচীরের দুর্ভেদ্য অর্দ্ধাংশ বরাবর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিল;—লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইল। এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত দুর্গপ্রাচীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল; এবং মৃত, অর্দ্ধমৃত ও মুমূর্ষু সৈন্যদেহে দুর্গ-পরিখা পরিপূর্ণ হইল। কর্ণবধিরকারী কামান গর্জ্জন এবং অসংখ্য বন্দুকের ঘন ঘন অগ্ন্যুদগীরণের মধ্যে, তখনও ইংরাজপক্ষের জয়ধ্বনী অথবা ঘৃণাব্যঞ্জক ঘোর চীৎকার শব্দ শুনা যাইতেছিল। এবং অগণিত তরবারির বিদ্যুৎ-ঝলক তখনও স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল; অথবা সময় সময় অগ্ন্যুদগীরণকারী কামানসমূহ হইতে শূন্যগর্ভ গোলা সমূহ নিপতিত হইয়া, মহাশব্দে বিদীর্ণ হইতেছিল; কখনও বা সেই প্রচণ্ড গোলার আঘাতে বিক্ষোভিত ধুম ও অনলসমুদ্র ভেদ করিয়া, বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড এবং বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ শূন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইয়াছিল, যেন সৈন্যগণ সেই ধুম ও অগ্নি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তখন সেই লোমহর্ষণ যুদ্ধে, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা এবং কামানের গভীর গর্জনের মধ্যেও ক্ষণকালের জন্যও তৎপ্রতি সকলেই মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রক্ষণোপযোগী সমুদায় স্থানই বৃটিশ সৈন্য অধিকার করিয়া বসিল। শিখসৈন্য ক্রমশঃই সুতর শতদ্রু অভিমুখে পশ্চাৎ হটিতে লাগিল। বৃটিশ সৈন্য, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদলে বিভক্ত হইয়া, উভয় দিক হইতে শিখদিগকে আক্রমণ করিল; কিন্তু এতৎসত্বেও শিখদিগের কেহই অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইল না;—গোবিন্দের শিষ্যগণের কেহই আশ্রয় প্রার্থনা করিল না। শিখগণ সর্বসময়েই বিজয়ী ইংরাজদিগের সম্মুখীন হইয়া, সদর্পে বাধা প্রদান করিল; কেহ কেহ বা সগর্বে মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপে রোষভরে চলিয়া গেল; কিন্তু মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও অধিকাংশ শিখসৈন্য ভীমবেগে বিপুল ইংরাজ বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিল। পরাজিত শিখদিগের অদম্য সাহস, উৎসাহ ও বীরত্ব দেখিয়া, বিজয়ী বৃটিশ-সৈন্য বিস্ময়াবিষ্ট ও হতবুদ্ধি হইল; অসহায় মুমূর্ষু সৈন্যের ঘৃণাব্যঞ্জক নিষ্ফল ভ্রূকুটি ভঙ্গীমায়, বৃটিশ সৈন্য আর তাহাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিল না। কিন্তু সৈন্যের অধিনায়কগণ তখনও আপনাপন উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং বীরোচিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থের প্রলোভন বশতঃই হউক, অথবা নিজ নিজ স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যেই হউক, সৈন্যের অধিনায়কগণ গোলন্দাজ সৈন্যদিগকে শতদ্রু নদীর খরস্রোতে অবতরণ করার জন্য জিদ করিতে

লাগিলেন। যে সৈন্যদল এ পর্যন্ত তাঁহাদের প্রভুত্ব-ক্ষমতা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আরও নিশ্চিতরূপে সেই শিখদিগের ধ্বংস-সাধন করাই অধিনায়কগণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মহাকাব্যে বর্ণিত দেব-দেবীসমূহ কখনই জীবন্ত বীরপুরুষগণকে প্রপীড়িত বিপর্যস্ত স্রোতস্বিনীর পঙ্কিল সলিলে উৎসর্গ করেন নাই। বহুসংখ্যক মৃতদেহ স্তূপাকারে পতিত হইয়া স্রোতস্বিনীর গতি রোধ হইল, এবং পলায়নপর হতাহত সৈন্যের রক্তে নদীর জল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল।

চিরকীর্তি অর্জনে অভিলাষী বীর সমাজ
এইরূপেই প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরি-
তার্থ করিয়া থাকেন।

তখন নেতৃবৃন্দের প্রতিহিংসা-বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইল। ধূলিরাশি, ধুম এবং মৃতদেহ পরিবৃত সৈন্যগণ ক্ষণকালের জন্য স্পন্দহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল। পরিশেষে বিজয় লাভের মাহাত্ম্য স্বতঃই মনে উদয় হওয়ায়, সৈন্যগণের মনোভাব আপনিই ব্যক্ত হইয়া পড়িল। পুনঃপুনঃ জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া, সৈন্যদল বিজয়ী সেনাপতিগণকে অভিবাদন ও অভিনন্দন করিতে লাগিল।[৫১]

যে দিন যুদ্ধে বিজয়লাভ হইল, সেই দিন রজনীযোগে একদল বৃটিশ সৈন্য ফিরোজ-পুরের সম্মুখভাগে শতদ্রু নদী অতিক্রম করিল। তথায় তাহারা শত্রুপক্ষীয় কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ১২ই ফেব্রুয়ারী সৈন্যগণ কাশুরের দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল; তথায় কেহই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল না। পর দিবস সেই সৈন্যদল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই প্রাচীন নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিল। তৎকালে সকলেরই অনুমান হইল, তখনও ২০ সহস্র শিখ সৈন্য অমৃতসর অঞ্চলে সমবেতরূপে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু "খালসার" সশস্ত্র প্রতিনিধিবর্গের বা 'খালসা' সৈন্যের তখন আর সে পূর্ব ক্ষমতা ছিল না। ধন-সম্পত্তি,আহার্য এবং যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি যাঁহাদের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, প্রথমে তাঁহারা উদাসীন থাকায় শিখ সৈন্যের পরাজয় হইল; তাঁহারা প্রকারান্তরে শিখ সৈন্যের ধ্বংস সাধন করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা যাইয়া বিপক্ষ ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া, শিখগণ লাহোর দরবারের অনুরোধে সম্মতি জ্ঞাপন করিল;—বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট পূর্বে যে যে সর্তে লাহোরে শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠার

৫১। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী লর্ড গাফ, গবর্ণর-জেনারেলের নিকট যে কাগজ-পত্র প্রেরণ করেন, এ স্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। ম্যাগ্রেগরের 'শিখ-ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (Compare Lord Gough's despatch of the 13th February, 1846; and Macgregor's 'History of the Siks, ii. 154. &c.) এই যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষে সম্ভবতঃ ৩২০ জন নিহত এবং ২০৮৩ জন আহত হয়। শিখদিগের পক্ষে সম্ভবতঃ ৫,০০০ পাঁচ সহস্রেরও অধিক সৈন্য নিহত হয়। সম্ভবতঃ নিহত শিখসৈন্যের পরিমাণ,—৮,০০০ আট সহস্র। ইংরাজদিগের কাগজ-পত্রে যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও এই হিসাব অল্প বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সহিত সেই সমুদায় সর্ত-বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত করিতে, শিখদিগের প্রিয় মন্ত্রী গোলাপ সিং সর্বপ্রকার ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজা গোলাপ সিং এবং অপরাপর কতকগুলি সামন্ত গবর্ণর-জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কাশুরে গবর্ণর-জেনারেল তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। গবর্ণর জেনারেল তাঁহাদিগকে জানাইলেন,—দলীপ সিং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মিত্র-রাজ মধ্যে পরিগণিত হইবেন; শতদ্রু এবং বিপাশার মধ্যবর্তী সমগ্র রাজ্যখণ্ড বিজয়ী ইংরাজদিগের অধিকারে থাকিবে; যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ লাহোর গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং (পাউণ্ড=১৫.০০ টাকা) ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন। গবর্ণর-জেনারেল সামন্তগণকে বলিলেন যে, প্রথম আক্রমণকারিগণ যে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তদ্বিষয় সর্বসাধারণের গোচরীভূত করাই এই ক্ষতিপূরণ গ্রহণের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের মনেও ধারণা হইবে,—নিরপরাধী ইংরাজদিগের সহিত বৃথা শত্রুতাচরণে শত্রুপক্ষের সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। বহু তর্ক-বিতর্কের পর শিখ-প্রতিনিধিগণ বিরক্তিসহকারে সেই সন্ধি-সর্তে স্বীকৃত হইলেন; যুবক মহারাজ স্বয়ং আসিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিলেন; পরিশেষে ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ বাহিনী শিখ-রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হইল। ইহার দুই দিবস পরে, দুর্গের কিয়দংশ ইংরাজ সৈন্যে পরিপূর্ণ হইল। আত্মাভিমানী বিপক্ষ শিখগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, ভারতীয় জনসাধারণের মনে সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দেওয়াই,—ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য। তৎকালে ভারতের সর্বত্রই সামন্তগণ জাতক্রোধ এবং হিংসাপরবশ হইয়া, দুর্দ্ধর্ষ ব্যবচ্ছেদ-বিধানকারী বৈদেশিক ইংরাজদিগের অবশম্ভাবী অধঃপতনের বিষয় সচরাচর আলোচনা করিতেন।[৫২]

এক্ষণে গবর্ণর-জেনারেল শিখদিগের পূর্ব অপরাধের শাস্তি বিধান করিয়াই নিরস্ত

ভারতের প্রধান ইংরাজ-সেনাপতির হিসাব মতে, শিখসৈন্যের পরিমাণ. ৩০ সহস্র ছিল। সচরাচর কথিত হয়, সেই দুর্গে শিখদিগের ৩৬টী 'রেজিমেণ্ট' বা সৈন্যদল থাকিত। কিন্তু পরিখায় এবং দুর্গ প্রাচীরে ২০ সহস্র পরিমিত সৈন্য ছিল কিনা, তাহা সন্দেহমূলক। আক্রমণকারী সশস্ত্র সৈন্যের পরিমাণ. তৎকালে ১৫ সহস্র নিরূপিত হইয়াছিল।

এই যুদ্ধ সুব্রাওনের যুদ্ধ নামে পরিচিত। যে স্থানে যুদ্ধ হয়, তৎকালে তৎসন্নিকটে সুব্রাওন বা সাব্রাহান নামে একটী বা দুইটি পল্লী ছিল; তাহাদের নাম অনুসারেই এই যুদ্ধের নামকরণ হইয়াছে। "সাব্রা বা (বহুবচনে) সাব্রাহান" নামক জাতির কয়েকটি শাখা সম্প্রদায় তৎকালে সেই পল্লীতে বাস করিত। তাহারা যে স্থানে বাস করিত, তাহাদের নাম অনুসারেই সেই স্থান অভিহিত হইয়াছে। পরিশেষে একটী যুদ্ধে জয়লাভ হওয়ায়, সেই সুব্রাওন নাম যুদ্ধেরসহিত আজিও গ্রথিত রহিয়াছে।

৫২। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী এবং ৪ঠা মার্চ গুপ্তমন্ত্রণা সভায়, গবর্ণর জেনারেল যে কাগজ-পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor-General to the Secret Committee, under dates the 19th February, and 4th March, 1846.)

রহিলেন না। ভবিষ্যতে তাহারা কখনও ইংরাজদিগকে বিপর্যস্ত না করে, তজ্জন্য তিনি শিখদিগের মনে ভয় জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন। তজ্জন্যই তিনি বিপাশা নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহ অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শতদ্রুর প্রাচীন সীমানা সম্পর্কে না হইলেও, লাহোরের সম্পর্কে সে সমুদায় স্থান অধিকার করা বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যেই গবর্ণর-জেনারেল প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন, গোলাপ সিং, জাম্মুর পার্বত্য প্রদেশে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত হইবেন।[৫৩] বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন, গোলাপ সিংহের পরিবারবর্গ সর্বদা সেই আশাই করিতেন। বস্তুতঃ, আশ্রিত ও অধীনস্থ পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সর্বাদিসম্মত মন্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইতে তখনও যে গোলাপ সিং অভিলাষী ছিলেন, হয়তো সে বিষয় কাহারও স্মৃতি-পথে পতিত হয় নাই।[৫৪] আলিওয়ালের যুদ্ধে বৃটিশ-পক্ষের বিজয়লাভে যখন জানা গেল, শিখদিগের সম্পূর্ণ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন রাজা গোলাপ সিং ইংরাজ-দিগের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। সমগ্র লাহোর রাজ্যের শাসনকর্তৃত্বপদে গোলাপ সিংকেই প্রতিষ্ঠিত করা হইবে ;—গোলাপ সিং সেই আশাতেই যে পূর্বে ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে কাহারও মনে উদয় হইল না। পূর্বে পঞ্জাবের সামন্তগণ এবং জনসাধারণ ঘোর বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়া গোলাপ সিংহকে উজীর পদ প্রদান করেন। যখন সময় অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল, অথচ সমস্ত যুদ্ধ সামগ্রী আসিয়া পৌঁছিল না, তখন গবর্ণর-জেনারেল প্রমুখ ইংরাজগণ

৫৩। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী গুপ্ত মন্ত্রণা-সমিতির বরাবর গবর্ণর জেনারেলের পত্র। (Compare Governor-General to the Secret Committee.)

৫৪ গোলাপ সিংহের পরিবারবর্গ বহুকালাবধি এই কল্পনা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতে-ছিলেন। ধীয়ান সিং, কর্ণেল ওয়েডকে স্থানান্তরিত করিতে বহু চেষ্টা করেন। ধীয়ান সিংহের মনে হইয়াছিল,—কর্ণেল ওয়েডের পর যে ব্যক্তি প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, তিনি ধীয়ান সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহারই মঙ্গলসাধন করিবেন ; কর্ণেল ওয়েড সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। যখন ধীয়ান সিং সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হন, তখন হইতেই গোলাপ সিংহের পরিবারের এই আশা। লাহোর-মন্ত্রীর এই উভয় সংকল্পই মিঃ ক্লার্ক অবগত ছিলেন ; কিন্তু জাম্মুর সামন্তগণকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করার প্রস্তাবই মিঃ ক্লার্ক প্রধানতঃ অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। নাও নিহাল সিংহের মৃত্যুর পর, সকলেই জাম্মুরাজগণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিত,—সম্ভবতঃ সেই কারণেই মিঃ ক্লার্ক জাম্মুর রাজগণের পক্ষপাতী ছিলেন।

ইংরাজগণ যদি গোলাপ সিংহকেই মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছা করিতেন, এবং লাল সিংহের জীবন্মৃত্যু সম্বন্ধে কোনই তথ্য না লইতেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ লাহোরে বিশাল শক্তিসম্পন্ন সুনিয়ম-বদ্ধ গবর্ণমেণ্ট পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। তাহা হইলে সম্ভবতঃ লাহোর অধিকারের এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি-বন্ধনেরও কোনই প্রয়োজন হইত না।

গোলাপ সিংহকেই পঞ্জাবের মন্ত্রী বলিয়া মানিয়া লইলেন।[৫৫] কিন্তু যখন লাল সিং দেখিলেন, চারিটি তুমুল সংগ্রামের পর, গবর্ণর-জেনারেল সন্তুষ্টচিত্তে, অথবা বাধ্য হইয়া, লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং লাহোর বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের মিত্র-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল, তখন তাঁহার আনন্দের আর অবধি রহিল না। লাল সিং মনে ভাবিলেন, মহারাজের মাতার উপর তাঁহার অযথা প্রভুত্বপ্রভাব তখনও সম্পূর্ণরূপ বর্তমান; সুতরাং সেই রমণীর সহযোগিতায় তিনি ঘৃণিত জাম্মু-রাজকে পদচ্যুত করিতে সমর্থ হইবেন,—লাল সিংহ সেই আশায় উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন। সমস্ত ষড়যন্ত্র, রাজদ্রোহ ও স্বদেশদ্রোহের ফলে, অবিলম্বেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, সেই নীচাশয় চাটুকার লাল সিং মনে মনে আপনাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই স্বদেশদ্রোহিতা এবং ষড়যন্ত্রের ফলে, স্বাধীন শিখ-রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধনে তাঁহার আত্মোন্নতি বিহিত হইবে,—লাল সিংহের আশার আর অবধি রহিল না। গোলাপ সিংহ বুঝিলেন,—ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতীত আত্মরক্ষা করা অসম্ভব; তাঁহার পূর্ব ক্ষমতা সমস্তই লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজগণ তাঁহাকে লাহোরের মন্ত্রীরূপে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন নাই। সুতরাং গোলাপ সিং এক্ষণে নূতন বিষয়ের দাবী করিয়া, গবর্ণর-জেনারেলকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিলেন। গোলাপ সিংহ বলিলেন, তৎকর্তৃকই এত শীঘ্র শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে; এবং তাঁহারই ষড়যন্ত্রে শিখগণ এত শীঘ্র ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে; সুতরাং গবর্ণর জেনারেল গোলাপ সিংহকে কি পুরস্কার প্রদান করিবেন? এক সময়ে গোলাপ সিং কাশুরে বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইতে হইলে, দুর্দ্ধর্ষ পদাতিক সৈন্যসমূহ দুর্গমধ্যে সুরক্ষিত এবং সুসজ্জিত অবস্থায় থাকিবে;—সে কথা তখন সকলেরই স্মৃতিপথে পতিত হইল; এবং দিল্লীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত সমস্ত দেশে কেবল অশ্বারোহী সৈন্য বিচরণ করিবে,—গোলাপ সিংহের সে কথাও কেহ বিস্মৃত হন নাই। যখন সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল, এবং সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছিল, তখন সকলেরই উপলব্ধি হইল যে, অবশিষ্ট শিখসৈন্যের সহিত যোগদান করিয়া, রণকুশল জাতিকে অকাতরে প্রচুর অর্থরাশি এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রদানে যে ব্যক্তি কোন না কোন

৫৫। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী 'গুপ্ত মন্ত্রণা সমিতিতে' গবর্ণর-জেনারেল যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। (Compare the Governor General's letter to the Secret Commitee, of the 3rd and 19th February, 1846.) এতদুভয় পত্রেই লর্ড হার্ডিঞ্জ জানাইয়াছিলেন যে, গোলাপ সিংহের কোন উপকার করিতে, তাঁহার একান্ত বাসনা। গোলাপ সিংহকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করেন, গবর্ণর-জেনারেল সে কথার কোনও উল্লেখ করেন নাই। কিংবা তৎকালে যে সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল, জাম্মুর স্বাতন্ত্র্যতা অবলম্বন সম্বন্ধে তন্মধ্যে কোন সর্ত নির্দিষ্ট হইবে, গবর্ণর জেনারেল সে বিষয়ও শিখদিগকে জানান নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, ইংরাজদিগের বিজয়লাভের আনন্দোৎসবে, সেই ক্ষমতাশালী রাজাকে সন্তুষ্ট করার বিষয়, ইংরাজ পক্ষ প্রকারান্তরে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

সময়ে দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতে পারে, এক্ষণে তাঁহাকেই সন্তুষ্ট রাখা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্তব্য।

তৎকালে লাহোর রাজকোষের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। লাল সিংহও শত্রুকে অপসারিত করিয়া আপনার উন্নতির পথ মুক্ত করিতে স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই অবসরে গবর্ণর-জেনারেল প্রকারান্তরে রাজা গোলাপ সিংহের আশানুযায়ী তৃপ্তি-বিধান করিলেন। তাহাতে রণজিৎ সিংহের উত্তরাধিকারীর আধিপত্য-প্রতিপত্তি আরও হ্রাস হইল। জাম্মুর রাজা আপনার সামান্য গণ্ডীর মধ্যে বিপুল ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ইংরেজগণ যে ক্ষতি-পূরণের দাবী করিয়াছিলেন, লাহোর গবর্ণমেণ্ট তাহার তৃতীয়াংশের অধিক পরিশোধ করিতে সক্ষম হইলেন না; তাহার দুই তৃতীয়াংশ বাকী রহিল। সুতরাং বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট টাকার পরিবর্তে রাজ্য গ্রহণ করিলেন। পঞ্জাব ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইল; কাশ্মীর এবং বিপাশা হইতে শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ড পঞ্জাব হইতে পৃথক হইয়া গেল; গোলাপ সিং সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া লাহোরের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইলেন। রাজ্যলাভের জন্য তন্মূল্যস্বরূপ গোলাপ সিং, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ১০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং প্রদান করিলেন। শিখদিগের ক্ষমতা হ্রাস করা সম্পর্কে বলিতে গেলে ইংরেজগণ অতি চতুরতার সহিত এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সকল কার্য-প্রণালী বৃটিশ নামের মহত্বের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছিল; তাহাতে বৃটিশ নামের গৌরব কিছুই রক্ষিত হয় নাই। যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে, গোলাপ সিং আপন প্রভু লাহোরপতিকে দণ্ড স্বরূপ ৬৮ লক্ষ টাকা (৬৮,০০,০০ পাউণ্ড) প্রদান করিতে স্বীকৃত হন,—সে বিষয় বিবেচনা করিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই নীতি সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।[৫৬] প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় মহাদেশের প্রথা অনুসারে, প্রত্যেক জায়গীরদার তাহার প্রভুকে বৈদেশিক যুদ্ধাদি সময়ে কিংবা পারিবারিক অন্তর্বিবাদে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং যে ১০ লক্ষ পর্যন্ত ষ্টার্লিং নাজাই পড়িয়াছিল, লাহোরের অধীনস্থ জায়গীরদার হিসাবে, তাহা গোলাপ সিংহের পরিশোধ করা উচিত ছিল। এমতাবস্থায় স্বাধীনভাবে লাহোরের অধিকারভুক্ত প্রদেশ সমূহে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, গোলাপ সিংহ কোন মতেই ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। রাজার উত্তরাধিকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, শিখগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। গোলাপ সিং কখনও এরূপ স্বাতন্ত্র্যতা গ্রহণের আশা করেন নাই; কিন্তু রণজিৎ সিংহের সাম্রাজ্যের মন্ত্রিবর্গ গোলাপ সিংহকে বিতাড়িত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এক্ষণে গোলাপ সিং রাজশক্তি ও প্রভুত্ব-ক্ষমতা লাভ করিলেন; তাহাতে সকলেরই ঈর্ষা বৃদ্ধি হইল,—সকলেরই মনে আত্মোন্নতির আশা

৫৬। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। এই টাকা গোলাপ সিং প্রদান করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার কখনও তাহা শুনেন নাই, কিংবা তাহাতে তিনি বিশ্বাসও করেন না।

জাগিয়া উঠিল। তেজ সিং বিশেষ ধনী ছিলেন, তিনি আপনার অর্থ-সামর্থ সকলই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন,—অর্থ বলে কি না সংসাধিত হইতে পারে? সুতরাং রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ মুকুটে সুশোভিত হওয়ার জন্য, এবং পঞ্জাব বিভাগ করিয়া আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রাপ্তির আশায়, লাল সিং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ২৫ লক্ষ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের রাজ-নীতি বুঝিবার তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না, বা সেই নীতির অযথা বিচারে, লাল সিং বিশেষ ভৎ'সিত হইলেন। তৎকালে একমাত্র গোলাপ সিংহের সহিতই এইরূপ বন্দোবস্ত হইল; কিন্তু আর কেহই সে বন্দোবস্তের অংশভাগী হইতে পারিলেন না। এক্ষণে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ অমৃতসরে গোলাপ সিং মহারাজ ভূষণে ভূষিত হইলেন; বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মিত্ররাজ বলিয়া স্বীকার করিলেন।[৫৭] কিন্তু প্রথমে গোলাপ সিংহকে যে রাজ্য প্রদানের কথা হয়, তাঁহার প্রভু ইংরাজগণ সে রাজ্য কিছু কালের নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে রাখিলেন; তাঁহার নিকট যে অর্থের দাবী করা হইয়াছিল, তাহার চতুর্থাংশ গ্রহণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইলেন। তাঁহাদের মনে হইল, গোলাপ সিংহের ভ্রাতা সুচেৎ সিং, ফিরোজপুরে যে অর্থ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, গোলাপ সিংহই সেই ধন-সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী ছিলেন; তাহাই বিবেচনা করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দিলেন। এক্ষণে গোলাপ সিংহের পক্ষে সে দাবী পরিশোধ করা সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল।[৫৮]

লাল সিং আর একবার মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। লাল সিং এবং তাঁহার

৫৭। এই উপলক্ষে মহারাজ গোলাপ সিং, দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ইংরাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর-জেনারেলের নিকট আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে মহারাজ গবর্ণর জেনারেলের "জার-খারিদ" অথবা স্বর্ণে ক্রীত ক্রীতদাস বিশেষ। বস্তুতঃ মহারাজ উপহাসচ্ছলে এ কথা বলেন নাই।

এই ইতিহাসে একাধিকবার রাজা গোলাপ সিংহের নীচ প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, মহারাজ গোলাপ সিং ঈর্ষাপরায়ণ এবং অসৎস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিনি শত্রুকে প্রতারিত করিয়া, অক্লেশে তাহার প্রাণ সংহার করিতেন; এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য, তিনি অত্যাচার-উৎপীড়নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তিনি যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই শতাব্দীর এবং তাঁহার জাতিগত নৈতিক উন্নতি বিচার করিয়াই, মহারাজের চরিত্র-প্রকৃতির বিচার করা আবশ্যক। অপিচ তাঁহার ন্যায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বপদ বজায় রাখিতে হইলে, যে যে বিষয় আবশ্যক তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। এই সকল বিষয় প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, গোলাপ সিং একজন কার্যকুশল এবং পরিমিতাচারী ছিলেন; তিনি স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় অথবা অলস ব্যক্তির ন্যায় কোন কার্য করিতেন না। তাঁহার প্রকৃতিতে সন্তোষ এবং দয়া-দাক্ষিণ্য সকলই বর্ত্তমান ছিল।

৫৮। অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং বিংশ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। লাহোর এবং জাম্মুর সহিত যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির বিষয় ইহাতে উল্লিখিত রহিয়াছে। (See Appendices xviii. xix. xx, for the Treaties with Lahore and Jummoo.)

বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী সহকারী সামন্তগণ সকলেই জানিতেন, ইংরাজগণ পঞ্জাব পরিত্যাগ করিলে, মুষ্টিমেয় সৈন্যের আক্রমণ হইতেও তাঁহারা আপনাপন পদ-সামর্থ রক্ষা করিতে পারিবেন না। সুতরাং গোলাপ সিংহের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে, প্রথম সন্ধি-সর্তের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিল। তখন স্থির হইল, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন পর্যন্ত একদল বৃটিশ-সৈন্য লাহোরে অবস্থিতি করিবে। ইতিমধ্যে সামন্তগণ আপনাপন ক্ষমতার দৃঢ়তা বিধান করিয়া লইবেন; সৈন্যদলের পুনঃসংস্কার এবং পুনর্গঠন সংসাধিত হইবে; দেশে শৃঙ্খলা এবং সুনিয়ম-বদ্ধ শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হইবে। ক্রমে বৎসর শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু তখনও সামন্তগণের অসহায় অবস্থা;—তাঁহারা তখনও আপনাপন প্রভুত্ব-ক্ষমতার দৃঢ়তা সাধনে সমর্থ হন নাই। সুতরাং সামন্তগণ সাগ্রহে বৈদেশিক শক্তির সাহায্যের উপর নির্ভর করিলেন, এবং তাঁহাদের সহিত পুনরায় এক বন্দোবস্ত হইল; সামন্তগণ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। সেই বন্দোবস্তক্রমে, রণজিৎ সিংহের সঙ্কীর্ণ রাজ্য ইংরাজদিগের শাসনাধীনে রহিল; রণজিৎ সিংহের পালিত পুত্র এবং হীনস্বত্ব উত্তরাধিকারী সাবালক না হওয়া পর্যন্ত, ইংরাজগণ সে রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ সমুদায় কার্য নির্বাহ করিবেন।[৫৯]



বিশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে যখন গবর্ণর-জেনারেল এবং ইংরাজদিগের প্রধান সেনাপতি (কমাণ্ডার-ইন-চিফ) লাহোরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদল শিখ-সৈন্য তথায় উপনীত হইল। তখন তাহাদের বেতন পরিশোধ হইয়া তাহাদের দল ভঙ্গ হইয়া গেল। তৎকালে সেই সৈন্যদলের বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে বিদ্রোহ-পরায়ণ বিপ্লবকারীর নৈরাশ্য, অথবা বেতনভুক্ বৈদেশিক সৈন্যের নির্লজ্জভাব কিংবা ঔদাসিন্য প্রকাশ পায় নাই। যে বীরত্বের সহিত শিখ-সৈন্য বিজয়ী ইংরাজ-গণের সম্মুখীন হইয়াছিল, বিজয়ী ইংরাজগণ শিখদিগের যে বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতেন, শিখ-সৈন্যের বীরোচিত ব্যবহারে তাহাদের সেই সাহসিকতার মাধুর্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছে, শিখজাতি সেই কথাই বলিত; অথবা প্রবলক্ষমতাশালী প্রভুগণের আগমনের পথ তাহারাই সুগম করিয়া দিয়াছে, শিখদিগের মনে সেই ধারণাই বদ্ধমূল রহিল। এইরূপ অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহারা অন্তরে অন্তরে আপনাদিগের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের বা পরিণামের বিষয় দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে চিন্তা করিত। আপনাদিগের অদৃষ্ট সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাসের অণুমাত্রও লাঘব হয় নাই। যদি কেহ কৌতুকচ্ছলে কখনও তাহাদিগকে অনুপযুক্ত এবং অপরিণতবয়স্ক শিষ্যসম্প্রদায় বলিয়া উপহাস করিত, তাহা হইলে, শিখগণ নীরস ও অর্থ-ব্যঞ্জক ঈষৎহাস্যে উত্তর দিত,—তখনও 'খালসার' শিশুকাল অতিবাহিত হয় নাই। যখন শিখদিগের সাধারণ-তন্ত্র ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইল, গোবিন্দ তাঁহার শিষ্যগণকে এক নূতন ভূষণে ভূষিত করিলেন; শিষ্যগণের হৃদয়ে সাহস ও শক্তি সঞ্চার

৫৯। লাহোরের সহিত দ্বিতীয় সন্ধি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত, পঞ্চদশ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। (See Appendix xv. for the Second Treaty with Lahore.)

করিয়া, গোবিন্দ তাহাদিগকে অদ্বিতীয় নৈপুণ্যের সহিত পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাহসী বীরগণ সান্ত্বনা লাভ করিলেন; যে উন্নত শক্তি বলে তাহারা একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিয়াছিল, যে শক্তিবলে শিখগণ অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহাদের সেই তেজঃশক্তি, ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সভ্যতা বলে এক্ষণে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল; তাহারা বাধা প্রদান করিল বটে, কিন্তু কোন ফললাভ হইল না। শ্রেষ্ঠ শক্তির কঠোর শাসনাধীনে বিশুদ্ধভাব ধারণ করিতেই শিখদিগের সেই শক্তি ইংরাজ শক্তির পদানত হইল। ইউরোপের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের আলোক-মালায় তাহাদের মন উন্নত ও উচ্চ চিন্তায় নিমগ্ন হইবে এবং উচ্চ কার্য সম্পাদনে উপযোগী করিয়া গঠিত হইবে।[৬০]

এইরূপে শিখদিগের স্বতন্ত্র শাসনকালের অবসান হইল;—পঞ্জাবের স্বাধীনতা সূর্য চিরতরে অস্তাচলশায়ী হইলেন। প্রাচীন ভারত-ভূমির বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে এক্ষণে ইংলণ্ডেরই একাধিপত্য বিদ্যমান; ইংলণ্ড এক্ষণে ভারতের অবিসম্বাদিত অধিশ্বরী। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের প্রাচান শাসন-প্রণালী অপেক্ষা ইংলণ্ডের রাজনৈতিক প্রাধান্য অধিকতর নিয়মানুবর্তী। প্রাচীন মুসলমান-সাম্রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভয় হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ; বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে সে রাজ্য বিধ্বস্ত হওয়া নিতান্ত দুরূহ। ইংলণ্ডের সৈন্যদল সুশিক্ষিত, এবং অর্থ-সামর্থও অত্যন্ত অধিক; সর্বকার্যেই ইংলণ্ডের জনসাধারণের একতা বর্তমান; এবং অতি বিচক্ষণতার সহিত সকল মন্ত্রণাই স্থির হইয়া থাকে; সে শাসন প্রণালী প্রাচ্য দেশের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণেরও বোধগম্য নহে। ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালী, প্রাচীন রোমের আদর্শ শাসননীতির সমতুল। কিন্তু এক্ষণে হিন্দুগণ সমগ্র দেশে আপনাদিগের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; সমুদ্রোপকূল হইতে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত তুষারাচ্ছন্ন হিমালয় শৃঙ্গ হইতে বীরপ্রবর রামচন্দ্র নির্মিত পৌরাণিক সেতু পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্যের অধিবাসী শ্রীরাম কৃষককুল দ্বি-জাতি বংশের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে; এখনও তাহারা সেই ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় জাতির প্রাধান্য প্রবল হওয়ায়, মধ্যখণ্ড ও দক্ষিণ ভারতের অসভ্য পর্বতবাসী এবং বন্য প্রদেশের অধিবাসী-গণের ভাষা ক্ষত্রিয়দিগের ভাষার সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তাহারা একটি মিশ্রত ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকে। সহস্র সহস্র লোকের প্রাত্যহিক আচার-

৬০। শিখ-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে. ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে গ্রন্থকার শিখদিগের ধর্মমন্দির ও ধর্মশালাসমূহ পরিদর্শন করিতে কীর্তিপুর এবং আনন্দপুর-মাখোমালে গমন করেন। শেষোক্ত স্থানটি গোবিন্দের অধিকতর প্রিয় ছিল। তত্রত্য সকলেই ভবিষ্যতে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বিচক্ষণ ও বহুদর্শী ধর্মযাজক এবং ধর্মবিধাতৃগণ বলিতেন, সর্ব সময়ে সকল দেশের অধিবাসীই 'খালসা' ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে। দুর্বিসহ প্রজাপীড়ক মুসলমান-সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধনে বৈদেশিক ইংরেজগণ যে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, নানকের শিষ্য-সম্প্রদায় সে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য ইংরাজদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ,—ধর্মযাজকগণ তাহাও স্বীকার করিতেন।

ব্যবহারে, ধর্মপ্রাণতা এবং ধর্মভীরুতায় ব্রাহ্মণদিগের নিগূঢ় সারগর্ভ দর্শনশাস্ত্র এবং পুরাণতত্ত্বের মাহাত্মই ব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে গ্রীকগণ, ব্রাহ্মণদিগের এই গবেষণাপুর্ণ দর্শন-শাস্ত্রের নীতি এবং যুক্তি-তর্কে বিমোহিত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ প্রথমে দেশ-ধ্বংসের নিমিত্তই আগমন করে। ভারতে আসিয়া প্রথমতঃ তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে; পরিশেষে বিজয়ী জাতিসমূহ পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া স্বর্ণভূমি ভারত-ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিল; তাহাদের প্রভাবে পরাজিত অধিবাসীদিগের ভাষায় এবং ভাবে পরিবর্তন ঘটিল; বিজেতৃ-বৃন্দের সংসর্গে তাহারা ক্রমে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। পরিশেষে বাদসাহ আকবরের রাজত্বকালে ভারতে 'ইসলাম' ধর্ম, একটি জাতীয় ধর্ম মধ্যে পরিগণিত হইল; মনু এবং সেকেন্দর সাহের (আলেকজাণ্ডারের) সময়ে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য ছিল, বর্তমান সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তভটা ভেদা-ভেদ নাই; বস্তুতঃ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত, অন্য কোন বিষয়ে তাহাদের সে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় না। হিন্দু ও মুসলমান দুইটি ভিন্ন জাতি; তাহাদের ধর্মও পরস্পর বিভিন্ন। কিন্তু সামাজিক জীবনে বা গার্হস্থ জীবনে তাহারা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিয়া থাকে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য প্রণালীতে যোগদান করে; পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে; এবং পরস্পর পরস্পরের কার্যপ্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে তাহাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে তিরোহিত হইতেছে। সুতরাং এতদুভয় জাতির ধ্বংস-সাধনে, তাহার সমাধি স্থলে নূতন উপাদানে ভবিষ্যতে কোন একটি সাধারণ ধর্ম-প্রথা বা সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইতে পারিবে। ঘৃণিত শূদ্র জাতির—মারহাট্টা, গুর্খা, শিখ প্রভৃতি জাতির—প্রাধান্য হেতু গ্রাম্য কৃষককুল এবং নগর ও সহর সমূহের ইতর শ্রেণীর মধ্যে আরও অধিক মিশ্রণ সংসাধিত হইয়াছে। এইরূপে পুরাতত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পক্ষে কতকটা অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। কোন জাতির কথিত ভাষা অপেক্ষা, সেই জাতির ধর্ম-বিশ্বাস অনিশ্চিৎ বা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরব-দেশীয় ধর্ম-প্রবর্তক মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম কিংবা বেদ ও পুরাণতত্ত্ব প্রভৃতির কোনটিকেই অনেক স্থলে বিশুদ্ধ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে ধর্ম-প্রাণ মোল্লাগণ এবং শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অথবা উভয় ধর্মের ধনী এবং মহৎ ব্যক্তিগণই সেই সেই ধর্মের পবিত্রতা এ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। যে ক্ষমতা-বলে এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অসংখ্য ভারতবাসীর উপর ইংলণ্ড আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; ইংলণ্ড সেই ক্ষমতা বলেই এইক্ষণে ভারতবাসীর শাসন সংরক্ষণ করিতে সমর্থ। অধুনা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব লাভে অপরাপর জাতি তৎপ্রতি ঈর্ষা পরবশ হইতে পারেন; কিন্তু ইংলণ্ডের সুসন্তান সাহসী ইংরাজগণ প্রাচ্যখণ্ডে যে গুরুতর কার্যভার ইংলণ্ডের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, সেই গুরুতর কার্য সম্পাদনে ইংরাজদিগের ক্ষণকালের জন্য চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য। মানবের মঙ্গল-বিধানার্থ ইংলণ্ড যে মহৎ কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্পাদনার্থ

ইংলণ্ড অতি বিচক্ষণতার সহিত কার্য করিবেন; সকলের প্রতিই সহানুভূতি প্রদর্শিত হয়, ইংরাজগণের তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য; তাহা হইলে ইংরাজগণ উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হইবেন। ইংলণ্ডের রাজত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ; সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ ইংলণ্ডই মীমাংসা করিয়া দেন। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন এবং মানসিক বিপ্লব সাগরের বীচিবিক্ষোভে, সুবৃহৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষীণ বহিরাবরণ টলায়মান হইয়া পড়ে। কি সভ্যতালোকে, কি মধ্যবর্তিতার নিরপেক্ষতায়, সর্ববিষয়েই ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় মহত্বই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অধীনস্থ প্রজাবর্গের নিকট ইংলণ্ড কেবলমাত্র সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন; ইংলণ্ড কখনও প্রকৃতিপুঞ্জের অত্যধিক কৃতজ্ঞতা এবং অনুরক্তির উপর নির্ভর করিতে পারেন না। রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখিতে হইলে, ইংরাজদিগের বিচক্ষণ এবং সতর্ক হইতে হইবে; এবং চিরস্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন বর্তমান রাখিতে হইলে, সাম্রাজ্যের ক্ষণভঙ্গুর কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ প্রিয়দর্শন রাজপ্রাসাদ কিংবা উপাসনা মন্দির নির্মাণের পরিবর্তে, ইংলণ্ডকে তদপেক্ষা গুরুতর কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, ইংলণ্ড অদ্বিতীয় সৌন্দর্য-বিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মাণ করিতে পারেন; নদী, মহানদী প্রভৃতির উপর, তাঁহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেতু নির্মাণ করিতে সক্ষম; বিজ্ঞানবলে এবং অর্থের ঐন্দ্রজালিক মোহিনী-শক্তি সাহায্যে তাঁহারা পর্বত ভেদ করিতে সমর্থ। সেই সকল প্রাচীন জাতির ন্যায়, ইংরাজগণও বৈদেশিক রাজ্যে, প্রবল-পরাক্রান্ত 'হেরড দি গ্রেটের' ন্যায় নরপতি-কুল সৃষ্ট করিতে পারেন; তাঁহাদের শিক্ষা কৌশলে ফ্লেভিয়াস জোসেফাসের ন্যায় খ্যাতনামা ঐতিহাসিক দৃষ্টিগোচর হওয়াও সম্ভবপর। কিন্তু ভট্টিজার্ণের আহ্বানে হেঙ্গিষ্ট যেরূপ তাঁহার অনুগত হইয়াছিলেন, এবং সিয়াগ্রীয়স যেমন ক্লভিসের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, প্রাচীন রোমের ন্যায়, ইংলণ্ডের সারা জীবনেও সেরূপ ঘটিবে কিনা সন্দেহস্থল। ইংলণ্ড অপর একজন 'সিম্বেলিন'কে সভ্য জীবনের রমণীয়তা শিক্ষা দান করিতে পারেন; ইংলণ্ডের প্ররেচেনায় অপর একজন এটেলাস, পারগেমাসের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে;—অর্থাৎ বর্তমান সময়েও ইংলণ্ডের শিক্ষা-গুণে অসংখ্য বীরপুরুষ, অদ্বিতীয় কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন কবি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতে পারেন,—তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সমুদায় অতি সহজেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে যে সকল জাতি গঠিত হইবে, তাহাদের মধ্যে যাহাতে সেই সকল কবি এবং দার্শনিক অক্ষয়কীর্তি অর্জন করিতে পরেন;—এক্ষণে ইংলণ্ডের তাহাই করা কর্তব্য; ৬০ পুরুষ পরেও যাহা বর্তমান থাকিতে পারে, সেইরূপ আইন পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত; রোমের প্রাচীন নীতি এবং গ্রীসের দর্শনশাস্ত্র যেমন খৃষ্টধর্মের সংস্কার সাধন করিয়াছিল, সেইরূপ বিজ্ঞান এবং নীতি-শাস্ত্রবলে ইংলণ্ডেরও, লোকের ধর্ম-বিশ্বাস এবং চিন্তা বৃত্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত। যে আদর্শের উপর ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত, সেই আদর্শের সমকক্ষ হইতে, অথবা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব

লাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই সকল বিষয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং আশা-বীজ রোপণ করা, ইংলণ্ডের একমাত্র কর্তব্য।৬১

৬১। বর্তমান সময় পর্যন্ত ইংলণ্ড, ভারতবাসীর মনে কোন স্থায়ী-চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। তবে ইংরাজগণ ভারতে অত্যাবশ্যকীয় সামরিক পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, বিচক্ষণতার সহিত নানা ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত সম্পন্ন করিয়া, শাসনক্ষম শক্তি বলিয়া গর্বিত হওয়ার পক্ষে তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

তথাপি ইংরাজদিগের প্রতিভা-শক্তি তখনও ভারতবাসীর মন অধিকার করিতে পারে নাই; কিংবা ভারতবাসীর অন্তর তাহাতে পরিপূর্ণ হয় নাই। শিক্ষিত পণ্ডিতগণ যতদিন সংস্কৃত এবং পারস্য (Arabic) ভাষায় জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে সমর্থ না হইবেন, ততদিন ভারতবর্ষ ইউরোপীয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে না; সুতরাং অধ্যাবসায়ের সহিত এই দুইটি ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য। বস্তুতঃ, সেই ভাষাদ্বয়ের সারসত্ব হেতুই যে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা নহে; পরন্তু শিক্ষা দিবার পক্ষে সেই ভাষাই একমাত্র উপায়স্বরূপ। স্ব স্ব অভ্যস্ত ভাষায় প্রকাশিত হইলে, "জিমনসফিষ্ট" বা ভারতীয় দার্শনিক এবং উলেমাগণ, গণিত এবং তর্ক-শাস্ত্র সম্পর্কীয় সর্বপ্রকার বিষয়েই সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন। এবং তাঁহারা যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আবশ্যকমত তাহাও জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন। বর্তমান সময়ে অসম্পূর্ণ বঙ্গ-ভাষার সাহায্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তনে, অতি ধীরে ফল লাভ হইবে। সম্ভবতঃ শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গের বিদ্বেষ-ভাব বশতঃই এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। এরূপ প্রচারে কখনও সিদ্ধিলাভ হইবে না। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্ত ও চিত্র প্রভৃতি দ্বারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিয়া বিশদভাবে সর্ব-সাধারণের গোচরীভূত করিতে পারিলে, হয়তো কোনরূপ ফললাভ হইতে পারে। আংশিক বা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অধিকাংশ স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের ন্যায় অসম্পূর্ণ ও অবিশুদ্ধ বর্ণনায় উদ্দেশ্য সাধন হইবে না। এই সমুদায় সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত গ্রন্থের প্রতিলিপি, সংস্কৃত অথবা পারস্য ভাষায় মুদ্রিত হইলে, শিক্ষিত ভারতবাসীর গর্ব অতি সহজেই খর্ব হইত।

টোলেমির জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং ইউক্লিডের জ্যামিতি, সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত হওয়ায়, উহা ব্রাহ্মণগণের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দিষ্ট হয়। বর্তমান যুগে যাঁহারা উন্নতি বিধানে যত্নপর হইয়াছেন, তাঁহারা যেন সে বিষয় কখনও বিস্মৃত না হন। লাটিন ভাষার সাহায্যে, কপারনিকাস, গ্যালিলিও, বেকন এবং নিউটন প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ পদার্থ বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ যাঁহারা খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা বিখ্যাত এবং বহুবিস্তৃত রোমান এবং গ্রীক ভাষাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন; প্রাচীন হিব্রু ভাষা এবং গল, সিরিয়া আফ্রিকা এবং এশিয়া মাইনরের অসম্পূর্ণ ভাষাসমূহ তাঁহারা কখনও গ্রহণ করেন নাই। উভয় পক্ষেই সেই নব-গৃহীত ভাষায় ধর্ম প্রচারিত হইত। তাহাতে ওরিজেন, আইরেনিয়স, টার্টুলিয়ন এবং রোমের ক্লিমেন্টের ধর্মবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং আরও আধুনিক দার্শনিকগণের ধর্ম-বিশ্বাসও তাহাতে বর্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। সেইরূপ ভারতবর্ষেও সংস্কৃত, আরবী এবং পারসী ভাষার সাহায্যে সর্ব বিষয়ই জনসাধারণের গোচরীভূত করা যাইতে পারিত, এবং তর্ক-শাস্ত্রের প্রমাণসমূহ আরও সঠিক হইত।

স্থানীয় এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-দান হওয়ায়, কলিকাতা সহরে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় অনেকটা সুফল ফলিয়াছে। প্রধানতঃ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকদিগের অধ্যবসায় এবং কার্যকুশলতার গুণেই ভিন্ন ভিন্ন পরিবার এবং বংশের ও জাতির ভারতীয় বালকগণ, মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। পূর্বে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বক্ষ্যমান প্রসঙ্গে তাহার বিরুদ্ধবাদী বলিয়া মনে হয় না; তাহাদের সত্যতা প্রমাণের পক্ষে এ সমুদায় বিশেষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কলিকাতায় ইংরাজের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ঐশ্বর্যবিভবে, জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তায় এবং রাজনৈতিক উন্নতিতে সেই ইংরাজ-

কিন্তু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া, রাজ্য রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিতে না পারিলে, ইংলণ্ড কিছুই করিতে সমর্থ হইবেন না। এ পর্যন্ত ইংরাজগণ কেবল প্রাধান্য বিস্তারেই যত্নবান ছিলেন; রাজ্যরক্ষার জন্য তাঁহারা কোন বন্দোবস্তই স্থির করিতে পারেন নাই। এ পর্যন্ত তাঁহাদের ক্ষমতা কেবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছিল। তাহারা মোগল এবং মারহাট্টাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং দূরবর্তী মিত্ররাজকে সাহায্য প্রদান করিয়া, তাঁহার রাজ্যের সন্নিকটস্থ দোর্দান্ত-প্রতাপশালী শত্রুকে দমন করিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ড মহত্বের উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিয়াছেন। অধুনা ইংলণ্ডের নামে সকলেই ভীত হইয়া থাকে; কেহই আর বন্ধুভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করেন না। পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া, ভারতের রাজন্যবৃন্দ এক্ষণে রাজ্য কিংবা যশ অর্জ্জন করিতে অক্ষম। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে সেই রাজন্যবৃন্দের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং স্বাভাবিক শত্রুভাব আপনাআপনিই দূরীভূত হইবে। শাসনকর্তার প্রকৃত শক্তি পরিচালনা না করিয়াই তাঁহারা রাজপদে সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিবেন। হর্ষোৎফুল্ল অগণিত নক্ষত্র-মণ্ডল-পরিবৃত সুধাকর যেমন হাসিতে হাসিতে নৈশ-গগনে উদিত হইয়া স্নিগ্ধ কিরণ-বর্ষণে দিঙ্মণ্ডল পুলকিত করিয়া তুলে; ইংলণ্ডও তেমনি অধীনস্থ রাজন্যবৃন্দ পরিব্যাপ্ত হইয়া, নৈশ-গগনের চন্দ্রের ন্যায় পরিশোভমান হইবেন; ভারতবাসী, ইংলণ্ড এবং ভারতীয় রাজন্যবৃন্দকে নক্ষত্র পরিবৃত চন্দ্রের সহিত তুলনা করিবে। অন্যপক্ষে, অসীম প্রতাপ-শালী দিবাকরের অসহনীয় মধ্যাহ্ন কিরণে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না; ভারত-বাসী, ইংলণ্ডকে সূর্যের সহিত কখনও তুলনা করিবে না। মনুষ্য মাত্রেই ক্ষমতা এবং শান্তি লাভের ইচ্ছা করে; সকলেই খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হইতে চায়। যাহারা দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ঘৃণা করিত, তাহাদেরই মনে সেই ভাবের উদয় হইত। ইংরাজগণ অনতি-বিলম্বে ভারতীয় রাজন্যবর্গের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল আরম্ভ করিল;—তাহাতে অনুচর রাজন্যবর্গ মনে ভাবিতে লাগিলেন,—বাধা প্রদানের চেষ্টা করা বৃথা। ইংরেজগণ তাঁহাদিগকে আর অসভ্য বর্বর বলিয়া ঘৃণা করেন না, কিংবা তাঁহাদের প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ বিদ্বেষ ভাবও নাই; অধিকন্তু তাঁহারা শাসন-সংরক্ষণে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টে কতকটা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ পর্যন্ত ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালীতে প্রধানতঃ কেবল বণিক সম্প্রদায়েরই উন্নতি সাধিত হইয়াছে; সেই বণিক-সম্প্রদায়ের মঙ্গল-বিধান-কল্পেই যেন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এতকাল রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণ ইংরাজ সমাজে স্থান পান না; বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন কার্যেই তাঁহারা নিযুক্ত হইতেন না। দরিদ্র কৃষককুল সময়ে

দিগের প্রাধান্য-প্রভাব অধুনা অনেকাংশে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এই মানসিক প্রাধান্য এত সহজে নষ্ট হইয়াছে যে, রাজধানী হইতে ৫০ মাইল দূরত্বের মধ্যবর্তী সহর সমূহে, তাহা আদৌ অনুভূত হয় না। কাশী, দিল্লী, পুণা, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের ন্যায় জনাকীর্ণ স্থানসমূহে সে প্রাধান্য-স্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত করা সহজ-সাধ্য নহে।

সময়ে উৎপীড়িত হইত; অত্যাচারিগণ তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিত; সর্বস্বান্ত হইয়া তাহারা অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিপতিত হইত; কখনও কখনও তাহারা আবার শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিত। বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের শাসনে এ সমুদায় বিভীষিকা দূরীভূত হইল বটে; কিন্তু, মঙ্গল-বিধায়ক হইলেও, অনুপযোগী পীড়াদায়ক আইনের ফলে, এক্ষণে তাহারা সময় সময় বিশেষরূপ উৎপীড়িত এবং সর্বস্বান্ত হইতে লাগিল।[৬২] তাহারা অত্যধিক করভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িল; কিন্তু সর্বত্র তুল্যাংশে সে কর সংস্থাপিত হইল না। গবর্ণমেন্টের আবশ্যকীয় রাজস্বের জন্য জমির উপরেই প্রধানতঃ সেই কর নির্দ্ধারিত হইতে লাগিল।[৬৩] কৃষক-সম্প্রদায় তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল; গবর্ণমেন্টের

৬২। ভারতীয় পুলিশ-সম্প্রদায় দুশ্চরিত্র এবং প্রজাপীড়ক। তাহারা প্রজাপীড়ন, উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যান্য অসৎ কার্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঠগ, ডাকাইত, দলবদ্ধ নরহন্তা এবং দস্যু সম্প্রদায়ের তথ্যানুসন্ধানের জন্য যে সমুদয় কার্যালয় এবং স্থায়ী বিধি ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার ফলে, অনতিবিলম্বে দেশমধ্যে পাপস্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। এক দিকে দলবদ্ধ অপরাধী ব্যক্তিগণের অত্যাচার-উৎপীড়ন যেমন বৃদ্ধি হইত, অন্যদিকে এই সমুদয় ব্যবস্থার ফলে, পাপাসক্ত ব্যক্তিগণ তেমনই প্রশ্রয় পাইত। পাপ-কার্য নিবারণে এবং পাপী অপরাধীদিগের শাস্তি-বিধানে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে অক্ষম এবং নিস্তার্হ। সত্য বটে, সৈনিক বিভাগ সম্পর্কীয় শক্তি-সামর্থে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট অদ্বিতীয় এবং অসীম ক্ষমতাশালী; কিন্তু দেশবাসীদিগের ধন-সম্পত্তি রক্ষাকল্প সম্বন্ধে, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাহীন। যাহাতে প্রকৃতি-পুঞ্জ ধনে-প্রাণে নিরাপদে বাস করিতে পারে, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সেরূপ ব্যবস্থা বিধানে সম্পূর্ণ অপারক। ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে ইংলণ্ড এত অনভিজ্ঞ যে ইংলণ্ডবাসিগণ অনায়াসেই অর্থ-লোলুপ বেতন-ভুক কর্মচারী সম্প্রদায়ের উপরই তাঁহারা প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকেন; যাঁহারা ইংলণ্ডের ক্ষমতা-প্রাধান্যে ভীত হইয়া থাকে, অথচ যাহারা ইংলণ্ডের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন বা ঘৃণা পরবশ, সেই সমুদায় লোকের হস্তেই আভ্যন্তরীণ সুশৃঙ্খলা বিধানের ভার অর্পিত হয়; তাহারা অতি সহজেই নিঃসঙ্কোচে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টকে প্রতারিত করিয়া থাকে। দেশে সু-বিচার, সু-শাসন এবং সু-শৃঙ্খলা প্রবর্তিত করিতে হইলে, এখনও দেশের লোক এবং বহুসংখ্যক বেতন-ভুক কর্মচারী নিযুক্ত করা বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্তব্য। মধ্যবিত্ত বা মধ্যমশ্রেণীর জোতদারদিগের উপর কতকাংশে শাসন-ভার বা জামীনের ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত; এবং অপরাপর সকলের উপর তাহাদের আপনাপন 'পরগণা' বা জেলাসমূহের (Hundreds and shires) 'জুরি' বা 'পঞ্চায়ৎ' সম্প্রদায় গঠন করার ভার অর্পণ করিতে হইবে। তাহারাই তত্রত্য স্থানের শাসন-সংরক্ষণের কার্য সম্পন্ন করিবে। এইরূপ সীমার মধ্যে থাকিয়া, অন্যান্য দেশের জমিদারবৃন্দের ন্যায় ভারতীয় জমিদারগণও সাধারণের মতের অনুগমন করিতে বাধ্য হইবেন (এতৎসম্বন্ধে কতকগুলি যথাযথ মন্তব্য সম্বন্ধে লেফটনাণ্ট কর্ণেল স্লিমাণ প্রণীত, "ভারতীয় কর্মচারীর পূর্বস্মৃতি এবং অসম্বদ্ধ মন্তব্য" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য;—See Lieutenant Colonel Sleeman's Rambles and Recollections of an Indian Official, ii 313 &c.)

৬৩। বৃটিশ ইণ্ডিয়ার সাধারণ রাজস্ব হিসাবে নিম্নলিখিত অনুপাত অনুসারে ভূমির রাজস্ব পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে;—

বঙ্গদেশ—২/৫; বোম্বাই—২/৩; মান্দ্রাজ—৩/৪; আগ্রা—৪/৫। গড় হিসাব—মোটের উপর ৩/৫।

ইউরোপের কতকগুলি রাজ্যে নিম্নলিখিত অনুপাত অনুসারে রাজস্ব নির্দিষ্ট আছে;—

ইংলণ্ড—১/২৪; ফ্রান্স—১/৪; স্পেন—১/১৭ (হয়তো এই গণনায় কতকটা ভ্রম থাকিতে পারে) বেলজিয়াম—১/১১; প্রুশিয়া—১/১১; নেপলস্—১/৪; অষ্ট্রিয়া—১/২।

প্রতি তাহাদের কোনরূপ সহানুভূতি রহিল না। ভদ্রলোক সম্প্রদায় অন্তরে অন্তরে বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ ক্রোধপরবশ হইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে লাগিলেন; কেহ কেহ বা রাজপরিবর্তনের উদ্দেশ্য সাধনের আশায়

যুক্তরাজ্যের (ইউনাইটেড ষ্টেটস্) রাজস্বের অধিকাংশই প্রধানতঃ বাণিজ্য-শুল্ক হইতে সংকুলান হইয়া থাকে।

এ স্থলে হিন্দুদিগের পুরাতন আইন-পদ্ধতির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিংবা মুসলমানদিগের আধুনিক বিধি-ব্যবস্থা পুনরায় আলোচনা করারও কোন আবশ্যক নাই। অপিচ ব্রিগস্, মনরো, সাইক্‌স, হ্যালহেড এবং গালওয়ে প্রভৃতি মহাজনগণ নিজ নিজ অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইতে বক্ষ্যমান প্রসঙ্গের অধিকাংশ বিষয়ই মীমাংসিত হইয়াছে। ভারতবাসী কৃষকসম্প্রদায় পারিভাষিক অর্থে 'রাজস্ব' (Rent) প্রদান করে, কি 'কর' (Tax) প্রদান করিয়া থাকে তদ্বিষয় আলোচনারও কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, প্রকৃতপ্রস্তাবে নিশ্চিত জানা যাইতেছে যে.—(১) গবর্ণমেণ্ট (বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, জায়গীরদার বা প্রতিনিধি) প্রায় অধিকাংশ স্থলেই, উৎপন্ন শস্যের উদ্‌বৃত্ত অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং (২) যে স্থানে গবর্ণমেণ্টই মালিক অর্থাৎ খাসমহালে, মূলধন দ্বারা কূপ খনন কি অন্য কোন সুবিধা প্রদান করিয়া, গবর্ণমেণ্ট আপন কর্তব্য পালন করেন না; ইংলণ্ডে শস্যাগার এবং পয়ঃপ্রণালী বর্তমান থাকায়, সঙ্কট সময়ে তত্রত্য কৃষকসম্প্রদায় বিশেষ উপকৃত হইয়া থাকে; ভারতে সেরূপ প্রথা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কতিপয় স্বদেশ-পরায়ণ প্রাচীন জমিদার ব্যতীত ভারতের অনেকেই জমির উৎকর্ষ সাধনে অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন না। পুনশ্চ, অধিক পরিমাণ অর্থলাভের আশায়, অল্পসংখ্যক সঙ্গতিপন্ন অহিফেন এবং শর্করা ব্যবসায়ী জমির উৎকর্ষ সাধনে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি অথবা দরিদ্র প্রজা প্রকাশ্যতঃ গবর্ণমেণ্টের নিকট, কিংবা রাজস্ব-সংগ্রহকারীর হস্তে কর প্রদান করিয়া থাকে; যে পরিমাণ শস্যে বীজ সংগ্রহ হইতে পারে, মোটামুটি আহার্য সংস্থান হয়, এবং ভূমিকর্ষণের নিমিত্ত সাধারণ আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, রাজস্ব পরিশোধান্তে প্রত্যেক গৃহস্থই সেই পরিমাণ উদ্‌বৃত্ত শস্য প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কোন উপায় না থাকায় তাহারা কেউই জমির উন্নতি বিধানে ব্যায়-বাহুল্য করিতে সমর্থ হয় না।

সুতরাং ইংলণ্ডের কর্তব্য.—(১) পরিবর্তিত হারে কর সংস্থাপন করা, (২) জমির রাজস্ব পরিমাণ হ্রাস করা, এবং (৩) প্রজাবর্গের চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রদান করা। এই কৃষক-সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে গবর্ণমেণ্টের কোর্‌ফা প্রজা স্বরূপ। বস্তুতঃ, ইংলণ্ডের প্রজাকুল পূর্বোক্ত সমুদায় সত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক সম্পত্তি কোন নির্দিষ্ট নিয়মে বিভক্ত হওয়া আবশ্যক, এবং তাহার নির্দিষ্ট সীমা নিরূপণ করা কর্তব্য। এইরূপ পদ্ধতিতে অতি সহজেই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। প্রত্যেক ভূম্যাধিকারীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি প্রদান করিতে হইবে; সেই ভূম্যধিকারী আপনার ইচ্ছানুসারে তাহা বিলি করিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহাকে সে সম্পত্তি বিক্রয়ের কোনই ক্ষমতা প্রদান করা হইবে না; তিনি কেবল উৎপন্ন শস্যের বিক্রীত মূল্যই ব্যয় করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের ভূম্যধিকারী স্বত্ব বিষয়ে কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতর্ক ও মন্তব্য সম্বন্ধে লেফটনান্টকর্ণেল স্লিমান কৃত "ভারতীয় কর্মচারীর পূর্বস্মৃতি এবং অসম্বদ্ধ মন্তব্য" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। (See Lieutenant-Colonel Sleeman's "Rambles and Recollections of an Indian Official" i. 80 etc.; and ii, 346 etc.) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বর্তমান সময়ে যে হস্তান্তর বা পরিবর্তন প্রথা প্রচলিত আছে, সেই হস্তান্তর বা পরিবর্তন প্রথায় রাজস্ব-সংক্রান্ত বিবরণ সম্বন্ধে বর্তমান লেফটনান্ট-গবর্ণরের 'সেটলমেণ্ট' কর্মচারিগণের প্রতি আদেশ এবং রাজস্ব-প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য দ্রষ্টব্য। (Lieutenant-Governor's "Directions for Settlement Officers" and his "Remarks on the Revenue System."

উৎফুল্ল হইলেন। বস্তুতঃ, তাঁহাদের এইরূপ কামনায় অজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। একমাত্র বণিক-সম্প্রদায়ই আপনাদিগের ধন-সম্পত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া অনুপম সুখ লাভ করিয়া থাকে।[৬৪] তাহারা মনে করে,—যদি গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কর্মচারী নিযুক্ত না করেন, অথবা উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়া সম্মানিত না করেন, তাহা হইলেই তাহাদের ধনাগমের পথ উন্মুক্ত; এবং মহাসুখে নির্বিঘ্নে ধনসম্পত্তি ভোগদখল করিতে সমর্থ।

ভারতীয় রাজা, জমিদার, কৃষক সম্প্রদায়কে পুরুষানুক্রমে অধীনতপাশে আবদ্ধ রাখিতে হইলে, বিপুল অর্থ-সামর্থের আবশ্যক। বর্তমান সময়ের সামরিক প্রথারও উন্নতি বিধান করিতে হইবে। অসংখ্য দুর্গ এবং গড় নির্মিত করা কর্তব্য; সময় সময় তথায় সৈন্যদল অবস্থিতি করিবে।[৬৫] ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশসমষ্টির সংমিশ্রণে স্বতন্ত্র-

৬৪। লেফটনাণ্ট কর্ণেল স্লিমান মনে করেন,—(Rambles of an Indian Official, ii. 175) ইংরাজগণ জনসাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হন নাই। দেশের কৃষক-সম্প্রদায় এবং জমিদারবর্গ ভারতীয় অন্যান্য শাসনকর্তার প্রতিও সন্তুষ্ট ছিল না; এক্ষণে তাহারা ইংরাজদিগের প্রতিও সন্তুষ্ট নহে।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অথবা অন্য কোন শাসনকর্তার পদ-সামর্থের বিষয় ভাবিতে গেলে, একটি বিষয় সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। শিখ সম্প্রদায় এবং কতকাংশে পশ্চিম ভূভাগের রাজপুত ব্যতীত কোন কৃষক সম্প্রদায়, মুসলমান জাতি এবং কতকাংশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি, দেশের শাসন-কার্যে যোগদান করিত না; কিংবা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে উদ্বুদ্ধ হইত না। নগর ও জনপদসমূহের অধিবাসীগণের অধিকাংশই স্বদেশী কিংবা বিদেশী শাসনকর্তার অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল। যাহারা ইংলণ্ডের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ, তাহাদের অধিকাংশই করদাতা; তাহাদের দ্বারা ইংলণ্ডের শক্তি-সামর্থ কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই। উৎপন্ন শস্যের যে পরিমাণ অংশ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হন, কোন বিদ্রোহের সময় অথবা রাজ্যজয়ের পর, অন্য কোন শক্তিকে সেই রাজস্ব তাৎকালিক রাজদণ্ডপরিচালনাকারিকে বা শাসনকর্তাকে প্রদান করিয়া অধীনস্থ প্রজাবর্গ আপনাদিগকে অন্যান্য কর্তব্য, ধর্মবন্ধন এবং দায়িত্বের হস্ত হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করে। এই সমুদায় ভীরু প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি ন্যায়পর এবং কৃপাপরবশ হওয়া ইংলণ্ডের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু কলহ-প্রিয় সৈনিক জাতিকেই প্রধানতঃ কার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে; কখনও বা তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। এই সমস্ত যোদ্ধৃজাতি বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিতে, এবং প্রভুত্বলাভে সর্বদাই যত্নবান হইয়া থাকে।

৬৫। বস্তুতঃ, ইংরাজদিগের বল প্রকাশের স্থান অতি অল্পসংখ্যক। সৈন্য স্থাপনের জন্য তাঁহাদের গড়ের সংখ্যা অতি কম। এমন কি, সামান্য নিরাপদ স্থান,—অস্ত্র-শস্ত্রাগার এবং যুদ্ধোপকরণ আহরণের বা রাখার জন্য সুরক্ষিত স্থান ইংরাজদিগের নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ভারতে ইংরাজদিগের সামরিক প্রথার এই একটি প্রকৃত মৌলিক দোষ। বিপ্লবকালে কিংবা সামরিক প্রক্রিয়া বা যুদ্ধ সময়ে সাধারণ জ্ঞানে বিস্তৃত শস্যাগারের অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হয়; অধিকন্তু যে দেশে ধনী ব্যক্তির নিকট গবর্ণমেণ্ট কোন সাহায্য প্রাপ্ত হন না, কিংবা সেই ধনবান সম্প্রদায় সাধারণের মতামত গ্রাহ্য করেন না, এবং যে দেশে অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ সচরাচর ঘটিয়া থাকে, সে দেশে শস্যাগার থাকিলে এইরূপ সঙ্কটকালে শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার পক্ষেও অনেকটা বাধা প্রদান করিতে পারে। ভারতীয় রাজগণের মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত; কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেক নিয়ম-প্রণালীর কোন না কোন হেতু বর্তমান রহিয়াছে।

রূপে বহুসংখ্যক সৈন্যদল গঠন করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।৬৬ এইরূপ অসংখ্য দুর্গ, গড় এবং বহুসংখ্যক সৈন্যদল গঠনেই ইংলণ্ডের প্রাধান্য বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে; এবং তাঁহাদের আক্রমণকারী শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইবে। সমাজ ও ধর্মে উত্তরোত্তর যে পরিবর্তন সংসাধিত হইতেছে, এবং শিখধর্মই যে পরিবর্তনের মূল আদর্শ, সেই ধর্ম-সংস্কার এবং সমাজ পরিবর্তন সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সর্বদা সতর্ক থাকা কর্তব্য,—অভিনিবেশ সহকারে তাহা নিরীক্ষণ করা বিধেয়। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অধুনা এক নূতন ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বা মুসলমান ধর্মের পূর্বতন রীতি-পদ্ধতি সকলেই পরিহার করিতে চেষ্টান্বিত। সকলেই ভবিষ্যতের সুখ এবং বর্তমানের শান্তির আশায় নূতন ধর্মমতের প্রতীক্ষা করিতেছে; কোন এক স্বর্গীয় শক্তির করুণা লাভের জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়া আছে। দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী নীতির মধ্যে সেই নূতন ভাব-প্রবাহ এক্ষণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। শিখদিগের বাহুবল প্রভাবে নানক এবং গুরু গোবিন্দের ধর্ম সর্বত্র সম্মানিত হইবে; তাহাতে মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত সুখ-তৃষ্ণা

৬৬। শিক্ষিত সৈন্যদলের স্বতন্ত্র একটি জাতি অথবা কোন একটি শাখা-সম্প্রদায় গঠন করিতে ইংরাজগণ কখনও সমর্থ হন নাই। একমাত্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই তাঁহারা এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য হইয়াছিলেন;—তথায় সিপাহী সৈন্য আপনাপন দল মধ্যেই কালযাপন করিত। একদিকে যখন সৈন্যদলের মধ্যে প্রথম 'কোম্পানী' গঠনের পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল, এবং অন্যদিকে যেমন বৈদেশিক শক্তির অভ্যুদয় হইতে লাগিল তখন সিপাহীদিগের যেরূপ সামরিক শক্তিসামর্থ্য ছিল, এক্ষণে ভারতীয় সিপাহীগণের আর সেরূপ শক্তি সামর্থ নাই।—তখন সিপাহীদিগের মনে যেমন যুদ্ধ-লালসা স্বতঃই জাগিয়া উঠিত, অধুনা তাহাদের সে সামরিক তেজঃশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে;—প্রথমতঃ, এক্ষণে দেশের সর্বত্র শান্তি বিরাজমান; দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে বহুসংখ্যক ইতর জাতীয় ভীরু ব্যক্তিদিগকে সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করা হইতেছে; হয়তো তাহারা সদ্ব্যবহারেই সন্তুষ্ট। কোন কোন স্থলে বা ধূর্ত ব্রাহ্মণদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করার প্রথা বর্তমান রহিয়াছে; কারণ ব্রাহ্মণগণ সহজেই অধীনতা স্বীকার করে; তাহারা বিদ্বান এবং বিচক্ষণ। তৃতীয়তঃ, একাধিপত্য এবং একইরূপ শাসন-প্রণালী দেশের সর্বত্রই প্রচলিত; এবং সেইরূপ শাসন-প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিতেই সর্বদা চেষ্টা হইয়া থাকে। ভারতবাসী সকলেই কোনও না কোনও দলের পক্ষপাতী। অব্যবহিত অধিনায়কের প্রতি তাহারা যাহাতে অনুরক্ত হয়, তৎপক্ষে ভারতবাসীকে উৎসাহিত করা কর্তব্য। ইংরাজ-সেনায়ক যেরূপ গবর্ণমেন্টের প্রতি অনুরক্ত, ভারতবাসীকেও তেমনই গবর্ণমেন্টের প্রতি অনুরক্ত রাখিতে হইবে। যাহারা কোনও জাতি বা বংশের অধীন ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত, অথবা যাহারা জায়গীরদার কিংবা বেতনভোগী দলপতিদিগের প্রতি আসক্ত, তাহারা কখনও রাজনীতির গূঢ় উদ্দেশ্যে, বিস্তৃততম বিশ্বাস বলে পরিচালিত হয় না; সেই সৈন্যদলের ইংরাজ-পরিচালক-গণের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন যোদ্ধজাতিকে লইয়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সৈন্যদল গঠিত হইলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সম্ভাবনা। তাহাতে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাহাদের অন্তরে উচ্চ সামরিক আদর্শ বিস্তার করিতে হইবে। ইংরেজ যদি নিম্নশ্রেণীর যোদ্ধজাতির সহিত মিলিতে না চায়, অথবা ধর্মসংস্কারকরূপে তাহাদের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিতে না পারে, তাহা হইলে দেশের মধ্যে যে চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত, তদনুযায়ী শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়া অধিকৃত রাজ্য রক্ষা করিবে।

পরিতৃপ্ত হইবে,—ভারতের সর্বত্রই সেই ভাব পরিস্ফুট। কিন্তু এক্ষণে শিখগণ পার্থিব শক্তির কঠোর হস্তে সংহত হইল; নূতন জাতির অভ্যুদয়ে সর্বত্র নূতন ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোপ পাইতে লাগিল। কিছুকাল পর্যন্ত এই বিশৃঙ্খলাস্রোত বর্দ্ধিত রহিল। নূতন নূতন উচ্ছ্বাসে মনে নূতন নূতন চিন্তা স্থান লাভ করিল। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, হয়তো কোন সময়ে কোন অজ্ঞাত-নামা অবতার জন্মগ্রহণ করিয়া, নূতন ধর্মনীতি প্রচার করিবেন; তাহাতে জেন্দাভেস্ত এবং সিবিলাইন লিভস্-এর অতল-তলে বিস্মৃতি-সাগরে বেদ এবং কোরাণ প্রবর্ত্তিত ধর্মকে নিক্ষেপ করিবে। কিন্তু তাহাতে জ্ঞান এবং সন্নীতির একটি আলোক-রেখা সম্ভবতঃ বিলীন হইবে না; যে বিশ্বাস বলে খৃষ্টধর্মাবলম্বী শাসনকর্ত্তগণের সভ্যতা সমলঙ্কৃত, সেই জ্ঞাননীতিই তাহার প্রবর্তক। আশাকরি, ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী নিষ্ফল হইবে না। যে কারণে ভারতে অসংখ্য প্রজার প্রাণে ব্যাথার সঞ্চার হয়, তাহার নিগূঢ় তথ্য অনুসন্ধান করিয়া, সেই ব্যথা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিলে, ইংলণ্ডের যশোগৌরবের নবীন জোতি উদ্ভাসিত হইবে;—ইংলণ্ড বংশপরম্পরার নিকট কৃতজ্ঞতা লাভ করিবে। যাহাতে দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হয়, তদ্রূপ বিধি-বিধানের প্রবর্তনায় লোকের উদ্বেগ-অশান্তি দূর করিতে পারিলে, নূতন উদ্দীপনায় নূতম পথে পরিচালিত হইয়া, জনসাধারণ নিঃসঙ্কোচে সত্য-ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করিবে; এবং স্বাধীনতা ও উন্নতিবিধায়ক সভ্য গবর্ণমেণ্টের অনুগত হইবে, সন্দেহ নাই।

উপসংহার

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ।

১৮৪৭—৪৮।

[পূর্বস্মৃতি ;—মুলরাজের দেওয়ানী পদ পরিত্যাগে সঙ্কল্প ;—পদত্যাগের কারণ ;—রেসিডেণ্ট লরেন্সের প্রতিজ্ঞা ;—ইংরেজের বিশ্বাস-ঘাতকতা ;—ব্রিটিশ সৈন্য সাহায্যে খাঁ সিংহের দেওয়ানী পদ লাভের চেষ্টা ; আহত ব্রিটিশ কর্মচারিদ্বয় ;—ইদ্‌গায় ব্রিটিশ পক্ষের অবস্থান ;—মুলরাজকে আত্মসমর্পণের আদেশ ;—মুলরাজের অস্বীকৃতি ও দলপুষ্টি ; শিখগণের ব্রিটিশ-পক্ষ পরিত্যাগ ;—বিভীষিকায় ব্রিটিশ-পক্ষের আত্মরক্ষার চেষ্টা ;—উন্মত্ত জনসাধারণ কর্তৃক ইদ্‌গা আক্রমণ ;—ইংরেজ কর্মচারিদ্বয়ের হত্যা ও খাঁ সিংহের বন্দিত্ব ;—দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সূচনা ; —কার ত্রুটির কি পরিণাম !]

দিনমণি সান্ধ্যগগনে ঢলিয়া পড়িলেন ; সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে সংসার গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইল। পঞ্জাবের গৌরব-সূর্য রণজিৎ সিংহের লোকান্তরে গমন করিলেন ; পঞ্জাব ধীরে ধীরে অধীনতার আঁধারে আচ্ছন্ন হইল। প্রথম শিখযুদ্ধের অবসানে, সোব্রাওনে শিখ-সৈন্যের পরাজয়ে, এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারীর সন্ধিসর্তে, সেই আঁধার ঘনীভূত হইয়া আসিল। যে ষড়যন্ত্রের প্রভাবে দৃষদ্বতীর অনন্ত-সলিল-প্রবাহে হিন্দু-গৌরব নিমজ্জিত হইয়াছে ; যে ষড়যন্ত্রে সিরাজের বঙ্গ-সিংহাসন অনায়াসে ইংরেজের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছে ; সেই ষড়যন্ত্রই শিখ-সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। শিখ-কুল-কলঙ্ক লাল সিংহ ও তেজ সিংহ ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াই জন্মভূমিকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। সেই গৃহ-বিভীষণ-গণের চক্রান্তেই মুদ্‌কি, ফিরুসহর, আলিওয়াল, সোব্রাওন প্রভৃতির সংগ্রামে শিখগণ পরাজিত হইল। সেই ষড়যন্ত্রের ফলেই গোলাপ সিংহ প্রমুখ শিখ সর্দারেরা ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট সমীপে অবনত মস্তকে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। একদিন রণজিৎ সিংহের প্রবল প্রতাপের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া, গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো, সহকারী মেটকাফ্‌কে পাঠাইয়া, পঞ্জাবের সহিত সখ্যতা-স্থাপনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন ; আর আজ সেই পঞ্জাব, চক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া বৃটিশের দ্বারে সন্ধি-প্রার্থী হইয়া তাহার পদানত হইল। কালের কি বিচিত্র গতি। সোব্রাওনের যুদ্ধের পর, সন্ধিসর্তে বন্দোবস্ত হইল, —দলীপ সিংহ নাম মাত্র পঞ্জাবের শাসনকর্তা রহিলেন ; তাঁহার জননী রাণী ঝিন্দান বা চন্দ্রাবতী অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন ; ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট সার হেনরি লরেন্সের পরামর্শ অনুসারে রাজকার্য নির্বাহিত হইবে। এই সন্ধির ফলে, 'জলন্ধর দোয়াব' (শতদ্রু এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহ) ইংরেজগণ অধিকার করিয়া বসিলেন ; ইংরেজের

যুদ্ধের ব্যয়ভার, দেড় কোটী টাকা, পঞ্জাবকে বহন করিতে হইল ; লাহোরে একদল বৃটিশ -সৈন্য অবস্থিতি করিয়া শিখ-উন্নতির গতিরোধ করিল। একটী মন্ত্রিসভার (Regent Council) পরামর্শ অনুসারে পঞ্জাবের রাজ-কার্য নির্বাহ হইতে লাগিল। ব্রিটিশ-রেসিডেন্ট তাহার কর্তৃস্থান অধিকার করিয়া রহিলেন। শিখ-সৈন্যগণ, ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করিয়া, ইংরেজের নিকট রণ-কৌশল শিক্ষায় নিযুক্ত হইল। যাহারা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহাদিগকে পঞ্জাব হইতে স্থানান্তরিত করা হইল। এইরূপে প্রকারান্তরে ইংরেজের শাসনকার্য চলিতে লাগিল। ইংরেজের আশ্রয়ে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, দলীপ সিংহ পঞ্জাবের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবেন, —এই মাত্র প্রচার রহিল। ফলতঃ, প্রথম শিখ-যুদ্ধের পর পঞ্জাব নামে মাত্র স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইলেও, উহার অন্তর্গৌরব সম্যকরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

অতঃপর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন ; লর্ড ডালহৌসি ভারতের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। পঞ্জাবে সে সময়ে কোনই অশান্তির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের পূর্বে প্রকৃতি যেরূপ প্রশান্তভাব ধারণ করে তখন পঞ্জাবে যেন সেই প্রশান্তভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু রাজ্যলোলুপ ডালহৌসির পদার্পণে, পঞ্জাবের সান্ধ্য-গগনে সহসা একখণ্ড গাঢ় মেঘের সঞ্চার হইল। সোহান মলের পুত্র মূলরাজ, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মূলতানের দেওয়ান-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পিতার ন্যায় মূলরাজ উচ্চাভিলাষী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহাকে দেওয়ান-পদে অভিষিক্ত করিবার সময় লাহোরের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট এক লক্ষ টাকা 'নজরানা' চাহিলেন। সে সময় লাহোরে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। সুতরাং মূলরাজ "নজরানা" পরিশোধ করিলেন না ; অধিকন্তু ন্যায্য রাজস্ব প্রেরণেও পরাঙ্মুখ হইলেন। এইবার তাঁহার প্রতি লাহোরের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি পড়িল ; তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য তাৎকালিক প্রধান মন্ত্রী লাল সিংহ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মূলরাজও তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেই সংঘর্ষে লাহোরের সৈন্যদলের পরাজয় হয়। অবশেষে ইংরেজগণ সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায়, মূলরাজের সহিত এক নূতন বন্দোবস্ত স্থির হইল। মূলরাজ কতকগুলি সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ; বাকী রাজস্ব প্রদানে স্বীকার করিলেন। এতদিন মূলরাজ যে পরিমাণ রাজ্য অধিকার করিয়া, যে পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করিতেন নূতন ব্যবস্থায় তাহার বহু ব্যত্যয় সংঘটিত হইল ; রাজ্যের পরিমাণ কমিয়া গেল ; কিন্তু রাজস্বের হার বৃদ্ধি পাইল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে শস্যোৎপত্তির সময় হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত শেষোক্ত বন্দোবস্ত প্রবল রহিল ; ঐ সময় পর্যন্ত মূলরাজ নূতন হারে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য হইলেন। এইরূপ কঠোর সর্তে বাধ্য হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিন্তু মূলরাজের দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইল। অতঃপর ১৮৪৭ নবেম্বর মাসে লাহোরে উপস্থিত হইয়া, মূলরাজ মূলতান -প্রদেশের দেওয়ানী-পদ পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তখন সার হেনরি লরেন্সের পরিবর্তে, তাঁহার ভ্রাতা মিঃ জন লরেন্স লাহোরে রেসিডেন্ট পদে

প্রতিষ্ঠিত। তিনি মূলরাজকে পদত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন,—পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিতে কহিলেন। কিন্তু মূলরাজ তাহা শুনিলেন না; তিনি যথারীতি লাহোর দরবারে পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিলেন। রেসিডেণ্ট লরেন্স সে পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর সম্বন্ধে বাধা দিলেন; মূলরাজের কয়েকটি সর্তে কোন-ক্রমেই স্বীকার হওয়া যায় না বলিয়া, তিনি আপত্তি তুলিলেন। এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল অতঃপর পুনরায় মূলরাজ রেসিডেণ্টের নিকট আর এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন; এবং তিনি যে কি জন্য দেওয়ানী পদ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, পত্রে তাহার দুইটী প্রধান কারণ উল্লেখ করিলেন। সে কারণ দুইটী এই;—প্রথমতঃ পঞ্জাবে নূতন বাণিজ্য শুল্ক স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহার রাজস্ব আদায়ে সমূহ বিঘ্ন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ,সংপ্রতি প্রজাবর্গ লাহোর-দরবারের নিকট পুনর্বিচার প্রার্থনার স্বত্ব লাভ করিয়াছে; তাহার ফলে, তাঁহার ক্ষমতা বিশেষ কমিয়া গিয়াছে; রাজস্ব সংগ্রহে তিনি আর কাহারও প্রতি কোনরূপ পীড়ন করিতে পারিতেছেন না। প্রধানতঃ শেষোক্ত কারণেই মূলরাজ পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত। যেহেতু, পূর্বে তাঁহার আয়ের পথ বিস্তৃত ছিল; কিন্তু এক্ষণে পুনর্বিচারের ক্ষমতা-হেতু সে পথ সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে ক্ষেত্রে মূলতান প্রদেশের কোনও অভিযোগে দরবার যদি আর কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে মূলরাজ পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত আছেন। যাহা হউক, তাঁহার এ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। সুতরাং তিনি পদত্যাগেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পরন্তু এই সময়ে রেসিডেণ্টের নিকট তিনি দুইটী প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন;—প্রথমতঃ, তাঁহাকে একটী 'জায়গীর' দেওয়ায় বিষয় স্বীকার করা হউক; দ্বিতীয়তঃ, তদ্বিষয়ে কোনও শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত, তাঁহার পদত্যাগ-পত্রের বিষয় গোপন রাখা হউক। 'জায়গীর' দেওয়া সম্বন্ধে রেসিডেণ্ট অবশ্য পাকাপাকি কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না; পরন্তু ঐ প্রার্থনার বিষয় বিশেষরূপ বিবেচনা করা হইবে, এইমাত্র আশ্বাস দিলেন। তবে মূলরাজের পদত্যাগ-পত্রের বিষয় যে গোপন রাখা হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলেন। ঐ পদত্যাগ-পত্রের বিষয় রেসিডেণ্টের অধীনস্থ রাজনৈতিক বিভাগের কর্মচারিগণ এবং ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট মাত্র জানিতে পারিবেন, লাহোর দরবারকে ঐ বিষয় কদাচ জানান হইবে না,—তখন ইহাই স্থির হইয়া গেল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ সার ফ্রেডারিক কারি লাহোরের রেসিডেণ্ট পদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আগমনের পূর্বে মিঃ লরেন্স পুনরায় মূলরাজকে এক পত্র লিখিলেন; মূলরাজ এখনও যদি পদত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন, তিনি অনায়াসে আপন পদত্যাগ-পত্র ফিরাইয়া লইতে পারেন,—লরেন্সের পত্রের ইহাই মর্ম। কিন্তু মূলরাজের মানসিক দৃঢ়তা তখনও অক্ষুণ্ণ রহিল; তিনি পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অতঃপর নূতন রেসিডেণ্ট স্যার ফ্রেডারিক কারি মূলরাজের পদত্যাগ-পত্রের বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি দরবারের সহিত ঐ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে চাহিলেন। মিঃ লরেন্স কিন্তু তদ্বিষয়ে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিলেন; দরবারের নিকট ঐ পত্র গোপন রাখা হইবে বলিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু

ফ্রেডারিক সে আপত্তি শুনিলেন না। মূলরাজ পুনঃপুনঃ পদত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া তাঁহার পদত্যাগ-পত্র সার ফ্রেডারিক দরবারে উপস্থিত করিলেন। দরবারে সে পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর হইল। তখন খাঁ সিংহ মুলতানের নূতন দেওয়ান নির্বাচিত হইলেন। মুলতান যাত্রায় তাঁহার সাহায্যের জন্য দুইজন ব্রিটিশ-কর্মচারী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সেই সঙ্গে কতকগুলি সৈন্য-সামন্তও তাঁহার প্রহরীরূপে প্রেরিত হইল। দুই জন ব্রিটিশ কর্মচারীর একজন,—সিভিল সার্ভিসের মিঃ পি. এ. ভ্যানস্ এগ্‌নিউ, অন্যজন,—'প্রথম বোম্বে ফুসিলিয়ার' সৈন্যদলের লেফ্‌টেনাণ্ট ডব্‌লিউ এ এণ্ডারসন। লেফ্‌টেনাণ্ট এগনিউ একদল গুর্খা সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন; সেই সৈন্যদলে ছয় শত পদাতিক, পাঁচ ছয় শত অশ্বারোহী এবং এক দল গোলন্দাজ সৈন্য প্রস্তুত হইল। তৎকালে মুলতানে যে সমস্ত সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদিগকে লাহোরে আনয়ন করিয়া তৎপরিবর্তে সৈন্যদল প্রতিষ্ঠা করাই এই সৈন্যদল-প্রেরণের গূঢ় উদ্দেশ্য। সৈন্যদল স্থলপথে অগ্রসর হইতে লাগিল, এণ্ডারসন এবং এগ্‌নিউ জলপথে যাত্রা করিলেন। ১৮ই এপ্রিল তারিখে মুলতানের সমীপবর্তী 'ইদ্‌গা' নামক একটী প্রশস্ত অট্টালিকায় সৈন্যদলের সহিত তাঁহাদের সম্মিলন হইল। ইদ্‌গা অট্টালিকা মুসলমানদিগের নির্মিত; দুর্গের উত্তরাংশ হইতে গোলা বর্ষণ করিলে অনায়াসে সে গোলা অট্টালিকায় পৌঁছিতে পারে— মুলতানের এতই নিকটে ঐ অট্টালিকা অবস্থিত ছিল। নূতন দেওয়ান ও ইংরেজ-সৈন্য সহসা সেই অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ করায়, মূলরাজ বড়ই বিস্মিত হইলেন। ইংরেজ রেসিডেণ্ট তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গোপন রাখিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; অথচ সসৈন্য নূতন দেওয়ান মুলতান দখল করিতে আসিলেন;—ইংরেজের এ বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি মর্মে মর্মে আহত হইলেন। যাহা হউক, ঐ দিন (১৮ই এপ্রিল) দুই বার ইদগায় আসিয়া তিনি নূতন দেওয়ান ও ইংরেজকর্মচারিদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার আবেদন প্রভৃতি সম্পর্কেও নানা কথাবার্তা চলিল। অতঃপর সে প্রসঙ্গে আর কোনই ফললাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মূলরাজ অন্তরে দারুণ ব্যথিত হইলেন। কিন্তু তখন আর উপায় কি? অগত্যা নূতন দেওয়ানের হস্তে মুলতান-দুর্গ সমর্পণ করাই স্থির হইল।

পরদিন ১৯এ এপ্রিল প্রত্যুষে সর্দার খাঁ সিংহ এবং ব্রিটিশ-কর্মচারিদ্বয় মূলরাজের নিকট হইতে মুলতান দুর্গের স্বত্বাধিকার গ্রহণ করিলেন। দুর্গের সমস্ত চাবি তাঁহাদের হস্তগত হইল। দুই দল গুর্খা-সৈন্য দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল। নূতন শান্ত্রিদল দুর্গের প্রহরা-কার্যে নিযুক্ত হইল। সহসা এবংবিধ পরিবর্তনাদি সাধিত হওয়ায়, মুলতান-দুর্গের সৈনিকপুরুষগণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাইল; তাহারা দারুণ অপমানিত হইল বলিয়া মনে করিতে লাগিল। অতঃপর, ইংরেজ-কর্মচারিদ্বয়, বাক্‌চাতুর্যের বিকাশে, মুলতানের সৈন্যগণকে নূতন আশায় আশ্বাসিত করিয়া, প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সে অপমানের সময়, বৃথা লুব্ধ-আশ্বাসে সৈন্যগণের উত্তেজনা নিবারিত হইবে কেন? মূলরাজের সৈন্যগণ অনেকেই ক্ষেপিয়া দাঁড়াইল। কটক পার হইয়া মিঃ এগনিউ খালের সাঁকোর উপর দিয়া ঘোড়া চালাইয়াছেন;—অমনি মূলরাজের একজন সৈন্য তাঁহাকে

আক্রমণ করিল। প্রথমেই বল্লমের আঘাতে তাঁহাকে ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল, পরক্ষণেই তরবারি দ্বারা তাঁহাকে গুরুতররূপে আহত করিল। আর দুই একটী আঘাত প্রাপ্ত হইলে, তখনই এগনিউএর প্রাণবায়ু বহির্গত হইত ; ইত্যবসরে এগনিউ-এর শরীররক্ষকগণ অগ্রসর হইল। তাহাদের কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, নৃশংস সৈনিক-পুরুষ খালের মধ্যে পড়িয়া গেল। নিদারুণ আহত হইয়া এগনিউ প্রাণে রক্ষা পাইলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন,—মূলরাজ এ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনই হস্তক্ষেপ করেন নাই ; বরং এই হত্যাকাণ্ডের সময় জনসঙ্ঘের মধ্য দিয়া বেগে ঘোড়া চালাইয়া তিনি দুর্গের বাহিরে আপন "আম খাস" প্রাসাদে পালয়ন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে কেবল যে এগনিউ আহত হইলেন, তাহা নহে। লেফ্‌টেনাণ্ট এণ্ডারসন এ সময় অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন। মূলরাজের কয়েকজন শরীর-রক্ষক, তাঁহাকেও আক্রমণ করিয়া গুরুতর-রূপে আহত করিল ; তিনি মৃতবৎ অচৈতন্যভাবে পথিমধ্যে পড়িয়া রহিলেন। অচৈতন্য অবস্থায়, কতকগুলি গুর্খা-সৈন্য শিবিকায় করিয়া তাঁহাকে ইদ্‌গায় লইয়া আসে। এই সময় খাঁ সিং এবং মূলরাজের সম্বন্ধী রং রাম কর্তৃক এগনিউও ইদ্‌গায় সংবাহিত হন। প্রধানতঃ রং রামের চেষ্টায় একটী হাতীর উপর করিয়া এগ্‌নিউকে ইদ্‌গায় আনা হইয়াছিল ; এবং তাঁহার ক্ষতস্থানসমূহে তখনকার মত যেমন-তেমন করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এগনিউ অপেক্ষাকৃত সবল ছিলেন ; কিন্তু এণ্ডারসান আর উঠিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, এই বিপর্যয়ের সময় ব্রিটিশ-পক্ষের সৈন্যগণ দুর্গাধিকার ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

আহত অবস্থাতেই এগ্‌নিউ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া লাহোরের রেসিডেণ্টের নিকট এক পত্র লিখিলেন, এবং লেয়-প্রদেশে রাজস্ব-সংগ্রহের ও শান্তি স্থাপনের জন্য লেফ্‌টেনাণ্ট এড্‌ওয়ার্ডসের অধীনে যে একদল সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। অধিকন্তু তিনি মূলরাজকেও এক পত্র লিখিলেন। মূলরাজ যদি আপন নির্দোষিতাপ্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাহা হইলে অপরাধীদিগকে ধরিয়া লইয়া স্বয়ং ইদ্‌গায় আসিয়া উপস্থিত হউন,—সেই পত্রে তাঁহার প্রতি সেইরূপ আদেশ জারি হইল। মূলরাজ কি ভাবিলেন, তাহা বলা যায় না ; হয় তো তিনি মনে করিলেন, যাহারা একবার তাঁহার সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে, তাহারা আবারও যে বিশ্বাস-ঘাতকতা না করিতে পারিবে, তাহারই বা কারণ কি ? যাহা হউক, এগ্‌নিউর প্রস্তাবে মূলরাজ অস্বীকৃত হইলেন। প্রস্তাবিত বিষয়ে আপনার অক্ষমতার বিষয় জানাইয়া তিনি বলিয়া পাঠাইলেন,—'মুলতানের হিন্দু ও মুসলমান সমস্ত সৈন্যদল এক্ষণে বিদ্রোহী হইয়াছে ; ব্রিটিশ কর্ম্মচারিগণ আপনাদের নিরাপদ-পথ আপনারা অন্বেষণ করুন। যৎকালে মূলরাজ এই উত্তর প্রদান করিলেন, সে সময়ে মুলতানের প্রধান প্রধান হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ সামন্তগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ; সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া মূলরাজের পক্ষাবলম্বনে স্বীকৃত হইতেছে ;—এই অবস্থা দেখিয়া, এই সংবাদ লইয়া, দূত ব্রিটিশ-শিবিরে প্রত্যাগমন

করিল। তখন মূলরাজ ও ব্রিটিশ-পক্ষের মধ্যে যে কি বিষম ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

মূলরাজের পূর্ব অভিসন্ধি যাহাই থাকুক, এক্ষণে তিনি প্রকাশ্য বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইতিমধ্যে ১২এ এপ্রিল সন্ধ্যার সময় ব্রিটিশ-সৈন্যের ভারবহনকারী পশুপাল লুণ্ঠিত হইল। তখন আর তাঁহাদের পলায়নের পথ রহিল না; অগত্যা 'ইদ্‌গা' অট্টালিকায় ব্রিটিশ-সৈন্যগণ যথাসম্ভব আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তখন তাঁহাদের সমস্ত সৈন্য এবং ভৃত্যগণ প্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং লাহোর হইতে যে ছয়টি কামান আনা হইয়াছিল, প্রাচীরপার্শ্বে সেই কামান-শ্রেণী সজ্জিত হইল। সেই অবস্থায় অতি নৈরাশ্যের মধ্যে ব্রিটিশ-পক্ষ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, আর তিন চারি দিন কাল যদি তাঁহারা এইভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে, তাঁহাদের সাহায্যার্থ সৈন্যদল আসিয়া পড়িবে; তাহা হইলে, আর কোনই আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহাদের সকল ভরসাই লোপ পাইল। দুর্গের কামান-সকল ইদ্‌গার দিকে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু ইদ্‌গার ছয়টি কামানের একটির অধিক তোপ দাগিবার সুবিধা হইল না। অধিকন্তু, ইংরেজের সহরে লাহোরের গোলন্দাজগণ তোপ দাগিতে অস্বীকৃত হইল; তাহারা দলে দলে পদত্যাগ করিতে লাগিল। শেষ এমন হইল, খাঁ সিংহ এবং আট দশটি সৈন্য ও ব্রিটিশ কর্মচারিদ্বয়ের কয়েকটি ভৃত্য ব্যতীত আর কেহই তাঁহাদের সাহায্য করিবার রহিল না। তখন, বিপক্ষগণকে বাধা দেওয়ার সকল আশা-ভরসা লোপ পাইল দেখিয়া, ব্রিটিশ-কর্মচারীরা মূলরাজের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন; মূলরাজ তাঁহাদিগের প্রতি আত্ম-সমর্পণকারী বন্দীর ন্যায় ব্যবহার করেন,—পত্রে ইহাই জানান হইল। মূলরাজ তাহাতে বলিয়া পাঠাইলেন,—ব্রিটিশ-কর্মচারিগণ দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করুন; তাঁহাদের প্রতি কেহই কোনরূপ অত্যাচার করিবে না। অর্থাৎ, প্রকারান্তরে তিনি জানাইলেন, সৈন্যগণ তখন এতদূর উন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল যে, তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; সে অবস্থায়, ব্রিটিশ-কর্মচারিগণের পক্ষে মূলতান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। মূলরাজ যাহা আশঙ্কা করিলেন, কার্যতঃও তাহাই সংঘটিত হইল। উন্মত্ত জনসাধারণ এবং সৈনিক পুরুষগণ বিকট হুঙ্কার করিয়া ইদ্‌গা আক্রমণ করিল। সেই আক্রমণে খাঁ সিংহ বন্দী এবং দুই জন ইংরেজ-কর্মচারী নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। কোনও কোনও ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন,—ইদ্‌গা আক্রমণ-ব্যাপারে মূলরাজের যোগাযোগ ছিল, এবং এই ব্যাপারের নেতৃগণকে তিনি পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। এ অভিযোগ সম্পর্কে মূলরাজের যদি কোনও বক্তব্য থাকে, এখন আর তাহা বলিবেই বা কে, এখন আর তাহা শুনিবেই বা কে? তবে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ব্রিটিশ-গবর্মেণ্টই যে প্রকারান্তরে দায়ী, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। প্রথম শিখ-যুদ্ধের অবসানের পর, সন্ধিসর্তানুসারে শিখ-রাজ্যে শান্তি-সংরক্ষণের ভার তাঁহারাই তো আপন হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে, পুনরায় শান্তিভঙ্গ হইলে, তাঁহারাই

কি তজ্জন্য দায়ী নহেন? সুশৃঙ্খলায় কার্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া যদি কেহ তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম হয়, তজ্জন্য কি কখনও অন্যে দায়ী হইয়া থাকে? অতএব, ইংরেজ রাজপুরুষদ্বয়ের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মূলরাজ বা তাঁহার অধীনস্থ শিখ-সৈন্যগণ যতই কেন দায়ী হউক না, সে দায়িত্ব ইংরেজের স্কন্ধেও বড় অল্প আসিতেছে না। কিন্তু ইংরেজ প্রবল-প্রতাপশালী; ইংরেজের প্রতি দোষারোপ করিবে, কাহার সাধ্য? শিখগণের মন্দভাগ্য; তাহাদের গৌরবের তটে ভাঙ্গন ধরিয়াছে; সুতরাং ইংরেজের বুদ্ধির দোষে,—তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল-স্বরূপে,—যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল; তাহার একমাত্র ফলভোগী হইতে চলিল কিনা,—শিখ সম্প্রদায়! মূলতানে এই ইংরেজ কর্মচারিদ্বয়ের হত্যার ফলেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের সূচনা হইল; পঞ্জাবের স্বাধীনতা-সূর্য চিরতরে অস্তচূড়ায় শায়িত হইলেন। কাহার দোষে, কাহার ত্রুটিতে, পঞ্জাবের ভাগ্যে কি ফল ফলিল, সাহস করিয়া কে আর বলিতে পারিবে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সূত্রপাত

[রেসিডেণ্টের নিকট মুলতান দুর্ঘটনার সংবাদ ;—তৎকর্তৃক সৈন্য-প্রেরণের ব্যবস্থা ;—শিখসৈন্যের প্রতি অবিশ্বাস ;—প্রধান সেনাপতির নিকট সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা ;—যুদ্ধারম্ভে তাঁহার অনভিমত ;—গবর্ণর জেনারেলের সম্মতি-জ্ঞাপন ;—লেফটনাণ্ট এর্ডওয়ার্ডসের অভিযান ;—লেও অধিকার ;—সসৈন্য মুলরাজ কর্তৃক বাধা প্রদানের সংবাদে এডওয়ার্ডসের জিরান্দ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ ;—কটলাণ্ডের সৈন্যদলের সহিত তাঁহার সম্মিলন ;—লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ডসের কৃতকার্যতা ;—ডেরা গাজি খাঁ আক্রমণ ;—ভাওয়াল-পুরের খাঁ কর্তৃক অতিরিক্ত সৈন্য-সাহায্য ;—উভয় পক্ষের সৈন্যবল ;—কিনারীর যুদ্ধ ;—ভাওয়ালপুরের সেনাপতির অকর্মণ্যতা ;—একদল বিদ্রোহীর পরাজয় ;—সুদুসাম যুদ্ধে জয়লাভ ।]

ইদ্‌গার দুর্ঘটনার দুই দিন পরে সেই দুঃসংবাদ লাহোরে ব্রিটিশ-রেসিডেণ্টের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন,—বিদ্রোহী শিখদিগের উচ্ছৃঙ্খলায় ঐরূপ ঘটিয়াছে ; ঐ বিদ্রোহে মুলরাজ যে কোনরূপ লিপ্ত আছেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল না। সুতরাং বিদ্রোহিগণের দমনের জন্য তিনি নানাদিক হইতে মূলতানে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সাত দল পদাতিক, দুই দল স্থায়ী অশ্বারোহী এবং তিন দল গোলন্দাজ সৈন্য ও বহু গোলাগুলি প্রস্তুত হইল ; অতিরিক্ত ১২ শত অশ্বারোহী সৈন্যে এক নূতন দল সংগঠন করিয়াও ঐ অভিযানে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের পর, ২৩এ এপ্রিল রেসিডেণ্ট মূলতানের বিদ্রোহের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন,—মূলতান-বিদ্রোহ দমন জন্য যে শিখসৈন্য পাঠান হইতেছে, বিদ্রোহের গুরুত্ব পরিমাণে তাহা পর্যাপ্ত নহে। সংখ্যার অল্পতা অপেক্ষাও তাহাদের সততার বিষয়ে তাঁহার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। এই সঙ্কট সমস্যার সময়, প্রথমতঃ, রেসিডেণ্ট ব্রিটিশপক্ষের স্থানান্তরযোগ্য কামানসমূহ লাহোর হইতে মূলতানে পাঠাইবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেশীয় সৈন্যদলের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ব্রিটিশ-কর্মচারিদ্বয়ের হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা উপলব্ধি করিয়া, তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল,—'লাহোর হইতে ব্রিটিশ-সৈন্য স্থানান্তরিত করিলে, লাহোরেও বিপত্তির সম্ভাবনা আছে ; লাহোর দরবারের অধীনস্থ শিখ-সৈন্যগণও যে সেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা না করিতে পারে, তাহাই বা কে বলিল ? সে অবস্থায়, মুলতান আক্রমণের জন্য ব্রিটিশ-সৈন্য প্রেরিত হইলে, যাহাদিগকে মিত্র বলিয়া মনে করিতেছি, তাহারাই হয় তো শত্রু-সৈন্যের সহিত যোগদান করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইতে পারে।' এইরূপ সিদ্ধান্তের পর, তিনি পত্র লিখিলেন,—"এক্ষণে লাহোর হইতে ব্রিটিশ-সৈন্যদলকে মুলতানে পাঠাইয়া দিলে, শিখ-গবরমেণ্টের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে কি ফল ফলিবে, বলিতে পারি না ; সুতরাং এই অভিযানে আমি কোন প্রকারে ব্রিটিশ সৈন্যদলকে মুলতানে পাঠাইতে পারিলাম না।" রেসিডেণ্টের এই স্পষ্ট উত্তর

পাইয়াও ব্রিটিশপক্ষভুক্ত শিখ-শাসনকর্তৃগণ কিন্তু নিরস্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা জানাইলেন যে,—ব্রিটিশ-সৈন্যের সহায়তা ব্যতীত মূলরাজকে দমন করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত; যাহারা ব্রিটিশ কর্মচারিদ্বয়কে মূলতানে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদিগকেও দণ্ড-বিধানের আশা সুদূরপরাহত। শিখ-সম্প্রদায়ের এবংবিধ উত্তরে অগত্যা রেসিডেণ্টকে একটু বিচলিত হইতে হইল; তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, তাৎকালিক প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফকে সিমলা-শৈলে এক পত্র লিখিলেন। পত্রে লিখিত হইল,—"রাজনৈতিক পদ্ধতি-ক্রমে বিচার করিতে গেলে, এবং বৃটিশ-ভারতের হিত কামনা করিলে, মূলতানের দিকে সৈন্য-প্রেরণ আবশ্যক। সে হিসাবে, লাহোর দরবারের অধীনস্থ সৈন্যগণের সাহায্য না লইয়া, মূলতান দুর্গ জয় এবং নগর অধিকার করাই শ্রেয়ঃ। সেখানে শত্রুপক্ষের সহায়তায় যাহারা বাধা প্রদান করিবে, তাহাদিগকে দমন করিতে হইবে। বর্তমান অবস্থায় সেরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে, সামরিক নীতি অনুসারে আপনিই বিচার করিবেন।" রেসিডেণ্ট, মূলতানে যুদ্ধ বাধা সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতি লর্ড গাফ অন্যমত প্রকাশ করিলেন। তিনি উত্তর দিলেন,—"যদিও মূলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বৎসরের এরূপ সময়ে জয়লাভের নিশ্চয়তা নাই, তথাপি জয়লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াও মনে করি না। এই যুদ্ধ যদি অধিক কাল স্থায়ী হয়,—আমাদিগের অভীষ্ট-লাভে যদি বিলম্ব ঘটে,—তাহা হইলে, আমাদের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণনাশ সম্ভাবনা। তাহাতে বহু নৈতিক ক্ষতিরও সম্ভাবনা; ভবিষ্যতে আমরা যে সকল যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব মনস্থ করিয়াছি, আমি আশঙ্কা করি, ইহাতে তৎপক্ষে বিপরীত ফল ফলিতে পারে।" সেনাপতির এই মতের সহিত গবর্ণর জেনারেলেরও মতানৈক্য ঘটিল না। সুতরাং প্রস্তাবিত যুদ্ধ কিছুকালের জন্য স্থগিত রহিল।

সিন্ধু নদের পূর্ব তীরে ডেরা ফতে খাঁ নামক স্থানে লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ডস্ অবস্থিতি করিতেছিলেন। ২২ এপ্রিল সন্ধ্যার সময় মিঃ এগনিউএর প্রেরিত সাহায্য-প্রার্থনা-পত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সে পত্র পাইয়া, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ডেরা-ফতে খাঁ হইতে মূলতান ৯০ই মাইল দূরে অবস্থিত; মধ্যে লেও নদী পার হইতে হয়। এডওয়ার্ডস্ সত্বর মূলতান অভিমুখে সৈন্য-পরিচালনার বন্দোবস্ত করিলেন। ১২ দল পদাতিক, ৩৫০ জন অশ্বারোহী, দুইটি বৃহৎ কামান এবং ২৫টি "জাম্বুরক" বা ক্ষুদ্র কামান সেই অভিযানে বৃহৎ যাত্রা করিল। জেনারেল ভ্যান কর্টল্যাণ্ড বান্নু নামক স্থানে শিখ-দরবারের অধীনে সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। সেখানে লেফটেনাণ্ট টেলারের নিকট একদল পদাতিক-সৈন্য এবং ৪টি কামান পাঠাইবার জন্য পত্র লেখা হইল। ২৪শে এপ্রিল তারিখে লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ডস্ সসৈন্যে নদী উত্তীর্ণ হইয়া 'লেও' অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমনের সংবাদে, মূলরাজের অধীনস্থ শাসনকর্তা, 'লেও' পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; বিনা বাধা-বিপত্তিতে এডওয়ার্ডস্ সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। অতঃপর এডওয়ার্ডস্ তথায় সেনা-

নিবাস স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া মূলরাজ সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন,—এই সময় সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মূলরাজের প্রতিরোধে এডওয়ার্ডস উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একটি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন-পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। যে সকল শিখ-সৈন্য দল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এডওয়ার্ডসের অধীনস্থ শিখ-সৈন্যগণ তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করে,—ইহাই সেই বিজ্ঞাপনের মর্ম। এই বিজ্ঞাপন-পত্র প্রাপ্ত হইয়া, এবং তাঁহার নিকট সেই বিজ্ঞাপন-পত্র উপস্থিত হইবার পূর্বে সম্ভবতঃ প্রত্যেক শিখ-সৈন্য তাহা দেখিয়াছে মনে করিয়া, শিখ-সৈন্যগণের প্রতি লেফটনাণ্ট এডওয়ার্ডসের বিশ্বাস অন্তর্হিত হইল। তখন আর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নহে মনে করিয়া সসৈন্যে সেনাপতি কটলাণ্ডের আগমন-প্রতীক্ষায় তিনি বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি আরও এক কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন; শিখদিগের সহিত যাহাদের আদৌ সহানুভূতি নাই, বাছিয়া বাছিয়া সেই শ্রেণীর কতকগুলি আফগানকে তিনি আপন সৈন্যদলে ভুক্ত করিয়া লইলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল,—সত্য সত্যই পাঁচ সহস্র সৈন্য এবং আটটি বৃহৎ কামান সহ চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া মূলরাজ অগ্রসর হইতেছেন; ১লা মে তারিখে লেও নামক স্থানে তাঁহার পৌঁছিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আপনার অধীনস্থ দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্যের প্রতি সন্দেহ প্রযুক্ত লেফটনাণ্ট এডওয়ার্ডস্ বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন না হওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। অতঃপর সিন্ধু-নদ পুনরতিক্রম করিয়া, তিনি জিরান্দ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই স্থানে ৪ঠা মে তারিখে সুবদান খাঁর পরিচালিত কতকগুলি মুসলমান পদাতিক সৈন্য এবং বৃহৎ কামান লইয়া জেনারেল কটলাণ্ড আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন।

১৯ শে মে তারিখ পর্যন্ত যে সকল বৃটিশ-সৈন্য সমবেত হইল, তন্মধ্যে চারি সহস্র সৈন্যকে বিশ্বাসী বলিয়া বুঝা গেল; এবং ৮ শত শিখ-সৈন্য অবিশ্বাসী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই সময়ে দশটি বৃহৎ কামান এবং ২৯টি "জাম্বুরক" নামক ক্ষুদ্র কামান বৃটিশ-পক্ষে আসিয়া জুটিয়াছিল। কিন্তু তখনও বিপক্ষ দলের সৈন্যসংখ্যা বৃটিশ-সৈন্যের অপেক্ষা অনেক অধিক; সুতরাং অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে এডওয়ার্ডস্ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাওয়ালপুরের নবাব বহুসংখ্যক সৈন্য-সহ ইংরাজদিগের সহায়তা করিতে আসিলেন; শতদ্রু নদী পার হইয়া মূলতান আক্রমণ করিবেন, তাঁহার এই সঙ্কল্প হইল। সেই সংবাদে লেফ্‌টনাণ্ট এডওয়ার্ডসের আর আনন্দের অবধি রহিল না। ২০শে মে তারিখে তিনি লাহোরে রেসিডেণ্টকে পত্র লিখিলেন,—"এখন আমি মূলতান অবরোধে প্রস্তুত হইয়াছি; আপনার সম্মতি পাইলে এবং ভাওয়াল খাঁকে আমার সাহায্য করিবার জন্য আদেশ দিলে, গ্রীষ্মের অবশিষ্ট সময় এবং বর্ষাকাল পর্যন্ত, বিদ্রোহী মূলরাজকে আমি আবদ্ধ রাখিতে পারিব।" এই উদ্দেশ্যে এক্ষণে ডেরাগাজি খাঁ আক্রমণ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। মূলরাজের অধীনস্থ জুলাল খাঁ নামক

একব্যক্তি ডেরাগাজি খাঁ এবং তদন্তর্গত প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার সহিত খয়রা খাঁ নামক একজন ক্ষমতাশালী সর্দারের মনোমালিন্য ছিল। এইবার বৃটিশ-পক্ষ খয়রা খাঁর সহায়তা-গ্রহণে কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। "কণ্টকে নৈব কণ্টকং"—এই কূটনীতির প্রভাবেই ভারতে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা; ডেরাগাজি খাঁ আক্রমণেও তাঁহারা সেই নীতি অবলম্বন করিলেন। খয়রা খাঁকে হস্তগত করায়, তাহার পুত্র গোলাম হায়দার খাঁ কটলাণ্ডের সৈন্যদলে মিলিত হইল; এবং ২০শে মে তারিখে, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, গোলাম হায়দার নিজেই লুঙ্গা মল্লকে সিন্ধুনদের পরপারে বিতাড়িত করিল। অতঃপর ডেরাগাজি-খাঁয় ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল; এবং বৃটিশ পক্ষের কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, গোলাম হায়দার একাই আপনার সৈন্যদল লইয়া সে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। ২০শে মে রাত্রিযোগে এবং পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত ঘোর যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধে মূলরাজের পক্ষীয় জুলাল খাঁ এবং তাঁহার সহচর লুঙ্গামল্ল ও চৈতন্য মল্ল পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধেই লুঙ্গা মল্ল বন্দী, এবং চৈতন্য মল্ল নিহত হন। অবশেষে, আর কোন বাধা প্রদান না করিয়া, গোলাম হায়দারের হস্তে ডেরা গাজি খাঁ সমর্পণ পূর্বক বন্দী শিখ-সৈন্যগণ মুক্তিলাভ করে। গোলাম হায়দার নগর অধিকার করিয়া বসিলে, পরাজিত শিখসৈন্যগণ নদী পার হইয়া চলিয়া যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

ডেরা গাজি খাঁর যুদ্ধে পরাজয়ের পর মূলরাজের সৈন্যদল সিন্ধুনদের পূর্ব তীরে "কোরিসি" নামক গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিল; তাহারা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। এই সময়ে ভাওয়াল খাঁর সৈন্যদল শতদ্রু পার হইয়া সুজাবাদ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। মূলতান হইতে সুজাবাদ পঁচিশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ভাওয়াল খাঁর সৈন্যদল সুজাবাদের দিকে অগ্রসর হইলে, মূলরাজের সৈন্যদল তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। মূলরাজ আদেশ প্রচার করিলেন,—বৃটিশ-সৈন্য আসিয়া ভাওয়াল খাঁকে সাহায্য করিবার পূর্বেই যেন ভাওয়াল খাঁর সৈনদলের গতিরোধ করা হয়।

প্রকারান্তরে এক্ষণে তিন দল সৈন্য তিন দিকে সমবেত হইল। মূলরাজের সৈন্য মূলরাজের সম্বন্ধী রঙ্গ রামের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল; সেই দলে ৮ সহস্র হইতে ১০ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং ১০ টি কামান সজ্জিত হইল। ভাওয়াপুরের সৈন্যদলে ৮ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক, ১১টী বৃহৎ কামান, এবং ৩০টী 'জাম্বুরক' বা ক্ষুদ্র কামান ছিল; ঐ দল চন্দ্রভাগা নদীর পূর্ব তীরে ফতে মহম্মদ খাঁ ঘোরীর অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইতে লাগিল। সেনাপতি এডওয়ার্ডসের সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। তাহার এক ভাগ জেনারেল কটলাণ্ডের অধীনে, এবং অন্য ভাগ এডওয়ার্ডসের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। প্রথমোক্ত দলে ১৫ শত সুদক্ষ বিশ্বস্ত পদাতিক শিখ গোলন্দাজ ও দশটি কামান, এবং শেষোক্ত দলে ৫ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক-সৈন্য এবং ৩০টি 'জাম্বুরক' কামান রহিল। এডওয়ার্ডসের এবং কটলাণ্ডের

পরিচালিত সৈন্যদল চন্দ্রভাগা নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ফলতঃ, তিন দলে বিভক্ত প্রায় দ্বিগুণ সৈন্য মূলারাজের সৈন্যগণকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। মূলরাজের সেনাপতি রঙ্গ রাম সুজাবাদের তিন মাইল দক্ষিণে মূলতানের পথে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ফতে মহম্মদের সৈন্যদল, ১৫ মাইল দক্ষিণে গোয়েন নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল; এবং ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়ের পরিচালিত সৈন্যগণ খাঁগড় হইতে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণে গালিয়ানওয়ালার পার-ঘাটের নিকট শিবির স্থাপন করিল। তিনটি সৈন্যদলে যেন একটি ত্রিভুজ গঠিত হইল। তাহার এক কোণে মূলরাজের সৈন্যদল, এক কোণে ভাওয়ালপুরের (দাউদপুত্রদিগের) সৈন্যদল এবং অপর কোণে ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়ের পরিচালিত সৈন্যদল অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই বন্দোবস্তে ভাওয়ালপুর সৈন্যদল যেন মধ্যস্থলে অবস্থিত হইল; মূলরাজের এবং বৃটিশ-পক্ষের সৈন্যদল তাহার দুই পার্শ্বে বিদ্যমান রহিল। ভাওয়ালপুরের পশ্চাতে থাকিয়া বৃটিশসৈন্যগণ প্রকারান্তরে আত্মরক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিল। যদি পরাজয়ই হয়, তবে যা 'শত্রু পরে পরে'।

এই সময়ে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত রঙ্গ রাম যদি ভাওয়ালপুরের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, এই ক্ষেত্রেই তাঁহার জয়লাভের সম্পুর্ণ সম্ভাবনা ছিল। যদিও তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ভাওয়ালপুরের সৈন্য-সমষ্টির সমান ছিল না, কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল সুশিক্ষিত এবং স্বদেশপ্রাণ; সুতরাং এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তাঁহার বিজয়-লাভ-পক্ষে সংশয়ের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, তিনি এই শুভ-সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন,—'কিনারীর' নিকট বৃটিশ-সৈন্য নদী পার হইবে; সুতরাং আপন শিবির হইতে ৮ মাইল দূরে 'বুকরি' গ্রামাভিমুখে সৈন্যপরিচালনা করিয়া, বৃটিশ সৈন্যগণের নদী পারে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। আগে পারাপারের সময় বৃটিশ-সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিয়া পরিশেষে নিঃসহায় ভাওয়াল-পুরের সৈন্যদলকে পরাজিত করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। কিন্তু তাঁহার এই উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না; উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, ভাওয়ালপুরের সৈন্যদল তাড়াতাড়ি কিনারী অভিমুখে অগ্রসর হইল। সেখানে ফৌজদার খাঁর অধীনে, বৃটিশ-পক্ষের তিন হাজার পাঠান-সৈন্য নদী পার হইয়া তাহাদের দলে যোগদান করিল। যে পথে রঙ্গ রামের সৈন্যদল অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা ছিল, ভাওয়ালপুরের এবং ফৌজদার খাঁর সমবেত সৈন্যগণ সেই পথ আটকাইয়া রহিল। এই সময় ১৮ই জুন প্রত্যুষে, আরও কতকগুলি সৈন্য লইয়া, লেফ্‌টনাণ্ট এডওয়ার্ডস চন্দ্রভাগা নদী পার হইলেন। জেনারেল কর্টলাণ্ডও অবশিষ্ট সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া পশ্চাদনুসরণ করিবেন—স্থির রহিল। নদী পার হইয়াই এডওয়ার্ডস ঘন ঘন কামান গর্জন শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন,—যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রঙ্গরাম অতি প্রত্যুষেই বুকরি হইতে দ্রুত-গতিতে পার ঘাট আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক পূর্বেই পার-ঘাট অধিকৃত হইয়াছে। তখন

অবিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি সুনারের পাহাড়ে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন, এবং সেই পাহাড়ের উপর হইতে গোলা চালাইতে লাগিলেন। সেই গোলাবর্ষণে, ভাওয়ালপুরের সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইতে লাগিল; তাহারা হতাশ্বাস হইয়া পলায়নের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সসৈন্য লেফট্‌নাণ্ট এডওয়ার্ডস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পুনঃপুনঃ ভাওয়ালপুরের সৈন্যদলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের সাধ্য কি যে, তাহারা মূলতানের সৈন্যের গতিরোধ করিবে? ছয় ঘণ্টা কাল, ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। মনে হইল,—বুঝি বা বিজয়লক্ষ্মী আবার আসিয়া শিখ-শৌর্যের অঙ্কশায়িনী হইলেন। ক্ষণকালের জন্য রণক্ষেত্র নিবাত-নিষ্কম্প ভাব ধারণ করিল। "খালসা" সৈন্য বুঝিল,—বিপক্ষগণ পরাজিত হইয়াছে, আর তাহাদের ভয়ের কারণ কিছুই নাই। বহুদিনের পর, আবার গুরু নামের জয়ধ্বনিতে শিখ-শিবির বিকম্পিত হইল।

শিখ-শিবিরে এবম্বিধ আনন্দের সময়ে বৃটিশ-পক্ষের আর ছয়টি নূতন কামান আসিয়া সহসা সমরক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিল। দুই দল পদাতিক সৈন্যও নূতন আসিয়া বৃটিশ-পক্ষে যোগ দিল। এই অভাবনীয় পরিবর্তনে শিখগণ চমকিয়া উঠিল। সে ক্ষেত্রেও তাহারা শত্রুসৈন্যের গতিরোধের চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু আর তাহার কৃতকার্য হইতে পারিল না। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, শিখগণ পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। তখন, বৃটিশ-পক্ষের নূতন সৈন্য সোৎসাহে ধাবমান হইয়া, শিখসৈন্যের শিবির অধিকার করিয়া বসিল। শিখ-দিগের বহু যুদ্ধোপকরণ, আটটি কামান, এবং গোলাবারুদ, বৃটিশ-পক্ষের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে ৩০০ সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল; এবং ৫০০ শত শিখ-সৈন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। অতঃপর শিখগণ পথিমধ্যে আর কোথাও বৃটিশ-পক্ষকে বাধা দিবার চেষ্টা না করিয়া, মূলতান অভিমুখে অগ্রসর হইল। মূলতানে শিখ-ইংরেজে ঘোর যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল।

এইরূপ কিনারীর যুদ্ধে বৃটিশ-পক্ষের জয়লাভ হইলে, সুজাবাদের 'কেল্লাদার' (দুর্গাধিপতি) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিল। অন্যান্য আরও অনেকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে কৃতকৃতার্থ হইল। সংসারের বিচিত্র গতি! যখনই যে পক্ষের জয়লাভ হয়, সকলেই তখন সেই পক্ষ অবলম্বন করে। সুতরাং কিনারীর যুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভের পর বহুলোক যে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। এইবার অধিকতর উৎসাহিত হইয়া, লেফটনাণ্ট এডওয়ার্ডস পুনরায় ২২শে জুন লাহোরের রেসিডেণ্টকে এক পত্র লিখিলেন। অবিলম্বে মূলতান অক্রমণে আর ইতস্ততঃ করা কর্তব্য নহে,—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কামান, এবং দুর্গধ্বংসের উপযোগী সরঞ্জামাদিও চাহিয়া পাঠাই-লেন। মেজর নেপিয়র লাহোর হইতে অসিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ যোগদান করেন, তাহাও এডওয়ার্ডসের প্রার্থনা ছিল। এডওয়ার্ডস মনে করিয়াছিলেন,—আর কোথাও বাধা পাইবেন না; একেবারেই দুর্গ আক্রমণ করিবেন।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সে বিশ্বাস ব্যর্থ হইল ; এবার মূলরাজ স্বয়ং তাহাতে প্রতিবাদী হইলেন, দুর্গ আক্রান্ত হইবার পূর্ব তিনি পুনরায় এক যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিলেন। সাদুশাম নামক গ্রামের নিকটে ১লা জুলাই ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মূলরাজ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন ; প্রায় দ্বাদশ সহস্র সৈন্য তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া দৃঢ়তা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্যূন অষ্টাদশ সহস্র সুশিক্ষিত মুসলমান-সৈন্য এই সময়ে ইংরাজ পক্ষে যোগদান করিল। কামান এবং যুদ্ধোপকরণের প্রাচুর্যেও ইংরেজপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হইল। বৃটিশ-পক্ষে ২২টি কামান, এবং শিখদিগের ১০টি কামান ; তথাপি অনেক ক্ষণ যুদ্ধ চলিল। অবশেষে এ যুদ্ধে অধিক লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা মনে করিয়া, মূলরাজ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ; তাঁহার সৈন্যদল সকলেই মূলতানের দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল। সাদুশামের যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া, অধিকতর উদ্যমের সহিত ইংরেজ মূলতান আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুলতান অধিকার

১৮৪৮—১৮৪৯

[মুলতানের বিবরণ ;—মুলতান আক্রমণের আয়োজন ;—সেনাপতি হুইশের ঘোষণা-প্রচার ;—শের সিংহের ভাব-বিপর্যায় ও ইংরেজের প্রত্যাবর্তন ;—শের সিংহের ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ ;—মুলরাজের সহিত শের সিংহের সম্মিলন ;—শের সিংহ কর্তৃক হাজারে নামক স্থানে নূতন শিখ-যুদ্ধের আয়োজন ;—প্রায় তিন মাস কাল মুলতান অবরোধ স্থগিত থাকায়, উভয়পক্ষের বলসংগ্রহ ;—ডিসেম্বর মাসে ইংরাজ কর্তৃক মুলতান পুনরাক্রমণ ;—২৭ দিন ব্যাপী দারুণ সংঘর্ষ ;—৩০শে ডিসেম্বর হঠাৎ ইংরেজের গোলার আগুনে মুলরাজের বারুদখানা ভস্মীভূত ;—মুলরাজের বিচার এবং নির্বাসন।]

চন্দ্রভাগা নদীর পূর্বতীরে, নদীর কিনারা হইতে তিন মাইল দূরে, মুলতান সহর অবস্থিত। নদীতে বন্যা উপস্থিত হইলে, নদীর জল সহরের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মনোহর উদ্যানসমূহে এবং খর্জুর প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষশ্রেণীতে মুলতান সহর পরিবেষ্টিত। প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপে মুলতান সহর ইংরেজদিগের বসবাসের বড়ই অনুপযোগী। মুলতান সহর সম্বন্ধে ইংরেজগণ ব্যঙ্গ করিয়া সময়ে সময়ে একটি কবিতা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সেই কবিতাটির মর্ম,—

ধূলা, তাপ, ভিক্ষাজীবী, আর গোরস্থান,
এই চারি দ্রব্যে হয় সেরা মুলতান।

মুলতান অতি প্রাচীন নগর। মুলতানের উপর দিয়া কতই পরিবর্তনের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। যে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর মুলতান প্রতিষ্ঠিত, প্রাচীন কালের কত নগরের কত ধ্বংসাবশেষ সেই ভূখণ্ডে সঞ্চিত আছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মুলতানের সন্নিকটে সাদুশামের যুদ্ধে ইংরেজের যখন জয়লাভ হইল, তখন মুলতানের চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টকপ্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। কিন্তু সে প্রাচীর সুদৃঢ় নহে বিবেচনা করিয়া, অশেষ আয়াসে মুলরাজ তাহার উপর আর এক মৃত্তিকার প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার সৈন্যদল মুলতানে প্রবেশ করিলে, সেই প্রাচীর দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকারে পরিণত হইল। পূর্বে যে প্রাচীর ছিল, মুলরাজের পিতা বহু অর্থ ব্যয়ে সে প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আর একবার লাহোরের রাজস্ব বন্ধ করিয়া মুলতান স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিল; সেই সময় বিপক্ষ-পক্ষের বহু আক্রমণেও ঐ প্রাচীর অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু মুলরাজ সে দৃঢ়তায়ও আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি দৃঢ়তার উপর নূতন দৃঢ়তা সম্পাদন করিলেন। এইরূপে ভারতীয় দুর্গসমূহের মধ্যে মুলতান দুর্গ সর্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং সুরক্ষিত হইয়া দাঁড়াইল। ভারতীয় শিল্পিগণের শিল্পনৈপুণ্য-বলে, কিরূপ সুদৃঢ় দুর্গ প্রস্তুত হইতে পারে,—মুলতান তাহারই আদর্শস্থানীয়। মুলতান দুর্গের চারি ধারে বিস্তৃত সুগভীর পরিখা; পরিখার সম্মুখেই

চল্লিশ ফিট উচ্চ দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় দুর্গ প্রকার; সেই দুর্গ-প্রাকারের উপরে ত্রিশটি উচ্চচূড়ায় কামানসমূহ সুসজ্জিত। দুর্গের অভ্যন্তরে দুর্গরক্ষার বিপুল আয়োজন। যদি বহুদিন পর্যন্ত সেই দুর্গ শত্রু হস্তে অবরুদ্ধ থাকে, অনায়াসে তাঁহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন,—এবম্বিধ যুদ্ধোপকরণ এবং রসদাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া, সসৈন্যে মূলরাজ মুলতানের দুর্গমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মূলরাজ সসৈন্যে মুলতানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মুলতান আক্রমণ সম্বন্ধে নানাবিধ আয়োজন চলিতে লাগিল। ইংরেজ বুঝিলেন, মুলতান অধিকার দুরূহ-ব্যাপার সত্য; কিন্তু মুলতান অধিকার করিতে না পারিলে, তাঁহাদের সকল গর্বই খর্ব হইবে। অগত্যা অনেক পরামর্শের পর, পঞ্জাব সৈন্যের অধিনায়ক জেনারেল হুইশ মুলতান অভিমুখে যাত্রার জন্য আদিষ্ট হইলেন। অন্যান্য নানা স্থান হইতে মুলতান-অভিযানে সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ হইল। ২৪শে জুলাই জেনারেল হুইশ, ৮০,৭৯ জন সৈন্য, দুর্গ-অবরোধোপযোগী ১২টি কামান এবং অশ্ববাহিত ১২টি কামান লইয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। একদল লাহোর হইতে যাত্রা করিয়া ইরাবতী নদীর পূর্ব পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; অপর দল ফিরোজপুর হইতে যাত্রা করিয়া শতদ্রু নদীর পশ্চিম পার দিয়া ব্রাইগেডিয়র সাণ্টারের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইল। ইতিপূর্বে ইংরেজের অধীনস্থ দেশীয় সৈন্যদলের ৮,৪১৫ জন অশ্বারোহী, ১৪,৩২৭ জন পদাতিক, মুলতান অবরোধের জন্য সমবেত হইয়াছিল; তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অশ্ববাহিত ৪৫টি কামান আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। লেফ্‌টনাণ্ট এডওয়ার্ডস কর্তৃক ৭,৭১৮ জন পদাতিক এবং ৪,০৩৩ জন অশ্বারোহী-সৈন্য পরিচালিত হইতেছিল; ভাওয়ালপুর সৈন্যের অন্তর্গত ৫,৭০৩ পদাতিক-সৈন্য এবং ১,৯০০ অশ্বারোহী সৈন্য লেফ্‌টনাণ্ট লেক পরিচালনা করিতেছিলেন। ৯০৯ জন পদাতিক এবং ৩৩৮২ জন অশ্বারোহী শিখ-সৈন্য, রাজা শের সিংহের আজ্ঞাধীনে অবস্থিত ছিল। ফলতঃ ইরাজপক্ষের প্রায় ৩২ সহস্র, সৈন্য, মূলরাজের ১২ সহস্র সৈন্যের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছিল। সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াও, দুর্গ-প্রাকারের সহায়তায়, মূলরাজ বিপুল বৃটিশ-বাহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

বৃটিশ-পক্ষের সকল সৈন্য আসিয়া একত্র সমবেত হইলে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর জেনারেল হুইশ এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। অবরুদ্ধ মুলতানের অধিবাসিগণ আত্মসমর্পণ করুক,—ইহাই সেই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য। তিনি জানাইলেন,—"আগামী কল্য (৫ই সেপ্টেম্বর) সূর্যোদয়ের পূর্বে রাজকীয় কামান ধ্বনিত হইবে; সেই কামানের শব্দ শুনিবার ২৪ ঘণ্টা মধ্যে বিনা সর্তে সকলকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। গ্রেট ব্রিটেনের মহারাণী এবং তাঁহার মিত্র মহারাজ দলীপ সিংহের সম্মানার্থ এই আত্ম-সমর্পণ প্রয়োজন। যাঁহারা অন্যথা করিবেন, তাঁহারা শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবেন।" কিন্তু এই ঘোষণা-পত্রে কেহই আত্মসমর্পণ করিল না। মূলরাজের পক্ষাবলম্বী শিখগণ তখন এতই উত্তেজিত যে, তাহারা কোন ক্রমেই বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিল না। পরন্তু দুই মাইল দূরস্থিত

নগর-প্রাকার হইতে এক তোপধ্বনিতে হুইশের ঘোষণা প্রচারের প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইল। রেসিডেন্ট বিশ্বাস করিয়াছিলেন, মূলতান আক্রান্ত হইলেই মূলরাজ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। অধিকন্তু ইংরেজের দল হইতেও কতক কতক শিখ-সৈন্য পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শের সিংহ তুলুম্বায় অপেক্ষা করিবার জন্য ইংরেজ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও আর সে আদেশ মানিলেন না; তাঁহার পিতা ছত্রসিংহ হাজারে প্রদেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন শুনিয়া, তিনিও ইংরেজের প্রতি বিমুখ হইলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর দিবাভাগে ইংরাজ পক্ষ মূলতান আক্রমণ করিলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রিযোগে মূলরাজের সৈন্যগণকে সম্মুখস্থ বাগান এবং বাটী হইতে বিদূরিত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু রজনীর গাঢ় অন্ধকারে এবং নানারূপ বিশৃঙ্খলায় ইংরেজের সে আক্রমণ ব্যর্থ হইল। পরন্তু, আক্রমণ করিতে গিয়া বৃটিশ-পক্ষ বিতাড়িত হইলেন; মূলরাজের ভরসা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর ইংরেজ-পক্ষ হইতে দুই দিন কাল ক্রমাগত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল; কিন্তু তাহাতেও কোন সুফল ফলিল না। ১২ই তারিখে দুর্গ-প্রাচীরের বহির্ভাগে আসিয়া মূলরাজ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনেকক্ষণ উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। কিন্তু সেই সংঘর্ষে মূলরাজ পরাজিত হইলেন। তাঁহার ৫০০ শত সৈন্য যুদ্ধে নিহত হইল; আক্রমণকারী ইংরেজপক্ষ নগর-প্রাকারের দিকে ৮০০ শত গজ অগ্রসর হইবার সুবিধা পাইল। এইবার ইংরাজ-পক্ষ যেখানে উপস্থিত হইল, সেখান হইতে গোলা চালাইলে অনায়াসেই সে গোলা নগর-প্রাচীর ভেদ করিতে পারে।

নগর-ধ্বংসের পথ সুগম হইয়া আসিল বটে; কিন্তু আর এক বিপত্তি উপস্থিত হইল। দুই দিনের যুদ্ধে যাহারা অগ্রসর হইয়াছিল, এইবার তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয়, কতকগুলি শিখ-সৈন্যের প্রাণে এইবার আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইল,—তাহাদের মনে স্বদেশ-প্রীতি জাগিয়া উঠিল। ইংরেজ, কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উৎপাটনের চেষ্টা করিতেছেন, বোধ হয় এইবার তাহারা বুঝিতে পারিল। হাজারে-প্রদেশে শের সিংহের পিতা ছত্র সিংহ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায়, ইংরেজ পক্ষাবলম্বী তাঁহার পুত্র শের সিংহের প্রাণ ইতিপূর্বেই বিচলিত হইয়াছিল। ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে মূলতানের দিকে অগ্রসর হইবার সময়, তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন,—"আমি এ কি করিতেছি। বিদেশী বিধর্মীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, স্বদেশী, স্বজাতি, স্বধর্মীর বক্ষে শেলাঘাত করিতে বসিয়াছি।" সম্ভবতঃ এই অনুশোচনায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আপন সৈন্যদলের মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন,—"ধরম খে দোসা" 'অর্থাৎ 'খালসার' নামে ধর্মের বাদ্য, বাজান হউক। যখন এই সংবাদ ইংরেজ সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইল, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। 'খালসার' নামে মূলতান আক্রমণকারী সৈন্যদল সত্য সত্যই যদি ক্ষেপিয়া উঠে, তাহা হইলে দারুণ বিপত্তির সম্ভাবনা। তিনি প্রধান প্রধান সৈনিক কর্মচারীদিগকে আহ্বান করিয়া, কর্তব্য

অবধারণের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তখন সকলেই এক বাক্যে অভিমত প্রকাশ করিলেন,—এ অবস্থায় মুলতান অবরোধ সম্ভবপর নহে। সুতরাং আক্রমণকারী সৈন্যদল নগর-প্রাকারের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াও প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হইল। হয় তো অল্পক্ষণ মধ্যেই নগর ধ্বংস হইত; কিন্তু সে আশা এক্ষণে সুদূরপরাহত হইয়া পড়িল। অতঃপর, সেনাপতির নিকট হইতে পুনরায় সাহায্যার্থ সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত, ইংরেজ-পক্ষ 'তিব্বি' নামক স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে শের সিংহ সসৈন্যে মুলতানে উপস্থিত হইয়া মূলরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দলপুষ্টি হইল বলিয়া, মূলরাজের আনন্দের আর অবধি রহিল না। তবে মূলরাজ কিন্তু শের সিংহের উপর সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারিলেন না। দুর্গে শের সিংহের আশ্রয় হইল না; দুর্গের বাহিরে সহরের মধ্যে তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস নির্দিষ্ট হইল। অধিকন্তু নগরের বহির্ভাগে এক মন্দির-মধ্যে লইয়া গিয়া মূলরাজ শের সিংহকে এবং তাঁহার কর্মচারীগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। এইরূপ নানাকারণে শের সিংহ এবং মূলরাজের মধ্যে মিলন হইল না। তখন, মূলতানে আর অবস্থিতি করা যুক্তিযুক্ত নহে মনে করিয়া, শের সিংহ তাঁহার পিতার সাহায্যার্থ হাজেরা প্রদেশে যাইতে চাহিলেন; জানাইলেন,—মূলরাজ যদি তাঁহার সৈন্যগণের কিছুদিনের বেতন অগ্রিম প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে, নূতন দেশে গিয়া তিনি এক নূতন শিখ-যুদ্ধের অবতারণা করেন। এ প্রস্তাব মূলরাজের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। নূতন সমরানল প্রজ্বলিত করিবার জন্য, ৯ই অক্টোবর শের সিংহ পিতার নিকট যাত্রা করিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর মুলতান হইতে ইংরেজ-সৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হয়। ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় তাহারা মুলতান আক্রমণে অগ্রসর হইল। মধ্যে প্রায় তিন মাস কাল উভয় পক্ষই আপনাপন দলপুষ্টির এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের আয়োজনে উদ্যোগী ছিলেন। ইংরেজের পক্ষে অনেক নূতন সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল,—কামান বন্দুক চালাইবার অনেক নূতন পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মূলরাজও সে পক্ষে উদাসীন ছিলেন না। নগর এবং উপনগরের দৃঢ়তা সম্পাদনে তিনি বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার কতকগুলি সৈন্য শের সিংহের সঙ্গে হাজেরায় চলিয়া যাওয়ায়, নূতন সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া সেই সৈন্যদলের অভাব পূরণকল্পেও তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই সময়ে পারিপার্শ্বিক মিত্র রাজন্যবর্গের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা চলিয়াছিল। রাজ-নৈতিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফলে এই সময়ে মূলরাজ কাবুলের দোস্ত মহম্মদ এবং কান্দাহারের সর্দারদিগকেও বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"আপনারা আসুন; আমার সহায় হউন; আমরা সমবেত চেষ্টায় ফিরিঙ্গীদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিই। যদি তাহাদিগকে দূর করিতে পারি, তাহা হইলে সিন্ধু নদের উভয় পার্শ্বে উভয়ের সীমানা নির্দিষ্ট থাকিবে।" বলা বাহুল্য, মূলরাজের এ উদ্দীপনা ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে না পারিলেও,

আফগানগণের কেহ কেহ যে এই সময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরায় তাহা প্রতীয়মান হয়। অন্য পক্ষে, মূলরাজের বা শিখ আধিপত্য-বিস্তারের বিরুদ্ধেও যে চক্রান্তের অভাব ছিল না,—সে চক্রান্ত, সে ষড়যন্ত্রও যে অনেক-গুণে প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যে ষড়যন্ত্রে, যে চক্রান্তে, ভারতের সকল শক্তিই বিপর্যস্ত হইয়াছে, সেই ষড়যন্ত্রই এ ক্ষেত্রেও পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

দ্বিতীয়বার মূলতান আক্রমণে অগ্রসর হইয়া, ইংরেজ সৈন্য প্রথমে দুর্গ-অধিকারে আকিঞ্চন প্রকাশ করিল না। প্রথমতঃ তাহারা নগর-প্রাকারের উত্তর-পূর্ব কোণে উপস্থিত হইয়া, সহরতলীর প্রতি গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই সহরতলীর অন্তর্গত উজীরাবাদ নামক স্থানে মূলরাজের পিতা সোহান মল্লের সমাধি বিদ্যমান। মূলরাজের প্রাসাদ 'আম খাসও' সেই পল্লীর অন্তর্গত। সহসা সেই পল্লী আক্রান্ত হইবে, মূলরাজ তাহা মনে করেন নাই। সুতরাং অল্পায়াসে এক দিনের মধ্যেই সেই পল্লী বিপর্যস্ত হইল। সেই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, নগর-প্রাকারের অতি সন্নিকটে ইংরাজ-পক্ষ সৈন্য স্থাপন করিলেন। ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া গেল। ঐ দিন হঠাৎ ইংরেজ-পক্ষের একটি গোলা দুর্গের অভ্যন্তরে বারুদ-ঘরে গিয়া পতিত হইল। বারুদ-ঘরে গোলা পতিত হওয়ায় কি সর্বনাশ উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। সেই বারুদ-ঘরে চারি লক্ষ পাউণ্ড বারুদ মজুত ছিল। গোলা পতিত হওয়ায়, বারুদখানা ধু ধু জ্বলিয়া উঠিল; ভীষণ অগ্নিস্রাবে দুর্গরক্ষী পাঁচ শত শিখ-সৈন্য নিহত হইল; দুর্গ-মধ্যে ঘোর আর্তনাদ উত্থিত হইল। এইবার মূলরাজ বুঝিলেন—বিধি বাম। বুঝিলেন,—শিখের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়! বুঝিলেন—বিধাতার ইচ্ছা নয় যে, আবার শিখ জাতি জাগিয়া উঠে। তাহা না হইলে, এমন দিনে এমন বিপদ কি কখনও উপস্থিত হয়। এই দুর্ঘটনায় শিখ-সৈন্য হতাশ-সাগরে নিমগ্ন হইল; কে যেন তাহাদের প্রাণের ভিতর সঞ্জীবনী শক্তি অপহরণ করিয়া লইল;—কে যেন তাহাদের অন্তর্ভূত উদ্দীপনার অনল নিবাইয়া দিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী নূতন বৎসরের প্রারম্ভে নগরের একটি প্রাচীর ভঙ্গ হইল। আক্রমণকারী সৈন্যগণ মনে করিয়াছিল,—ঐ প্রাচীর ভাঙ্গিতে পারিলেই তাহারা নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে; কিন্তু কার্যকালে বিপরীত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। দেখিল, সেই প্রাচীরের পার্শ্বে আর একটি নূতন প্রাচীর অবস্থিত; সে প্রাচীরের উচ্চতা ত্রিশ ফিটের কম নহে। সুতরাং একটি প্রাচীর ভঙ্গ করিয়াও, সৈন্যদল সে যাত্রায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইল। অবশেষে প্রাচীরের অপর এক অংশ ভঙ্গ হইলে, নগর প্রবেশের পথ সুগম হইয়া আসিল। কিন্তু ইংরেজ পক্ষ তখনও দেখিলেন, দুর্গ-প্রকার সমভাবে অবস্থিত; ঘোর যুদ্ধ ব্যতীত দুর্গ অধিকার কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। যাহা-হউক, নগর বিপক্ষ-হস্তে পতিত হইল দেখিয়া, অপরাপর সৈন্যগণকে পলায়ন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া প্রায় তিন সহস্র সুদক্ষ সৈন্যসহ মূলরাজ সেই দুর্গ মধ্যে অবস্থান

করিতে লাগিলেন। দুর্গের দ্বার বন্ধ রহিল; ইংরেজ পক্ষ দুর্গ-প্রবেশের পক্ষে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৪ঠা জানুয়ারী, দুর্গের উত্তর প্রান্তে বোম্বাই বিভাগের সৈন্যদল শিবির স্থাপন করিল; দুর্গের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বঙ্গদেশীয় সৈন্যদল অবস্থান করিতে লাগিল; পশ্চিম দিকে অপর কতকগুলি সৈন্য পথ রোধ করিয়া রহিল। এইরূপে চতুর্দিক হইতে দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে, মূলরাজ হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই,—মনে করিয়া, মেজর এড্ওয়ার্ডসের নিকট তিনি সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু এডওয়ার্ডস সে প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে পারিলেন না; সন্ধি সম্বন্ধে তিনি জেনারেল হুইশের মতামত গ্রহণের উপদেশ দিলেন। সেনাপতি হুইশ কিন্তু মূলরাজের কোন কথাই শুনিতে চাহিলেন না। মূলরাজ যদি বিনা সর্তে আত্ম-সমর্পণ করেন ভালই; না করেন জোর করিয়া দুর্গ দখল করা হইবে,—হুইশ স্পষ্টতঃ সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মূলরাজ আর কি করিবেন? অগত্যা আরও কয়েক দিন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ৮ই জানুয়ারী ইংরেজ সেনাপতির নিকট মূলরাজ এক দূত পাঠাইলেন। সে দূতের নিকটও ইংরেজ সেনাপতি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—বিনা সর্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। মূলরাজ তখনও স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। আবার কয়েকদিন ক্রমাগত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে চারিদিকের প্রাচীর কতক কতক ভগ্ন হওয়ায়, ২২শে জানুয়ারী প্রত্যুষে দুর্গাভ্যন্তরে ইংরেজ সৈন্যদল প্রবেশ করিবে—স্থির হইল। কিন্তু তাহার আর আবশ্যক হইল না। শেষ মুহূর্তে মূলরাজ আত্ম-সমর্পণ করিলেন; বিনা বাধায় দুর্গ ইংরেজের অধিকৃত হইল; মূলরাজ ইংরেজের নিকট বন্দী হইলেন। মূলতান ২৭ দিন কাল অবরুদ্ধ ছিল। সেই অবরোধের সময় ২১০ জন বৃটিশ সৈন্য নিহত এবং ৯১০ জন আহত হয়। শিখ-পক্ষের হতাহতের পরিমাণ কে আর নির্দেশ করিবে? যাহা হউক, পরিশেষে লাহোরে মূলরাজের বিচার আরম্ভ হইল। বিচারে মূলরাজ দোষী সাব্যস্ত হইলেন; তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বিচারফলে মূলরাজ ফাঁসী-কাষ্ঠেই লম্বিত হইতেন; মূলরাজের পক্ষেও তাহাই শ্রেয়ঃ ছিল। কিন্তু বিচারপতিগণ শেষে তাঁহার প্রতি দয়া-প্রকাশ করিলেন। অবস্থার গতিকে মূলরাজ অপকর্ম করিয়াছেন, সুতরাং প্রাণদণ্ড না হইয়া সমুদ্র-পারে তাঁহাকে নির্বাসন করা হউক,—পরিশেষে ইহাই ধার্য হইল। জানি-না, মূলরাজের প্রতি এ দয়া কেন হইয়াছিল। কিন্তু মূলরাজের পক্ষে এ দয়া কি যম-যন্ত্রণা, তাহা মূলরাজই জানেন, আর তাঁহার অন্তর্যামীই জানেন! আমরা আর তাহার কি ব্যাখ্যা করিতে পারি!

চতুর্থ অধ্যায়

রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ

১৮৪৮ খ্রীঃ অক্টোবর—১৮৪৯ খ্রীঃ জানুয়ারী

[ছত্র সিংহের বিদ্রোহ ;—মেজর জর্জ লরেন্স প্রভৃতির কোহাটে পলায়ন ;—কোহাটের শাসনকর্তা সুলতান মহম্মদ খাঁ কর্তৃক লরেন্স প্রভৃতিকে ছত্র সিংহের নিকট বিক্রয় ;—রামনগরে শের সিংহের সহিত ইংরেজপক্ষের ঘোর যুদ্ধ ;—কিওরটন, হ্যাভেলক প্রভৃতির মৃত্যু ;—শের সিংহের সৈন্যদল কর্তৃক রামনগর পরিত্যাগ ;—ছত্র সিংহের সহিত শের সিংহের সম্মিলন ;—চিলিয়ানওয়ালায় ইংরাজ পক্ষের সহিত শিখপক্ষের ঘোর সমর ;—চিলিয়ানওয়ালায় ইংরাজ-পক্ষের পরাজয় ;—ঐ যুদ্ধে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে মত-পার্থক্য ।]

হাজারে প্রদেশে ছত্র সিংহ বিদ্রোহের অনল প্রধূমিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই বিদ্রোহানল বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার সহিত আফগানজাতি যোগদান করায়, ছত্র সিংহের বিশেষ বলবৃদ্ধি হইল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর পেশওয়ারের সমস্ত শিখ-সৈন্য বিদ্রোহে যোগদান করিল। তাহাদিগকে পুনরায় কার্যে প্রবৃত্ত করার চেষ্টায় মেজর জর্জ লরেন্স অকৃতকার্য হইলেন। অতঃপর তিনি আপনাকে বাঁচাইবার জন্য আপন সহকারী লেফটেনাণ্ট বাউইর সহিত কোহাটে পলায়ন করিলেন। কোহাট, পেশওয়ার হইতে ৩৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতা সুলতান মহম্মদ খাঁ এই সময়ে কোহাটের শাসনকর্তা ছিলেন। আফগান-যুদ্ধের সময় ইংরেজগণ তাঁহার নৃশংসতার বহু পরিচয় পাইয়াছিলেন। তথাপি অনন্যোপায় হইয়া লরেন্স সেখানেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। ইতিপূর্বে লাহোরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার সময়, লরেন্সের পত্নী লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া কোহাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে কারণেও লরেন্স এবং তাঁহার সহকারিগণ কোহাটে গমন করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু তাঁহাদের কোহাট-গমনের ফল বড়ই বিষময় হইয়া দাঁড়াইল। কোহাটের শাসনকর্তা সুলতান মহম্মদ, ইংরেজ অতিথিগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন বলিয়া, ইংরেজগণ আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু সদ্ব্যবহারের পরিবর্তে, সুলতান মহম্মদ তাহাদিগকে ছত্র সিংহের নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্র সিংহ, সুলতান মহম্মদকে পেশওয়ার জেলার অংশ প্রদান করিয়া, ইংরেজগণকে বন্দিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। ছত্র সিংহের বিদ্রোহ এবং শের সিংহের ইংরাজ পক্ষ পরিত্যাগ, উভয় কারণেই গবর্ণর জেনারেল বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বুঝি বা শিখগণ আবার এক নূতন উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইয়া, আবার এক নূতন সমরানল প্রজ্বলিত করিল, এই চিন্তা তখন অনেকেরই মনে উদয় হইল। অতঃপর প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফের উপর ফিরোজপুরে সৈন্য সমাবেশের আদেশ প্রদান করিয়া, গবর্ণর জেনারেল উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর

হইলেন। সেনাপতি লর্ড গাফ্ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া চন্দ্রভাগা নদীর দিকে সৈন্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

শতদ্রু নদীর পূর্বতীরে দেড় মাইল অন্তরে রামনগর পল্লীর সন্নিকটে শের সিংহ শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। নদীর বক্রগতি নিবন্ধন এই স্থানটি একটি দ্বীপরূপে পরিণত হইয়াছিল। দুই দিক দিয়া নদীর জল-প্রবাহ প্রবাহিত লইয়া যেখানে সম্মিলিত হয়, তাহারই মধ্যস্থলে শিখ সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। বর্ষার সময় উহার চারিদিকেই জলরাশি বিস্তৃত থাকিত; অন্যসময়ে পূর্বদিকের জলস্রোত শুকাইয়া গিয়া স্থানে স্থানে বালুকাস্তূপ সজ্জিত হইত। পশ্চিম পার্শ্বের প্রধান জলপ্রবাহ গভীর এবং বিস্তৃত। শিখগণ প্রধানতঃ নদীর পশ্চিমকূল এবং পূর্বোক্ত দ্বীপটি অধিকার করিয়া অবস্থিত ছিল। পূর্বতীরেও শিখদিগের সৈন্য এবং কামান ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া লর্ড গাফ্ প্রথমেই শিখদিগকে আক্রমণ বা স্থানচ্যুত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। একদল পদাতিক সৈন্য সহ ব্রিগেডিয়ার ক্যাম্বেলকে (লর্ড ক্লাইড) অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ করা হইল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একদল অশ্বারোহী সৈন্য এবং অশ্ববাহিত কামানসহ তিন দল গোলন্দাজ সৈন্য ব্রিগ্রেডিয়ার কিওরটনের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু রামনগরে উপস্থিত হইয়া ইংরেজগণ দেখিলেন, শিখ সৈন্য সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা নদীর দিকে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিখ সৈন্যের, প্রকৃত সন্ধান না লইয়া অথবা তদ্বিষয়ে উপযুক্তরূপ অনুসন্ধিৎসু না হইয়া, অগ্রসর হইতে গিয়া, ইংরেজ-পক্ষ বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহাদের সম্মুখেই শিখগণের আটশটি কামান শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত ছিল; ইংরেজপক্ষ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, শিখগণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। অগ্রসর হইতে গিয়া, ইংরেজ-পক্ষের গোলন্দাজগণের গতি রুদ্ধ হইল। ইংরেজের একটি কামান শিখগণ কাড়িয়া লইল। ইংরেজ-সৈন্য পশ্চাৎ হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। এই সময় ইংরাজদিগের যুদ্ধোপকরণপূর্ণ দুইখানি গাড়ি উল্টাইয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল। এইবার নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিন হাজার হইতে চারি হাজার অশ্বারোহী শিখ-সৈন্য ইংরাজ-পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবমান হইল। কিন্তু সে আক্রমণে বিপরীত ফল ফলিল; কর্ণেল হ্যাভ্‌লক্ পরিচালিত সৈন্যদলের গুলির আঘাতে শিখগণকে সে যাত্রা পর্যুদস্ত হইতে হইল। কিন্তু তাহাতেও শিখগণ নিরস্ত হইল কি? তাহারা দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার আক্রমণ করিল। সে আক্রমণে ইংরেজপক্ষ আবার বিচলিত হইয়া পড়িলেন। লর্ড গাফ্ ইংরাজ পক্ষকে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। ব্রিগেডিয়ার কিওরটন সৈন্যগণের মধ্যে সেই আদেশ প্রচার করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন; কচিৎ তাঁহার মুখ হইতে আদেশ-বাক্য নিঃসারিত হইয়াছে;—ইতিমধ্যে সহসা শিখ-সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে, বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে কর্ণেল হ্যাভ্‌লকেরও মৃত্যু হইল। কাপ্তেন ফিজজেরাল্ড সাংঘাতিক রূপে আহত হইলেন। ইংরেজ-শিবির বিষাদের ঘনছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল।

শের সিংহ চন্দ্রভাগা নদীর পশ্চিম-তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সদর্পে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রামনগরের যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষ তাঁহাকে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহার অধিনায়কত্বে এখন প্রায় পঁয়ত্রিশ সহস্র শিখ-সৈন্য পরিচালিত হইতে লাগিল। পূর্বোক্ত সংঘর্ষে পরাজিত হওয়ায়, ব্রিটিশ পক্ষ আর সম্মুখ-সমরে সমর্থ হইলেন না। এইবার ব্রিটিশ-পক্ষ শের সিংহের বাম পার্শ্ব হইতে আক্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। সেনাপতি সার জোসেফ থ্যাকওয়েল এক্ষণে ইংরেজ-পক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যদলের পরিচালনা করিতেছিলেন; তিন দল অশ্বারোহী সৈন্য এবং তদুপযুক্ত কামান প্রভৃতি লইয়া তিনি নদীর দিকে ধাবমান হইলেন। ২রা ডিসেম্বর তাঁহার সৈন্যদল ওয়াজিরাবাদ পরিত্যাগ করিয়া শিখ-শিবিরের নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শের সিংহ সে ক্ষেত্রেও তাঁহার গতিরোধ করিলেন; অগণিত শিখ-সৈন্য, সার জোসেফের পরিচালিত সৈন্যমণ্ডলীর উপর নিপতিত হইল। এই ব্যাপারের প্রথমেই সার জোসেফ বিচলিত হইয়াছিলেন; বিপক্ষ-পক্ষকে আক্রমণ করিবেন কি না, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। শিখগণকে সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার উপর আদেশ ছিল না; শিখগণ প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়, তাহাদিগকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমে সেই অভিপ্রায়েই তিনি সৈন্যগণকে থামাইয়া রাখিয়াছিলেন। শিখগণ তাহাতে মনে করিল, ইংরেজ-পক্ষ ভয় পাইয়াছে। সুতরাং তাহারা যথেচ্ছভাবে গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। ইংরেজ শিবির হইতে তাঁহার কোন প্রত্যুত্তর আসিল না; সুতরাং শিখগণের পূর্ববিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইল। তখন জয়লাভ হইল মনে করিয়া, শিখগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়েই ইংরেজ-পক্ষের গোলন্দাজগণ কামান দাগিলেন। সম্মুখের দিক হইতে লর্ড গাফ্‌ ভীষণ গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। পার্শ্ব দিয়া জোসেফ থ্যাকওয়েলের সৈন্যদল এবং ব্রিগেডিয়ার গডবীর পরিচালিত পদাতিক সৈন্যদল শের সিংহের শিবির আক্রমণ করিল। শিখগণের ভ্রম-বিশ্বাসের ফলে দারুণ বিপত্তি উপস্থিত হইল। শের সিংহ দেখিলেন,—আর রামনগরের নিকট অবস্থান নিরাপদ নহে; সুতরাং ৩রা ডিসেম্বর রাত্রিযোগে তিনি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বিতস্তা-নদীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এতই বিশৃঙ্খলা এবং ত্বরিত গতিতে এই প্রত্যাবর্তন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল যে, ইংরজে পক্ষ বিশ্বাস করিলেন,—এইবার বুঝি সমস্ত শিখ-সৈন্য বিপর্যস্ত হইল।

কিন্তু ইংরেজ-পক্ষ ভুল বুঝিলেন। শের সিংহ এখনও সমান বলে বলীয়ান। উত্তরের দিকে অগ্রসর হইয়া, পিতার সহিত যোগদান করাই এখন তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায়। রামনগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, তিনি সেই উদ্দেশ্য-সাধনেই অগ্রসর হইলেন। এখন তাঁহার সৈন্যদল বৃদ্ধি পাইল; প্রায় চল্লিশ সহস্র সৈন্য এবং ৬২টি কামান লইয়া তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিলেন। অতঃপর শের সিংহের অনুসরণে সেনাপতি লর্ড গাফ্‌ সমস্ত সৈন্য সহ চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া পশ্চিম-তীরে উপনীত হইলেন। শের সিংহ যে দিকে গমন করিয়াছেন, সেই পথে উত্তরাভিমুখে লর্ড গাফের সৈন্যদল

পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই, তাঁহার পূর্বের বিশ্বাস দূর হইল। তিনি পূর্বে অনুমান করিয়াছিলেন,—শের সিংহ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন; অনায়াসেই তাঁহাকে বিপর্যস্ত করা যাইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ব্যাপার প্রত্যক্ষীভূত হইল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী ডিঙ্গী নামক স্থানে উপনীত হইয়া, লর্ড গাফ্ জানিতে পারিলেন, শের সিংহ সমস্ত সৈন্য সহ সেই প্রদেশেই অবস্থিতি করিতেছেন। লোসিয়ানওয়ালা গ্রামে শের সিংহের প্রধান সৈন্যদল শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল; তাঁহার প্রধান সৈন্যদল দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মীওয়ালা এবং ফতেসাকেচক গ্রামদ্বয়ে কতক সৈন্য, এবং বামপার্শ্বে বিতস্তা নদীর তীরে রসুল নামক স্থানে আরও কতকগুলি সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। এই ভাবে একটি গিরিসঙ্কটের দক্ষিণ সীমান্ত অধিকার করিয়া, দৃঢ়তার সহিত শের সিংহ সৈন্য সমাবেশ করিয়া ছিলেন। লর্ড গাফ্ দেখিলেন, সে অবস্থায় শের সিংহের সৈন্যদলকে আক্রমণ করা দুরূহ ব্যাপার; সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে গেলে, সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি মনস্থ করিলেন,—রসুলের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ বিপক্ষ সৈন্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবেন। এই অবস্থায় ১৩ই জানুয়ারী রাত্রিকালে ঘোর সমরানল প্রজ্জলিত হইল। ইংরেজ-পক্ষ শিবির স্থাপন করিয়া কৌশলে শের সিংহের সৈন্য-দলকে পরাজিত করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে শিখগণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, ইংরেজপক্ষও সে ক্ষেত্রে হীনবল ছিলেন না। সুতরাং শিখগণকে গোলা চালাইতে দেখিয়া, প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফ্ ইংরেজ পক্ষকেও যুদ্ধারম্ভ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ব্রিগেডিয়ার পোপের অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত সার ওয়াণ্টার গিলবার্টের সৈন্যদল মিলিত হইয়া দক্ষিণ দিক হইতে শিখগণকে আক্রমণের চেষ্টা করিল। লেফ্টনাণ্ট কর্ণেল গ্রাণ্টের পরিচালিত তিনদল গোলন্দাজ সৈন্য অন্য দিক দিয়া অগ্রসর হইল। ব্রিগেডিয়ার হোয়াইটের অশ্বারোহী সৈন্যদল, লেফটনাণ্ট-কর্ণেল ব্রায়েণ্ডের তিন দল গোলন্দাজ সৈন্য এবং বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ক্যাম্বেলের সৈন্যদল একত্র সম্মিলিত হইয়া বামপার্শ্ব দিয়া প্রধাবিত হইল। মধ্যস্থলে কতকগুলি সুবৃহৎ কামান সজ্জিত রহিল।

১৩ই জানুয়ারী ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম এক ঘণ্টা কাল গোলাবর্ষণে ইংরেজগণ মনে করিলেন, বুঝি বা শের সিংহের সৈন্যদল নির্মূল হইল। কিন্তু সে বিশ্বাস ভ্রমসঙ্কুল। শিখগণ এরূপ-দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিল যে, বিপুল বৃটিশ-বাহিনী অল্পক্ষণ মধ্যেই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল; ইংরেজ সেনানায়ক লেফ্টনাণ্ট কর্ণেল ব্রুক্স্ শিখ-সৈন্যের গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর, একদল শিখ পদাতিক আসিয়া, ইংরেজ-পক্ষের উপর ভীষণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। সে আক্রমণ বড়ই সাংঘাতিক মনে হওয়ায়, ইংরেজপক্ষ পৃষ্ঠ-প্রদর্শনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার পেনিকুইক এবং অপর তিন জন প্রধান সৈনিক পুরুষ নিহত হইলেন। যুদ্ধ যতই চলিতে লাগিল, ইংরেজ-পক্ষ ততই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ইংরেজের বহু সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইল ; অবশেষে সত্য সত্যই ইংরেজপক্ষ পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে শিখগণ ইংরেজের চারিটি কামান এবং বহু যুদ্ধোপকরণ কড়িয়া লইল। পূর্ব পূর্ব যুদ্ধে শিখগণের নিকট হইতে ইংরেজগণ যে সকল কামান কাড়িয়া লইয়াছিল, এই যুদ্ধে শিখপক্ষ সেই সকল কামানেরও অনেকগুলি উদ্ধার করিল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে "চিলিয়ানওয়ালার" যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। শিখগণ যেরূপ দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত চিলিয়ানওয়ালায় যুদ্ধ করিয়াছিল, ভারতের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। এই যুদ্ধে ইংরেজের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছিল, ভারতের কোন যুদ্ধে আর কখনও ইংরেজ তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। এই যুদ্ধে ইংরেজের ২৪০০ জন অফিসার সৈন্য, এবং তিনটি সৈন্যদলের বহু সৈন্য নিহত হইয়াছিল। বুঝি বা এমন বিপর্যয় ইংরেজের ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। শিখগণও যে এই যুদ্ধে কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াছিল, তাহা নহে। তবে ইংরেজের তুলনায় তাহাদের ক্ষতি যে অতি অল্পই হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলেন, চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে কোনও পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ণীত হয় নাই ; শিখগণই বরং এই যুদ্ধে পরাজয়-স্বীকার করিয়াছিল। ইংরেজগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন ; তাঁহাদের প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ এবং প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল ; ইংরেজের কামানগুলি শিখগণ কাড়িয়া লইল ; অথচ, ইংরেজ বলেন, এ যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ণয় হয় নাই। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্। ফলতঃ ইংরেজ এখন চিলিয়ানওয়ালায় পরাজয়-কাহিনী যতই ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করুন, ইংরেজের এ পরাজয় ঢাকিবার নহে। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য বিপর্যস্ত হইলে, ইংলণ্ডে যে কি ঘোর আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠক অনেকেই তাহা অবগত আছেন। এমন কি, প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফ্‌কে স্থানান্তরিত করিয়া সার চার্লস নেপিয়রকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থাও ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষগণ এই সময় স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ সকল কথা ইংরেজের ইতিহাসেই বর্ণিত আছে ; যুদ্ধের যে বর্ণনা ইংরেজের ইতিহাসে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই সার মর্ম উপরে প্রকাশিত হইল। জয়-পরাজয়ের পরিচয়, বিচক্ষণ পাঠক, ইংরেজের বর্ণনা হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কথায় বলে,—'সব ভাল, যার শেষ ভাল।' শেষ-যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষ জয়লাভ করিয়াছিলেন ; সুতরাং পূর্ববর্তী যুদ্ধে তাঁহাদের জয়-পরাজয় যাহাই হউক, সকলই তাঁহাদের 'জয়লাভ' মধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পঞ্জাবের পরিণাম

১৮৪৯—মার্চ

[চিলিয়ানওয়ালা যুদ্ধের পরিণাম ;—গুজরাটে শিখ-সৈন্য-সমাবেশ ;—ইংরেজ-পক্ষের বিপুল আয়োজন ;—শের সিংহের পরাজয় ;—গুজরাট যুদ্ধের ফলাফল ;—মেজর লরেন্সের মুক্তি ;—শের সিংহের সন্ধির প্রস্তাব ;—শিখ-সম্প্রদায়ের পরিণতি ;—সন্ধিপত্র ,—পঞ্জাবে বৃটিশ অধিকার ও ইংরেজের কোহিনুর লাভ ,—গবর্ণর-জেনারেলের ঘোষণা ,—দলীপ সিংহের নির্বাসন ও বৃত্তির ব্যবস্থা ,—তাঁহার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ ও পরিণাম ,—মন্তব্য ।]

শের সিংহের সৈন্যদল প্রায় এক মাস পর্যন্ত চিলিয়ানওয়ালা অধিকার করিয়া রহিল। সেই সৈন্যদলকে বিতস্তা নদীর পরপারে বিতাড়িত করিবার জন্য লর্ড গফ নানারূপ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ; কিন্তু তৎপক্ষে কোনক্রমেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে শিখ-সৈন্যও ইংরেজ-পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিল না। এই সময়ে মুলতানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়ী সৈন্যদল সহ জেনারেল হুইশ চিলিয়ানওয়ালা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন,—সংবাদ আসিল। এ সংবাদে লর্ড গাফ্ উৎসাহিত ও আশ্বস্ত হইলেন। হুইশ আসিয়া উপস্থিত হইলেই পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করা যাইবে,—এই প্রতীক্ষায় লর্ড গাফ্ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইবার ইংরেজের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ! পথে আর কোন বাধা-বিঘ্ন না পাইয়া, যথাসময়ে জেনারেল হুইশ আসিয়া লর্ড গাফের নিকট উপনীত হইলেন। দ্বিগুণ বল বৃদ্ধি হওয়ায়, দ্বিগুণ উদ্যমে, লর্ড গাফ্ শিখ-শিবির আক্রমণের জন্য ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

একদিকে ইংরেজ-পক্ষ বিপুল বলে বলীয়ান হইয়া আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইল ; অন্যদিকে শিখ-শিবিরে রসদাদি সংগ্রহের অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। সুতরাং শিখগণ আর চিলিয়ানওয়ালায় অবস্থান নিরাপদ বলিয়া মনে করিল না। অতঃপর তাহারা চন্দ্রভাগা নদীর গতি অনুসরণ করিয়া, গুজরাট নগর অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাদের উদ্দেশ্য রহিল—"রেচনা দোয়াব" পার হইয়া তৎপ্রদেশ লুণ্ঠনপূর্বক লাহোরে গমন করিবে। ইংরেজপক্ষ শের সিংহের সে উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন ; অথবা, চক্রীর চক্রান্তে সে সংবাদ তাঁহাদের অবিদিত রহিল না। সুতরাং শের সিংহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে জেনারেল হুইশ উজীরাবাদের সন্নিকটে সৈন্য-সমাবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়া প্রধান সেনাপতির সহিত হুইশের সৈন্যদলের সম্মিলনেরও ব্যবস্থা হইয়া গেল। এই সময়ে ইংরেজ-সৈন্যের সংখ্যা, পঁচিশ হাজারের অধিক হইয়া দাঁড়াইল। শিখ-সৈন্যের সংখ্যাও, ইংরেজগণ অনুমান করেন, প্রায় ৬০ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদের পুত্র একরাম খাঁ, পেশোয়ারে স্বত্বাধিকার

প্রাপ্ত হইয়া, ইতিপূর্বে প্রকাশ্যভাবে শিখপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৫ শত আফগান অশ্বারোহী সৈন্য সহ, এই সময়ে তিনিও আসিয়া শের সিংহের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে শিখগণের সৈন্যসংখ্যা ইংরেজের অপেক্ষা অধিক হইলেও, ইংরেজপক্ষ কিন্তু বিচলিত হইলেন না। ইংরেজপক্ষের সৈন্যগণ সকলেই সুশিক্ষিত এবং ইংরেজের কামান-বন্দুক প্রভৃতিও প্রচুর। সে তুলনায়, শিখগণ ইংরেজের নিকট কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারিবে? তাহাদের সৈন্যসংখ্যা অধিক হইলেও, ইংরেজের কামান, বন্দুকের প্রবল প্রবাহে তাহা ভাসিয়া যাইবে না কি? বিশেষতঃ ইংরেজের ষড়যন্ত্রে শিখ-শিবিরে গৃহ-শত্রুরও কমি ছিল না। সৈন্যদলের মধ্যেও কত জন যে ইংরেজের গুপ্তচররূপে অবস্থান করিতেছিল, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ফলতঃ এইবার শের সিংহের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। বোধ হয় শের সিংহও বুঝিতে পারিলেন, বোধ হয় ইংরেজও উপলব্ধি করিলেন,—এইবার শিখ-শৌর্য্যের অবসানের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে!

চিলিয়ানওয়ালা হইতে দক্ষিণ-পূর্বে লাহোরের পথে গুজরাট নগর অবস্থিত। ২১শে ফেব্রুয়ারী শের সিংহের সৈন্যদল গুজরাটে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল। সেই সৈন্যদলের দক্ষিণপার্শ্বে একটি নালা ছিল; শের সিংহ সেই নালার পার্শ্বে কামান সজ্জিত করিলেন। তাঁহাদিগের বাম পার্শ্বে নগরের পূর্বধারে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত; সেই নদীটি উজীরাবাদের দিকে চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত হইয়াছে। সৈন্যদলের দুই পার্শ্বে দুইটি জলপ্রবাহ বিদ্যমান থাকায়, তদ্দ্বারা যেন শের সিংহের সৈন্যদলের পরিখার কার্য সাধিত হইতে লাগিল। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড গাফ্ ইতিপূর্বেই শের সিংহের অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন; নিকটস্থ হইয়া, তিনি আক্রমণের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দুই পার্শ্বের দুইটি জলপ্রবাহ শের সিংহের পরিখার কার্য করিলেও, লর্ড গাফ্ দেখিলেন. দুই জলপ্রবাহের মধ্যস্থলে তিন মাইল পরিমিত এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বিদ্যমান। সেই প্রাঙ্গণের পথে কোনই স্বাভাবিক বাধা-বিঘ্ন নাই। সেই পথে অগ্রসর হইলে, অনায়াসেই শের সিংহের সৈন্যদল বিপর্যস্ত হইতে পারে। এই মনে করিয়া, লর্ড গাফ্ তদভিমুখে সৈন্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিলেন। এ সময় তিনি বহু বলে বলীয়ান; তাঁহাকে সাহায্যের জন্য নানা স্থান হইতে নানা সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেনাপতি এইচ ড্ণ্ডাজ, বোম্বের সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে সিন্ধিয়ার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া জোসেফ থাকওয়েল এবং একদল অশ্বারোহী সহ ব্রাইগেডিয়ার হোয়াইট যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা শিখসৈন্যের বামপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মেজর ব্লডের অধীনে কাপ্তেন ডানকান এবং হাসের অশ্বারোহী সৈন্যদল, পূর্বোক্ত বৃটিশ-সৈন্যদলের সাহায্যার্থ পরিচালিত হইতে লাগিল। এদিকে দক্ষিণ পার্শ্বেও প্রবলরূপে আক্রমণের ব্যবস্থা চলিল। ব্রাইগেডিয়ার-জেনারেল ক্যাম্বেলের পরিচালিত পদাতিক সৈন্যদল, মেজর লাডলো ও লেফটেনাণ্ট রবার্টসন পরিচালিত গোলন্দাজ সৈন্যগণ এবং অন্যান্য বহু সৈন্য, শিখসৈন্যের দক্ষিণ-পার্শ্ব ঘেরিয়া দাঁড়াইল। নালার পশ্চিম পার্শ্বে

মেজর জেনারেল জিলবার্টের অধীনে পদাতিক সৈন্যদল এবং ১৮টি বৃহৎ কামান সহ মেজের ডে ও হর্সফোর্ড অগ্রসর হইলেন। মেজর জেনারেল হুইশ, ব্রিগেডিয়ার মার্খাম প্রভৃতির পরিচালিত সৈন্যদল তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রধাবিত হইল। মেজর ফরবেস, কাপ্তেন মেকাঞ্জি এবং এণ্ডারসনের সৈন্যদল, কাপ্তেন ডসের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। লেফটনাণ্ট কর্ণেল ব্রায়াণ্ড এবং মারসার প্রভৃতি আরও বহু সেনাপতির পরিচালিত বহু সৈন্যদল, বহু দিক হইতে সমবেত হইল। সকল দলের আর কত নাম করিব ?—যেন সপ্তরথীতে অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ফলতঃ, ভারতে ইংরেজের যেখানে যত সৈন্যদল ছিল, সকলেই যেন এই ক্ষেত্রে সমবেত হইল। শিখগণের ৫৯টি মাত্র কামান ছিল; ইংরেজ পক্ষে শতাধিক বৃহৎ কামান এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র কামান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

২২শে ফেব্রুয়ারী সাড়ে সাতটার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শিখগণ প্রথমে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিল; কিন্তু পরিশেষে তাহাদের শক্তিতে আর কুলাইতে পারিল না। তাহাদের গোলাবারুদ ফুরাইয়া আসিল; এদিকে ইংরেজ-পক্ষ প্রবল বেগে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। তখন আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, শিখ-সৈন্য পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইংরেজ-পক্ষের পদাতিক সৈন্যগণ দ্রুতবেগে শিখ-শিবিরের উপর পতিত হইল। এইবার আর পারিল না; শিখগণ আর আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল না। ইংরেজপক্ষ এইবার শিখদিগের কামানগুলি কাড়িয়া লইল; শিখ-শিবির লুণ্ঠন করিল; শিখদিগের যে কেহ সম্মুখে পড়িল, সে-ই অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই যুদ্ধের গোলাবর্ষণে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। পলায়নের সময়ে, শিখসৈন্যের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, পূর্বে দিকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ক্যাম্বেলের সৈন্যদল এবং পশ্চিমের দিকে বোম্বের সৈন্যদল প্রধাবিত হইল। এইরূপে প্রায় ১২ মাইল পথ ইংরেজ সৈন্য শিখদিগের অনুসরণে উধাও হইয়া ছুটিল। সমস্ত পথ হতাহতে পরিপূর্ণ; চারিদিকে অস্ত্র-শস্ত্র বিক্ষিপ্ত; যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই যেন শ্মশানের বিকট দৃশ্য প্রতিফলিত। এই যুদ্ধের পরিণামে, অনেক নির্দোষ নিরীহ প্রাণীও যে বিপন্ন হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহাদের হস্তে অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না, তাহারাও অস্ত্র-শস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া সন্দেহে দণ্ডিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে শিখদিগের ৫৩টি কামান ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। হতাহতের সংখ্যা,—সে আর কে নির্ণয় করিবে! এই যুদ্ধে ধরণী নরশোণিতস্রাবে প্লাবিতা হইয়াছিলেন। ইংরেজের ইতিহাসেই প্রকাশ,—এই যুদ্ধে শিখপক্ষের ক্ষতির অবধি ছিল না; কিন্তু ইংরেজ পক্ষের মাত্র ৯২ জন নিহত এবং ৬৮২ জন আহত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরেজের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। স্বয়ং গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহাউসি এই যুদ্ধ-জয়ে যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে আনন্দের প্রতিধ্বনি আজিও যেন কর্ণে কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। ভারত-ইতিহাসে এমন যুদ্ধ ইংরেজকে আর কখনও করিতে হয় নাই; ভারতবর্ষে ইংরেজের যত কিছু শক্তি-সামর্থ ছিল, সকলই এই যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল;—স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসির মুখেই এই কথা প্রকাশ।

গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজের এই জয়লাভের পর, শের সিংহ আর যুদ্ধ চালাইতে ইচ্ছা করিলেন না। শের সিংহের পিতার নিকট আফগানগণ কর্তৃক মেজর লরেন্স বিক্রীত হইয়াছিলেন; এ সংবাদ পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। মেজর লরেন্স এক্ষণে শের সিংহের আশ্রয়াধীন। গুজরাটের যুদ্ধের পর মেজর লরেন্সকে মুক্তি-প্রদান করিয়া, শের সিংহ তাঁহাকে ইংরেজ-শিবিরে প্রেরণ করিলেন। শের সিংহের পক্ষ হইয়া মেজর লরেন্স ইংরেজের সহিত সন্ধির ব্যবস্থা করেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু ইংরেজ তখন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন; ইংরেজ তখন অহঙ্কারে বক্ষ স্ফীত করিয়া সগর্বে দণ্ডায়মান; সুতরাং সন্ধির প্রস্তাব তাঁহারা শুনিবেন কেন? লরেন্স মুক্তি পাইলেন বটে; কিন্তু শের সিংহের উদ্দেশ্য সফল হইল না। ইংরেজ, শের সিংহের সহিত সন্ধি-স্থাপনের স্বীকৃত হইলেন না।

শের সিংহের সহিত সন্ধি তো হইলই না; অধিকন্তু পঞ্জাবের অদৃষ্টচক্র একেবারে পরিবর্তিত হইল। গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসি পঞ্জাব গ্রাস করিবার জন্যই যে পঞ্জাবে এই সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, শিখগণ প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পঞ্জাবের নাবালক রাজা দলীপ সিংহই বা তাহার কি প্রকার বুঝিবেন? তাঁহারই সাহায্যার্থ, তাঁহারই রাজ্যের সুশৃঙ্খলা-বিধানের জন্য, ইংরেজ ভাল ব্যবস্থা-বন্দোবস্তই করিতেছেন,—বালকের কোমল প্রাণ ইহা ব্যতীত আর কি বুঝিতে পারে? বোধ হয়, লাহোর-দরবারের অনেক সর্দারও এ সম্বন্ধে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু যখন গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের জয়লাভ হইল, তখন সকল আঁধার অপসৃত হইল;— লাহোর দরবারের চমক ভাঙ্গিল; - শিখ-সর্দারগণ বুঝিতে পারিলেন,—ফুরাইল— তাঁহাদের সকল আশা-ভরসা চিরতরে ফুরাইল। কিন্তু দরবারের সদস্যগণ যখন লর্ড ডালহাউসির নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, তখন আর উপায় নাই। সৈন্যবল, সমস্তই ইংরেজের করতলগত; শিখদিগের ধন-সম্পদ, সমস্তই ইংরেজের অধিকৃত; শিখ সর্দারগণ ইংরেজের ক্রীড়নক-রূপে বিরাজমান; সুতরাং তাঁহারা আর কি করিবেন? অতঃপর সর্দারগণ সুবিধাজনক সন্ধির প্রার্থী হইলেন। কিন্তু সুবিধা আর কি হইতে পারে? ইংরেজ বলিলেন,—যাহারা বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা উপযুক্তরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে; যাঁহারা কোনরূপ বিদ্রোহিতাচরণ করেন নাই, তাঁহারা মিত্র বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু পঞ্জাবের দশা কি হইবে? প্রশ্ন উঠিল,—পঞ্জাবের দশা কি হইবে? ইংরেজ এক সন্ধি-পত্র প্রস্তুত করিলেন। সর্দারগণ সকলেই সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন; রণজিৎ সিংহের পুত্র একাদশবর্ষীয় বালক দলীপ সিংহকেও সেই সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করান হইল। সন্ধিপত্রে পাঁচটি সর্ত লিখিত হইল। প্রথম সর্তে,—মহারাজ দলীপ সিংহকে চিরতরে পঞ্জাবের স্বত্ব-স্বামিত্ব ইংরেজের হস্তে অর্পণ করিতে হইল; শিখের বড় সাধের, বড় গৌরবের পঞ্জাব, বৃটিশের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। দ্বিতীয় সর্তে,—পৃথিবীর সাররত্ন কোহিনুর-মণি দলীপ সিংহ ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। এক দিন আফগনিস্থানের ভূতপূর্ব আমীর সা-সুজা-

উলমুলুকের নিকট হইতে পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ অশেষ আয়াসে যে মহামণি অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন, এই সন্ধি-সর্তে পুরাণপ্রসিদ্ধ সেই অমূল্য মণি সাগর পারে বৃটিশ দ্বীপে চলিয়া গেল। তৃতীয় সর্তে,—মহারাজ দলীপ সিংহ পঞ্জাব হইতে নির্বাসিত হইলেন; গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহাউসির অভিপ্রায়-মত যে-কোন স্থানে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইবে, স্থির হইল। সম্মানের মধ্যে তাঁহার চূড়ান্ত হইল,—তিনি ভূয়া 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি উপভোগ করিতে পারিবেন; আর তাঁহার প্রয়োজন-মত বৎসরে চারি লক্ষ হইতে পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত টাকা তিনি পেন্সন বা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। আর যে সর্ত, সে সকলের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ, এই সন্ধি-সর্তে শিখের পঞ্জাব, ইংরেজের পঞ্জাব বলিয়া গণ্য হইল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ, গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহাউসীর স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। গবর্ণর-জেনারেল ঘোষণা-প্রচার করিলেন,—"আজি হইতে পঞ্জাব-রাজ্যের অবসান, আজি হইতে মহারাজ দলীপ সিংহের সমস্ত রাজ্য বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।" স্থূলতঃ কারণ দেখান হইল,—'শিখগণ বড়ই দুর্দ্ধর্ষ জাতি; তাহারা কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না; সময় সময় লাহোর গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধেও তাহারা অস্ত্রধারণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। শিখদিগকে সুশৃঙ্খলায় পরিপালন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার; উচ্ছৃঙ্খলায়, আত্মকলহে শিখজাতির অবসান অবশ্যম্ভাবী। লাহোর গবর্ণমেন্ট এখন আর তাহাদিগকে দমন করিতে পারিতেছেন না; এদিকে শিখ-জাতিকে দমন রাখিতে না পারিলে,—তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত করিতে না পারিলে, বৃটিশ-গবর্ণমেন্টেরও প্রতিপদেই বিপত্তির সম্ভবনা। ইংরেজের আত্মরক্ষার জন্য এবং শিখদিগের পরিত্রাণ-হেতু, ইংরেজগণ শুভ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। বহুদিন হইতে ইংরেজগণ শিখদিগের শুভাকাজ্ক্ষা করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ, ইংরেজের পরম মিত্র ছিলেন; তাঁহার বড় সাধের শিখজাতি নির্ম্মূল না হয়, এই জন্যই তাঁহাদের প্রতি এই করুণার শান্তি-বারি বর্ষিত হইল।' ফলতঃ, শিখ-জাতির প্রতি দয়া-পরবশ হইয়াই বৃটিশ গবর্ণমেন্ট পঞ্জাব অধিকার করিয়া লইলেন;—গবর্ণর জেনারেলের ঘোষণাপত্রে প্রকারান্তরে এই কথাই ব্যক্ত হইল।

এইরূপে পঞ্জাব বৃটিশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, পঞ্জাবের আরও নানা পরিবর্তন সাধিত হইল; কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনারগণের অধীনে পঞ্জাবের শাসনকার্য নির্বাহিত হইতে লাগিল। ইংরেজগণ বাছিয়া বাছিয়া শিখ-সৈন্যগণকে আপনাদের সৈন্যদলে ভুক্ত করিয়া লইলেন। দেশের সমস্ত লোকের অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল। যাহারা ইংরেজের একান্ত বিশ্বাসভাজন হইল, তাহারাই সৈন্যদলে চাকরী পাইল; অবশিষ্ট শিখগণ কৃষিকার্যে জীবিকা-নির্বাহ করিতে বাধ্য হইল। ইংরেজের প্রতাপে পঞ্জাবে যেন দারুণ বিভীষিকা রাজত্ব বিস্তার করিল। অধিক বলিব কি, সেই বিভীষিকার ফলে, পরবর্তীকালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়, পঞ্জাব আদৌ মস্তক উত্তোলন করিতে পারে নাই;—পঞ্জাবের দুর্দ্ধর্ষ শিখগণ, তখন শান্তিপ্রিয় জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

এক্ষণে পঞ্জাবের শাসন-ব্যবস্থা আরও পরিবর্তিত। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের ন্যায়, পঞ্জাব এক্ষণে একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন।

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের পর পঞ্জাব বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে, আরও কি হইয়াছিল, বলিতে হইবে কি? বালক দলীপ সিংহ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহাকে সমুদ্র-পারে ইংলণ্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। ইংলণ্ডে গমন করিয়া, দলীপ সিংহের কি দুর্দশা ঘটিয়াছিল, সে কথা আজিও সকলেরই হৃদয়ে জাগরুক আছে। সেখানে গিয়া, পাশ্চাত্য বিলাস-মদিরায় বালকের কোমল প্রাণ ক্রমেই বিষাক্ত হইয়া আসিল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষে তিনি জর্জরিত হইয়া পড়িলেন। শেষ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, যে-টাকা তিনি বৃত্তি পাইতে লাগিলেন, তাহাতে আর তাঁহার কুলান হইল না;—দিন দিন ঋণজালে বিজড়িত হইতে লাগিলেন। ঋণজালে বিজড়িত হইয়া, ইংলণ্ডের নরনারীর নিকট তিনি যেরূপ ঘৃণিত ও অপদস্থ হইয়াছিলেন, সে সকল কথা স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজ দলীপ সিংহের সে দশা দেখিতে হইবে,—স্বপ্নেও কেহ চিন্তা করিতে পারেন নাই। এমনি দুরবস্থায়, এমনি হতশ্রদ্ধায়, এমনি দৈন্য-দারিদ্র্যে, দলীপ সিংহের জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। দলীপ সিংহের বংশধরগণ এক্ষণে বিলাতেই বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের আর সে শিখত্ব নাই; তাঁহারা এখন সাহেব বনিয়া গিয়াছেন। হায় হায়!—পঞ্জাব-কেশরীর বংশের এই পরিণাম লিখিত ছিল! দলীপ সিংহের জননী ঝিন্দন বা চন্দ্রাবতীর দশা কি হইয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিলেও পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া জলধারা নির্গত হয়। পুত্রের মঙ্গল-কামনায় শিখগণকে উত্তেজিত করিতে গিয়া, তিনি নানারূপে নির্যাতন-গ্রস্ত হন। পরিশেষে, যখন ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া পুত্র দলীপ সিংহ সাগরপারে প্রস্থান করেন, সেই সময়ে শোকে, তাপে, মনোভঙ্গে অভাগিনীর ইহ-লীলা সাঙ্গ হয়। সে সকল লোমহর্ষণ দৃশ্য,—আপনিই যেন চক্ষের উপর প্রতিফলিত হইতেছে। অথচ, শিখজাতি সে সকল স্মৃতি বিস্মৃতি-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নিয়তই কৃত্রিম সুখ-শান্তির অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। যে শিখজাতিকে কেহ কখনও দমন করিতে পারে নাই; পরাধীনতা কাহাকে বলে, যে শিখজাতি কখনও জানিত না, পূর্ব-স্মৃতি বিস্মৃতি হইয়া আজ সেই শিখজাতির কি শোচনীয় পরিবর্তন। দাসত্বে তাহারা এমনই ভাবে আত্ম-বিক্রয় করিতে শিখিয়াছে,—নিমকের চাকরগিরিতে এমনই অকপট পরিচয় দিতে শিক্ষা করিয়াছে যে,—তাহাদিগকে আর গুরু গোবিন্দের 'খালসা' শিখ বলিয়া মনেই হয় না।

ভাবিতে গেলে, এইরূপ আরও কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে,—কি সূত্রে কি ছিদ্র অবলম্বন করিয়া, শিখ-যুদ্ধের সূচনা হইল। মনে পড়ে,—কি করিতে গিয়া, কি কার্যে কি ফল লাভ করিল। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে, পঞ্জাবের শাসনকর্তৃত্ব প্রকারান্তরে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টেই গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদেরই পরামর্শ-অনুসারে পঞ্জাবের রাজকার্য নির্বাহিত হইতেছিল। মূলরাজের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদের মূলকারণও তাঁহারাই। অথচ রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন--দলীপ সিংহ। দলীপ সিংহের রাজত্ব রক্ষার

জন্যই সোত্রাওনের যুদ্ধের পর ইংরেজের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল ; পাছে শিখগণের উচ্ছৃঙ্খলায় তাঁহাদের পরম মিত্র রণজিৎ সিংহের পুত্রের পঞ্জাব-রাজ্য ছারে-খারে যায়,—এই আশঙ্কায়, সুশাসন-সুপালনের দোহাই দিয়া, ইংরেজ পঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ; নাবালক দলীপ সিংহের হিতসাধনের ছলা করিয়াই, ইংরেজ লাহোরের কর্তৃত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারই ফল,—তাহারই পরিণাম, কি এই দাঁড়াইল ? যুদ্ধ বাধাইলেন,—ইংরেজ ; যুদ্ধ করিলেন,—ইংরেজ ; কিন্তু রাজ্য গেল,—দলীপ সিংহের ! বলিহারি—ইংরেজের ন্যায়নিষ্ঠা ! জিজ্ঞাসা করি, দলীপ সিংহ কোন দোষে দোষী ছিলেন ? ইংরেজ এ পর্যন্ত বলিতে পারিলেন না,—দলীপ সিংহের কি অপরাধে তাঁহার রাজ্য ইংরেজ কাড়িয়া লইলেন ? বিদ্রোহী দণ্ড পাউক ; তাহারা দণ্ড পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু নির্দোষ দলীপ সিংহ কি করিবেন ? অপরের দোষে দলীপ সিংহের রাজ্য যায় !—বলি ইংরেজ, এ তোমার কিরূপ ন্যায় বিচার ? এ সমস্যার মীমাংসা কখনও হইবে না ; ইংরেজের এ ন্যায়পরতার চিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতেও কখনও স্খলিত হইবে না। যখনই শিখজাতির কথা মনে হইবে, যখনই ডালহাউসির শাসন-নীতির কথা মনে পড়িবে, যখনই পঞ্জাবে ইংরেজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ হইবে, যখনই ভারত-মানচিত্রের উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে দৃষ্টি সঞ্চালিত হইবে ;—তখনই সেই স্মৃতি জাগিয়া উঠিবে, ইংরেজের বন্ধুত্বের পরিণাম চিন্তায় প্রাণ অবসন্ন হইবে।

পরিশিষ্ট

প্রথম পরিশিষ্ট

"আদি গ্রন্থ", কিংবা প্রথম পুস্তক ; অর্থাৎ শিখদিগের প্রথম গুরু বা শিক্ষক নানকের ধর্ম-গ্রন্থ।

দ্রষ্টব্য।—প্রথম গ্রন্থ ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক নহে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এই গ্রন্থে তাহার কোন পরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাৎকালিক ধর্ম এবং সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বর্ণনাও এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বান্তকরণে এবং সত্যভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য, এই গ্রন্থের তাহাই প্রধান শিক্ষা। ঈশ্বরের কোন নির্দিষ্ট আকৃতির বিষয় ইহাতে নির্দিষ্ট হয় নাই। মনুষ্যত্ব, সরলতা এবং সৎকার্য ব্যতীত কদাচ মুক্তিলাভ হয় না, 'গ্রন্থে' ইহাই পরিবর্ণিত।

'আদি গ্রন্থে' প্রথমতঃ নানকের রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। শিখ-দিগের পরবর্তী প্রচারকগণ, অর্থাৎ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম গুরু ব্যতীত, নবম গুরু তেগ বাহাদুর পর্যন্ত সকলেরই রচনা, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। সম্ভবতঃ, গুরু গোবিন্দ কর্তৃক এই গ্রন্থের কোন বিষয় পরিত্যক্ত এবং কোন কোন বিষয় নূতন সংযোজিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুধর্মাবলম্বী কতকগুলি ভক্ত বা যোগী পুরুষের রচনাও এই গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। সেই সকল ভক্ত বা যোগীর সংখ্যা,—সচরাচর ষোল জন বলিয়া উল্লিখিত হয়। তৃতীয়তঃ, নানক এবং তাঁহার পরবর্তী গুরুদিগের অনুচর কতকগুলি 'ভাট' বা কবি কর্তৃক কতকগুলি কবিতা এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। 'গ্রন্থের' বিভিন্ন প্রতিলিপিতে সেই সকল ভক্ত বা যোগীদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম বা সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা যাঁহারা 'গ্রন্থের' লিপিপ্রস্তুতকারী বা সম্পাদক, তাঁহারা আপনাপন ইচ্ছানুসারে গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিতেছেন ; কোন কোন অংশকে আদি রচনা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ষোল জন ভক্তের মধ্যে দুই জন 'ডোম' বা যাদুকরের নাম উল্লেখ হয় ; তাহারা অর্জুনের নিকট স্তোত্র পাঠ করিয়া কিয়দংশ তাঁহার আত্মার অধিকারী হইয়াছিল। আর একজন 'রুবাবী' বা 'বেহালা-বাদক'ও পূর্বোক্ত প্রকারে ধর্মপ্রাণতা লাভ করিয়াছিল।

'গ্রন্থের' কোন কোন সংস্করণে পরিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে যে সকল

রচনা স্থান পাইয়াছে, তৎসমুদায়ের প্রমাণ-পরম্পরা সন্দেহ-মূলক। সেই সকল বিষয় মানিয়া লওয়ার উচিত্য বিষয়েও, বিবিধ কারণে নানা তর্ক-বিতর্ক উঠিতে পারে। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন প্রথমতঃ এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্জ্জুনের স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী শিখ-গুরুগণ 'গ্রন্থের' সহিত অন্যান্য বিষয় সংযোজিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

'গ্রন্থ'খানি পদ্যে লিখিত। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নানা ছন্দ ও অলঙ্কারযুক্ত অসংখ্য পদ্য তাহাতে সন্নিবিষ্ট। পদ্যগুলি উত্তর ভারতে প্রচলিত হিন্দী ভাষায় রচিত। পঞ্জাবের কোন নির্দিষ্ট ভাষায় সে 'গ্রন্থ' লিখিত হয় নাই। কিন্তু 'গ্রন্থের' কোন কোন অংশ, প্রধানতঃ শেষ ভাগ, সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত। অধুনা ভারতবর্ষে প্রচলিত বহু ভাষা ও বর্ণমালার মধ্যে 'পঞ্জাবী' ভাষায় বর্ণমালায়ই 'গ্রন্থের' আদ্যোপান্ত মুদ্রিত হইয়াছে। শিখ গুরু বা শিক্ষকগণ সচরাচর সেই ভাষা ব্যবহার করিতেন বলিয়া, সেই ভাষা বা বর্ণমালা সময় সময় 'গুরুমুখী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে; পঞ্জাবের প্রচলিত ভাষাও সেই 'গুরুমুখী' নামে পরিচিত। আধুনিক শিখগণ মনে করে, লাহোরের দক্ষিণ-পশ্চিমবর্তী প্রদেশ-সমূহে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা, নানকের রচনায় স্থান পাইয়াছে। তাহাদের মতে, অর্জুন যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

এই গ্রন্থ, (বড় বড় পৃষ্ঠার ৪ পেজি ফর্মার) ১২৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ! প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৪টী করিয়া পংক্তি, এবং প্রত্যেক পংক্তিতে ৩৫টী করিয়া অক্ষর। অতিরিক্ত গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, এই গ্রন্থের পত্রাঙ্ক কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে; পরিশিষ্ট সমেত গ্রন্থে ১২৪০ পৃষ্ঠা আছে।

'আদি গ্রন্থের' নির্ঘণ্ট।

১ম। 'জপজি' বা সাধারণতঃ 'জপ',— ইহার অপর নাম 'গুরু-মন্ত্র'; দীক্ষাকালে এই স্তোত্র পাঠ করিতে হয়। এই অংশ প্রায় সাতটী পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। চল্লিশটী শ্লোক বা "পাউরির" সকলগুলির পরিমাণ সমান নহে; কতকগুলি দুই লাইনে, কতকগুলি আবার বহু লাইনে সমাপ্ত। 'জপ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ,—স্মরণ করা। প্রকৃত অর্থে, ইহাতে স্মরণ বা উপদেশ বুঝায়। নানকই, 'জপজি' বা 'জপ' রচয়িতা। সাধারণতঃ কথিত হয়, নানক শিষ্যদিগকে প্রত্যুষে এই স্তোত্র পাঠ করিতে উপদেশ দেন। অধুনা প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ শিখ, গুরুর উপদেশানুযায়ী কার্য করিয়া থাকে। এই অংশে একজন প্রশ্নকর্তা এবং একজন উত্তরদাতা, রচনাপ্রণালী হইতে তাহা সহজেই বুঝা যায়। শিখদিগের বিশ্বাস,—নানকের প্রিয় শিষ্য অঙ্গদই সেই প্রশ্নকর্তা।

২য়। 'সোদার রাই রাস',—শিখদিগের সান্ধ্য বা সায়াহ্ন স্তোত্র। সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পূর্ণ। এই অংশ নানক বিরচিত; কিন্তু রামদাস ও অর্জ্জুনের রচনাও পরে ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। কথিত হয়, গুরু গোবিন্দও কতকাংশে

ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। 'রাই রাস' যখন স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন গুরু গোবিন্দের রচনাগুলিই সচরাচর তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। 'সোদার' অর্থ,—কোন নির্দিষ্ট প্রকারের কবিতা; 'রাই' শব্দের অর্থ,—উপদেশক; এবং 'রাস' শব্দে কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণ-গুণকীর্তন বুঝা যায়। পঞ্জাবী 'রৌ' (Rowh) শব্দ অনুসারে কখনও কখনও ইহা ইতর ভাষায় 'রৌ রাস' নামে অভিহিত হয়।

৩য়। "কীরিত সোহিলা"।—বিশ্রামের বা শয়নের পূর্বে এই স্তোত্র পঠিত হইয়া থাকে। এক পৃষ্ঠায় এবং দুই এক বা ততোধিক পংক্তিতে ইহা সন্নিবদ্ধ। নানক এই স্তোত্র রচনা করেন; পরে রামদাস এবং অর্জুন তাহাতে নিজ:নিজ কবিতা সংযোজিত করিয়াছিলেন। কথিত হয়, গুরু গোবিন্দের একটি কবিতা এই অংশে স্থান পাইয়াছে। সংস্কৃত 'কীর্তি' শব্দ হইতে 'কীরিত' শব্দের উৎপত্তি। এই শব্দের অর্থ,—প্রশংসবাদ বা গুণকীর্তন। 'সোহিলা' শব্দের অর্থ,—বিবাহ-সঙ্গীত বা আনন্দগীতি।

৪র্থ। গ্রন্থের পরবর্তী অংশ, একত্রিশটী খণ্ডে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ড বিশেষ বিশেষ কবিতাচ্ছন্দে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল;—

১। শ্রী-রাগ।
২। মাঝ।
৩। গৌরী।
৪। আশা।
৫। গুজরী (বা গুর্জরী)।
৬। দেও গান্ধারি।
৭। বিহগ্র (বা বিহগরা)।
৮। ওয়াদ হান্স্।
৯। সোরাথ (বা স্থরট)।
১০। ধানেশ্বরী।
১১। জেইত সারনি।
১২। টোরি।
১৩। বৈরারী।
১৪। তৈলঙ্গ।
১৫। সোধি।
১৬। বিলাওয়াল
১৭। গৌর।
১৮। রামকালী।
১৯। নট নারায়ণ।
২০। মালি গৌরা।
২১। মারু।
২২। তো-খারি।
২৩। কেদারা।
২৪। ভৈরেঁা।
২৫। বসন্ত।
২৬। সারঙ্গ।
২৭। মল্লার।
২৮। কানাড়া।
২৯। কল্যাণ।
৩০। প্রভাতি।
৩১। জয় জয়ন্তী।

গ্রন্থের অধিকাংশই বা প্রায় ১১৫৪ পৃষ্ঠা, এই একত্রিশটি খণ্ড সমষ্টিতে পরিপূর্ণ। একজন বা ততোধিক গুরু, প্রত্যেক খণ্ডের রচয়িতা; কোন কোন অংশে একজন কিংবা

কতিপয় ভক্ত বা সাধুপুরুষ আপনাপন রচনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ; কোন কোন স্থলে আবার শিষ্যের বা ভক্তের সহকারিতায় অথবা তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে গুরু স্বয়ংই আপনার রচনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত গুরুগণের রচনা এই অংশে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ;—

১। নানক।
২। অঙ্গদ।
৩। উমার দাস।
৪। রামদাস।
৫। অর্জুন।
৬। তেগ বাহাদুর। গুরু গোবিন্দ হয়তো, তেগ বাহাদুরের কোন কোন রচনা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত রূপে "গ্রন্থে" নিবদ্ধ রাখিয়াছেন।

যে সকল ভক্ত বা সাধু-পুরুষ এবং অপরাপর ব্যক্তির রচনা গ্রন্থের প্রচলিত প্রতিলিপিতে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে, নিম্নে তাঁহাদের নামোল্লেখ করা গেল ;—

১। কবির,—খ্যাতনামা ধর্মসংস্কারক।
২। ত্রিলোচন,—ব্রাহ্মণবংশীয়।
৩। বেণী।
৪। রাও দাস,—চামার বা চর্ম-বিন্যাসকারী।
৫। নাম দেও,—'চিপা' বা বস্ত্র-মুদ্রণ-কারী।
৬। ধান্না,—জাঠ জাতীয়।
৭। শেখ ফরিদ,—মুসলমান ফকীর
৮। জয়দেব,—ব্রাহ্মণ-বংশীয়।
৯। ভিকন।
১০। সেন,—ক্ষৌরকার।
১১। পিপা,—জনৈক যোগী।
১২। সাধন বা সুধন্না,—কসাই জাতীয়।
১৩। রামানন্দ বৈরাগী,—খ্যাতনামা ধর্ম-সংস্কারক।
১৪। পরমানন্দ বা প্রেমানন্দ।
১৫। সুর দাস,—অন্ধ।
১৬। মিরাণ বাই,—একজন ভক্ত যোগিনী বা পবিত্রাত্মা স্ত্রীলোক।
১৭। বলবন্ত, এবং
১৮। সাত্তা, উভয়েই 'ডোম' বা যাদুকর ; অর্জুনের নিকট ইহারা স্তোত্র পাঠ করিত।
১৯। সুন্দর দাস,—'রুবাবী'. বা বেহালা-বাদক। তাহাকে প্রকৃত পক্ষে ভক্তমধ্যে গণ্য করা যায় না।

৫ম। "ভোগ",—সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের অর্থ,—কোন কিছু উপভোগ করা। পুণ্য-বিষয়ক রচনার উপসংহার, সাধারণতঃ হিন্দু ও শিখ কর্তৃক এই নামে অভিহিত হয়। ভোগ ৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। নানক, অর্জুন, কবির, সেখ ফরিদ প্রভৃতির রচনা ব্যতীত, আরও নয় জন 'ভাট' বা স্তুতিবাদকের রচনা ইহাতে সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। উমারদাস, রামদাস এবং অর্জুনের প্রতি এই সকল ভাট বা স্তুতিবাদক বিশেষ অনুরক্ত ছিল।

'ভোগের' প্রথমেই নানকের রচিত চারিটি সংস্কৃত শ্লোক। তৎপরে এক ছন্দে ৬৭টি

অপর আর এক ছন্দে ২৪টী সংস্কৃত শ্লোক সংযোজিত রহিয়াছে; সকলগুলিই অর্জুনের রচনা-প্রসূত।

পঞ্জাবী বা হিন্দী ভাষায় অর্জুনের আরও ২৩টি শ্লোক ইহাতে সন্নিবদ্ধ আছে; সে সকলই অমৃতসরের গুণকাহিনীপূর্ণ। ইহাদের অব্যবহিত পরেই কবির প্রভৃতির ২৪৩টি, শেখ ফরিদের ১৩০টি এবং অর্জুনের উপদেশপূর্ণ আরও কতকগুলি শ্লোক, এই অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর শেষ পর্যন্ত, কাল এবং অন্যান্য ভাটের কতকগুলি রচনা এই অংশে স্থান পাইয়াছে; সেগুলি অর্জুনের কোন কোন অংশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

এই 'ভোগ' নামক অংশে যে নয় জন ভাটের রচনা দেখা যায়, তাঁহাদের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল;—

১। ভিখা,—অমরদাসের শিষ্য।
২। কাল,—রামদাসের শিষ্য।
৩। কাল সাহর।
৪। জলাপ,—অর্জুনের শিষ্য।
৫। সাল,—অর্জুনের শিষ্য।
৬। নাল।
৭। মথুরা।
৮। বল।
৯। কীরিত বা কীর্তি।

এই সকল নাম কল্পনাপ্রসূত, হয়তো বা কৃত্রিম। 'গুরু বিলাস' নামক গ্রন্থে কেবল মাত্র আট জন ভাটের নামোল্লেখ আছে। বল নাম ব্যতীত অন্যান্য সকলগুলিই 'গ্রন্থোক্ত' নাম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

গ্রন্থের ক্রোড়পত্র।

৬ষ্ঠ। "ভোগ কা বাণী";—অথবা উপসংহারের শেষ কবিতা। এই অংশ সাত পৃষ্ঠায় বর্ণিত। ইহার অন্তর্গত,—(১) সূচনায় "শ্লোক মেইল পইলা" বা আদি স্ত্রীলোক বা ক্রীতদাসীর স্তোত্র নামে কতকগুলি শ্লোক আছে। (২) মল্লার রাজার প্রতি নানকের উপদেশ। (৩) নানকের 'রত্নমালা' অর্থাৎ জহরতের জপমালা বা ধর্মপ্রাণ মহাত্মগণের উপাসনা-পদ্ধতি; ইহাতে ধর্মপ্রাণ মহাত্মগণের প্রকৃত বিশেষত্ব বা গুণ বর্ণিত আছে; এবং (৪) "প্রাণ সিংলি" নামক 'পোটি' বা ধর্মগাথা সম্পর্কে, সিংহলের রাজা শিবনবের 'হাকিকাত' বা অবস্থা পরম্পরা। কথিত হয়, গোবিন্দের জীবদ্দশায় ভাই ভাহু নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এই শেষোক্ত অংশ বিরচিত।

সাধারণতঃ শুনা যায়, 'রত্নমালা' প্রথমতঃ তুর্কী ভাষায় লিখিত হয়। কিংবা এই রত্নমালা, তুর্কী ভাষায় আদি বা মূল গ্রন্থের সার সংগ্রহ মাত্র।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

"দশম পাদসা কা গ্রন্থ" বা দশম রাজার গ্রন্থ, কিংবা বাদশাহ-পন্টিফ বা প্রধান ধর্মাচার্য গুরু গোবিন্দের গ্রন্থ

টীকা।—"আদি গ্রন্থের" ন্যায় গোবিন্দের "দশম পাদসা'কা গ্রন্থ" আদ্যোপান্ত কাব্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু উভয় গ্রন্থের মধ্যে ছন্দ বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়।

এই গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় পঞ্জাবী বর্ণমালায় রচিত। শেষ অংশ পারস্য ভাষায় লিখিত বটে; কিন্তু বর্ণমালা সমূহ 'গুরুমুখী'। গোবিন্দের হিন্দী ভাষা এবং গাঙ্গ্য প্রদেশের আধুনিক প্রচলিত ভাষা, উভয়ই এক জাতীয়; তন্মধ্যে পঞ্জাবী ভাষার কোনই বিশেষত্ব বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না।

"দশম পাদসা কা গ্রন্থ" বা দশম রাজার গ্রন্থের একটি অধ্যায় ঐতিহাসিক বর্ণনা-মূলক। এই অধ্যায়ের নাম "বিচিত্র নাটুক বা নাটক"। উহা গোবিন্দের রচনা-প্রসূত। কিন্তু রচনার বিশেষত্ব, ঘটনা-বৈচিত্র এবং বর্ণনা-চাতুর্য হেতু, পারস্য ভাষায় 'হিকাউত' বা গল্পমালা, এই বিচিত্র নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রথম খণ্ড অপেক্ষা অন্যান্য খণ্ডে অধিক পরিমাণ পৌরাণিক ঘটনাবলী সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে একেশ্বরবাদিতা, জগত-পাতা সৃষ্টি-পালয়িতার মহত্ব ও সত্যতা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক আদর্শস্থানীয় উদাহরণ বর্তমান থাকিলেও, ইহার আদ্যোপান্ত জড় জাগতিক বিচিত্র ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। কথিত হয়, এই গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায় এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম কতকাংশ, গোবিন্দের রচনা-প্রসূত। এই গ্রন্থের অবশিষ্ট ভাগ বা অধিকাংশই গুরুর চারিজন কেরাণী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলি গুরুর আদেশক্রমে লিখিত; অথবা সেগুলি তাহাদের শ্রুতিলিপি। এই গ্রন্থের রচয়িতৃগণের মধ্যে রাম এবং শ্যাম নামক দুই ব্যক্তির নামোল্লেখ দেখ যায়। কিন্তু যে অংশের বিষয় বলা হইতেছে, সেই অংশের গ্রন্থকারের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

"দক্ষিণ পাদসা কা গ্রন্থ" (চার পেজি বড় বড় পৃষ্ঠায়) ১০৬৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৩ লাইন, এবং প্রত্যেক লাইনে ৩৮ হইতে ৪১টি অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়।

"দশম রাজার গ্রন্থের" নির্ঘণ্ট।

১ম। "জপজি",—চলিত ভাষায় ইহা 'জপ' নামে অভিহিত। এই অংশ, নানকের "জপজির" ক্রোড়পত্র বা পরিশিষ্ট বিশেষ। প্রতিদিন প্রত্যুষে এই স্তোত্র পাঠ করিতে হয়; অধুনা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ শিখ সেই নিয়ম পালন করিয়া থাকে। দ্বি-চরণ বিশিষ্ট ১৯৮টি শ্লোক, ইহাতে সন্নিবদ্ধ, এবং ইহা সাত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কোন কবিতার

বা কোন লাইনের শেষ ভাগ পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গুরু গোবিন্দ এই 'জপজি' রচনা করিয়াছেন।

২য়। "অকাল স্তুত",—বা ঈশ্বরের স্তুতিবাদ। সাধারণতঃ প্রভাতেই এই স্তোত্র পঠিত হয়। ইহা ২৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; প্রধানতঃ দীক্ষা মন্ত্র বা প্রারম্ভিক কবিতা, গুরু গোবিন্দের রচিত।

৩য়। "বিচিত্র নাটুক বা নাটক",—অর্থাৎ বিচিত্র বা আশ্চর্য কাহিনী। গোবিন্দ স্বয়ং ইহার রচয়িতা। প্রথমতঃ, ইহাতে গোবিন্দের পরিবার ও বংশের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কার সম্পর্কে তাঁহার কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ, এবং তৃতীয়তঃ, হিমালয়ের পার্বতীয় সামন্তগণ এবং বাদসাহ-সৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বৃত্তান্ত প্রভৃতি। এই 'বিচিত্র নাটুক' ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সর্বশক্তিমানের গুণকীর্তন; এবং শেষ অধ্যায়েও সেইরূপ ধরণের কতকগুলি কবিতা দেখা যায়। কিন্তু শেষোক্ত অধ্যায়ে আরও কতকগুলি কবিতা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাতে গোবিন্দ বলিয়াছেন, তিনি অতঃপর আপনার অতীত জীবনের স্মৃতি এবং বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবেন। 'বিচিত্র নাটকে', গ্রন্থের ২৪টি পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ।

৪র্থ। "চণ্ডী চরিত্র",—দেবী চণ্ডীর অপূর্ব কাহিনী। গ্রন্থে "চণ্ডী চরিত্র" নামে দুইটি অধ্যায় আছে; তন্মধ্যে এইটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। চণ্ডী দেবী আটটি 'টিটান' বা দৈত্যকে নিহত করেন; এই অংশে সেই চণ্ডী-মাহাত্ম্য এবং সেই দৈত্য-বিজয়-কাহিনী বিবৃত আছে। গ্রন্থের ২০টি পৃষ্ঠা ইহাতেই পরিপূর্ণ। অনুমান হয়, এই অংশ সংস্কৃত ভাষায় পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অনুবাদ মাত্র। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, গোবিন্দ সেই পৌরাণিক কাহিনীর অনুবাদ করিয়াছিলেন।

চণ্ডীদেবী কর্তৃক যে সকল দৈত্য নিহত হইয়াছিল, নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল;—

১। মধুকৈটভ।
২। মহিষাসুর।
৩। ধূম্রলোচন।
৪,৫। চণ্ড এবং মুণ্ড।
৬। রক্তবীজ।
৭। নিশুম্ভ।
৮। শুম্ভ।

৫ম। "চণ্ডী চরিত্র',—অর্থাৎ ক্ষুদ্র চণ্ডীর কাহিনী। বৃহৎ চণ্ডী-চরিত্রে যে পৌরাণিক উপাখ্যান বর্ণিত আছে, ক্ষুদ্র "চণ্ডী চরিত্রে" তাহারই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি বিভিন্ন ছন্দে বর্ণিত। ইহাতে গ্রন্থের প্রায় ১৬টি পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ।

৬ষ্ঠ। "চণ্ডী কি ভর",—চণ্ডী উপাখ্যানের পরিশিষ্ট। ছয় পৃষ্ঠায় ইহা সম্পূর্ণ।

৭ম। "জ্ঞান প্রিয় বোধ",—জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব। ঈশ্বরের প্রশংসাবাদে এবং প্রাচীন

রাজগণের কাহিনীতে এই অংশ পরিপূর্ণ। তাহাদের অধিকাংশই মহাভারত হইতে গৃহীত। ইহা ২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

৮ম। "চৌপায়ন চৌবিশ অবতারম্ কিম্',—চৌপদী প্রবন্ধে চব্বিশ অবতারের বিষয় ইহাতে বর্ণিত রহিয়াছে। গ্রন্থের প্রায় ৩৪৮ পৃষ্ঠা এই চৌপদীতে পূর্ণ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস,—শ্যাম নামক জনৈক ব্যক্তি সেই চৌপদী কবিতাবলীর রচয়িতা।

চব্বিশ অবতারের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

১। মৎস্য, বা মাছ।
২। কূর্ম, বা কচ্ছপ।
৩। সিংহ বা নর।
৪। নারায়ণ।
৫। মোহিনী।
৬। বরাহ বা শূকর।
৭। নরসিংহ বা নরাকৃতি সিংহ।
৮। বামন বা খর্বকায়।
৯। পরশুরাম।
১০। ব্রহ্মা।
১১। রুদ্র।
১২। জলন্ধর।
১৩। বিষ্ণু।
১৪। নির্দিষ্ট কোন নাম নাই ; কিন্তু বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কথিত হয়।
১৫। অরহন্ত দেব,—(কথিত হয়, ইনি জৈন ধর্মাবলম্বী "শিরাওঘি" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ; অথবা ইনি সেই জৈন ধর্মের প্রবর্তক।)
১৬। মান রাজা।
১৭। ধন্বন্তরী, (খ্যাতনামা ডাক্তার বা বৈদ্য।)
১৮। সূর্য।
১৯। চন্দ্র বা চন্দ্রমা।
২০। রাম।
২১। কৃষ্ণ।
২২। নর, অর্থাৎ অর্জুন।
২৩। বুদ্ধ।
২৪। কল্কী ; কলিযুগের শেষ ভাগে যখন পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইবে, তখন ভগবান এই অবতার গ্রহণ করিবেন।

৯ম। কোন নির্দিষ্ট নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু গ্রন্থে সচরাচর "মেদিমীর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চব্বিশ অবতারের পরিশিষ্ট বা ক্রোড়পত্র। যখন ভগবান কল্কী অবতার গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর পাপভার মোচন করিবেন, তখন 'মেদী' প্রকট হইবেন। সচরাচর এইরূপ কথিত হয়,—'সিয়া মতাবলম্বী মুসলমানগণের পদাঙ্ক অনুসরণে এই নাম ও ভাব গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের এক পৃষ্ঠারও কম অংশে ইহা সন্নিবিষ্ট।

১০ম। নির্দিষ্ট কোন নাই নাই ; কিন্তু সচরাচর "ব্রহ্মার অবতার" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার সাতটি অবতারের বিস্তৃত বিবরণ এই অংশে দৃষ্ট হয়। ইহার

অব্যবহিত পরেই অতীতকালের সাতটি রাজার উপাখ্যান ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই অংশ ১৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ব্রহ্মার সাতটি অবতারের নাম যথাক্রমে,—

১। বাল্মীক।	৫। ব্যাস।
২। কশ্যপ।	৬। খাস্ত রিষ্মি, (অথবা ছয়জন ঋষি।)
৩। শূকার।	৭। কুল দাস।
৪। বাচেস।	

আটজন রাজার নাম যথাক্রমে,—

১। মনু।	৫। মান্ধাতা।
২। পৃথিব।	৬। দলীপ বা দীলিপ।
৩। সগর।	৭। রঘু।
৪। বাণ।	৮। অজ।

১১শ। কোন নির্দিষ্ট নাম নাই; কিন্তু সচরাচর "রুদ্র বা শিবের অবতার" নামে পরিচিত। ইহাতে ৫৬টি পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ; কেবলমাত্র দত্ত এবং পরেশনাথ নামক দুইটি অবতারের বিষয় এই অংশে বর্ণিত আছে।

১২শ। "শস্ত্র নাম মালা",—বা অস্ত্র-শস্ত্রের নামমালা। বিভিন্ন অস্ত্র সমূহের নাম, এই অংশে বিবৃত। সেই সমুদায় অস্ত্র-শস্ত্রের গুণাবলী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ সেই অস্ত্র-সমষ্টিকে তাঁহার গুরু বা পরিচালক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এতৎসত্ত্বেও সাধারণের বিশ্বাস, সেই রচনাসমূহ গোবিন্দের লেখনীপ্রসূত নহে। প্রায় ৬০ পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পূর্ণ।

১৩শ। "শ্রী-মুখ বাক, সাইয়া বাতিস",—এই অংশের বত্রিশটি কবিতা গুরু (গোবিন্দের) বাক্য নামে পরিচিত। কথিত কবিতাগুলি গোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন। কবিতাগুলি বেদ, পুরাণ এবং কোরাণের নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ। প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পূর্ণ।

১৪। "হাজরে শবদ",—বা হাজার শব্দ। শব্দালঙ্কারে লিখিত সহস্রাধিক কবিতা। প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থেই ১০টি কবিতা, দুই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এস্থলে "হাজার" শব্দ প্রকৃত অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; এই অংশে 'হাজার' শব্দের অর্থ,—'অমূল্য' বা অত্যুত্তম (শ্রেষ্ঠ)। এই কবিতাবলী সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি-চাতুর্যের প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ। সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট ক্ষমতা-সম্পন্ন দেবদেবী এবং যোগী-সন্ন্যাসীদিগের উপাসনা বা তৎপ্রতি ভক্তি প্রদর্শন তাহাতে নিষিদ্ধ। গুরু গোবিন্দ এই কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

১৫। "স্ত্রী-চরিত্র",—স্ত্রী-কাহিনী। স্ত্রীলোকের স্বভাব ও প্রকৃতির বর্ণনা সম্বলিত

৪৩৪টি গল্প এই অংশে সন্নিবিষ্ট। একটি গল্পে বর্ণিত আছে,— এক সময়ে রাজ্যের উত্তরাধিকারী স্বপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতা প্রেমাসক্ত হন। কিন্তু রাজপুত্র বিমাতার কামনা পূর্ণ করিতে অসম্মত হওয়ায়, সেই রমণী স্বামীর নিকট বলেন যে, জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহার সতীত্ব নষ্টের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া, রাজা পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রিগণের সানুনয় প্রার্থনায় বা তাঁহাদের বিরুদ্ধমত প্রকাশে পুত্রের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত থাকে। তখন কতকগুলি গল্প-পরম্পরায়, মন্ত্রিগণ স্ত্রীলোকের চরিত্র বিবৃত করেন। অবশেষে রাজা তাঁহার স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের বিষয় বুঝিতে পারেন, এবং আপনার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতপ্ত হন। গ্রন্থের প্রায় অর্দ্ধাংশ বা ৪৪৬ পৃষ্ঠা এইরূপ গল্প সমূহে পরিপূর্ণ। এতন্মধ্যে একটি বা ততোধিক গল্পের রচয়িতা বলিয়া, শ্যামের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

১৬শ। "হিকাউত",—বা গল্প-গাথা। দুই লাইনের ৮৬৬টি শ্লোকে, বারটি গল্প এই অংশে সন্নিবিষ্ট। সেগুলি 'পারস্য' ভাষায় এবং 'গুরুমুখী' বর্ণমালায় লিখিত। আওরঙ্গজেবের প্রতি ভর্ৎসনা-মূলক গোবিন্দ বিরচিত এই শ্লোকগুলি, দয়া সিং এবং অপর চারি জন শিখের হস্তে আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হয়। ভর্ৎসনা বা নিন্দাবাদ-পূর্ণ তীব্র ভাষায় লিখিত একখানি পত্রও তৎসঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু সে পত্রখানি "আদি গ্রন্থে" স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

গুরু গোবিন্দ বিরচিত এই গ্রন্থের উপসংহার, এই ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী গল্পমালায় পরিপূর্ণ।

তৃতীয় পরিশিষ্ট

ধর্মোপদেষ্টা শিখ গুরুদিগের প্রচারিত কতকগুলি আদর্শ ধর্মনীতি বা ধর্মানুষ্ঠানের কয়েকটি তত্ত্ব

নানক এবং গোবিন্দ প্রচারিত যে ধর্মমত শিখগণ কর্তৃক সমাদৃত
এবং সম্মানিত, তাহারই কতকগুলি দৃষ্টান্ত এই
অতিরিক্ত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

১। ঈশ্বর—ঈশ্বরত্ব।

সত্যই ঈশ্বর; তাঁহাতে ভয় নাই, তাঁহাতে শত্রুতা নাই;
তিনি অমর, তিনি ত্রাণকর্তা।
তিনি গুরু এবং তিনি সর্ব মঙ্গলালয়।
সেই আদি সত্য স্মরণ কর;
সৃষ্টির পূর্ব হইতেই সত্য বিরাজমান।

হে নানক! সত্য চিরকাল বর্তমান,
এবং সত্য চিরদিন বর্তমান থাকিবে।

অনন্তকাল চিন্তা করিয়াও তর্কে সত্য বোধগম্য হইবে না।
যতই একাগ্রচিত্ত হও, ধ্যানে সত্য পাওয়া যাইবে না।
শত বা শত সহস্র জ্ঞান থাকুক, কিছুই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায় না।
কেমন করিয়া সত্য বলা যায়, কেমন করিয়া মিথ্যা পরিত্যাগ করা যায়?

হে নানক! ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হইলেই
সত্য বলা যায়, এবং মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়।
নানক, 'আদিগ্রন্থ',—'জপজী' (সূচনা)।

হে নানক! তিনিই স্বতঃপ্রকাশ,
তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই চিরস্থায়ী,
তিনি ব্যতীত কেহ নাই, এবং কেহ হইবে না।
"নানক," "আদি গ্রন্থ",—'গৌরী রাগ'।

হে ঈশ্বর, তুমি সর্বভূতে এবং সকল স্থানে বর্তমান,
তুমিই একমাত্র অবিনশ্বর।
রামদাস, "আদি গ্রন্থ",—'আশা রাগ'।

যিনি আত্মা এবং দেহ প্রদান করিয়াছেন,
আমার মন সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরে আসক্ত আছে।
"অর্জুন", "আদিগ্রন্থ",—'শ্রীরাগ'।

সময়ই অদ্বিতীয় ঈশ্বর; তিনিই আদি, তিনিই অন্ত,
তিনিই অনন্ত; তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সংহারকর্তা;
সৃষ্টি এবং প্রলয় একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব।
দেবতা এবং দানব, ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন; পূর্ব, পশ্চিম,—
তাঁহারাই সৃষ্টি; উত্তর, দক্ষিণ, তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু।
বাক্যে তাঁহার মহিমা কীর্তন কিরূপে সম্ভব?
"গোবিন্দ, "হাজার শব্দ"।

ঈশ্বরের একই প্রতিকৃতি; আর কোনও প্রতিকৃতিতে
তাঁহাকে অনুভব করা সম্ভবপর কি?
"গোবিন্দ," "বিচিত্র নাটক।"

২। অবতার, সিদ্ধ, ভবিষ্যদ্বক্তা ; হিন্দু অবতার। মহম্মদ, সিদ্ধ এবং ফকিরগণ।

বহুসংখ্যক মহম্মদ এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ;
অগণিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবেরও অভাব ছিল না।
সহস্র সহস্র ফকির ও ভবিষ্যদ্বক্তা এবং অযুত সংখ্যক
সিদ্ধ ও যোগী এই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে ;
কিন্তু অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ ; ঈশ্বরের নামই সত্য।
হে নানক! ঈশ্বরের গুণ অনন্ত, তাহা গণনার অতীত ;
কে তাহা বুঝিতে সক্ষম হয়?

নানক,—"রত্নমালা" (গ্রন্থের অতিরিক্ত।)

ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠে শ্রান্ত ও ক্লান্ত ;
কিন্তু তাহাতে এক সর্ষপ প্রমাণ ফলও লাভ করিতে পারে নাই।
সিদ্ধ ও যোগিগণ ব্যগ্রভাবে অনুসন্ধান করিয়াছে ;
কিন্তু তাহারা মায়া মোহে প্রতারিত ও পথভ্রষ্ট।
দশটি প্রধান অবতার জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন ;
কুহকসিদ্ধ মহাদেবও এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন।
চিতাভস্ম মাখিয়া তাঁহারা ক্লান্ত হইয়াছেন,
কিন্তু হে ঈশ্বর, তাঁহারাও তোমার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই।

অর্জুন, "আদিগ্রন্থ"—'সোধী'।

সুর, সিদ্ধ, এবং শিবের অবতারসমূহ ; শেখ, ফকির এবং অসীম প্রতাপশালী ব্যক্তি এ পৃথিবীতে আসিয়াছিল, এবং পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে, আরও অসংখ্য আসিতেছে এবং চলিয়া যাইতেছে।

অর্জুন—"আদি গ্রন্থ", শ্রীরাগ।

* প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণই দৈত্যকুল সংহার করেন। বহু আশ্চর্য ক্রিয়া তৎকর্তৃক সম্পন্ন হয় ; কৃষ্ণ আপনাকে ব্রহ্ম নামে প্রচার করিয়াছিলেন ; তথাপি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ; তিনি মরণশীল। সুতরাং কেমন করিয়া তিনি ভক্তগণকে রক্ষা করিবেন? কিরূপে উত্তাল তরঙ্গময় অনন্ত সাগরে নিমগ্ন

ব্যক্তি, অপরকে কিরূপে পরিত্রাণ করিবে? একমাত্র ঈশ্বরই সর্ব-শক্তিমান; তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সংহারকর্তা। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় একমাত্র অনন্ত ঈশ্বরেই সম্ভবে।

গোবিন্দ,—"হাজার শব্দ।"

যিনি ঈশ্বর, তাঁহার বন্ধু নাই; তাঁহার শত্রুও নাই।
তিনি প্রশংসায় উৎফুল্ল হন না;
অভিশাপ বা নিন্দাবাদেও তিনি বিচলিত নহেন।
তিনি প্রশংসা ও নিন্দার অতীত।
কৃষ্ণরূপে ব্যক্ত হওয়া তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে?
তাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই;—
দেবকীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা,
তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর কি?

গোবিন্দ,—"হাজার শব্দ।"

রাম এবং রহিম, * পরিত্রাণকর্তা নহেন।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য, চন্দ্র সকলেই মৃত্যুর অধীন;

"গোবিন্দ—হাজার শব্দ"

৩। শিখ গুরুগণও পূজ্য নহেন।

যে আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে,
আমি তাহাকে নরকের তিমির গর্ভে নিক্ষেপ করি।
আমাকে ঈশ্বরের ক্রীতদাস মনে কর;—
তৎপক্ষে কদাচ সন্দিহান হইও না।
আমি ঈশ্বরের ক্রীতদাস মাত্র,
তাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য দেখিতেই আমি আসিয়াছি।

গোবিন্দ,—"বিচিত্র নাটক।"

৪। প্রতিমা এবং যোগীগণের উপাসনা।

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও উপাসনা করিবে না;
মৃত ব্যক্তির প্রতি মস্তক অবনত করা উচিত নহে।

নানক,—"আদিগ্রন্থ," 'সুরট রাগিণী'।

* কৃপাময়—মুসলমানদিগের দেবতা।

মন অপবিত্র হইলে, প্রতিমা পূজা করা, তীর্থ স্থান বোধে ধর্ম-মন্দিরে উপাসনা করা এবং মরুভূমে পড়িয়া থাকা - সকলই বৃথা। তাহাতে ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ করিবেন না ; তুমি মুক্তিলাভের অধিকারী নও। যদি পরিত্রাণ পাইতে চাও, যদি ঈশ্বরে বিলীন হইতে ইচ্ছা কর, এক মাত্র সত্যের (ঈশ্বরের) উপাসনা কর।

নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'ভোগ' ; নানক বলিয়াছেন, তিনি একজন ব্রাহ্মণের বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মানুষ পশুর সমান ; সে কখনই ঈশ্বরের
ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমানের ক্ষমতা অনুভব করিতে পারে না।
ঈশ্বরের উপাসনা অবশ্য কর্তব্য ;
তাঁহার উপাসনা দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়।
জগদীশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ কর,
চৈতন্য-হীন প্রস্তরে কখনই ঈশ্বর নাই।

গোবিন্দ,—"বিচিত্র নাটক।"

৫। অলৌকিকত্ব।

ঈশ্বর-জ্ঞান শূন্য হইয়া,
'সিদ্ধি' বা আকৃতি পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া,
'ঋদ্ধি' বা অক্ষয় ধন-সম্পদের দাতৃত্ব ক্ষমতা লাভ করা,
আমার অভিপ্রেত নহে। সে সকলই বৃথা।

নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'শ্রীরাগ'।

তুমি অগ্নিমধ্যে অক্ষত দেহে বাস কর।
চির তুষারাচ্ছন্ন স্থানে অক্ষত শরীরে কালযাপন কর ;
প্রস্তরখণ্ড তোমার খাদ্য হউক ;
পদ-সঞ্চালনে বৃহৎ মৃত্তিকা-স্তূপ দূরে নিক্ষেপ কর ;
তুমি তুলাদণ্ডে স্বর্গ পরিমাপ কর।
তার পর জিজ্ঞাসা করিও, নানক কি কোন অস্বাভাবিক কার্য সম্পন্ন করিতে পারে ?

নানক,—জনৈক অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি ;
"আদিগ্রন্থ", মাঝ ভর।

৬। পুনর্জন্ম বা দেহান্তর গ্রহণ

অক্ষস্থিত বৃত্তের ন্যায় জীবনগতিও নিয়ত পরিবর্তনশীল ;
হে নানক। জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা নাই।

নানক, —"আদিগ্রন্থ', 'আশারাগ'।

(নানক এবং তাঁহার পরবর্তী শিখ-গুরুগণের রচনা হইতে এইরূপ আরও অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।)

যে ব্যক্তি অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে জানে না,
সে অসংখ্য বার জন্মগ্রহণ করিবে।

গোবিন্দ,—"মেদী মীর"।

৭। বিশ্বাস

অশন বসনে সুখী হওয়া যায়;
কিন্তু ভয় ও বিশ্বাস না থাকিলে মুক্তিলাভ হয় না

নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'সোহিলা মরু রাগ'।

৮। ঈশ্বর-কৃপা।

হে নানক! জগদীশ্বর যাহার প্রতি সুপ্রসন্ন,
সে নিশ্চয়ই ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করে।

নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'আশা রাগ'।

হে নানক! ঈশ্বর যাহাকে কৃপা করেন,
সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়।

উমার দাস,—"আদি গ্রন্থ" 'বিলাওয়াল'।

৯। অদৃষ্ট—পুর্বজন্ম।

প্রত্যেকেই অদৃষ্ট অনুসারে, আপনাপন কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে; নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে প্রত্যেকের আসা-যাওয়া,—জন্ম, মৃত্যু নির্দ্ধারিত হয়।

নানক,—"আদিগ্রন্থ," 'আশা'।

কিরূপে সত্য বলা যায়? কিরূপে মিথ্যা পরিহার করা সম্ভব? হে নানক! ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইলে,—তাঁহারাই ইচ্ছা অনুসারে চলিলে, সত্য বলা যায়, এবং মিথ্যা পরিহার করা যায়।

নানক,—'আদি গ্রন্থ,' 'জপজী'।

১০। বেদ, পুরাণ এবং কোরাণ।

যদি ঈশ্বর কর্তৃক অনু-প্রবিষ্ট না হইল, তবে পোটি, সিম্রাত, বেদ এবং পুরাণ,—সকলই মিথ্যা।

"নানক,—আদি গ্রন্থ," 'গৌরী রাগ'।

শাস্ত্র, বেদ এবং কোরাণের প্রতি শ্রদ্ধা কর,—
তাহার উপদেশ অনুযায়ী কার্য কর,—

তুমি 'স্বর্গে বা নরকে' পৌছিতে পার,—
স্বর্গ এবং নরক সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মিতে পারে ;
(জন্ম এবং মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা লাভ হওয়া সম্ভব।)
কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত কেহই মুক্তি প্রদানে সমর্থ হইবে না।
নানক,—"রত্নমালা" (আদি গ্রন্থের অতিরিক্ত বা পরিশিষ্ট)।

জগদীশ্বরের চরণে যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে ;—
তাই এক ঈশ্বর ব্যতীত তার চক্ষে আর অন্য
কোন মহাজন দৃষ্টিগোচর হয় না।
রাম, রহিম, পুরাণ এবং কোরাণ প্রভৃতির বহু
উপাসক আছে, সন্দেহ নাই ;—
কিন্তু তাহার নিকট অন্য কেহই ভক্তির পাত্র নহে।
স্মৃতি, শাস্ত্র এবং বেদ অনেক বিষয়ে পরস্পর মত বিরোধী ;—
কিন্তু সে কিছুতেই কর্ণপাত করে না।
হে জগদীশ্বর ! আপনার অনুগ্রহেই সকলই সংঘটিত হইয়াছে,—
আমার অনুষ্ঠিত কিছুই নহে।
গোবিন্দ,—"রাই রাস"।

১১। সন্ন্যাস ধর্ম।

যে গৃহী * কোনরূপ অন্যায় কার্য করে না,
যে সর্বদাই সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,
যে অকাতরে দান-ধর্ম আচরণ করে,
সেই গৃহীই পূত সলিলা গঙ্গার ন্যায় পবিত্রাত্মা।
নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'রামকালী রাগিনী'।

একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ডাকিলে, গৃহীই হউক, আর সন্ন্যাসী হউক,—তাহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই।

নানক,—'আদিগ্রন্থ', "আশা রাগিনী।"

গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, অন্তরে উদাসী হও,—কিছুতেই লিপ্ত হইও না।
উমার দাস,—"আদিগ্রন্থ," শ্রীরাগ।

* অর্থাৎ ইংরাজী ভাষায় ধর্মযাজক সম্প্রদায় ভিন্ন, সাধারণ শ্রেণীর জনৈক ব্যক্তি ; যে ব্যক্তি জীবনের সাধারণ কর্তব্য সম্পন্ন করে।

১২। জাতি।

জাতি বিচার করিও না, বিনয়াবনত হও, নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবে।

নানক,—"আদিগ্রন্থ," 'সারঙ্গ রাগ।'

জগদীশ্বর মানুষের জাতি বংশের বিষয় কিছুই
জিজ্ঞাসা করিবেন না ;—
তিনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—তুমি কি করিয়াছ ?

নানক,—"আদি গ্রন্থ," 'প্রভাতি রাগিণী।'

উচ্চ বংশ জাত যদি হয় নীচাশয়।
তাহার আদেশ কভু পালনীয় নয় ॥
ঘৃণিত অস্পৃশ্য যদি পুণ্যবান হয়।
পাদপীঠ হয়ে তার নানক সেবয় ॥

নানক,—"আদি গ্রন্থ," 'মল্লার রাগ।'

ব্রহ্মা হ'তে সমুৎপন্ন হয় যেই জন।
ধরা মাঝে বরণীয় সেই সে ব্রাহ্মণ ॥
কহয়ে ব্রাহ্মণ সবে আছি চারি জাতি।
সবে কিন্তু হয় এক ব্রহ্মার সন্ততি ॥

"উমার দাস,"—"আদি গ্রন্থ," 'ভৈরব'।

মৃত্তিকা দ্বারা এ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ;—
সেই মৃত্তিকায় কত মৃৎপাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।
নানক বলেন,—কর্ম অনুসারেই মানুষের বিচার হইবে,
এবং ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ না করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হইবে না।
মানব দেহ পাঁচটি উপাদানে গঠিত ;
সেই উপাদান সমষ্টির একটি উচ্চ, অপরটি নীচ,—কে বলিতে পারে ?

উমার দাস,—"আদি গ্রন্থ," 'ভৈরব।'

আমি চারিটি জাতিকে একটি জাতিতে পরিণত করিব।
আমি তাহাদিগকে "ওয়া গুরু" শব্দ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিব ॥

"গোবিন্দ",—"রিহিত নামে", (এই অংশ
আদি গ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই।)

১৩। খাদ্য।

হে নানক! ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের দুইটি অধিকার ;—এক শ্রেণীর গো-জাতির

প্রতি ভক্তি প্রদর্শন; অপর শ্রেণীর,– শূকর জাতির প্রতি জাত-ক্রোধ। কিন্তু যাহারা কোন জীবন্ত প্রাণীর প্রাণহানি করে না, গুরু এবং পণ্ডিতগণ সেই সকল শিষ্যকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন।

নানক,—"আদি গ্রন্থ," 'মাঝ'।

অকারণে প্রাণীহত্যা করা উচিত নহে;—
তাহাকে উপযুক্ত খাদ্য বলা যায় না।
হে নানক! পাপ হইতে চিরকালই পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

নানক,—"আদি গ্রন্থ," 'মাঝ'।

১৪। ব্রাহ্মণ, ধর্মাত্মা প্রভৃতি।

ঈশ্বরনিষ্ঠা, ঈশ্বরোপসনা এবং পবিত্রতাচরণই
যে ব্রাহ্মণের কার্য নীতি;
বিনয় এবং সন্তোষই যাঁহাদের সার ধর্ম;—
সেই সকল ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার সন্তান।
নির্দিষ্ট নিয়ম ভঙ্গ করিলেও, তাঁহারা মুক্তির অধিকারী।

নানক,—"আদিগ্রন্থ," 'ভোগ'।

কার্পাস, *—দয়া; সূত্র,—সন্তোষ; এবং সাতটি গ্রন্থি;—
সকলকেই ধর্ম স্বরূপ জ্ঞান করা আবশ্যক।
অন্তরে এইরূপ জ্ঞান থকিলে, উহা ধারণ কর।
ইহা কখনও ছিন্ন হইবে না; কখনও আগুনে পুড়িবে না;
ইহার কখনও ধ্বংস নাই, ইহা কখনও অপবিত্র হইবে না।
হে নানক। যে এইরূপ সূত্র ধারণ করে, সে ব্যক্তি
পবিত্রাত্মাগণের মধ্যে পরিগণিত।

নানক,—"আদিগ্রন্থ," "আশা।"

'কিন্তা'—জীর্ণ বস্ত্র বা কৌপিন পরিধান করিলেই ধর্মনিষ্ঠ হওয়া যায় না; দণ্ড ধারণেও ধর্মপ্রাণতা প্রকাশ পায় না; ভস্ম মাখিলেই ঈশ্বরনিষ্ঠ হয় না; মস্তক মুণ্ডনে কিম্বা শিঙ্গা বাদনে ঈশ্বরানুরক্তির পরিচয় প্রকাশ পায় না।

নানক,—"আদিগ্রন্থ", 'সোধি'।

* অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গণের যজ্ঞোপবীতের কার্পাস।

বর্তমান যুগে ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা অতি কম ; বর্তমান যুগে অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই,—ব্রহ্মার সন্তান। (অর্থাৎ নিষ্ঠাবান এবং পবিত্রাত্মা অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই অধুনা এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।)

উমার দাস,—"আদিগ্রন্থ", 'বিলাওয়াল'।

নিবিড় অরণ্যকেই সন্ন্যাসিগণ আপনাদের আবাস স্থান
বলিয়া মনে করিবে।
পার্থিব ভোগ লালসা পরিতৃপ্তির জন্য তাহাদের অন্তর
কখনও লালায়িত হইবে না।
জ্ঞান (বা সত্যকেই) তাহারা গুরু বলিয়া মনে করিবে॥

এবং তাহাদিগকে "স্বতঃজুনি', কিংবা "রজঃজুনি" অথবা "তমো-জুনি" বলিয়া কেহ মনে করিবে না। (অর্থাৎ তাহারা আপনাদিগের স্বার্থ সাধনের জন্য সৎ-স্বভাব অবলম্বন করিবে না ; অথবা তাহারা সময় বুঝিয়া তদনুযায়ী সৎ বা অসৎ কার্যের অনুষ্ঠান করিবে না ; উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা সর্বদা অসদুপায় অবলম্বনেও বিরত থাকিবে।)

গোবিন্দ,—"হাজার শব্দ"।

১৫। শিশু হত্যা।

—শিশু কন্যা হন্তাদিগের সহিত যাহাদের সংসর্গ,
আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করি,—তাহাদিগকে অভিশাপ দিই।

পুনশ্চ ;—

শিশু-কন্যা হননকারীর নিকট যে আহার্য গ্রহণ করে,
তাহার কখনও মুক্তিলাভ হয় না।

গোবিন্দ,—"রেহেৎ নামে" (গ্রন্থের অতিরিক্ত অংশ)।

১৬। সতী।

অগ্নিতে যাঁহার বিনাশ নাই ;—
কিন্তু অনুতাপানলে যিনি দগ্ধীভূত, তিনিই প্রকৃত সতী।

পুনশ্চ ;—

পতির প্রতি অনুরক্ত রমণী, পতির সহিত
চিতাশয্যায় শয়ন করে। কিন্তু তাহার আত্মা ঈশ্বর ভক্তিতে বিগলিত হইলে, তাহার দুঃখের কতকটা লাঘব হইতে পারিত।

উমার দাস,—"আদি গ্রন্থ," সুহি॥

আদিগ্রন্থের পরিশিষ্ট।

ভাই গুরুদাস ভালে কর্তৃক নানকের ধর্মমত প্রচার-পদ্ধতি।

এ জগতে হিন্দুদিগের চারিটি জাতি এবং মুসলমানদিগের মধ্যে চারিটি সম্প্রদায় ল।*

তাহারা সকলেই ঘোর স্বার্থপর, ঈর্ষাপরতন্ত্র এবং আত্মাভিমানী ছিল।

হিন্দুগণ, বারাণসী ক্ষেত্রে ও গঙ্গানদীর তীরে এবং মুসলমানগণ কায়াবায় বাস করিত।

মুসলমানগণ স্ব-ধর্মোক্ত সংস্কার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী কার্য করিয়া আপনাদিগের ধর্ম বজায় রাখিত; অন্য পক্ষে হিন্দুগণ যজ্ঞোপবীত এবং তিলক ধারণ করিয়া আপনাপন ধর্ম সমর্থন করিত।

হিন্দুগণ রামকে উপাসনা করিত; মুসলমানগণ রহিমের প্রতি অনুরক্ত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান, রাম এবং রহিমকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিত বটে; কিন্তু উভয় জাতিই উপাসনা প্রণালী জানিত না; তাহারা পথ হারাইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিল।

সেই জন্য বেদ এবং কোরাণ পরিত্যাগ করিয়া, প্রলোভনবশতঃ তাহারা সংসার-জালে আবদ্ধ হইতে লাগিল।

এক দিকে সত্য পড়িয়া রহিল, ব্রাহ্মণ এবং মোল্লাগণ অন্য দিকে সত্য-ধর্ম লইয়া পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ,—তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিল; সুতরাং তাহারা কেহই মুক্তিলাভে সমর্থ হইল না।

* * * * *

* * * * *

জগদীশ্বর (সত্য বা ধর্ম সম্বন্ধে) অভিযোগ শুনিতে পাইয়া, নানককে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

নানক পৃথিবীতে আসিয়া এক প্রথা প্রবর্তন করিলেন যে, শিষ্যগণ গুরুর পদপ্রক্ষালন করিয়া সেই পাদোদক পান করিবে।

★ সৈয়দ, শেখ, মোগল এবং পাঠান প্রভৃতি মুসলমানদিগের চারিটি জাতি, এস্থলে চারিটি সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; এবং হিন্দুদিগের চারিটি জাতি বা বংশের সহিত তাহাদের তুলনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, সাধারণতঃ কথিত হয়, মুসলমানদিগের চারিটি জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ তুলনা 'হারাম-ই-চর মাজহাব' স্বরূপ। মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপপ্রথা নিষিদ্ধ।

নানক প্রতিপন্ন করিলেন,—কলি যুগে 'পর ব্রহ্ম' এবং 'পরম ব্রহ্ম' উভয়ই এক,—

যে প্রাণী এই পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া আছে, তাহার চারিটি পদ, বিশ্বাস ভিত্তিতে নির্মিত, বা বিশ্বাসই তাহার চারিটি পা। এইরূপে চারিটি জাতি পরস্পর মিলিয়া একত্রিত হইল,—তাহারা জাতি ভেদ ভুলিয়া গেল ;

উচ্চ ও নীচ তখন সমান হইল ; শিষ্যদিগের মধ্যে গুরুপদ প্রক্ষালনের এবং গুরুপদে নমস্কারের প্রথা, নানক এ পৃথিবীতে প্রবর্তন করিলেন।*

মানব প্রকৃতির বিপরীতাচরণে, গুরুপদ শিষ্যের মস্তকোপরি স্থাপিত হইত।

এই কলি যুগে নানকই মানবের মুক্তি বিধান করিয়াছেন ; একমাত্র সত্যনামের ব্যবহারে তিনিই মানুষকে প্রকৃত ঈশ্বর উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন।

এই কলিযুগে মানুষকে মুক্তিদান করিতেই নানক এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

টীকা—গ্রন্থের অন্তর্গত ভাই গুরুদাস প্রণীত উপরোক্ত অংশ এবং আরও অনেকানেক অংশ, ম্যাল্কম কৃত "শিখদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ "নামক গ্রন্থের ১৫২ এবং তৎপরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। (See Malcolm's, "Sketch of the Sikhs" p. 152 &c.) এস্থলে সেইগুলির সঠিক অনুবাদ প্রদানের জন্য যেরূপ চেষ্টা করা হইল, মিঃ ম্যাল্কমের গ্রন্থোক্ত সেই সেই অংশের অনুবাদ এরূপ সঠিক নহে।

এই গ্রন্থে ৪০টি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায় বিভিন্ন কবিতাচ্ছন্দে বিরচিত। এ গ্রন্থখানি, নানকের সম্পর্কীয় বহু গল্পের আধার ; শিখজাতি সেই সকল গল্প পাঠ করিতে অনুপম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে একটি গল্পের বিষয় নিয়ে প্রদত্ত হইল ;—

নানক পুনরায় মক্কা গমন করেন ; তাঁহার পরিধানে শ্রীকৃষ্ণের বসনের ন্যায় একখানি পীতবসন ছিল।

তাঁহার হস্তে যষ্ঠি, এবং পার্শ্বে কতকগুলি গ্রন্থ ছিল ; মৃৎপাত্র, বাটী বা পেয়ালা এবং মাদুরও নানক সঙ্গে লইয়াছিলেন।

যেখানে তীর্থযাত্রিগণ আপনাপন শেষ তীর্থ-কার্য সম্পন্ন করিতেছিল, নানক সেইখানে উপবেশন করিয়াছিলেন।

রাত্রিকালে তিনি যখন পা দু'খানি ছড়াইয়া নিদ্রা যান, তখন তাঁহার পা দু'খানি মন্দিরের সম্মুখদিকে যাইয়া পড়ে।

জিউয়ান তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া বলিল,—এ কি। কোন বিধর্মী কাফের জগদীশ্বরের দিকে পা ছড়াইয়া দিয়া আজ এখানে নিদ্রা যাইতেছে ?

---

* আকালিগণ আজি পর্যন্ত এই প্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে।

—নানক তখন সেই জিউয়ানের পা ধরিয়া তাহাকে এক দিকে নিক্ষেপ করিলেন; তাহার সঙ্গে সঙ্গে মক্কা সহরও ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তখন নানক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রচারিত হইলেন।

সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন. ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গুরু গোবিন্দের ধর্মপ্রচার-পদ্ধতি

['বিচিত্র নাটক' হইতে এই অংশ সংগৃহীত। চব্বিশ অবতারের শেষ অবতার এবং তৎপরবর্তী মেদী মীরের সম্বন্ধে কতকাংশ, চব্বিশ অবতারের বর্ণনা হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইল।]

টীকা—ক্ষত্রিয় জাতির "সোধিও" এবং বেদী" নামক দুইটি শাখা সম্প্রদায়ের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, এই গ্রন্থের প্রথম চারিটি অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই দুইটি সম্প্রদায় এক সময়ে পঞ্জাবে রাজত্ব করিত; লাহোর এবং কাশুর তাহাদের রাজধানী ছিল। তাহারা রামের পুত্রদ্বয়, লব এবং কুশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত। দশরথ, রঘু, সূর্য এবং অন্যান্য নরপতিগণের বংশপর্যায় গণনা করিয়া, রামচন্দ্র আপনাকে আদিম রাজা কালসেনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। বর্তমান প্রসঙ্গে, এই গ্রন্থ কেবল প্রতিজ্ঞা বা ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে পরিপূর্ণ। কলিযুগে নানক অবতার গ্রহণ করিয়া 'সোধিদিগের' প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন এবং যখন চতুর্থ বার অবতার গ্রহণ করিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন, তখন 'সোধি' বংশে তাঁহার জন্ম হইবে,—এইরূপ বহু গল্প বা ভবিষ্যদ্বাণী এই অংশে সন্নিবিষ্ট আছে।

"পঞ্চম অধ্যায়" (মর্ম)—ব্রাহ্মণগণ, শূদ্রের ন্যায় কদাচারী হইয়া উঠিল; ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। শূদ্রগণও সেইরূপ ব্রাহ্মণদিগের স্থান অধিকার করিতে লাগিল,—ব্রাহ্মণের ন্যায় কার্যকলাপ আরম্ভ করিল, এবং বৈশ্যগণ, ক্ষত্রিয়দিগের রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করিল। যথাসময়ে নানক অবতার গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে আপনার একটি ধর্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইল বটে; কিন্তু পুনরায় তিনি অঙ্গদ-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। দ্বিতীয়বার তাঁহার উমার দাস রূপে দেহ ধারণ এবং পরিশেষে তৃতীয়বার রামদাসরূপে তাঁহার জন্ম পরিগ্রহ,—এ সকল বিষয় তিনি পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর "সোধি" সম্প্রদায়ের মধ্যেই গুরু-পদ বংশানুগত হইল। এইরূপে নানক আর কোন বেশ বা মানব দেহ ধারণ করেন নাই; একটি প্রদীপ হইতে যেমন অপর আর একটি প্রদীপের উৎপত্তি; সেইরূপ নানক হইতেই সকলের উৎপত্তি। প্রকাশ্যতঃ গুরু চারিজনই ছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুরু নানকের আত্মা, প্রত্যেক গুরুদেহে বর্তমান থাকিত। রামদাস পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র

অর্জুন গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর পর্যায়ক্রমে,—হর গোবিন্দ, হর রায়, হরকিষেণ এবং তেগ বাহাদুর, শিখদিগের গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই ধর্মের জন্য দিল্লীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন; মুসলমানগণ তাঁহাদের সকলেরই প্রাণ সংহার করিয়াছে।

"ষষ্ঠ অধ্যায়" (মর্ম)।—যেখানে পাণ্ডুবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন, সেই সপ্ত শৃঙ্গী বা গিরিশৃঙ্গের সন্নিকটে 'ভীমকুণ্ড' নামক স্থানে, গুরু গোবিন্দ সিংহের মুক্ত (অশরীরি) আত্মা ঈশ্বরোপাসনায় রত ছিল। পরিশেষে গোবিন্দের সানুনয় প্রার্থনায়, তাঁহার আত্মা জগদীশ্বরে বিলীন হইয়া গেল। (তাঁহার মুক্তিলাভ হইল;—তাঁহাকে আর এ পৃথিবীতে আসিয়া দেহধারণ করিতে হইল না।) গুরুর ন্যায় গুরুর পিতা-মাতাও সদা সর্বদা ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেন; ঈশ্বর তাঁহাদের প্রতিও কৃপা-কটাক্ষপাত করিলেন। পরিশেষে জগদীশ্বর সেই সপ্ত গিরিশৃঙ্গ হইতে গোবিন্দের আত্মাকে আনয়ন করিয়া, মানব দেহ ধারণের জন্য আত্মার প্রতি আদেশ করিলেন।

এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না,
ঈশ্বর চরণে আমার মন গভীর ধ্যান মগ্ন ছিল;
কিন্তু জগদীশ্বর পরিশেষে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন।

ঈশ্বর বলিলেন,—"যখন মানুষের সৃষ্টি হয়, তখন পাপী ব্যক্তিদিগের শাস্তি বিধানের জন্য দৈত্যগণ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু দৈত্যগণ প্রভূত বলশালী হইয়া উঠিয়া, তাহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইল। অতঃপর দেবতাগণের জন্ম হয়; কিন্তু তাঁহারা, শিব, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়া মানবজাতির মধ্যে আপনাপন পূজার প্রথা প্রবর্তিত করেন। অতঃপর সিদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারা ভিন্ন পথ অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। পরিশেষে গোরক্ষনাথ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন; বহুসংখ্যক রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এইরূপে তৎকর্তৃক 'যোগী' নামে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গোরক্ষনাথের পর, রামানন্দের আবির্ভাব। তিনি আপনার প্রথা অনুসারে "বৈরাগী" নামক একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর মহম্মদের জন্ম হয়। তিনি সমগ্র আরবের অধিপতি হইয়াছিলেন। তৎকর্তৃক একটি ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শিষ্যগণকে তিনি তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল, মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য যাহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠান হইল, তাহারা সকলেই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া, তথায় আপনাপন প্রথা প্রবর্তন করিল, এবং সেই সকল কু-প্রথার অনুসরণে মানবজাতি কু-পথে পরিচালিত হইতে লাগিল। অজ্ঞ নির্বোধ মানুষকে কেহই সৎপথ প্রদর্শন করিত না,—

কেহই তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। হে গোবিন্দ। সেই জন্যই আমি আজ তোমাকে আহ্বান করিতেছি। এক্ষণে তুমি পৃথিবীতে গমন করিয়া, একই সত্য ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার কর; এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী হইয়াছে, সেই মানবজাতিকে তুমি সৎপথে পরিচালিত কর।" ঈশ্বরের সেই আজ্ঞানুসারেই আমি পৃথিবীতে আসিয়াছি; তাঁহারই আদেশে একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইল; এবং তাঁহারই অনুমতিক্রমে আমি এই সম্প্রদায়ের বিধি-বিধান বা প্রচলিত নীতি-প্রথা প্রবর্তন করিলাম। কিন্তু যে আমাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিবে, আমি তাহাকে নরকের ঘোর অন্ধকারে নিক্ষেপ করিব। কারণ আমাতে ও জনসাধারণে কোনই প্রভেদনাই; আমিও যেমন, সাধারণ মনুষ্যও তেমনই। আমি সেই পরম পিতার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিকৌশলের একজন দর্শক মাত্র।

[অতঃপর গোবিন্দ প্রচার করিলেন,—হিন্দু এবং মুসলমানদিগের ধর্ম সকলই অকিঞ্চিৎকর; হিন্দুধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম মিথ্যা। যোগিগণ, এবং পুরাণ ও কোরাণ-পাঠক সকলেই প্রতারক। মূর্তি,—মৃৎ মূর্তি বা প্রস্তর মূর্তির উপাসনায় কিছুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য নহে। গোবিন্দ বলিলেন—'সকল ধর্মই কলুষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সন্ন্যাসী এবং বৈরাগী সকলেই সমভাবে অসৎপথ প্রদর্শন করিয়াছে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং অপরাপর জাতির উপাসনা পদ্ধতিও বৃথা ও অকিঞ্চিৎকর। ধর্মগ্রন্থ বা পুঁথিপত্রে ঈশ্বর নাই; যাহারা এ কথা মনে করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকে নিপতিত হইবে। একমাত্র সত্যনিষ্ঠ এবং বিনয়ী হইলেই ঈশ্বর লাভ হয়।"

ইহার পরবর্তী অধ্যায় সমূহে, ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত, গোবিন্দের যুদ্ধাদি সম্বন্ধে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বাদসাহের সৈন্য এবং পার্বত্য রাজাদিগের সহিত গোবিন্দ যে সকল যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এস্থলে প্রধানতঃ তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।]

"চতুর্দশ অধ্যায়", (মর্ম)।—হে জগদীশ্বর। আপনি সদা সর্বদা উপাসকগণকে অসৎ পথ হইতে রক্ষা করিয়াছেন,—তাহাদিগকে পাপ পথ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন; আপনি পাপীদিগের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন। আপনি আমাকে অনুরক্ত দাস রূপে গ্রহণ করিয়াছেন; আপনি নিজেই আমাকে পালন করিতেছেন। হে করুণাময় জগদীশ্বর। আমি এ পৃথিবীতে আসিয়া আপনার সৃষ্টিচাতুর্য সম্বন্ধে যাহা পরিদর্শন করিলাম এবং আপনার মহিমা সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সে সকলই আমি

আজ আপনার অনুগ্রহে বর্ণনা করিব। ঈশ্বরের করুণাবলে, আমি পূর্ব জন্মে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাও এস্থলে সাধারণের গোচরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি যে কার্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছি, হে জগদীশ্বর! সর্ব সময়েই আপনি আমার প্রতি করুণা-কণা বর্ষণ করিয়াছেন। 'লো' (লৌহই) আমার রক্ষাকর্তা। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি সবল দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমি যাহা পরিদর্শন করিয়াছি, সে সকলই আমি 'গ্রন্থে' সন্নিবিষ্ট করিব। আমি মানবকে সকল বিষয়ই বুঝাইয়া দিব।

চব্বিশ অবতার হইতে কতকগুলি মর্ম

"কল্কী", (শেষ ভাগ)।—অবশেষে কল্কী বিশেষ বলশালী এবং অহঙ্কার/দৃপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাতে জগদীশ্বর কুপিত হইয়া, অপর আর একজন প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রবল এবং পরাক্রমশালী মেদী মীরের সৃষ্টি হইল। মেদী মীর, কল্কীর ধ্বংস-সাধন করিয়া সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া বসিলেন। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং শক্তিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে; তিনিই সর্ব বিষয়ের অধিকারী। এইরূপে চব্বিশ অবতারের অবসান হইল।

"মেদী মীর"।—এইরূপে কল্কী ধ্বংসমুখে নিপতিত হইলেন। কিন্তু জগদীশ্বর সর্ব সময়েই অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন; কলিযুগের শেষ ভাগে বা অবসানে সকলই ঈশ্বরে বিলীন হইবে।* যখন মেদী মীরের নিকট পৃথিবী পরাজয় স্বীকার করিল,—মেদী মীর যখন পৃথিবী অধিকার করিয়া বসিলেন, তখন তাঁহার মনে কিছু অভিমানের সঞ্চার হইল। তিনি প্রভুত্ব-ক্ষমতা এবং মহত্বের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিলেন; সকলেই তাঁহার নিকট অবনত মস্তক হইল। তিনি আপনাকে সর্ব শক্তিমান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন;—তাঁহার মন হইতে ঈশ্বরের স্বত্বা তিরোহিত হইল। মেদী মীর স্থির করিলেন,—তিনি সর্বভূতে এবং সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। তখন সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর সেই নির্বোধকে আক্রমণ করিলেন। জগদীশ্বর অদ্বিতীয়; ঈশ্বর এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি সর্বদা সর্বত্র,—জলে, স্থলে, মৃত্তিকাগর্ভে, পাতালে, সকল স্থানেই বিদ্যমান। যে ব্যক্তি অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে জানে না, সে অসংখ্যবার এ পৃথিবীতে জন্ম

* নিজ জোত বা জোত সামন।

গ্রহণ করিবে। অবশেষে সর্বশক্তিমান মেদী মীরের সমুদায় শক্তি অপহরণ করিয়া লইয়া, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিবেন।

জগদীশ্বর প্রথমে একটি মৃত্যুগামী কীটাণু সৃষ্ট করেন ;
সেই কীটাণু মেদীর কর্ণে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া,
তথায় বাস করিতে থাকে—
মেদী মীরের কর্ণে কীটণু প্রবিষ্ট হওয়ায়,
মেদী মীর সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিল।



চতুর্থ পরিশিষ্ট

কল্পিত বা উপন্যাসোক্ত সম্রাট কেরণের প্রতি নানকের উপদেশপূর্ণ অথচ তিরস্কার-ব্যঞ্জক পত্র ; এবং শিখগণকে নির্দ্ধারিত পথে পরিচালনার্থ গোবিন্দ প্রবর্তিত নির্দিষ্ট নিয়মাবলী।

টীকা।—কেরণকে যে দুইখানি লিপি লিখিত হয়, তাহা নানক লেখেন, ইহাই সাধারণ সংস্কার। প্রথম পত্রের নাম,—"নাসিয়ুত নামে" অর্থাৎ তিরস্কার ব্যঞ্জক এবং উপদেশ পূর্ণ পত্র। দ্বিতীয় পত্রের নাম,—"নানকের উত্তর ; তাহা নানকের মুখনিসৃত বলিয়াই ব্যক্ত। কেরণ নাম সম্ভবতঃ এশিয়া এবং ইউরোপের প্রথিতযশা "হারুন এল রসিদ" নামের অপভ্রংশ। নানক সম্বন্ধে উভয় রচনাই কাল্পনিক এবং ইহা শেষ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বিরচিত বলিয়া বোধ হয়।

গোবিন্দের দুই খানি পত্রের নাম,—"রেহেত নামে" অর্থাৎ নিয়মাবলীর পত্র এবং "টাঙ্খনামে" অর্থাৎ দণ্ডবিধি সম্পর্কীয় পত্র। সাধারণকে সৎপথে পরিচালনের উপযোগী করিয়া ইহা লিখিত। ব্যক্তিবিশেষের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য, অথবা কোন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসাকারীর সংশয় চ্ছেদকরণ মানসে, ইহা লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। গোবিন্দ স্বয়ং যে ইহার রচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তাহাতে গোবিন্দের মতাবলী অথবা শিখ-ধর্মের নীতি-সমূহ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

১। নাসিয়ুত নামে অর্থাৎ ধনসম্পত্তিপূর্ণ চল্লিশটি রাজধানী সহরের প্রতাপান্বিত সম্রাট কেরণের প্রতি নানকের পত্র।

মানুষ একাকী আসে, একাকী যায়।

মানুষ যখন চলিয়া যায়, কিছুই তাহার সঙ্গে যায় না ;—
(কিম্বা তাহার কোন সাক্ষ্য থাকে না।)
হিসাব নিকাশের সময় সে কি উত্তর দিবে ?
যদি তখন সে কেবল অনুতাপ করে,
তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

* * * * *

* * * * *

কেরণ ভক্তি দেখাইতেন না ; তিনি কোন ধর্মে বিশ্বাসও করিতেন না ; ঈশ্বরের প্রতি

তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না; তিনি কোন ধর্মও মানিতেন না। ন্যায়বান হইয়া তিনি শাসন করেন নাই, ইহা পৃথিবী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিত।

তিনি শাসনকর্তা নামে অভিহিত হইতেন; কিন্তু তিনি সুশাসন করিতেন না। তিনি কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগে রত থাকিতেন;—তিনি যেন সেই মোহ-ফাঁদে বিজড়িত হইয়াছিলেন।

তিনি পৃথিবী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন; নরকাগ্নি তাঁহাকে ব্যথিত করিবে।

* * * * *

* * * * *

মানুষের সৎকার্য করা উচিত। তাহা হইলে, তাহাকে লজ্জিত হইতে হইবে না।

অনুতাপ করিও; কিন্তু অত্যাচার করিও না!

অন্যথা, কবরের মধ্যেও নরকাগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিবে।

ভবিষ্যদ্বক্তা, পুণ্যাত্মা, সা এবং খাঁ, কাহারও কোন নিদর্শন

এ পৃথিবীতে বর্তমান থাকে না;

কারণ মনুষ্য মাত্রেই উড্ডীয়মান বিহঙ্গের চঞ্চল ছায়ার ন্যায় নশ্বর।

* * * *

চল্লিশটি ধনভাণ্ডারের অধিপতি হইয়া তুমি মনে মনে কতই অহঙ্কার কর;—তুমি কেবল ভোগসুখেই মত্ত; কিন্তু তুমি তোমার ধর্ম রক্ষা কর না। হে মানব! ঐ দেখ, কেরণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল।

হে নানক! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর,

এবং এক ঈশ্বরকেই আশ্রয় করিয়া থাক।

২। মদিনার অধিপতি কেরণের প্রতি নানকের উত্তর।

প্রথমতঃ নানক মক্কায় গমন করেন;

পরে, তিনি মদিনা দর্শন করিতে যান।

মক্কা এবং মদিনার অধিপতি কেরণ,

নানকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া,

নানকের শিষ্যত্ব লাভ করেন।

যখন নানক প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিলেন,

তখন সেই ভাগ্যবান কেরণ তাঁহাকে বলিলেন,—

"এক্ষণে আপনি এ স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী;

কিন্তু আপনি আবার কবে এখানে ফিরিবেন?"

তাহাতে গুরু উত্তর করিলেন,—

"যখন আমি দশম বার মানব-দেহ গ্রহণ করিব,
তখন আমি গোবিন্দ নামে পরিচিত হইব;
তখন সিংহগণ কেহই মস্তক মুণ্ডন করিবে না;
তাহারা সকলেই দ্বি-মুখ বিশিষ্ট অস্ত্রের "পহাল" গ্রহণ করিবে।
তখন 'খালসা' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে,
এবং সকলেই 'গুরুর জয়'!—এই জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিবে।
তখন জাতিভেদ থাকিবে না,—চারি জাতি এক হইবে;
তখন সকলেরই অঙ্গ পাঁচখানি অস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিবে।
কলিযুগে তাহারা সকলেই নীলবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে;
তখন দেখিবে,—'খালসা' নাম সর্বত্রই বিরাজমান।

আরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে,
সেই খালসার অভ্যুত্থানে সকলেই চমকিত হইবে।

তখন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে,
অনন্তকাল সেই যুদ্ধ চলিবে; তাহার বিরাম হইবে না।

প্রতি বৎসর সেই যুদ্ধ চলিতে থাকিবে।
তখন সকলেরই অন্তরে গোবিন্দ নাম বিরাজ করিবে;

অনেকেই মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিবে,—
তখন 'খালসা' সাম্রাজ্যের প্রাধান্য বিস্তৃত হইবে।
প্রথমতঃ, পঞ্জাবে শিখরাজ্যের প্রতিষ্ঠা;
সমগ্র পঞ্জাব শিখদিগের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইবে;
তখন দেখিবে হিন্দুস্থান এবং উত্তর খণ্ডে

খালসার আধিপত্য বিরাজমান।
পরিশেষে অপরাপর দেশও তাহারা অধিকার করিয়া লইবে।
পশ্চিম প্রদেশ তাহাদের নিকট মস্তক অবনত করিবে।

তদপর শিখগণ খোরাসানে প্রবেশ করিলে,
কাবুল এবং কান্দাহার তাহাদের পদানত হইবে।
তারপর যখন ইরান* অধীনতা স্বীকার করিবে,

* প্রাচীন কালে পারস্য দেশ, ইরাণ নামে পরিচিত ছিল।

সেই সময়ে আমি পুনরায় মক্কায় আসিব,
এবং তখনই শিখগণ মদিনা আক্রমণ করিবে।
তখন আনন্দের আর অবধি থাকিবে না,
সকলেই "গুরুর জয় হউক" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিবে।
সর্বত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ পদদলিত হইবে;
পবিত্র "খালসা" উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিবে।
পশু, পক্ষী, সরিসৃপ সকলেই (ঈশ্বর সমক্ষে) কম্পিত হইবে।
স্ত্রী, পুরুষ সকলেই তখন অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে।
স্বর্গ, মর্ত, পাতাল,—সকলই ঈশ্বরের নিয়ম অনুসরণ করিবে।
গুরু-কৃপা লাভ করিয়া মনুষ্যমাত্রেই তখন সুখী হইবে।
খালসাতেই তখন সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকিবে;
তখন পৃথিবীতে আর কোন ধর্মের প্রভাব বর্ত্তমান রহিবে না।
তখন সর্বত্র সকলেই 'ওয়া গুরু' শব্দ উচ্চারণ করিবে,—
দুঃখ যন্ত্রণা সকলই অন্তর্হিত হইবে।
ঈশ্বরের নিকট হইতে নানক যে সাম্রাজ্য পাইয়াছেন,
কলিযুগে সেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে॥
তখন আমি স্পন্দহীন অবস্থায় ঈশ্বরের সমক্ষে নিপতিত হইব;
হে ঈশ্বর! তোমার দাস নানক, তোমার বিধান
কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহে।

৩। গুরু গোবিন্দ প্রণীত 'রেহেত নামে'।

(কোন কোন অংশের সার সংগ্রহ এবং কোন কোন অংশের
মর্ম এস্থলে প্রদত্ত হইল।)

দরিয়াই উদাসীর জন্য লিখিত; এবং উপচলনগরে (গোদাবরী তীরবর্তী নাদের নামক স্থানে) প্রহ্লাদ সিংহের নিকট বিবৃত।

উপচলনগরে উপবেশন করিয়া প্রহ্লাদ সিংহের নিকট গুরু বলিয়া ছিলেন যে, নানকের অনুগ্রহে এই পৃথিবীতে একটি ধর্ম-সম্প্রদায় বা ধর্ম-মত প্রবর্তিত হইয়াছে; তজ্জন্য এক্ষণে 'রেহেত' (বা বিধি-বিধান) প্রণয়নের আবশ্যক।

যে শিখ মস্তকোপরি পাগড়ী (টুপি)* পরিধান করে,
সে জলগণ্ড পীড়ায় সাত বার মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
আর যে ব্যক্তি সূত্র গলায় দেয়, সে ব্যক্তি
অনন্ত নরকের পথে প্রধাবিত।

[আহারের সময় উষ্ণীষ পরিত্যাগ করা ; মিনা, মাসান্দি ও কুরিমার (শিশু-হন্তারক) দিগের সংসর্গে থাকা ; এবং স্ত্রীলোকের সহিত সতরঞ্চ খেলা ;—সকলই নিষিদ্ধ। শিখদিগকে এ সমুদায় পরিত্যাগ করিতে হইবে।

গুরুর নাম উচ্চারণ না করিয়া, কোন স্তোত্র পাঠ করিবে না ; যে ব্যক্তি গুরু বাক্য অবহেলা করে, এবং বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত শিষ্যের কার্য করিতে পরাঙ্মুখ হয়, সে নিশ্চয়ই ম্লেচ্ছপদবাচ্য।

যে শিখ গুরুর 'হুকুম নামে' অর্থাৎ পূজোপহার এবং চাঁদা প্রদান সম্বন্ধে গুরুর আদেশ অগ্রাহ্য করে, সে নিশ্চয়ই গুরু-কোপানলে পতিত হইবে।]

প্রথমে গুরু (গ্রন্থ বা পুঁথি) এবং খালসাকেই'
আমি এ পৃথিবীতে স্থান দিয়াছি,
যে তাহা অস্বীকার করে, অথবা তৎপ্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে,
সে অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে।

[কৃত্রিম জাফরান পুষ্পের (অর্থাৎ 'সুহি' রঙ্গের) বা পীত ও রক্ত বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করা নিষিদ্ধ ; মস্তকোপরি কবচ ধারণ করিবে না ; 'জপ' (অর্থাৎ নানকের স্তোত্র, পাঠ না করিয়া প্রাতরাশ করা সর্বথা অবিধেয়। প্রাহ্নে স্তোত্র পাঠে অবহেলা, 'রাই রাস' স্তোত্র পাঠ না করিয়া সায়াহ্নে ভোজন, এবং "অকাল পুরিক" (অনন্ত স্বত্বা বা জগদীশ্বরকে) পরিত্যাগ করিয়া, অন্যান্য ঈশ্বরের উপাসনা কিংবা প্রস্তর পূজা করা নিষিদ্ধ। শিখ ভিন্ন অপর কাহাকেও প্রণিপাত করা, 'গ্রন্থকে' বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত রাখা, এবং 'খালসা'কে প্রতারিত করা,—সকলই পাপের কার্য,—সকলই নিষিদ্ধ।

নানক, গোবিন্দ, অঙ্গদ এবং উমার দাসের বংশধরগণ যে সমুদায় 'হুকুম নামে'

★ প্রধানতঃ এস্থলে হিন্দুধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসীদিগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। হয়তো পূর্বে যে সকল মুসলমান 'করোটি' টুপি ব্যবহার করিত, তাহাদের প্রতিও কতকটা লক্ষ্য আছে। এক্ষণে সেই সকল মুসলমান সেই 'করোটির' ন্যায় কোন বৃত্তাকৃতি আবরণের চতুর্দিকে তাহাদের শিরস্ত্রান জড়াইয়া রাখে। এতদুভয়বিধ টুপির প্রতি শিখ জাতি যে ঘৃণা প্রকাশ করিত, শিখগণের সে ঘৃণার ভাব এক্ষণে আর নাই। অন্যান্য ভারতবাসীর ন্যায় তাহারাও ইংরাজদিগের টুপির প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বলিয়া শিখ জাতির সে পূর্ব ঘৃণা এক্ষণে অন্ধকারে বিলিন হইয়াছে।

(কর বা পূজোপকরণ প্রদানের আদেশ) প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সে সকলই নানকের আদেশ-বাণী মনে করিয়া পালন করিতে হইবে। যে কেহ তাহা অমান্য করিবে, তাহার ধ্বংস অনিবার্য।

তিনি (নানক) যে সকল বস্তু (অর্থাৎ "গ্রন্থ" এবং 'খালসা') এ পৃথিবীতে প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সকলের প্রতিই ভক্তি করিতে হইবে ;—সে সকলকেই পূজা করা আবশ্যক। অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিষিদ্ধ। যে শিখ স্বধর্ম পরিত্যাগ করিবে, সে পরজন্মে তাহার সেই অপরাধের জন্য অশেষ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।

যে ব্যক্তি সমাধিস্থান এবং মৃতের ("গোর" এবং "মরি" ; এস্থলে মুসলমান এবং হিন্দুদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে।) উপাসনা করে, অথবা যে ব্যক্তি মন্দির (মসজিদ) বা প্রস্তর (মূর্তি) পূজা করে, সে ব্যক্তি কদাচ শিখ নহে।

শিরস্ত্রাণ (টুপি) ধারীর উদ্দেশ্য যে শিখ প্রণিপাত করে, অথবা তাহাকে ভক্তি করে, সে অনন্তকাল নরকে বাস করিবে।]

'খালসা'কেই গুরু বলিয়া মনে কর ; মনে কর,—খালসাই
গুরুর প্রতিরূপ।
যে গুরু দর্শনে অভিলাষী, খালসা শরীরেই সে
গুরুকে দেখিতে পাইবে।

[যোগী বা তুর্কদিগকে বিশ্বাস করিও না। একমাত্র গুরুর রচনাই বা 'গ্রন্থ' স্মরণ কর। ষড়দর্শনে (ধর্ম বা বিজ্ঞান প্রণালীতে) আস্থা স্থাপন করা অবিধেয়। গুরু ব্যতীত, সকল দেবতাই মিথ্যা। অবিনশ্বর 'খালসার' (অকাল) প্রত্যক্ষ অবয়বই (প্রাগাৎ দে) সর্ব-শক্তিমানের প্রতিমূর্তি। খালসাই সর্ব বিষয়ের আধার। অঙ্গুলির অন্তর্গত পতনশীল বালুকা রাশির ন্যায় অপরাপর সকল দেব-দেবীই ক্ষণভঙ্গুর এবং অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বরের আদেশ অনুসারেই শিখদিগের "পান্থ" (বা সম্প্রদায়—জাতি) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিখমাত্রেই গুরু এবং 'গ্রন্থ' বিশ্বাস করিবে। একমাত্র 'গ্রন্থের' প্রতিই তাহাদের মস্তক অবনত করা কর্তব্য। গুরু-উপাসনা ব্যতীত বা গুরু-স্তোত্র পাঠ করা ভিন্ন, আর সকল উপাসনা বা স্তোত্র পাঠই বৃথা এবং স্বত্বাহীন।

যে ব্যক্তি অপর আর এক ব্যক্তিকে "পহাল" প্রদান করে, সে অনন্ত সুখের অধিকারী। যে ব্যক্তি গুরুদিগের স্তোত্র এবং ধর্ম গ্রন্থের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করে, সেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যে শিখ, পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত শিখ-পরিব্রাজকের হস্ত এবং পদ সেবা করে, সেই ব্যক্তিই গুরু গোবিন্দের আদরনীয় ; গোবিন্দ সেই শিখকেই

সমাদর করিবেন। যে শিখ, তাহার স্বজাতীয় অপর আর একজন শিখকে আহার্য প্রদান করে, তাহার উপরই গুরুর চির অনুগ্রহ বর্তমান থাকিবে।

১৭৫২ সম্বতের (১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে) ৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণপক্ষে এই নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইল। যে ব্যক্তি এই সকল উপদেশ পালন করিবে, সেই ব্যক্তিই গুরু গোবিন্দ সিংহের শিষ্য—শিখপদবাচ্য। গুরুর আজ্ঞাও গুরুর ন্যায় পালনীয়। ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর।]

৪। "টাঙ্খা নামে",—দণ্ডনীতি বা দণ্ডবিধি ; অথবা শিখদিগের প্রতি কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা।

(সার-মর্ম)

ভাই নন্দলাল কোন সময়ে গুরুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ; সেই প্রশ্নের উত্তরে এই অংশ লিখিত হয়। ভাই নন্দলাল, গুরু গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—শিখজাতির পক্ষে কি কি বিধেয়, এবং কি কি পরিত্যাজ্য ?

নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—শিখ-জাতির পক্ষে কোন কোন কার্য বিধেয় এবং কোন কোন বিষয় পরিত্যজ্য। তখন গুরু তাঁহাকে নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন,—শিখদিগের এইরূপ কার্য করা উচিত ;—শিখদিগের মন সর্বদা ঈশ্বরে নিমগ্ন থাকিবে ; তাহারা দান-ধর্মাচরণ করিবে এবং পবিত্রাত্মা হইবে (নাম, দান, স্নান)। যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রত্যূষে কোন ধর্মাধিকরণে গমন করে না, কিংবা কোন পবিত্রাত্মা ব্যক্তির সাক্ষাৎকার লাভে বিমুখ হয়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাপী। নিরাশ্রয় অনাথকে যে (অন্তরে) স্থান দান না করে, তাহার পাপ অনন্তকাল স্থায়ী। জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কোন কার্যই সম্পন্ন হয় না। উপাসনান্তে, কিংবা স্তোত্র পাঠ সমাপন করিয়া, যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে প্রণিপাত করে (অর্থাৎ বিনয়াবনত হয়), সেই ব্যক্তিই পুণ্যাত্মা। ঐকান্তিকতা সহকারে প্রত্যেক আগন্তুককেই সমভাবে (করপ্রসাদ অর্থাৎ খাদ্য) দান করিতে হইবে। ময়দা, শর্করা এবং নবনীত তুল্যাংশে মিশ্রিত করিয়া সেই প্রসাদ প্রস্তুত করিবে। প্রসাদ-প্রস্তুতকারী প্রথমে অবগাহন পূর্বক স্নান করিয়া, কৃতাহ্নিক হইবে ; পরে সেই প্রসাদ রন্ধনকালে সর্বদা "ওয়া গুরু" শব্দ উচ্চারণ করিবে। সেই প্রসাদ প্রস্তুত শেষ হইলে, তাহা একটি গোলাকৃতি পাত্রে রাখিতে হইবে।

যে শিখ, তুর্কদিগের মনোমোহন কবচ তিলকাদি ধারণ করে, অথবা যাহার চরণ দ্বারা লৌহ পৃষ্ঠ হয়, সেই শিখ নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে। যে ব্যক্তি (কুহি রঙ্গের)

রক্ত এবং পীত বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে; কিংবা নস্য (নিশ্বর) গ্রহণ করিবে, তাহার নরক যন্ত্রণা ভোগ অবশ্যম্ভাবী।*

যে ব্যক্তি, প্রতিবেশী ভ্রাতৃগণের মাতা কিংবা ভগ্নীর প্রতি ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়, অথবা কামকটাক্ষপাত করে,—যে ব্যক্তি আপন অবস্থানুযায়ী উপযুক্তরূপে কন্যার বিবাহ না দেয়,—যে ব্যক্তি আপনার ভগ্নী বা কন্যার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে,—যে ব্যক্তি দরিদ্রকে পীড়ন করে, অথবা তাহার দ্রব্য অপহরণ করিয়া লয়,—এবং যে তুর্ককে সম্মান করে,—সে ব্যক্তি দণ্ডার্হ।

শিখগণ তাহাদের কেশ বিন্যাস করিবে; এবং দিনে দুইবার তাহাদের শিরস্ত্রাণ বা উষ্ণীষ খুলিয়া রাখিবে, এবং দুই বার পরিধান করিবে। প্রত্যেক শিখেরই দুইবার মুখ প্রক্ষালন করা কর্তব্য।

সকল প্রকার দ্রব্যেরই দশমাংশ গুরুর নামে সমর্পণ করিতে হইবে। দান-ধর্মাচরণ করা আবশ্যক।

প্রত্যেক শিখ শীতল জলে স্নান করিবে। 'জপ', পাঠ না করিয়া কোন শিখ আহার করিবে না। প্রাতে 'জপ', অপরাহ্নে 'রাই রাস' এবং বিশ্রাম বা শয়নের পূর্বে 'সেহিলা' পাঠ, শিখদিগের সর্বথা কর্তব্য।

কোন শিখই প্রতিবাসীর নিন্দা করিবে না; প্রতিবাসী স্ব-জাতীর সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করা, শিখ জাতির পক্ষে পাপজনক। অতি সতর্কতার সহিত প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে হইবে।

তুর্ক জাতির নিকট হইতে শিখগণ কোন মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; শিখ জাতির পক্ষে তাহা অবিধেয়।

যে ব্যক্তি আপনাকে সাধু (বা পবিত্রাত্মা) বলিয়া পরিচয় প্রদান করে সেই শিখ দৃঢ়রূপে আপনার অভিব্যক্তি অনুসারে কার্য করিবে,—সেই অভিব্যক্তি অনুযায়ী আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান হইবে।

যাত্রাকালে, কার্যারম্ভের পূর্বে এবং ভোজনের সময় প্রথমে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে হইবে; ঈশ্বরোপাসনা না করিয়া কিংবা ঈশ্বরকে না ডাকিয়া, কোথাও গমন করিবে না, কোন কার্যারম্ভ করা উচিত নহে, কিংবা ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে না।

* তামাক ব্যবহার সম্বন্ধে একমাত্র এই নিষেধাজ্ঞাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। শিখদিগের প্রচলিত নীতি অনুসারে অধুনা সর্বপ্রকার তামাক ব্যবহারেই নিষিদ্ধ। পেশোয়ার এবং কাবুলের কতকগুলি আফগান নস্য ব্যবহার করে; কিন্তু ভারতবাসীর নিকট আজিও সে প্রথা সম্পূর্ণ নূতন। ভারতবাসী আজ পর্যন্তও কোনরূপ নস্য ব্যবহার করিতে শিখে নাই।

শিখ মাত্রেই আপনাপন ধর্মপত্নীর সংসর্গ উপভোগ করিবে। তাহারা কখনও পর-স্ত্রী-সংসর্গ করিবে না।

যে ব্যক্তি অনাথ দরিদ্রকে কোনরূপ সাহায্য করে না, সে কখনও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরোপাসনা অবহেলা করে, পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণকে সম্মান করে না; যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হয়, কিংবা গুরুনিন্দা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি কদাচ শিখপদ-বাচ্য নহে।

প্রতিদিন যাহা অর্জন বা সঞ্চয় হয়, তাহার নির্দিষ্ট কতকাংশ ঈশ্বরের নামে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা কর্তব্য। কিন্তু ঐকান্তিকতা সহকারে এবং সত্য ধর্মে নির্ভর করিয়া সকল কার্যই সম্পন্ন করিতে হইবে।

নিশ্বাসে বা ফুৎকারে অগ্নি নির্বাপিত করা উচিৎ নহে; কিংবা যে জলের কতকাংশ পান করা হইয়াছে, সে জল সেচন দ্বারাও অগ্নি নির্বাপিত করিবে না।

আহারের পূর্বে গুরু নাম উচ্চারণ করিবে। বারবণিতার সংসর্গ সর্বথা পরিত্যাজ্য; পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গুরুত্যাগী হইয়া কখনও অপরের মতানুবর্তী হইও না। কোন শিখেরই নগ্ন দেহে থাকা উচিত নহে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া কখনও কোন শিখ অবগাহন করিবে না। উলঙ্গ অবস্থায় খাদ্য বিতরণ একেবারে নিষিদ্ধ।* শিখদিগের মস্তক সর্বদা আবৃত থাকিবে।

যাহার মুখ হইতে কখনও অসত্যবাণী নিঃসৃত হয় না,
চমূ মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়,
দান-ধর্মাচরণই যাহার একমাত্র কার্য,
খাঁ জাতিকে বিনাশ করাই যাহার জীবনের একমাত্র ব্রত,
সেই ব্যক্তি প্রকৃত শিখ পদবাচ্য।
যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়,
"কর্ম" † ভস্মীভূত করা যাহার কার্য,

* হিন্দু জাতীয় যোগী পুরুষগণ খাদ্য বিতরণ সময়ে যে নিয়ম অনুসরণ করিয়া থাকেন, এস্থলে তৎপ্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের আচার-পদ্ধতি ঘৃণা করে।

যে ব্যক্তি কুসংস্কারের বশবর্তী হয় না, *
কিবা রাত্রি, কিবা দিন,—সর্ব সময়েই যে জাগ্রত,
গুরু বাক্যে যে ব্যক্তি আনন্দ উপভোগ করে,
পরাজিত হইয়াও যে কখনও ভীত বা নিরুৎসাহিত হয় না,
সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শিখপদবাচ্য।
স্থাবর, জঙ্গম সকলই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি মনে করিয়া,
কাহারও প্রাণে ব্যথা দিও না।
এ আদেশ অন্যথা করিলে, ঈশ্বর আপনিই অসন্তুষ্ট হইবেন।
যে ব্যক্তি দরিদ্রকে পালন করে,
যে পাপ কার্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়,
ঈশ্বরই যাহার একমাত্র অবলম্বন,
যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে যত্নবান্, †
সেই ব্যক্তিই খালসার অন্তর্ভুক্ত।
ঈশ্বরের প্রতি যাহার ঐকান্তিক ভক্তি,
এ সংসারে যাহার কোনরূপ বন্ধন নাই,
যুদ্ধ ঘোটক আরোহণ করাই যার প্রকৃতি,
যুদ্ধই যাহার একমাত্র ব্যবসায়,
যাহার দেহ সর্বদা অস্ত্র-শস্ত্রে সুশোভিত থাকে,
তুর্ক নিধন করাই যাহার জীবনের ব্রত,
ধর্ম প্রচার করাই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য,
যে আপনার সর্বস্ব—মস্তক প্রদানেও কুণ্ঠিত হয় না,
সেই ব্যক্তিই 'খালসার' প্রকৃত সন্তান।
ঈশ্বরের নাম সর্বত্র প্রচার করিতে হইবে ;
কেহই ঈশ্বরকে নিন্দা করিবে না ;
পর্বত কন্দর, নদী-গর্ভ, ঈশ্বরের নামে প্রতিধ্বনিত হইবে।

---

* আরবী ভাষায় "আয়াব" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত হিন্দী ভাষার "আয়ান" শব্দের অনেকাংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার অর্থ,—যে ব্যক্তি কোন সিদ্ধ পুরুষ বা অন্য কাহারও আশ্রিত বলিয়া সেই ভাব প্রকাশ করে। কোন সামন্ত এবং তাঁহার অনুচরগণের পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধুত্বের বা অধীনতার ভাব থাকে, সেই অধীনতার বা বন্ধুত্বের ভাব প্রকাশের জন্যও সেই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† পারিভাষিক অর্থে,—যে ব্যক্তি কোন রাজ্যে বাস করে।

যাহারা ঈশ্বরোপসনা করে, তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিবে।
হে নন্দলাল! যাহা বলা হইতেছে, শ্রবণ কর;
আমি আমার নিজের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিব,
চারি জাতি পরস্পর মিলিয়া এক জাতি হইবে,
সকলকেই "ওয়া গুরু",—এই স্তোত্র পাঠ করিতে শিখাইবে।
গোবিন্দের শিষ্য শিখগণ সকলেই অশ্বারোহণে ধাবমান হইবে,
তাহাদের হস্তোপরি সর্বদা বাজ পক্ষী থাকিবে,
(অর্থাৎ তাহাদের সন্ধান অব্যর্থ হইবে।)
তুর্কগণ তাহাদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিবে।
এক একজন শিখ সহস্র সহস্র শত্রুর সম্মুখীন হইবে;
এইরূপে যাহার মৃত্যু হইবে, সেই ব্যক্তিই অনন্ত সুখের অধিকারী।
প্রত্যেক শিখের সিংহদ্বারে সুসজ্জিত হস্তী
এবং বর্শা হস্তে অশ্বারোহী দণ্ডায়মান রহিবে,
তখন সেই সিংহদ্বারের উপরিভাগে সুমধুর
সঙ্গীত ধ্বনি হইতে থাকিবে।
যখন সহস্র সহস্র বাতি একত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে,
পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডে খালসার আধিপত্য বিস্তৃত হইবে।
তখন 'খালসা' একাধিপত্য শাসন দণ্ড পরিচালনা করিবে,
খালসার গতি কেহই রোধ করিতে সমর্থ হইবে না।
তখন বিদ্রোহীদিগের ধ্বংস অনিবার্য, এবং যাহারা অনুগত
তাহারা অশেষ অনুগ্রহভাজন হইবে।

পঞ্চম পরিশিষ্ট।

শিখদিগের কতকগুলি সম্প্রদায় বা উপাধির তালিকা।

(এ স্থলে আরও কতকগুলি নাম বা উপাধি সন্নিবিষ্ট রহিল। বস্তুতঃ সেগুলি কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রকৃত পার্থক্যব্যঞ্জক না হইলেও, তাহাদের নামোল্লেখ এস্থলে আবশ্যক।)

১ম। "উদাসী",—নানকের পুত্র, শ্রীচাঁদ কর্তৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত। উদাসিগণ প্রকৃত শিখ-পদবাচ্য নহে বলিয়া, উমার দাস তাহাদিগকে আপনার শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত করেন নাই।

২য়। "বেদী",—নানকের আর এক পুত্র লক্ষ্মীদাস এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া পরিচিত।

৩য়। "তিহুন",—গুরু অঙ্গদ 'তিহুন' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন।

৪র্থ। "ভালে",—গুরু উমার দাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

৫ম। "সোধি",—গুরু রামদাসের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়, 'সোধি' নামে পরিচিত।

টীকা।—'বেদী', 'তিহুন', 'ভালে' এবং "সোধি" সম্প্রদায়ের শিখগণ ক্ষত্রিয়দিগের কতকগুলি শাখা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ইহারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নহে। কয়েকজন গুরুর স্ববংশজাত বলিয়া, তাহারা এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত।

৬ষ্ঠ। "রামরায়ী",—যখন তেগ বাহাদুর গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন যাহারা নানক প্রবর্তিত ধর্মমত পরিত্যাগ করিয়া, রাম রায়ের মত গ্রহণ-করিয়াছিল, তাহারাই এই 'রামরায়ী' নামে পরিচিত। হরিদ্বারের সন্নিকটে হিমালয়ের পাদদেশে তাহাদের কয়েকটি ধর্মাধিকরণ দৃষ্ট হয়।

৭ম। "বান্দা পান্থী",—অর্থাৎ বান্দা প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ, এই "বান্দা পান্থী" নামে অভিহিত। গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর, বান্দা কিছুকাল শিখদিগের নেতৃ-পদে অধিষ্ঠীত ছিলেন।

৮ম। "মাসান্দি",—সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় জাতির একটি শাখা সম্প্রদায়ের নাম,—'মাসান্দি'। যাহারা গোবিন্দের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহাদের অনুচরবর্গই বিশেষতঃ এই 'মাসান্দি' নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন, "মাসান্দিগণ" রাম রায়ের শিষ্য; আবার কাহারও মতে, যাহারা গুরুপুত্রকে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহারাই 'মাসান্দি' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে শুনা যায় যে, মাসান্দিগণ কয়েকজন গুরুর গৃহে পুরুষানুক্রমে পরিচারকের কার্য করিত; তৎপরে তাহারা অহঙ্কারোন্মত্ত এবং অমিতব্যয়ী হইয়া উঠে; তথাপি তাহারা আপনাদিগকেই পবিত্র এবং পুণ্যাত্মা বলিয়া মনে করিত; এবং যে সকল শিখ তাহাদিগকে সম্মান করিত না, মাসান্দিগণ তাহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিত। পরিশেষে তাহাদের কার্য-কলাপ দেখিয়া, গুরু গোবিন্দ তাহাদিগকে সংশোধনের অযোগ্য মনে করেন; এবং তাহাদের দুইজন কি তিন জন ব্যতীত আর সকলকেই গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিষ্য শ্রেণী হইতে তাড়াইয়া দেন।

৯ম। "রাঙ্‌গ্রেথহা",—মেথর জাতীয় এবং অপরাপর নীচ শ্রেণীর কতকগুলি ব্যক্তি ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী ৭৮ পৃষ্ঠায় ৫৯ টীকা দ্রষ্টব্য।)

১০ম। "রামদাসী", অর্থাৎ 'রাও বা রায় দাসী',—"চামার" (বা চর্ম বিন্যাস-কারী) শ্রেণীর কতকগুলি শিখ, এই "রামদাসী" সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাহারা রাও দাস বা রায় দাসের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয় ; গ্রন্থ মধ্যে সেই রাও দাসের রচনা স্থান লাভ করিয়াছে।

১১শ। "মাঝাবি",—মুসলমান ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সম্প্রদায়,—"মাঝাবি" নামে পরিচিত।

১২শ। "অকালী"—"অকাল" (বা ঈশ্বরের) উপাসক সম্প্রদায়। ধর্মাত্মগণ বা সন্ন্যাসী দিগের মধ্যে এই সম্প্রদায়ই শ্রেষ্ঠতম।

১৩শ। "নিহাঙ্গ"—নগ্ন বা পবিত্র।

১৪শ। "নির্মাল্য",—নিষ্পাপ। এই "নির্মাল্য" উপাধিধারী ব্যক্তিই সাধারণতঃ অপর ব্যক্তিকে 'পহাল' বা দীক্ষা মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকে।

১৫শ। "জ্ঞানী",—পুণ্যাত্মা বা বিশুদ্ধাত্মা। যাহারা সুপণ্ডিত এবং ধার্মিক, সেই সকল শিখদিগের সম্প্রদায়,—এই নামে অভিহিত হয়।

১৬শ। "সুথ সাহী,",—সত্য বা পবিত্র ; সুচা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। (অত্র গ্রন্থের পূর্ববর্তী ৬৮ পৃষ্ঠায় ৩৯ টীকা দ্রষ্টব্য।)

১৭শ। "সাচ্চিদারী",—পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহারাও সত্যনিষ্ঠ এবং পবিত্রাত্মা। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার নাম অজ্ঞাত।

১৮শ। "ভাই".—ইহার প্রকৃত অর্থ ভ্রাতা। সত্য এবং ধর্মনিষ্ঠার জন্য খ্যাতনামা পবিত্রাত্মা শিখগণের প্রতিই এই 'ভাই' উপাধি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা কদাচ কোন সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যব্যঞ্জক উপাধিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যে সকল সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়সমষ্টি কোন বিশেষ ধর্মাধিকরণের সংশ্লিষ্ট, অথবা যাহারা কোন প্রথিতযশা শিষ্যের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রচার করে, কিংবা যাহারা গুরুপ্রদত্ত উপাধিযুক্ত কোন ব্যক্তির শিষ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়, সেই সকল সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়সমষ্টিকেও এই অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি ব্যক্তি আপনাদিগকে নানকের অনুচর রামদাসের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করে। তাহারা অর্জুনের সময় পর্যন্ত বর্তমান ছিল ; তাহাদর উপাধি,—'বুধা' বা প্রাচীন। আর কতকগুলি ব্যক্তি "রুবাবী শিখ" নামে পরিচিত ; গীতবাদ্য তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায়। "রুবাব" নামক বাদ্যযন্ত্র বাদক বলিয়া, তাহারা "রুবাবি শিখ" নামে পরিচিত। তাহাদের বিশ্বাস,—নানকের সহচর মরদানা, এই "রুবাবি শিখ"

সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আর কতকগুলি ব্যক্তি "দিয়ানা" অথবা সরল উন্মাদ নামে পরিচিত। কথিত হয়, গুরুর বিশ্বাসী জনৈক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। সেই ব্যক্তি গুরুর কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া অধ্যবসায় সহকারে পূজোপহার সংগ্রহ করিত। এই কার্যে নিযুক্ত থাকা সময়ে, সেই ব্যক্তি আপন উষ্ণীষে ময়ুরপুচ্ছ ধারণ করিত। অপর একটি সম্প্রদায়ের নাম,—"মুৎসদ্দি" (অথবা হয়তো মুচ্ছুদ্দি বা কেরাণী কিংবা লেখক সম্প্রদায়)। যাহারা ধর্মের অনুশাসন রূপে নানকের 'জপ' গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলমান ধর্মাবলম্বী সেই সকল শিষ্যের সম্মিলনে এই সম্প্রদায় সংগঠিত। কথিত হয়, সিন্ধু নদের পূর্বতীরবর্তী প্রদেশ সমূহে "নুৎসদ্দি"গণের নির্দিষ্ট বাসস্থান বর্তমান রহিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিশিষ্ট।

লাহোর গবর্ণমেণ্টের সহিত ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি।

(সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার ফতে সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর, বন্ধুত্বব্যঞ্জক ও একতামূলক সন্ধি।'(১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী।)

সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার ফতে সিং উভয়েই নিম্নলিখিত সন্ধি সর্তে সম্মত হওয়ায়, গবর্ণর-জেনারেল অনারেবল সার সর্জ্জ হিলারো বার্লো, বার্ট, মহোদয় কর্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, রাইট অনারেবল লর্ড লেকের বিশেষ আদেশ মতে, কোম্পানীর পক্ষ হইতে, লেফটনাণ্ট-কর্ণেল জন ম্যালকম, সর্দার ফতে সিং স্বয়ং, এবং রণজিৎ সিংহের পক্ষ হইতে রাজদূত রূপে সর্দার ফতে সিং উপস্থিত থাকিয়া, এই সন্ধি স্বাক্ষরিত এবং বিধিবদ্ধ করিলেন ;—

১ম সর্ত। সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার ফতে সিং আলহুওয়ালিয়া উভয়েই এই সর্ত মতে অঙ্গীকার করিতেছেন যে, যাহাতে যশোবন্ত রাও হোলকার তাঁহার সৈন্য সহ শিখ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, অমৃতসর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী কোন স্থানে যাইতে বাধ্য হন, সর্দারদ্বয় উভয়েই তাহার উপায় বিধান করিবেন। অতঃপর হোলকারের সহিত তাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না ; সৈন্য দ্বারা কিংবা অন্য কোন প্রকারে হোলকারকে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিবেন না। সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার ফতে সিং আলহুওয়ালিয়া এই সর্তে আরও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন যে, যশোবন্ত রাও হোলকারের যে সকল সৈন্য নিরাপত্তে দক্ষিণাপথ অভিমুখে তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত

হইবে, মহারাজ কিংবা সর্দার ফতে সিং কেহই তাহাদিগকে কোনরূপে বিপর্যস্ত করিবেন না; অধিকন্তু তাহাদের সেই অভিপ্রায় যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তৎসাধনকল্পে তাঁহারা হোলকারের সৈন্যদিগকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন।

২য় সর্ত। এই সর্ত মতে নির্দ্ধারিত হইল যে. যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং যশোবন্ত রাও হোলকারের মধ্যে পরস্পর সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে, যশোবন্ত রাও হোলকারের সৈন্যদল অমৃতসর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে অগ্রসর হইবা মাত্র, বর্তমান শিবির ভঙ্গ করিয়া বৃটিশ পক্ষের সৈন্যদল বিপাশা-নদী তীরে শিবির সন্নিবেশ করিবে। অতঃপর বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সহিত যশোবন্ত রাও হোলকার যদি কোন সন্ধি স্থাপন করেন, তাহা হইলে- সেই সন্ধিক্রমে নির্দ্ধারিত হইবে যে, সেই সন্ধি নিষ্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরেই, শিখদিগের অধিকৃত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হোলকার আপন রাজ্যে গমন করিবেন। প্রত্যাগমন কালে হোলকার যদি কোন শিখ-রাজ্য বা রাজ্যাংশের মধ্য দিয়া গমন করেন, তাহা হইলে হোলকার সেই রাজ্য বা রাজ্যাংশের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবেন না; কিংবা তৎকর্তৃক সেই রাজ্যের কোন অংশ ধ্বংস হইবে না। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট এই সন্ধি সর্তে আরও অঙ্গীকার করিতেছেন যে, পূর্বোক্ত সামন্তদ্বয়, সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার ফতে সিং, যতদিন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষগণের সহিত কোনরূপ সংশ্রব না রাখিবেন, কিংবা তাহাদিগকে কোন সাহায্য প্রদান না করিবেন, এবং যতদিন তাঁহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ না করিবেন, ততদিন বৃটিশ-সৈন্য কখনও সেই সামন্তদ্বয়ের রাজ্যে প্রবেশ করিবে না। তাঁহাদের রাজ্য ও ধন-সম্পত্তি আক্রমণ বা অধিকারের সর্বপ্রকার চেষ্টায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তত দিন বিরত থাকিবেন।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ,

তারিখ, ১লা জানুয়ারী।

সপ্তম পরিশিষ্ট

সার ডেভিড অক্টারলোনি প্রচারিত, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণা পত্র।

জেনারেল সেণ্ট লেজারের মোহারাঙ্কিত এবং কর্ণেল সার ডেভিড অক্টারলোনির স্বাক্ষর এবং মোহরযুক্ত ঘোষণা পত্র বা "ইত্তিলা নামে" ; ১২২৩ হিজেরা অব্দের ২৩শে জি হিজে বা ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিকৃত রাজ্যের সীমান্তে বৃটিশ সৈন্য শিবির সন্নিবেশ করায়, এইরূপ অনুষ্ঠানের জন্য মহারাজকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করা আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যেই এই ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইল। এই ঘোষণা প্রচারে মহারাজের সামন্ত-বৃন্দকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব জানান যাইতেছে যে, মহারাজের সহিত মিত্রতা-বন্ধন দৃঢ় করাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহাতে মহারাজের অধিকৃত রাজ্যের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, তদুপায় বিধানও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সংকল্প। যে যে সর্তে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরদিন বর্তমান থাকিবে এবং উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন যে যে সর্তের অধীন, নিম্নে সেই সর্তসমূহ বিবৃত হইল ;—

শতদ্রু নদীর পূর্ববতীরস্থিত খার, খাঁপুর এবং অন্যান্য স্থানের দুর্গাভ্যন্তরস্থ যে সকল 'থানা' মহারাজের অধীনস্থ ব্যক্তিবৃন্দের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, অবিলম্বে সেই সকল থানা সমূলে উৎপাটিত হইবে ; এবং সেই সকল স্থান তাহাদের পূর্বতন স্বত্বাধিকারিগণের হস্তে সমর্পিত হইবে।

শতদ্রু অতিক্রম করিয়া পূর্ব তীরে যদি কোন অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যদল আসিয়া থাকে, অবিলম্বে সেই সকল সৈন্যদলকে মহারাজের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ প্রদান করা হইবে।

যে সকল সৈন্যদল ফিলোরের অন্তর্গত ঘাট আগুলিয়া শিবির স্থাপন করিয়া আছে, সেই সকল সৈন্য অবিলম্বে তথা হইতে শতদ্রুর পশ্চিম তীরে গমন করিবে। শতদ্রুর পূর্বতীরবর্তী যে সকল সামন্ত আপনাপন অধিকৃত থানা সমূহের নিরাপদের জন্য বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে মহারাজের সৈন্যগণ কখনও সেই সকল সামন্তের অধিকৃত রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না ; কিংবা মহারাজ সেই সকল রাজ্য কখনও আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হইবেন না ; যে নিয়ম অনুসারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শতদ্রুর

পূর্বতীরে অল্প কয়েকটি মাত্র "থানা" সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে, থানা হিসাবে, ফিলোরের ঘাটে যদি কখনও কোনও সেনানিবাস স্থাপিত হয়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও আপত্তি করিবেন।

মি. মেটকাফের সমক্ষে মহারাজ পুনঃপুনঃ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, মহারাজ যদি সেইরূপ অনুরাগের সহিত উপরোক্ত সর্ত মত কার্য করিতে চেষ্টা করেন, তবেই উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মহারাজ যদি উপরোক্ত সর্ত অনুসারে কার্যানুষ্ঠানে অসম্মত হন, তাহা হইলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা বন্ধন, মহারাজ গ্রাহ্য করেন না; অধিকন্তু তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শত্রুতাচরণে কৃতসংকল্প। এরূপ ক্ষেত্রে বিজয়ী বৃটিশ-সৈন্য আত্মরক্ষার সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বনে যত্নবান হইবে।

ইংরাজদিগের মনোভাব ব্যক্ত করাই এই ঘোষণা প্রচারের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। অপিচ মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হওয়াও ইহার অন্যতম সংকল্প। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অবিচলিত বিশ্বাস এই যে, মহারাজ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন,—এই ঘোষণায় উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ই প্রকৃতপক্ষে মহারাজের সুবিধাজনক; ইহাতে মহারাজের প্রচুর মঙ্গল সাধিত হইবে,—মহারাজ তাহাই মনে করিবেন। মহারাজের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব,—এই ঘোষণা প্রচারে মহারাজের মনে তাহাই দৃঢ়বদ্ধ হইবে। যুদ্ধের উপযোগী সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সন্ধি ও মিত্রতা বাঞ্ছা করেন, সে কথা মনে করিতেও মহারাজ কুণ্ঠা বোধ করিবেন না;—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তাহাই বিশ্বাস।

টীকা—এই ঘোষণা পত্রের একটি অনুবাদ গবর্ণমেণ্টের নিকট আছে; কিন্তু তাহার অনেক স্থলে ছন্দ-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

অষ্টম পরিশিষ্ট

লাহোরের সহিত ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোর রাজের সন্ধি।

(তারিখ ২৩ এপ্রিল, ১৮০৯)

ইতিপূর্বে লাহোরের রাজার সহিত কয়েকটি বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল; সৌভাগ্যক্রমে সেই সকল বিরোধীয় বিষয় নির্বিবাদে মিটিয়া গিয়াছে। এক্ষণে উভয় পক্ষই পরস্পরের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এবং শান্তি স্থাপনের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে নিম্নলিখিত সন্ধি সর্ত বিধিবদ্ধ হইল; উভয় পক্ষের

উত্তরাধিকারী এবং স্থলাভিষিক্তগণ এই সন্ধি সর্তে বাধ্য থাকিবেন। মহারাজ রণজিৎ সিং স্বয়ং, এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি মিষ্টার সি, টি, মেটকাফ কর্তৃক এই সন্ধি নিষ্পন্ন হইল।

প্রথম সর্ত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং লাহোর গবর্ণমেণ্ট পরস্পর চিরবন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে; বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে লাহোর গবর্ণমেণ্ট একটি বিশেষ শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী বলিয়া বিবেচিত হইবে। শতদ্রু নদীর উত্তরস্থ রাজ্য কিংবা তত্রত্য প্রজাদিগের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না।

দ্বিতীয় সর্ত। শতদ্রুর পূর্বতীরে মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, তাহার আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ নির্বাহের জন্য তদুপযুক্ত সৈন্য ব্যতীত, মহারাজ সেই সকল রাজ্যে অতিরিক্ত সৈন্য রাখিতে পারিবেন না। মহারাজের সেই সকল রাজ্যের সন্নিকটে, অপরাপর সামন্তের যে রাজ্য আছে, মহারাজ অন্যায়রূপে সেই রাজ্য আক্রমণ করিবেন না; কিংবা সেই সকল সামন্তও মহারাজের রাজ্যে কখনও অনধিকার প্রবেশ করিতে পারিবে না।

তৃতীয় সর্ত। পূর্বোল্লিখিত সর্ত সমূহের কোনরূপ অন্যথাচরণ হইলে, সেই সকল সর্তের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে, কিংবা মিত্রতার কোন নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটিলে, এই সন্ধি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

চতুর্থ সর্ত। এই সন্ধিতে চারিটি সর্ত রহিল। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে এই চারি-সর্ত-সম্বলিত সন্ধি নিষ্পন্ন হইল; মিঃ সি, টি, মেটকাফের স্বাক্ষরিত এবং মোহরযুক্ত, পারস্য এবং ইংরাজী ভাষায় লিখিত, এই সন্ধির প্রতিলিপি লাহোর রাজের হস্তে প্রদান করা হইল। আপন স্বাক্ষর এবং মোহর অঙ্কিত করিয়া, রাজাও সেই সন্ধির একখানি প্রতিলিপি মিঃ মেটকাফকে প্রদান করিলেন। অতঃপর কৌন্সিলের অনুমতি ক্রমে, রাইট অনারেবল গবর্ণর জেনারেলের অনুমোদিত আর একখানি প্রতিলিপি দুই মাসের মধ্যে মহারাজকে প্রদান করিতে, মিষ্টার সি, টি, মেটকাফ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলেন। লাহোর-রাজ সেই প্রতিলিপি পাইলে, এই সন্ধি দৃঢ় হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। তখন উভয় পক্ষই এই সন্ধি সর্তে বাধ্য থাকিবেন; মহারাজকে এক্ষণে যে প্রতিলিপি প্রদান করা গেল, সেই প্রতিলিপি পাইলে, মহারাজ এই নকল ফেরত দিবেন।

নবম পরিশিষ্ট

শতদ্রুর পূর্ব তীরবর্তী রাজ্যসমূহকে লাহোরের বিরুদ্ধে যে আশ্রয় প্রদান করা হয়, তাহার ঘোষণা পত্র।

(১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ)

শতদ্রুর পূর্ব তীরবর্তী মালোয়া এবং সারহিন্দের সামন্তগণের
বরাবর যে ' ইত্তিলা নামা" প্রেরণ করা হয়, তাহারই
অনুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল।
(১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে।)

শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরবর্তী কতিপয় সামন্তের আবেদন অনুসারে এবং তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রার্থনায়, শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরাভিমুখে এক দল বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সেই সামন্তগণকে আপনাপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে এবং যাহাতে তাঁহাদের স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, সেই উদ্দেশ্যে, বন্ধুত্বের নিয়মানুসারে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ;—তাহা সত্য। সূর্যোদয় অপেক্ষাও ইহা ধ্রুব সত্য এবং গত কল্যের স্থায়ীত্ব অপেক্ষাও ইহা অধিকতর সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। গবর্ণর জেনারেল এবং তাঁহার কৌন্সিলের আদেশক্রমে, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে মিষ্টার মেটকাফের প্রতিনিধিত্বে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মহারাজ রণজিৎ সিংহের এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি, মালোয়া এবং সার হিন্দের সামন্তগণের সন্তোষের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় এবং মন্তব্য ব্যক্ত করিতেছি ; নিম্নলিখিত সাতটি সর্তে উহা পরিদৃষ্ট হইবে।

প্রথম সর্ত। মালোয়া এবং সারহিন্দের সামন্তগণের রাজ্য এক্ষণে ইংরাজদিগের আশ্রয়াধীন। ভবিষ্যতে মহারাজের প্রভুত্ব-প্রভাব এবং আধিপত্য যাহাতে সেই সকল দেশে বিস্তৃত হইতে না পারে, পূর্ব সন্ধির সর্ত অনুসারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তন্নিবারণার্থ চেষ্টা করিবেন।

দ্বিতীয় সর্ত। সামন্তগণের যে সকল রাজ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সেই সকল রাজ্য হইতে রাজস্ব স্বরূপ কোন অর্থ গ্রহণ করিবেন না।

তৃতীয় সর্ত। ইংরাজদিগের আশ্রয়াধীন হইবার পূর্বে, সামন্তগণ স্ব স্ব রাজ্যে যেরূপ স্বত্ব উপভোগ করিতেন, এবং যেরূপ প্রভুত্ব-ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, এক্ষণেও তাঁহারা

সেই সেই স্বত্ব এবং প্রভুত্ব ক্ষমতার সম্পূর্ণ অধিকারী রহিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সে স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না।

চতুর্থ সর্ত। সাধারণের মঙ্গলবিধানার্থ যদি কখনও কোন বৃটিশ-সৈন্য পূর্বোক্ত সামন্তগণের রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে, প্রত্যেক সামন্ত আপনাপন অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে সেই সৈন্যদলকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিবেন। যদি সেই সৈন্যদল তাঁহাদের নিকট রসদাদি কিংবা অন্য কোন আবশ্যকীয় দ্রব্য পাইবার প্রার্থনা জানায়, তাহা হইলে, সামন্তগণ সেই সৈন্যদলের অভাব পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন। সামন্তগণের মনে রাখা উচিত যে, ইহা তাঁহাদের কর্তব্য এবং তাঁহাদের পক্ষে ইহা অপরিহার্য।

পঞ্চম সর্ত। যদি কোন দিক হইতে কোন শত্রু আসিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে, বন্ধুত্বের পরিচয় স্বরূপ এবং পরস্পর স্বার্থনীতি অনুসারে, প্রত্যেক সামন্তই আপনাপন সৈন্যসহ বৃটিশ সৈন্যের সহিত যোগদান করিবেন। তাঁহারা যখন শত্রুকে বিতাড়িত করার জন্য অশেষ চেষ্টা করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে সুনিয়ম এবং রীতিমত আনুগত্যের বশবর্তী হইতে হইবে।

ষষ্ঠ সর্ত। পূর্বদেশীয় স্থানসমূহ হইতে সৈন্যদলের ব্যবহারের জন্য যে সকল ইউরোপীয় পণ্যজাত আনীত হইবে, তাহার কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া, বা কোন প্রকার শুল্ক না চাহিয়া, সামন্তগণের থানাদার এবং সর্দারগণ অবাধে সেই সকল দ্রব্যজাত ছাড়িয়া দিবেন।

সপ্তম সর্ত। অশ্বারোহী সৈন্যদলের ব্যবহারের জন্য সারহিন্দ অথবা অন্য কোন স্থানে যে সকল অশ্ব খরিদ করা হইবে, সেই অশ্ব আনয়নকারিগণের নিকট দিল্লীর রেসিডেন্ট অথবা সারহিন্দের প্রধান কর্মচারীর মোহরাঙ্কিত "রাহাদারী" থাকিলে, উপরোক্ত সামন্তগণ, তাঁহাদিগের রাজ্যমধ্যে, সেই সকল ব্যক্তিগণকে কোনরূপে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না, তাহাদিগের প্রতি সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নে বিরত থাকিবেন এবং সামন্তগণ তাহাদিগের নিকট হইতে কোনরূপ বাণিজ্য শুল্ক আদায় করিতে পারিবেন না।

দশম পরিশিষ্ট

শতদ্রুর পূর্ব তীরবর্তী রাজ্য সমূহকে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদানের ঘোষণা পত্র।

(১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ।)

শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী সমতল ভূমির আশ্রিত সামন্তগণের অবগতি এবং নিশ্চয়তার জন্য।

(২২ শে আগষ্ট, ১৮১১ খ্রীঃ।)

বিগত ৩রা মে তারিখে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশ মতে, গত ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে সাতটি সর্তযুক্ত একখানি 'এত্তালানামা' প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখের সন্ধি সর্তক্রমে মালোয়া এবং সারহিন্দের সামন্তগণের সমুদায় রাজ্য, ইংরাজদিগের আশ্রয়াধীনে স্থাপিত হওয়ায়, উপরোক্ত সামন্তগণের রাজ্যের সহিত রাজা রণজিৎ সিংহের কোনই সম্বন্ধ নাই। 'বর্কাসস' বা 'নজরাণা' দাবী করা, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে; অপিচ সেই সকল সামন্ত আপনাপন রাজ্যে পূর্বতন অধিকার-স্বত্ব উপভোগ করিবেন, এবং সেই সকল রাজ্য সামন্তগণের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে থাকিবে। সর্দারদিগের মনে সর্বপ্রকার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়াই উপরোক্ত এত্তালানামা প্রচারের উদ্দেশ্য; বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আরও উদ্দেশ্য,—তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা করা। সেই সকল রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। সামন্তগণ আপনাদের রাজ্যে, যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে পূর্বতন স্বত্বাধিকার এবং প্রভুত্ব-ক্ষমতা বজায় রাখিয়া, শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতে সমর্থ হন, তদ্বিধানকল্পেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তখন অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে কতকগুলি জমিদার এবং অত্র প্রদেশের সামন্তগণের প্রজাপুঞ্জ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। সেই সকল সামন্ত উপরোক্ত 'এত্তালানামার' মর্ম অবগত হইয়াও তদনুযায়ী কার্য করেন নাই; ভবিষ্যতে যে তাঁহারা তৎপ্রতি কোনরূপ মনোযোগ দিবেন, তাহারও কোন সম্ভবনা দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি অভিযোগের বিষয় এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল;—(১) ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন সামনার দেলওয়ার আলি খাঁ, কতকগুলি জহরত এবং অপরাপর অস্থাবর সম্পত্তি জোর-জবরদস্তী করিয়া অপহরণ করার অপরাধে, রাজা সাহেব সিংহের

কতকগুলি কর্মচারীর বিরুদ্ধে দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। উত্তরে দেলওয়ার আলি খাঁকে জানান হয় যে, সাম্নানার কাস্‌বা, রাজা সাহেব সিংহের আমীলদারীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, এসম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না; স্বতরাং দেলওয়ার আলি খাঁ, রাজা সাহেব সিংহের নিকট যেন এই অভিযোগে উপস্থিত করেন। (২) কতকগুলি সম্পত্তির স্বত্ব-স্বামিত্ব লইয়া সর্দার ছুরত সিংহের সহিত দশোন্দা সিং এবং গুরুমুখ সিংহের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে গবর্ণর-জেনারেলের এজেণ্ট, সার ডেভিড অক্টারলোনির নিকট দশোন্দা সিং এবং গুরমুখ সিং সেই সকল সম্পত্তির অংশের জন্য সর্দার ছুরত সিংহের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগের উত্তরে, আর্জির পৃষ্ঠে লিখিত হয়—ছুরত সিংহের কোন ভ্রাতাই এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন সম্পত্তির জন্য ছুরত সিংহের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন নাই; অথবা এ পর্যন্ত কোন অংশী-দারের নাম পর্যন্ত উল্লেখ হয় নাই। ইতিপূর্বে সর্দারদিগকে যে "এতালানামা" প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সর্দার শান্তভাবে অবস্থান করিবেন এবং তাঁহাদের আপনাপন সম্পত্তিতে পূর্বে যে স্বত্বাধিকার ছিল, এখনও তাহাই পুনরপি বিদ্যমান থাকিবে। এই সকল কারণে তাঁহাদের আবেদন পত্র গৃহীত হইবে না। অভিযোগের এই উত্তরে যেন সাধারণকে একটি দৃষ্টান্ত দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছিল; প্রত্যেক জমিদার এবং প্রজাবর্গের প্রাণেও এই আদর্শ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনাপন সামন্তের নিকট স্ববিচার প্রাপ্তির আশা করিবে; কখনও কিয়ৎপরিমাণেও সে অধীনতা ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিবে না। এক্ষণে শতদ্রু নদীর পূর্বতীরবর্তী অন্যান্য সর্দার এবং রাজন্যবর্গের কর্তব্য এই যে, তাঁহারা তাঁহা-দের পরস্পরের প্রজাবর্গকে এই বিষয় বুঝাইয়া দিয়া, তাহাদের বিশ্বাভাজন হইবেন। তাঁহাদের প্রজাবর্গ যেন বুঝিতে পারে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করায় কোন ফল নাই; পরস্পরের সর্দারগণই স্ববিচারের কর্তা; সর্দারগণের স্বাধীন ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় অনুসারে প্রজাগণ সকলই যেন সমভাবে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করে।

প্রথম ঘোষণাপত্র অনুসারে, অত্র প্রদেশস্থ সর্দারগণের অধিকৃত রাজ্যের সহিত কোন-রূপ সংশ্রব রাখিতে, কিংবা তাঁহাদের অধিকার-স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করেন না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে যে, তাঁহারা সর্দারগণের প্রতি-কূলতাচরণ করেন। একমাত্র তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান কল্পে, এই ঘোষণাপত্র প্রচারে সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, রাজা রণজিৎ সিংহের শেষ আক্রমণের সময়

হইতে কতকগুলি সর্দার অপরাপর সর্দারগণের রাজ্য অন্যায়পূর্বক অধিকার করায়, সেই অন্যায়াচরণের ফলে, সর্দারগণ আপনাপন অধিকার-স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ; সেই সকল রাজ্য উক্ত সর্দারগণকে পুনঃ প্রত্যর্পণের জন্য বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত, অপরাধী সর্দারগণ রাজ্যগুলি ন্যায্য অধিকারীদিগকে ফিরাইয়া দিতে অযথা বিলম্ব করিয়াছেন ; টেরার রাণী, চোলিয়ানের শিখগণ, কারোলির এবং চেলাউদ্দীর তালুকসমূহ এবং চিবা পল্লী তাহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। স্বল্পকাল মাত্র তত্তৎপ্রদেশের রাজস্ব উপভোগের প্রলোভনই এই বিলম্বের এবং উপেক্ষার একমাত্র কারণ। তাহাতে সেই সকল স্থানের প্রকৃত স্বত্বাধিকারিগণের যে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপ্রতিশোধনীয় ;—এই সকল হেতুবাদে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে, এক্ষণে এই ঘোষণা পত্র প্রচারে সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, যদি কোন সর্দার বা অপর যে কোন ব্যক্তি অন্যায়পূর্বক অপর কাহারও রাজ্য বা সম্পত্তি অপহরণ বা অধিকার করিয়া থাকেন কিংবা অন্য কোন উপায়ে যদি ন্যায্য অধিকারীকে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, কোন অভিযোগ আনয়নের পূর্বেই, সর্দারগণ সেই রাজ্য বা সম্পত্তি তাহাদের ন্যায্য অধিকারিগণকে প্রত্যর্পণ করিবেন ; তাঁহারা কোন মতে সেই সকল রাজ্য বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে দ্বিধামত করিবেন না। এই ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যদি তদনুযায়ী কার্য সমাহিত না হয়,—যদি সর্দারগণের শৈথিল্য হেতু ইংরাজ কর্তৃপক্ষ সৈন্য প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে, ন্যায্য অধিকারীর উচ্ছেদের তারিখ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত, সেই সকল সম্পত্তির বা রাজ্যের রাজস্ব, অপরাধী পক্ষগণের নিকট হইতে দাবী করা হইবে ; সৈন্য প্রেরিত হইলে, তাহাদের যাত্রাকালে যদি তত্তৎপ্রদেশের অধিবাসিগণের কোনরূপ ক্ষতি হয়, সে ক্ষতিও সর্দারগণ নিরাপত্তে পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন। এই সকল আদেশ অন্যথা করিলে অপরাধিগণের অবস্থা এবং কুক্রিয়া অনুসারে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিচারে, সর্দারগণ যে দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, তাহাও তাঁহাদিগকে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে হইবে।

একাদশ পরিশিষ্ট

সিন্ধুনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি।

সিন্ধুনদ এবং শতদ্রু নদীতে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ, পঞ্জাবের শাসনকর্তা, মাননীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সন্ধি হয়, সেই নিয়ম-পত্রের সর্ত।

(১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বরের লিখিত প্রথম পাণ্ডুলিপি।)

ঈশ্বরের অনুগ্রহে এক্ষণে মাননীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অকপট ও স্থায়ী মিত্রতা এবং চিরবন্ধুত্ব-বন্ধন বিদ্যমান। মিঃ, টি, সি, মেটকাফ, বার্ট, মহারাজের সহিত পূর্বে যে সন্ধি নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এই মিত্রতা এবং বন্ধুত্ব-বন্ধন তাহারই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৃটিশ ইণ্ডিয়ার গবর্ণর জেনারেল, রাইট অনারেবল লর্ড, ডব্লিউ, জি, বেণ্টিঙ্ক, জি, সি, বি, এবং জি, সি, এইচ মহোদয়ও রূপারের সম্মিলনে, অকপট বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ একখানি লিখিত জামিনপত্র প্রদানে, সেই সন্ধি এবং মিত্রতা-বন্ধন আরও দৃঢ়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই অকপট মিত্রতা এবং চিরবন্ধুত্ব-বন্ধনের বিষয় মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় এ জগতে বিদ্যমান; পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীই স্পষ্টরূপে তদ্বিষয় অবগত আছে; সেই মিত্রতা ও চিরবন্ধুত্ব বন্ধন চিরকাল অটুট থাকিবে; এমন কি পুরুষানুক্রমে সেই বন্ধুত্ব-বন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর ভাব ধারণ করিবে;—দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত এই সকল বন্ধুত্ব-বন্ধনের স্থায়িত্ব বলে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে সাধারণের হিত-সাধনকল্পে সিন্ধুনদ (পঞ্চনদের সঙ্গম স্থলের দক্ষিণ দিকে) এবং শতদ্রু নদীতে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার জন্য উভয় গবর্ণমেণ্টের (লাহোর এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের) অভিপ্রায় অনুসারে, অনারেবল গবর্ণর-জেনারেল, লুধিয়ানার পোলিটিক্যাল এজেণ্ট, কাপ্তেন সি, এম, ওয়েডকে তদুদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন; সম্প্রতি কাপ্তেন ওয়েডের সুকৌশলে সিন্ধুনদে বাণিজ্য পোত পরিচালনার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কর্মচারী নির্বাচন সম্পর্কে, বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের জন্য এবং অভীপ্সিত জলপথে বাণিজ্য-ব্যবসায় রক্ষা-কল্পে, যে সকল নিয়ম-প্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়াছে, যে যে সর্তে বাণিজ্যপোত পরিচালনা নিয়মাধীন হইল এবং যে যে নিয়মানুসারে উভয় রাজ্যের কর্মচারিগণ আপনাপন কর্তব্য পালনে নিযুক্ত হইবেন, সেই সকল সর্ত এবং নিয়ম-প্রণালী নিম্নলিখিত মতে নির্দ্ধারিত হইল;—

১ম সর্ত। শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীর সম্বন্ধে অত্র সন্ধির সমস্ত বন্দোবস্তে এবং

সমুদায় সর্তে এবং পূর্বোল্লিখিত সন্ধিপত্রের অন্তর্গত সমুদায় সর্ত-ব্যবস্থায় উভয় পক্ষ বাধ্য থাকিবেন। যাহাতে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্ধুত্ব অক্ষুন্ন থাকে, উভয় গবর্ণমেণ্টই তদনুযায়ী কার্য করিবেন,—তাঁহাদের শাসন-প্রণালীর তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। সেই সন্ধির সর্ত অনুসারে, শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরস্থিত মহারাজের রাজ্যের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনই সম্বন্ধ-সংশ্রব থাকিবে না।

২য় সর্ত। এই বাণিজ্য-পোত পরিচালনার পথ সংক্রান্ত যে নির্দিষ্ট শুল্ক বা মাশুলের তালিকা প্রস্তুত হইবে, সেই মূল্য-তালিকা একমাত্র সেই পথের পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধেই নিয়োজিত হইবে; নদীর এক পার হইতে অপর পারে পণ্যদ্রব্য চলাচলের জন্য যে নির্দিষ্ট শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে, তৎসঙ্গে এই মূল্য-তালিকার কোনই সম্পর্ক থাকিবে না; সেই সমস্ত শুল্ক আদায় পক্ষে ইহাতে কোনই বাধা জন্মাইবে না; অথবা যে সকল স্থান হইতে পণ্যদ্রব্যের শুল্ক সংগৃহীত হইয়া থাকে তাহার সহিত বর্তমান শুল্ক-তালিকার কোন সম্পর্ক রহিবে না। সেই সকল বিধি-ব্যবস্থা পূর্বমত অক্ষুন্ন থাকিবে।

৩য় সর্ত। এই পথে যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সচরাচর গতায়াত করিবে, মহারাজের গবর্ণমেণ্টের সীমানা মধ্যে থাকা সময়ে প্রচলিত রীতি অনুসারে তাহাদিগকে মহারাজের প্রভুত্ব-ক্ষমতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; শিখদিগের সামাজিক কিংবা ধর্মসম্পর্কীয় বিধিব্যবস্থার প্রতি তাহারা কোন মতে অসম্মান প্রকাশ করিতে পারিবে না; কিংবা তাহাদের দ্বারা শিখজাতির অপ্রীতিকর কোন কার্য অনুষ্ঠিত হইবে না।

৪র্থ সর্ত। যে কেহ উপরোক্ত বাণিজ্য পথে গমনাগমন করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকে উভয় রাজ্যের এজেণ্ট বা প্রতিনিধির নিকট আপনার অভিপ্রায় পূর্বে জানাইতে হইবে; অতঃপর যে রীতি-প্রণালী বা "ফারম" বিধিবদ্ধ হইবে, তদনুসারে সেই ব্যক্তিকে উক্ত পথে যাতায়াতের 'দস্তক' বা পাশ-পত্রের জন্য পূর্বে তাহাকে আবেদন করিতে হইবে; সেই "দস্তক" বা পাশ-পত্র পাইলে, সেই ব্যক্তি উপরোক্ত পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরের কোন স্থান কিংবা অমৃতসর হইতে, যদি কোন ব্যবসায়ী সেই পথে গতায়াত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, হারিকি কিংবা অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে নিয়োজিত মহারাজের এজেণ্ট বা প্রতিনিধির নিকট আপন উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া, সেই প্রতিনিধির মধ্যবর্তিতায় প্রথমে সেই ব্যবসায়ীকে 'দস্তক' বা পাশ-পত্র লইতে হইবে। বৈদেশিক, হিন্দুস্থানী, আশ্রিত রাজ্য এবং অন্যান্য স্থানের শিখগণ সকলেই এ পর্যন্ত মহারাজের কর্মাচারিগণের নিকট 'দস্তক' বা পাশ-পত্র না লইয়া শতদ্রু নদী অতিক্রম করিয়া থাকেন। এক্ষণে আশা করা যায়, এখন হইতে সেই সকল

ব্যক্তি এই সর্তের নিয়মে বাধ্য হইবেন ; এবং রীতিমত দস্তক বা পাশ-পত্র ব্যতিরেকে শতদ্রু নদী অতিক্রম করিবেন না।

৫ম সর্ত। কোন্ পণ্য দ্রব্যের উপর কি হারে শুল্ক ধার্য করা আবশ্যক, তৎসংক্রান্ত একখানি শুল্ক বা মাশুলের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে ; তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য-দ্রব্যের নির্দিষ্ট শুল্ক-হার নির্দ্ধারিত থাকিবে। তৎপরে উভয় গবর্ণমেণ্ট সেই তালিকা অনুমোদন করিলে, তাহাই আদর্শরূপে পরিগণিত হইবে। বাণিজ্য-শুল্ক-তত্ত্বাবধায়কগণ এবং সংগ্রহকারী সকলেই সেই নিয়মে কার্য করিবেন ; তদনুসারেই তাঁহারা পরিচালিত হইবেন।

৬ষ্ঠ সর্ত। এক্ষণে বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগকে এই নূতন বাণিজ্য-পথ অবলম্বনের জন্য আহ্বান করা যাইতেছে ; তাঁহারা অকপট বিশ্বাসে নিঃসন্দেহে এই বাণিজ্য-পথে গমনাগমন করিতে পারিবেন। কেহই তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিবে না, কিম্বা অনর্থক তাঁহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। তবে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠিত ষ্টেশনে বা শুল্ক-সংগ্রহের কার্যস্থানে, বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের জন্য অযথারূপে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাল পর্যন্ত আবদ্ধ না থাকেন, তৎপক্ষে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইবে।

৭ম সর্ত। বাণিজ্য-শুল্ক সংগ্রহের জন্য এবং পণ্যদ্রব্য যথানিয়মে পরীক্ষার্থ যে সকল কর্মচারী কার্যভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে শতদ্রুর পশ্চিমতীরবর্তী মিথেনকোটে এবং হারিকিতে থাকিতে হইবে ; উপরোক্ত দুইটি স্থান ব্যতীত অপর কোন স্থানে, নদী-গর্ভস্থিত বাণিজ্য-পোতগুলি আবদ্ধ হইবে না, কিম্বা তাহাদের পণ্যদ্রব্য পরীক্ষিত হইতে পারিবে না। মাল বোঝাই কিংবা মাল খালাসের জন্য যদি পোতবাহী বা পণ্যজাতের রক্ষণাবেক্ষণে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, স্বেচ্ছাক্রমে কোন স্থানে পোতের গতিরোধ করেন, তাহা হইলে অত্র সন্ধি-পত্রের দ্বিতীয় সর্ত অনুসারে পণ্যদ্রব্য নামাইবার পূর্বে স্থানীয় পণ্যশুল্কের হারে মহারাজের গবরমেণ্টকে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। মিথেনকোটে কোটে যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা তত্ত্ববিধায়ক থাকিবেন, তিনি পণ্য-দ্রব্যসমূহ পরীক্ষা করিয়া তাহার উপর শুল্ক ধার্য করিবেন ; দস্তক বা পাশ-পত্রও তাঁহাকেই প্রদান করিতে হইবে। সেই পাশ-পত্রে পণ্যদ্রব্য এবং তাহার উপর ধার্য শুল্কের সমস্ত বিবরণ সন্নিবদ্ধ থাকিবে। সেই বাণিজ্যপোত হারিকিতে পৌছিলে, তত্রত্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা তত্ত্ববধায়ক, পণ্য-দ্রব্যের সহিত সেই দস্তক বা পাশ-পত্র মিলাইয়া দেখিবেন ; তথায় কোন অতিরিক্ত পণ্য দৃষ্ট হইলে, তিনিই সেই অতিরিক্ত পণ্যের জন্য নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করিবেন ; অবশিষ্ট পণ্যের শুল্ক পূর্বেই মিথেনকোটে সংগৃহীত হওয়ায়, সে গুলি বিনা

মাশুলে যাইতে পারিবে। হারিকী হইতে জলপথে সিন্ধুদেশ অভিমুখে যে সকল পণ্য-জাত প্রেরিত হইবে, সেই সকল পণ্যজাত সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে ; মহারাজের অধিকৃত রাজ্যে অথবা তাঁহার মিত্র-রাজ্যসমূহে, শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরবর্তী স্থানে, মহারাজ বাণিজ্য শুল্কের যে অংশ পাইবেন, নির্দিষ্ট স্থান হইতে মহারাজের কর্মচারিগণ সেই বাণিজ্য-শুল্ক সংগ্রহ করিবেন। যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সম্ভবতঃ এই বাণিজ্য-পথ অনুসরণ করিবে, মহারাজের কর্মচারিগণ তাহাদের নিরাপদ এবং রক্ষার জন্য সাধ্য-মত সমুদায় উপায় বিধানে যত্নবান হইবেন ; শতদ্রু নদীর উভয় তীরস্থিত যে কোন স্থানে যদি কোন পণ্য-ব্যবসায়ী রাত্রি-যাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে স্থাপিত বন্ধুত্ব-ব্যঞ্জক সন্ধি-সর্ত অনুসারে, সেই ব্যবসায়ী, থানাদার বা তত্রত্য স্থানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে পূর্ব হইতেই আপনার অভিপ্রায় জানাইতে বাধ্য থাকিবেন ; ব্যবসায়ীগণ আপনাপন 'দস্তক' বা হুকুমনামা দেখাইয়া সেই থানাদার বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবেন। এইরূপ সতর্কতা সত্বেও, যদি কখনও কোন সময়ে কোন সওদাগর কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তৎপক্ষে বিশেষ অনুসন্ধান করা হইবে ; এবং অপরাধী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তাহার ক্ষতি পুরণের জন্য সর্বপ্রকার উপায়ানুষ্ঠান অবলম্বিত হইতে পারিবে। পূর্ব বন্ধুত্বের নিয়মানুসারে, রাইট অনারেবল গবর্ণর জেনারেল পূর্বোক্ত নদ-নদীসমূহে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ বর্ত-মান সন্ধির সর্ত অনুমোদন করায়, তাঁহার আদেশ অনুসারে এই সন্ধি-সর্ত মতে অধুনা কার্য চলিতে থাকিবে।

লাহোর,
২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৩২

স্বাক্ষর এবং মোহর
শীর্ষস্থানে রহিল।

দ্বাদশ পরিশিষ্ট

সিন্ধু-নদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার্থ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের অতিরিক্ত সন্ধি।

সিন্ধুনদে বাণিজ্য-শুল্ক স্থাপনার্থ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সন্ধি।

(১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নবেম্বর।)

পূর্ব পূর্ব সন্ধি-সর্ত অনুসারে হিজ হাইনেস মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, এবং মিত্রতা-মূলক কার্য-পরম্পরায় তাহা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে লাহোরে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার ৫ম সর্ত অনুসারে তৎকালে নির্ধারিত হয় যে, উভয় গবর্ণমেণ্ট পরস্পর একমত হইয়া, সিন্ধুনদ এবং শতদ্রু নদীর উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে যে সকল বাণিজ্য-পোত গমনাগমন করে, সেই সকল বাণিজ্য-পোতের পণ্যদ্রব্যের উপর নির্দিষ্ট হারে নিয়মিতরূপে কর সংস্থাপন করিবেন। এক্ষণে সেই গবরমেণ্টদ্বয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাণিজ্য-ব্যাপারে এবং এইরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে ভারতীয় জনসাধারণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মুল্য এবং পরিমাণ অনুসারে পণ্য-দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণের যে নিয়ম তৎকালে প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই নিয়মে অধুনা কার্য নির্বাহিত হইতে থাকিলে, জনসাধারণের সেই অনভিজ্ঞতা হেতু উভয় পক্ষের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য জন্মিবার সম্ভাবনাই অধিক ; তাহাতে অনেক স্থলে বিস্তর ক্ষতিপুরণ করারও আবশ্যক হইয়া উঠিবে ; এই সমস্ত বিষময় পরিণামের প্রতিকারার্থ, লাহোর গবর্ণমেণ্ট এবং বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট উভয়েই পূর্ব নিয়মের পরিবর্তে এক "টোল" বা নির্দিষ্ট পরিমাণে শুল্ক স্থাপনের অভিপ্রায় করিয়াছেন ; বাণিজ্য তরণীতে যে কোন প্রকারের পণ্যই বোঝাই থাকুক না কেন, সেই কর সর্ব প্রকার বাণিজ্য-তরণী হইতেই সংগৃহীত হইবে। সুতরাং পূর্ব সন্ধি-পত্রের অতিরিক্ত সন্ধিমতে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই অঙ্গীকার করিতেছেন যে, এই সন্ধি অনুসারে নির্দিষ্ট হারে সেই নির্দিষ্ট 'টোল' বা বাণিজ্য-শুল্ক নির্দ্ধারিত হইবে ; পরস্পরের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন গবর্ণমেণ্টেই তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বা কমাইতে পারিবেন না।

প্রথম সর্ত। সিন্ধুনদ এবং শতদ্রু নদীর উপর দিয়া, সমুদ্র এবং রোপারের মধ্যে পণ্যজাত বোঝাই যে সকল পোত বা নৌকা গমনাগমন করিবে, তাহাদের আকার কিংবা

বোঝাই মালের পরিমাণ বা মূল্যের কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া, সেই সকল পোত এবং নৌকার উপর ৫৭০ টাকা "টোল" বা বাণিজ্য-শুল্ক নির্দ্ধারিত হইবে। শতদ্রুর উভয় তীরে ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের যে সকল স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেই সকল রাজ্যের পরিমাণ অনুসারে, উপরোক্ত শুল্ক তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অংশমত বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় সর্ত। শতদ্রুর উভয় তীরে লাহোর মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, সেই রাজ্যের স্বত্বাধিকার অনুযায়ী উপরোক্ত শুল্কের যে অংশ মহারাজ পাইবেন, তাহা নিম্নলিখিত তালিকামতে নির্দ্ধারিত হইল। সমুদ্র হইতে রোপার অভিমুখে, মিথেনকোটের বিপরীত দিকে, যে সকল বাণিজ্যপোত আসিবে, তাহাদের উপর নির্দ্ধারিত শুল্কের কতকাংশ মহারাজ পাইবেন; এবং রোপার হইতে সমুদ্রাভিমুখে যে সকল পোত গমন করিবে, হারিকী পেটেনের সন্নিকটে সেই সকল পোতের উপর মহারাজ সেই কর ধার্য করিতে পারিবেন; অন্য কোন স্থান হইতে মহারাজ শুল্ক গ্রহণ করিতে পারিবেন না;—

শতদ্রু এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, তাহার অধিকার স্বত্বে মহারাজ, একশত পঞ্চান্ন টাকা চারি আনা পাইবেন।

সিন্ধুনদ এবং শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরে মহারাজের যে রাজ্য আছে, সেই সকল রাজ্যের অধিকার স্বত্ব হেতু মহারাজের বাণিজ্য-শুল্কের অংশ,—সাতষট্টি টাকা পনের আনা নয় পাই মাত্র।

তৃতীয় সর্ত। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের সুবিধার জন্য বাণিজ্য-সংক্রান্ত কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে সত্বর ও সন্তোষজনক মীমাংসার অভিপ্রায়ে এবং নূতন পথে বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, মিথেনকোটের পরপারে একজন বৃটিশ কর্মচারী অবস্থিতি করিবেন; এবং হারিকীপেট্টেনের পরপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে, একজন দেশীয় এজেণ্ট বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন। লুধিয়ানার বৃটিশ এজেণ্টের আজ্ঞানুসারে তাঁহাদিগকে কার্য নির্বাহ করিতে হইবে। অন্যান্য রাজ্যের পক্ষ হইতে বাণিজ্যপোত পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য যে সকল এজেণ্ট নিযুক্ত হইবেন, অর্থাৎ ভাওয়ালপুর, সিন্ধুপ্রদেশ এবং লাহোর প্রদেশের এজেণ্টগণ, পূর্বোক্ত কর্মচারিগণের সহিত একযোগে কার্য করিবেন।

চতুর্থ সর্ত। বণিকগণ সময়ে সময়ে তাহাদের পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে; অথচ সেই সকল দ্রব্য কখনও তাহাদের চালানী মালের অন্তর্গত ছিল না। তাহাদের সেই প্রতারণা নিবারণ করিবার জন্য, এক্ষণে এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে, তাহারা যে সকল চালানী মাল লইয়া যাইবে, 'দস্তক' বা পাশপত্র (Pass port) লইবার সময় তাহাদের চালানী মালের মধ্যে যে যে জিনিষ ছিল,

তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইবে, এবং দস্তুকের সহিত সেই প্রমাণের প্রতিলিপি সংযুক্ত থাকিবে। রাত্রিকালে যেখানে তাহাদের বাণিজ্যপোত রক্ষিত হইবে, তত্রত্য জমাদারের কিম্বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সেই বিষয় জানাইতে হইবে; ইতিপূর্বে মিথেনকোট বা হারিকীতে তাহারা যে 'দস্তক' বা পাশ-পত্র পাইয়াছিল, এই সময়ে থানাদারদিগকে তাহা দেখাইয়া, বাণিজ্যপোতের নিরাপদের জন্য থানাদারের সাহায্যপ্রার্থী হইবে।

পঞ্চম সর্ত। পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ এবং মূল্যের উপর কর নির্দ্ধারণ এবং কর আদায় সম্বন্ধে, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর যে সন্ধি সর্ত ধার্য হয়, সেই সন্ধিসর্তের পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম এবং দশম সর্ত এতদ্বারা রহিত হইল। তাহাদের পরিবর্তে পূর্বোক্ত সর্তগুলি নির্দ্ধারিত হওয়ায়, সেই সকল সর্ত অনুসারে অতঃপর বাণিজ্য শুল্ক আদায় করা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ প্রদেশের জন্য, মহারাজের করদ সামন্তগণকে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত রাজন্যবর্গকে যে পরিমাণে অংশ প্রদত্ত হইবে, তদ্বিষয় পরে স্থির করা যাইবে।

ত্রয়োদশ পরিশিষ্ট

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ এবং সা-সুজার সহিত ত্রিপক্ষীয় সন্ধি।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহকারিতায় এবং সম্মতিক্রমে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সা সুজা-উল্-মুল্‌কের সহিত মিত্রতা স্থাপনের সন্ধিপত্র।

(১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন লাহোরে এই সন্ধিপত্র প্রচারিত, এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন শিমলা শৈলে স্বাক্ষরিত হয়।)

ইতিপূর্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সা-সুজা-উল্ মুল্‌কের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হয়। সূচনা এবং উপসংহার ব্যতীত সেই সন্ধিপত্রে চৌদ্দটি সর্ত ছিল। কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ বশতঃ সেই সন্ধির সর্তগুলি পরিপালিত হয় নাই। এক্ষণে ভারতের গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল জর্জ্জ লর্ড অকলাণ্ড, জি, সি, বি মহোদয়, সন্ধি-স্থাপনের সর্ববিধ ক্ষমতা প্রদান করিয়া, মিষ্টার ডব্লিউ, এইচ, ম্যাক্‌নাটেন সাহেবকে মহারাজ রণজিৎ সিংহের দরবারে প্রেরণ করিয়াছেন; দুই রাজ্যের মধ্যে যে বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই পূর্বোক্ত সন্ধির কতকগুলি সর্ত পরিবর্তিত এবং তৎসহ চারিটি নূতন সর্ত সংযোজিত হইল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহকারিতায় এবং

সম্মতিক্রমে ১৮টি সর্তযুক্ত এই সন্ধিপত্র অতঃপর যথানিয়মে এবং ধর্মতঃ প্রতিপালিত হইবে ;—

প্রথম সর্ত। সা-সুজা-উল্-মুল্‌ক্ স্বয়ং, তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণের এবং সমস্ত 'সাদোজিজ'দিগের পক্ষ হইতে স্বীকার করিতেছেন যে, সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বস্থিত যে সমস্ত প্রদেশে মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ে সা সুজা-উল্-মুল্‌ক্ বা তাঁহার উত্তরাধিকারি, স্থলাভিষিক্ত এবং সাদোজিজগণের কোনই দাবী দাওয়া রহিল না। অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত কাশ্মীর প্রদেশ এবং তদন্তর্গত আটক দুর্গ, কচ-হাজরা খাবাল, আম্ব প্রভৃতি স্থানের দুর্গে, এবং সিন্ধুনদের পূর্ব পারে কাশ্মীরের যে সকল আশ্রিত এবং অধীনস্থ রাজ্য আছে, তৎসমুদায়ে, রণজিৎ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে পেশোয়ার এবং খাটুক ও ইউসফজায়ীদিগের অধিকৃত রাজ্য, হাসত নগর, মিচনী, কোহাট, হাংগু এবং পেশোয়ারের আশ্রিত ও অধীনস্থ অন্যান্য প্রদেশ-সমূহও রণজিৎ সিংহের অধিকারে আসিল। এই সন্ধি সর্ত খাইবার পাশ, বান্নু, উজীরী রাজ্য, দোয়ার-টাঙ্ক, গারঙ্গ, কালাবাগ, খুসালনগর এবং তৎসমুদায়ের অধীনস্থ প্রদেশ—রণজিৎ সিংহের রাজ্যভুক্ত হইল। ডেরা-ইস্মাইল-খাঁ ও তাহার অধীনস্থ প্রদেশ ; কোট মিথেন, উমার কোট এবং তাহাদের অধীনস্থ রাজ্য ; সাংঘার, হারাউন্দ-দাজাল, হাজিপুর, রাজেনপুর, তিনটি কচ্ছ প্রদেশ ; মানখেরা এবং তদধীনস্থ জেলাসমূহ ; এবং সিন্ধুনদের পূর্বতীরে অবস্থিত মুলতান প্রদেশ,—রণজিৎ সিংহের রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। এই সকল দেশ এবং স্থানসমূহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সম্পত্তি এবং রাজ্য বলিয়া গণ্য হইবে ; তদ্বিষয়ে সা-সুজার কোনসম্বন্ধ রহিল না এবং থাকিবে না। মহারাজ পুরুষানুক্রমে তৎসমুদায় ভোগ দখল করিতে পারিবেন।

দুই সর্ত। খাইবার পাশের অপর পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিগণ এই সকল রাজ্যে আসিয়া দস্যুতা, অযথা আক্রমণ বা প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করিতে পারিবে না। রাজস্ব অপহরণকারী অপরাধী ব্যক্তি এক রাজ্য হইতে পলাইয়া আসিয়া অপর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, উভয় রাজ্যই সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া দিতে বাধ্য হইবে। খাইবার গিরিসঙ্কট হইতে যে নদী প্রবাহিত, কোন পক্ষই তাহার গতিরোধ করিতে পারিবে না ; এবং পূর্বতন প্রথা অনুযায়ী ফতেগড় দুর্গ সেই নদীর জল প্রাপ্ত হইবে।

তৃতীয় সর্ত। মহারাজের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যে সন্ধি সর্ত স্থাপিত হইয়াছে, তদনুসারে মহারাজের প্রদত্ত পাশ-পত্র ব্যতীত, শতদ্রুনদীর পূর্ব পার হইতে কেহই পশ্চিম

পারে যাইতে পারিবে না ; সিন্ধুনদ সম্বন্ধেও এই নিয়ম অব্যাহত থাকিবে ; মহারাজের অনুমতি ব্যতীত কেহই সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে পারিবে না।

চতুর্থ সর্ত। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরস্থিত সিন্ধুরাজ্য এবং শিকার-পুর সম্বন্ধে যাহা কিছু ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হইবে, কাপ্তেন ওয়েডের মধ্যস্থতায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং মহারাজ রণজিৎ সিংহের যে পবিত্র বন্ধুত্ব-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তদনুসারে সা-সুজা সমস্তই মানিতে বাধ্য হইবেন।

পঞ্চম সর্ত। কাবুল এবং কান্দাহারে সা-সুজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি বৎসর বৎসর মহারাজ রণজিৎ সিংহকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন ;—(১) মহারাজের অনুমোদিত বর্ণ বিশিষ্ট এবং মনোহর-গতি সম্পন্ন, ৫৫টি সুজাত ঘোটক ; (২) ১১টি পারস্যদেশীয় 'সিমিটার' তরবারি ; (৩) ৭টি পারস্য দেশীয় তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ; (৪) ২৫টি উৎকৃষ্ট অশ্বতর ; (৫) নানাবিধ উপাদেয় ফলমূল ; (৬) 'সারদাস' বা সুস্বাদু সদ্গন্ধযুক্ত তরমুজ, প্রতি বৎসর, বৎসরের প্রথম হইতে সর্বদাই কাবুল নদীর পথে পেশোয়ারে পাঠাইতে হইবে ; (৭) আঙ্গুর, দাড়িম্ব, আপেল ফল, কিসমিস, বাদাম, দ্রাক্ষা, পেস্তা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ; (৮) নানা রঙ্গের সাটিন ; (৯) লোমের চোগা ; (১০) স্বর্ণ এবং রৌপ্য খচিত কিংখাব ; (১১) পারস্য দেশীয় কার্পেট ;—একুনে ১০১ দফার দ্রব্যাদি সা-সুজা প্রতিবৎসর মহারাজকে পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন।

ষষ্ঠ সর্ত। প্রত্যেক পক্ষ পরস্পরকে সমভাবে তুল্য জ্ঞানে সম্বোধন করিবেন।

সপ্তম সর্ত। আফগানিস্থানের যে সকল বণিক, লাহোর, অমৃতসর কিংবা মহারাজের অধিকৃত অন্য কোন স্থানে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তাহাদিগকে কোনরূপে বাধা দেওয়া কিংবা উৎপীড়ন করা হইবে না ; অন্য পক্ষে, তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার পক্ষে, সর্বত্র আদেশ প্রচার করা হইবে। মহারাজের রাজ্য হইতেও যে সকল ব্যবসায়ী আফগানিস্থানে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তাহাদের প্রতিও পূর্বোক্তরূপ সদ্ব্যবহার করা হয় কিনা, মহারাজ তাহা লক্ষ্য করিবেন।

অষ্টম সর্ত। সা-সুজার সহিত মিত্রতা বন্ধনের পরিচয় স্বরূপ মহারাজও তাঁহাকে প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি পাঠাবেন ;—(১) ৫৫ খানি শাল ; (২) ২৫ খানি মছলিন ; (৩) ১১ খানি দোপাট্টা ; (৪) ৫খানি কিংখাব ; (৫) ৫ খানি গলাবন্ধ ; (৬) ৫টি পাগড়ী ; (৭) ৫৫ খানি গাড়ী বোঝাই 'বারে' চাউল (এই চাউল পেশোয়ার প্রদেশের অত্যুত্তম সামগ্রী)।

নবম সর্ত। মহারাজের কোন কর্মচারী যদি আফগানিস্থানে ঘোটক ক্রয় করিতে যায়, কিংবা সা-সুজার কোন কর্মচারী পঞ্জাবে বস্ত্রাদি বা শাল প্রভৃতি ক্রয় করিতে আসে, এবং তাহারা যদি ১১ এগার হাজার টাকা পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্যে লইয়া যায়, তাহা হইলে, মহারাজ কিংবা সা-সুজা উভয়েই পরস্পরের প্রেরিত ক্রেতাদিগের সুবিধা প্রভৃতির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখিবেন ; যাহাতে তাহাদের কার্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হয়, মহারাজ এবং সা-সুজা উভয়েই তাহারও বিহিত উপায় বিধান করিবেন।

দশম সর্ত। কখনও কোন সময়ে উভয় রাজ্যের সৈন্য-দল এক স্থানে সমবেত হইলে, সেখানে যাহাতে কোন ক্রমে গো-হত্যা করিতে দেওয়া না হয়, তাহারও বিহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

একাদশ সর্ত। সা-সুজা যদি মহারাজের নিকট হইতে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, বারুকজায়ীদিগের নিকট হইতে যে সকল দ্রব্য,—জহরত, ঘোটক, স্বল্প-বিস্তর অস্ত্রশস্ত্রাদি,—লুণ্ঠিত হইবে, তাহা উভয় পক্ষ সমভাগে বিভাগ করিয়া লইবেন। মহারাজের সৈন্যদলের সাহায্য ব্যতীত, সা-সুজা যদি বারুকজায়ীদিগের ধন-সম্পত্তি অধিকারে সমর্থ হন, তাহা হইলে, মিত্রতা-বন্ধনের নিদর্শন স্বরূপ, তাহার কতকাংশ আপন প্রতিনিধি দ্বারা সা-সুজা মহারাজের নিকট প্রেরণ করিবেন।

দ্বাদশ সর্ত। পত্র এবং উপঢৌকনাদি লইয়া পরস্পরের দূত পরস্পরের রাজ্যে সর্বদা গতিবিধি করিবে।

ত্রয়োদশ সর্ত। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে যদি মহারাজের কখনও সা-সুজার অধীনস্থ সৈন্যদলের কোনরূপ সাহায্য আবশ্যক হয়, এক জন প্রধান কর্মচারীর অধিনায়কত্বে সা-সুজা একদল সৈন্য পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন ; অন্য পক্ষে, মহারাজও তদ্রূপ সা-সুজার প্রয়োজনানুসারে, এই সন্ধির সর্ত মতে, একদল মুসলমান সৈন্য জনৈক প্রধান কর্মচারীর অধিনায়কত্বে কাবুলে পাঠাইতে স্বীকৃত রহিলেন। মহারাজ যখন পেশোয়ারে গমন করিবেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সা-সুজা জনৈক সাহাজাদাকে প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন, সে ক্ষেত্রে মহারাজও যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদরের সহিত সাহাজাদাকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং বিদায় দিবেন।

চতুর্দশ সর্ত। ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের, শিখ-গবর্ণমেণ্টের এবং সা-সুজা উল-মুল্কের— এই তিন পক্ষের পরস্পরের শত্রু বা মিত্র সকলেরই শত্রু বা মিত্র মধ্যে গণ্য হইবে।

পঞ্চদশ সর্ত। আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, সা-সুজা-উল-মুল্ক্, বিনা আপত্তিতে 'নানকসাহী' বা 'কাল্দার' মুদ্রার দুই লক্ষ টাকা মহারাজকে প্রদান করিবেন ; সা-সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, যে তারিখে মহারাজ শিখ-সৈন্য

কাবুলে প্রেরণ করিবেন, সেই তারিখ হইতেই সা-সুজা-উল-মুল্‌ক্ ঐ টাকা দিতে বাধ্য হইবেন ; সা সুজার পক্ষ সমর্থনের জন্য, মহারাজ ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র মুসলমান-ধর্মাবলম্বী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য পেশোয়ার রাজ্যের মধ্যে সজ্জিত রাখিবেন ; যখন মহারাজের সহিত একমত হইয়া বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সেই সৈন্যদল, সা-সুজার সাহায্যার্থ প্রেরণ করা উচিত বলিয়া মনে করিবেন, সেই সময় ঐ সকল সৈন্য কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিবে ! পশ্চিম প্রদেশে যখনই কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবে, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট এবং শিখ-গবর্ণমেণ্টের মতে আবশ্যক এবং উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে, সৈন্যদল তদভিমুখে প্রেরিত হইবে। মহারাজের যদি কখনও সা-সুজার সৈন্যদলের সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্যন্ত যে পরিমাণ সাহায্য প্রদত্ত হইবে, সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহের জন্য মহারাজের প্রাপ্য টাকা হইতে তাহার কিয়দংশ বাদ যাইবে ; যে পর্যন্ত এই সন্ধির সর্ত অব্যাহত থাকিবে, মহারাজ সা-সুজা-উল্-মুল্‌কের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে যাহাতে বৎসর বৎসর নির্দিষ্ট টাকা প্রাপ্ত হন, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টও তৎপক্ষে দায়ী রহিলেন।

ষোড়শ সর্ত সা-সুজা-উল্-মুল্‌ক্ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণ, সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণের নিকট হইতে প্রাপ্য বাকী রাজস্বের সমস্ত দাবী দাওয়া এবং তৎপ্রদেশের অধিকার-সত্ব পরিত্যাগ করিতেছেন ; (সেই রাজ্য এক্ষণে আমীরগণ এবং তাঁহাদের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করিতে অধিকারী হইলেন।) তৎপরিবর্তে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় আমীরগণ সা-সুজাকে যে পরিমাণ টাকা দিতে বাধ্য হইবেন, সা-সুজা তাহাই লইতে সম্মত রহিলেন। সেই টাকা হইতে মহারাজ রণজিৎ সিংহকে দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। এই টাকা প্রদত্ত হইলে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ যে সন্ধি হইয়াছিল, * সেই সন্ধির ৪র্থ সর্ত রহিত হইবে ; মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণের মধ্যে যে উপঢৌকন এবং পত্রাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা পূর্বাপর অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

সপ্তদশ সর্ত। সা-সুজা উল্‌মুল্‌ক্ আফগানিস্থানে আধিপত্য বিস্তারে কৃতকার্য হইলে, তাঁহার গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হিরাটের শাসনকর্তার অধিকৃত প্রদেশসমূহে সা-সুজা কোনরূপ আক্রমণ বা অত্যাচার করিতে পারিবেন না।

অষ্টাদশ সর্ত। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট এবং শিখ-গবর্ণমেণ্টের সম্মতি এবং অভিপ্রায় ব্যতীত সা-সুজা-উল্-মুল্‌ক্ স্বয়ং, কিংবা তাঁহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণ, কোন বৈদেশিক

* সা সুজা এবং রণজিৎ সিংহের মধ্যে সন্ধি হয়।

রাজ্যের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতে পারিবেন না ; যদি কেহ অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্যে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের বা শিখ-গবর্ণমেণ্টের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয়, সা-সুজা যথাশক্তি তাহার প্রতিরোধ করিবেন।

এই সন্ধি-সংশ্লিষ্ট শক্তিত্রয় অর্থাৎ বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট, মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সা-সুজা-উল্-মুল্ক্, পূর্বোক্ত সর্তসমূহে অন্তরের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন। কদাচ এই সন্ধি-সর্তসমূহের ব্যত্যয় ঘটিবে না, সেক্ষেত্রে বর্তমান সন্ধিপত্রের সর্ত্তে সকলেই চিরকাল বাধ্য থাকিবেন ; যে দিন হইতে শক্তিত্রয় এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ও শিল-মোহর অঙ্কিত করিবেন, সেই দিন হইতেই এই সন্ধি অনুসারে কার্য চলিতে থাকিবে।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন অর্থাৎ ১৮৯৫ বিক্রমজিৎ অব্দের ১৫ই আষাঢ় লাহোরে এই সন্ধিপত্র সম্পন্ন হইল।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই, শিমলা-শৈলে রাইট অনারেবল গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক উহা অনুমোদিত এবং সমর্থিত হইল।

(স্বাক্ষর।) অকল্যাণ্ড। রণজিৎ সিং। সুজা-উল্-মুল্ক্।

চতুর্দশ পরিশিষ্ট।

সিন্ধুনদ এবং শতদ্রুতে বাণিজ্য-শুল্ক সম্বন্ধে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের চুক্তিপত্র।

শতদ্রু এবং সিন্ধুনদে পণ্যদ্রব্য গমনাগমনের জন্য যে শুল্ক গৃহীত হইত, তৎসম্বন্ধে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক অতিরিক্ত সন্ধি হয় ; সেই সন্ধি-সর্তের পরিবর্তনে লাহোর-গবর্ণমেণ্টের সহিত যে চুক্তিপত্র নির্দিষ্ট হইল, তাহারই বিবরণ।

(১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে।)

এ যাবৎ ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার সর্ব প্রকার বাণিজ্য-তরণীর উপরই একই হারে বাণিজ্য-শুল্ক আদায় করা হইতেছে। তাহাতে অনেক স্থলে নানাপ্রকার অভিযোগ এবং আপত্তি উত্থাপিত হয়। সওদাগরগণের প্রার্থনা,—বোঝাই মালের মণ হিসাবে, প্রতি মণে, কিংবা বাণিজ্য-পোতের আকৃতি হিসাবে প্রতি পোতের উপর, শুল্ক নির্দ্ধারিত হউক। অতএব এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে, অতঃপর লুধিয়ানা, ফিরোজপুর অথবা মিথেনকোট ;—এই তিনটি নগরের কোন এক নির্দিষ্ট স্থান হইতে, একই নগরে, সমস্ত

বাণিজ্য-শুল্ক সংগৃহীত হইবে; এবং বাণিজ্য-পোতের উপর শুল্ক ধার্য না হইয়া, পণ্য-জাতের উপর নিম্নলিখিত হারে সেই শুল্ক নির্দ্ধারিত হইবে ;—

পুষমিনা	—	প্রতিমণ	—	দশ টাকা।
অহিফেন	—			সাড়ে সাত টাকা।
নীল	—			আড়াই টাকা।
ফল-মূলাদি	—			এক টাকা।
অত্যুৎকৃষ্ট রেশম, মস্‌লিন, চওড়া কাপড় ইত্যাদি				ছয় আনা।
নিকৃষ্ট রেশম, তুলা, ছিটের কাপড়				চারি আনা।

পঞ্জাব হইতে রপ্তানি দ্রব্যের উপর।

শর্করা, ঘৃত, তৈল, মাদক দ্রব্য, জিঞ্জার, জাফ্রান এবং তুলা	—	প্রতিমণ	—	চারি আনা।
রঙ	—	,,	—	আট আনা।
শস্যাদি	—	,,	—	দুই আনা।

বোম্বাই হইতে আমদানি দ্রব্যের উপর।

যে কোন প্রকারের দ্রব্যই বোম্বাই হইতে আমদানি হইবে, সর্ব্ব প্রকার দ্রব্যের প্রতিমণের উপর চারি আনা হিসাবে বাণিজ্য-শুল্ক গৃহীত হইবে।

পঞ্চদশ পরিশিষ্ট।

সিন্ধুনদ ও শতদ্রুতে বাণিজ্য-শুল্ক সম্বন্ধে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের চুক্তিপত্র।

শতদ্রু এবং সিন্ধুনদের বাণিজ্য তরণীর উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট ও লাহোর-গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সন্ধি।

(১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন)

১৮৮৯ সম্বতের ১৪ই পৌষ (১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে), কর্ণেল ওয়েডের (তৎকালে তিনি কাপ্তেন ছিলেন।) মধ্যবর্ত্তিতায় উভয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে, মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ, খালসা রাজ্যের অন্তর্গত শতদ্রু ও সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনা সুবিধার জন্য, ভারতের গবর্ণর জেনারেল, রাইট অনারেবল লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেণ্ডিস বেণ্টিঙ্ক

মহোদয় কর্তৃক ইতিপূর্বে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। তদ্বিষয়ে ১৮৯১ সম্বতে (১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে), উক্ত কর্ণেল ওয়েডের মধ্যস্থতায়, আর এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; পণ্য-দ্রব্যের পরিমাণ এবং প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বিচার না করিয়া প্রত্যেক বাণিজ্য-পোতের উপর কর নির্দ্ধারণ করাই, সেই সন্ধি-পত্রের উদ্দেশ্য। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, গবর্ণর-জেনারেলের এজেন্ট, মিষ্টার ক্লার্ক, লাহোর-দরবারে উপনীত হন; সেই সময় উভয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে ঐ বিষয়ে আর এক তৃতীয় সন্ধি নিষ্পন্ন হয়; পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ এবং প্রকৃতি অনুসারে কর নির্দ্ধারণই এই তৃতীয় সন্ধির উদ্দেশ্য। এই সন্ধি-সর্ত্তে আরও নির্দিষ্ট হয়, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সেই শুল্কের হার কমাইবার জন্য কেহই পুনরায় আর কোন প্রস্তাব করিতে পারিবেন না। ১৮৯৭ সম্বতের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে) উক্ত এজেন্ট মিষ্টার ক্লার্ক, অমৃতসরের খালসা দরবারে পুনরায় উপস্থিত হন; এই সময় গত বৎসরের প্রস্তাবিত পদ্ধতিক্রমে বাণিজ্য বিষয়ে নানা অসুবিধার কথা উল্লিখিত হইয়াছিল। বাণিজ্য-পোত সকল অনুসন্ধানের জন্য তাহাদিগকে আবদ্ধ করা হয়; বাণিজ্য পোতে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য বাহিত হওয়ায়, তাহার শুল্ক নির্দ্দেশের অসুবিধার এবং ব্যবসায়িগণের অনভিজ্ঞতা বশতঃ, নানা গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এজেন্ট উক্ত প্রথার সংস্কার সাধনের প্রস্তাব করিলেন। তিনি জানাইলেন—যদি উভয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে,বাণিজ্য দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে শুল্ক স্থির না করিয়া বাণিজ্য-পোতের আকারের অনুপাত অনুসারে কর নির্দ্ধারিত হউক। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টকে সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া অবশেষে এজেন্ট, সিন্ধু এবং শতদ্রু নদীর উপর বাণিজ্য পোত পরিচালনা সম্বন্ধে, পোতের আকৃতি অনুসারে, একটি শুল্কের হার নির্দ্দেশ করিয়া অমৃতসরে দরবারের বিবেচনার জন্য সেই শুল্ক-হার নির্দ্দেশের একখণ্ড প্রতিলিপি প্রেরণ করিলেন। প্রতিষ্ঠিত মিত্রতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক, পূর্ব্ব সন্ধি-পত্রের সর্ত্ত অনুসারে, কয়েকটি ছত্র যোগ করিয়া, দরবার সেই প্রতিলিপিতে শিল মোহর অঙ্কন এবং স্বাক্ষর করিলেন। উভয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি এবং ঐক্যমত ব্যতীত, পরস্পরের স্বার্থ ও সুবিধা বিবেচনায়, কখনও এই সন্ধি-পত্রের আর কোনরূপ প্রতিবাদ, পরিবর্তন বা পার্থক্য সাধিত হইবে না। অমৃতসর, লাহোর এবং অন্যান্য স্থানে কিংবা খালসা রাজ্যের অন্যান্য নদী সম্বন্ধে যে বাণিজ্য-শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে, এই সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে তাহার কোন অন্যথা হইবে না।

১ম সর্ত্ত। শস্য, কাষ্ঠ, পাথুরিয়া চূণ সম্বন্ধে কোনই কর লওয়া হইবে না।

২য় সর্ত্ত। প্রথম সর্ত্তের লিখিত দ্রব্যগুলি ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের শুল্ক, বাণিজ্য পোতের পরিমাণ অনুসারেই গৃহীত হইবে।

৩য় সর্ত্ত। যে সকল বাণিজ্যপোত পর্বতের নিম্ন প্রদেশে, রূপার বা লুধিয়ানা হইতে মিথোনকোট কিংবা রোজান পর্য্যন্ত, অথবা রোজান বা মিথেনকোট হইতে পর্বতের নিম্ন প্রদেশে, রূপার কিংবা লুধিয়ানা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিবে, ৫০ মণের অনধিক ওজনযুক্ত সেইরূপ বাণিজ্য-পোতের শুল্ক ধার্য হইবে,—পঞ্চাশ টাকা।

যথা,—

পর্বতের নিম্ন প্রদেশ হইতে ফিরোজপুর পর্য্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য	কুড়ি টাকা।
ফিরোজপুর হইতে ভাওয়ালপুর পর্য্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য	পনের টাকা।
ভাওয়ালপুর হইতে মিথেনকোট বা রোজান পর্য্যন্ত গমন বা প্রত্যাগমনের জন্য	পনের টাকা।
সমস্ত পথ গমন এবং প্রত্যাগমনের জন্য	পঞ্চাশ টাকা।

২৫০ মণের অধিক, কিন্তু ৫০০ শত মণের অনধিক, বোঝাই যুক্ত বাণিজ্যপোতের উপর শুল্কের হার ;—পর্বতের নিম্নপ্রদেশ, রূপার কিংবা লুধিয়ানা হইতে মিথেনকোট কিংবা রোজান পর্য্যন্ত ; অথবা রোজান কিংবা মিথেনকোট হইতে পর্বতের নিম্নপ্রদেশ, রূপার কিংবা লুধিয়ানা পর্য্যন্ত, বাণিজ্য শুল্কের হার এক শত টাকা। যথা,—

পর্বতের নিম্ন প্রদেশ হইতে ফিরোজপুর পর্য্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য	চল্লিশ টাকা।
ফিরোজপুর হইতে ভাওয়ালপুর পর্য্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য	ত্রিশ টাকা।
ভাওয়ালপুর হইতে মিথেনকোট কিংবা রোজান পর্য্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য	ত্রিশ টাকা।
সমস্ত পথ গমন এবং প্রত্যাগমনের জন্য	পঞ্চাশ টাকা।

৫০০ পাঁচ শত মণের অধিক বোঝাই যুক্ত বাণিজ্য পোতের শুল্ক এক শত পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত হইবে। যথা—

পর্বতের নিম্নপ্রদেশ হইতে ফিরোজপুর পর্য্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য	ষাট টাকা।
ফিরোজপুর হইতে ভাওয়ালপুর পর্য্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য	পঁয়তাল্লিশ টাকা।
ভাওয়ালপুর হইতে মিথেনকোট বা রোজান পর্য্যন্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য	পঁয়তাল্লিশ টাকা।
সমস্ত পথ গমনের অথবা প্রত্যাগমনের জন্য	এক শত পঞ্চাশ টাকা।

৪র্থ সর্ত। প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত বাণিজ্য-পোত সমূহে পরিচয়ানুরূপ চিহ্ন লিখিত থাকিবে; এবং প্রত্যেক বাণিজ্য-পোত রেজেষ্টরি করা হইবে।

৫ম সর্ত। শতদ্রু এবং সিন্ধুনদের উপর দিয়া বাণিজ্যপোত গমনাগমন সম্বন্ধে যে প্রণালীতে বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য হইল, অন্যান্য নদী সম্পর্কে, অথবা খালসা রাজ্যের স্থলপথের কোন বাণিজ্য-শুল্ক গ্রহণ বিষয়ে, ইহার কোনই সংশ্রব থাকিবে না। সে সকল যেরূপ নিয়মে চলিতেছে, সেইরূপ নিয়মেই চলিবে।

১৮৯৭ সম্বতের ১৩ই আষাঢ় তারিখে (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন) এই চুক্তিপত্র স্থিরীকৃত হইল।

ষোড়শ পরিশিষ্ট।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ ঘোষণা।

ভারতের গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক ঘোষণা প্রচার।

ক্যাম্প, লস্করী খাঁ কা সরাই,
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।

এ পর্যন্ত পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মিত্রতা ছিল। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মিত্রতা ও একতাব্যঞ্জক এক সন্ধি স্থাপিত হয়। সেই সন্ধির সর্ত সমূহ বিশ্বস্ততার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পালন করিয়া অসিতেছিলেন; স্বর্গীয় মহারাজও সেই সন্ধির সর্তসমূহ বিচক্ষণতার সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের উত্তরাধিকারিগণের সহিতও এ কাল পর্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সমভাবে সেই মিত্রতা সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

ভূতপূর্ব মহরাজ শের সিংহের মৃত্যুর পর, লাহোর-গবর্ণমেণ্টের বিশৃঙ্খলা হেতু, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেল আত্মরক্ষণোপযোগী উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছেন; যে সকল কারণে যেরূপ উপায়াবলী অবলম্বিত হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্বে লাহোর-গবর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে।

বিগত দুই বৎসর হইতে লাহোর গবর্ণমেণ্টের ঘোর বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও, এবং লাহোর দরবারের নানাবিধ অসদ্ব্যবহারমূলক কার্য্য-কলাপেও, উভয় পক্ষের সুবিধা ও সুখের প্রতি

লক্ষ্য রাখিয়া, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পূর্বরূপ মিত্রতা ও একত্ব সম্বন্ধ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্ত সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল বারবর চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভূতপূর্ব মহারাজ শের সিংহের উত্তরাধিকারিরূপে শিশু দলীপ সিংহকে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট মহারাজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; সেই শিশু মহারাজের নিঃসহায় অবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া, এ পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারেল প্রতি বিষয়েই অত্যধিক পরিমাণে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন।

পঞ্জাবের প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার, এবং পঞ্জাবের সৈন্যগণকে শাসনে রাখিবার উপযোগী দৃঢ় শিখ-গবর্ণমেণ্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেলের ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা। সর্দারগণের এবং জনসাধারণের স্বদেশ-প্রাণতার গুণে এখনও যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, গবর্ণর-জেনারেল সে আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

বৃটিশ রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্যে, সম্প্রতি শিখ-সৈন্যগণ লাহোর হইতে বৃটিশ সীমান্তে উপনীত হইয়াছিল; কথিত হয়, দরবারের আদেশক্রমেই ঐরূপ কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গবর্ণর-জেনারেলের উপদেশ অনুসারে, গবর্ণর-জেনারেলের এজেণ্ট, শিখ-সৈন্যগণের পূর্বোক্ত আচরণ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে তাহার কোন প্রত্যুত্তর না পাওয়ায়, পুনরায় কৈফিয়ৎ চাওয়া হইয়াছিল। উত্তেজনার কোন কারণ নাই; অথচ অকারণে শিখ-গবর্ণমেণ্ট, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সহিত শত্রুতাচরণ করিবেন, গবর্ণর-জেনারেল সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সুতরাং উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, কিংবা মহারাজের গবর্ণমেণ্ট কোনরূপে বিপন্ন না হন, এই উদ্দেশ্যে গবর্ণর-জেনারেল এ পর্যন্ত কোন প্রতিকার-উপায় গ্রহণ করেন নাই।

পুনঃপুনঃ কৈফিয়ৎ চাহিয়াও যখন কোন উত্তর পাওয়া যাইল না, অথচ লাহোরে সমর-সজ্জার বিপুল আয়োজনের সংবাদ পাওয়া গেল, তখন অগত্যা সীমান্ত প্রদেশের দৃঢ়তা সম্পাদন জন্য গবর্ণর-জেনারেল তদভিমুখে সৈন্য প্রেরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন।

উত্তেজনার অনুমাত্র সম্ভাবনা নাই, অথচ শিখ-সৈন্যদল সম্প্রতি বৃটিশ-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে।

বৃটিশ-রাজ্যের রক্ষা-বিধান জন্য, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য, সন্ধি-সর্ত-উচ্ছেদক, জনসাধারণের শান্তিভঙ্গকারী, দুর্বৃত্তদিগকে শাস্তি দিবার জন্য গবর্ণর-জেনারেল এক্ষণে কঠোর উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইলেন।

এতদ্দ্বারা গবর্ণর জেনারেল ঘোষণা করিতেছেন যে, শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরস্থিত বৃটিশ

অধিকারের সন্নিহিত মহারাজ দলীপ সিংহের অধিকৃত সমুদায় রাজ্য আজি হইতে বাজেয়াপ্ত এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

ঐ সমস্ত প্রদেশের যে সকল জায়গীরদার, জমিদার এবং প্রজাবর্গ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগের পরিচয় প্রদান করিবে, গবর্ণর জেনারেল তাহাদের সমস্ত স্বত্ব অক্ষুন্ন রাখিবেন।

সর্বসাধারণের শত্রুদিগকে দমনের জন্য এবং দেশে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে, এতদ্দারা বৃটিশ গমর্ণমেণ্ট আশ্রিত রাজ্যের সর্দার ও সামন্তবর্গকে অকপটভাবে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতেছেন। আশ্রয়দাতার প্রতি আশ্রিত রাজন্যবর্গের যে কর্তব্য পালন আবশ্যক, তদনুযায়ী বিশ্বাস ও অনুরাগের সহিত, সর্দার ও সামন্তগণ যদি এ ক্ষেত্রে আপনাপন কর্তব্য পালন করেন, তাহা হইলে, তদ্দারা তাঁহারা সমুহ লাভবান হইবেন। যাহারা বিপরীতাচরণ করিবে, তাহারা বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের শত্রু বলিয়া গণ্য হইবে, এবং যথাযোগ্য শাস্তি পাইবে।

শতদ্রু নদীর পুর্বতীরস্থিত প্রদেশের অধিবাসিবর্গ আপনাপন গ্রামে শান্তি-সুখে কালযাপন করিবে,—এতদ্দারা তাহাদিগকে তদ্রূপ অনুমতি করা হইতেছে; সেরূপ ভাবে অবস্থান করিলে, তাহারা বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের নিকট উপযুক্তরূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করিতে না পারিলে, অস্ত্রধারী দলবদ্ধ ব্যক্তিগণ শান্তিভঙ্গকারী বলিয়া, তদনুরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।

বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের প্রজাপুঞ্জ এবং শতদ্রুনদীর উভয় পার্শ্বে যাহাদের সম্পত্তি আছে, তাঁহারা যদি বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইলে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন; সেই সকল ব্যক্তির প্রকৃত স্বত্ব ও অধিকার যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তৎপক্ষে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিবেন।

অন্য পক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সকল প্রজা, লাহোর-গবর্ণমেণ্টের কার্যে নিযুক্ত আছে, এই ঘোষণা যদি তাহারা অমান্য করে, এবং অবিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়-প্রার্থী না হয়, শতদ্রু নদীর তীরবর্তী তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, এবং তাহারা বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

সপ্তদশ পরিশিষ্ট

লাহোরের সহিত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সন্ধি।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ, বৃটিশগবর্ণমেণ্ট এবং লাহোর-গবর্ণমেণ্টের মধ্যে, লাহোরে এই সন্ধি নিষ্পন্ন হয়।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের শাসনকর্তা স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মিত্রতা-স্থাপন উদ্দেশ্যে যে সন্ধি হয়, বিগত ডিসেম্বর মাসে শিখ-সৈন্যগণ কর্তৃক বিনা কারণে বৃটিশ-রাজ্য আক্রান্ত হওয়ায়, সেই সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ হয়; সেই হেতু ১৩ই ডিসেম্বরের ঘোষণা প্রচার দ্বারা, শতদ্রু নদীর তীরস্থিত বৃটিশ-সীমানার সন্নিহিত লাহোর-মহারাজের অধিকৃত প্রদেশসমূহ বাজেয়াপ্ত এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; তদবধি উভয় গবর্ণমেণ্টের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহচলিতে থাকে; এবং সেই যুদ্ধবিগ্রহের ফলে, বৃটিশ-সৈন্য লাহোর অধিকার করিয়াছে। সেই হেতু কতকগুলি সর্ত্তে এক্ষণে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পুনরায় সন্ধি স্থাপন স্থিরীকৃত হওয়ায়, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং মহারাজ দলীপ সিংহ বাহাদুর, তাঁহার পুত্র, বংশধর, উত্তরাধিকারী এবং স্থলাভিষিক্তগণের সহিত, নিম্নলিখিত সর্ত্তে এই সন্ধি স্থাপিত হইল; ইষ্ট ইণ্ডিজে (ভারতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন স্থানসমূহে) সমস্ত কার্যভার নির্বাহের জন্য অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, ব্রিটনেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনারেবল প্রিভিকৌন্সিলের সদস্য, গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল সার হেনরি হার্ডিঞ্জ জি, সি, বি, কর্তৃক নিযুক্ত এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফ্রেডারিক কারি, এবং ব্রেভেট মেজর হেনরি মণ্টগোমারি লরেন্স সাহেব, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে সন্ধি-সর্ত্ত নির্দ্ধারিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন; এবং হিজ হাইনেস মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে সন্ধি-সর্ত্ত নির্বাহ করিবার সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, ভাই রাম সিং, রাজা লাল সিং, সর্দার তেজ সিং, সর্দার ছত্র সিং আতারিওয়ালা, সর্দার রঞ্জোর সিং মজিথিয়া, দেওয়ান দীননাথ এবং ফকির নুরউদ্দীন নিযুক্ত হইলেন।

১ম সর্ত্ত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং মহারাজ দলীপ সিংহ এবং তাঁহার বংশধরগণ, উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণের মধ্যে চিরকাল শান্তি ও বন্ধুত্ব রক্ষিত হইবে।

২য় সর্ত্ত। শতদ্রু নদীর দক্ষিণ প্রদেশে মহারাজের যে সকল সম্পত্তি আছে, মহারাজ স্বয়ং, তাঁহার বংশধরগণ, উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ তৎসংক্রান্ত সমস্ত

দাবী দাওয়া বা সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতেছেন; কখনও তাঁহার সেই সকল সম্পত্তির উপর বা তৎপ্রদেশের অধিবাসীর উপর কোন দাবী দাওয়া করিবেন না।

৩য় সর্ত। দোয়াবের অথবা শতদ্রু এবং বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী দেশে, পর্বতে এবং সমতল ক্ষেত্রের তাঁহার সমস্ত দুর্গ, সম্পত্তি এবং স্বত্ব, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করিলেন; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরকাল তৎসমুদায়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন।

৪র্থ সর্ত। তৃতীয় সর্তে লিখিত সম্পত্তিসমূহে অধিকার প্রাপ্তি ব্যতীত, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, লাহোর গবর্ণমেণ্টের নিকট আরও দেড় কোটি টাকা দাবী করিলেন; ঐ সমস্ত টাকা লাহোর গবর্ণমেণ্ট এক কালে প্রদান করিতে অপারগ; এবং তৎসম্বন্ধে সন্তোষজনক জামীন দিতে পারিলেন না; সেই হেতু মহারাজ সিন্ধুনদ এবং বিপাশা নদীর মধবর্তী পার্বত্য প্রদেশ এবং কাশ্মীর ও হাজারা প্রদেশ প্রভৃতির সমস্ত দুর্গ, সম্পত্তি, স্বত্ব এবং তাহার আয়, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করিলেন; অর্থাৎ মহারাজের প্রায় এক ক্রোড় টাকা আয়ের সম্পত্তিতে অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরকালের জন্য আধিপত্য লাভ করিলেন।

৫ম সর্ত। সন্ধিপত্র নিষ্পন্ন হইবার পূর্বে বা সময়ে, মহারাজ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অবশিষ্ট ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

৬ষ্ঠ সর্ত। লাহোর সৈন্যদলের মধ্যে হইতে বিদ্রোহী সেনাদিগের অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া মহারাজ তাহাদিগকে দলচ্যুত করিতে প্রতিশ্রুত রহিলেন; ভূতপূর্ব মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময়ে যে প্রকার বিধি-বিধান প্রবর্তিত ছিল, 'রেগুলার' বা 'আইন' পদাতিক সৈন্যদলকে যে প্রকার বেতন ও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে মহারাজ সেই সকল নিয়ম পুনঃপ্রবর্তনায় স্বীকৃত হইলেন। এই সর্তের বিধানমতে যে সকল সৈন্যদলকে পদচ্যুত করা হইবে, তাহাদিগের বাকী প্রাপ্য মহারাজ পরিশোধ করিতে বাধ্য রহিলেন।

৭ম সর্ত। অতঃপর লাহোর গবর্ণমেণ্টের নির্দিষ্ট সৈন্যদলের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইল; —২৫টী পদাতিক সৈন্য দলের প্রত্যেক দলে ৮ শত বন্দুকধারী সৈন্য থাকিবে; তদ্ব্যতীত ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লাহোর গবর্ণমেণ্ট রাখিতে পারিবেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত, লাহোর গবর্ণমেণ্ট কখনও এই সৈন্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। যদি কখনও কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, তাহার কারণ পরম্পরা বিস্তৃতরূপে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হইবে। বিশেষ কোন কারণে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইলে, সেই কারণ দূর হইলে, এই সর্তের প্রথমাংশে লিখিত নিয়মানুসারে, সৈন্যসংখ্যা কমাইতে হইবে।

৮ম সর্ত্ত। মহারাজের যে ৩৬টী কামান আছে, তাহার সকলগুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে; যেহেতু ঐ সকল কামান ব্রিটিশসৈন্যর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল, এবং শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া সোব্রাওনের যুদ্ধে ব্রিটিশ-সৈন্য তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হয়।

৯ম সর্ত্ত। বিপাশা ও শতদ্রু নদী এবং গার ও পঞ্চনদ নামক শতদ্রু নদীর যে দুইটী শাখা মিথেনকোট নামক স্থানে সিন্ধুনদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সকল নদীর উপর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আধিপত্য করিবেন; মিথেনকোট হইতে বেলুচিস্থানের সীমানা পর্য্যন্ত সিন্ধু নদের উপরেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। ঐ সকল নদীর পারাপারের আয় এবং বাণিজ্য-শুল্ক বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইবেন। তবে ঐ সকল নদীতে লাহোর গবর্ণমেণ্টের নিজের কোন বাণিজ্য-পোত বা লোকজন যাতায়াত করিলে, তদ্বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করা হইবে না। দুই রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত নদী সমূহের ভিন্ন ভিন্ন পারঘাট সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, ঐ সকল পারঘাটের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া, উদ্বৃত্ত আয়ের অর্দ্ধেক অংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, লাহোর গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিবেন। শতদ্রু নদীর যে অংশ লাহোর এবং ভাওয়ালপুর রাজ্যের সীমানার অন্তর্গত, সেই সকল স্থানের পারঘাট সম্বন্ধে এই সত্যের কোন সংস্রব রহিল না।

১০ম সর্ত্ত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বা তাহার কোন মিত্ররাজ্যের রক্ষার জন্য, মহারাজের রাজ্য মধ্য দিয়া কোন সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন সৈন্যদল প্রেরণের আবশ্যক হয়, সেরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মহারাজকে তাহা যথারীতি জানান হইবে, এবং বৃটিশ-সৈন্যদল লাহোর রাজ্যের মধ্য দিয়া যথাস্থানে গমনাগমন করিতে পারিবে। সেরূপ অবস্থায় সৈন্যদলের গমনাগমনের সুবিধার জন্য লাহোর-গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণ নদীতে পারাপারের জন্য নৌকার এবং রসদাদি সংগ্রহের সুবিধা করিয়া দিবেন, নৌকা এবং রসদাদি সংগ্রহের যে ব্যয় পড়িবে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার সম্পূর্ণরূপ মূল্য প্রদান করিবেন, এবং সৈন্যদলের গতিবিধি সূত্রে কাহারাও কোন ক্ষতি হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। যে প্রদেশ দিয়া সৈন্যদল পরিচালিত হইবে, সেই প্রদেশের অধিবাসিবর্গের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি কখনও কোনরূপে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না।

১১শ সর্ত্ত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত কখনও কোনও বৃটিশ প্রজা, কিংবা কোন ইউরোপীয় বা মার্কিন রাজ্যের লোক, মহারাজের কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে না।

১২শ সর্ত্ত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং লাহোর গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পুনরায় মিত্রতা স্থাপন সম্পর্কে জাম্মুর রাজা গোলাপ সিং, লাহোর রাজ্যের যে হিতসাধন করিয়াছেন, তাহারই

পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি রাজ্য প্রদান করিয়া মহারাজ, রাজা গোলাপ সিংহকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন; স্বর্গীয় মহারাজ খড়্গ সিংহের সময় যে সকল প্রদেশে রাজা গোলাপ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল তৎসমুদায়, এবং যে পার্বত্য প্রদেশ ও রাজ্য অতঃপর স্বতন্ত্র চুক্তিপত্রে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, রাজা গোলাপ সিংহকে প্রদান করিবেন, তৎসমুদায় মহারাজ স্বাধীন বলিয়া মনে করিলেন। রাজা গোলাপ সিংহের সদ্ব্যবহারের পুরস্কার স্বরূপ ঐ সকল প্রদেশে, বৃটিশগবর্ণমেণ্টও রাজা গোলাপ সিংহকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিলেন; তাঁহার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র সন্ধিসর্তে সেই সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হইবে।

১৩শ সর্ত্ত। রাজা গোলাপ সিংহ এবং লাহোর রাজ্যের মধ্যে যদি কখনও কোনও বিবাদ উপস্থিত হয়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার মধ্যস্থতা করিবেন; এবং মহারাজ তাহা মানিতে বাধ্য হইবেন।

১৪শ সর্ত্ত। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত লাহোর রাজ্যের সীমা কখনও পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে না।

১৫শ সর্ত্ত। লাহোর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না; কিন্তু কখনও কোন প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, লাহোর গবর্ণমেণ্টের শুভকল্পনায়, গবর্ণর জেনারেল তদ্বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করিয়া যথোচিত সাহায্য করিবেন।

১৬শ সর্ত্ত। উভয় রাজ্যের কোন একটি রাজ্যের প্রজা যদি অপর রাজ্যে গমন করে, তাহা হইলে, তাহাদিগের প্রতি আপনার রাজ্যের প্রজার ন্যায় সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

গবর্ণর জেনারেল, রাইট অনারেবল সার হেনরী হার্ডিঞ্জ, জি, সি, বি, মহোদয় কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় ফ্রেডরিক কারি, এস্কোয়ার, এবং ব্রেভেট মেজর হেনরী মণ্টগোমরী লরেন্স, কর্ত্তৃক ষোলটি সর্ত্তযুক্ত এই সন্ধিপত্র অদ্য স্থিরীকৃত হয়; মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে, ভাই রাম সিং, সর্দার তেজ সিং, সর্দার ছত্র সিং আতরি-ওয়ালা, সর্দার রঞ্জোর সিং মজিথিয়া, দেওয়ান দীননাথ এবং ফকীর নুরউদ্দীন উপস্থিত থাকিয়া এই সন্ধিসর্ত্ত ধার্য করেন। গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল সার হার্ডিঞ্জ, জি, সি, বি, মহোদয় এবং হিজ হাইনেস মহারাজ দলীপ সিং কর্ত্তৃক এই সন্ধিপত্র মোহরাঙ্কিত হইয়া অদ্য অনুমোদিত হইল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ, (১২৬২ হিজরী ১০ রবিয়ুলওয়াল দিবসে) লাহোরে এই সন্ধিপত্র সম্পন্ন, এবং সেই দিনই উহা অনুমোদিত হয়।

অষ্টাদশ পরিশিষ্ট।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরের সহিত যে প্রথম সন্ধি হয়, তাহারই কয়েকটি অতিরিক্ত সর্ত।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট এবং লাহোর দরবারের মধ্যে এই চুক্তি-সর্ত ধার্য হয়।

৯ই মার্চে লাহোরের যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির ষষ্ঠ সর্ত অনুসারে লাহোর-সৈন্যের সংস্কার সাধন না হওয়া পর্যন্ত, মহারাজের শরীর এবং রাজধানী রক্ষার জন্য, লাহোর-গবর্ণমেণ্ট, গবর্ণর জেনারেলের নিকট, লাহোরে একদল বৃটিশ সৈন্য স্থাপনের প্রার্থনা করেন; কয়েকটি নির্দিষ্ট সর্তে গবর্ণর জেনারেল, এই ব্যাপারে স্বীকৃত হন; পূর্বোক্ত সন্ধির তৃতীয় এবং চতুর্থ সর্ত অনুসারে মহারাজ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে যে সকল প্রদেশের সত্বাধিকার প্রদান করিয়াছেন, তৎসংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ নিয়ম ধার্য করা আবশ্যক। এই সকল কারণে নিম্নলিখিত আটটি সর্তযুক্ত এই চুক্তিপত্র অদ্য পূর্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্পন্ন হইল ;—

১ম সর্ত। লাহোর সন্ধির ষষ্ঠ সর্ত অনুসারে শিখ সৈন্যের পুনঃ-সংস্কার সাধন না হওয়া পর্যন্ত, লাহোর সহরের অধিবাসিগণের এবং স্বয়ং মহারাজের রক্ষার জন্য, গবর্ণর-জেনারেল যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তদনুযায়ী কতকগুলি বৃটিশ সৈন্য, বর্ত্তমান ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিন পর্যন্ত, লাহোরে অবস্থিতি করিবে; যে উদ্দেশ্যে ঐ সৈন্যদল লাহোরে স্থাপিত হইবে, লাহোর দরবার যদি সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে, বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই, সুবিধা মত সময়ে, সৈন্যদলকে লাহোর হইতে ফিরাইয়া আনা হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসর অতীত হওয়ার পর লাহোরে আর সৈন্যদল অপেক্ষা করিবে না।

২য় সর্ত। পূর্বোক্ত সর্তের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে, লাহোর গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইলেন যে, উল্লিখিত বৃটিশ-সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে লাহোরদুর্গ এবং লাহোর নগরের অধিকার প্রাপ্ত হইবে; এবং লাহোরের সৈন্যদলকে নগর হইতে স্থানান্তরিত করা হইবে। লাহোর গবর্ণমেণ্ট আরও স্বীকৃত হইলেন যে, ঐ সকল বৃটিশ-সৈন্যের অন্তর্গত 'অফিসার' কর্মচারিগণের জন্য, তাঁহাদের আবশ্যক মত সুবিধাজনক বাসস্থান প্রদত্ত হইবে। ঐ সকল সৈন্য বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের আপন সেনা নিবাস হইতে বৈদেশিক রাজ্যে স্থানান্তরিত

হইয়া, অপরের কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ঐ সকল সৈন্য পোষণের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, লাহোর গবর্ণমেণ্ট সে ব্যয়ভার বহন করিবেন।

৩য় সর্ত। যথালিখিত সর্ত অনুসারে শিখ সৈন্যদলের সংস্কার সাধনকল্পে লাহোর গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে একান্ত মনে চেষ্টা করিবেন। সৈন্য সংস্কার এবং সৈন্যদিগের অবস্থান সম্বন্ধে, লাহোর-গবর্ণমেণ্ট কতদূর অগ্রসর হন, লাহোরে যে সকল বৃটিশ-কর্মচারী থাকিবেন, তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় বিবরণ জ্ঞাপন করা হইবে।

৪র্থ সর্ত। পূর্বোক্ত সর্তের কোন বিধান যদি লাহোর গবর্ণমেণ্ট পালন করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে, প্রথম সর্তে লিখিত নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই, যে কোন সময়ে, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট লাহোর হইতে সৈন্যদল উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

৫ম সর্ত। ৯ই মার্চের সন্ধি-পত্রের তৃতীয় এবং চতুর্থ সর্তক্রমে, মহারাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের রাজ্যের মধ্যে যে সকল জায়গীরদার, স্বর্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিং, খড়্গ সিং এবং শের সিংহের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহাদের ন্যায্য স্বত্ব বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সর্বদা সসম্মানে স্বীকার করিবেন; সেই সকল জায়গীরদার তাঁহাদের জীবন কাল পর্যন্ত সকল সত্ত্বে স্বত্ববান্ থাকিবেন, এবং বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সেই ন্যায্য স্বত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন।

৬ষ্ঠ সর্ত। লাহোর সন্ধির তৃতীয় ও চতুর্থ সর্ত অনুসারে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট যে সকল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল রাজ্যের করদার এবং ম্যানেজারদিগের নিকট লাহোর গবর্ণমেণ্টের যে বাকী খাজনা পাওনা আছে, বর্তমান বর্ষের (অর্থাৎ ১৯০২ বিক্রমজিৎ সম্বতের) 'খারিফ' শস্য উৎপত্তির সময় পর্যন্ত, সেই রাজস্ব আদায় পক্ষে স্থানীয় বৃটিশ কর্মচারিগণ লাহোর-গবর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন।

৭ম সর্ত। পূর্বোক্ত সর্তের লিখিত প্রদেশের দুর্গসমূহ হইতে কামান ব্যতীত আর সর্বপ্রকার ধনসম্পত্তি লাহোর গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাক্রমে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন। সেই সকল সম্পত্তির কোন অংশ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি দখলে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, তাহার উচিত মূল্য লাহোর গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইবেন; যে সকল সম্পত্তি লাহোর গবর্ণমেণ্ট স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছুক নহেন, অথচ বৃটিশ কর্মচারিগণেরও তাহা দখল করার আবশ্যক নাই, তদ্রূপ সম্পত্তির সুব্যবস্থার জন্য, বৃটিশ কর্মচারিগণ লাহোর গবর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন।

৮ম সর্ত। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ লাহোর সন্ধির চতুর্থ সর্ত অনুসারে উভয় রাজ্যের সীমা নির্দেশ জন্য, উভয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অবিলম্বে কমিশনার নিযুক্ত হইবে।

উনবিংশ পরিশিষ্ট

রাজা গোলাপ সিংহের সহিত ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি।

১৮৪৬ খ্রীষ্টব্দের ১৬ই মার্চ অমৃতসরে মহারাজ গোলাপ সিং
এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই
সন্ধি নিষ্পন্ন হয়।

এক পক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং অন্য পক্ষে জাম্মুর মহারাজ গোলাপ সিংহ,—উভয়ের মধ্যে এই সন্ধি ধার্য হয়। ইষ্ট ইণ্ডিজে (ভারতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন স্থান সমূহে) সমস্ত কার্যভার নির্বাহের জন্য অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতা-প্রাপ্ত, ব্রিটেনেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অনারেবল প্রিভি কৌন্সিলের সদস্য, গবর্ণর জেনারেল রাইট, অনারেবল সার হেনরি হার্ডিঞ্জ, জি, সি, বি কর্তৃক নিযুক্ত এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত, ফ্রেডারিক কারি এস্কোয়ার, এবং ব্রেভেট মেজর হেন্‌রী মণ্টগোমরি লরেন্স সাহেব, অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে এবং মহারাজ গোলাপ সিং স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই সন্ধি নিষ্পন্ন করিলেন ;—

১ম সর্ত। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ লাহোরে যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির চতুর্থ সর্ত অনুসারে ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট যে রাজ্য প্রাপ্ত হন, সেই রাজ্যের কিয়দংশ মহারাজ গোলাপ সিংহ, এবং তাঁহার পুত্রসন্তানগণ পুরুষানুক্রমে স্বাধীনভাবে ভোগদখল করিতে পারিবেন ; শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত এবং ইরাবতী নদীর পশ্চিম তীরস্থিত, সমস্ত পার্বত্য প্রদেশ ও তাহার অন্তর্গত আশ্রিত ও অধীনস্থ লাহুল ব্যতীত সমস্ত দেশ এবং চাম্বা মহারাজের অধিকারভুক্ত হইল।

২য় সর্ত। পূর্বোক্ত সর্তানুসারে মহারাজ গোলাপ সিং যে সকল প্রদেশে অধিকার লাভ করিবেন, তৎসমুদয়ের পূর্ব সীমা নির্দ্ধারণের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং মহারাজ গোলাপ সিংহ কর্তৃক কমিশনার নিযুক্ত হইবেন ; জরীপ কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর স্বতন্ত্র-পত্রে তদ্বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবে।

৩য় সর্ত। পূর্বোক্ত সর্ত অনুসারে মহারাজ গোলাপ সিং এবং তাঁহার উত্তরাধিকারি-গণকে যে সম্পত্তি প্রদান করা হইতেছে, তাহার দরুণ মহারাজ গোলাপ সিং বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট কে ৭৫ পচাত্তর লক্ষ 'নানকসাহী' টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন ; এই সন্ধি অনুমোদিত হইবার সময়ই তিনি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন, এবং বর্তমান ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর অবশিষ্ট ২৫ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য রহিলেন।

গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল সার হেনরী হার্ডিঞ্জ জি, সি, বি, মহোদয় কর্তৃক ক্ষমতা-প্রাপ্ত, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় ফ্রেডারিক কারি এস্কোয়ার, এবং ব্রেভেট মেজর হেনরি মণ্টগোমরি লরেন্স কর্তৃক দশটী সর্তযুক্ত এই সন্ধিপত্র স্বয়ং মহারাজ গোলাপ সিংহের সহিত অদ্য নিষ্পন্ন হইল। গবর্ণর-জেনারেল রাইট অনারেবল সার হেনরি হার্ডিঞ্জ জি, সি, বি, মহোদয় কর্তৃক উক্ত সন্ধিপত্র অদ্যই মোহরাঙ্কিত এবং অনুমোদিত হইল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ ১২৪৬ হিজরী, ১৭ রবিয়লওয়াল দিবসে এই সন্ধি পত্র অমৃতসরে সম্পন্ন হইল।

বিংশ পরিশিষ্ট

লাহোরের সহিত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় সন্ধি ।

ফরেন ডিপার্টমেণ্ট, বিপাশার নদীর পূর্ব-
তীরস্থিত ভাইরোয়াল ঘাট ক্যাম্প,
২২শে ডিসম্বের, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ।

যখন মহারাজ গোলাপ সিং কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিতে যান ; তখন কাশ্মীরের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা শেখ ইমাম উদ্দীন লাহোর-গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্যবল সাহায্যে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন ; ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ লাহোর-গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধি-সর্ত অনুসারে বিদ্রোহী প্রজাদিগকে দমন করিয়া, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির হস্তে ঐ প্রদেশের ভার প্রদানের জন্য লাহোর-গবর্ণমেণ্টকে আদেশ করা হইয়াছিল।

সেই কার্যের জন্য মহারাজ গোলাপ সিংহের এবং লাহোর ষ্টেটের যুক্ত সৈন্যদলকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য, একদল বৃটিশ-সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল ; আবশ্যকমতে ঐ সৈন্যদল সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল।

লাহোর দরবারের আদেশ অনুসারে শেখ ইমান উদ্দীন মহারাজ গোলাপ সিংহকে বাধা প্রদান করিয়াছেন, এই কথা তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন ; তিনি আরও জানাইয়াছিলেন যে, উজীর রাজা লাল সিংহের লিখিত উপদেশ অনুসারেই এই বিদ্রোহের উত্তেজনা হইয়াছে।

শেখ ইমাম উদ্দীন, বৃটিশ এজেণ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করেন; তাঁহার সহিত সর্ত হয় যে, তিনি যদি প্রামাণ করিতে পারেন যে লাহোর দরবারের মন্ত্রীর উত্তেজনায় মহারাজ গোলাপ সিংহের রাজ্যাধিকারে বাধা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে, তাঁহার শরীর বা সম্পত্তির প্রতি লাহোর দরবার কোন শাস্তি বিধান করিবেন না, বৃটিশ এজেণ্ট তদ্বিষয়ে

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন। যাহাতে এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরপেক্ষ অনুসন্ধান হয়, বৃটিশ এজেন্ট তদ্বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলেন।

'শেখ ইমাম উদ্দীন যে অভিযোগ উপস্থিত করেন, প্রকাশ্যভাবে তাহার অনুসন্ধান হইয়াছিল। অনুসন্ধানে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়,— মহারাজ গোলাপ সিংহ কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিতে যাইলে, শেখ ইমাম উদ্দীন তাঁহাকে যে বাধা দিয়াছিলেন, রাজা লাল সিংহের গুপ্ত উত্তেজনাই তাহার মূলীভূত।

অতঃপর অবিলম্বে উজীর রাজা লাল সিংহকে পদচ্যুত করিয়া বৃটিশ প্রদেশে নির্বাসিত করিবার জন্য, গবর্ণর জেনারেল লাহোর-ষ্টেটের সামন্তবর্গের প্রতি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

উজীর লাল সিং গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করিয়া সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজা লাল সিং পদচ্যুত হইলে, গবর্ণর জেনারেল তাহাতে স্বীকৃত ছিলেন। উজীর লাল সিংহের কার্যে দরবারের অন্যান্য সদস্যদিগের যে যোগাযোগ ছিল না, তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; কাশ্মীরের বিদ্রোহদমন কল্পে এবং সন্ধিসর্ত পরিপালনের বাধা দূর করিতে, শিখ-সৈন্যদলের এবং সর্দারগণের ব্যবহারে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, উজীর লাল সিংহের অপকর্ম্মের সহিত সমস্ত শিখ-জাতি লিপ্ত নহে।

মন্ত্রিগণ এবং সামন্তগণ একবাক্যে উজীর লাল সিংহের পদচ্যুতি বিষয়ে সম্মত হইয়াছিলেন এবং অবিলম্বে তাহা কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

লাহোরের শাসন সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে দরবারের অবশিষ্ট সদস্যগণ সমস্ত সর্দার এবং সামন্তগণের সহিত একমত হইয়া, কয়েক দিনের পরামর্শর পর স্থির করিয়াছেন যে, মহারাজ দলীপ সিংহের অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে তাঁহার রক্ষার জন্য এবং রাজ্যের সুশাসন কল্পে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সাহায্য এবং মধ্যস্থতা প্রার্থনীয়।

দরবারের এবং সামন্তগণের সেই প্রার্থনা অনুসারে বর্তমান বর্ষের ৯ই মার্চ তারিখে লাহোরে বৃটিশ গবরমেন্টের সহিত লাহোর গবরমেন্টর যে সন্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার কিছু সাময়িক পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে।

সেই পরিবর্তনের নিয়ম এবং সর্ত নিম্নলিখিত চুক্তিপত্রে লিখিত হইল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এবং লাহোর-দরবারের মধ্যে এই চুক্তিপত্রের সর্তসমূহ ধার্য হয়।

লাহোর দরবার এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্তগণ ও সর্দারগণ স্পষ্ট ভাষায় বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে জানাইয়াছেন যে, মহারাজ দলীপ সিংহের অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে, লাহোর রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের সুব্যবস্থার জন্য, তাঁহারা গবর্ণর জেনারেলের সহায়তা ও

সুপরামর্শের প্রার্থী। তাঁহাদের মতে লাহোর-গবর্ণমেণ্টের রক্ষাকল্পে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টর সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহাদের সেই প্রার্থনা অনুসারে, কতকগুলি সর্তের অধীনে, গবর্ণর জেনারেল নিম্নলিখিত চুক্তিপত্রে, বিগত ১১ই মার্চ তারিখে লাহোরে যে চুক্তিপত্র ধার্য হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করিতেছেন। গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ, জি, সি, বি, কর্তৃক সম্পূর্ণরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, গবর্ণর-জেনারেলের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এজেণ্ট, লেফ্‌টেনাণ্টকর্ণেল হেনরি মণ্টগোমরি লরেন্স,সি, বি, এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী, ফ্রেডারিক কারি এস্কোয়ার, এতদুভয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টর পক্ষে এই সন্ধিসর্ত স্থিরীকরণে নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্দার তেজ সিং, সর্দার শের সিং দেওয়ান দীননাথ, ফকীর নুরউদ্দীন, রায় কিষণ চাঁদ, সর্দার রঞ্জোর সিং মজিথিয়া উত্তর সিং কালীওয়ালা, ভাই নিধান সিং, সর্দার খাঁ সিং মজিথিয়া, সর্দার শমসের সিং, সর্দার লাল সিং, মোরারিয়া, সর্দার খের সিং সিন্ধানওয়ালা, সর্দার অর্জুন সিং রাঙ্‌বাঙ্‌গ্রিয়া, লাহোরে সমবেত সমস্ত, সর্দারগণের সম্মতিক্রমে একমত হইয়া মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে এই সন্ধিসর্তে সামন্ত ও সর্দারদিগের সম্মতিক্রমে একমত হইয়। হিজ হাইনেস মহারাজ দিলীপ সিংহের পক্ষে সন্ধিসর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

১ম সর্ত। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং লাহোর ষ্টেটের মধ্যে যে সন্ধি ধার্য হয়, সেই সন্ধির অন্তর্গত পঞ্চদশ ধারা ব্যতীত অপরাপর ধারা বিষয়ে উভয় গবর্ণমেণ্ট সমভাবে বাধ্য থাকিবেন; উক্ত পঞ্চদশ ধারা সম্বন্ধে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইল।

২য় সর্ত। উপযুক্তরূপে সহকারিগণের সহিত একজন বৃটিশ কর্মচারী গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া লাহোরে অবস্থিতি করিবেন। রাজ্যের সমস্ত বিভাগের কার্যাবলীর উপর তাঁহার আধিপত্য থাকিবে; তাঁহার আদেশমত সমস্ত সৈন্য পরিচালিত হইবে।

৩য় সর্ত। জনসাধাণের প্রকৃতি এবং মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, জাতীয় আচার ব্যবহার, শিক্ষা-পদ্ধতি ও ধর্মকর্ম রক্ষা করিয়া এবং সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য স্বত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া শাসন কার্য পরিচালিত হইবে।

৪র্থ সর্ত। শাসনের প্রণালী এবং বিভাগ সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না। তবে লাহোর গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য স্বত্ব রক্ষার জন্য, এবং পূর্ববর্তী সর্তের উদ্দেশ্যসমূহ পালন জন্য, শাসন প্রণালীর কোন পরিবর্তন আবশ্যক হইলে তাহা করা হইবে। আপাততঃ দেশীয় কর্মচারীদিগের দ্বারাই রাজকীয় সদস্য-সভার তত্ত্বাবধানে সকল কার্য সম্পন্ন হইবে; প্রধান প্রধান সামন্ত এবং সর্দারগণকে লইয়া বৃটিশ রেসিডেণ্টের পরিচালনে এবং শাসনাধীনে সদস্য-সভা গঠিত হইবে।

৫ম সর্ত। অপাততঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া রাজকীয় সদস্য সভা (Council of Regency) গঠিত হইবে;—যথা, সর্দার তেজ সিংহ, সর্দার শের সিং আতরি-

ওয়ালা, দেওয়ান দীননাথ, ফকীর নুর উদ্দীন, সর্দার রঞ্জোর সিং মজিথিয়া, ভাই নিধান সিং, সর্দার উত্তর সিং কালীওয়ালা, সর্দার শমসের সিং সিন্ধানওয়ালা। গবর্ণরের আদেশ এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সম্মতি ব্যতীত সদস্যগণের কোনই পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না।

৬ষ্ঠ সর্ত। রাজকীয় সদস্য-সভার দ্বারা দেশের শাসনকার্য নির্বাহিত হইবে; কিন্তু বৃটিশ রেসিডেন্টের অভিপ্রায় মত তাঁহাদিগকে কার্য করিতে হইবে। সকল বিভাগের সকল কার্যেই বৃটিশ রেসিডেন্টের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য বিদ্যমান থাকিবে।

৭ম সর্ত। দেশের শান্তি রক্ষার জন্য এবং মহারাজের শরীর রক্ষা কল্পে গবর্ণর জেনারেল যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তদনুরূপ বৃটিশ সৈন্য লাহোরে অবস্থিতি করিবে, সৈন্যদলের সংখ্যা, অবস্থান এবং শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেলই স্থির করিবেন।

৮ম সর্ত। দেশের শান্তি রক্ষার জন্য এবং রাজধানী নিরাপদ বিধান কল্পে, গবর্ণর জেনারেল ইচ্ছানুসারে লাহোর রাজ্যের অন্তর্গত যে কোন দুর্গ বা সেনা-নিবাস বৃটিশ সৈন্য দ্বারা অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন।

৯ম সর্ত। এই সকল সৈন্য রক্ষার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় হইবে, তাহা নির্বাহকল্পে, লাহোর-ষ্টেট প্রতি বৎসর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে পূর্ণ ওজনের ২২লক্ষ নুতন 'নানকসাহী' টাকা প্রদান করিবেন। দুই কিস্তিতে, অর্থাৎ ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা প্রতিবৎসর মে ও জুন মাসের মধ্যে, এবং [illegible] লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে প্রত্যেক বৎসর দিতে হইবে।

১০ সর্ত। মহারাজ দলীপ সিংহের জননী, হার হাই.নস মহারাণীর নিজের এবং তাঁহার অধীনস্থগণের ভরণ-পোষণের জন্য, প্রতিবৎসর তাঁহাকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হইবে; সেই টাকা মহারাজ যথেচ্ছাক্রমে ব্যয় করিতে পারিবেন।

১১শ সর্ত। এই সন্ধির সর্ত সমূহ মহারাজ দলীপ সিংহের অপ্রাপ্ত ব্যবহারকাল পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকিবে। মহারাজের ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে, এ সকল সর্ত রহিত হইবে। মহারাজের গবর্ণমেণ্টের রক্ষার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তার যখন আর আবশ্যক হইবে না, গবর্ণর জেনারেল এবং লাহোর দরবার যখন তাহা বুঝিতে পারিবেন. সেই সময় গবর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করিলে, মহারাজের সাবালক অবস্থা প্রাপ্তির পূর্বেই, এই সন্ধির ব্যবস্থা রহিত করিতে পারিবেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর উল্লিখিত কর্মচারিগণ এবং সর্দার ও সামন্তগণ উপস্থিত থাকিয়া এগারটী সর্তযুক্ত এই সন্ধিপত্র লাহোর সহরে নিষ্পন্ন করিলেন।

একবিংশ পরিশিষ্ট

১৮৪৪খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে পঞ্জাবের রাজস্ব পরিমাণ।

করদ রাজ্য।		ঢাকা	টাকা
বিলাসপুর, রাজস্ব ১০,০০০ লেহনা সিংহের শাসনাধীন	—	৭০,০০০	
সুকেত ঐ ১৫,০০০ ঐ	—	৭০,০০০	
চাম্বা, অজ্ঞাত, গোলাপ সিংহের শাসনাধীনে	—	২,০০,০০০	
রাজওরি ঐ ঐ	—	১,০০,০০০	
লুদাক, রাজস্ব ৪২,০০০, ঐ	—	১,০০,০০০	
ইসকার্দো, ঐ ৭,০০০ ঐ	—	২৫,০০০	
			৫,৬৫,০০০

—এই সকল রাজ্যের মধ্যে বিলাসপুর ব্যতীত অন্য সকলগুলি, তত্রত্য শাসকর্তৃগণের ইজারা স্বরূপ বলা যাইতে পারে; করদ রাজ্য বলিয়া মনে না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ তত্রত্য শাসন নির্বাহ করিয়া থাকেন; সাধারণতঃ সেই সকল রাজ্যের ঐর্য্যশ-সম্পদ, প্রতিনিধি পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে ব্যয়িত হইয়া থাকে। আর্থিক ব্যয়-বাহুল্য উল্লেখের পরিবর্ত্তে, সেই সেই রাজ্যের রাজস্ব যতদুর সম্ভব সঠিক ভাবে এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল।

রাজস্ব	টাকা	টাকা
('কারম' বা ইজারা।)		
জের — —	—	৫,৬৫,০০০
মাণ্ডী।—মাণ্ডীর রাজা ইহার ইজারাদার ; তাঁহার আয় চারি লক্ষ টাকা ; কিন্তু তিনি কেবল এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ। —	৪,০০,০০০	
কুলু। – তত্রত্য স্থানের রাজ-পরিবার বিত্ত-ভোগী। — —	১,২০,০০০	
জাসোয়ান।—রাজ-পরিবারের একটি জায়-গীর ভূমি ছিল। —	১,২৫,০০০	
কাঙ্গড়া — ঐ ; ইজারা সত্ত্বের অন্তর্ভু'ক্ত নহে। —	৬,০০,০০০	
কোটলের।—রাজ-পরিবারের একটি জায়- — —	২৫,০০০	
শিবা।—তত্রত্য রাজ-পরিবারকে সমস্ত সম্পত্তির জায়গীরদার বলা যাইতে পারে ; তাহারা অশ্ব ও সৈন্য সাহায্য প্রদান করিত। —	২০,০০০	
নূরপুর।—তত্রত্য রাজ-পরিবারের জায়-গীর ছিল। — —	৩,০০,০০০	
হরিপুর।— ঐ —	১,০০,০০০	
দাতারপুর।— ঐ —	৫০,০০০	
কোটালা।— ঐ —	২০,০০০	
	১৭.৬০,০০০	৫,৬৫,০০০

টিপ্পণী।—উপরোক্ত রাজ্যগুলি, লেহনা সিং মজিথিয়া শাসন করিতেন।

		টাকা	টাকা
জের — —		১৭,৬০,০০০	৫,৬৫,০০০
বিশৌলি।—সমস্ত পরিবারের সমস্বত্ব। রাজা হরি সিং ইহার অধিস্বামী —		৭৫,০০০	
কাশ্মীর।—শেখ গোলাম মহিউদ্দীনের শাসনাধীন।			
চুক্তি —	২১,০০,০০০		
সৈন্য —	৫,০০,·০০		
গচ্ছিত —	৪,০০,০০০		
মজঃফরাবাদ, ((কাশ্মীরের অধীন বা অন্তর্গত)		৩০,০০,০০০	
মজঃফরাবাদের শাসনকর্তা, একজন জায়গীরদার ছিলেন। —		১,০০,০০০	
কচ হাজারা এবং পাখলি ধামতৌর — রাজা গোলাপ সিংহের অধীন। গান্ধার এবং তারনৌলির সর্দারগণের কতকগুলি জায়গীর আছে, কিন্তু তাহারা একরূপ স্বাধীন ভাবে লুণ্ঠনাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকে।		১,৫০,০০০	
রাওলপিণ্ডী—দেওয়ান হাকিম রায়ের অধীন। —		১,০০,০০০	
হাসান আবদাল, খাত্তির এবং ঘেপি। — দেওয়ান মূলরাজের অধীন। কিছু দিন পূর্বে কাচ হাজারা তাঁহার অধীন ছিল।		১,৯০,০০০	
পেশোয়ার।—সর্দার তেজ সিং এই স্থানের শাসনকর্তা 'বারুক'জায়ীদিগের কতকগুলি জায়গীর আছে —		১০,০০,০০০	
		৬২,৮৫,০০০	৫,৬৫,০০০

		টাকা	টাকা
জের —		৬২,৫৮,০০০	৫,৬৫,০০০
টাঙ্ক বান্নু।—দেওয়ান দৌলত রায়ের অধীন। অত্রত্য সমস্ত সর্দার পলায়ন করেন; অধুনা সেই সমস্ত সর্দারের এক জন ভ্রাতা জায়-গীরদার —		২,৫০,০০০	
ডেরা-ইস্মাইল খাঁ।—দেওয়ান দৌলত রায়ের অধিকারভুক্ত; তত্রত্য সর্দার একজন জায়গীরদার —		৪,৫০,০০০	
মূলতান, ডেরা গাজী দেওয়ান সাওয়ান খাঁ, মানখেরা। মল্ল			
চুক্তি —	৩৬,০০,০০০		
সৈন্য —	৭,০০,০০০		
গচ্ছিত ইত্যাদি	২,০০,০০০	৪৫,০০,০০০	
রামনগর, প্রভৃতি।—দেওয়ান সাওয়ান মল্ল —		৩,০০,০০০	
মিট্টা তাওয়ানা।— মৃত ধীয়ান সিংহ—		১,০০,০০০	
বেরে খুসাব।— রাজা গোলাপ সিং —		১,০০,০০০	
পিণ্ড দাদন খাঁ।— ঐ —		৫০,০০০	
গুজরাট।— ঐ —		৩,০০,০০০	
উজিরাবাদ প্রভৃতি।— মৃত সুচেৎ সিং		১,০০,০০০	
শিয়ালকোট।— রাজা গোলাপ সিং —		৫০,০০০	
জলন্ধর দোয়াব।—শেখ ইমামউদ্দীন—		২২,০০,০০০	
শেখপুরা প্রভৃতি।—শেখ ইমামউদ্দীন		২,৫০,০০০	
শতদ্রুর পুর্ববর্তী ইজারা ভূমি সমূহ।—		৬,৫০,০০০	
পঞ্জাবের অন্তর্গত বিবিধ ইজারা ভূমি			১,৭৯,৮৫,০০০
—		১৬,০০,০০০	১,৮৫,৫০,০০০

দেবোত্তর ভূমি।	টাকা	টাকা
জের — —	১,৭৯,৮৫,০০০	১,৮৫,৫০,০০০
‘সোধি সম্প্রদায়ের অধীনস্থ দেবোত্তর —	৫.০০,০০০	
‘বেদী’ সম্প্রদায়ের অধীনস্থ দেবোত্তর —	৪,৫০,০০০	
‘আকালি’, ‘ফকীর’, ‘ব্রাহ্মণ’, এবং অমৃতসরের সংলগ্ন স্থান সমূহ ইত্যাদি —	১১,০০,০০০	
জাম্মুরাজগণের পার্বত্য জায়গীর সমূহ।		২০,০০,০
জেস্রোতা প্রভৃতি।—হীরা সিং ; অত্রত্য শাসনকর্তার একল জায়গীর আছে—	১,২৫,০০০	
পাদের, এবং চাম্বার অন্তর্গত অন্যান্য জেলা সমূহ। গোলাপ সিং —	১,০০,০০০	
বাদারোয়া।— গোলাপ সিং (চাম্বারাজের পিতৃব্যের সহিত জায়গীর ভোগ করেন।)	৫০,০০০	
মানকোট।—মৃত স্থচেৎ সিং ; পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের জায়গীর আছে। —	৫০,০০০	
ভাহু।— ঐ ঐ ঐ —	৫০,০০০	
বান্দ্রালতা।—ঐ ঐ ঐ —	১'২৫,০০০	
চানিনী (রামনগর)।—গোলাপ সিং	৩০,০০০	
জাম্মু গোলাপ সিং ; পরিবারবর্গের এবং প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই	৪,০০,০০০	
রিয়াসি রাজ্যত্যাগী।	৯,৩০,০০০	২,০৫,৫০,০০০

	টাকা	টাকা
জের —	৯,১৫,০০০	২,০৫,৫০,০০০
চাম্বা।—মৃত সুচেৎ সিং; পরিবারবর্গ হয় মৃত; না হয়, পলায়ন করিয়াছে। —	৪০,০০০	
কিষ্টোয়ার।—গোলাপ সিং; পরিবারবর্গ রাজ্যত্যাগী। —	১,৫০,০০০	
উধমুর; কেরী সিংহের পরিবারবর্গের অধিকারভুক্ত চাকানা ইহার অন্তর্ভুক্ত। গোলাপ সিং; পরিবারবর্গের জায়গীর আছে।	৫০,০০০ ৫০,০০০	
ভীম্বার,—মৃত ধীয়ান সিং; পরিবারস্থ কয়েক জনের জায়গীর আছে; অন্যান্য সকলে দেশত্যাগী। —	১,৫০,০০০	
চিব্-ভো'জাতিসমূহ।—মৃত ধীয়ান সিং পরিবারবর্গের অধীন একটি জায়গীর আছে। —	১,০০,০০০	
রাজস্ব—জায়গীর।		১৪,২০,০০০
কোটালী।—মৃত ধীয়ান সিং; জায়গীর—	৩০,০০০	
সুনাচ।— ঐ হয়ত পরিবারবর্গ দেশত্যাগী। —	৭০,০০০	
দঙ্গালি, খানপুর প্রভৃতি।—গোলাপ সিং; পরিবারস্থ কয়েকজন জায়গীর ভোগ করেন; কয়েক জন বন্দী; এবং অবশিষ্ট কয়েক জন দেশত্যাগী —	১,০০,০০০	
জাম্মুরাজগণের অধীনস্থ বহুসংখ্যক জায়গীর (সমতল ভূমির অন্তর্ভুক্ত।) —	৭,০০,০০০	২,১৯,৭০,০০০

	টাকা	টাকা
জের — —	৭০,০০,০০০	
কাঙ্ড়ার রাজগণ (রণবীর প্রভৃতি) —	১,০০,০০০	
সর্দার লেহনা সিং মজিথিয়া —	৩,৫০,০০০	
সর্দার নিহাল সিং আলহুওয়ালিয়া —	৯,০০,০০০	
সর্দার কিষেণ সিং (জমাদার খুসাল সিংহের পুত্র) —	১,২০,০০০	
সর্দার তেজ সিং —	৬০,০০০	
সর্দার শ্যাম সিং, এবং ছত্র সিং আতারিওয়ালা —	১,২০,০০০	
সর্দার শমসের সিং সিন্ধানওয়ালা —	১৫,০০০	
সর্দার অর্জুন সিং, এবং হরি সিংহের অপরাপর পুত্র —	১৫,০০০	
কুমার পেশোয়ারা সিং —	৫,০০০	
কুমার তারা সিং —	২০,০০০	
সর্দার জোয়াহির সিং (দলীপ সিংহের পিতৃব্য।) —	৫০,০০০	
সর্দার মঙ্গল সিং —	৫০,০০০	
সর্দার ফতে সিং মান —	৫০,০০০	
সর্দার উত্তর সিং কালিয়ানওয়ালা —	৫০,০০০	
সর্দার হুকুম সিং মালওয়াই —	৫০,০০০	
সর্দার বেলা সিং মোকাল —	৫০,০০০	
সর্দার সুলতান মহম্মদ, সৈয়দ মহম্মদ এবং পির মহম্মদ খাঁ —	১,৫০,০০০	
সর্দার জামাল-উদ্দীন খাঁ —	১,০০,০০০	
শেখ গোলাম মহিউদ্দীন —	৩০,০০০	
ফকার উজীজ-উদ্দীন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ —	১,০০,০০০	
	৪৫,১৫,০০০	২,১৯,৭০,০০০

		টাকা	টাকা
জের	—	৪৫,১৫,০০০	২,১৯,৭০,০০০
দেওয়ান সওয়ান মল্ল	—	২০,০০০	
বিবিধ প্রকার	—	৫০,০০,০০০	
বাণিজ্য শুল্ক প্রভৃতি			১৫,২৫,০০০
লবণের খনি।—রাজা গোলাপ সিং,	—	৪,০০,০০০	
সহরের রাজস্ব।—অমৃতসর ; নৃত ধীয়ান সিং	—	৫,৫০,০০০	
ঐ।—লাহোর ঐ	—	১,৫০,০০০	
সহরের বিবিধ প্রকার রাজস্ব	—	১,০০,০০০	
'আবকারী' ('একসাইজ') ইত্যাদি	—	৫০,০০০	
মালামাল চালানের শুল্ক ; লুধিয়ানা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত	—	৫,০০,০০০	
'মোহরানা' (ষ্ট্যাম্প)	—	২,৫০,০০০	২৪,০০,০০০
মোট	—		৩,২৪,৭৫,০০০

খতিয়ান।

		টাকা
রাজস্ব ;—		
করদ রাজ্য	—	৫,৬৫,০০০
ইজারা ভূমি	—	১,৭৯,৮৫,০০০
দান	—	২০,০০,০০০
	—	৯৫,২৫,০০০
বাণিজ্য শুল্ক প্রভৃতি	—	২৪,০০,০০০
		৩,২৪,৭৫,০০০

দ্বাবিংশ পরিশিষ্ট

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে লাহোরের সৈন্য পরিমাণ।

প্রত্যেক সৈন্যদলের অধিনায়ক।	জাতি।	স্থায়ী সৈন্যদল। পদাতিক	অশ্বারোহী	ক্ষুদ্র কামান	বৃহৎ কামান: যুদ্ধ কামান	অবরোধ কামান
তেজ সিং	শিখ	৪	১	১০	০	০
জেনারেল প্রতাপ সিং পাতিওয়ালা	শিখ	৩	০	০	০	০
জেনারেল জোয়ালা সিং	শিখ পদাতিক ; শিখ এবং মুসলমান গোলন্দাজ সৈন্য	২	০	৪	০	০
শেখ ইমান উদ্দীন	মুসলমান	৩	০	৪	০	০
লেহনা সিং মজিথিয়া	শিখ পদাতিক ; অল্প সংখ্যক শিখ সৈন্য	২	০	১০	৩	২
জেনারেল বিষেণ সিং	মুসলমান ; কয়েক জন মাত্র শিখ সৈন্য	২	০	৩	০	০
জেনারেল গোলাপ সিং পোহুভিন্দিয়া	তিনটি মুসলমান সৈন্য দল ; কামান পরিচালক শিখ এবং মুসলমান সৈন্য	৩	০	১৪	০	০
জেনারেল মহাতাব সিং মজিথিয়া	পদাতিক শিখ সৈন্য ; শিখ এবং মুসলমান গোলন্দাজ	৪	১	১২	০	০
জেনারেল গুরদত্ত সিং মজথিয়া	প্রধানতঃ শিখ পদাতিক সৈন্য	৩	০	০	০	০
কর্ণেল, জন হল্‌মস্‌	গোলন্দাজ সৈন্য,—শিখ এবং মুসলমান। পূর্বে					

	এই সৈন্যদল জেনারেল কোর্টের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইত।	১	০	১০	০	০
জেনারেল গৌকুল সিং	হিন্দুস্থানী সৈন্য ; অল্প সংখ্যক শিখ	২	০	০	০	০
কর্ণেল কোর্টলাণ্ড (ইহাঁকে কার্য হইতে জবাব দেওয়া হয়)	পদাতিক সৈন্য—শিখ এবং হিন্দু ; গোলন্দাজ সৈন্য—শিখ এবং মুসলমান	২	০	১০	০	০
শেখ গোলাম মহী উদ্দীন	পদাতিক সৈন্য।—শিখ ? গোলন্দাজ সৈন্য—শিখ এবং মুসলমান	১	০	৬	৮	০
দেওয়ান অযোধ্যা প্রসাদ ; জেনারেল ইলাহী বকেসর অধীনে কামান পরিচালক সৈন্য	পদাতিক,—শিখ ; গোলন্দাজ,—শিখ এবং মুসলমান (জেনারেল ভেণ্টুরা)	৪	২	১২	২২	০
জেনারেল গোলাপ সিং	শিখ সৈন্য	৪	১	১৬	০	০
ক্যালকাটাওয়ালা (মৃত)	শিখ, মুসলমান এবং পার্বত্য জাতি (জেনারেল এভিটেবাইল)					
দেওয়ান যোধরাম		৪	১	১২	০	০
জেনারেল খাঁ সিং মান	শিখ এবং মুসলমান	৪	০	১০	০	০
সর্দার নেহাল সিং আলহুওয়ালিয়া	পদাতিক সৈন্য,—শিখ এবং মুসলমান ; গোলন্দাজ, প্রধানত মুসলমান	১	০	৪	১১	০
দেওয়ান সোহান মল্ল	মুসলমান এবং পতিপয় শিখ	৩	০	৬	০	৪০

রাজা হীরা সিং	পার্বত্য জাতি, কতিপয় মুসলমান	২	১	০	৩	৫
রাজা গোলাপ সিং	” ” ”	৩	০	১৫	০	৪০
রাজা সুচেৎ সিং (মৃত)	” ” ”	২	১	৪	০	১০
কাপ্তেন কুলদীন সিং	গুর্খা সৈন্য	১	০	০	০	০
সেনাপতি ভাগ সিং	শিখ এবং মুসলমান	০	০	৬	০	০
সেনাপতি সিও প্রসাদ	” ”	০	০	৮	০	০
মিছির লাল সিং	” ”	০	০	১০	০	০
সর্দার কিষেণ সিং	মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী	০	০	০	০	০
জেনারেল কিষেণ সিং	শিখ এবং মুসলমান	০	০	২২	০	০
সর্দার শ্যাম সিং আতারিওয়ালা	” ”	০	০	০	১০	০
মিয়ান পৃথি সিং	প্রধানতঃ মুসলমান	০	০	০	৫৬	০
জেনারেল সেওয়া সিং	শিখ এবং মুসলমান	০	০	১০	১০	০
কর্ণেল আমীর চাঁদ	প্রধানতঃ মুসলমান	০	০	০	১০	০
সেনাপতি মোজাহর আলি	মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী	০	০	১০	০	০
জোয়াহির মল্ল মিস্ত্রী (লাহোর)	মুসলমান; কতিপয় শিখ	০	০	০	২০	১২
সেনাপতি সুখু সিং (অমৃতসর)	শিখ এবং মুসলমান	০	০	০	০	১০
বিবিধ প্রকারের অবরোধ কামান		০	০	০	০	৫০
		৬০	৮	২২৮	১৫৬	১৭১

সমগ্র সৈন্যের খতিয়ান।

প্রত্যেক দলে ৭০০ শত হিসাবে ৬০টি পদাতিক সৈন্যদল	৪২,০০০
“মুঘোল” এবং “আকালি”	৫,০০০
স্থায়ী সৈন্যদল এবং অবরোধকারী সৈন্য	৪৫,০০০
	৯২,০০০
	পদাতিক সৈন্য
প্রত্যেক দলে ৬০০ শত হিসাবে, ৮টি অশ্বারোহী সৈন্যদল	৪,৮০০

ঘোড় শোয়ার (অশ্বারোহী)	১২,০০০
জায়গীরদারী অশ্বারোহী সৈন্য	১৫,০০০
অশ্বারোহী সৈন্য	৩১,০০০
কামান	৩৮৪টি কামান

ত্রয়োবিংশ পরিশিষ্ট

৩৩৬ পৃষ্ঠার নোটে উদ্ধৃত সেক্সপিয়রের 'পঞ্চম হেনরি' (Henry v) নাটকের চতুর্থ অঙ্কের অন্তর্গত ধ্রুবকের (Chorus) মর্মানুবাদ ,—

ক্ষণতরে সেই স্মৃতি কর উন্মেষণ ;—
বিশ্বের বিশাল গর্ভ ঘেরিয়াছে যবে
সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে ; উঠিয়াছে
আর্তনাদ,—অফুরন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক ;
নৈশ নীরবতা মাঝে, শিবিরে শিবিরে
মর্মন্তুদ যন্ত্রণার অস্ফুট সে ধ্বনি।
প্রহরার পরিচয় পাইছে প্রহরী ;
কে যেন কাণের কাছে কহে চুপি চুপি।
অগ্নিমুখে প্রত্যুত্তর বরষে অনল।
সৈনিকের পরিম্লান বদন মণ্ডল,
প্রতিভাত অনলের ম্লান রশ্মি মাঝে।
অশ্বের সে হ্রেবা রব বিকট, ভীষণ,—
নিশার বধির কর্ণে বাজে শেল সম,—
অশ্বের করিছে তাহে ভীতি উৎপাদন।
যোদ্ধবেশে সুসজ্জিত বর্মধারিগণ,
ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্র-শস্ত্র করিয়া ধারণ,
ধাইছে হুঙ্কার ছাড়ি শিবির ত্যজিয়া ;
সে হুঙ্কারে জানাইছে সমর ঘোষণা।

—Shakespeare, Henry v
Act iv. Chorus.

সম্পূর্ণ